VEDANTA APHORISMS

AS COMPILED BY

VEDAVYASA WITH COMMENTARY.

(BRITTI) OF SANKARANANDA

EDITED WITH FULL NOTES BY

PANDIT NAGENDRA NATH SHASTRI.

Darsanadhyapaka of Searsole Rajbati in the District of Burdwan.

বেদান্ত-সূত্র।

শ্রীযুক্ত মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত-সূত্র ও শ্রীযুক্ত শঙ্করানন্দ

পরিব্রাজক মহোদয় কৃতা শারীরক-সূত্র-দীপিকা

নাম্নী বৃত্তি সহিত

মুর্শিদাবাদ-কান্দিস্থ-চক্রবর্ত্তি-ভট্টাচার্য্য-কুলজ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত শিয়ারশোল রাজবাটী, কুমার রামেশ্বর মালিয়া বাহাদুরের

দর্শন-শাস্ত্রাধ্যাপক কর্ত্তৃক সংকলিত ও

শ্রীউমাচরণ রক্ষিত দ্বারা প্রকাশিত।

(তৃতীয় সংস্করণ।)

কলিকাতা,

৯নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, "নিউ আর্য্যমিশন প্রেস" হইতে

শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ৪৲ চারি টাকা।

১৯১৬

বিজ্ঞাপন।

যে শাস্ত্রই আমরা পাঠ করি বেদান্ত সকলেরই মূর্দ্ধা। আপাততঃ দেশকালের গতি অনুসারে মনে হয় বেদান্ত পাঠ করিলে তার্কিক হইয়া পরিশেষে লোকে নাস্তিক হইয়া পড়ে অথবা কেহ হয় ত ব্রহ্মজ্ঞানী হন বটে কিন্তু তাঁহার আচার ব্যবহার সমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন দেখা যায়। হিন্দুদিগের আচরিত কোনরূপ সদনুষ্ঠান তাঁহাদের থাকে না। হিন্দুগণ নানা দেবদেবীর উপাসক। যাঁহারা বেদান্ত পড়েন তাঁহারা তত্তৎ উপাসনার বিরোধী। বেদান্ত শাস্ত্র আলোচনার ফলে এতাদৃশ নানাবিধ বিষময় ফল হইয়া থাকে। এরূপ সংস্কার সম্পূর্ণ ভ্রম। যখন ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল স্রোতে হিন্দুদিগের উপাসনাপদ্ধতি, দেব-দ্বিজ-গুরু-ভক্তি, দৈবপৈত্র ক্রিয়াকলাপ ভাসমান হইয়াছিল; বৌদ্ধগণ অতিশয় প্রবল হইয়া হিন্দুগণের চিরকালের অর্চ্চনার সামগ্রী দেবপ্রতিমা সকল বিচূর্ণিত করিয়াছিল; যখন বৌদ্ধদিগের কূটতর্কে বিজীত হইয়া হিন্দুগণ অগত্যা তাঁহাদের মত ও আচরণ অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; পরলোকে ভয় ও বিশ্বাস যাহা হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান আশ্রয়—যে ভয়ে লোকে অসদাচরণে বিরত হয়, এজন্মে কোনরূপ সৎকার্য্য-করিলাম না পরলোকে গতি কি হইবে এরূপ যে বিশ্বাসে হিন্দুগণ সর্ব্বদা শঙ্কিত, সেই ভয় ও বিশ্বাস বৌদ্ধদিগের কঠোর শাসনে যখন উন্মূলিত-প্রায় হইয়াছিল—তখন একমাত্র বেদান্ত-সূত্রই পতনোন্মুখ হিন্দু-ধর্ম্মের উন্নয়ন করিয়াছে। পরিব্রাজকাচার্য্য শঙ্করস্বামীর গভীর ভাবপূর্ণ সূত্রব্যাখ্যায় বৌদ্ধগণ ভারতভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া যায় এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রতিকলায় উন্নতি লক্ষিত হইতে থাকে। দেবদেবী উপাসনা, পরলোকে বিশ্বাস, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়া কলাপ সমস্তই উন্নত ও পরিপুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ ভারতে অভিনব যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল।

এক অদ্বিতীয় নিত্য জ্ঞানানন্দ পরব্রহ্মের স্বরূপ বিজ্ঞানই বেদান্ত শাস্ত্রের বিষয় **"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"**। জড়, চেতন, তুমি, আমি, তিনি সকলই ব্রহ্ম। পরন্তু যে পর্য্যন্ত সেই জ্ঞান দৃঢ় না হয় ততদিন শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যক। অজ্ঞান সংসার-বন্ধনের কারণ। সেই অজ্ঞান যতদিন বিনষ্ট না হয়, ততদিন জীব জন্মমৃত্যুর অধীন থাকে। জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের নাশ হইলে জন্মমৃত্যুর অধীনতা আর থাকে না। অনন্তর মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। মোক্ষই

জ্ঞান, মোক্ষই লক্ষ্য। তজ্জন্যই উপাসনা। উপাসনা সকল সাধারণতঃ ত্রিবিধ। অহংগ্রহ উপাসনা, প্রতীক উপাসনা ও প্রণব উপাসনা। ইহাদের মধ্যে অহংগ্রহ উপাসনা নিগু‍র্ণ এবং প্রতীকোপাসনা সগুণ। অহংগ্রহ উপাসক জীবাত্মা ও পরমাত্মার সর্ব্বদা একত্ব পরিচিন্তন করিয়া পরিশেষে গুণাতীত হন, ও নিরতিশয় শান্তিসুখ অনুভব করেন। প্রতীক উপাসক আদিত্য, অগ্নি, প্রতিমাদি অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবোধে উপাসনা করিয়া থাকেন। প্রণবোপাসক প্রণবকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানেন। তাঁহারা প্রণবোচ্চারণ করিয়াই প্রাণায়ামাদি করেন। ব্রহ্ম-নির্দ্দেশ প্রণব উচ্চারণ করিয়াই যজ্ঞ, দান, তপঃ প্রভৃতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে গীতায় অনুশাসন আছে (গীতা ১৫শ অধ্যায়)। ভারতে প্রতীক ও প্রণবোপাসনাই অধিকাংশ।

উপাসনার ন্যায় উপাসকও ত্রিবিধ—কনিষ্ঠাধিকারী, মধ্যাধিকারী ও শ্রেষ্ঠাধিকারী। তাঁহাদের পরাবরত্ব শাস্ত্রেও দেখা যায়। যোগে আরুরুক্ষু প্রবৃত্ত কনিষ্ঠোপাসক হইতে যোগারূঢ় স্থিতপ্রজ্ঞ সমাহিত জ্ঞানী উপাসক শ্রেষ্ঠ। ভাগবতেও মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী এই ত্রিবিধ উপাসক স্বীকার করেন। ফ... সকল উপাসনার চরমফল চিত্তশুদ্ধি, শ্রদ্ধা ভক্তি ও একাগ্রতা। প্রতীকোপাসক যদিও কনিষ্ঠ তাঁহাদেরও কি চিত্তশুদ্ধি, শ্রদ্ধাভক্তি ও একাগ্রতা জন্মে না? এতদ্দ্বারা ক্রমশঃ তাঁহাদের মোক্ষলাভও হয়। সুগন্ধ সুকুমার কুসুমনিচয়, চন্দন, তুলসী, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ, মৃদঙ্গাদি ধ্বনি, সুদৃশ্য মূর্ত্তি, সুশোভন মন্দির,—অবশ্যই চিত্তের একাগ্রতা ও প্রফুল্লতার উৎপাদক। পঞ্চদশী বলেন—অশ্বত্থ, বট, চূত যাহাই তুমি ব্রহ্মবোধে উপাসনা কর তাহাতেই ফললাভ হইবে; সকলই বিরাট্ ব্রহ্মের অবয়ব। **"অশ্বত্থবটচূতাদ্যাঃ পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ তস্যাবয়বভূতৈস্তৈঃ ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ"।** জ্ঞানী উপাসক কাহারও মতভেদ করেন না; বরং সকল উপাসনাতেই তাঁহারা যোগদান করেন—**'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং, যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরণ'**—গীতা। প্রতিমা উপাসকগণের বিশ্বাস—মূর্ত্তিতে দেবাবির্ভাব হয়, ভয়ে ভয়ে তজ্জন্য তাঁহারা অর্চ্চন-বন্দন-প্রণাম-প্রদক্ষিণাদি করিয়া থাকেন। দিনান্তে, নিশান্তে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তুলসীতলে গন্ধ-ধূপাদি অর্পণ ও প্রণাম বন্দন করেন। এতদ্দ্বারা শ্রদ্ধা ভক্তির

অবশ্যই বিকাশ হইয়া থাকে। সকল উপাসনারই পরিণতি ব্রহ্মভাব ও আনন্দ। উৎকৃষ্ট প্রামাণিক গ্রন্থ পঞ্চদশীকার বলেন—

"দেবার্চ্চন-স্নান-শৌচ-পূজাদৌ বর্ত্ততাং বপুঃ।
তারং জপতু বাক্ তদ্বৎ পঠত্বাম্নায় মস্তকম্॥"

অর্থ—বপু, শরীর দেবার্চ্চনা, স্নান, শৌচ ও পূজাদিতে নিযুক্ত থাকুক এবং বাক্, বাণী প্রণব জপ করুক ও আম্নায় মস্তক, বেদশীর্ষ বেদান্তশাস্ত্র পাঠ করুক। ফলতঃ 'আদিত্যে ব্রহ্মদৃষ্টি' অপেক্ষা 'ব্রহ্মে আদিত্যদৃষ্টি' উৎকৃষ্ট। বেদান্ত-সূত্র, যথা—

"ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ।

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে প্রতীকোপাসক যদি ব্রহ্মবোধে দেবগণের উপাসনা করেন, তাহা হইলে দেবগণের পৃথক্ সত্তা আছে কি না? অবশ্যই আছে স্বীকার করিতে হইবে। আদিত্যমণ্ডলবর্ত্তী নারায়ণ ভারতে সর্ব্বত্র উপাস্য। ব্রাহ্মণগণ ত্রিসন্ধ্যায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র বেদোক্ত এই তিন মূর্ত্তির উপাসনা করেন। ৮ম ...ায় গীতায় বলেন **'পুরুষশ্চাধিদৈবতম্'**—আদিত্য পুরুষ বিরাট্ সর্ব্ব দেব-দেবগণের অধিষ্ঠাতা। গীতাতে অপর...ের বচনও আছে, যথা—**'দেবান্ ভাবয়তানেন' 'দেবান্ দেবযজো যান্তি'**—এইরূপে দেবগণের ভাবনা কর। দেবযাজী মনুষ্যগণ দেবলোকে গমন করেন। বেদান্তসূত্রেও দেবাধিকরণ আছে। **"তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ"**—বেদান্ত-সূত্র অর্থাৎ মনুষ্যগণের উপরে দেবগণের সত্তা অসম্ভব নহে। বেদান্ত-সূত্রে ইন্দ্রলোক, বরুণলোক, প্রজাপতিলোক প্রভৃতি দেবলোকেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। শঙ্কর স্বীকার করেন—দেবগণের কায়ব্যূহ শক্তি আছে (ভাষ্য দেখুন)। তাঁহারা নানাস্থানে এককালে কায়ব্যূহ শক্তিবলে উপস্থিত হইতে পারেন। যাহা হউক আস্তিক্য বুদ্ধি থাকাই বিধেয়। **'ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ'**—যজ্ঞাদি দ্বারা দেবগণ প্রীত হইয়া ইষ্ট ভোগ্য ফল প্রদান করেন। অভীপ্সিত বিষয়ে ফললাভ হয়।

বস্তুতঃ ব্রহ্ম ভিন্ন কোন বস্তুরই পারমার্থিক সত্তা নাই। বিশ্ব মায়া কল্পিত। ব্রহ্মের সত্তাতেই যাবতীয় বস্তুর সত্তা। গিরি, নদী, বৃক্ষ, লতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, দেব, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি অসৎ বস্তু, ব্রহ্মের সত্তাতেই ব্যক্ত ও সৎ। **"ন সত্তন্নাসদুচ্যতে"**। ব্রহ্ম—(সৎ ও অসৎ) ব্যক্ত ও অব্যক্ত হইতে অতিরিক্ত)।

অবিদ্যা দ্বারা অসৎ বস্তু সৎরূপে প্রতিভাত হয়। অবিদ্যা বিনাশ হইলে সৎস্বরূপ ব্রহ্মের স্বতই উপলব্ধি হইয়া থাকে।

বেদান্ত-সূত্র সর্ব্ববাদী সম্মত শাস্ত্র। শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপৎ সকলেরই ইহা পাঠ্য গ্রন্থ। ইহা পুরাণ, গীতা, ভাগবত সকল শাস্ত্রেরই সারাংশ। হরিসভা, ব্রাহ্ম-সমাজ, ব্রহ্ম-বিদ্যা কার্য্যালয় সর্ব্বত্রই বেদান্ত-সূত্র সাদরে পরিগৃহীত হয়।

বেদান্ত-সূত্রগুলি অতি সংক্ষিপ্ত কলেবর এজন্য দুরূহ। শাঙ্করভাষ্য কি মধ্বভাষ্য কি শ্রীভাষ্য তাহারাও সুদীর্ঘ—এজন্য সহজে বোধগম্য হইবার নহে। পরিব্রাজক শঙ্করানন্দ স্বামী বেদান্ত-সূত্রের 'দীপিকা' নামে সরল বৃত্তি করিয়াছেন। তদ্দ্বারা সহজে সূত্র বোধ হয়। কয়েকজন কৃতবিদ্য বন্ধুর অনুরোধে ঐ বৃত্তিখানি প্রকাশিত করিলাম। ভারতীতীর্থের কৃত অধিকরণমালা (পূর্ব্বপক্ষ ও মীমংসা সহিত) প্রতি সূত্রে বিশদভাবে যোজিত হইয়াছে। প্রতি পাদে তাহার অধিকরণগুলি প্রথমেই দেওয়া হইয়াছে; কোন্ সূত্র হইতে কোন্ সূত্র পর্য্যন্ত কোন্ অধিকরণ অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে। প্রতি পত্রে শীর্ষভাগে অধ্যায়, পাদ, অধিকরণ ও সূত্রের পরিচয় করিয়াছি। তজ্জন্য পৃথক্ সূচীপত্র দিলাম না, ও দিবার আবশ্যকতা নাই। শাঙ্কর ভাষ্যের সরল তাৎপর্য্য প্রতিসূত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যান্য ভাষ্যকার যে যে সূত্রে মতভেদ করিয়াছেন, মন্তব্য স্থলে তাহাও সংযোজিত করিয়াছি। পরমকারুণিক পরমপিতার নিকট প্রার্থনা বেদান্ত-সূত্রের বহুল প্রচলন হয়। ইহা জনসাধারণের পাঠোপযোগী হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী।

বেদান্ত-সূত্র

অনুক্রমণিকা।

ভারতবর্ষে ছয় খানি দর্শন-শাস্ত্র প্রচলিত। সচরাচর তাহারা 'ষড় দর্শন' বলিয়া বিখ্যাত। ষড়্ দর্শন শব্দে ১ সাংখ্য, ২ পাতঞ্জল, ৩ ন্যায়, ৪ বৈশেষিক, ৫ পূর্ব্বমীমাংসা, ও ৬ উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত। মহর্ষি কপিলদেব সাংখ্য শাস্ত্রের প্রণেতা, তিনি প্রকৃতি পুরুষ উভয়েরই বাদ করিয়া বিশেষতঃ অচেতন প্রধান বা প্রকৃতিকেই কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পতঞ্জলি প্রণীত ২য় পাতঞ্জলদর্শন, যোগশাস্ত্র। ৩য় ন্যায় ও ৪র্থ বৈশেষিক ইহারা পদার্থ দর্শন। চতুর্ব্বেদ হইতে অপর দুইখানি দর্শন-শাস্ত্রের উদ্ভব। মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত 'পূর্ব্ব মীমাংসা' কর্ম্মকাণ্ড এবং মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত জ্ঞানকাণ্ড। মহর্ষি গোতমদেব ন্যায় শাস্ত্রের প্রণেতা, তিনি ষোড়শ পদার্থবাদী ছিলেন। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ও শ্রীশ্রী৺ কাশীক্ষেত্রে গোতম প্রণীত ন্যায় শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইয়া থাকে। আমাদের বঙ্গদেশে নবদ্বীপ, পূর্ব্বস্থলী, কলিকাতা, বিক্রমপুর, বর্দ্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানের চতুষ্পাঠী সকলে যে ন্যায় শাস্ত্র প্রচলিত তাহা গোতমের ন্যায় নহে। ৺ গঙ্গেশোপাধ্যায় নামা সুবিখ্যাত যুক্তিকৌশলবিৎ পণ্ডিত বিরচিত "তত্ত্বচিন্তামণি" বা নব্য ন্যায়শাস্ত্রই বঙ্গভূমির সর্ব্বত্র প্রচলিত। চিন্তামণিকার সপ্ত পদার্থবাদী। মহর্ষি কণাদদেব 'বৈশেষিক দর্শন' প্রণয়ন করিয়াছেন। ক্ষিত্যপ্ তেজমরুদ্ব্যোম এই পঞ্চ ভূত, তন্মধ্যে ক্ষিত্যাদি চারিটি ভূতের পরমাণুর বিনাশ নাই—তাঁহার এইরূপ মত। যাহা হউক অন্যান্য দর্শনের বিষয় আমাদের ততদূর বিবেচ্য নহে।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যাবতীয় উপনিষদের * সুবোধের জন্য ৫৫৮

---

* সাম, যজু, ঋক্ ও অথর্ব্ব এই চারি বেদের ১০৮ খানি উপনিষদ্। (উপ+নি+সদ নাশার্থ) জ্ঞানকাণ্ড।

যাহাদ্বারা অবিদ্যার নাশ ও 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইত্যাকার অবরোধ জন্মে।

সংখ্যায় 'শারীরক ব্রহ্মসূত্র' নামে বেদান্ত গ্রন্থের সূত্র সমূহের অবতারণা করিয়াছেন। 'শরীর' শব্দে তদ্ধিতে ষ্ণ এবং (সম্বন্ধার্থে) তদনন্তর+'ক' প্রত্যয় করিয়া 'শারীরক' * শব্দ নিষ্পন্ন, ইহার অর্থ—শরীরী বা দেহী জীবাত্মা ও ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণায়ক ও তত্ত্বমসি মহা বাক্যের বোধক। অনেকে বলেন যে ব্রহ্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান এই কয়েকটী সূত্রে যেন দেহবদ্ধ হইয়া আছে বলিয়া শারীরক সংজ্ঞা, তাহাও অসঙ্গত নহে।

এই সূত্র গুলির কোনটী ব্যর্থ বা নিষ্প্রয়োজন নহে সকল সূত্রেরই বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য বা প্রয়োজন আছে। এই সূত্রগুলি চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ের চারিটী করিয়া পাদ আছে সুতরাং গ্রন্থখানি ষোড়শ পাদ বিশিষ্ট। প্রথমাধ্যায়ের ৪ পাদ 'সমন্বয়', ২য় অধ্যায়ের ৪ পাদ 'অবিরোধ', ৩য় অধ্যায়ের ৪ পাদ 'সাধন', এবং চতুর্থ অধ্যায়ের ৪ পাদ 'ফল'। সমন্বয় অধ্যায়ে ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্য সকলের (শ্রুতি বা উপনিষদ্ মূলক) একত্র সন্নিবেশ। ২য় অবিরোধ অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদ্ ও দার্শনিকদিগের মতামতের বিরোধভঞ্জন। ৩য় সাধনাধ্যায়ের ১ম পাদ বৈরাগ্য—যাহাতে সংসার বৈরাগ্য হইয়া ব্রহ্মে চিত্তাসক্তি হয়। ২য় ভক্তিপাদ—যাহাতে ব্রহ্মে অচলা ভক্তি জন্মে। ৩য় উপাসনাপাদ—যাহাতে ব্রহ্মোপাসনা বিধি সকল বিশেষরূপে উল্লিখিত আছে। এবং ৪র্থ জ্ঞানপাদে ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ ও কিরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় তাহা নির্ণীত আছে। চতুর্থ ফলাধ্যায়ে উপাসনা সাধন দ্বারা কিরূপ ফল লাভ হয় ও জীবের পরলোকগতির প্রতিপাদক শ্রুতি বা উপনিষদ্ বাক্য সকলের বিচার ও মীমাংসা।

এক্ষণে 'বেদান্ত' শব্দের মীমাংসা হইতেছে। 'বেদঃ' ইত্যস্য অন্তঃ এই বাক্য বেদান্তঃ অর্থাৎ বেদের অন্ত বা উত্তরভাগ বা জ্ঞান। পূর্ব্বভাগ কর্ম্মকাণ্ডে যাবতীয় ক্রিয়া কলাপাদি বিধিবদ্ধ আছে। কর্ম্মকাণ্ডে স্বর্গাদি ইষ্ট সাধন করে

মুক্তিকা উপনিষদে ১০৮ খানি উপনিষদের নামোল্লেখ আছে। "বিদেহমুক্তা বিচ্ছা চেদেষ্টোত্তরশতং পঠ" অর্থাৎ যদি বিদেহ মুক্তিতে (নির্ব্বাণ) ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে অষ্টোত্তর শত (উপনিষদ্) পাঠ কর।

মুক্তিকোপনিষদ্।

* শরীরে ভবঃশারীরো জীবঃ। শারীর+ক প্রত্যয়।

কিন্তু গমনাগমন নিবারণ করিতে পারে না পরন্তু জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ হইয়া গমনাগমন নিবারিত হইয়া যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রতি অনুকম্পা করিয়া যে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছেন তাহাও সমুদয় উপনিষদ্ মন্থন করিয়া বিরচিত। তাহাতে এরূপ উপদিষ্ট আছে যে—

"ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্টাঃ স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্র লোকান্
অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেব ভোগান্॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ী ধর্ম্ম মনু প্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে।"

গীতা।

'বেদ' এই শব্দের চারিটী অর্থ, ইহা 'বিদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'বিদ্' ধাতুর ৪টী অর্থ যথা—

"বেত্তিরূপং বিদ্জ্ঞানে বিন্তেবিদ্ বিচারণে।
বিদ্যতে বিদ্ সত্ত্বায়াং লাভে বিন্দতি বিন্দতে॥"

প্রথম অর্থ জ্ঞান বা জানা, ২য় বিচার করা, ৩য় সত্ত্বা বা যাহা আছে এবং ৪র্থ অর্থ লাভ করা। প্রথম বিদ্ ধাতুর জ্ঞানার্থে বেদ = যদ্দারা ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, ২য় বিচারার্থে বেদ = যদ্বারা ব্রহ্ম বিচার করা যায়, ৩য় সত্ত্বার্থে বেদ = যাহা আছে বা নিত্য, ৪র্থ লাভার্থে বেদ = যাহা দ্বারা ব্রহ্মপদবী লাভ হইয়া থাকে।

সুবিখ্যাত সদানন্দ যোগী 'বেদান্তসার' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এখানি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহাতে বেদান্তের অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন সকল সন্নিবেশিত আছে। যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ * ও শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক সমাধি, লয়, কষায়, বিক্ষেপ প্রভৃতি

* অষ্টাঙ্গ যোগ—১ম যম, ২য় নিয়ম, ৩য় আসন, ৪র্থ প্রাণায়াম, ৫ম প্রত্যাহার, ৬ষ্ঠ ধ্যান, ৭ম ধারণা ও ৮ম সমাধি।

সম্যক্ নিরূপণান্তে ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা নির্ব্বাণ মোক্ষ 'বেদান্ত সার' গ্রন্থে উপদিষ্ট আছে। এ গ্রন্থে 'বেদান্ত' শব্দের সংজ্ঞা করেন যে—

'বেদান্তো নাম উপনিষৎ প্রমাণং'

অর্থাৎ যাহা উপনিষদের প্রমাণাবলম্বনে রক্ষিত ও যাহা উপনিষদ্‌কে বিষদ-ভাবে বুঝাইয়া থাকে তাহাকে বেদান্ত বলে। পূজ্যপাদ ভারতীতীর্থ—'পঞ্চদশী' নামে ১৫ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ বিশিষ্ট যে বেদান্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহার 'তৃপ্তিদীপ' প্রকরণে উল্লিখিত আছে—

শ্রুত্যর্থং বিশদী কুর্ম্মো
নতর্কং বচ্মি কিঞ্চন'

আমরা (বেদান্তবাদী) শ্রুতি অর্থাৎ উপনিষদ্ বাক্য সকলকে বিশদ বা সরল করিয়া থাকি কোনরূপ তর্ক করি না। অতর্কিত ভাবে আমরা উপনিষদের মত অবলম্বন করি ও শ্রদ্ধা সহকারে উপনিষদ্ বাক্য সকলকে বিশ্বাস করি। এ শাস্ত্রে কোনরূপ ছল বা কুতর্ক নাই। নিরবলম্ব বেদের মত আশ্রয় করিয়াই বেদান্ত শাস্ত্র।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত সূত্র সকল অতি দুর্ব্বোধ। যদি পরিব্রাজক শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য স্বামী অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের ভাষ্য প্রস্তুত না করিতেন তাহা হইলে সূত্রগুলি বিলুপ্ত হইয়া যাইত। এই ভাষ্যের নাম "শারীরক মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শনম্" ইহা নানাবিধ শ্রুতি পরিপূর্ণ। অনন্তর বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক রামানুজ স্বামী 'শ্রীভাষ্য' নামে ঐ শারীরক সূত্রের আর একখানি উৎকৃষ্ট ভাষ্য প্রস্তুত করেন। কিন্তু বেদান্ত দর্শনের সহিত তাঁহার কিছু মতভেদ আছে। তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, শঙ্কর স্বামী অদ্বৈতবাদী। তাঁহার মতে জীবাত্মা পরমাত্মার দাস কিন্তু বেদান্ত দর্শনে শঙ্কর স্বামী তত্ত্বমসি মহাবাক্য অনুসারে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক ও অভিন্ন প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের অপর প্রবর্ত্তক শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য স্বামী অপর এক ভাষ্য প্রস্তুত করিয়া "পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনং" নামে প্রচলিত করেন। ইহাও বেদব্যাস প্রণীত শারীরক সূত্র সকলেরই ভাষ্য। নানাবিধ পুরাণ বচন প্রয়োগ দ্বারা প্রবর্ত্তক স্বামী জগদারাধ্য রূপে "বিষ্ণুকে" প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইঁহার মত দ্বৈতবাদ।

শঙ্করাচার্য্য শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা বেদান্ত দর্শনে ব্রহ্ম শব্দে যাহা প্রতিপন্ন করেন মধ্বাচার্য্য তাঁহাকেই বিষ্ণু বলিয়া শব্দান্তরে যোজনা করিয়াছেন মাত্র, এই জন্য

কেহ কেহ তাঁহার মতকেই বিশিষ্টাদ্বৈত বলেন। শ্রীশ্রীনবদ্বীপক্ষেত্রে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব যৎকালে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তৎকালে পূজ্যপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ "গোবিন্দ ভাষ্য" নামে শারীরক সূত্র ভাষ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কেশব ভারতী প্রণীত অপর একখানি ভাষ্যও নিম্বার্ক বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। যাহাহউক শঙ্কর প্রণীত বেদান্ত দর্শনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

অধিকরণ।

একো বিষয়সন্দেহপূর্ব্বপক্ষাবভাষকঃ
শ্লোকঽপরস্তু সিদ্ধান্তবাদী সঙ্গতয়ঃ স্ফুটাঃ।

প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রত্যেক পাদ কতকগুলি অধিকরণ দ্বারা বিভক্ত। প্রত্যেক অধিকরণ এক একটী বিবেচ্য বিষয়ের মীমাংসা। কোন কোন স্থানে এক সূত্রে এক অধিকরণ হয়, আবার এক সূত্রে বর্ণক ভেদে দুই অধিকরণও আছে কিন্তু অধিকাংশ অধিকরণই দুই বা ততোধিক সূত্র দ্বারা গঠিত হয়। যথা—প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম সূত্রে একটী অধিকরণ হইয়াছে। পঞ্চম হইতে একাদশ সূত্র পর্য্যন্ত সাত সূত্রে 'প্রধানের জগৎ কর্ত্তৃত্বাভাব' অধিকরণ এবং দ্বাদশ হইতে উনবিংশতিতম সূত্র পর্য্যন্ত আট সূত্রে 'আনন্দময় কোষের পরমাত্মত্ব' নামক অধিকরণ গঠিত হইয়াছে ইত্যাদি। সুবিখ্যাত পঞ্চদশী প্রণেতা ভারতীতীর্থ "ব্যাসাধিকরণ মালা" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহাতে যাবতীয় অধিকরণ ও অধিকরণের এক একটী করিয়া পূর্ব্বপক্ষ ও মীমাংসা প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রথম "পূর্ব্বপক্ষ" প্রশ্ন সূচক শ্লোক ও দ্বিতীয় 'মীমাংসা' বা সিদ্ধান্ত তাহার উত্তর বিধায়ক। এই বেদান্ত-সূত্র গ্রন্থে যতগুলি সূত্রাধিকরণ আছে তাহাদের প্রত্যেকের নাম সহ প্রত্যেক সূত্রে তাহাদিগকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রতি অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ ও মীমাংসা অধিকরণের শেষ সূত্রে যোজিত হইয়াছে। অধিকরণের ৫টি অঙ্গ—১ বিষয় ২ সন্দেহ ৩ পূর্ব্বপক্ষ ৪ সিদ্ধান্ত ও ৫ সঙ্গতি। বিষয়, সন্দেহ ও পূর্ব্বপক্ষ প্রথম শ্লোকের অন্তর্ভূত। সঙ্গতি শব্দে শ্লোকদ্বয়ের সামঞ্জস্য।

'বেদান্ত-সূত্র' মধ্যে যতগুলি অধ্যায় ও তাহাদের পাদ ও তত্তৎ পাদের অধিকরণ।

প্রথম অধ্যায়	প্রথম পাদ	১১	অধিকরণ
" "	দ্বিতীয় পাদ	৭	"
" "	তৃতীয় পাদ	১৪	"
" "	চতুর্থ পাদ	৮	"
দ্বিতীয় অধ্যায়	প্রথম পাদ	১৩	"
" "	দ্বিতীয় পাদ	৮	"
" "	তৃতীয় পাদ	১৭	"
" "	চতুর্থ পাদ	৯	"
তৃতীয় অধ্যায়	প্রথম পাদ	৬	"
" "	দ্বিতীয় পাদ	৮	"
" "	তৃতীয় "	৩৬	"
" "	চতুর্থ "	১৭	"
চতুর্থ অধ্যায়	প্রথম পাদ	১৪	"
" "	দ্বিতীয় "	১১	"
" "	তৃতীয় "	৬	"
" "	চতুর্থ "	৭	"
চারি অধ্যায়	ষোল পাদ	১৯২	অধিকরণ

বর্ণক।

—ঃ০ঃ—

'বর্ণক' এই শব্দটী 'বর্ণ' ধাতু কর্ত্তৃবাচ্যে 'ণক' প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন। ধাত্বর্থে যে বর্ণনা করে অর্থাৎ সূত্রার্থ বিবৃতি করে। কোন কোন সূত্রে দুইটী করিয়া বর্ণক আছে তাহাদের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে সূত্রার্থ প্রকাশিত হয়। বর্ণকের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইলেও কোনটীই ভুল নহে যেমন তৃতীয় সূত্রে তৃতীয় অধিকরণে দুইটী বর্ণক আছে যথা 'ব্রহ্মণো বেদ কর্ত্তৃত্বং' এই প্রথম বর্ণক এবং 'ব্রহ্মণো-বেদৈকমেয়তা' এই দ্বিতীয় বর্ণক। তৃতীয় সূত্র অর্থাৎ "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই সূত্রের দুই রূপে অর্থ করা যায়, যথা—ব্রহ্ম শাস্ত্রের কর্ত্তা প্রথম অর্থ, এবং শাস্ত্র

দ্বারাই কেবল ব্রহ্ম প্রমেয় হইয়া থাকেন ইহা দ্বিতীয় অর্থ, এই দুইটীই সঙ্গত অর্থ। এই অর্থদ্বয়ের প্রত্যেককে বর্ণক বলা যায়। ৬ষ্ঠাধিকরণে দুইটী বর্ণক আছে যথা ১ম বর্ণক—"আনন্দময় কোষস্থ পরমাত্মত্বং" এবং দ্বিতীয় বর্ণক—'ব্রহ্মণ আনন্দময় জীবাধারত্বম্' ইত্যাদি।

সূত্র।

"লঘূনি সুচরিতার্থানি স্বল্পাক্ষর পদানিচ
সর্ব্বতঃ সার ভূতানি সূত্রান্যাহুর্ম্মনীষিণঃ।"
অপরঞ্চ
"অল্পাক্ষর মসন্দিগ্ধং সারবদ্বিশ্বতোমুখং
অস্তোভ মনবদ্যঞ্চ সূত্রংসূত্রবিদোবিদুঃ"॥

ব্যাকরণের সূত্রে ও বেদান্তাদি দর্শন শাস্ত্রের সূত্রে অনেক প্রভেদ আছে। ব্যাকরণসূত্র কতকগুলি নিয়ম মাত্র, তত্তৎ নিয়ম দ্বারা সন্ধি, সমাস, তিঙন্ত ইত্যাদি হইয়া থাকে। যথা—অকারের পর অকার থাকিলে আকার হয় এইরূপ নিয়ম। পুংলিঙ্গ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ করিতে হইলে আকার বা ঈকার যোগ করিতে হয়। সমাস স্থলে ইন্ ও অন্ ভাগান্ত শব্দের নকারের লোপ হয়। তি প্রভৃতি বিভক্তি-যোগে অনিম্ ধাতুর ইকার আগম হয় না। অসমান স্বর পরে থাকিলে ই, উ, স্থানে য, ব, হইয়া থাকে ইত্যাদি। ব্যাকরণে এইরূপ যে যে নিয়ম আছে তদনুসারে বর্ণাদির হ্রাস, বৃদ্ধি, বিপর্য্যয় হইয়া থাকে কিন্তু বেদান্ত সূত্র সেরূপ কতকগুলি নিয়ম নহে। ইহা দ্বারা কোন বর্ণাদির হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। ইহা কোন প্রত্যয় বা বিভক্তি বিধায়ক নহে। ইহা সংক্ষিপ্ত সম্পূর্ণ, অল্পাক্ষর, সন্দেহ বিহীন, ও সারবান' বাক্য মাত্র। এই সকল সূত্রকে বরং সাঙ্কেতিক বলা যাইতে পারে। তবে প্রবন্ধ আকারে না লিখিয়া এক একটী বাক্য দ্বারা এক একটী সূত্র সূচিত হইয়া থাকে। বাক্য গুলি সম্পূর্ণ অর্থাৎ কর্ত্তৃ কর্ম্ম ক্রিয়াদি সম্যক রূপ না হইলেও সূত্রের মধ্যে যে এক একটী শব্দ থাকে তাহা দ্বারা এক একটী বিষয় বিবৃত ও উপলব্ধ হয়।

ভারতবর্ষে অনেক গুলি সূত্র গ্রন্থ প্রচলিত আছে। সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি ষড়্ দর্শনই প্রত্যেকই সূত্র গ্রন্থ। দ্বিতীয় বেদাঙ্গ অর্থাৎ কল্প-শাস্ত্র (কর্ম্মকাণ্ডীয়)

সূত্র গ্রন্থ। এইরূপ গোভিল-গৃহ্য-সূত্র, আশ্বলায়ন সূত্র ইত্যাদি। স্বপ্নেশ্বর বিদ্বদ্বি-রচিত শাণ্ডিল্যসূত্র বা ভক্তি-মীমাংসা ভক্তি-বিধায়ক সূত্র গ্রন্থ।

মহামান্য সুরেশ্বরাচার্য্য বার্ত্তিক সূত্র নামে কতকগুলি উৎকৃষ্ট দর্শন সূত্র বিরচিত করিয়াছেন কালক্রমে তাহার অনেকগুলি নষ্ট হইয়াছে। সুরেশ্বরাচার্য্যের সূত্র সর্ব্ব প্রাচীন কেননা পঞ্চদশী, বেদান্তদর্শন প্রভৃতি গ্রন্থে সুরেশ্বরাচার্য্যের অনেক মত অবলম্বন করিয়াছেন। বার্ত্তিক 'সূত্র সকল অপেক্ষাকৃত সরল ও সুবোধ। এইরূপ আপস্তম্বের সূত্রও অতি উৎকৃষ্ট কিন্তু আপস্তম্বের কর্ম্ম কাণ্ডীয় 'আপস্তম্ব সংহিতা' প্রায় সম্পূর্ণ প্রচলিত দেখা যায় কিন্তু দর্শন সম্বন্ধীয় যে সকল আপস্তম্ব সূত্র প্রচলিত আছে তাহা অল্প। অধিকাংশ ভাগই বিলুপ্ত হইয়াছে। যাহা হউক বেদান্ত সূত্রের কোন কোন স্থানে সুরেশ্বর ও আপস্তম্বের প্রমাণাদি দেওয়া হইবে।

সাঙ্কেতিক

অধ্যা	অধ্যায়	সূ	সূত্র
পা	পাদ	উপ	উপক্রম
অধি	অধিকরণ	ব-অ	বঙ্গ-অনুরূপ
সা-সং	গ্রন্থ সাধারণ সংখ্যা বা ক্রমিক সংখ্যা	দীপিকা	দীপিকাবৃত্তি
ক্রি	ক্রিয়া	ব্যা-বি	ব্যাকরণ বিচার
বি	বিশেষ্য	পূ-প্র-দ	পূর্ণ প্রজ্ঞদর্শন
বিণ	বিশেষণ।		

বেদান্ত-সূত্র।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পাদ।

প্রথমপাদাধিকরণম্।

প্রথম পাদে ১১ টী অধিকরণ বা প্রতিপাদ্য বিষয় আছে যথা—

১—ব্রহ্মণো বিচার্য্যত্বম্।

২—ব্রহ্মণো লক্ষ্যত্বম্।

৩—ব্রহ্মণো বেদকর্ত্তৃত্বম্ (১ম বর্ণক)।
ব্রহ্মণো বেদৈকমেয়তা (২য় বর্ণক)।

৪—* বেদান্তানাম্ ব্রহ্মবোধকত্বম্ (১ম বর্ণক)।
বেদান্তানাং ব্রহ্মণ্যবসিতত্বম্ (২য় বর্ণক)।

৫—(৫ম সূত্র হইতে ১১ শ সূত্র পর্য্যন্ত ৭ সূত্রে) প্রধানস্য জগৎ কর্ত্তৃত্বাভাব কথনম্।

৬—(১২ শ সূত্র হইতে ১৯ শ সূত্র পর্য্যন্ত ৮ সূত্রে) আনন্দময়-

* প্রথম চারিটী অধিকরণ প্রত্যেকে এক এক সূত্রে গঠিত। ইহাদের নাম বেদান্তচতুষ্টয়ী, প্রথম অধ্যায়ের নাম 'সমন্বয়' বা 'ব্রহ্মলিঙ্গবিচার' বা 'ব্রহ্মবোধক বাক্য সকলের নির্দ্দেশ'।

কোষস্থ পরমাত্মত্বম্ (১ম বর্ণক), ব্রহ্মণ আনন্দময় জীবাধারত্বম্ (২য় বর্ণক)।

৭—(২০শ ও ২১শ দুই সূত্রে) আদিত্যান্তর্গতহিরণ্ময় পুরুষস্য ঈশ্বরত্বম্।

৮—(২২শ সূত্রে) পরব্রহ্মণ আকাশশব্দ বাচ্যত্বম্।

৯—(২৩শ সূত্রে) ব্রহ্মণ আকাশবৎ প্রাণশব্দ বাচ্যত্বম্।

১০—(২৪শ হইতে ২৭শ পর্য্যন্ত ৪ সূত্রে) পরব্রহ্মণো-জ্যোতিঃ শব্দ বাচ্যত্বম্।

১১—(২৮শ হইতে ৩১শ পর্য্যন্ত ৪ সূত্রে) ব্রহ্মণঃ প্রাণশব্দ প্রতিপাদ্যত্বম্।

প্রথম পাদে সর্ব্ব সমষ্টিতে ৩১ টী সূত্র ও ১১ টী অধিকরণ প্রদর্শিত হইল। এইরূপে প্রত্যেক পাদের প্রথমে তাহার যতগুলি অধিকরণ আছে প্রদর্শিত হইবে।

১অধ্যা—১পা--১অধি—১সূ—১সা সং।

১ অধিকরণ—ব্রহ্মণোবিচার্য্যত্বম্।

ব্রহ্ম বিচারের কর্ত্তব্যতা।

উপক্রম—অকর্ত্তৃত্বাদি রূপস্যাত্মনোঽবধারণম্। তদবধারণাচ্চাবিদ্যানিবৃত্তে র্মোক্ষস্য সিদ্ধে রিত্যাত্মনো ব্রহ্মণো বিচারস্য কর্ত্তব্যতামাহ।

১ সূত্র—অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

ব-অ—(ব্রহ্মজ্ঞানে মোক্ষ হয়) এই হেতু অধিকারী হইয়া (হওয়ানন্তর) ব্রহ্মকে জিজ্ঞাসা (জানিতে ইচ্ছা) করিবে।

ব্যা-বি—অথ (ক্রি-বিণ) = অনন্তরম্ অধিকার্য্যনন্তর মিত্যর্থঃ।
অতঃ (এতদ্ + হেতু অর্থে ৫মী স্থানে তস্) = এই হেতু।

হেতু এই যে—ক্রিয়াফল (স্বর্গাদি) অনিত্য, ব্রহ্মজ্ঞানের ফল (মোক্ষ) অনন্ত। অতএব ব্রহ্ম বিচার করিবে।

ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা—বৃহ + মন্ প্রত্যয় = ব্রহ্ম। বৃহ = বৃদ্ধি। ব্রহ্মশব্দ = যিনি নিরতিশয় মহান্। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসা (৬ষ্টি তৎপুরুষ)। ব্রহ্মণঃ—কর্ম্মে ৬ষ্ঠি বা সম্বন্ধ সামান্য ষষ্ঠি নহে।

জিজ্ঞাসা—(জ্ঞা ইচ্ছার্থে সন্ + আঙ) = জানিবার ইচ্ছা।

দীপিকা-বৃত্তি—

ওঁ নমস্তুভ্যং মহামায়ে বরদে কামরূপিণি
বিদ্যারম্ভং করিষ্যামি সিদ্ধির্ভবতু মে সদা।
শঙ্করস্য নমস্কারং কৃত্বাশাঙ্করভাষ্যগা
সূত্রব্যাখ্যা হি রুক্-শ্রোতৃ সুখায় ক্রিয়তে ময়া।

অথশব্দঃ সাধনচতুষ্টয় সম্পত্যনন্তর্য্য মাহ, অতঃ শব্দো হেত্বর্থঃ, জ্ঞাতু মিচ্ছা জিজ্ঞাসা।

যস্মাদগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মানিত্যফলং ব্রহ্মজ্ঞানঞ্চানন্তফলং তস্মাচ্ছমদমাদিসাধনচতুষ্টয়-সম্পত্যনন্তরং ব্রহ্মণো বক্ষমান-লক্ষণস্য জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যেতি বাক্যশেষঃ।

তাৎপর্য্য—অগ্রে অধিকারী না হইয়া ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করিবে না। 'অধিকারী' শব্দে সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন প্রমাতা বা সাধক। সাধন চতুষ্টয় যথা—১ নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেক, ২ ইহামূত্র ফলভোগবিরাগ, ৩ ষট্ সম্পত্তি, ৪ মুমুক্ষুত্ব।

১। নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেক = ব্রহ্মনিত্য, তদ্ভিন্ন যাবতীয় অনিত্য, এইরূপ বিবেচনা।

২। ইহামুত্রফলভোগবিরাগ = কি ইহলোক বা কি পরলোক কোন লোকেই ফলভোগ কামনা না করা।

৩। ষট্ সম্পত্তি = শমদমোপরতিস্তিতিক্ষাসমাধান শ্রদ্ধাঃ।

(ক) শম = অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ।

(খ) দম = বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহ।

(গ) উপরতি = শব্দাদি বিষয়ে চিত্তের অনাসক্তি।

(ঘ) তিতিক্ষা = শীতোষ্ণাদি সহিষ্ণুতা।

(ঙ) সমাধান = ব্রহ্মেচিত্তাভিনিবেশ।

(চ) শ্রদ্ধা = গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস।

৪। মুমুক্ষুত্ব = মোক্ষের জন্য ইচ্ছা।

এইরূপে যে ব্যক্তি অধিকারী তিনিই বেদান্ত বিচার ও ব্রহ্ম মীমাংসা করিতে পারিবেন। অন্যের পক্ষে নিষিদ্ধ। 'উদ্ধত ও অবিনীতকে শাস্ত্রাধ্যয়ন করাইতে হয় না', এইরূপ শাস্ত্রে শাসন থাকা হেতু সর্ব্বাগ্রে অধিকারী হইতে হইবে।

বিচার ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা। ব্রহ্ম কি বস্তু বা ব্রহ্মের স্বরূপ কি? ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ কি অপ্রসিদ্ধ? এইরূপ অনুসন্ধান জিজ্ঞাসা। ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে, ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ অর্থাৎ সকলেই যখন ব্রহ্মকে জানে তখন আর ব্রহ্ম বিচারণার আবশ্যকতা কি? আর যদি ব্রহ্ম অপ্রসিদ্ধ হন অর্থাৎ সকলের অবিদিত বস্তুই হন তবে অপ্রসিদ্ধ বস্তুর জন্য বিচার কেন? কারণ যাহা কেহ জানে না, যাহার প্রমাণাদি পাওয়া যায় না তাহার বিচার হয় না, ফলতঃ ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ হইলেও বিচারণার আবশ্যকতা আছে কেন না ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় বিষয়ে দার্শনিকদিগের নানারূপ মতভেদ আছে। চার্ব্বাকমতাবলম্বিগণ কেহ দেহকে ব্রহ্ম বলেন কেহ বা ইন্দ্রিয়কে ব্রহ্ম বলেন। বৌদ্ধ সম্প্রদায়দিগের মধ্যে দুই প্রকার মতভেদ আছে। যোগাচারিসম্প্রদায় বিজ্ঞান আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া বাদ করেন। মাধ্যমিক বৌদ্ধ শূন্য-আত্মাবাদী। প্রাভাকরের মতে ব্রহ্ম দেহ হইতে অতিরিক্ত অন্য সংসারী এবং দেহাশ্রয়ী কর্ম্মাদির কর্ত্তা ও ভোক্তা। সাংখ্যবাদিগণ বলেন ব্রহ্ম আছেন সত্য কিন্তু তিনি নিমিত্ত মাত্র, তিনি কর্ত্তা বা ভোক্তা নহেন সৃষ্টাদি সমস্তই অচেতন প্রধান * বা প্রকৃতি হইতে হইয়া থাকে। নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ দেহাশ্রয়ী সংসারী (জীবাত্মা) ব্যতিরেকেও অন্য এক ব্রহ্ম নামে সর্ব্বশক্তিমান,

* প্রধান = প্রকৃতি (সাঙ্খ্যদর্শনং)।

আত্মা আছেন এরূপ মত প্রকাশ করেন *। কিন্তু বেদান্ত মত উপরোক্ত সকল প্রকার মত হইতে বিভিন্ন। বেদান্ত শাস্ত্রে জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা ব্রহ্মের স্বরূপ এক ও অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যখন ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতগণ নানা রূপ ভিন্ন ভিন্ন মত দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ বিষয়ে নানাবিধ সন্দেহ উপস্থিত করেন, তখন সে সন্দেহ নিবারণ জন্য বিচার করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই শ্রুতি বাক্য দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ব্রহ্মভিন্ন অন্য দ্বিতীয় বস্তু নাই। আত্মা বা দেহ বা ইন্দ্রিয়, বা মন বা প্রাণ বা জগৎ যাবতীয় শব্দ 'সর্ব্বং' শব্দবাচ্য সুতরাং 'ব্রহ্ম' শব্দবাচ্য। অতএব ব্রহ্ম এক অভিন্ন ও অদ্বিতীয়।

প্রমাণ বচন।

(১) আদৌ স্ববর্ণাশ্রম-বর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ।
কৃত্বা সমাসাদিত-শুদ্ধ-মানসঃ॥
সমর্প্য তৎপূর্ব্বমুপাত্তসাধনঃ।
সমাশ্রয়েৎ সদ্‌গুরুমাত্ম-লব্ধয়ে॥

রামগীতা।

(২) অধিকারীতু বিধিবদধীত-বেদাঙ্গত্বেন আপাততোঽধিগতাখিল বেদার্থোঽস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্য নিষিদ্ধ বর্জ্জন পুরঃসরংনিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তো পাসনা নুষ্ঠনেন নির্গত-নিখিলকল্মষতয়া। নিতান্তনির্ম্মল স্বান্তঃসাধনঃচতুষ্টয়সম্পন্নপ্রমাতা।

বেদান্তসারঃ।

' কাম্য—স্বর্গ বা অন্য সুখের কামনায় যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়।

---

* ধর্ম্মরাজাধবরীন্দ্র 'বেদান্ত পরিভাষা' গ্রন্থে ও শ্রীহর্ষমিশ্র 'খণ্ডন' গ্রন্থে নৈয়ায়িকের মত খণ্ডন করিয়াছেন।

নিষিদ্ধ—নরক বা কোন অনিষ্টের হেতু বলিয়া যাহা করিতে শাস্ত্রে নিষেধ করে। যথা ব্রহ্মহননাদি।

নিত্য—যাহা না করিলে পাপ ক্ষয় হয় না—যথা সন্ধ্যাবন্দনাদি। নৈমিত্তিক—যাহা কোন নিমিত্ত (কারক) উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় যথা—পুত্রেষ্ঠি, জাতকর্ম্ম ইত্যাদি।

প্রায়শ্চিত্ত—যে সকল কর্ম্ম পাপ ক্ষয়ের জন্য শাস্ত্রে বিহিত আছে। যথা—চান্দ্রায়ণাদি।

উপাসনা—শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া সগুণ ব্রহ্মে মনোভিনিবেশ করার নাম উপাসনা।

(৩) মন্দমধ্যোত্তমত্বেন ত্রিবিধা হ্যধিকারিণঃ।
তত্র মন্দা মনুষ্যেষু য উত্তম-গুণা মতাঃ॥
মধ্যমাস্তু ষি গন্ধর্ব্বা দেবাস্তত্রোত্তমা মতাঃ।
ইতি জাতি-কৃতো ভেদ স্তথান্যো গুণ-পূর্ব্বকঃ॥
ভক্তিমান্ পরমে বিষ্ণৌ * যস্ত্ব ধ্যায়নবান্ নরঃ।
অধমঃ শম-সংযুক্তো মধ্যমস্তমুদাহৃতিঃ॥
পূ, প্র, দ।

(৪) যস্য দেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥
শ্রুতিঃ।

(৫) অন্ত্যজা অপি যে ভক্তা নাম জ্ঞানাধিকারিণঃ।
স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং তত্ত্বাধিকারিতা মতা।
পদ্মপুরাণম্।

* এস্থলে বিষ্ণু শব্দে ব্রহ্ম।
যং শৈবাঃসমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিন
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকা
অর্হন্নিত্যথ জৈন-শাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ॥

(৬) তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যু * স্রোত নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়। শ্রুতিঃ।

(৭) আত্মাবারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। বৃহদারণ্যক শ্রুতিঃ।

(৮) তদেব ও তদুসত্য মাহু স্তদেব ব্রহ্ম পরমং কবীনাং। শ্রুতিঃ।

(৯) ইহকর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবামুত্র পূণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ইত্যাদি। শ্রুতিঃ।

(১০) অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ, ইষ্ট্বাচ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিয়োজয়েৎ। মনুসংহিতা।

মন্তব্য।

পূজ্যপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ ও অন্যান্য অনেকে 'অথ' শব্দে 'অনন্তর' অর্থ না করিয়া 'মঙ্গলাচরণ সূচক' বলেন ও প্রমাণ প্রদর্শন করেন যে—

"ওঁকারশ্চাথ শব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা।
কণ্ঠংভিত্বাবিনির্যাতৌ তস্মান্মাঙ্গলিকাবুভৌ॥"

'ওঁকার' ও 'অথ' শব্দ ইহারা উভয়ে ব্রহ্মের কণ্ঠভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছিল এজন্য ইহারা মাঙ্গলিক বা মঙ্গলসূচক শব্দ।

যে সকল অধ্যাপক 'অথ' শব্দের 'মঙ্গলার্থ' করেন, তাঁহারা 'অতঃ' শব্দ দ্বারা আনন্তর্য্য অভিব্যক্তি করিয়া থাকেন। তাঁহারা তস্ প্রত্যয় হেত্বর্থে না করিয়া উত্তরার্থে করেন। অতঃ=ইহার উত্তর বা অনন্তর।

* অতিমৃত্যু=মোক্ষ। প্রথম অধ্যায়ের 'প্রমাণ বচন' সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শ্রুতি বা উপনিষদ্ শিক্ষাই প্রথম অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

স্থূলতঃ জৈমিনীয় পূর্ব্ব মীমাংসা গ্রন্থের ১ম সূত্র 'অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা', গোভিল গৃহ্যসূত্রের আদি সূত্র 'অথাতোগৃহ্যাকর্ম্মণ্যুপদেক্ষ্যামঃ' এইরূপ অনেকানেক গ্রন্থের আদি সূত্রেতেই 'অথাতঃ' প্রয়োগ দেখা যায়। কোন প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্রারম্ভ স্থলেও 'অথ' প্রয়োগ হইয়া থাকে। কোন কোন অধ্যাপক বলেন যে, 'অথঃ' শব্দ মঙ্গলার্থ এবং 'অতঃ' শব্দ ৭মী তস্ যোগে নিষ্পন্ন কেননা ব্যাকরণ সূত্রানুসারে তস্ প্রত্যয় ৫মী ও ৭মী উভয়স্থানেই হইয়া থাকে। ৭মীতে তস্ প্রত্যয় করিতে গেলে 'অস্মিন্' অর্থাৎ 'এই গ্রন্থে' এইরূপ অর্থ করিতে হয় যথা 'অথাতোধর্ম্মজিজ্ঞাসা' 'অথ' মঙ্গলাচরণে 'অতঃ'='এই গ্রন্থে' (পূর্ব্বমীমাংসা গ্রন্থে) ধর্ম্মজিজ্ঞাসা এইরূপে গোভিল গৃহ্যসূত্রে অথ মঙ্গলাচরণে; 'অতঃ'='এইগৃহ্য সূত্রগ্রন্থে' এইরূপে অর্থ করিতে পারা যায়। পূজ্যপাদ সায়নাচার্য্য তাঁহার জগদ্বিখ্যাত ভাষ্যে বলিয়াছেন 'অথ' গ্রন্থারম্ভ দ্যোতকোঽয়ং নিপাতঃ। 'অতঃ' তদানিন্তনাচার্য্যাণাং বচোভঙ্গী প্রযুক্ত মিদম্। অর্থাৎ 'অথ' শব্দ গ্রন্থারম্ভ-দ্যোতক=গ্রন্থা স্তম্ভসূচক নিপাতন। 'অতঃ' শব্দ তদানীন্তন আচার্য্যদিগের বাগ্ ভঙ্গী। যাহাহউক 'অথ' শব্দের 'মঙ্গলার্থ' ফেলিবার নহে, গ্রন্থমাত্রেই অথ 'শ্রীগণেশায় নমঃ' ইত্যাদি প্রয়োগ দেখা যায় কিন্তু সর্ব্বত্রই 'অধিকারী অনন্তর' এইরূপ অর্থ হইতে পারে না। পরন্তু দর্শন ভাষ্যে 'অথাতঃ' র যেরূপ অর্থ করে, তাহাই আমরা মূলে প্রদর্শন করিয়াছি অর্থাৎ অথ—আনন্তর্য্যার্থঃ ও অতঃ—হেত্বর্থঃ।

১ম অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

অবিচার্য্যং বিচার্য্যং বা ব্রহ্মাধ্যাসনিরূপণাৎ।
অসন্দেহাফলত্বাভ্যাং চ ন বিচারং তদর্হতি॥

১ম অধিকরণের মীমাংসা।

অধ্যাসোঽহং বুদ্ধিসিদ্ধোঽসঙ্গ ব্রহ্ম শতীরিতং।
সন্দেহান্মুক্তিভাবাচ্চ বিচার্য্যং ব্রহ্মএব হি।

২ অধিকরণ—ব্রহ্মণো লক্ষ্যত্বং = কিরূপে ব্রহ্ম লক্ষ্য করা যায়।

উপক্রম—পূর্ব্বাধিকরণে ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য মিত্যুক্তং, কিং লক্ষণং পুনস্তদ্ব্রহ্মেত্যত আহ ভগবান্সূত্রকারঃ অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রে ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য ইহাই মীমাংসিত হইয়াছে এ সূত্রে ব্রহ্মের কি লক্ষণ তাহা মীমাংসিত হইতেছে।

২সূ—জন্মাদ্যস্য যতঃ।

ব, অ, যাঁহা হইতে ইহার (জগতের) জন্মাদি অর্থাৎ জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ হইয়া থাকে তিনিই ব্রহ্ম।

ব্যা, বি—জন্ম আদির্যেষাং ইতি জন্মাদি গুণসম্বিজ্ঞান বহুব্রীহি জন্মস্থিতিভঙ্গং, জন্মাদি + অস্য = জন্মাদ্যস্য। অস্য জগতঃ।

যতঃ—যস্মাৎ, ব্রহ্মণঃ।

দীপিকা—জন্মোৎপত্তিরাদির্যস্য * তদিদং জন্ম-স্থিতিভঙ্গং জন্মাদি অস্য প্রত্যাক্ষাতুপধাপিতস্য নামরূপভ্যাং ব্যাবৃতস্য অনেক কর্তৃভোক্তৃ সংযুতস্য প্রতিনিয়ত-দেশকাল-নিমিত্ত-ক্রিয়া-ফলাশ্রয়স্য মনসাপ্যচিন্ত্যরচনারূপস্য বিচিত্রস্য জগতোবিশ্বস্য যতঃ যস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাস্তবতি তদ্ব্রহ্মেতি বাক্য শেষঃ।

* বৃত্তিকার একবচন প্রয়োগ করিয়াছেন কিন্তু ভাষ্যকার 'যেষাং' বহু বচনান্ত করাতে ব্যা, বি স্থলে বহুবচন দেওয়া গেল।

তাৎপর্য্য—নানাবিধ নামে ও রূপে যাহার প্রকাশ যথা মনুষ্য, অশ্ব, গো, দেব, তির্য্যক্, গিরি, নদী, নির্ঝর, সমুদ্র, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে ও ভিন্ন ভিন্ন রূপমাত্র যাহার প্রকাশ, তাহার নাম জগৎ। ইহা সাঙ্খ্যবাচক শব্দ সুতরাং জগৎ বলিলে একটি বস্তু না বুঝাইয়া অনেক নামের অনেক বস্তুর সমষ্টি বুঝাইয়া থাকে। যে জগৎ অনেক কর্ত্তৃভোর্ক্তৃ-সংযুক্ত অর্থাৎ জীব মাত্রেই যখন কর্ত্তৃত্ব, ভোর্ক্তৃত্বের অভিমান করে তখন ইহা অনেক কর্ত্তা এবং অনেক ভোক্তার সমবায়। যে জগৎ দেশ, কাল, নিমিত্ত ও ক্রিয়াফলের আশ্রয় এরূপ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের সর্ব্বশক্তিমান কারণই ব্রহ্ম। নিরুক্ত নামক চতুর্থ বেদাঙ্গ ব্যাখ্যাতা মাননীয় যাস্ক মুনি উৎপত্তি, স্থিতি, লয়, হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিপর্য্যয় এই ছয় প্রকার ভাব বিকার বলেন। কিন্তু ভাব বিকার সৃষ্টি, স্থিতি, লয় বলিলেই যথেষ্ট হয়। হ্রাস, বৃদ্ধি, বিপর্য্যয় উক্ত তিনেরই অন্তর্গত। এজন্য ভাষ্যকার শ্রীমচ্ছঙ্করার্য্য স্বামী সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এই তিনটিকেই 'জন্মাদি' শব্দের অর্থ করিয়াছেন বৃত্তিকারেরও সেই অর্থ এরূপ সৃষ্ট্যাদি কার্য্য সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অন্য হইতে হওয়া সঙ্গত নহে। অচেতন প্রধান প্রকৃতি হইতে কিরূপে চেতনের উদ্ভব হইতে পারে। কেহ কেহ শূন্য হইতে সৃষ্টি আদির কল্পনা করেন তাহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। কারণ শূন্য অর্থাৎ অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইতে পারে না "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"—গীতা। আবার কণাদ মতাবলম্বিগণ পরমাণু হইতে জগতের উৎপত্ত্যাদি বলেন তাহাও অচেতন প্রধান এবং চৈতন্য বিহীন সুতরাং পরমাণুকে কারণ বলা যাইতে পারে না। কেহ কেহবা জরা মরণশীল কোন জীবকে কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করেন তাহাও কোন ক্রমে সম্ভবিতে পারে না। আবার যদি 'স্বভাব' কেই কারণ বল তাহাও হইতে পারে না। কেননা স্বভাব দেশ, কাল, নিমিত্ত ও উপাদান দ্বারা নিয়মিত সুতরাং স্বভাব হইতে সৃষ্ট্যাদির সম্ভাবনা নাই।

'জন্মাদি' সূত্রকে অনুমানিক বলিতে পারা যায় না। বেদান্ত শাস্ত্রে কোন রূপ অনুমান বা তর্কাদি নাই ইহা শ্রুতি-প্রমাণ-রক্ষিত। ব্রহ্মাবগীত

---

* জগৎ—গম্ (গত্যর্থ) + ক্বিপ কর্ত্তৃবাচ্যে = যাহ গমন করে বা নশ্বর

ইহার কেবল মাত্র লক্ষ্য। ব্রহ্মাবগতির অবসান নিত্য ব্রহ্মে অনুগমন। পূর্ব্ব মীমাংসা (জৈমিনীকৃতা) বা কর্ম্মকাণ্ডে ছয় প্রকার 'প্রমাণ' আছে, কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রে সেরূপ কোন প্রমাণ নাই।

"কিং মানং মান চেন্নাস্তি নিত্যবুদ্ধে স্বয়ম্প্রভে"

পঞ্চদশী।

ছয় প্রকার প্রমাণ যথা বিধি, নিষেধ, বিকল্প, সংকল্প, উৎসর্গ (সাধারণ বিধি) ও অপবাদ, ইহারা কর্ম্ম কাণ্ডীয় শ্রুতি প্রভৃতির প্রামাণ্য। ইহারা শ্রুতিলিঙ্গ। কর্ম্ম পুরুষের ইচ্ছাধীন, আবার অনেক সময়ে ইচ্ছা সত্বেও অনেকে দ্রব্যাভাব বশতঃ ক্রিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হন। কিন্তু ব্রহ্ম-পরিজ্ঞান তাহা নহে। ইহা পুরুষের ইচ্ছাধীনও নহে ও কোনরূপ অনুষ্ঠানেরও আয়ত্বাধীন নহে। ইহা সম্পূর্ণ অনুভব সাপেক্ষ। ব্রহ্ম প্রমাণেরও বিষয় নহেন, ইন্দ্রিয়াদিরও বিষয় নহেন। অনুমান দ্বারা * ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না। কেবল শ্রুতিদ্বারা তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধ হইয়া থাকে। শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমান অনাদরণীয়। তিনি নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব-সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান। বুদ্ধির অপরাধে সংকল্প ও সংশয় জন্মিয়া থাকে। তত্বজ্ঞান সংকল্প-সংশয় রহিত অন্তঃকরণে স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই সূত্র দ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমত্বা মীমাংসিত হইল।

প্রমাণ বচন।

(১) যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন
জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ত্যভিসংবিশন্তি
তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্মেতি।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌।

যাঁহা হইতে এই ভূতগণ (ক্ষিত্যাদি ও জীব) জন্মগ্রহণ করে যাঁহা হইতে জাতজীবগণ রক্ষিত হয় এবং পরিশেষে যাহাতে সংহৃত হইয়া প্রবিষ্ট হয় তিনিই ব্রহ্ম। তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর।

* অনুমান যথা—"পর্ব্বতো বহ্নিমান যতো ধূমাৎ" কোন স্থানে ধূম উঠিতে দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে নীচে অগ্নি আছে ইত্যাদি।

"আনন্দা দেব ভূতানি জায়ন্তে তেন জীবনম্।
তেষাং লয়শ্চ তত্রাতো ব্রহ্মানন্দো নসংশয়ঃ" ॥

পঞ্চদশী।

আনন্দ (ব্রহ্ম) হইতেই জীবগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়। ইহা ব্রহ্মানন্দ, তদ্বিষয়ে সংশয় কি ?

২য় অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

লক্ষণং ব্রহ্মণো নাস্তি কিং বাস্তি ? নহি বিদ্যতে।
জন্মাদে রন্যনিষ্ঠত্বাৎ সত্যাদেশ্চাপ্রসিদ্ধিতঃ ॥

২য় অধিকরণের মীমাংসা।

ব্রহ্মনিষ্ঠং কারণত্বং স্যাল্লক্ষ্যং স্রগ্-ভুজঙ্গবৎ।
লৌকিকানীব সত্যাদীন্যখণ্ডং লক্ষয়ন্তিহি ॥

১অধ্যা—১পা—৩অধি—৩সূ—৩সা সং।

তৃতীয় সূত্রের দুইটী বর্ণক আছে।

৩অধিকরণ—(প্রথম বর্ণক) ব্রহ্মণো বেদ কর্তৃত্বং—ব্রহ্ম হইতে বেদের উৎপত্তি।

(দ্বিতীয় বর্ণক) ব্রহ্মণো বেদৈকমেয়তা—ব্রহ্মকে একমাত্র বেদদ্বারা জানা যায়।

উপক্রম—পূর্ব্বাধিকরণে সত্যজ্ঞানাদিরূপস্য ব্রহ্মণো বিসদৃশজগজ্জন্মাদিকারণত্বং তটস্থলক্ষণং মুক্তং অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতা বিচারণা জায়মানত্বেন তামাক্ষিপ্য অস্য মহত ইত্যাদি বাক্যমথোক্তাং সর্ব্বজ্ঞতাং সমাধত্তে।

৩সূ—শাস্ত্রযোনিত্বাৎ।

ব, অ,—ঋগ্বেদাদি মহান্ শাস্ত্র সকল সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। অর্থান্তরে ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রদ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায়।

ব্যা, বি,—শাস্ত্রস্য যোনিঃ (কারণম্) তস্য ভাবস্তস্মাৎ ব্রহ্মাবগম্যতে ইতি বাক্যশেষঃ।

(১ বর্ণক)

শাস্ত্রং যোনি র্যস্য স শাস্ত্রযোনিঃ
তস্য ভাবঃ শাস্ত্রযোনিত্বম্ তস্মাৎ।

(২ বর্ণক)

দীপিকা—বিচিত্রস্য ঋগ্বেদাদিশাস্ত্রস্য যোনি কারণং তস্য ভাবঃ তস্মাৎ। প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ পুংসাং যোনোপদিশ্যতে, তদ্ধর্ম্মাশ্চোপদিশ্যন্তে শাস্ত্রং শাস্ত্রবিদোবিদুঃ অথবা পূর্ব্বাধিকরণে যতো বেত্যাদিনা শাস্ত্রং ন বিচারিতং কিন্তু ক্ষিত্যাদিকং সকর্ত্তৃক মিত্যনুমান মুক্তমিতি শংকাং নিবারয়িতু মক্ষ্যাদ্যগম্যত্বেন ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রৈকপ্রমাণতামাহ শাস্ত্রেতি—যথোক্তং ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণগম্যত্ব মুক্তং সাক্ষাদেব শাস্ত্রকর্ত্তৃত্বেন চার্থাৎ সিদ্ধং।

তাৎপর্য্য—পূর্ব্ব সূত্রে ব্রহ্মের সর্ব্ব শক্তিমত্ত্বা বিচার করিয়া এই সূত্রে ব্রহ্মের 'সর্ব্বজ্ঞত্ব' প্রকাশ করিতেছেন। মহৎ ঋক, যজু, সাম ও অথর্ব্ব চারি বেদের যিনি 'যোনি' 'প্রভব' বা উৎপত্তি স্থান। এই শাস্ত্রসকল যাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাঁহাকে কখন অল্পজ্ঞ বলা যাইতে পারে না। যে বেদে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয় ও তত্তৎ বর্ণ বর্ণাশ্রমের নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য ক্রিয়া কলাপাদি সমস্তই সম্যক্‌রূপে বর্ণিত আছে, যে মহাশাস্ত্র পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসাদি দশ বিদ্যার স্থান। সকল শাস্ত্রই যে বেদ হইতে প্রসূত, যাহা নানা শাখায় বিভক্ত ও সুবিশাল, দীপের ন্যায় যে বেদ, সকল বিষয়ের প্রকাশক, ঈদৃশ বস্তু সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত কখনই অল্পজ্ঞ ব্যক্তিদ্বারা সম্ভবিতে পারে না। ঋক্ বেদাদি শাস্ত্র সমূহ সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম হইতে নিশ্বসিতের' ন্যায় অবলীলাক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া শ্রুতিতে উল্লেখ আছে।

(এটী ১ম বর্ণকের অর্থ)

মতান্তরে শাস্ত্র শব্দের অর্থ অজ্ঞাত জ্ঞাপকং শাস্ত্রং" যাহা অজ্ঞাত বস্তুর জ্ঞাপক। 'ব্রহ্ম অবাঙ্মনস-গোচর, ব্রহ্মকে বাক্য দ্বারা বলা যায় না তিনি বাক্য ও মনের অগোচর, কেবল এক শাস্ত্রই তাঁহাকে জানাইয়া দেয় মাত্র যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য তাহার উপদেশ নিষ্প্রয়োজন। যাহা অন্য উপায়ে জানা যায় না শাস্ত্র তাহারই উপদেশ করেন।

(এটী ২য় বর্ণকের অর্থ)

প্রমাণ বচন।

(১) ঋকৃযজুসামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকং।
মুলং রামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥

(২) যচ্চানুকুল মেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতং।
অতোঽন্যো গ্রন্থবিস্তারো নৈবশাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ॥

পূ, প্র, দ,

(৩) "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিত মেতদ্ যদৃগ্বেদঃ"

শ্রুতিঃ।

(৪) "পণ্ডিতো মেধাবী ইহাচার্যবান্ পুরুষোবেদ।"

শ্রুতিঃ।

৩য় অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ (১ম বর্ণক)।

ন কর্ত্তৃ ব্রহ্ম বেদস্য কিংবা কর্ত্তৃ? ন কর্ত্তৃতৎ।
বিরূপনিত্যয়া বাচে ত্বেবং নিত্যত্বকীর্ত্তনাৎ।

(১ম বর্ণকের মীমাংসা)।

কর্ত্তৃনিশ্বাসিতাৎ যুক্তে নিত্যত্বং পূর্ব্বসাম্যতঃ।
সর্ব্বাবভাসি বেদস্য কর্ত্তৃত্বাৎ সর্ব্ববিদ্ভবেৎ।

৩য় অধিকরণের ২য় বর্ণকের পূর্ব্বপক্ষ।

অস্ত্যন্যমেয়তাপ্যস্য কিংবা বেদৈকমেয়তা।
ঘটবৎ সিদ্ধবস্তুত্বাৎ ব্রহ্মান্যেনাপি মীয়তে।

২য় বর্ণকের মীমাংসা।

রূপলিঙ্গাদিরাহিত্যাৎ নাস্যচান্তরযোগ্যতা।
তস্ত্বৌপনিষদিত্যাদৌ প্রোক্তা বেদৈকমেয়তা।

১অধ্যা—১পা—৪অধি—৪সূ—৪সা সং।

৪অধিকরণ—চতুর্থ সূত্রের দুইটী বর্ণক আছে, প্রথমটী 'বেদান্তানাং ব্রহ্ম বোধকত্বম্' ও দ্বিতীয়টী 'বেদান্তানাং ব্রহ্মণ্যবসিতত্বং' এই দুই বর্ণকে চতুর্থ অধিকরণ।

উপক্রম—তদিদানীং সিদ্ধার্থে শাস্ত্রস্য সঙ্গতিগ্রহণাদ্যভাবাৎ জৈমিনীয় বচনবিরোধাচ্চাক্ষিপ্য সমাধত্তে।

জৈমিনির বাক্যের প্রতিবাদ করিবার জন্য চতুর্থ সূত্রের অবতারণা। জৈমিনি বলেন যে আম্নায় * মাত্র ক্রিয়া প্রতিপাদক যাহা ক্রিয়াপ্রতিপাদক তাহাই প্রমাণ। যাহা ক্রিয়াপর নহে তাহা প্রমাণ নহে। উপনিষদ্ (জ্ঞানকাণ্ড) ক্রিয়া প্রতিপাদক নহে, অতএব অপ্রমাণ, বেদান্ত কেবল যাহা পরিনিষ্ঠিত অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ তাহারই প্রতিপাদন করিয়া থাকে। যাহা পরিনিষ্ঠিত তাহাতে বিধি সম্ভব নাই কারণ বিধি মাত্রই ক্রিয়াশ্রিত। যাহা করা যায় না, তাহা কখন বিধির বিষয় হয় না। আবার আশঙ্কা বেদান্তকেও কর্ম্মবিধির অঙ্গ বলা যাউক? কর্ম্ম করিতে গেলে যেরূপ কর্ত্তাদির আবশ্যক, বেদান্ত তাহারই উপদেশ করে বলিয়া বিধিশাস্ত্রের পরিপোষক বলি? কিন্তু যদি বল, কর্ম্মকাণ্ড একপ্রকরণ ও জ্ঞানকাণ্ড অন্য প্রকরণ, তাহা হইলে প্রকরণভঙ্গ দোষ হয়, যদি বল 'উপাসনা' নামক কর্ম্ম বিশেষ বেদান্তের প্রতিপাদ্য, ব্রহ্মবিজ্ঞান' তত দূর নহে। অতএব 'ব্রহ্ম' শাস্ত্রযোনি নহে, 'কর্ম্মই' শাস্ত্রযোনি। শাস্ত্রের লক্ষ্য 'ব্রহ্ম' নহে, 'কর্ম্ম'। জৈমিনির এই পূর্ব্বপক্ষ ও আশঙ্কা নিবারণ জন্য ভগবান্ বেদব্যাস সূত্র করিতেছেন।

* বেদের কর্ম্মকাণ্ড আম্নায় ও জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদ্

৪সূ—তত্তু সমন্বয়াৎ।

ব, অ,—'ব্রহ্মই' শাস্ত্রদ্বারা গমনীয় ইহা সমন্বয় দ্বারা উপপন্ন হয়। সমন্বয় শব্দে ষড়্‌বিধ-লিঙ্গ দ্বারা বেদান্তবাক্য সকলের তাৎপর্য্যাবধারণ।

ব্যা, বি—তৎ=ব্রহ্ম। তু=ব্যাবৃত্তি বাচক *। সমন্বয়ঃ—সম্+অনু+ই+অল্ প্রত্যয় অর্থাৎ সম্=সম্যক্ অন্বয়ঃ তাৎপর্য্যাবধারণম্। তস্মাৎ সমন্বয়াৎ ব্রহ্মাবগম্যতে ইতি বাক্য শেষঃ।

দীপিকা—তুশব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ ত্বদুক্তং ন, কুতঃ, যদ্‌যথোক্তং ব্রহ্ম বেদান্তশাস্ত্রাদবগম্যতে। কথং, সমন্বয়াৎ সম্যগন্বয়ঃ সমন্বয়ঃ ষড়্‌বিধ তাৎপর্য্যলিঙ্গং তস্মাৎ, পূর্ব্বাধিকরণে পুত্রস্তে জাত ইত্যাদৌসঙ্গতিগ্রহণস্য রজ্জুরিয়ং নায়ং সর্পঃ ইত্যাদৌ প্রয়োজনস্যচদর্শনাৎ জৈমিন্যাদি বচনানাং কর্ম্মাভিপ্রায়কত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্ব শক্তৌ ব্রহ্মণি-শাস্ত্রং প্রমাণমেব সমন্বয়াদিত্যুক্তং।

তাৎপর্য্য—পূর্ব্বসূত্রে জৈমিনির কর্ম্মবাদ আশঙ্কা হওয়ায় অর্থাৎ 'ব্রহ্ম শাস্ত্র যোনি নহেন' 'কর্ম্ম' শাস্ত্র যোনি এই বলিয়া কর্ম্মকে তিনি যে শ্রেষ্ঠ করেন ও শাস্ত্রের লক্ষ্য বলেন তাহারই প্রতিবাদে বেদব্যাস 'তত্তু' সূত্র করিতেছেন। 'তু' শব্দদ্বারা জৈমিনির পূর্ব্বপক্ষের ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ প্রতিবাদ করিতেছেন, ব্রহ্মই শাস্ত্র প্রমাণীয়, কর্ম্ম শাস্ত্র প্রমাণ-বিষয় নহে, ইহা যাবতীয় উপনিষদ্ ও বেদান্ত শাস্ত্র দ্বারাই সম্যক্ উপলব্ধ হয় এবং ব্রহ্মেই যাবতীয় বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্য্যাবসান হইয়া থাকে। "আদাবন্তেচ মধ্যেচ সহি সর্ব্বত্রগীয়তে"।

"উপক্রমোপসংহারা বভ্যাসাপূর্ব্বতা ফলং
অর্থবাদোপপত্তিশ্চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে।"

---

* তুশব্দস্ত বিশেষেস্যাৎ স্বসিদ্ধান্তেহবধারণে অর্থাৎ তু শব্দ বিশেষ অর্থে, স্বসিদ্ধান্ত স্থলে ও অবধারণে প্রয়োগ হয়। ভা, চূ।

১ উপক্রম=গ্রন্থের প্রারম্ভ। ২ উপসংহার=শেষভাগ, সমাহার। ৩ অভ্যাস=বিশেষ বিষয়ের পুনঃ পুনঃ সন্নিবেশ। ৪ অপূর্ব্বতা=নূতনত্ব। ৫ ফল=পরিণাম। ৬ অর্থবাদোপপত্তি=উপপন্ন বিষয়োদ্দেশ্য। এই ছয় লিঙ্গদ্বারা তাৎপর্য্য নির্ণীত হয়, ইহাদিগের নাম সমন্বয়। যদিও কর্ম্ম-কাণ্ডে বিধি সম্পর্ক ব্যতিরেকে বাক্য প্রামাণ্য দৃষ্ট হয় না, তথাপি জ্ঞান-কাণ্ডে অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশক বেদান্ত শাস্ত্রে সেরূপ অপ্রামাণ্য নাই। আত্মজ্ঞান হইবামাত্র মোক্ষ-ফল লাভ হইয়া থাকে। কর্ম্মকাণ্ড প্রবৃত্তি ও জ্ঞানকাণ্ড নিবৃত্তি পক্ষে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুইটীই শাস্ত্রের অধিকারী ভেদে প্রয়োজনীয়। যথা—

"প্রবৃত্তি র্বা নিবৃত্তির্বা নিত্যেন কৃতকেন বা,
পুংসাং যেনোপদিশ্যেত তচ্ছাস্ত্র মভিধীয়তে।"

অর্থিত্ব ও সামর্থ্যাদি অনুসারে অধিকারীর ভেদ হইয়া থাকে। কর্ম্ম-দ্বারা মোক্ষ হয় না। মুক্তি উদ্ভিজ্জাদি বস্তুর ন্যায় জন্মে না বটে, অজ্ঞানাবরণ বিদূরিত হইলে 'ব্রহ্ম আছেন' ইত্যাকার জ্ঞান আপনিই প্রকাশ পায় এবং সেই জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান বিদূরিত হয়। উৎপত্তি, বিকার, প্রাপ্তি ও সংস্কার এই চারিটী 'ক্রিয়া ফল'। মোক্ষ এরূপ কোন 'ক্রিয়া ফল' নহে। ব্রহ্ম ভাবের নামই মোক্ষ। দেহ ইন্দ্রিয় ও মন এই ত্রিতয় সংযুক্ত চিদাভাসকে (জীবকে) ভোক্তা বলে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুয়ের মধ্যে জীবাত্মাই কর্ম্মফল ভোগ করেন। এবিষয়ে প্রমাণ যে—

"দেহেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ।"

আবার যদি ব্রহ্মজ্ঞানকে 'মানসিক ক্রিয়া' বলি তাহাও সঙ্গত নহে। যেমন সন্ধ্যাদির ধ্যান বা চিন্তা মানসিকক্রিয়া জ্ঞানকেও সেইরূপ বলি? না, তাহা বলিতে পারা যায় না, যেহেতু ধ্যান পুরুষের (জীবের) ইচ্ছার অধীন কিন্তু জ্ঞান তাহার অধীন নহে। আত্মা (পরমাত্মা) অহংবৃত্তির (জীবের) অবভাষক কিন্তু আত্মার কেহ অবভাষক নহে। অহং বৃত্তি সম্বলিত আত্মাভাস 'জীব' নামে প্রসিদ্ধ পরন্তু যিনি 'মুখ্যআত্মা' তিনিই উপনিষদ্ বেদ্য ও অহংবৃত্তির অতীত। আত্মা ব্যতীত যাহা কিছু তৎ-সমস্তই বিকার, সমস্তই পরিণামী ও সমস্তই বিনাশশীল। আত্মা অবিনাশী। জৈমিনির বিধিবাদ অবশ্যই কর্ম্মকাণ্ডীয় অনুশাসন। জ্ঞানকাণ্ডের সহিত

তাহার কোন সংশ্রব নাই। বরং জ্ঞানকাণ্ড হইতে তাহা সম্পূর্ণ পৃথক্। বেদান্ত শাস্ত্রে যেমন কোন বিধি নিষেধ নাই জৈমিনিরও সেইরূপ পূর্ব্ব মীমাংসায় ব্রহ্মবিচার নাই। বেদান্তেরই ব্রহ্মবিচার। আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন। দেহাদি বিষয়ে আত্মার অভিমান গৌণ নহে। জ্ঞানী পুরুষ জীবন্মুক্ত হয় অর্থাৎ শরীর সত্ত্বেই অশরীর হয়। তাহার আর সংসারিত্ব থাকে না। "সচক্ষুরচক্ষুরিব" শ্রুতি দ্বারাই জানা যায়, ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ চক্ষু থাকিলেও অচক্ষু অর্থাৎ তাঁহার চিত্ত ব্রহ্মে আসক্ত হওয়াতেই সংসার ভাব তিরোহিত হইয়া থাকে। সেই অন্বেষ্টব্য আত্মা বিজ্ঞাত হওয়ায় পূর্ব্ব পর্য্যন্তই আত্মার তাদৃশ 'প্রমাতৃত্ব' (কর্ত্তৃত্বাদি ব্যবহার) থাকে, এবং জ্ঞাত হওয়ার পর পাপ দেযাদি তিরোহিত হইয়া যায়। জ্ঞাত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্তই লৌকিক, বৈদিক, প্রমাণ ও প্রমেয়াদি ব্যবহার সত্য বোধ হয়। 'পরন্ত আত্মজ্ঞান' হইলে সমস্তই অলীক ও মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হয় *।

প্রমাণ বচন।

(১) "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ। একমেবা দ্বিতীয়ং"
শ্রুতিঃ।

(২) "আত্মা বা ইদ মেক এবাগ্র আসীৎ।
তদেতদ্ ব্রহ্ম পূর্ব্ব মনপর মনন্তর মবাহং"। শ্রুতিঃ।

(৩) অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ। শ্রুতিঃ।

(৪) ব্রহ্মৈবেদ মমৃতং পুরস্তাৎ। শ্রুতিঃ।

(৫) "য আত্মাঽপহতপাপ্মা সোঽন্বেষ্টব্যঃ।
স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ"। শ্রুতিঃ।

---

* এক খণ্ড রজ্জুকে হঠাৎ অন্ধকার রাত্রিতে দর্শন করিলে সর্প বলিয়া ভ্রম হইতে পারে কিন্তু পরক্ষণে সর্প ভ্রম তিরোহিত হইলে অতুল আনন্দ হয় ও হৃৎকম্প তিরোহিত হইয়া যায়। ব্রহ্ম জ্ঞানও, হইবামাত্রই সংসার সত্য-ভ্রম নাশ করে। রজ্জুতে সর্প ভ্রমের নাম অর্থারোপ বা অধ্যাস এবং ভ্রম তিরোভাবের নাম অপবাদ।

(৬) "আত্মেত্যেবোপাসীত"। শ্রুতিঃ।

(৭) ভেদাভেদৌ সপদিগলিতৌ পুণ্যপাপে বিশীর্ণে।
মায়ামোহৌ ক্ষয় মুপগতৌ নষ্টসন্দেহবৃত্তেঃ
শব্দাতীতং ত্রিগুণরহিতং প্রাপ্য তত্ত্বাববোধং
নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ কোবিধিঃ কোনিষেধঃ

শুকাষ্টকং।

(৮) "ন হবৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়ো রপহতি রস্তি। অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ। অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেস্ববস্থিতং মহান্তং বিভুং আত্মানং মত্বা জীবো ন শোচতি।"

শ্রুতিঃ।

(৯) "তমেব বিদ্বানত্যেতি মৃত্যুং পন্থানচেতরঃ
জ্ঞাত্বা দেবং পাশহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্নজন্মভাক্।"

পঞ্চদশী।

(১০) "ক্ক মোহঃ ক্ক শোক একত্ব মনুপশ্যতঃ।"

পঞ্চদশী।

(১১) 'ত্বং হি নঃ পিতা যোস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সি'। শ্রুতিঃ।

(১২) "একঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্যোঽভিচাকশীতি।"

মুণ্ডক উপনিষদ্।

(১৩) "একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষীচেতাঃ কেবলো নিগু‍ণশ্চ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ।

(১৪) "স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং
শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।" ঈশোপনিষদ্।

(১৫) 'অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রঃ। অসঙ্গোহ্যয়ং পূরুষঃ।"
শ্রুতিঃ।

(১৬) "ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্র স্যাৎ। কৃতাকৃতা
দন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ।" শ্রুতিঃ।

৪র্থ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ (১ম বর্ণক)

বেদান্তাঃ কর্ত্তৃদেবাদিপরা ব্রহ্মপরা উত ?
অনুষ্ঠানোপযোগিত্বাৎ কর্ত্তাদিপ্রতিপাদিকাঃ।

৪র্থ অধিকরণের ১ম বর্ণকের মীমাংসা।

ভিন্নপ্রকরণাল্লিঙ্গষট্কাচ্চ ব্রহ্মবোধকাঃ।
সতি প্রয়োজনেহ নর্থ হানেহনুষ্ঠানতোহত্রকিং।

৪র্থ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ। (২য় বর্ণক)

প্রতিপত্তিং বিধিৎসন্তি ব্রহ্মণ্যবসিতা উত ?।
শাস্ত্রত্বাৎ তে বিধাতারো মননাদেশ্চ কীর্ত্তনাৎ॥

৪র্থ অধিকরণের ২য় বর্ণকের মীমাংসা।

নাকর্ত্তৃতন্ত্রেহস্তি বিধিঃশাস্ত্রত্বং শংসনাদপি
মননাদেঃ পুরা বোধাৎ ব্রহ্মণ্যবসিতাস্ততঃ।

১অধ্যা—১পা—৫অধি—৫সূ—৫সা সং।

৫অধিকরণ†—পঞ্চম হইতে একাদশ সূত্র পর্য্যন্ত ৭ সূত্র দ্বারা

---

† রামানুজ স্বামী ও মধ্বাচার্য্য স্বামী এই ৫ অধিকরণ অর্থান্তর করিয়া দ্বৈতবাদ অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের দাস এরূপ প্রতিপন্ন করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। পশ্চাৎ তাঁহাদের মতের অর্থ দেওয়া যাইবে।

৫ম অধিকরণ—"প্রধানস্য জগৎকর্ত্তৃত্বাভাবকথনং।" প্রধান শব্দে জড়রূপা প্রকৃতি। প্রধানের জগৎ স্রষ্টৃত্বাদি সঙ্গত হইতে পারে না, এবং ইহাকে সচ্ছব্দবাচ্য ও কারণ বলা যায় না।

উপক্রম—পূর্ব্বসূত্রে 'শাস্ত্রযোনি ব্রহ্ম' প্রতিপন্ন করিয়া জৈমিনির কর্ম্মবাদ নিরস্ত করিয়াছেন। এক্ষণে সাঙ্খ্য বৈশেষিক প্রভৃতি দার্শনিক-দিগের জড়কারণবাদ নিরস্ত করিবার জন্য এই অধিকরণ।

সাঙ্খ্যমত—চেতন সংযুক্ত জড় (প্রধান) হইতে বিশ্বের জন্ম, জড়াংশ উপাদান কারণ এবং চেতনাংশ নিমিত্ত কারণ।

কাণাদি (বৈশেষিক) গণও বলেন ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ এবং পরমাণু উপাদান কারণ, পরন্তু ইহাদের উভয়ের মতেই ভ্রম আছে, তন্নিবারণ জন্যসূত্র।

---

৫ সূ—ঈক্ষতে র্নাশব্দম্।

ব, অ,—জড়ের (প্রধানাদি) ঈক্ষণ * কোন প্রকারে শ্রুতিতে শব্দিত বা প্রতিপাদিত হয় না। ব্রহ্মেরই ঈক্ষণ শ্রুত হইয়া থাকে। এজন্য ব্রহ্মই কারণ।

ব্যা-বি,—ঈক্ষ্ ধাতু (দর্শনার্থ) অতিপ্ (ভাববাচ্যে) = ঈক্ষতি অস্যাঃ (৫মী হেতোঃ) ব্রহ্মৈব কারণং—ঈক্ষতেঃ। অশব্দম্ = ন শব্দম্ (শ্রুতিশব্দ বা শ্রুতি বাক্যদ্বারা যাহা প্রতিপাদিত নহে।) অশ্রৌতং প্রধানাদি ন কারণ মিত্যর্থঃ।

দীপিকা—ন সাঙ্খ্যাদি পরিকল্পিতং প্রধানাদি বেদান্ত-শাস্ত্রেষু প্রতিপাদ্যতে, কুতঃ, অশব্দংহি তৎ, কথং, ঈক্ষতেঃ চেতনত্বং শ্রবণাৎ ইত্যর্থঃ।

*ঐতরেয় উপনিষদে উল্লিখিত আছে যে "ব্রহ্ম দেখিলেন আমার (চৈতন্যের) অভাবে জড় জগৎ সচৈতন্য ও সক্রিয় হইতে পারে না, অনন্তর তিনি (আত্মা বা চৈতন্য) ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া জীব-সংজ্ঞাভিহিত হইয়াছেন।" আত্মার এইরূপ অবলোকনকে 'ঈক্ষণ' বলে, এবং প্রবেশাবস্থার নাম 'অনুপ্রবেশ'।

তাৎপর্য্য—সাঙ্খ্য কাণাদাদির মতে 'প্রধানাদি' জড়কে জগৎ কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে তাহা অসঙ্গত, কেননা শ্রুতিতে জগৎকারণকে 'ঈক্ষিতা' বলিয়া থাকেন। তিনি চেতন, তিনি ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা পূর্ব্বক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। উপনিষদে সবিশেষ কথিত আছে যে ব্রহ্মই সম্যক রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি বিধান করিয়াছেন। 'প্রধানাদি' অচেতন জড় সুতরাং 'ঈক্ষণ বা আলোচনা করিয়া' সৃষ্টি বিধান করা জড়ের পক্ষে কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? আলোচনা করা জড়ের শক্তি নহে। ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ। অচেতন প্রধানের সর্ব্বজ্ঞতা নাই। সুতরাং তাহার সাক্ষিত্ব বা দ্রষ্টৃত্ব থাকিতে পারে না। লৌহও অগ্নি সংযোগে যেমন দাহক হয় সেইরূপ অচেতন (প্রধান) জগৎ ব্রহ্ম সংযোগে প্রকাশিত হয়। অগ্নিই দাহক, লৌহ কখন দাহক নহে। অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন সংসারী জীবের শরীরাদি নিবন্ধন জ্ঞান হইয়া থাকে।* কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞান শরীরাদি অপেক্ষা করে না। তাহা অনাবরণ ও অপ্রতিহত।

প্রমাণ বচন

(১) ঈক্ষণাদি প্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশেন কল্পিতা
জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীবকর্ত্তৃকঃ।
পঞ্চদশী

(১) আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ
কিঞ্চন মিষৎ স ঐক্ষত লোকান্নসৃজত। শ্রুতিঃ।

(৩) সৌম্যেদ মগ্রআসীদেক মেবা দ্বিতীয়ং
তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তৎ তেজো
হসৃজত। ছান্দোগ্যউপনিষদ্।

(তত্রেদং শব্দ বাচ্যং নামরূপব্যাকৃতং প্রাগুৎপত্তেঃ

---

* যদিও ঈশ্বরাতিরিক্ত পৃথক সংসারী আত্মা নাই বটে কিন্তু তাহার (জীবের) দেহাদিরূপ উপাধি সম্বন্ধ আছে। আকাশ যেরূপ সর্ব্বব্যাপী এবং অনন্ত হইয়াও ঘট শরাবাদি বিভিন্ন বস্তুতে উপাধি বিশিষ্ট হন, ব্রহ্মও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেহের উপাধি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জীবসংজ্ঞা ধারণ করেন।

সদাত্মনাবধার্য্য তস্যৈব প্রকৃতস্য সচ্ছব্দবাচ্যস্য ঈক্ষণ-পূর্ব্বকম্ তেজঃ প্রভৃতেঃ স্রষ্টৃত্বং দর্শয়তি।)—ভাষ্যম্

এই বিশ্ব জগতের সৃষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মের ঈক্ষণ সুস্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। তিনি ঈক্ষণ পূর্ব্বক তেজ প্রভৃতি ভূতাদি সৃষ্টি করিয়াছেন।

(৪) ষোড়শকলং পুরুষং প্রস্তুত্যাহ
স ঈক্ষণং চক্রে সপ্রাণ মসৃজত। যঃ
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে।

(৫) "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে
পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ।"

(৬) অপাণি পাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ
স বেত্তি বেদ্যং নচ তস্য বেত্তা
তমাহু রুগ্রং পুরুষং মহান্তম্।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্।

১অধ্যা—১পা—৫অধি—৬সূ—৬সা সং।

৫ অধিকরণ (চলিতেছে)

উপক্রম।—শ্রুতিতে অনেক স্থলে অচেতন পদার্থে চেতন পদার্থের ন্যায় উপচার বা সদৃশ ব্যবহার দৃষ্ট হয়। 'ঈক্ষণ' বা পর্য্যালোচনা সতের (ব্রহ্মের) মুখ্য নহে, ঔপচারিক অর্থাৎ সতের ঈক্ষণ "তত্তেজ ঐক্ষত" ইত্যাদি বাক্যে তেজ প্রভৃতির ঈক্ষণের তুল্য গৌণ। এই আশঙ্কা পরিহারের জন্য ৬ষ্ঠ সূত্র হইতেছে।

৬সূ—গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ।

ব, অ,—ব্রহ্মের ঈক্ষণ গৌণ নহে কেননা তিনি "আত্মা" শব্দে শ্রুত হন।

ব্যা—বি—গুণ শব্দ + ষ্ণ প্রত্যয় তদ্ধিত = গৌণ, গুণযুক্ত। চেৎ যদি। ন, ন গৌণঃ। কথং, আত্মশব্দাৎ = আত্মেতি শব্দপ্রয়োগাৎ।

দীপিকা—"তত্তেজ ঐক্ষন্ত তা আপ ঐক্ষন্ত" ইত্যাদৌ তেজ আদিবদুপচারাদয়ং ঈক্ষণশব্দঃ ইতি আশঙ্কাং নিবারয়তি। গুণযোগা দুপচারাৎ প্রবৃত্তো গৌণঃ। গৌণশ্চেদ্‌যদি প্রধানাদীনা মিতি ব্রূষে তন্ন, কুতঃ আত্মশব্দাৎ আত্মেতি শব্দ স্তস্মাৎ। তথাহি অনেন জীবেনাত্মনেতি দেবতায়াং আত্মশব্দ ইতি। নন্বাত্মশব্দোমমত্মা ভদ্রসেন ইতি বহবৃত্য বাচীভূতাত্মেন্দ্রিয়াত্মেতি চেতনাচেতনাবাচী বা জ্যোতিঃশব্দো যথা ক্রতুজ্বলনবাচীত্যত আহ।

তাৎপর্য্য—অচেতন প্রধানকে উপচার ক্রমে ঈক্ষিতা বলিয়া যদি সতের অর্থাৎ ব্রহ্মের ঈক্ষিতৃত্ব গৌণ বলি তাহা অসঙ্গত। সতের ঈক্ষিতৃত্ব গৌণ বা গুণ যুক্ত নহে। ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত আছে হে শ্বেতকেতো "যোগুণৈঃসর্ব্বতোহীনো যশ্চ দোষ-বিবর্জ্জিত, হেয়োপাদেয়" রহিতঃ স আত্মেত্যভিধীয়তে"। এই প্রমাণ দ্বারা আত্মা সর্ব্বপ্রকার গুণবর্জ্জিত প্রতীত হইতেছেন। তিনি সৎ, ঈক্ষিতা, ও সর্ব্বজ্ঞ। অচেতন প্রধানকে গুণবৃত্তি ক্রমে বা উপচারক্রমে ঈক্ষিতা বলিতে গেলে দেবতা, মনুষ্য ইত্যাদি জীব শব্দ দ্বারা বিশেষিত হইত না। শরীরাধ্যক্ষ প্রাণ সমূহের ধারয়িতা জীবস্বরূপকেই আত্মা বলে। গৌণ বা গুণযুক্ত বা সগুণ 'আত্মশব্দ' বাচ্য নহেন তবে তিনি নিগু‍্ণও নহেন ইহাও যুক্ত। যেহেতু তাঁহাতে আত্মশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। চেতন মুখ্য ঈক্ষিতা হইলে জীব বিষয়ে আত্মশব্দ উপপন্ন হইতে পারে। জড়ের ঈক্ষিতৃত্ব নদীকুল পড়িতেছে ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় গৌণ। তাহার মুখ্য ঈক্ষিতৃত্বের কারণ নাই। উহার ঈক্ষিতৃত্ব সদাধিষ্ঠান নিমিত্ত, সুতরাং গৌণ। সতের ঈক্ষিতৃত্ব গৌণ নহে, মুখ্য।

প্রমান বচন……"সৌম্যেদমস্তজত"—ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌।

১অধ্যা—১পা—৫অধি—৭সূ—৭সা সং।

৫ অধিকরণ (চলিতেছে)। ব্রহ্মের ঈক্ষণ গৌণ নহে।

৭সূ—তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ।

ব, অ,—শাস্ত্রে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির মোক্ষোপদেশ থাকা হেতু সতের ঈক্ষিতৃত্ব মুখ্য। গৌণ নহে।

ব্যা—বি—তস্মিন্ নিষ্ঠঃতস্য=তন্নিষ্ঠস্য, মোক্ষে উপদেশ স্তস্মাৎ—মোক্ষোপদেশাৎ। ন গৌণঃ ইত্যর্থঃ।

দীপিকা—নেত্যনুবর্ত্ততে, ত্বদুক্তং ন, কুতঃ, তস্মিন্ প্রকৃতে সদণিমাদিগুণে নিষ্ঠা তাদাত্ম্যবুদ্ধির্যস্য সোঽয়ং তন্নিষ্ঠস্তস্য শ্বেতকেতো স্তত্ত্বমসীতি বাক্যাৎ সত্ত্বশুদ্ধস্য চেতনস্য মোক্ষোঽবিদ্যাতৎকার্য্যনাশ স্তস্য তাবদেব চিরংযাবন্ন-বিমোক্ষেঽথ সংপৎস্য ইত্যুপদেশঃ শ্রুত্যা কথনং তস্মাৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—আত্মশব্দ দ্বারা ঈক্ষিতার মুখ্যত্ব না হইতেও পারে। আত্মশব্দ প্রকৃতিতেও প্রয়োগ দেখা যায়। যথা ভূতাত্মা ইত্যাদি। তবে প্রকৃতিকেই কেন মুখ্য ঈক্ষিতা না বলি? 'ক্রতুর্জ্বলনবাচীত্যত আহ'। ক্রতুশব্দ জ্বলন (অগ্নিঅর্থে) বলিয়া যেমন গৌণ সেইরূপ সতের ঈক্ষিতৃত্ব গৌণ বলি? তদুত্তরে সূত্র—না গৌণ নহে। আত্মনিষ্ঠ পুরুষের 'মোক্ষ' শাস্ত্রে উপদিষ্ট হওয়াতে আত্মা শব্দে চেতন। শ্বেতকেতু শ্রুতিতে ছান্দোগ্য উপনিষদে এরূপ উপদেশ আছে "হে শ্বেতকেতো, ব্রহ্ম নিষ্ঠ (আত্মনিষ্ঠ) ব্যক্তি দেহপাত হইলে মুক্তি লাভ করে।" ইহার অর্থ এই যে—যাবৎ দেহ নাশ না হয় তাবৎ মুক্তি (ব্রহ্মেলয়) হইতে পারে না। ভৃত্যের প্রতি 'আত্মন্‌শব্দ' প্রত্যক্ষ হয় বটে, ভৃত্যকে আপনার সমান বা সদৃশ কার্য্যাদির নির্ব্বাহ করিতে হয় বলিয়া আত্মশব্দ প্রয়োগ করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহা গৌণ। তদ্রূপ ভূতাদির পক্ষেও আত্মশব্দ গৌণ বলা যায়। চেতন বিষয়েই আত্মশব্দের মুখ্য প্রয়োগ, ভূতাদিতে প্রয়োগ গৌণ। শ্বেত-কেতু শ্রুতি চেতন বিষয়েই 'আত্মা' শব্দের প্রয়োগ করেন। 'জ্যোতির্ব্বাদি-দিগের মোক্ষ হয় না' অর্থাৎ গৌণাত্মাবাদীর মোক্ষ নাই এইরূপ উপদিষ্ট

হয়। আবার জ্যোতিঃশব্দও ক্রতুশব্দ যেমন কদাচিৎ অগ্নিকে বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু তাহা গৌণার্থ, কদাপি মুখ্যার্থ নহে, 'আত্ম' শব্দের পক্ষেও সেইরূপ। চেতন বা ব্রহ্মই 'আত্মা' শব্দের মুখ্যার্থ।

প্রমাণ বচন।

(১) "ব্রহ্মানন্দং প্রবক্ষ্যামি জ্ঞাতে তস্মিন্নশেষতঃ।
ঐহিকামুষ্মিকানর্থব্রাতং হিত্বা সুখায়তে।" পঞ্চদশী।

(২) "ব্রহ্মবিৎ পরমাপ্নোতি শোকংতরতি চাত্মবিৎ।
রসো ব্রহ্মরসং লব্ধাহনন্দী, ভবতি নান্যথা।" শ্রুতিঃ।

১অধ্যা—১পা—৫অধি—৮সূ—৮সা সং।

৫অধিকরণ (চলিতেছে)—তাহার আরও হেতু আছে। তৎ-প্রদর্শনার্থ পরসূত্রাবতারণা অরুন্ধতীদর্শনন্যায়েন তন্নিষ্ঠতে ইত্যত আহ।

উপক্রম। প্রধান বা প্রকৃতি সৎ শব্দের বাচ্য হইতে পারে না।

৮সূ—হেয়ত্বাবচনাচ্চ।

ব, অ—হেয়ত্ব (ত্যক্তত্ব) বিষয়ে অ বচন অর্থাৎ বচন বা উপদেশ না থাকা হেতু প্রধান সৎ শব্দের বাচ্য নহে। য (ক্যপ) প্রত্যয়ঃ।

ব্যা, বি—হেয়ং—হা (ত্যাগার্থে) কর্ম্মবাচ্যে, তস্যভাবঃ ইতি হেয়ত্বং তস্য অবচনং অকথনং তস্মাৎ হেত্বর্থে-৫মী। 'চ' শব্দদ্বারা পূর্ব্ব সূত্রের সহিত সমানাধিকরণ বুঝাইতেছে।

দীপিকা—যদ্যয়ং হান যোগং হেয়ং তস্য ভাবো হেয়ত্বং নাস্মেতি ব্রূয়াৎ নচ তস্য বচনমভিধানং তস্মান্নারুন্ধতী * নয়ঃ, চকার সংযোগাবিপ্রায়োগান্তা ইতি ন্যায়েনাবচন মিত্যত আহ।

---

* অরুন্ধতী ন্যায়—নবোঢ়াবধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখাইবার রীতি আছে। তদনুসারে কোন একটী নক্ষত্রকে অরুন্ধতী বলিয়া দেখাইলে সে তাহাকেই যেমন অরুন্ধতী বলিয়া মানিয়া লয়, সেইরূপ প্রধানের বিষয়ে পরম্পরাগত নিত্যত্বে বিশ্বাস ভ্রান্ত ও অলিক।

তাৎপর্য্য—শ্বেতকেতুপ্রতি 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের উপদেশে মুখ্য আত্মা বলিবার নিমিত্তই প্রথম উপদিষ্ট গৌণাত্মারই ত্যজ্যতা (হেয়ত্ব) বিষয়ে শ্রুতিতে উপদেশ করিয়াছেন নতুবা গৌণ উপদেশের প্রত্যাখ্যান করিয়া মুখ্যের হেয়ত্ব উপদেশ করিতেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে উল্লিখিত আছে যে সমস্তই হেয় বা পরিত্যজ্য। ব্রহ্ম হেয় নহেন।* ব্রহ্মের হেয়ত্ব বা পরিত্যজ্যতার প্রদর্শক কোন বচন নাই, অতএব ব্রহ্মই আত্মা শব্দের মুখ্য।

প্রমাণ বচন—আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ। শ্রুতিঃ।

১অধ্যা—১পা—৫অধি—৯সূ—৯সা সং।

৫অধিকরণ (চলিতেছে)। উপক্রম—অচেতন প্রধানের 'লয়' সঙ্গত হইতে পারে না বলিয়া সৎশব্দ বাচ্য নহে।

৯সূ—স্বাপ্যয়াৎ।

ব, অ—তিনি আপনি আপনাতে (জীবাত্মা পরমাত্মাতে) লয় হন অতএব তিনি (ব্রহ্ম) মুখ্য, গৌণ নহেন।

ব্যা, বি—স্বস্মিন (পরমাত্মনি) স্বস্য জীবস্য অপ্যয়ঃ লয়ঃ তস্মাৎ।

দীপিকা।—এতৎকারণং প্রকৃত্য যত্র এতৎ ইতি উপক্রম্য স্বপিতি নাম নির্বচনে ন স্বয়ং হ্যপীতো ভবতি ইতি স্বস্মিন্ আত্মনি চেতনস্থ অপ্যয়ঃ লয়ঃ তস্মাৎ।

তাৎপর্য্য।—সুষুপ্তিকালে পুরুষ 'স্বপিতিনামরূপ' হন অর্থাৎ আত্মাতে লয় প্রাপ্ত হন। † অচেতন প্রধানে (জড়ে) লয় সঙ্গত হইতে পারে না। সুষুপ্তিকালে জীবাত্মা পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া থাকেন। তিনি তখন প্রজ্ঞানঘন, আনন্দময় ও একীভূত হন। 'জাগ্রৎ' 'স্বপ্ন' ও 'সুষুপ্তি' এই জীবের তিনটি অবস্থা। যখন আত্মা মনোবৃত্তি দ্বারা উপহত হইয়া তাদাত্মত্ব প্রাপ্ত হন ও স্থূল গ্রাহ্য বিষয় গ্রহণ করেন তখন

* 'নেতি নেতি' বাক্যদ্বারা দেহ নহে মন নহে প্রাণ নহে ইত্যাদ রূপে গৌণ জীবাত্মা পর্য্যন্ত সমস্ত ছাড়িয়া শেষে পরমাত্মা ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধির উপদেশ পাওয়া যায়।

† 'স্বং অপিতো ভবতি' আপনার স্বরূপ (চৈতন্য) প্রাপ্ত হন।

জীবের জাগ্রৎ অবস্থা এবং যখন জাগ্রৎ বাসনাবিশিষ্ট মনোমাত্রেই উপহত হন ,তখন স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রৎ স্বপ্ন এই উভয় উপাধিই যখন বিলীন হয় তখন সুষুপ্তি। সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মা (জীব) 'প্রকৃতির' স্বরূপ প্রাপ্ত হন একথা অসঙ্গত, তিনি চৈতন্য স্বরূপ প্রাপ্ত হন ইহাই অবশ্য সঙ্গত। 'হৃদয়,' 'অশনায়া,' ও উদন্যা * শব্দের যেমন গৌণার্থে ব্রহ্ম, প্রকৃতির পক্ষেই সেইরূপ গৌণার্থ হইতে পারে। যে চৈতন্যে জীবের বা জীবধর্ম্মের অপ্যয় হয় তিনিই ঈশ্বর, সচ্ছব্দের বাচ্য ও জগতের মূল কারণ।

প্রমাণ বচন।—যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তং, সুপ্ত স্থানঃ প্রজ্ঞানঘন এব আনন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞ স্তৃতীয়ঃ পাদঃ। মাণ্ডুক্যোপনিষদ্।

অজ্ঞান বৃত্তয়ঃ সূক্ষ্মা বিস্পষ্টা বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ
ইতি বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-পারগাঃ প্রবদন্তি হি।
মাণ্ডুক্য তাপনীয়াদিশ্রুতিষ্বেতদতিস্ফুটং
আনন্দময়ভোক্তৃত্বং ব্রহ্মানন্দেচ ভোগ্যতা।
একীভূতঃ সুষুপ্তস্থং প্রজ্ঞান-ঘনতাং গতঃ।
আনন্দময় আনন্দভুক্ চেতোময়-বৃত্তিভিঃ।
বিজ্ঞানময় মুখ্যৈ র্যো রূপৈ র্যুক্তঃ পুরাধুনা
স লয়েনৈকতাংপ্রাপ্তো বহুতণ্ডুল-পিষ্টবৎ। পঞ্চদশী।

১অধ্যা—১পা—৫অধি—১০সূ—১০সা সং।

৫অধিকরণ (চলিতেছে)—উপক্রম।—অচেতন প্রধান মূল কারণ নহে তজ্জন্য অপর সূত্র। কস্মিংশ্চিৎ কল্পে প্রধানাদি জগৎ কারণং স্যাদিত্যত আহ ইত্যাশঙ্ক।

---

* 'হৃদি অয়ং' অর্থাৎ হৃদয় অংশস্য আকাশঃ তাহাতে আত্মা, অসিত দ্রব্য জীর্ণ করে এজন্য তিনি অশনায়া এবং যে (আত্মা) জল ঊর্দ্ধে রসরূপে শোষিত করিয়া ক্ষুধিত ও পিপাসিত করে, সে উদন্যা।

১০সূ—গতিসামান্যাৎ।

ব, অ—সমস্ত উপনিষদের অবগতিসামান্য থাকায় অচেতন প্রধান মূল কারণ নহে।

ব্যা, বি—গম্—ক্তি=গতি=গমনং বা অবগতিঃ সমানস্য ইদং=সামান্যং তস্মাৎ।

দীপিকা—সর্ব্বেষ্বপি বেদান্তেষু গতিরবগতিশ্চেতনকারণং তস্যৈব সমানস্য ভাবং সামান্যং তস্মাৎ।

তাৎপর্য্য—তার্কিকেরা ভিন্নভিন্নরূপে জগৎকারণ বলিয়া থাকেন কেহ বা অচেতন পরমাণুকে কারণ বলেন· কিন্তু বেদান্তবাদিদিগের কোন রূপ মতভেদ নাই। 'ব্রহ্ম' মূল কারণ এ বিষয় সর্ব্ববেদান্ত সম্মত। সকল বেদান্ত শাস্ত্রেই চেতন কারণেরই অবগতি হইয়া থাকে। নিম্নে কতকগুলি বেদান্ত-বচন সংগৃহীত হইতেছে।

প্রমাণ বচন।

(১) আগ্নে র্জ্বলনঃ সর্ব্বোদিশো বিস্ফুলিঙ্গাঃ বিপ্রতিষ্ঠেরন্নেব জ্যেবৈ, তস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বেপ্রাণাঃ যথায়তনং প্রতিষ্ঠন্তে, প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকা ইতি তস্মাৎ বা এতস্মাৎ বা আত্মন আকাশঃ। শ্রুতি।

(২) আত্মন এবেদং সর্ব্বং। শ্রুতি।

(৩) আত্মন এব প্রাণোঽজায়ত।

ইতি চাত্মনঃ কারণত্বং দর্শয়ন্তি। শ্রুতি।

১অধ্যা—১পা—৫অধি—১১সূ—১১সা সং।

৫ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপক্রম—ন ত্বদুক্তং, নন্বস্তুচেতনং কারণং মাভূৎসর্ব্বজ্ঞ ইত্যত আহ—সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের জগৎকারণতা বিষয়ে অপর সূত্র।

১১ সূ—শ্রুতত্বাচ্চ।

ব, অ,—শ্রুতিতে ব্রহ্মের জগৎকারণতার অনেক উল্লেখ থাকা বা 'শ্রুতত্ব' হেতু 'প্রধান' মূল কারণ নহে। ব্রহ্মই মূল কারণ।

ব্যা-বি—শ্রু+ক্ত—শ্রুতং—(শ্রুতি বা উপনিষৎ কথিত।)—তস্যভাবঃ শ্রুতত্বং তস্মাৎ।

দীপিকা।—শ্রুতস্য ভাবঃ শ্রুতত্বং তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞং কারণং সাক্ষাদ্বেদেনোক্তত্বা দিত্যর্থঃ।

তাৎপর্য্য—'ব্রহ্ম' যে মূল কারণ তদ্বিষয়ে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে প্রমাণ আছে। শ্রুতিতে উক্ত থাকা হেতু এ বিষয়ের 'শ্রুতত্ব' হইয়াছে। শ্রুতি কথিত বলিয়া অতর্কিতভাবে চেতনকেই মূল কারণ স্বীকার করিতে হইবে

প্রমান বচন—

সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরং প্রকৃত্য কারণং কারণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিৎজনিতা ন চাধিপঃ। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিঃ।

মন্তব্য—প্রধানের কর্তৃত্ব-অভাব বিষয়ে ৫ম সূত্র হইতে ১১শ সূত্র পর্য্যন্ত এই অধিকরণটী দ্বারা সাংখ্য কাণাদিগণকে নিরস্ত করিয়া ব্রহ্মের আনন্দময় স্বরূপের বিচার আরব্ধ হইতেছে। 'জন্মাদি' সূত্র দ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিত্ব ও 'শাস্ত্রযোনি' সূত্র দ্বারা ব্রহ্মের 'সর্ব্বজ্ঞত্ব' পূর্ব্বেই সূচিত হইয়াছে। ৫ম অধিকরণ দ্বারা ব্রহ্মের 'জগৎকারণত্ব' প্রতিপন্ন হইয়াছে।

৫ম অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

'তদৈক্ষতেতি' বাক্যেন প্রধানং ব্রহ্ম বোচ্যতে?
জ্ঞানক্রিয়াশক্তিমত্ত্বাৎ প্রধানং সর্ব্বকারণং॥

৫ম অধিকরণের মীমাংসা।

ঈক্ষনাচ্চেতনং ব্রহ্ম ক্রিয়াজ্ঞানেতু মায়য়া।
আত্মশব্দাত্মতাদাত্ম্যো প্রধানস্য বিরোধিনী॥

১অধ্যা—১পা—৬অধি—১২সূ—১২সা সং।

৬অধিকরণ—এই অধিকরণে দুইটী বর্ণক আছে—

আনন্দময়-কোষস্য পরমাত্মত্বম্

আনন্দময় কোষের পরমাত্মত্ব। ১ম বর্ণক।

ব্রহ্মণ আনন্দময়জীবাধারত্বম্

ব্রহ্মের আনন্দময়জীবাধারত্ব। ২য় বর্ণক।

উপক্রম।—জন্মাদি সূত্র হইতে 'শ্রুতত্বাচ্চ' পর্য্যন্ত ১০ সূত্রে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্বা ও জগৎকারণত্ব প্রতিপাদিত করিয়াছেন শ্রুতিতে সগুণ ও নির্গুণ উভয়বিধ ব্রহ্মের অভিধান আছে। যাহা নাম-রূপাত্মক ও বিনাশ বিশেষে উপহিত তাহা সগুণ এবং যাহা ঐরূপ উপাধি বিরহিত তাহা নির্গুণ। নির্গুণ 'ভূমা' শব্দ বাচ্য এবং সগুণ 'অল্প' বা 'পরিচ্ছিন্ন' শব্দবাচ্য। এ বিষয়ে পঞ্চদশীতে প্রমাণ আছে—

"যো ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখং ত্রেধা বিভেদিনি"।

সেই পরমাত্মা ব্রহ্ম নামরূপ সৃষ্টি করিয়া সেই সকলের নামকরণ করতঃ স্বসৃষ্ট বুদ্ধ্যাদিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জীবভাবে বিরাজ করিতেছেন। ইহাই সগুণ ব্রহ্ম বোধক, অবিদ্যা দ্বারাই তিনি সগুণ প্রতিভাত হন। অবিদ্যার নাশ হইলে নির্গুণ অপনা হইতেই প্রকাশমান্ হন। নির্গুণ পূর্ণ কিন্তু সগুণ তাহা হইতে অন্য। বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যার নাশ পাইয়া থাকে। যাহা বিদ্যার বিষয় তাহা নির্গুণ এবং যাহা অবিদ্যার বিষয় তাহা সগুণ। সগুণ ভাবেই উপাসনাদি, নির্গুণ জ্ঞেয় মাত্র সগুণ বিষয়েই উপাস্য উপাসক ব্যবহার। উপাসনা দ্বারা অণিমাদি সিদ্ধি ও জ্ঞান লাভ হয়। কোন কোন উপাসনা 'ক্রম-মুক্তি' ও কোন কোন উপাসনা 'কর্ম্ম সমৃদ্ধি' লাভের উপায়। 'ক্রম মুক্তি' শব্দে সূর্য্যলোকাদিতে জন্মলাভ করিয়া ক্রমে উর্দ্ধ লোকে গতি ও পরিশেষে মুক্তি।

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্রে উক্ত আছে—"শুক্লকৃষ্ণগতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে, একয়া যাত্যনাবৃত্তি মন্যয়া বর্ত্ততে পুনঃ।" শুক্লা গতি ও কৃষ্ণা গতি নামক দুইটী গতির বিষয় ৪র্থ অধ্যায়ে বিশেষরূপে বিবৃত হইবে। শুক্লাগতি = ক্রমমুক্তি বা মোক্ষ। কৃষ্ণাগতি = কর্ম্ম-সমৃদ্ধি—বা স্বর্গ। ইহাদের অপর নাম দেবযান পন্থা ও পিতৃযান পন্থা।

আর 'কর্ম্মসমৃদ্ধি' শব্দে যাগ যজ্ঞাদি ফলের উৎকর্ষ বা স্বর্গাদি প্রাপ্তি। শ্রুতিতে উক্ত আছে, যিনি যেরূপ উপাসনা করেন, ব্রহ্ম তাঁহার নিকট সেইরূপই হন। গীতাতেও দেখা যায়—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তা স্তথৈব ভজাম্যহং"

একই পরমাত্মা গুণ বিশেষে বিশিষ্ট হইয়া উপাস্য হইতেছেন। একই ব্রহ্ম সোপাধিকরূপে উপাস্য ও নিরুপাধিক রূপে জ্ঞেয় ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই অধিকরণ।

১২ সূত্র—আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ।

ব, অ,—অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ শাস্ত্রাদি পাঠ) দ্বারা উপলব্ধ হয়। ব্রহ্ম আনন্দময়।

ব্যা বি,—আনন্দ+ময়ট্ প্রত্যয়। আনন্দময়ঃ=পরমত্মা, কুতঃ, অভ্যাসাৎ=পুনঃ পুনঃ শাস্ত্র পাঠাৎ অবগম্যতে।

দীপিকা।—"অন্যঃ অন্তরাত্মা আনন্দময়ঃ" ইত্যত্র আনন্দময়ঃ পরমাত্মা। কুতঃ অভ্যাস স্তস্মাৎ।

তাৎপর্য্য—'পরমাত্মা আনন্দময়' এবাক্যে আশঙ্কা—এই যে 'আনন্দময়' শব্দ 'অন্নময়াদি' পঞ্চকোষ মধ্যবর্ত্তি 'আনন্দময় কোষ' কি পরমাত্মা? * এই পঞ্চ কোষের শরীর ও প্রিয়াপ্রিয়াদি সম্বন্ধ দৃষ্টে তৈত্তিরীয় শ্রুত্যুক্ত ঐ আনন্দময় শব্দ সংসারী-আত্মা বা 'জীব' শব্দ বাচ্য ভিন্ন কিরূপে 'অসংসারী' বা 'পরমাত্মা' বা 'ব্রহ্ম' শব্দ বাচ্য হইতে পারে? এই আশঙ্কা নিবারণ জন্য বলিতেছেন—'আনন্দময়' শব্দ জীব নহে। আনন্দময় শব্দে পরমাত্মা। উপনিষদ সকল পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে করিতে তাঁহার 'আনন্দময়ত্ব' উপলব্ধ হয় অবং উপনিষদের নানা স্থানে ব্রহ্মের আনন্দময়ত্ব সবিশেষ কথিত আছে। শ্রুতি 'আনন্দময়' শব্দে ব্রহ্মকেই উপদেশ করেন।

প্রমাণ বচন।

(১) দেহাদভ্যন্তরং প্রাণঃ প্রাণাদভ্যন্তরং মনঃ
ততঃ কর্ত্তা ততো ভোক্তা গুহা সেয়ং পরম্পরা। পঞ্চদশী।

---

* অন্নময়াদি পঞ্চকোষ যথা 'অন্নময় কোষ' 'প্রাণময় কোষ,' মনোময় কোষ 'বিজ্ঞানময় কোষ' ও 'আনন্দময় কোষ'।

দেহ, (অন্নময়), প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ ইহারা পঞ্চকোষ বা পঞ্চ গুহা।

(২) রসো বৈ সঃ। রসঃ=আনন্দময়ঃ।   শ্রুতিঃ।

(৩) রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি। অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া জীব পূর্ণানন্দী হয়।   শ্রুতিঃ।

(৪) কঃ প্রাণ্যাৎ য এষ আকাশো ন স্যাৎ।   শ্রুতিঃ।

(৫) আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতিকুতশ্চন।

আত্মানন্দ-পঞ্চদশী,

(৬) বিজ্ঞান মানন্দং ব্রহ্ম।   শ্রুতিঃ।

মন্তব্য—এইরূপ অনেকানেক শ্রুতি দ্বারা উপপন্ন হয় ব্রহ্মই আনন্দময় তৈত্তিরীয় শ্রুত্যুক্ত অন্নময়াদির আত্মত্ববাদ কেবল সাধারণের বোধের জন্য ক্রম মাত্র। বস্তুতঃ পরিশেষে ব্রহ্মকেই উপলব্ধ করিয়াছেন। গৌণাত্মা উপলব্ধ হয় না। যেমন 'প্রিয় শিরঃ' বা 'ব্রহ্মপুচ্ছ' শ্রুতিতে * ব্রহ্মের অবয়বত্ব কল্পনা হইতে পারে না। 'আনন্দময়' অশরীর। ব্রহ্মের মস্তকাদি স্বাভাবিক নহে। পরন্তু কল্পিত হইলেও দোষাবহ হইতে পারে না। সংসারী জীব যেরূপ শারীর তিনি সেরূপ শারীর নহেন, তবে তাঁহাকে শরীর পরম্পরায় জানা যায় একারণে তিনি 'বিজ্ঞানশারীর,' বিজ্ঞান শরীরের আত্মা। ফলতঃ তৈত্তিরীয় শ্রুতির মর্ম্মে 'আনন্দময়' 'শব্দে' পরমাত্মা, জীব নহে।

১অধ্যা—১পা—৬অধি—১৩সূ—১৩সা সং।

৬ অধিকরণ (চলিতেছে)—উপক্রম—'আনন্দময়' শব্দে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যখন ইহা আনন্দ শব্দে ময়ট্ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন, ময়ট্ বিকারার্থেও হইয়া থাকে যথা মৃত্তিকার বিকার মৃন্ময় ইত্যাদি। এইরূপে

* তস্য প্রিয়মেব শিরোমোদোদক্ষিণঃ পক্ষঃ

প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ আনন্দ আত্মা ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।

পুচ্ছ যেমন পক্ষীর স্থিতি হেতু সেইরূপ ব্রহ্ম সকলের স্থিতি হেতু বিধায় পুচ্ছ শব্দ ব্রহ্ম বাচক।

'আনন্দময়' শব্দ আনন্দ বিকার অর্থাৎ জীবকে প্রতিপন্ন করুক? উত্তর—না; তাহা করে না। এই আশঙ্কায় সূত্র।

১৩ সূত্র—বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ।

ব, অ,—'আনন্দময়' শব্দ দ্বারা সবিকার (জীব) উপলব্ধ হইতে পারে না। ময়ট্ প্রত্যয় বিকারার্থে নহে 'প্রাচুর্য্যার্থে'।

ব্যা, বি—বিকারস্য শব্দ স্তস্মাৎ (হেতোঃ) ন + ইতি = 'আনন্দময়' ইতি। চেৎ = যদি। ন = নবিকারবাচকঃ। প্রাচুর্য্যাৎ (৫মী হেতু) অর্থাৎ—'প্রাচুর্য্যার্থে' 'ময়ট্' প্রত্যয়ঃ।

দীপিকা—বিকার বাচী 'ময়ট্' শব্দো বিকার শব্দঃ তস্মন্নানন্দময়ঃ পরমাত্মেতি চেৎ এবং যদি, তন্ন প্রাচুর্য্যাৎ। প্রকৃতবচনে ময়ঙ ইতি সূত্রাৎ। বিকারোনানন্দময়ঃ স কিন্তু আনন্দপ্রচুরঃ ইত্যর্থঃ।

তাৎপর্য্য—পাণিন্যাদি ব্যাকরণে 'প্রাচুর্য্য,' অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় বিধান করিয়াছেন। যেমন 'অন্নময় যজ্ঞ' এই উদাহরণে—'অন্নময়' শব্দে 'অন্নপ্রচুর' উপলব্ধ হইতেছে। সেইরূপ 'আনন্দময়' এই শব্দদ্বারা 'আনন্দপ্রচুর' এইরূপ উপলব্ধ হয়। অতএব 'আনন্দময়' শব্দ সবিকার জীব নহে 'পরমাত্মা'। প্রমাণ বচন—

অন্নময়ঃ ক্রতু র্নাকংচিরায় ভোগ মৃচ্ছতি। শ্রুতিঃ।

১অধ্যা—১পা—৬অধি—১৪সূ—১৪সা সং।

৬ অধিকরণ (চলিতেছে)—উপক্রম—উভয় সাধারণ্যে প্রাচুর্য্য-এবাহ অয়মত্র কোহেতুরিত্যত আহ—"আনন্দ প্রচুর" এই বিষয়ের হেতু প্রদর্শনার্থ সূত্র।

১৪সূ—তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ।

ব, অ,—ব্রহ্মের আনন্দ-প্রচুরতা বিষয়ে হেতু ব্যপদেশ (নির্দ্দেশ) আছে। এজন্য আনন্দময় শব্দে পরমাত্মা।

ব্যা-বি—তস্য হেতুঃ তদ্ধেতুঃ। তস্য=আনন্দ প্রচুর ইত্যস্য ব্যপ-দেশঃ (বি+অপ+দিশ+অল্ প্রত্যয়ঃ)—নির্দ্দেশঃ তস্মাৎ হেতোঃ 'আনন্দময়ঃ' পরমাত্মা নতুজীবঃ ইতি বাক্যশেষঃ।

দীপিকা—তস্য হেতুঃ কারণং এষহ্যেবানন্দয়াতীতি শ্রুত্যা ব্যপদেশোঽভিধানং তস্মাৎ চকার আনন্দময়স্য কারণশ্রবণ মিতি।

তাৎপর্য্য—ব্রহ্মের আনন্দময়তার হেতু শ্রুতিতে উক্ত আছে—"এষহ্যেবানন্দয়তি"—ইনিই আনন্দ দান করিয়া থাকেন। প্রচুর ধনশালী ব্যক্তিই ধন দান করিতে পারে। নির্দ্ধন ব্যক্তি তাহা পারে না। সেইরূপ ব্রহ্ম (পরমাত্মা) আনন্দময় অর্থাৎ আনন্দ-প্রচুর বলিয়া তিনিই (পরমাত্মা) ('এষ—ইনি' শব্দের অর্থ পরমাত্মা, জীব নহে) আনন্দ দান করেন, জীব পারে না।

১অধ্যা—১পা—৬অধি—১৫সূ—১৫সা সং।

৬অধিকরণ (চলিতেছে)—উপক্রম—পুনরপিমান্ত্রর্ণিকহেতু-রুচ্যতে—পরসূত্রে বেদের অন্য হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

১৫সূ—মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে।

ব, অ,—মন্ত্রে (বেদ) ও বেদের বর্ণে (ব্রাহ্মণ) হেতু ব্যপদেশ আছে।

ব্যা, বি—মন্ত্র-বর্ণে প্রতিপাদ্যং। মন্ত্র-বর্ণ+তদ্ধিত সম্বন্ধে ষ্ণিক প্রত্যয়—মান্ত্র-বর্ণিকং। গৈ+লট্‌তে। 'চ' শব্দদ্বারা পূর্ব্ব সূত্রের সহিত সমানাধিকরণ বিজ্ঞাপিত হইতেছে।

দীপিকা—মন্ত্রবর্ণে প্রতিপাদ্যং মান্ত্রবর্ণিকং সত্য জ্ঞানাদিরূপং গুহাপ্রবিষ্টং যৎ তদেব 'আনন্দময়শব্দেন' গীয়তে।

তাৎপর্য্য—'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' এই মন্ত্র বা শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন ব্রহ্ম বর্ণে অর্থাৎ ব্রাহ্মণে পরিগীত হইয়াছেন। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ একার্থ প্রতিপাদক। মন্ত্র বেদের সূত্রভূত শ্লোক, ব্রাহ্মণ শব্দ তাহার

ব্যাখ্যাত্মক। বরুণ প্রোক্তমন্ত্রে ও ভৃগু ব্যাখ্যাত ব্রাহ্মণে 'অন্নময়ের' অন্তরে প্রাণময় 'প্রাণময়ের' অন্তর মনোময়, 'মনোময়ের' অন্তর 'বিজ্ঞানময়', ও তদন্তরে 'আনন্দময়'। 'আনন্দময়' শব্দ 'আত্মাতে' পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। অতএব 'আনন্দময়' শব্দ 'পরমাত্মা', জীব নহে। প্রমাণ বচন—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—শ্রুতিঃ।

১অধ্যা—১পা—৬অধি—১৬সূ—১৬সা সং।

৬ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপক্রম—চকার উক্ত দূষণান্তর সমুচ্চয়ার্থঃ। অস্তি উপক্রমাদিনা জীব এবেত্যত আহ। অপর সূত্রেও 'আনন্দময়' শব্দে পরমাত্মা কথিত হইতেছে।

১৬ সূ—নেতরোনোপপত্তেঃ।

ব, অ,—ইতর অর্থাৎ জীবের আনন্দময়ত্ব বিষয় শ্রুতিতে কোনরূপ উৎপন্ন করে নাই।

ব্যা, বি—ইতরঃ = জীবঃ। ন, উপপত্তিঃ (উপ + পদ্ + ক্তি) তস্মাৎ (হেতোঃ ৫মী) জীবো নানন্দময়ঃ ইতি বাক্যশেষঃ।

দীপিকা—ইতরো জীবঃ ইহ ন গ্রাহ্যঃ। কুতঃ, ইদং সর্ব্বং অসৃজত ইত্যাদ্যনুপপত্তেঃ।

তাৎপর্য্য—ইতর অর্থাৎ 'জীব' আনন্দময় শব্দ বাচ্য হইতে পারে না। কোন শ্রুতিতেই তাহাকে আনন্দময় বলিয়া উপপন্ন করে নাই 'সোঽকাময়ত' ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা উপপন্ন হয় যে "তিনি কামনা করিলেন আমি বহু হইব ও জন্মিব। পরে তিনি তপস্যা করিলেন ও আলোচনা করিলেন, আলোচনার পর তিনি এই সকল সৃজন করিলেন"। এ সকল বাক্য ব্রহ্ম ভিন্ন জীবে বা অন্য পদার্থে সম্ভবে না।

প্রমাণ বচন—সোঽকাময়তবহুস্যাং প্রজাং প্রজায়েয়েতি স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চেতি॥

১অধ্যা—১পা—৬অধি—১৭সূ—১৭সা সং।

৬অধিকরণ (চলিতেছে) উপক্রম—অস্তু ইদং সংকুচিত মিত্যত আহ। ব্রহ্মের আনন্দময়ত্ব আরও সুস্পষ্ট করিবার জন্য পর সূত্রাবতারণা—

১৭ সূত্র—ভেদব্যপদেশাচ্চ।

ব, অ,—জীবের ভেদ নির্দ্দেশ থাকা হেতু পরমাত্মাই আনন্দময়।

ব্যা, বি—ভেদস্য ব্যপদেশঃ=নির্দ্দেশঃ তস্মাৎ (হেতু ৫মী) জীবো নানন্দময়ঃ ইতি বাক্য শেষঃ।

দীপিকা—ভেদো লব্ধব্যভাবঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতীতি শ্রুত্যা তস্য ব্যপদেশ স্তস্মাৎ সংকোচানুপয়ত্যর্থঃ।

তাৎপর্য্য—আনন্দময় পরমাত্মা লব্ধব্য এবং জীব লব্ধা। শ্রুতিতে পরমাত্মা ও জীবে এইরূপ লব্ধব্য ও লব্ধা ভেদ কথিত থাকা হেতু পরমাত্মা (ব্রহ্ম)ই আনন্দময়। লব্ধা জীব ও লব্ধব্য ব্রহ্ম বস্তুতঃ এক হইলেও অবিদ্যা দ্বারা জীব দেহাদিকে আত্মা বলিয়া জানিতেছে সুতরাং বিভিন্ন হইতেছে। অবিদ্যা তিরোহিত হইলেই তাঁহাকে লাভ করা যায়। তজ্জন্য তিনি লব্ধব্য হইতেছেন। এই বিভিন্নতা থাকা হেতু ব্রহ্ম লব্ধব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও বিজ্ঞাতব্য।

প্রমাণ বচন—(১) রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। অয়ং=জীবঃ। রসং=আনন্দময়ং। আনন্দময় ব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হন। (২) আত্মলাভান্নপরং বিদ্যতে।

(২) আত্মাবারে অন্বেষ্টব্য।

১অধ্যা—১পা—৬অধি—১৮সূ—১৮সা সং।

৬অধিকরণ (চলিতেছে) উপক্রম—প্রকরণাদিকমস্তি জীবস্য প্রধানস্য বাস্তি ইত্যত আহ। ব্রহ্মের

আনন্দময়ত্ব ও তিনি কামনা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা আনুমানিক নহে।

১৮-সূত্র—কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা।

ব, অ,—কামাৎ অর্থাৎ কামনা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ইহাতে অনুমানের (প্রধানাদির) কোন অপেক্ষা নাই।

ব্যা, বি—কামাৎ (কামাদসৃজত ইতি শেষঃ) ইত্যস্মিন ন অনুমানস্য প্রধানাদিকস্য অপেক্ষাস্তি। 'চ' শব্দদ্বারা সমানাধিকরণ বিজ্ঞাপিত হইতেছে।

দীপিকা—'সোঽকাময়ত' ইতি শ্রুত্যা যোঽভিহিতঃ কাম স্তস্মাৎ চেতন মেবং। অনুমীয়তে ইত্যনুমানং প্রধানং তস্যানপেক্ষাপ্রসঙ্গ ইতি যাবৎ।

তাৎপর্য্য—'তিনি কামনা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন' ইহাতে ব্রহ্মের কামনা শব্দের সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। এই কারণে সাংখ্য পরিকল্পিত অচেতন প্রধানের অনন্দময়ত্ব ও জগৎকারণত্ব অসম্ভব। 'প্রধান' আনুমানিক, শ্রৌত নহে।

প্রমাণ—'স কামদসৃজত' সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি।

১অধ্যা—১পা—৬অধি—১৯সূ--১৯সা সং।

৬অধিকরণ (চলিতেছে) উপক্রম—অস্তূপচরিতকাম ইত্যত আহ। এসূত্রে জীব ব্রহ্মের যোগ প্রতিপাদন করিতেছেন।

১৯সূ—অস্মিন্নস্য চ তদ্যোগং শাস্তি।

ব, অ,—পরমাত্মা ও জীবাত্মার যোগ শাস্ত্রে উপদেশ আছে।

ব্যা, বি—অস্মিন্ (ব্রহ্মণি) অস্য (জীবস্য) * তৎ=তস্মাৎ আনন্দময়ঃ ইতি শেষঃ যোগং শাস্তি উপদিশতি শাস্ত্রং ইতি শেষঃ। 'চ' শব্দদ্বারা সমানাধিকরণ বোধ্য হইতেছে।

* ভাষ্যকার 'অস্মিন্' শব্দে 'ব্রহ্মণি' অর্থ করেন কিন্তু বৃত্তিকার 'অস্মিন্' শব্দে 'অস্মিন্ প্রকরণে বা সূত্রে' এইরূপ অর্থ করেন।

দীপিকা—অস্মিন্ প্রকরণে * অস্য চেতনস্য তদ্‌যোগং তাদাত্ম্যং শাস্তি উপদিশতি শাস্ত্রং, যদা হ্যেবৈষ ইত্যাদিনা পরিহার সমুচ্চয়ে অথবা পুচ্ছশব্দস্য লাঙ্গুলরূঢ়স্য অবয়বে আধারেচ লাক্ষণিকত্বস্য তুল্যত্বেব যৎপ্রায়ে পাঠাৎ ব্রহ্ম-পুচ্ছ মিত্যত্রাপি ব্রহ্মানন্দস্যাবয়র ইতি প্রত্যুদাহরণে-নাক্ষিপ্য সমাধত্তে সিদ্ধান্তেন।

তাৎপর্য্য—পরমাত্মা আনন্দময় শব্দবাচ্য, জীব আনন্দময় শব্দ-বাচ্য নহে, কিন্তু আনন্দময় (পরম) আত্মাতে প্রতিবুদ্ধ অর্থাৎ অভেদ ভাবে সাক্ষাৎকৃত হইলে জীব আনন্দময় হন ও ব্রহ্ম বস্তুতে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এবং অদ্বয় ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্ত হন। কিন্তু যখন অত্যল্পমাত্র ভেদজ্ঞান উত্থাপিত করেন তখন তাঁহার ভয় হয় বা সংসারিত্ব উপস্থিত হয়। ভেদজ্ঞান থাকিতে সংসারভাব যায় না। তাদাত্ম্য হইলে তখন আর সংসার থাকে না মোক্ষলাভ হয়। অন্নময়াদির † ব্রহ্মত্ব নাই। পঞ্চদশী গ্রন্থে ভারতীতীর্থ অন্নময়াদির প্রত্যেকের অর্থাৎ অন্নময়, প্রাণয়ম, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চ কোষের প্রত্যেকের, ব্রহ্মত্ব না থাকা নিম্নলিখিত টীকায় সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে

* তদ্যোগং তাদাত্ম্যং ইতি বৃত্তিকারঃ। তস্মাৎ আনন্দময়ঃ পরমাত্মা পরন্তু ভাষ্যকার 'তৎ' (তস্মাৎ) ও 'যোগং' পৃথক পৃথক শব্দার্থ করেন।
'চ' ইতি অধিয়ণ সামান্যং বিশিষ্যতে।

† পিতৃভুক্তান্নজাদ্ বীর্য্যাজ্জাতোঽ ন্নেনৈববর্দ্ধতে
দেহঃ সোয়ন্নময়ো নাত্মা প্রাকৃচোর্দ্ধং তদভাবতঃ।
বায়ুঃ প্রাণময়ো নাসাবাত্মা চৈতন্য বর্জ্জনাৎ
কামাদ্যবস্থয়া ভ্রান্তোনাসাবাত্মা মনোময়ঃ
চিচ্ছায়োপেতধীর্নাত্মা বিজ্ঞানময়শব্দভাক্।
বিশ্বভূতো য আনন্দ আত্মাসৌ সর্ব্বদা স্থিতেঃ।
পঞ্চ কোষবিবেকঃ—পঞ্চদশী।

* ১২ সূত্র দেখ। ব্রহ্মপুচ্ছ শব্দদ্বারা অবয়ব আশঙ্কা হইতে পারে না। ৪র্থ প্রমাণ তাহার নিবারণ করিতেছে। পুচ্ছশব্দ পরব্রহ্ম ও স্বপ্রধান স্থিত্বিহেতু।

ভৃগুকে তাঁহার পিতা প্রথমে অন্নময়ের তপস্যা করিতে বলেন তাহাতে ভৃগু প্রথমতঃ অন্নময়ের উপাসনা করেন পরিশেষে ইহাতে পূর্ণ-স্বরূপত্ব উপলব্ধ না হওয়ায় পিতৃসমীপে বিষণ্ণ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হন। অনন্তর তাঁহার পিতা তাঁহকে পুনরায় 'প্রাণময়ের' উপাসনা করিতে বলেন তাহাতেও সেইরূপ পূর্ণ-স্বরূপত্ব উপলব্ধ করিতে পারিলেন না। অনন্তর পিতা ক্রমে ক্রমে 'মনোময়' ও 'বিজ্ঞানময়ের' উপাসনা করিতে বলেন পরিশেষে অন্নময়াদি সমস্তই 'ব্রহ্ম নয়' এইরূপ প্রতীতি হইলে ভৃগু স্বতঃই আনন্দময় পূর্ণ স্বরূপের উপলব্ধি করিয়াছেন। ফলতঃ আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপে জীবের যোগ বা তাদাত্ম্য হইলে জীব আনন্দময় হন।

প্রমাণ বচন।

(১) যদাহ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদর মন্তরং কুরুতে তদা তস্য
ভয়ং ভবেৎ, উদরং = কিঞ্চিদপি। শ্রুতিঃ।

(২) যদৈতস্মিন্ আনন্দময়ে অল্পমপ্যন্তরং পশ্যতি তদা
সংসার ভয়ান্ননিবর্ত্ততে। শ্রুতিঃ।

(৩) অসন্নেব স ভবতি অসৎ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনন্ততোবিদুঃ। শ্রুতিঃ

(৪) যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্যমনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।
পঞ্চদশী।

(৫) ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি ব্রহ্মশব্দাৎ প্রতীয়তে।
বিশুদ্ধং ব্রহ্ম বিকৃতং ত্বানন্দময়শব্দতঃ
ভামতী।

মন্তব্য।

জন্মাদি হইতে এই সূত্র পর্য্যন্ত ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও আনন্দময়ত্ব প্রতিপাদিত হইল।

৬ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

সংসারী ব্রহ্মবানন্দময়ঃ ? সংসার্য্যয়ং ভবেৎ।
বিকারার্থ ময়ট্ শব্দাৎ প্রিয়াদ্যবয়বোক্তিতঃ॥

৬ অধিকরণের মীমাংসা।

অভ্যাসোপক্রমাদিভ্যো ব্রহ্মানন্দময়ো ভবেৎ,
প্রাচুর্য্যার্থো ময়ট্ শব্দঃ প্রিয়াদ্যাস্বরূপাধিকাঃ।

১অধ্যা—১পা--৭অধি—২০সূ—২০সা সং।

৭ অধিকরণ—† আদিত্যান্তর্গত-হিরণ্ময়-পুরুষস্য ঈশ্বরত্বং – আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী হিরণ্ময়-পুরুষের ঈশ্বরত্ব।

উপক্রম—'আনন্দমায়োভ্যাসাৎ' তথা 'বিকার শব্দান্নেতিচেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ' তথা "তদ্ধেতু ব্যপদেশাচ্চ" ইত্যাদিভ্যঃ সূত্রেভ্যঃ জীব এব প্রাপ্তৈশ্চর্য্যবিশেষঃ স্যাৎ কশ্চিৎ ইত্যত আহ – পূর্ব্ব অধিকরণে 'ব্রহ্ম আনন্দময়' এইরূপ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। জীব (যে পর্য্যন্ত অবিদ্যা দ্বারা ভেদ ভাবাপন্ন) আনন্দময় শব্দ বাচ্য নহে। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষ – উপনিষদে যখন আদিত্য মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী কোন জীবের ঈশ্বরত্ব উল্লেখ করে, তখন তাঁহার আনন্দময়ত্ব কিরূপে অসঙ্গত ? ইহারই মীমাংসা করিবার জন্য ৭ম অধিকরণ, ইহাতে মীমাংসিত হইবে বিভূতিমত্বা হেতু আদিত্য পুরুষাদি ঈশ্বর বোধে উপাস্য হইলেও 'ব্রহ্ম' তাহাদিগ হইতে অন্য। 'আদিত্য মধ্যবর্ত্তী' বলিলে আধার ও আধেয় ভাব উপলব্ধ হয়। কিন্তু ব্রহ্মে আধারাধেয়ত্ব নাই। অতএব কোন জীবই ব্রহ্মবাচ্য নহে।

২০—অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ।

ব, অ—অন্তে (আদিত্যান্তর্গত) পুরুষের তদ্ধর্ম্ম (ঈশ্বরত্ব) শাস্ত্রে উপদেশ আছে।

---

† এই অধিকরণটী—দুই সূত্রে গঠিত। এক সূত্রদ্বারা আদিত্যপুরুষের ঈশ্বরত্ব উপনিষদ বচনদ্বারা প্রদর্শন করিয়া পরসূত্র দ্বারা তাহার নিবারণ করিতেছেন।

ব্যা, বি—অন্তঃ (অন্তর শব্দ—মধ্যবর্ত্তী=সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী পুরুষঃ ইতি শেষঃ তদ্ধর্ম্মঃ—তস্য পরমেশ্বরস্য ধর্ম্মঃ অর্থাৎ ঈশ্বরত্বং। উপদেশাৎ—(শাস্ত্রে) উপদেশঃ তস্মাৎ, কশ্চিৎ জীবোঽপি তাদাত্মত্বেন ঈশ্বরত্ব মেতীতি শেষঃ।

দীপিকা—অথ য এষোঽন্তরাদিত্যেব পরমেশ্বরঃ, কুতঃ, তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ। তস্য ধর্ম্মাঃ তদ্ধর্ম্মা* অপহতপাপ্মত্বাদয়ঃ তেষাং "উদেতিহবৈ সর্ব্বেভ্যঃ য এবং বেদ" ইত্যাদি শ্রুত্যুপদেশোঽভিধানং তস্মাৎ।

তাৎপর্য্য—সাম বেদান্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত আছে যে আদিত্য মধ্যবর্ত্তী 'উৎ' সংজ্ঞাভিধেয় পুরুষ অধিদেব রূপে উপাস্য (১ প্রমাণ)। এবং নেত্রান্তর বিরাজমান 'অক্ষিপুরুষ' নামে অভিহিত পুরুষও অধিদেব রূপে উপাস্য। অধিদেব শব্দের অর্থ ঈশ্বরভাবাপন্ন পুরুষ। শ্রীমদ্গীতা শাস্ত্রে ১০ম অধ্যায়ে ভগবানের প্রতি অর্জ্জুন প্রশ্ন করেন যে "হে পুরুষোত্তম ব্রহ্ম কি ? অধিদৈবত কাহাকে বলে ? তদুত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "যিনি অক্ষর তিনিই পরম ব্রহ্ম" এবং (তদ্ভাবাপন্ন) আদিত্য-পুরুষকে অধি দৈবত বা অধিদেব বলা যায়। 'প্রমাণ বচন' স্থলে তাঁহার শ্রীমুখারবিন্দনিঃসৃত বচন সন্নিবেশিত করা গেল। যাঁহারা 'বিভূতিমন্ত' তাঁহারা ঈশ্বরাংশ সম্ভূত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্রে একথারও উল্লেখ আছে। (৩ প্রমাণ) উক্ত আদিত্যান্তর্গত 'উৎ' পুরুষ সাধারণ জীব নহেন। শাস্ত্রে উঁহার 'সর্ব্বাত্মকত্ব' উক্ত আছে। পরমেশ্বরই 'অক্ষির' ও 'আদিত্যের' অন্তরে উপাসনার্থ 'উপদিষ্ট' হইয়াছেন।

প্রমাণ বচন।

(১) "য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে
হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্য কেশঃ, আপ্রনখাৎ
সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ"—উদিতীত্যাদি।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্।

(২) "কিং তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম
অধিভূতং কথং কোঽত্র অধিদৈবং কিমুচ্যতে"
ইতি অর্জ্জুন প্রশ্নে শ্রীভগবান উবাচ
"অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্ম মুচ্যতে
অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ পুরুশ্চাধিদৈবতং"
গীতা ১০ম।

(৩) "যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিত মেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংঽশসম্ভবং॥"
গীতা ১০ম অধ্যায়।

১অধ্যা—১পা—৭অধি—২১সূ—২০ সা সং।

৭ অধিকরণ (চলিতেছে) উপক্রম—নন্বু আদিত্যাদিভ্যো নান্য ঈশ্বর ইত্যত আহ। তবে কি আদিত্য আদি হইতে ঈশ্বর অন্য ?

২১ সূত্র—ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ।

ব, অ,—(শ্রুতিতে) ভেদনির্দ্দেশ থাকায় (ঈশ্বর) অন্য।

ব্যা, বি—ভেদস্য ব্যপদেশঃ (বি + অপ + দিশ্ + অল) তস্মাৎ অন্যঃ ঈশ্বরঃ। 'চ' শব্দ দ্বারা পূর্ব্ব সূত্রের সহিত সমানাধিকরণ বিজ্ঞাপিত হইতেছে।

দীপিকা—অস্তি দেবতাদিভ্যোঽন্যঃ ঈশ্বরঃ, কুতঃ, যস্মাদাদিত্যে তিষ্ঠন্ ইত্যাদিনা আধারাধেয়ভেদস্য ব্যপদেশাৎ চকার উক্তব্যাবৃত্যর্থঃ।

তাৎপর্য্য—৭ম অধিকরণ দ্বারা (২০ সূত্র) আদিত্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী কোন হিরণ্ময় পুরুষের 'ঈশ্বরত্ব' শ্রুতি নির্দ্দিষ্ট সপ্রমাণ করিয়াছেন। পূর্ব্ব সূত্রে (২০ সূ) আদিত্য পুরুষের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে কয়েকটী শ্রুতি প্রমাণও প্রদর্শিত হইয়াছে। পরন্তু এ সূত্র দ্বারা তাঁহার 'ঈশ্বরত্ব' বিশেষিত হইতেছে।

"আদিত্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী" এবাক্য দ্বারা আধার-আধেয়-উপলব্ধি হইয়া থাকে। আদিত্য আধার ও হিরণ্ময় পুরুষ আধেয়। অতএব পূর্ব্বাধিকরণ-প্রতিপাদিত জগৎ কারণ সর্ব্বজ্ঞ ও আনন্দময়। ঈশ্বর আদিত্য-পুরুষ হইতে অন্য। আদিত্য শব্দে এস্থলে আধার-আধেয়-ভেদ নির্দ্দেশ আছে। সর্ব্বজ্ঞাদি-লক্ষণ পরমাত্মাতে সেরূপ কোন ভেদ নির্দ্দেশ নাই কেননা তিনি আধার আধেয় সকলই। প্রথমপাদে ব্রহ্মলিঙ্গ * বাক্য সকলের মীমাংসা। উপনিষদে কোন স্থলে পরমাত্মাকে, 'আদিত্য' শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন এইরূপ আকাশ প্রাণ, জ্যোতিঃ ইত্যাদি অনেকগুলি শব্দদ্বারা ব্রহ্মই উপলব্ধ হইয়া থাকেন। ৭ম অধিকরণ হইতে পরবর্ত্তী কয়েকটী অধিকরণ দ্বারা তত্তৎ উপনিষদ বাক্য সকলের বিচার করিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন যে ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ প্রয়োগ থাকিলেও সকল উপনিষদেরই লক্ষ্যার্থ 'ব্রহ্ম'। নিম্নের প্রমাণ বচনে আদিত্য শব্দে = 'ব্রহ্ম' প্রদর্শন করিতেছেন।

প্রমাণ বচন।

য আদিত্যে তিষ্ঠন্ আদিত্যান্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্য মন্তরো যময়ত্যেষ আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ। শ্রুতিঃ।

যিনি আদিত্যে আছেন কিন্তু আদিত্য যাঁহাকে জানে না, আদিত্য যাঁহার শরীর, যিনি আদিত্যের অন্তরে তিনি অন্তর্যামী অক্ষর পরব্রহ্ম।

শ্রুত্যর্থঃ।

৭ম অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

হিরণ্ময়ো দৈবতাত্মা কিং বাঽসৌ পরমেশ্বরঃ।
মর্য্যাদাধাররূপোক্তে র্দেবতাত্মৈব, নেশ্বরঃ ?

৭ম অধিকরণের মীমাংসা।

সর্ব্বাত্মাৎ সর্ব্বদুরিতরাহিত্যাচ্চেশ্বরো মতঃ।
মর্য্যাদাদ্যা উপাস্ত্যর্থমীশেঽপি স্যু রুপাধিগাঃ।

---

* ব্রহ্মলিঙ্গ—শ্রুতিতে যে যে শব্দকে ব্রহ্ম বোধক বলিয়া উক্ত করিয়াছেন তাহাদিগকে ব্রহ্মলিঙ্গ বাক্য বলে।

১অধ্যা—১পা—৮অধি—২২সূ—২২সা সং।

৮ অধিকরণ—* পরব্রহ্মণ আকাশ-শব্দ-বাচ্যত্বং।

'আকাশ' শব্দ পরব্রহ্মের বোধক।

উপক্রম – পূর্ব্বাধিকরণে ননু সিদ্ধলিঙ্গবশাদনন্যথাসিদ্ধরূপ-বস্ত্বাদি নীতং অত্রতু 'আকাশ' শ্রুত্যারূঢ়া সর্ব্বভূতোদ্গমাদেঃ লিঙ্গস্য সংকোচ ইতি প্রত্যুদাহরণেমাক্ষিপ্য সমাধত্তে।

পূর্ব্বঅধিকরণে—আদিত্যশ্রুতিদ্বারা রূপ-বস্তুর ব্রহ্ম-লিঙ্গত্ব প্রদর্শন করিয়া এ সূত্রে আকাশ শব্দের বিচার করিতেছেন।

২২ সূ—আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ।

ব, অ,—'আকাশ' শব্দের তল্লিঙ্গ (ব্রহ্মলিঙ্গ) থাকা হেতু 'আকাশ' শব্দ পরব্রহ্ম।

ব্যা, বি—আকাশঃ—(আ - সমন্তাৎ চতুর্দ্দিক্ষু, কাশতে প্রকাশতে ইতি আ + কাশ) সর্ব্বত্র যাঁহার প্রকাশ ইহাতে 'ব্রহ্ম' উপলব্ধ হইতেছেন। তল্লিঙ্গং—তস্য ব্রহ্মণঃ লিঙ্গং সূচকং, তস্মাৎ ব্রহ্মাবগম্যতে ইতিবাক্য শেষঃ।

দীপিকা—'আকাশ ইতি হোবাচ' ইত্যাকাশঃ শব্দঃ পরমাত্মা, কুতঃ, তস্য পরমাত্মনো লিঙ্গং সর্ব্বভূতোৎপত্ত্যাদি স্তস্মাৎ। পূর্ব্বাধিরণস্য লোকস্য কাগতিরিতি সর্ব্বকারণস্য প্রদর্শনাৎ উত্তরেপি সর্ব্বকারণং আকাশং (ব্রহ্ম) শ্রুত্যানিরূপ্য ব্যবস্থাপিতং।

* এ অধিকরণ ১ সূত্রে গঠিত।

তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্য উপনিষদে শালাবত্য জৈবিলি সংবাদে কথিত আছে। শালাবত্য জৈবিলিকে জিজ্ঞাসা করেন "মহোদয় আপনি আমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া বলুন লোক সকলের গতি কি? তাহারা কাহাকে আশ্রয় করে তাঁহার এই প্রশ্নে জাবালি প্রত্যুত্তর প্রদান করেন যে "আকাশই সমুদয়ের আশ্রয় বা মূলাধার।" এক্ষণে বিচার্য্য এই যে 'আকাশ' শব্দে 'ভুতাকাশ' বলি? না, আকাশ শব্দে 'ব্রহ্ম'। 'ভূতাকাশ' অর্থ মুখ্যার্থ কি গৌণার্থ বিচারিত হইতেছে (১ চিহ্নিত) প্রমাণ বচনে "তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বেতি" শ্রুতিদ্বারা প্রতিপন্ন হয় আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি। 'বায়ু' হইতে 'অগ্নি' 'অগ্নি' হইতে 'জল' এবং 'জল' হইতে 'পৃথিবী' উৎপন্ন। ভূতাকাশ জ্যায়ান (জ্যেষ্ঠ) ও পরায়ণ (শ্রেষ্ঠ) কেননা ক্ষিত্যাদি অন্যান্য ভূতগণ আকাশ হইতে উদ্ভূত হইয়া আকাশে লীন হইয়া থাকে। এবাক্যে আশঙ্কা এই যে যখন আকাশই ভূতগণের উৎপত্তি ও লয়ের কারণীভূত তখন ব্রহ্ম কিরূপে কারণ হইতে পারেন? এ আশঙ্কা নিবারণ জন্য বলিতেছেন শ্রুতিতে আকাশ (ভূতাকাশ) হইতে অন্যান্য ভূতগণের উৎপত্তি ও লয় হইলেও "তস্মাদ্বা শ্রুতিতে 'ব্রহ্মণঃ' (ব্রহ্ম হইতে) আকাশ উৎপন্ন এ কথার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে অনন্তর অন্যান্য ভূতগণ ভূতাকাশ হইতে উৎপন্ন, পরন্তু উপনিষদের অনেকস্থলে আকাশ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। 'সর্ব্বাণ্যেব ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে" অর্থাৎ সমস্ত ভূতগণ ('সমস্ত' অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চভূতগণ) আকাশ হইতে উৎপন্ন এবাক্যে 'আকাশ' শব্দের মুখ্যার্থ 'ব্রহ্ম' ভূতাকাশ নহে; 'সর্ব্ব' বা 'সমস্ত' শব্দের প্রয়োগ থাকাতে ভূতাকাশ উপলব্ধ হইতে পারে না। যেহেতু ভূতগণের মধ্যে আকাশও পরিগণিত। ভূতাকাশ নশ্বর সুতরাং উক্ত শ্রুতি প্রযুক্ত আকাশ শব্দদ্বারা ব্রহ্মই প্রতীত হন এবং 'পরায়ণ' ও জ্যায়ান্ শব্দও ব্রহ্মতেই উপসংহৃত হইয়া থাকে।

প্রমাণ বচন।

(১) তস্মদ্বা এতস্মাদ্বা আত্মন আকাশঃ। আকাশাদ্বায়ুর্বায়ো রাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথ্বী। শ্রুতিঃ।

(২) সর্ব্বাণ্যেব ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে।

(৩) আকাশাজ্জায়তে বায়ুর্বায়োরুৎপদ্যতে রবিঃ।
রবে রুৎপদ্যতে তোয়ং তোয়াদুৎপদ্যতে মহী।
মহী বিলীয়তে তোয়ে তোয়ং বিলীয়তে রবৌ।
রবির্বিলীয়তে বায়ৌ বায়ু র্বিলীয়তে তু খে।
পঞ্চ তত্ত্বাৎ ভবেৎ সৃষ্টি স্তত্ত্বাৎ তত্ত্বং বিলীয়তে।
পঞ্চ তত্ত্বাৎ পরং তত্ত্বং তত্ত্বাতীতং নিরঞ্জনং।

জ্ঞান সঙ্কলিনী—

৮ম অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ—

আকাশ ইতি হোবাচেত্যত্র খং ব্রহ্ম বাত্র খং
শব্দস্য তত্ররূঢ়ত্বাৎ বায়্বাদেঃ সর্জ্জনাদপি।

৮ম অধিকরণের মীমাংসা—

সাকাশজগদুৎপত্তিহেতুত্বাৎ শ্রৌত-রূঢ়িত
এবকারাদিনা তত্র ব্রহ্মৈবাকাশশব্দিতং।

১অধ্যা—১পা—৯অধি—২৩সূ—২৩সা সং।

৯ অধিকরণ *। পর ব্রহ্মণঃ প্রাণশব্দবাচ্যত্বমাকাশবৎ।

আকাশবৎ 'প্রাণ' শব্দ পর ব্রহ্মের বোধক।

উপক্রম—প্রথমং একাদশ সূত্র দ্বারা ব্রহ্মের তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণ নির্ণয় করিয়া দ্বাদশ সূত্র বা ৬ষ্ঠ অধিকরণ হইতে প্রতিপন্ন করিতেছেন যে তিনি কোন জীব নহেন বা কোন ভূতাদি নহেন ষষ্ঠ অধিকরণে ব্রহ্মেরই আনন্দময় স্বরূপের

* এ অধিকরণটী ১ সূত্রে গঠিত

বিষয়ে বিচার করিয়াছেন। 'আনন্দময়' শব্দ কোন জীব-বাচক নহে, ইহা ব্রহ্মবাচক। ৭ম অধিকরণে আদিত্যান্ত জীব বিষয়ে ঈশ্বরত্ব সংশয় করিয়া জীবের ঈশ্বরত্ব নিরাস করিয়াছেন ৮মাদি অধিকরণ দ্বারা আকাশাদি ভূতগণের ঈশ্বরত্ব নিরাস করিতেছেন। উপনিষদের কোন কোন স্থলে 'আকাশ' 'প্রাণ' ইত্যাদি ব্রহ্মের প্রতিশব্দ প্রয়োগ থাকায় "আকাশ" "প্রাণ" শব্দ ভূতাকাশবায়্বাদি আশঙ্কা করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের বিচার করিতেছেন। এ সূত্রগুলি কেবল ব্রহ্মের প্রতিশব্দ পরিচায়ক মাত্র। পূর্ব্বাধিকরণে আকাশ শব্দে ব্রহ্ম প্রতিপন্ন করিয়া এ সূত্রে সেইরূপ "প্রাণ" শব্দও ব্রহ্ম বোধক তাহাই বিচার করিতেছেন।

অত্রতু ন তাদৃক্ কিঞ্চিদস্তি প্রত্যুত
সুষুপ্তা বিন্দ্রিয়ানাং সর্ব্বভূত সারাণাং
প্রাণ লয়োৎপত্তেঃ শ্রবণাৎ প্রস্তাব
দেবতামুখ্য প্রাণইতি প্রত্যুদাহরণে-
নাক্ষিপ্যাতিদেশেন সমাধত্তে।

২৩ সূত্র—অতএব প্রাণঃ

ব, অ, এই হেতু (ব্রহ্মলিঙ্গ-হেতু) প্রাণ শব্দে পরমাত্মা।

ব্যা-বি—অতঃ = ব্রহ্ম লিঙ্গাৎ প্রাণঃ, প্রাণ শব্দঃ পরমাত্মেতিশেষঃ।

দীপিকা—প্রাণ ইতি হোবাচ· ইত্যত্র প্রাণ শব্দঃ পরমাত্মা, কুতঃ, অতএব সর্ব্ব ভুতোদগমাদিলিঙ্গাদেব।

তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্য উপনিষদের উদ্গীথ প্রকরণে একটী প্রশ্ন ও তদুত্তরে অবলম্বনে বিচার? প্রশ্ন—"ধ্যানের জন্য কোন দেবতা নির্দ্দিষ্ট" এ প্রশ্নের উত্তর 'প্রাণ' অর্থাৎ 'প্রাণ' ধ্যানের জন্য নির্দ্দিষ্ট। আবার উপনিষদে আরও উল্লিখিত আছে 'ভূতগণ প্রাণ হইতে জন্মে ও

প্রাণে লয় হয়, সুষুপ্তিকালে মন (উপাধিক জীব) প্রাণের সহিত একীভূত হয় *। এক্ষণে এই কয়েকটী শ্রুতি বাক্যের বিচার হইতেছে। উপনিষদে ধ্যানের জন্য 'প্রাণকে' নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে তাহা কি প্রাণ বায়ু? জীবগণ প্রাণ হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রাণে বিলীন হয়' বলিতে গেলে 'প্রাণ বায়ু' সঙ্গতার্থ হউক? না। প্রাণ শব্দ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চ বায়ুর মধ্যবর্ত্তী প্রাণ নামক, বায়ু নহে, প্রাণ শব্দ ব্রহ্মবোধক, কেননা ভূতে ভূতের লয় সঙ্গতার্থ হইতে পারে না। ভূতগণের প্রাণ হইতে উৎপত্তি ও প্রাণে লয় এ কথায় 'ব্রহ্ম' উপলব্ধ হন। সুষুপ্তি কালে মন 'প্রাণে' লয় হইয়া থাকে এ স্থলে 'প্রাণ' শব্দ ব্রহ্মপর।

প্রমাণ বচন।

(১) প্রাণং ধ্যায়েত প্রাণাদেব সর্ব্ব মজায়ত।

শ্রুতিঃ।

(২) যদাবৈ পুরুষঃ স্বপিতি প্রাণ স্তর্হি
বাগপ্যেতি প্রাণং চক্ষুঃ প্রাণং মনঃ প্রাণং
শ্রোত্রং স যদা প্রবুধ্যতে প্রাণাদেব
পুনর্জ্জায়ন্তে।

ছান্দ্যোগ্য উপনিষদ্।

৯ম অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ—

মুখস্থো বায়ুরীশো বা প্রাণঃ প্রস্তাব দেবতা
বায়ুর্ভবেৎ তত্রসুপ্তৌ ভূতসারেন্দ্রিয়ক্ষয়াৎ।

৯ম অধিকরণের মীমাংসা—

সংকোচোঽক্ষ পরত্বেস্যাৎ সর্ব্বভূত লয়ঃ শ্রুতেঃ
আকাশ শব্দবৎ† প্রাণ শব্দস্তেনেশবাচকঃ।

* ৯ সূত্র দেখ। মাণ্ডুক্যোপনিষদ্।

† ব্যাকরণ বিচারেও দেখা যায়, 'প্রাণঃ' বায়ুবাচক নিত্য বহুবচনান্ত। যথা সপ্রাণান্ 'মুমোচ' এ দৃষ্টান্তে প্রাণান্ বহুবচন। সূত্রে, 'প্রাণঃ' এক বচন থাকা হেতু প্রাণ বায়ু বোধক নহে। প্রাণ = ব্রহ্ম।

১অধ্যা—১পা—১০ অধি—২৪সূ—২৪সা সং।

১০অধিকরণ*। পরব্রহ্মণো জ্যোতিঃ শব্দ বাচ্যত্বং।

জ্যোতিঃ শব্দ (উপনিষদে) ব্রহ্মবাচক।

উপক্রম—পূর্ব্বাধিকরণে তল্লিঙ্গাদাকাশপ্রাণশ্রুত্যো ব্রহ্ম পরত্ব মুক্তং। নাত্র জ্যোতির্বাক্যে ভবত্বস্তীতি রূঢ়মেব জ্যোতিরিতি প্রত্যুদাহরণেন। জ্যেতির্লিঙ্গ শ্রবণাদিতি দৃষ্টান্তেনাক্ষিপ্য সমাধত্তে

পূর্ব্ব অধিকরণে আকাশ ও প্রাণ শব্দের ব্রহ্ম পরত্ব প্রদর্শন করিয়া এ অধিকরণদ্বারা জ্যোতিঃ শব্দের ব্রহ্ম-পরত্ব দর্শাইতেছেন।

২৪সূ—জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ।

ব, অ, (উপনিষদে) জ্যোতি শব্দে ব্রহ্মের চরণ অভিধান (নাম) থাকা হেতু জ্যোতিঃ শব্দও ব্রহ্মপর।

ব্যা, বি—জ্যোতিরিতিশ্চরণস্যাভিধানং শ্রুতাবিতি তস্মাৎ অভিধানাৎ জ্যোতিঃ শব্দো ব্রহ্মপরঃ ইতি বাক্য শেষঃ। অভিধানাৎ ইত্যত্র-হেতুপঞ্চমী। চরণানাং ব্রহ্ম-পদানাং গায়ত্র্যাঃ। গায়ত্রী প্রসিদ্ধত্বাৎ। অপর জ্যোতিঃ—বিশ্বপাদ।

দীপিকা।—অথ "যদতঃ পরো দিবোজ্যোতি" রিতিজ্যোতিঃ শব্দো ব্রহ্মৈব কুতঃ, চরণাভিধানাৎ।

তাৎপর্য্য—জ্যোতিঃ শব্দকে গায়ত্রীর চরণ বলিয়া প্রয়োগ দৃষ্টে সংশয়, যে জ্যোতিঃ শব্দে জোতিষ্ক পদার্থ উপলব্ধ হউক ? না, জ্যোতিঃ শব্দ ব্রহ্ম বোধক কেননা ছান্দোগ্য উপনিষদে জ্যোতিঃ শব্দের ব্রহ্মপরত্ব সুস্পষ্ট-রূপে প্রকাশিত আছে। জ্যোতিঃ শব্দকে ছান্দ্যোগ্য উপনিষদে বিশ্বপাদ বা চরণ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। 'যদতঃ পারোদিরো জ্যোতিঃ' এবাক্যে অসংশয়িত রূপে ব্রহ্মকেই উপলব্ধ করিয়া থাকে। এক্ষণ আশঙ্কা হইতে

* এই অধিকরণ (২৪—২৭) ৪ সূত্রে গঠিত

পারে 'ভাস্বর রূপের নাম দীপ্তি', 'দীপ্তি' বা জ্যোতিঃ বলিতে গেলে তদ্দারা 'রূপের' উপলব্ধি হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ 'অরূপ' তাহা হইলে জ্যোতিঃ শব্দ কিরূপে ব্রহ্ম বোধক ? অতএব 'ব্রহ্মে' দীপ্যতে প্রয়োগ যুক্ত হইতে পারে না ? আবার 'অতঃপরো দিবোজ্যোতিঃ' এবাক্যে 'স্বর্গের উপরে দীপ্তিমান এরূপ মীমাংসায় দীপ্তি উক্তি সঙ্গত হয় না 'দীপ্তি' সূর্য্যাগ্নির বোধক হউক ? এই আশঙ্কা নিবারণার্থ বলিতেছেন—"ধ্যাতার ধ্যান সুখার্থ যদিও বিভিন্নরূপে 'জ্যোতিঃ' শব্দ কথিত হইয়াছে তাহা হইলেও জ্যোতিঃশব্দ ব্রহ্ম বোধক। বিভূতিমত্ত্বাহেতু সূর্য্যাগ্নিও যেরূপ ব্রহ্মবোধক সেইরূপ 'জ্যোতিঃশব্দ'ও ব্রহ্মবোধক। জ্যোতিঃ শব্দ উপাসনাপ্রতীক বা উপাসনার অবলম্বন মাত্র।

প্রমাণ বচন।

অথ যদতঃ পরো দিবোজ্যোতির্দীপ্যতে।
বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষু অনুত্তমেষু
উত্তমেষু লোকেষু ইদং বাব তদ্ যদিদ-
মস্মিন্নন্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ।

শ্রুতিঃ।

১অধ্যা—১পা—১০অধি—২৫সূ—২৫ সা সং।

১০ অধিকরণ (চলিতেছে)

উপক্রম—পূর্ব্বস্মিন্ গায়ত্রীবাক্য পাদোৎপত্ত্যাদিনা চরণানাং * পদানাং উক্তত্বাৎ।

আকাশাদির ন্যায় গায়ত্রী শব্দেরও প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম মীমাংসিত হইতেছে।

২৫ সূ—ছন্দোভিধানান্নেতিচেন্ন তথা চেতোর্পণ নিগদাত্তথাহি দর্শনং।

ব, অ,—গায়ত্রী বলিলে 'ছন্দ' অভিহিত হউক ? না, ব্রহ্ম। গায়ত্রীতে (ব্রহ্মেতে) চিত্তার্পণ (উপনিষদে) দেখিতে পাওয়া যায়।

---

* চরণ শব্দের পণ্ডিতগণ দুই প্রকারে অর্থ করিয়া থাকেন। ১ম গায়ত্রীর চরণ ২য় জ্যোতিঃ শব্দের চরণ সংজ্ঞা। অগ্নি সূর্য্যাদি গায়ত্রীর পাদ (২৬ সূ)।

ব্যা, বি—'ছন্দ' ইতি অভিধানাৎ কথনাৎ গায়ত্র্যাখ্যস্য ন=ব্রহ্মাভিহিতমস্তি? ইতি চেৎ যদি (ব্রবীষি); ন তথা—গায়ত্রী ন ছন্দ ইতি, ব্রহ্মৈব। কথং, হি যতঃ চেতোর্পণ-নিগদাৎ—তস্মিন গায়ত্র্যাখ্যে ব্রহ্মণি গায়ত্র্যাবা চিত্তার্পণং (শ্রুত্যাঃ) কথনাৎ তথা দর্শনং ব্রহ্মণউপাসনং উপনিষৎবাক্যেষু দৃশ্যতে।

দীপিকা—পূর্ব্বস্মিন্ বাক্যে গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্ব মেবেত্যাদিনা গায়ত্র্যাখ্যস্য ছন্দসোঽভিধানাৎ নব্রহ্মণ ইতিচেন্নতথা চেতোর্পন নিগদাৎ চেতসো মনসো গায়ত্র্যাখ্যে ছন্দসি ব্রহ্মদৃষ্ট্যা সমর্পণং নিগদ্যতে কথ্যতে। অনেনেতি নিগদস্তস্মাৎ তথাহি দর্শনং হি যস্মাৎ যথাত্র চেতসোঽর্পণস্য দর্শনং অবলোকনং তথান্যত্রাপি দর্শনং এতমেব অথবা চেতেসোর্পণ-নিগদাদিতি চেতসোর্পণং যথাহি গায়ত্রী শব্দাভিধেয়ে ব্রহ্মণি নিগদ্যতে তথাহি দর্শনং।

তাৎপর্য্য—গায়ত্রী শব্দের ব্রহ্মপরত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য এ সূত্র। আকাশ, প্রাণ ইত্যাদি যেমন 'ব্রহ্ম' শব্দের প্রতিশব্দ সেইরূপ 'গায়ত্রী' শব্দও ব্রহ্মবোধক। উপনিষদের অনেকস্থলে ব্রহ্ম অর্থে গায়ত্রী। এক্ষণে আশঙ্কা এই যে 'গায়ত্রী' শব্দে কোন এক ছন্দের নাম। ইহা ত্র্যক্ষরাবৃত্তি। ইহার ২৪ অক্ষরে শ্লোক। গায়ত্রী বলিতে গেলে উক্তরূপ সপ্ত বৈদিক ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী ছন্দকে উপলব্ধ করুক? না, উপনিষদে উক্ত আছে 'গায়ত্রী বা 'ইদং সর্ব্বমিতি' এবাক্যে 'গায়ত্রী' শব্দে 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ 'গায়ত্রীর সকল' এতদ্বারা 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ভিন্ন অন্য উপলব্ধ হইতে পারে না। পুনরপি আশঙ্কা এই যে শ্রুতিতে যখন উক্ত আছে "সৈষা গায়ত্রী ষড়্বিধা চতুষ্পদা" ইহাদ্বারা কিরূপে 'ব্রহ্ম' উপলব্ধ হইতে পারে? অবশ্য স্থলবিশেষে গায়ত্রী শব্দের ব্রহ্মার্থ হইলেও উক্ত উদাহরণে সঙ্গত হইতে পারে না। এতদ্বারা 'ছন্দ' উপলব্ধ হয়। 'ছন্দ' শব্দের অর্থ 'বেদোপনিষদ্'। "ব্রহ্মোপনিষদং বেদ" ইহার অর্থ যিনি বোদোপনিষদ্ জানেন। ব্রহ্মোপনিষদ্ শব্দদ্বারা 'বেদ' অর্থ ব্যাখ্যাতে হয় অতএব 'ছন্দঃ' উক্তিতে 'গায়ত্রী' শব্দদ্বারা 'ব্রহ্ম' কিরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন এতাদৃশ

ছান্দোভিধান দোষাবহ হইতে পারে না। এবং ব্রহ্ম প্রতিপাদনের বিরোধী ও নহে হেতু এই—গায়ত্রী দ্বারা ব্রহ্মে চিত্তার্পণ করিবার উপদেশ আছে। 'চেতোঽর্পণ নিগদাৎ'। জগৎকারণ ব্রহ্মই প্রকৃত বোধ্য। 'এ সমস্তই গায়ত্রী' এরূপ প্রয়োগে 'ব্রহ্ম' ভিন্ন অক্ষয়মরী গায়ত্রী (ছন্দ) উপলব্ধ হয় না ইহা অবশ্যই ব্রহ্মানুগতিপরায়ণ।

প্রমাণ বচন।

(১) গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং শ্রুতিঃ।

(২) গায়ত্রী মুপক্রম্য তামেব
ভূত পৃথিবী শরীর হৃদয় প্রাণ
প্রভোইবাখ্যাঃ সৈষা চতুস্পাদা
ষড়্বিধা গায়ত্রী তদেতদৃচাভ্যনুক্তং
জীবানাং মহিমা। শ্রুতিঃ।

১অধ্যা—১পা—১০অধি—২৬সূ—২৬সা সং।

১০ অধিকরণ (চলিতেছে)

উপক্রম—ভূতাদির (জ্যোতিঃ প্রভৃতি) বিকার ব্রহ্ম বোধকত্ব ও ব্রহ্ম পরত্ব দর্শাইতেছেন।

২৬সূ—ভুতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবং।

ব, অ,—ভূতাদি গায়ত্রীর পাদ বলিয়া উক্ত হইলেও ব্রহ্মপর। বিকার-ব্রহ্ম বলিয়া ইহারা উপনিষদে কথিত।

ব্যা, বি—ভূতাদি ইত্যনেন ভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয় ইতি চতুষ্পাদাঃ গায়ত্র্যাঃ। ভূতাদয়োপাদাঃ ইতি ব্যপদিশ্যন্তে শ্রুতিষু। পাদানাং ব্যপদেশঃ = নির্দ্দেশ স্তদুপপত্তি স্তস্মাৎ এবং পূর্ব্বাধিকরণবৎ। তেষাং ভূতাদি পাদানাং ব্রহ্ম-পরত্বং সূচিতং। 'চ' ইত্যনেন আধিকরণ সামান্যং প্রদর্শিতং।

দীপিকা—ভূত মিদং সর্ব্বমাদি শব্দেন পৃথ্বি-শরীর-হৃদয়ানি তান্যেব পাদাঃ বিভাগা স্তেষাং ব্যপদেশঃ শ্রুত্যাঃ কথনং তস্য উপপত্তিঃ সম্ভবঃ তস্মাৎ এবং গায়ত্র্যাং দৃষ্টিঃ গায়ত্রী শব্দাভিধেয়ে ব্রহ্মণি, নাক্ষর মাত্রং গায়ত্রী।

তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্য উপনিষদের শাণ্ডিল্য বিদ্যা প্রকরণে 'দশকৃত' 'বিকার ব্রহ্মবোধক' বলিয়া উক্ত আছে। 'দশকৃত শব্দে' অধিদৈব পঞ্চ ও অধ্যাত্ম পঞ্চ। অধিদৈব পঞ্চ—অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, জল ও বায়ু এবং অধ্যাত্ম পঞ্চ—বাক্ শ্রোত্র, চক্ষু, মন ও প্রাণ। উক্ত উপনিষদে ভূত, পৃথিবী, শরীর ও হৃদয় এই চারিটী গায়ত্রীর পাদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু পাদ বলিতে গেলে অক্ষরময়ী গায়ত্রী (ছন্দো বিশেষের) পাদ বলিয়া উপলব্ধ হইতে পারে না। গায়ত্রী শব্দে ব্রহ্ম। শ্রুত্যন্তরে উল্লেখ আছে "গায়ত্রীর" চারি পাদ। এক পাদ বিশ্ব অপর তিন পাদ 'দিবি' (স্বর্গ) এ শ্রুতি বাক্য দ্বারা "গায়ত্রী ছন্দের পাদ বিশ্ব" এরূপ অর্থ কিরূপে করা যাইতে পারে? কিন্তু গায়ত্রী শব্দের 'ব্রহ্ম' অর্থ করিলে বিশ্ব তাঁহার পাদ একথা কোন অংশে অসঙ্গত নহে। বরং এতদ্দ্বারা ব্রহ্মের সর্ব্বময়ত্ব আরও সুস্পষ্ট বোধিত হইতে পারে। এইরূপে 'হৃদয়' শব্দে হৃদয়াকাশ উপলব্ধ না হইয়া ব্রহ্মই উপলব্ধ হইয়া থাকেন। এইরূপে উপনিষদে ভূতাদি পাদেরও ব্রহ্ম পরত্ব প্রদর্শিত করিয়াছেন। ফলতঃ সর্ব্বময় ব্রহ্মই 'গায়ত্রী।'

প্রমাণ বচন।

"সৈষা চতুষ্পদা ষড়্‌বিধা গায়ত্রী।
পাদোঽস্য সর্ব্ব ভূতানি ত্রিপদস্যামৃতং দিবি।

শ্রুতি।

অধিকরণ—(চলিতেছে)

উপক্রম—২৪ সূত্র হইতে এই সূত্র পর্য্যন্ত চারি সূত্র দ্বারা উপনিষদের স্থল বিশেষে কথিত জ্যোতিঃ শব্দের ও গায়ত্রী পাদের ব্রহ্ম-পরত্ব মীমাংসিত করিলেন। এ সূত্রটী কেবল ব্যাকরণের বিভক্তি বিষয়ক তর্কের মীমাংসা মাত্র। পূর্ব্ব সূত্রের প্রমাণে 'দিবি' শব্দে ৭মী বিভক্তি আছে কিন্তু ২৪ সূত্রের বচনে 'অতঃ' শব্দে ৫মী বিভক্তি থাকায় উপদেশের বিভিন্নতা হইতেছে এই বিষয়ের বিচার জন্য এ সূত্র।

২৭ সূত্র—উপদেশ ভেদান্নেতিচেন্নোভয়স্মিন্নপ্য-বিরোধাৎ।

ব, অ, (৫মী বা ৭মী বিষয়ে) উপদেশের বিভিন্নতা হইলেও উভয় দৃষ্টান্তে কোন বিরোধ না থাকায় (জ্যোতিঃ শব্দ ব্রহ্মপর)।

ব্যা, বি—উপদেশস্য ভেদস্তস্মাৎ ন (ব্রহ্মপর) ইতিচেৎ ন (তৎ)। কুতঃ—উভয়স্মিন্ (প্রয়োগে) অপি অবিরোধাৎ পরব্রহ্মণো জ্যোতিঃ শব্দ বাচ্যত্বং।

দীপিকা—উপদিশ্যতে ইতি বাক্যং পরোদিবঃ অমৃতং দ্বিতীয়ং পঞ্চমী সপ্তম্যোতৎ তেন এতস্য পূর্ব্বস্যচ ভেদাৎ এবং যদি, তন্ন, কুতঃ, উভয়স্মিন্নপি পক্ষদ্বয়েঽপি প্রাতিপদিকার্থস্য একত্বাৎ ব্রহ্ম প্রত্যভিজ্ঞানাৎ ন বিরোধঃ তস্মাৎ। অথবা পঞ্চম্যন্তত্বেন সপ্তম্যন্তত্বেন বা ব্যপদেশঃ উভয়স্মিন্নপি 'বৃক্ষাগ্রে শ্যেনঃ' 'বৃক্ষাৎ পরতঃ শ্যেনঃ' ইতি সৎপ্রত্যভিজ্ঞানান্নবিরোধঃ ইতি পূর্ব্বাধিকরণে 'দিবি'

'দিবঃ' ইতিচ প্রকৃতার্থমাশ্রিত্য প্রত্যভিজ্ঞানেন ব্রহ্মপ্রতীতৌ যৎ-শ্রুতেঃ প্রসিদ্ধার্থে প্রধানাৎ ব্রহ্মৈব যুক্তং।

তাৎপর্য্য—'যদতঃ পরোদিবো জ্যোতি' এ উদাহরণে 'অতঃ' শব্দে ৫মী বিভক্তি। কিন্তু 'ত্রিপদস্যামৃতং দিবি' এ উদাহরণে 'দিবি' শব্দে ৭মী বিভক্তি এই দ্বিবিধ বিভক্তি বিষয়ে উপদেশ থাকা হেতু প্রকৃত প্রত্যভিজ্ঞানের বাধা হইতে পারে না। কারণ এস্থলে বিভক্ত্যর্থ অতি দুর্ব্বল। বিভক্তি ভেদ হইলেও অর্থভেদ হইতে পারে না। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে যাহাতে ৫মী বা ৭মী প্রয়োগ দ্বারা অর্থান্তর হয় না, যথা 'বৃক্ষাগ্রে শ্যেনঃ' এবং 'বৃক্ষাক্ষাগ্রাৎ পুরতঃ শ্যেনঃ' অর্থাৎ 'বৃক্ষের অগ্রে শ্যেন' এবং 'বৃক্ষের উপরে শ্যেন' উভয়ই একার্থ প্রতিপাদক। এতদুভয় দৃষ্টান্ত দ্বারা বৃক্ষের শীর্ষভাগে পক্ষীর স্থিতি সুস্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। এস্থলেও সেইরূপ 'অতঃপরঃ' শব্দের অর্থ 'ইহার পর' এবং 'দিবি' শব্দে স্বর্গ উভয়ই 'স্বর্গীয় জ্যোতিঃ' বোধক। এতদ্বারা অর্থ-ভেদ ও সুতরাং উপনিষদ-ভেদ হইতে পারে না। জ্যোতিঃ শব্দের উপনিষদর্থ ব্রহ্ম।

প্রমাণ বচন—

(১) যদতঃ পরো দিবো জ্যোতি র্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু অনুত্তমেষু উত্তমেষু লোকেষু ইদং বাব তদ্‌যদিদ মস্মিন্নন্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ। ছান্দোগ্যউপনিষদ্‌।

(২) সৈষা চতুষ্পাদা ষড়্‌বিধা গায়ত্রী পাদোঽস্য সর্ব্ব-ভূতানি ত্রিপদস্যামৃতং দিবি। শ্রুতিঃ।

(৩) "বৃক্ষাগ্রে শ্যেনঃ বৃক্ষাগ্রাৎ পরতঃশ্যেনঃ।"

ব্যাকরণম্‌

১০ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

কার্য্যং জ্যোতিরুত ব্রহ্ম জ্যোতির্দীপ্যত ইত্যদঃ
ব্রহ্মণোঽসন্নিধেঃ কার্য্যং তেজো লিঙ্গবলাদপি।

১০ অধিকরণের মীমাংসা।

চতুষ্পাৎ প্রকৃতং ব্রহ্মযচ্ছব্দেনানুবর্ত্ততে
জ্যোতিঃস্যাৎ ভাসকং ব্রহ্মলিঙ্গন্তূপাধি-যোগতঃ।

১ অধ্যা—১পা—১১অধি—২৮সূ—২৮সা সং।

১১ অধিকরণ— ব্রহ্মণঃ প্রাণশব্দঃ প্রতিপাদ্যত্বং।

প্রাণ শব্দে ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতেছেন।

উপক্রম—পূর্ব্বে 'অতএব প্রাণ' সূত্রে আকাশবৎ ব্রহ্মলিঙ্গ বশতঃ প্রাণ শব্দের ব্রহ্ম পরত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মলিঙ্গ বলিয়া আকাশ * শব্দ যেমন ব্রহ্মপর (আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ) প্রাণশব্দও ব্রহ্মলিঙ্গ এবং ব্রহ্মপর। উক্ত অধিকরণে কেবল ব্রহ্মপরত্বই প্রদর্শিত হইয়াছে। এ অধিকরণে 'প্রাণ শব্দের ব্রহ্মার্থ বিশদরূপে প্রতিপন্ন করিতেছেন। পূর্ব্ব সূত্রের কথিত বিকার (সূর্য্যাদি) অবলম্বনে ব্রহ্মেরই উপাসনা তবে ইহাকে 'প্রতীক উপাসনা বলা যায়। উপনিষদে আদিত্যাদি শব্দ দ্বারা 'ব্রহ্ম প্রত্য-

* ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় নিরবয়ব ও মহান্ বলিয়া তাহাতে (ব্রহ্ম) আকাশ শব্দের প্রয়োগ করা হয়। পুনরপি আকাশ শব্দের অর্থ অভিধানাদিতে ও ব্রহ্ম। সাঙ্খ্যমতে শারীর বায়ু বহনশীল বলিয়া বায়ু নামপ্রাপ্ত। বা ধাতুর অর্থ বহন করা। প্রাণ নামক শরীর বায়ু অন্তঃকরণ ত্রিতয়ের সাধারণী বৃত্তি। মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই তিনটীর নাম আত্মা-ত্রিতয়। প্রাণ 'ইহাদের প্রত্যেকেরই চালক। প্রাণ দ্বারা ২টী ব্যাপার সংসাধিত হইয়া থাকে। 'প্রাতস্বিক ব্যাপার ও অনুব্যাপার। অনুব্যাপারের নাম 'জীবন-যোনি-প্রযত্ন'। অন্তঃকরণ ত্রিতয় নিরন্তর স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় প্রাণ যন্ত্র চালিত হয়। অনন্তর প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এবং শারীর পঞ্চ বায়ুগণ যথাস্থানে থাকিয়া স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করে। এ সূত্রে প্রাণ শব্দ সেরূপে শারীর বায়ু অর্থে প্রযুক্ত নহে। প্রাণ যেমন শারীর যন্ত্র সক লের চালক সেইরূপ সকলের চালক বলিয়া ব্রহ্মের 'প্রাণ' আখ্যা।

ভিজ্ঞা' নষ্ট হয় না। সে উপাসনা পরমাত্মারই উপাসনা। ছান্দোগ্য উপনিষদে 'প্রাণোপাসনার' বিধি আছে। সেও পরমাত্মারই উপাসনা। ইহারই বিচার করিবার জন্য এই অধিকরণ। আবার আশঙ্কা করা যাইতে পারে পূর্ব্বে 'অতএব প্রাণঃ' সূত্রেই যখন 'প্রাণ' শব্দের ব্রহ্মপরত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে তবে আবার 'প্রাণ' শব্দের বিচার কেন? ইহাতে পুনরুক্তি দোষ হইতে পারে না, পূর্ব্বোক্ত অধিকরণে ব্রহ্মপর শব্দ সকলের বিচার হইয়াছে। এ অধিকরণ ১০ম অধিকরণের ন্যায় উপাসনা বিচার। ১০ম অধিকরণে প্রতীক অবলম্বনে পরমাত্মার উপাসনা বিবৃত করিয়াছেন। এ অধিকরণে 'প্রাণোপাসনার' বিচার। ফলতঃ প্রাণোপাসনাও পরমাত্মারই উপাসনা।

তত্রাপি পদার্থস্য প্রাণাদেঃ প্রধানত্বাৎ' উপক্রমোপসংহারাদি বাক্যার্থ স্তদনুসারেণ নয় ইতি দেবতা বা জীবোবা মুখ্যপ্রাণোবা একং বা দ্বয়ং বা ত্রয়ংবা ব্রহ্মাপিবা নতু ব্রহ্মৈবেতি দৃষ্টান্তেনাক্ষিপ্য সমাধত্তে।

২৮-সূ—প্রাণ স্তথানুগমাৎ।

ব, অ,—অনুগম বা অন্বয়াবগম দ্বারা উপলব্ধ হয় প্রাণ শব্দে 'ব্রহ্ম'।

ব্যা, বি—প্রাণঃ (ব্রহ্মেতি প্রতীয়তে) তথা = ব্রহ্ম-পরত্ব-হেতুনা অনুগমাৎ—বাক্য পদানাং অন্বয়াগমঃ তস্মাৎ। প্রাণশব্দো ব্রহ্মৈব।

দীপিকা—প্রাণোস্মি প্রজ্ঞাত্মেতি প্রাণশব্দঃ পরমাত্মা কুতস্তথানুগমাৎ তথা হীন্দ্রপ্রতর্দ্দনাখ্যায়িকায়াং 'যং ত্বং মনুষ্যায় হিততমং মন্যসে' ইত্যাদি লিঙ্গ-পর্য্যালোচনয়া পরমাত্মনোনুগমোপগমো যস্মাৎ।

তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্য উপনিষদে কৌষিতকি ব্রাহ্মণে ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে উপদেশ করিয়াছেন 'প্রাণোস্মি প্রজ্ঞাত্মা ত্বং মামায়ুরমৃতং ইতি উপাসস্ব'

'স এবং প্রাণ এব প্রজ্ঞা' অর্থাৎ প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা তিনি এই শরীরকে পরিগৃহীত করিয়া উত্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। এ বিষয়ে সংশয় যখন 'শরীরকে উত্থাপিত করিয়া ধৃত করা 'প্রাণ বায়ুর কার্য্য' কিন্তু 'বক্তারং বিদ্যাৎ' এ শ্রুতি বাক্যদ্বারা 'বক্তা' শব্দ জীবাত্মার জ্ঞাপক। এ সংশয় নিবারণ জন্য বলিতেছেন ১ম শ্রুতিবাক্য অর্থাৎ 'প্রাণোস্মি প্রজ্ঞাত্মা' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যদ্বারা 'প্রাণ' শব্দের ব্রহ্মপরত্ব সুস্পষ্ট বিবৃত হইয়া থাকে; ইহাতে 'অজর' ও 'অমৃত' শব্দ প্রয়োগ থাকায় 'ব্রহ্ম'ই উপলব্ধ হন, ইহারা ব্রহ্ম বোধক শব্দ অতএব এখানে প্রাণশব্দ ব্রহ্মপর। ২য় শ্রুতি 'বক্তারং বিদ্যাৎ' ইহারও লক্ষ্যার্থ ব্রহ্ম। 'ইন্দ্র-প্রতর্দ্দন' সংবাদের বক্তা 'ইন্দ্র' হইলেও তিনি 'অহং বা আত্মাকে জান' এই কথারই উপদেশ করিয়াছেন। প্রতর্দ্দন পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন 'জগতের হিত কি?' এ প্রশ্নে ইন্দ্র উত্তর দেন জগতের হিত 'প্রাণ'। এস্থলে 'প্রাণ' শব্দের বায়ু অর্থ হইতে পারে না, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কে 'হিত' করিতে পারেন? তিনিই সকলের একমাত্র হিতকারী। অতএব সংশয়িতরূপে মীমাংসিত হইতেছে যে উপনিষদ্ মধ্যে অনেকস্থলে 'ব্রহ্মকে' প্রাণশব্দে ও প্রাণস্বরূপে প্রয়োগ করিয়াছেন।

প্রমাণ বচন।

(১) প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তংমামায়ুর মৃতমিত্যুপাসস্ব, সএব প্রাণএব প্রজ্ঞাত্মানন্দোজরোঽমৃত ইত্যাদি প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্য উত্থাপয়তি।

শ্রুতিঃ।

(২) ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ।

শ্রুতিঃ।

(৩) জগতোহিতং প্রাণঃ। তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

শ্রুতিঃ।

১অধ্যা—১পা—১১অধি—২৯সূ—২৯ সা সং।

১১ অধিকরণ (চলিতেছে)।

উপক্রম—পূর্ব্ব সূত্রের ১ প্রমাণে "প্রাণএব প্রজ্ঞা" এই শ্রুতি দ্বারা প্রাণশব্দে প্রাণবায়ু নহে। প্রজ্ঞাত্ম ব্রহ্মেরই এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। এ সূত্রের আশঙ্কা এই যে ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে বলিয়াছেন 'আমি প্রাণ আমাকে উপাসনা কর' এ বাক্যে ইন্দ্রনামা দেবই তবে উপাস্য হউক ? না, উপাস্য ব্রহ্ম, এজন্য সূত্র।

২৯ সূত্র—ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেদ ধ্যাত্মসম্বন্ধভূমাহ্যস্মিন্।

ব, অ,—এ প্রকরণে বক্তা (ইন্দ্র) তবে প্রাণকে উপাস্য না বলিয়া আপনাকেই উপাস্যরূপে উপদেশ করিয়াছেন ? না, 'আত্মা' শব্দে ভূমা (ব্রহ্ম) বলিয়া তিনি উপদেশ করিয়াছেন। প্রাণ শব্দেও ভূমা ব্রহ্মেরই উপদেশ।

ব্যা, বি,—ন=প্রাণো ব্রহ্ম ন। বক্তুঃ ইন্দ্রস্য। আত্মোপদেশাৎ=স্ব স্বরূপ কথনাৎ। ইতি চেৎ ইতি যদি আশঙ্ক্যতে (তন্নিবারণে) হি যস্মাৎ অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ ভূমা=প্রত্যগাত্ম-সম্বন্ধস্য ভূমাবাহুল্যং। অস্মিন্—প্রকরণে ইন্দ্র-প্রতর্দ্দন সংবাদে দৃশ্যতে ইতি বাক্যশেষঃ (অর্থাৎ এ প্রকরণে 'ভূমা' অর্থে আত্মা শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে।) দৃশ্যতে ইতি বাক্যশেষঃ।

দীপিকা—নাত্র পরমাত্মোপদেশঃ কুতঃ, বক্তুরিন্দ্রস্যাত্মন উপদেশঃ, কুতঃ, "ত্বং মামায়ুরমৃতমুপাসস্ব" ইত্যাদিনা তস্মাৎ ইতি-চেৎ এবং যদি (আশঙ্ক্যতে) নেতি পূর্ব্বস্মাদনুবর্ত্ততে। তদুক্তংন, কুতঃ, অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ-ভূমাহ্যস্মিন্। হি যস্মাৎ অস্মিন্ প্রকরণে আত্মান মধিকৃত্য বর্ত্ততে, ইতি অধ্যাত্মং, তস্য সম্বন্ধঃ তত্র বাত্মপ্রতি-পাদকানি "যাবদস্মিন্ শরীরে প্রাণো বসতি তাবদায়ুঃ" ন বাচং

বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ' ইত্যুপক্রম্য 'তদ্ যথা রথস্যারেষু' ইত্যাদিনি তস্য ভূমাবাহুল্যং। কথং তর্হি "মামায়ু" রিত্যাদিনা বক্তুরিন্দ্রস্যাত্মোপদেশঃ ?

তাৎপর্য্য—বেদান্ত সূত্র: সকলের লক্ষ্য উপনিষদ মধ্যে যে সকল বিচার্য্য ও বিবেচ্য শ্রুতি আছে বিশেষতঃ যাহারা 'আদি শ্রুতি', বলিয়া বিখ্যাত তাহাদিগকে বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া উপনিষদ্ পাঠের সরলতা সম্পাদন করেন। যেরূপ ব্যাকরণ শাস্ত্রে পদ পদার্থের সম্যক্‌রূপ বোধ হইলে সাহিত্যে অবাধে অধিকার জন্মিয়া থাকে, বেদান্ত সূত্র ও উপনিষদ্ সমূহেও সেইরূপ ভাব সম্বন্ধ। এই সূত্রগুলিকে প্রতীতি করিতে পারিলে যে কোন উপনিষদ্‌ই হউক না কেন তাহাতে প্রবেশ করিতে পাঠকের কোন রূপ কষ্ট হয় না। কৌষিতকি ব্রাহ্মণে—প্রাণোপাসনার বিধি আছে। সে প্রাণোপাসনা পরমাত্মার উপাসনা। 'প্রাণ' শব্দের ব্রহ্ম পরত্ব যদিও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে তাহা হইলেও প্রাণোপাসনা বিষয়ে ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে যে উপদেশ করিয়াছেন তাহারই আশ্রয়ে এ অধিকরণের বিচার চলিয়া আসিতেছে। এ সূত্রের আশঙ্কা এই যে ইন্দ্র বলিয়াছেন 'ত্বং মামায়ুরমৃত মুপাসস্ব' অর্থাৎ 'তুমি আমাকে অমৃত স্বরূপ জানিয়া উপাসনা কর'। 'আমাকে উপসনা কর' এরূপ প্রয়োগ করায় তবে 'ইন্দ্র আপনাকে (ইন্দ্রকে) উপাসনা করিবার জন্য উপদেশ করিয়াছেন বলা যাউক ? না, ইন্দ্র আপনাকে (আত্মাকে) উপাসনা করিতে উপদেশ করিয়াছেন। আথর্ব্বণীয় মহাবাক্যেও 'আত্মা' শব্দে ব্রহ্মোপদেশ করিয়াছেন। অথর্ব্ব বেদের মহাবাক্য 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' অর্থাৎ 'এই আত্মা 'ব্রহ্ম'। চারি বেদের চারিটী 'মহাবাক্য' আছে। মহাবাক্য শব্দে তত্তৎ বেদের সর্ব্ব শাখা ও ব্রাহ্মণে যে বাক্য সমভাবে ব্রহ্ম বোধক বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহাকে মহাবাক্য বলা যায়। সামবেদের মহাবাক্য 'তত্ত্বমসি' ঋক্ বেদের মহাবাক্য, 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' যজুর্ব্বেদের মহাবাক্য 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এবং অথর্ব্ব বেদের মহাবাক্য 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' *। ইন্দ্র প্রতর্দ্দনের প্রতি যে উপদেশ করেন তাহাতে তিনি 'আত্মা'শব্দকে শেষোক্ত মহাবাক্য অনুসারে ব্রহ্ম অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদগীতা শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ ধনঞ্জয়কেও অনেক স্থলে

---

*মহাবাক্য-বিবেকঃ পঞ্চদশী।

'আমাকে উপাসনা কর' উপদেশ করিয়াছেন। তত্তৎ স্থলেও পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য স্বামী 'অহং'='আমি' শব্দে আত্মা বা ব্রহ্ম অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু" অর্থাৎ 'আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমাকে ভজনা কর ও আমাকে নমস্কার কর'। এ শ্লোকের শঙ্করাচার্য্যের অর্থে 'পরমাত্মারই' উপাসনা কর 'পরমাত্মাতেই চিত্তার্পণ করিয়া ভক্ত হয় এবং পরমাত্মাকে ভজনা ও নমস্কার কর।" কিন্তু ইহার অর্থ শ্রীধর স্বামী অন্যরূপে করিয়াছেন তিনি (আমাকে) শব্দের 'আত্মা' অর্থ না করিয়া (আমাকে শ্রীকৃষ্ণকে) এইরূপ অর্থ করেন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যে যে স্থলে 'অহং' বা 'আত্মা' প্রয়োগ আছে তত্তৎ স্থলেই উক্ত উভয় স্বামী ভিন্ন ভিন্ন রূপে অর্থ করিয়া গিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য অরূপ বা নির্গুণ আত্মা পক্ষে এবং শ্রীধর স্বামী স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ পক্ষে অর্থ যোজনা করিয়া গিয়াছেন। উপনিষদের কৌষিতকি ব্রাহ্মণের ইন্দ্র-প্রতর্দ্দন-সম্বন্ধে কোন কোন টীকাকার উপরোক্ত গীতা বিচারানুসারে 'ইন্দ্র' নামক দেবের (দেবেন্দ্রের) উপাসনা বলিয়া অর্থ করেন কিন্তু তাহাতে প্রসঙ্গ বা প্রকরণ ভঙ্গ দোষ হয়। আকাশ প্রাণাদির ব্রহ্ম-পরত্ব প্রদর্শন করা যখন সূত্রের উদ্দেশ্য তখন ইন্দ্র বা কোন দেবের উপাসনা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? বেদান্ত গ্রন্থে 'ভূমা বা ব্রহ্মের' আলোচনারই বাহুল্য বিশেষতঃ ব্রহ্মলিঙ্গ বিচার কালে 'আত্মা' শব্দে ভূমা ব্যতিরেকে অন্য কিছু উপলব্ধ হইতে পারে না, অতএব ইন্দ্র-প্রতর্দ্দন-প্রকরণে প্রযুক্ত 'আত্মা শব্দ'ও ব্রহ্মবোধক। পুনরপি এ বিষয় আরও সুস্পষ্ট করিবার জন্য দেখাইতেছেন—'ইন্দ্র বলিয়াছেন মামায়ু রূপাসস্ব' অর্থাৎ 'আমি আয়ু আমাকে উপাসনা কর' এস্থলে আয়ু শব্দের প্রয়োগে 'প্রাণ' প্রতীত হয় কেন না উপনিষদে প্রয়োগ আছে 'যাবদস্মিন্ শরীরে প্রাণো বসতি তাবদায়ুঃ স এবঃ প্রাণঃ প্রজ্ঞাত্মা' অর্থাৎ—"যেঁ পর্য্যন্ত শরীরে 'প্রাণ' বাস করেন সেই পর্য্যন্ত আয়ু সেই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা" অতএব আয়ু বা প্রাণ শব্দ দ্বারা ইন্দ্র বা দেবকে না বুঝাইয়া 'ব্রহ্মকে' বুঝাইতেছে। 'প্রাণকে আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়গণ কার্য্য করিয়া থাকে'। এরূপ বাক্য ব্রহ্ম ভিন্ন দেবতা বাচক হইতে পারে না।

প্রমাণ বচন।

(১) অয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ
পঞ্চদশী।

(২) এষহ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি যমেভ্যো
লোকেভ্য উন্নিনীয়ত এষ লোকপাল
এষ লোকাধিপতি রেষ লোকেশঃ।
শ্রুতিঃ।

(৩) প্রাণোঽস্মিপ্রজ্ঞাত্মা ত্বং মামায়ুরমৃত
মুপাসস্ব।
শ্রুতিঃ।

(৪) যাবদস্মিন্ শরীরে প্রাণো বসতি তাবদায়ুঃ।
শ্রুতিঃ।

১অধ্যা—১পা—১১অধি—৩০সূ—৩০সা সং।

১১ অধিকরণ (চলিতেছে)।

উপক্রম—ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে "আমি আয়ু আমাকে উপাসনা কর" এ বাক্য দ্বারা পরমাত্মাকেই উপাসনা করিতে বলিয়াছেন এ বিষয় আরও বিশদ করিবার জন্য বলিতেছেন।

৩০সূ—শাস্ত্র-দৃষ্ট্যাতূপদেশোবামদেববৎ।

ব, অ, শাস্ত্র দৃষ্টি ('ব্রহ্মাস্মি' জ্ঞান) দ্বারা বামদেব ঋষির ন্যায় ইন্দ্র উক্ত রূপ বলিয়াছেন॥

ব্যা, বি,—শাস্ত্রে দৃষ্টিঃ তয়া শাস্ত্রদৃষ্ট্যা। শাস্ত্রে—তত্ত্বমসি মহাবাক্যে দৃষ্টিঃ=তাদাত্ম্যবুদ্ধিঃ। তু—অবধারণে * অর্থাৎ ইন্দ্র 'আত্মশব্দ'

---

* তু শব্দস্তু বিশেষে স্যাৎ স্বসিদ্ধান্তে হ্যবধারণে। ভাব চূড়ামণৌ।

প্রয়োগ দ্বারা পরমাত্মাকে বুঝাইয়াছেন' ইহাই বিশেষরূপে অবধারণ করিবার জন্য এ সূত্রের অবতারণা বলিয়া 'তু' প্রয়োগ করা হইয়াছে। উপদেশঃ ('ব্রহ্মাস্মি বুদ্ধ্যা 'আত্মোপদেশঃ') বামদেবঃ (নামা ঋষিঃ) তদ্বৎ 'ইন্দ্রঃ' প্রতর্দ্দনং 'মামায়ুরমৃতমুপাসস্ব' ইত্যেৎ যদুবাচ তত্তদেব ব্রহ্ম-পরত্বমিতি।

দীপিকা—শাস্ত্রস্য তত্ত্বমস্যাদেদৃ ষ্টিরর্থাবগতিঃ তয়া উপদেশোঽভিধানং বামদেববৎ যথা "বামদেবোহং মনুরভবম্" ইত্যাদ্যুক্তবান্ এবমিতি।

তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত আছে বামদেব নামা একজন ঋষি বিন্ধ্যাচলের অন্তর্ব্বর্ত্তী কোন একটী গুহায় বহুকাল একাগ্রচিত্তে 'পরমাত্মার' ধ্যানতৎপর ছিলেন। তাঁহার তপঃপ্রভাবে বিন্ধ্যাচল নিবাসী সকলেই তাঁহাকে মূর্ত্তিমান ব্রহ্মতেজের ন্যায় অবলোকন করিত। কিন্তু তিনি কোন শাস্ত্রালোচনা করিতেন না। নিকটে গিয়া কেহ কোন বিষয় প্রশ্ন করিলেও তিনি মৌন ভাবেই থাকিতেন কাহাকেও কিছুই বলিতেন না। তাঁহার সমভিব্যাহারে কেহ শিষ্যাদিও ছিল না। আহারীয় অন্বেষণের জন্য তিনি কখন লোকালয়ে যাইতেন না, কেবল যদৃচ্ছালব্ধ বন্য-ফল-মূল দ্বারা তাঁহার দেহযাত্রা নির্ব্বাহিত হইত। পূর্ব্বে তিনি অনেক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং ঋষি-আচরিত সকল বিষয়েই তিনি বিশেষরূপে অভ্যস্থ ছিলেন। পরিশেষে তিনি কেবল মুনি বৃত্তিমাত্র আশ্রয় করিয়াছিলেন। * বহুকাল এইরূপে গত হইলে তাঁহার একজন প্রিয়তম শিষ্য আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক যথাবিধানে তাঁহার সেবা পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন এবং প্রসন্নতালাভের জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতে লাগিলেন কিন্তু বামদেবের মৌনভাব সেইরূপ ভাবেই রহিল। একদা নিশীথকালে সমুপস্থিত অন্তেবাসীর মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য অতি সংগোপনে মধুর সম্ভাষণে বলিলেন "বৎস! বহুদিবস পরে তোমাকে দেখিলাম" 'বাম দেবোহং মনু-

* মুনি ও ঋষি ইহাঁদের মধ্যে পার্থক্য আছে,মুনিগণ মৌনব্রতাবলম্বী, ধ্যানশীল এবং কোনরূপ ক্রিয়া কর্ম্মের অধীন নহেন। ঋষিগণ বৈদিক ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান, পঞ্চ যজ্ঞ ও শিষ্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ঋষিগণের অনেকের পত্নী ও বালক

রভবম্'—'আমি বামদেব মনু'। * শিষ্য নানা দেশ নদ নদী গিরি উপবন তীর্থ ধাম ক্ষেত্রাদির যে যে স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহাদের প্রত্যেকের বিষয় বলিয়া পরিশেষে বলিলেন প্রভো! আপনার প্রশ্ন অনুসারে এতাবৎকালের বিবরণ কিছু বলিলাম কিন্তু আপনার শেষোক্ত বাক্যটীর অর্থবোধ করিতে পারি নাই আপনি অনুকম্পা করিয়া আমাকে সরলভাবে বুঝাইয়া দেন। বামদেব তাঁহার প্রিয়তম শিষ্যের তপঃপ্রভাব ও বুদ্ধিমত্তা অবগত হইয়া পুনরায় বলিলেন 'ব্রহ্মৈবাস্মি ব্রহ্মৈবাহং' অর্থাৎ অহং (আত্মা) ব্রহ্মৈব পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই চৈতন্য। অবিদ্যা দ্বারা জীব (১২ সূত্র দেখুন) সেই ঐক্য অনুভব করিতে পারে না। জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) দ্বারা অবিদ্যা তিরোহিতা হইলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব স্বতঃই অনুভূত হইয়া-থাকে। এইরূপ অনুভবের নাম মোক্ষ। মোক্ষ দ্বিবিধ, জ্ঞানজ ও সমাধিজ। সমাধিজ মোক্ষ আবার সবিকল্প-সমাধিজ মোক্ষ এবং নির্ব্বিকল্প-সমাধিজ-মোক্ষ। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞান হইলেই জীবের 'সংসার ভয়' নিবারিত হয় এই অবস্থাই মোক্ষ। ইহা জ্ঞানজ মোক্ষ। আর নিরন্তর শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা যে তাদাত্ম্য-বোধ তাহা সমাধিজ মোক্ষ। সমাধি সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্পক ভেদে দ্বিবিধ। ইন্দ্রিয়-ব্যাপার-সম্বলিত-সমাধিকে সবিকল্পক বলে, আর যে অবস্থায় অবস্থিত হইলে বাহ্য ব্যাপারে ইন্দ্রিয়গণ প্রধাবিত হইতে পারে না এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মা সুষুপ্তির ন্যায় একীভাব প্রাপ্ত হয় তাহা নির্ব্বিকল্পক সমাধি। এই অবস্থাই চরমাবস্থা। যোগ, তপঃ ধ্যান ধারণাদি সকলেরই পরিণাম নির্ব্বিকল্পক সমাধি। বামদেব এই নির্ব্বি-কল্পক সমাধি ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্যক্‌রূপে ব্রহ্মাববোধ জন্মিয়াছিল। এইজন্য তিনি বলিয়াছেন 'ব্রহ্মৈবাস্মি ব্রহ্মৈবাহং' অর্থাৎ 'সর্ব্বং

পত্ন্যাদিও থাকিত কিন্তু তাঁহাদিগকে গৃহস্থ বলা যাইতে পারে না। মুনিদিগের অনেক মৌনাবলম্বন করেন না। অনেক স্থলে এক ব্যক্তিতেও উভয় আখ্যা দেখিতে পাওয়া যায় যেমন বশিষ্ঠ ঋষি নারদ ঋষি আবার বশিষ্ঠ মুনি নারদ মুনি এইরূপ প্রয়োগও দেখা যায়। নারদ অকৃতদার ছিলেন তিনি বিণা সংযোগে ভগবদ্ গান করিয়া বেড়াইতেন।

* মুনিগণ রাত্রিকালে লোক সমাগম শূন্য সময়ে শিষ্যের সহিত কোন কোন বিশেষ তিথ্যাদিতে নিয়মিত আলাপ করিতে পারেন। শ্রৌতাধ্যায়ঃ আশ্বলায়ন-সূত্র—

খল্বিদং ব্রহ্ম' "আমি" "তুমি" "জীব" "জড়" "জগৎ" এ সকল কিছুই নহে, সমস্তই ব্রহ্ম। এই ভাবের নাম অদ্বয়-ব্রহ্ম-ভাব। এইভাবে অবস্থিত হইলে জীব আপনাকে ব্রহ্ম 'তন্ময়' অবলোকন করে। এইরূপ বোধের নাম 'তত্ত্বমসি বোধ' *। 'সোঽহং' ও 'তত্ত্বমসি' একার্থ প্রতিপাদক। বঙ্গার্থে 'সোঽহং' সেই আমি, তত্ত্বমসি—তৎ = সেই (পরমাত্মা) ত্বং = তুমি (জীবাত্মা), অসি = হও।—"সেই তুমি হও" অহং = আত্মা বলিলে সেই একই আত্মা, তুমি জীব ও তাঁহাতে প্রভেদ নাই।' পঞ্চদশী প্রণেতা সুবিখ্যাত ভারতী তীর্থ মহাবাক্য-বিবেক নামক পরিচ্ছেদে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি 'তাদৃক্ত্বং তদীর্য্যতে' ইত্যাদি বলিয়া অর্থ করিয়াছেন। অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের একত্ব বা তাদাত্ম্য তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের অর্থ।

এক্ষণে সূত্রার্থ দেখা যাউক। যাঁহারা ঐরূপ তত্ত্বমস্যাদির সম্যক্ প্রতীতি-দ্বারা তাদাত্ম্য অনুভব করিয়াছেন তাঁহারা (ভেদজ্ঞান না থাকায়) ব্রহ্ম ভাবাপন্ন। তাঁহারা 'অহং' প্রয়োগে 'আত্মা বা ব্রহ্ম' এতদ্রূপ উপলব্ধির কথা বলিয়াছেন। ইন্দ্রও প্রতর্দ্দনকে সেইরূপে 'আমাকে আয়ু (প্রাণ) জানিয়া উপাসনা কর' বলিলেও পরমাত্মাকে উপাসনা কর ইহারই উক্তি করিয়াছেন। আমি = ব্রহ্মার্থ। পূর্ব্বে ১২ সূত্রে (আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ) সূত্রে উক্ত হইয়াছে "মুক্তি উদ্ভিজ্জাদি পদার্থের ন্যায় জন্মে না অজ্ঞানাবরণ বিদূরিত হইলে তত্ত্ব-জ্ঞান বা মুক্তি স্বতঃই সঞ্জাত হয়"। সর্ব্ব ব্রহ্মময় ইত্যাকার অবরোধের নাম মোক্ষ। জীব যৎকালে পরমাত্মার তাদাত্ম্য অনুভব করেন তখন তিনি অভয় পদবী প্রাপ্ত হন কিন্তু পরমাত্মাতে কিঞ্চিন্মাত্র ভেদ অনুভব করিলে সংসার ভয় হইতে নিবৃত্তি পাইতে পারেন না। ফলতঃ তত্ত্বজ্ঞান নিষ্ঠালব্ধবস্তু 'তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ'। তন্নিষ্ঠ ব্যক্তি মোক্ষ প্রাপ্ত হন। তবে 'ক্রম মোক্ষ' 'জীবন্মুক্তি' ও 'নির্ব্বাণ' এই তিনটী অপবর্গ বা মোক্ষের প্রকার। 'ক্রমমোক্ষের' বিষয় ৪র্থ অধ্যায়ের ৩য় পাদের ১ম সূত্রে 'অর্চ্চিরাদিনা তৎ প্রথিতেঃ' সূত্রে সবিশেষ বিবৃত হইবে। গীতাতে ইহাকে শুক্লা-গতি বলে।

* বৈষ্ণবাচার্য্য রামনুজস্বামী ও শ্রীযুক্ত বলদেব বিদ্যাভূষণ তত্ত্বমসি, সোঽহং প্রভৃতি মহাবাক্যের ভিন্নার্থ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যেমন তৎপুত্র—তস্য পুত্র সেইরূপ তৎত্বং তস্য (ঈশ্বরস্য ত্বং)। অসি—(দাসোসি) যুক্তার্থে তস্য ত্বং দাসোসি। তুমি তাঁহার দাস হও এইরূপে সোঽহং। অর্থাৎ দাসোঽহং। দা অনুক্ত। আমি দাস।

সূর্য্যালোকাদি আশ্রয় করিয়া ক্রমে ব্রহ্মলোকে গতি অনন্তর কল্পাবসানে ব্রহ্মার সহিত মুক্তি ইহাকে ক্রমমোক্ষ বা ক্রম-মুক্তি বলে। জীবন্মুক্তি বেদান্ত মতে সবিকল্পক সমাধি ভাবকে প্রতীতি করে *। নির্ব্বাণ মোক্ষ অর্থে পরমাত্মায় জীবের লয়াবস্থা। অনেকে নির্ব্বাণ মোক্ষ স্বীকার করেন না। বৈষ্ণবগণ নির্ব্বাণ মোক্ষ এক বারেই প্রার্থনা করেন না তাঁহারা চলিত কথায় বলেন 'চিনি খাওয়া ভাল, চিনি হওয়া ভাল নয়'। তাঁহারা সালোক্য সামীপ্য, সাযুজ্য ও স্বারূপ্য এই চারি প্রকার মুক্তি স্বীকার করেন। মহাকাল সংহিতা নির্ব্বাণ মোক্ষবাদী। যাহা হউক প্রকরণ ভঙ্গ ভয়ে বিরত হওয়া যাউক। ইন্দ্র প্রতর্দ্দন উভয়েই মোক্ষ প্রাপ্ত। তাঁহাদের ভেদ ভাব নাই। সুতরাং 'আমি' প্রয়োগ করিলেও তদ্দ্বারা 'পরমাত্মাকেই উপলব্ধি করিতে হইবে। পঞ্চদশীর তৃপ্তিদীপ প্রকরণে 'অহং' শব্দের তিন প্রকার অর্থ করিয়াছেন। "ত্রিবিধোঽহমঃ" অর্থাৎ 'অহং' শব্দের ত্রিবিধ অর্থ,—একটী মুখ্যার্থ একটী গৌণার্থ এবং আর একটী মুখ্য গৌণার্থ। 'অহং গচ্ছামি' এ বাক্যে 'আমি' বলিলে 'আত্মা' বা 'ব্রহ্ম' অর্থ উপলব্ধ হয় না এ স্থলে 'আমি' অর্থে কোন ব্যক্তি (গৌণ বা জীব) কিন্তু 'সোঽহং' প্রয়োগ করিলে 'অহং' (মুখ্য) অর্থে 'আত্মা'। ব্যাকরণ বিচারে 'গৌণ অহং' বিভক্তি ও বচন ভেদে রূপান্তরিত হইয়া থাকে যথা—আমি বা আমরা বা আমাদ্বারা ইত্যাদি কিন্তু 'অহং' যাহা 'আত্মা' বাচক তাহার বিভক্তি বা বচন ভেদে রূপান্তর হয় না। তাহা অব্যয় ও মুখ্য। আর যে সকল প্রয়োগ 'ব্যক্তি' ও 'ব্রহ্ম' উভয়েরই বোধক তাহাদিগকে মুখ্য-গৌণ প্রয়োগ বলা যায়। উপনিষদের যে যে স্থলে ইন্দ্র আপনাকে 'অহং' আমি ইন্দ্র নামা দেব বলিয়া উক্তি করিয়াছেন সে সে স্থলে 'গৌণ' প্রয়োগ যথা 'ইন্দ্র' বলিয়াছেন—আমি ত্বষ্টৃ-পুত্র বিশ্বরূপকে বধ করিয়াছি এরূপ প্রয়োগ "অহং" (আমি) বলিতে "আত্মা" উপলব্ধ হয় না। অবশ্য ঐরূপ উক্তি দ্বারা 'ইন্দ্র নামক দেবেরই আত্ম-প্রশংসা বা দেবাভিমান অভিব্যক্ত হইতেছে। কিন্তু তিনি যখন 'প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা'—'আমি প্রাণ' বলিয়া উক্তি করিয়াছেন তখন 'আমি' (অহং) প্রয়োগ 'আত্মা' অর্থে। সুতরাং 'অহং শব্দে কোন স্থলে ইন্দ্র

* সাখ্যং দর্শনে 'জীবন্মুক্তি'—স্বকীয় সূক্ষ্ম শরীরের (Astral body) মুক্তি বা যদৃচ্ছ ভাবে বিহার। অবধূতগণ এমতে অনেক জীবন্মুক্ত পুরুষ বিশ্বাস করেন।

নামক দেব এবং কোন স্থলে 'আত্মা' উভয় রূপ প্রয়োগ দেখা যইতেছে। এজন্য এরূপ 'অহং' শব্দের প্রয়োগ মুখ্য-গৌণার্থ। এইরূপে 'বামদেবোহং' প্রয়োগ আত্মা অর্থে। শ্রীকৃষ্ণ ধনঞ্জয়কে অনেক স্থলে 'অহং' আত্মা অর্থে 'মন্মনা ভব মদ্ভক্ত' ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছেন। 'অহং হি সর্ব্ব ভুতানাং প্রভবঃ প্রলয় স্তথা, মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়" এ প্রয়োগেও 'অহং' ও 'মত্তঃ' 'আত্মা' অর্থে প্রতীতি করিতে হইবে। কিন্তু 'ওঁমিত্যেকা-ক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরণ্ মামনুস্মরণ্' এ বাক্যে 'মাম্' প্রয়োগ মুখ্য-গৌণার্থ। ইহাতে অহং 'আত্মা' অর্থও উপলব্ধ হয় এবং আচার্য্য বোধে আমাকে (কৃষ্ণকে) এ অর্থ ও উপলব্ধ হইতেছে। অতএব ইহা মুখ্য-গৌণ প্রয়োগ। আবার কৃষ্ণ যখন বলিতেছেন "দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্, ময়া হতাং স্তানপি যোধবীর যুদ্ধস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্।" দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ ও অন্যান্য বীরগণকে 'আমি' হত করিয়া রাখিয়াছি জানিবে তুমি যুদ্ধ করিয়া শত্রুগণকে পরাজিত কর। এ দৃষ্টান্তে "বীরগণকে 'আমি' হত করিয়াছি" এ "আমি" আত্মা বোধক নহে। আমি (ধনঞ্জয় সহায়) শ্রীকৃষ্ণ। এ স্থলে 'অহং' প্রয়োগ গৌণার্থ। যাহা হউক 'ইন্দ্র' প্রতর্দ্দনকে মুখ্যার্থে (ব্রহ্ম) 'আমি প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা'—অহং (আমি) প্রয়োগ করিয়াছেন। এজন্য 'প্রাণ' 'প্রজ্ঞাত্মা' 'শব্দ' 'ব্রহ্মপর' ইহা 'ইন্দ্র' নামা দেববোধক নহে।

প্রমাণ বচন।

(১) আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি
কুতশ্চন।

পঞ্চদশী।

(২) আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াৎ অয়মীস্মিত পুরুষঃ,
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীর মনুসংজরেৎ।

তৃপ্তিদীপঃ—পঞ্চদশী।

(৩) তত্র ক শোকঃ কঃ মোহঃ একত্ব মনুপশ্যতঃ।
পঞ্চদশী।

(৪) মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গ-বর্জ্জিতঃ
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।
গীতা।

(৫) তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্ব্বকং
দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।
গীতা॥

(৬) স্বাপ্যয়-সংপত্ত্য-রণ্যতরাপেক্ষ মাবিষ্কৃতং হি।
বেদান্ত-সূত্র ৪র্থ অধ্যায়।

১অধ্যা ১পা—১১ অধি—৩১সূ—৩১ সা সং।

১১ অধিকরণ (চলিতেছে)।

উপক্রম—এ সূত্রের আশঙ্কা এই যে—যদি প্রাণশব্দ ব্রহ্ম হয় তাহা হইলে উপনিষদে ত্রিবিধ উপাসনার প্রয়োগ দেখা যায় কেন? যখন ত্রৈবিধ্য উপসনাতে প্রাণ উপাসনা ও ব্রহ্মোপাসনা ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগ থাকা দৃষ্ট হয় তখন প্রাণোপাসনা কিরূপে পরমাত্মার উপাসনা? এই সংশয় নিবারণ জন্য সূত্র।

৩১ সূ—জীব-মুখ্য-প্রাণ-লিঙ্গান্নেতি চেন্নো-পাসাত্রৈবিধ্যাশ্রিতত্বাদিহতদ্‌যোগাৎ।

ব, অ,—জীব মুখ্য (আত্মা) ও প্রাণ ত্রিবিধ উপাসনার উল্লেখ থাকিলেও তদ্যোগ (ব্রহ্মলিঙ্গ) হেতু প্রাণোপাসনা শব্দে পরমাত্মার উপাসনা বুঝিতে হইবে।

ব্যা, বি,—জীবস্য মুখ্য প্রাণস্য তয়োর্লিঙ্গং তস্মাৎ ন (প্রাণ-শব্দো ব্রহ্মপরঃ, ইতিচেৎ যদি আশঙ্ক্যতে ন, নৈতৎ আশঙ্কনীয়ং, যতঃ উপাসাত্রৈবিধ্যং উপাসা—উপাসনং, ত্রিস্রোবিধা যস্যাঃ সা ত্রিবিধা, ত্রিবিধায়াঃ ভাব ত্রৈবিধ্যং আশ্রিতত্বাৎপ্রাণ ইতি, ব্রহ্মণি স্বীকারাৎ। ইহ ইন্দ্র-প্রতর্দ্দন প্রকরণে কোষিকিব্রাহ্মণে তল্লিঙ্গাৎ তদেযোগাৎ প্রাণ শব্দঃ ব্রহ্মপরঃ ব্রহ্ম-লিঙ্গানাং যোগাৎ বিদ্যমানত্বাৎ, নতু ইন্দ্রস্যাত্মন উপাসন-মিতি যাবৎ।

দীপিকা—জীবস্য মুখ্যপ্রাণস্য তয়োর্লিঙ্গং 'বক্তারং বিদ্যাৎ' ইতি জীবস্য, "প্রাণএব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্য" ইত্যাদি প্রাণস্য, তস্মাৎ ন পরমাত্মন এব গ্রহণমিতি চেদেবং যদিতন্ন উপাস্য ত্রিবিধ্যং উপাসনমুপাসা ত্রিস্রোর্বিধাঃ যস্যা সা ত্রিবিধা তস্যাঃ ভাব-ত্রৈবিধ্যং উপাসাত্রৈবিধ্যং তস্মাৎ জীবমুখ্য-প্রাণ-গ্রহণে বাক্যভেদঃ স্যাৎ ন ব্রহ্ম গ্রহণং ইত্যর্থঃ প্রাণশব্দঃ কথং ব্রহ্মনীত্যত আহ আশ্রিতত্বাৎ অন্যত্রাপি 'প্রাণ ইতি হোবাচে'ত্যাদৌ ব্রহ্মণিচ স্বীকারাৎ তত্তল্লিঙ্গাদিতিচেৎ তত্রাহ ইহ তদ্যোগাৎ ইতি ইহ অস্মিন্নধ্যায়ে তেষাং লিঙ্গানাং যোগাৎ বিদ্যমানত্বাৎ তত্রাচার্য্যৈকদেশে যস্তু এবং ব্যাচক্ষতে জীবমুখ্য প্রাণ-লিঙ্গৈশ্চ ব্রহ্মণ এব উপাসায়াত্রিবিধ্যং বিবক্ষিতমুক্তং তথাপি জীবব্রহ্মদেবতামুখ্যপ্রাণানাং লিঙ্গং সন্নি-পাতে ব্রহ্মলিঙ্গং বলীয়ঃ, ইতি তেনোক্তং যদ্যপ্যন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ

ইত্যত্রৈতদপ্যুক্তং তথাপ্যত্রৈব কার্য্যকারণধর্ম্ময়োঃ সন্নিপাতে কারণমেবাশ্রয়মিতি বিশেষঃ।

ইতি সূত্র দীপিকায়াং পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যানন্দাত্মপূজ্যপাদ শিষ্যস্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীমচ্ছঙ্করানন্দ ভগবতঃ কৃতৌ সমন্বয়াখ্যস্য প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ।

তাৎপর্য্য—যদি বল প্রাণশব্দ ব্রহ্মপর নয় কেননা প্রাণশব্দ ব্রহ্মপর হইলে ত্রিবিধ উপাসনার ভিন্নতা হইত না। যথা জীবোপাসনা, প্রাণোপাসনা ও ব্রহ্মোপসনা কিন্তু তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। জ্ঞানশক্তির আশ্রয় বুদ্ধি এবং ক্রিয়া শক্তির আশ্রয় প্রাণ এতদুভয়ই প্রত্যগাত্মার (পরমাত্মা) উপাধি মাত্র। উক্ত উপাধিদ্বয় ত্যাগ হইলে কোন প্রভেদ থাকে না। প্রাণকে 'উক্থ' বলিয়া কথিত আছে সেও পরমাত্মারই উপাসনা। প্রাণকে প্রজ্ঞাত্মা বলে। প্রজ্ঞাত্মা শব্দের অর্থ জীবও উপলব্ধ হয়। প্রাণ, জীব বা প্রজ্ঞাত্মা এক, অভিন্ন পদার্থ। তত্ত্বমসি মহাবাক্য বিচারে প্রজ্ঞাত্মা ও পরমাত্মা এক ও অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা (জীব) ও পরমাত্মা এই তিনের কোন পার্থক্য নাই। প্রাণ শব্দের প্রয়োগে পরমাত্মারই উপাসনার বিষয় কথিত হইয়াছে। একই চৈতন্য পরমাত্মা, প্রজ্ঞাত্মা-প্রাণাত্মা (সূত্রাত্মা) ইত্যাদি নাম প্রাপ্ত হন। বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত চৈতন্য জীব শব্দবাচ্য *। বুদ্ধিতে জীব চৈতন্যের প্রকাশ হইয়া থাকে। প্রাণকে প্রজ্ঞাত্মা বলে। প্রজ্ঞার দশ মাত্রা আছে তাহাদিগকে 'প্রজ্ঞামাত্রা' বলে। এই দশ "প্রজ্ঞামাত্রা" দ্বারা বিষয় জ্ঞান লাভ হয়। এই জন্যই প্রজ্ঞা (প্র+জ্ঞা) মাত্রা সংজ্ঞা ইহাদের অপর নাম মাত্রাস্পর্শ। দশ প্রজ্ঞা-মাত্রা—যথা চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসনা ও ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও তাহাদের পঞ্চ বিষয় বা উৎপাদিত জ্ঞান—দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদ ও স্পর্শ এই পঞ্চ প্রজ্ঞামাত্রা। কিন্তু শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও

* খাদিত্য দীপিতেকুড্যে দর্পণাদিত্য দীপ্তিবৎ।
কূটস্থ-ভাসিতো দেহো ধীস্থজীবেন ভাস্যতে—পঞ্চদশী।

খ অর্থাৎ আকাশ-সূর্য্যালোকিত-ভিত্তিতে পতিত সূর্য্যালোকের উপরে দর্পণ-প্রতিবিম্বিত সূর্য্যকিরণের ন্যায় বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত জীবাত্মা কূটস্থভাসিত দেহকে দ্বিগুণ প্রকাশিত করে।

পৃথিবী এই দশটীর নাম ভূতমাত্রা। পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত চৈতন্য বা জীবের দশ ভূতমাত্রা ও দশ অধিপ্রজ্ঞ বা প্রজ্ঞামাত্রা আছে। প্রজ্ঞামাত্রা সকল ভূত মাত্রার সাপেক্ষ। ভূতমাত্রা সকল প্রজ্ঞামাত্রায় এবং প্রজ্ঞামাত্রা সকল "প্রাণে" প্রকল্পিত আছে। এই প্রাণ শব্দ প্রজ্ঞাত্মাবাচক ও পরমাত্মাবাচক। "ভূতমাত্রা" যখন "প্রজ্ঞামাত্রায় কল্পিত আছে তখন পৃথক নহে—প্রজ্ঞামাত্রা বা প্রাণ বা ব্রহ্ম পৃথক্ নহে। অপর "মনোময়ঃ প্রাণ শরীরঃ" এশ্রুতি দ্বারা পরামাত্মা মনোময় ও প্রাণশরীর উপপন্ন হইতেছেন। অতএব এক্ষণে ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে "প্রাণ শরীরকে উথাপিত করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন" এ বাক্য বলায় "প্রাণ" শব্দের ব্রহ্মার্থ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইতেছে। প্রাণোপাসনা শব্দে পরমাত্মার উপাসনা। তবে ব্রহ্ম তিন ভাবে অনুভূত হন ও তিনভাবে উপাস্য হন। তিন ভাব যথা—প্রাণলিঙ্গ, প্রজ্ঞালিঙ্গ ও ব্রহ্মলিঙ্গ। সূত্রের জীব শব্দে প্রজ্ঞা ও মুখ্য শব্দে ব্রহ্ম। জীব মুখ্য-প্রাণ এই ত্রিবিধ ব্রহ্মলিঙ্গ হইলেও একার্থ বোধক।

প্রমাণ বচন।

(১) ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্তোজীবতিকশ্চন
ইতরেন তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ।

(২) বাগেবাস্যা একমঙ্গমদূদুহত্তস্যৈনাম পরস্তাৎ
প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রা প্রজ্ঞয়াবাচং সমারুহ্য
বাচা সর্ব্বাণি নামানি প্রাপ্নোতি ইতি প্রজ্ঞা-
ধর্ম্মাণি।

(৩) কোষেষু পঞ্চস্বু বিরাজমানা বুদ্ধির্ভবানী প্রতিদেহ গেহং
সাক্ষী শিবঃ সর্ব্ব গতান্তরাত্মাসাকাশিকাহং নিজ বোধরূপা।
শঙ্করাচার্য্যঃ—যতিপঞ্চকঃ।

(৪) এক এবহি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জল চন্দ্রবৎ।
শঙ্করাচার্য্যঃ।

(৫) জীবস্য বুদ্ধিশব্দব্যাচ্যান্তঃকরণ পরিণামোপাধিক-
পরিণামশ্রবণাৎ তত্র পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ।

বেদান্ত পরিভাষা—বিষয়-পরিচ্ছেদঃ।

(৬) একমেবাদ্বিতীয়ংসৎ নামরূপ বিবর্জ্জিতং।
স্রষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যস্য তাদৃক্‌ত্বং তদীর্য্যতে।

পঞ্চদশী।

১১ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

প্রাণোস্মীত্যত্র বায্বিন্দ্র জীব ব্রহ্মসু সংশয়ঃ।
ব্রহ্মণোঽনেক লিঙ্গানি তানি সিদ্ধান্যনন্যথা।

অধিকরণের মীমাংসা।

অন্যেষামন্যথা সিদ্ধের্ব্যুৎপাদ্যং ব্রহ্ম নেতরৎ।
চতুর্ণাং লিঙ্গসদ্ভাবাৎ পূর্ব্বপক্ষ স্ত্বনিনির্ণয়ঃ।

ইতি শ্রীমহর্ষি-কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-প্রণীত-শারীরক-বেদান্ত-ব্রহ্মসূত্রে সমন্বয় নামক প্রথমাধ্যায়ে স্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গ-বিচার নামক প্রথমপাদ সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায়ের-প্রথমপাদের মন্তব্য।

প্রথম অধিকরণে—বেদান্ত শাস্ত্রের অধিকারীর বিচার করিয়াছেন এবং 'অতঃ' শব্দদ্বারা হেতু বা প্রয়োজনও সংক্ষেপে উক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে বেদান্তের বিষয় কি? ইহাই বিচারিত হই-তেছে ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র বিরোচিতা 'বেদান্তপরিভাষা' গ্রন্থে ৭ম পরি-চ্ছেদে—বিষয়পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন "সর্ব্বং প্রমাণাবিরুদ্ধং শ্রুতি

স্মৃতীহাস-পুরাণ-প্রতিপাদ্যং জীব-পরৈক্যং বেদান্ত শাস্ত্রস্য বিষয় ইতি সিদ্ধং” অর্থাৎ জীব ও পরমাত্মার ঐক্য প্রতিপাদনই বেদান্ত শস্ত্রের বিষয়। কি শ্রুতি কি স্মৃতি কি পুরাণ কি ইতিহাস সকল শাস্ত্রই অবিরোধে এই বিষয় স্বীকার করেন। তত্বস্ত বাদরায়ণঃ, পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য স্বামী বেদান্ত দর্শনের মুখবন্ধে জীব-পরৈক্য তত্ত্বমসি মহাবাক্য দ্বারা সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা অধ্যাস ভাষ্য বলিয়া খ্যাত। গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে ভাষ্য ও তাহার অনুবাদ দেওয়া হইল না। বিশেষতঃ বেদান্তের সূত্র ও দীপিকাবৃত্তি প্রকাশ করা আমাদের উদ্দেশ্য। তবে তিন চারি খানি ‘ভাষ্য’ অবলম্বন করিয়া সূত্রের তাৎপর্য্য দেওয়া হইতেছে। অন্যান্য ভাষ্যকারগণ ‘অধ্যাস বাদ’ নামে কোন প্রকরণ লিখেন নাই। এ অধ্যাস বাদের দুরূহত্বই বেদান্ত-সূত্র শিক্ষার বিরোধী। ইহার ভাষা ও অর্থ উভয়ই দুরূহ সুতরাং বিদ্যার্থী বহুকষ্টে ও আয়াসে সূত্রের নিকটবর্ত্তী হইতে না হইতেই পাঠ সমাপ্তি করিয়া থাকেন। যাহাহউক ‘অধ্যাস ভাষ্য’ অতি উৎকৃষ্ট ও সারগর্ভ। ইহাদ্বারা শঙ্করাচার্য্য তত্ত্বমসি ও সোঽহং ইত্যাদি মহাবাক্য সকলের বিচার করিয়া বেদান্ত শাস্ত্রের বিষয় জীব-ব্রহ্মৈক্য নির্ণীত করিয়াছেন। (৩০ সূত্রে) জীব-ব্রহ্মৈক্য সবিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। ‘সোঽয়ং দেবদত্তঃ’ এই বাক্যটীর মধ্যে সঃ, অয়ং ও দেবদত্তঃ এই তিনটী পদের প্রয়োগ আছে। স = সেই, অয়ং = এই এবং দেবদত্ত (একব্যক্তি) তবে এই তিন পদের প্রয়োগ থাকায় তিন ব্যক্তিকে উপলব্ধি করুক ? না, তিনটী ব্যক্তিকে না বুঝাইয়া একব্যক্তিকে (দেবদত্তকে) বুঝাইয়া থাকে। তবে ‘সেই’ ও ‘এই’ এশব্দদ্বয়ও ‘দেবদত্তকে’ পরিচয় করিয়া দিতেছে। ইহারা দেবদত্তের পরিচায়ক বিশেষণ মাত্র, অর্থাৎ সেই = পূর্ব্বের পরিচিত (দেবদত্ত) এবং এই = সমুপস্থিত (দেবদত্ত) কিন্তু সেই (সঃ) তদ্ শব্দ এবং এই (অয়ং) ইদম্

শব্দ তথাপি এতদুভয় শব্দই এক দেবদত্ত নামা ব্যক্তিকে বুঝায় ও উপলব্ধ করাইয়া থাকে। তত্ত্বমসি মহাবাক্যের অর্থও এইরূপ অদ্বয়ানন্দ ব্রহ্মবোধক। যেমন 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' ইহার মধ্যে সেই এই, দেবদত্ত এই তিনপদের প্রয়োগ থাকিলেও এক ব্যক্তিকে বুঝাইয়া থাকে সেইরূপ তৎ (সেই) ত্বং (তুমি) ও অসি (হও) 'সেই, তুমি হও' এই পদত্রয় একই পরমাত্মা বোধক। সেই = পরমাত্মা, তুমি জীবাত্মা। তুমিই পরমাত্মা এ বাক্য প্রয়োগে দুই আত্মা বোধ হয় না, যথা 'দশ-বদন নিধনকারী তুমিই রামচন্দ্র' এ দৃষ্টান্তে তিনটী পৃথক্ পৃথক্ পদের প্রয়োগ থাকিলেও এবং 'তুমি' (মধ্যম পুরুষ) হইলেও একই রামচন্দ্রকে বুঝাইয়া থাকে*। উদ্দেশ্য, বিধেয়, প্রকৃতি, বিকৃতি প্রভৃতি স্থলে ভিন্ন পদ সকল একার্থে সমীচিত হয়। 'সোঽহং বাক্যও এইরূপ 'সংযুক্ত পদ'। সঃ, অহং ইহার দুইটী পদ। সংযুক্ত পদ সকল দুই বা ততোধিক পদের যোগে নিষ্পন্ন হইয়া একপদ হয় ও একার্থ প্রতিপাদন করে। সমাসের নিয়মানুসারে একপদীকরণ করিতে গেলে মধ্যের বিভক্তি সকল লুপ্ত হইয়া থাকে *। কিন্তু 'তত্ত্বমসি' 'সোঽহং' ইত্যাদি স্থলে সঃ ত্বং, তৎ,অহং ইত্যাদির বিভক্তি ও স্বরূপ পূর্ব্ববৎ স্থির রহিয়াছে। 'অসি' ক্রিয়া পদও একীভূত হইয়া 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য দ্বারা এক ব্রহ্মেরই উপলব্ধি করাইয়া দেয়। তত্ত্বমসি = 'ব্রহ্ম'। 'সোঽহং' এইরূপে সংযুক্ত পদ ইহাও 'তিনি' বা 'আমি' কোন পুরুষকে না বুঝাইয়া 'ব্রহ্মকে' বুঝাইয়া থাকে। সঃ অর্থে অব্যক্ত পুরুষ। পঞ্চদশী গ্রন্থে উক্ত আছে—

"একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ নাম-রূপ-বিবর্জ্জিতং
সৃষ্টেঃ পুরাঽধুনাপ্যস্য তাদৃক্ত্বং তদীর্য্যতে।"

জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল এক অদ্বিতীয় অব্যক্ত পুরুষ ছিলেন।

---

* ব্যাকরণ নিয়মানুসারেও অনেকানেক পদের সমাসে একীকরণ কালে মধ্য-বিভক্তি লোপ হয় না। যথা অসূর্য্যম্পশ্যারূপা এ শব্দে সূর্য্যং বিভক্ত্যন্ত (২য়া বিভক্তি) পশ্য ক্রিয়াও একীভূত হইয়াছে। এইরূপ কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ়তা ইত্যাদি।

"তিনি সংকল্প করিয়া জগতের সৃষ্টি বিধান করিয়াছেন। ইহারই নাম দ্বৈত। পরিশেষে সমস্তই আপনাতে উপসংহৃত করিয়া সেই অব্যক্ত পুরুষই থাকিবেন তিনি অদ্বৈত। এ বিষয়ের পঞ্চদশীতে প্রমাণ আছে যথা—

"ভূতোৎপত্তেঃ পুরাভূমা ত্রিপুটী দ্বৈতবর্জ্জনাৎ
জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞানরূপা ত্রিপুটি প্রলয়ে হি ন।"

ভূতগণের উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র 'ভূমা' বা ব্রহ্ম ছিলেন তখন ত্রিপুটী বা দ্বৈত ছিলনা। ত্রিপুটী (জ্ঞাতৃ, জ্ঞেয়, জ্ঞান)। এবং প্রলয়েও ত্রিপুটী থাকিবে না। আদিমধ্যান্ত ত্রিকালেই এক অদ্বিতীয় ভূমা ব্রহ্ম। বেদান্তে ইহারই বিচার। অধ্যাস ভাষ্যে 'যুস্মদ্' (তুমি) 'অস্মদ্' (আমি জীবাখ্য) 'ইদং' (এই) ইত্যাদি যাবতীয় পরমাত্মাতে অধ্যাস বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বিষয় বিষয়ী সম্বন্ধ তুমি ও আমি প্রয়োগ সমস্তই অধ্যাস। কেন না জীব বা দেহ আমি বা তুমি, বিষয় বা বিষয়ী সমস্ত কিছুই নহে, 'ব্রহ্মৈব নিত্যং অতোঽন্যৎ অখিলমনিত্যমিতি'। ব্রহ্ম-বিচারণা ব্যতিরেকে 'সৎ-সঙ্গতি-দর্শন-বিচার-তোষাঃ, 'অবিদ্যা বা ভ্রান্তি-মূলক অজ্ঞানবৃত্তি সম্ভূত অধ্যাস * নিবারিত হয় না এবং যাবৎ

* শঙ্করাচার্য্য স্বামী যদিও অদ্বৈত-বাদ দৃঢ়তর করিবার মানসে বা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত অধ্যাস ভাষ্য লিখিয়াছেন তথাপি শঙ্কর-দিগ্বিজয় গ্রন্থে দেখা যায় কাশীক্ষেত্রে যৎকালে মহাদেব তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন তখন মহাদেবের প্রতি স্তব করিবার সময় তিনি বলিয়াছেন "হে মহাদেব! দেহ বুদ্ধিতে আমি তোমার দাস জীব বুদ্ধিতে অংশ এবং আত্মা বোধে অভিন্ন" ফলতঃ অল্প বয়সেই তাঁহার অভিন্ন-বোধ জন্মে। তাহার সমদর্শিত্বের প্রমাণ যে তিনি বলিয়াছেন—

"জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু স্ফুটতরা বা সম্বিদুজ্জৃম্ভতে, যা ব্রহ্মাদি পিপীলিকান্ততনুষু প্রোক্তা জগৎসাক্ষিণী, নৈবাহং নচ দৃশ্যবস্ত্বিতি দৃঢ়া প্রজ্ঞাপি যস্যাস্তিচেৎ, চণ্ডালেষু দ্বিজেষু সন্তু গুরু রিত্যেষা মনীষা মম।

শঙ্কর বিজয়ঃ।

অধ্যাসের নিবারণ না হয় তাবৎ তত্ত্বজ্ঞান জন্মে না। এই জন্য আচার্য্যস্বামী অধ্যাস বিচার করিয়া সূত্রারম্ভ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধিকরণে—পরমাত্মার তটস্থ লক্ষণ বিচার করিয়াছেন। তটস্থ লক্ষণ যথা 'তাল পুষ্করিণী' শব্দ ইত্যাদি। কোন পুষ্করিণীর তটে তাল বৃক্ষ আছে যা ছিল সেই লক্ষণ অনুসারে অর্থাৎ পুষ্করিণার তটস্থিত তাল বৃক্ষ লক্ষণানুসারে যেমন পুষ্করিণীর নাম তাল পুষ্করিণী বা তালপুকুর হয় সেইরূপ জন্মাদি লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মের অবধারণকে তটস্থ লক্ষণ বলা যায়। তটস্থ লক্ষণ দ্বারা আংশিকী প্রতীতি জন্মে। "তালপুকুর" শব্দে তটের স্থানীয় তাল বৃক্ষ মাত্র বোধ হয় কিন্তু পুষ্করিণীর জল কেমন? ঘাট কেমন? ইত্যাদি অন্যান্য পরিচয় কিছুই পাওয়া যায় না, 'জন্মাদি' লক্ষণ দ্বারা কেবল পরমাত্মার জগৎ-কারণত্ব মাত্র উপলব্ধ হয়। এই জন্য 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' প্রভৃতি সূত্রের আবশ্যকতা, কেন না পরমাত্মা কেবল কারণ নন তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও আনন্দময়। যদ্দ্বারা পরমাত্মার পূর্ণ প্রতীতি হয় তাহাকে 'স্বরূপ লক্ষণ' বলে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ 'সচ্চিদানন্দ'—সৎ = ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালে যিনি বর্ত্তমান, যিনি জগৎ কারণ, চিৎ = চৈতন্যময়, অন্তর্য্যামি, সর্ব্বজ্ঞ এবং আনন্দ = আনন্দময়, পূর্ণ।

তৃতীয় অধিকরণে—পরমাত্মার সর্ব্বজ্ঞত্ব বিচার করিয়াছেন। বেদান্ত-পরিভাষা গ্রন্থের আগম-পরিচ্ছেদে ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র লিখিয়াছেন—"তত্র বেদানাং নিত্যসর্ব্বজ্ঞপরমেশ্বরপ্রণীতত্বেন প্রামাণ্যমিতি নৈয়ায়িকাঃ। বেদানাং নিত্যত্বেন নিরস্তসমস্তপুংদূষণতয়া প্রামাণ্যমিতি অধ্বরমীমাংসকাঃ। অস্মাকং (বেদান্তবাদিনাং) মতে বেদঃ অনিত্যঃ উৎপত্তিমত্ত্বাৎ উৎপত্তিমত্ত্বঞ্চ অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিত মেতৎ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ ইত্যাদি।

ভারতাদীনান্তু সজাতীয়োচ্চারণমনপেক্ষৈবোচ্চারণ মিতি
তেষাং পৌরুষেয়ত্বং। এবং পৌরুষেয়াপৌরুষেয়ভেদেন
দ্বিবিধ আগমো নিরূপিতঃ॥

আগম পরিচ্ছেদ—বেদান্ত পরিভাষা।

ইহার অর্থ—নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ বেদকে সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর-প্রণীতত্ব হেতু প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন এবং অপর মীমাংসকগণও বেদের নিত্যত্ব বিশ্বাস করেন কিন্তু আমাদের মতে বেদ অনিত্য কেননা শ্রুতিতে বেদের নিশ্বসিতের ন্যায় অবলীলাক্রমে উৎপত্তি হওয়ায় ইহা উৎপন্ন বস্তু। সুতরাং বেদের ত্রিক্ষণাবস্থায়িত্ব হইতে পারে না। বেদ 'পৌরুষেয়' ও 'অপৌরুষেয়' বলিয়া উভয়রূপে উক্ত আছে। বেদান্ত সূত্রের অনুক্রমণিকায় 'বেদ' শব্দের চারিটী অর্থ উল্লিখিত হইয়াছে। বিদ্ ধাতুর সত্তার্থে বেদ "বিদ্যতে বিদ্-সত্ত্বায়াং" যাহা আছে বা নিত্য ইহা অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন ব্যক্তি হইতে উদ্ভূত নহে। শাস্ত্রযোনিত্বাৎ সূত্রের দ্বিতীয় বর্ণকে দেখা যায় শাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মকে পাওয়া যায় সেই স্থলে অপৌরুষেয় আগমকে বুঝিতে হইবে। ভারতাদিকে পৌরুষেয় আগম বলে ইহাদের উৎপত্তি পুরুষাধীন পুরুষো-চ্চার্য্যমাণত্বহেতু ইহাদিগকে পৌরুষেয় বলা যায়। পরমেশ্বর বিয়দাদির ন্যায় বেদের সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা বলিলে পৌরুষেয় ভাব।

চতুর্থ অধিকরণে—কর্ম্মবাদ নিরস্ত হইয়াছে বলিয়া 'কর্ম্ম' পরিত্যাগ করিতে হইবে তাহা নহে। তবে এ অধিকরণে কর্ম্মবাদ হইতে জ্ঞানবাদকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া শাস্ত্রের লক্ষ্য ব্রহ্ম তাহাই বিশেষ-রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন মাত্র। কেননা যখন ঈশ্বরকে প্রসন্ন করিবার জন্য লোকে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে তখন কর্ম্মেরও লক্ষ্য ব্রহ্ম। শাস্ত্রের লক্ষ্য 'কর্ম্ম' হইলেও ব্রহ্ম সকলের লক্ষ্য। বেদান্ত জ্ঞান শাস্ত্র সুতরাং কর্ম্মবাদ ইহাতে প্রয়োজনীয় নহে। ব্যাসদেব নানা শাস্ত্রে নানা স্থানে কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়েরই সমালোচনা করিয়াছেন। গীতাশাস্ত্রে

উল্লিখিত আছে 'সর্ব্বংজ্ঞানপ্লবেনৈব বিজৃনং সন্তরিষ্যসি' 'জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা 'জ্ঞান'ই চরম তাহাই সপ্রমাণ করিতেছেন। গীতা কেবল জ্ঞানশাস্ত্র নহে; এ শাস্ত্রে কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি (যাহারা মোক্ষ সাধনের মূলীভূত বলিয়া ব্যাখ্যাত) চারিটীই সমভাবে সমালোচিত হইয়াছে। সাধকদিগের মধ্যে কেহ কর্ম্মী, কেহ যোগী, কেহ জ্ঞানী ও কেহ ভক্তিমান্। বেদান্ত মতে কর্ম্ম, যোগ ও ভক্তি কেবল জ্ঞানের নিমিত্ত। জ্ঞান হইলে আর উহাদের প্রয়োজন হয় না।

"নাবার্থী তু ভবেৎ তাবৎ যাবৎ পারং ন গচ্ছতি,
উত্তীর্ণেতু সরিৎপারে নাবা কিংবা প্রয়োজনং।"

যেমন পারে উত্তীর্ণ হইলে আর নৌকার প্রয়োজন থাকে না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে আর অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা থাকে না। গীতাতে উক্ত আছে।

"যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কাম-সংকল্প-বর্জ্জিতাঃ
জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধকর্ম্মানং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ।"

"যাঁহার অনুষ্ঠান সকল কাম-সঙ্কল্প-বর্জ্জিত অর্থাৎ যিনি নিষ্কাম এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা যিনি কর্ম্মকে দগ্ধ করিয়াছেন তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা যায়।" এস্থলেও গীতা বাক্য দ্বারা 'জ্ঞান'ই চরম বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। তাই বলিয়া একেবারে 'কর্ম্ম' ত্যজ্য হইতে পারে না কেননা কর্ম্মাধ্যায়ে (২য় অধ্যায়ে) ভগবান বলিয়াছেন।

"ন কর্ম্মণা মনারাম্ভান্নৈকর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে,
নচ সংনসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।"

অর্থাৎ কেবল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেই সমাধি হইতে পারে না।

পঞ্চম অধিকরণে—সাংখ্য কাণাদির সহিত বিচারপ্রসঙ্গে পরমাত্মার জগৎ স্রষ্টৃত্ব প্রদর্শিত করিয়াছেন। কেহ কেহ—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।"

গীতার এই বাক্য অবলম্বন করিয়া প্রকৃতিরই জগৎকারণত্ব প্রতিপন্ন করেন। কিন্তু বেদব্যাস শারীরিক-সূত্র ও গীতা উভয়কেই রচিত করিয়াছেন সুতরাং তাহাদের ভিন্নার্থ হইতে পারে না। এস্থলে 'প্রকৃতি' শব্দে 'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া' মায়াকে বুঝায়। মায়াংতু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরং' এ বাক্য পঞ্চদশী ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও উক্ত আছে। পরমাত্মার জগৎ-স্রষ্টৃত্ব বিষয়ে মন্বাদি-সংহিতাতেও সবিশেষ কথিত আছে।

"ততঃ সয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদং,
মহাভূতানি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীৎ তমোনুদঃ।"

মনুসংহিতা।

ষষ্ঠ অধিকরণে—জীবের স্বরূপ নির্ণয় করাই উদ্দেশ্য। যদিও পরমাত্মা ও জীবাত্মা বস্তুতঃ একই, তথাপি জীব অবিদ্যা দ্বারা দ্বৈত হইতেছে। 'জীবের দেহের কারণ কর্ম্মফল যে পর্য্যন্ত বিনাশ না হয় তাবৎ মোক্ষ হয় না।' 'তন্নিষ্ঠ হইলে মোক্ষ হয়' ইত্যাদি দ্বারা জীবের দ্বৈতত্ব উপলব্ধ হইতেছে।

৭ম—১১শ অধিকরণে†—কোন জীব বা রূপবস্ত ব্রহ্ম নহে ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া আকাশ, প্রাণ প্রভৃতি শব্দের ব্রহ্ম-লিঙ্গত্ব প্রদর্শন

---

† (৩১ সূত্র) জীব, মুখ্য ও প্রাণ এই ত্রিবিধ ব্রহ্মলিঙ্গ প্রজ্ঞাত্মা (জীব), পরমাত্মা ও প্রাণাত্মা (সূত্রাত্মা) এই ত্রিবিধ ভাবে তিনি উপাস্য। এ সূত্রে মুখ্য শব্দে ব্রহ্ম। সূত্রান্তরে জানা যায় 'মুখ্য প্রাণ' এক পৃথক্ তত্ত্ব। ইন্দ্রিয় মাত্রেই প্রাণ শব্দবাচ্য এজন্য নাভিস্থ প্রাণকে পৃথক্ করিবার জন্য মুখ্য-প্রাণ শব্দের প্রয়োগ (নাভির্দশী)। এই মুখ্যপ্রাণই প্রাণাপানাদি বায়ু পঞ্চকের মূলীভূত। উৎক্রান্তিকালে এই মুখ্যপ্রাণে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ ও বায়ুগণ সম্বরিত হয় এজন্য ইনি সম্বর্গ ও আনীত সংজ্ঞায় কথিত। এই মুখ্যপ্রাণই জীবকে উৎক্রান্ত করেন। শ্রুতিঃ—কস্মিন্নুৎক্রান্তউৎক্রান্তোভবিষ্যামি ইতি স প্রাণ মসৃজত"।

করিয়াছেন 'দৃশ্যতে অনেনেতি দর্শনম্'—যদ্বারা 'তত্ত্ব' দর্শন করা যায় তাহার নাম 'দর্শন'। কপিলের সাংসিদ্ধিক জ্ঞান প্রভাবে বিরচিত 'সাংখ্য' আদি দর্শন। সাংখ্যে নানা 'পুরুষ' স্বীকার করেন, বেদান্তেও তৈজস বা বিশ্ব-সংজ্ঞক জীবের নানাত্ব স্বীকার করেন কিন্তু 'আত্মার' নানাত্ব স্বীকার করেন না। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই শরীর ত্রিতয়ে অবস্থিত সংসারী চিদাভাসকে জীব বলে। ইহা সংজ্ঞ্যবাচক—'তৎ সংজ্ঞ্যো জীব উচ্যতে' এই শরীরত্রয় বিমুক্ত হইলেই মোক্ষ। প্রাচীন দার্শনিকগণ ইহাকে 'স্বরূপাবস্থান' বলেন। 'আত্মা' 'চৈতন্য' বা 'পুরুষ' শব্দে বেদান্তমতে 'ব্রহ্ম' 'ঈশ্বর' ও জীব এই ত্রিবিধ ভাব প্রতিপন্ন করেন, তন্মধ্যে 'মায়াতীত' ব্রহ্ম, 'মায়াধীশ' বা 'মায়াবী' ঈশ্বর এবং 'মায়াধীন' জীব। একই আত্মা ত্রিবিধ ভাবে ত্রিবিধ আখ্যা প্রাপ্ত হন। 'ব্রহ্ম' সংজ্ঞা নির্গুণ বোধক কিন্তু 'ঈশ্বর' ও 'জীব' এতদুভয় সংজ্ঞা সগুণ বোধক। 'ঈশ্বর' সমষ্টি, জীব ব্যষ্টি। ঈশ্বর ব্যষ্টিভূত জীবগণের অন্তরে ও বাহিরে 'পরমাত্মা' বা 'কূটস্থ' বা 'সাক্ষীচৈতন্য' সংজ্ঞায় ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত থাকিয়া সমস্ত পরিদর্শন করেন—'স্বাত্মতাদাত্ম্যবেদনাৎ' শ্রুতিঃ, অপরঞ্চ গীতা—'পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃপরঃ 'পরমাত্মা' শব্দে 'ঈশ্বর' ও 'ব্রহ্ম' এতদুভয় সংজ্ঞাই প্রতীত হয়। 'ঈক্ষণ' ও 'অনুপ্রবেশ' ঈশ্বর-কল্পিত এবং জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তি এই অবস্থা চতুষ্টয় জীবেরই স্বীকার করিতে হইবে, "ঈক্ষণাদি প্রবেশান্তা সৃষ্টি রীশেন কল্পিতা, জাগ্রদাদি বিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীব কর্তৃকঃ' পঞ্চদশী। 'ব্রহ্মের' অপর আখ্যা, পরব্রহ্ম, পরাত্মা, প্রত্যগাত্মা, ভূমা ইত্যাদি। ঈশ্বর সংজ্ঞাভিধেয় পুরুষের অপর আখ্যা "অপর ব্রহ্ম" * "কার্য্যব্রহ্ম" "সূত্রাত্মা" "ব্রহ্মা" "স্বয়ম্ভু" "ত্রিমূর্ত্তি" "বিরাট্"

* যেমন পরাপ্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতি, পরাবিদ্যা ও অপরা বিদ্যা তদ্রূপ পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্ম। পরব্রহ্ম শব্দ নির্গুণ বোধক এবং অপর ব্রহ্ম শব্দ সগুণ বোধক "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরং।" অপরঞ্চ যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি শ্রুতিঃ। এই (সমষ্টি) সগুণ পুরুষ (ঈশ্বর) মায়ার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণাবলম্বনে নানারূপ ধারণ করেন। "ইন্দ্রো (ঈশ্বরঃ) মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" সাধকগণ এই মায়াবী পুরুষের মায়াগুণ-প্রভব হরিহর বিরিঞ্চ্যাদি নানা উপাস্য স্বরূপের কল্পনা করেন।

"ভগবান্" ও "বৈশ্বানর"। জীব তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে ব্রহ্ম (অপর) লোক প্রাপ্ত হইয়া আপ্তকাম হন ও কল্পাবসানে তাঁহার সহিত মুক্ত হন আর জন্ম-মরণের অধীন হয় না। ইহার নাম 'নির্ব্বাণ'। বেদান্ত এই বিষয়ই বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

ঈক্ষণ—'স ঐক্ষত বহুস্যাম্'—তিনি আলোচনা করিলেন আমি বহু হইব। 'স লোকান্ অসৃজত' তিনি লোক সকলের সৃষ্টি করিলেন, লোক সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের পর্য্যবেক্ষণ 'ঈক্ষণ' শব্দ বাচ্য।

অনুপ্রবেশ—ঐতরের উপনিষদে উক্ত আছে 'মূর্দ্ধ্নঃ সীমানং বিদার্য্য স্বেন জীবেনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণ'ঃ ঈশ্বর (নবজাত দেহে) মস্তকের সীমান্ত প্রদেশ বিদীর্ণ করিয়া স্বসৃষ্ট জীবের সহিত 'অনুপ্রবেশ' করিয়াছেন। কঠ শ্রুতিতেও জানা যায় 'ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে, গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমেপরার্দ্ধে'—গুহা (জীব-দেহে) প্রবিষ্ট ঈশ্বর ও জীব সংজ্ঞক চৈতন্য ঋতপান অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগ করেন। যদিও কর্ম্মফল ভোগ জীবেরই তথাপি ঈশ্বর পক্ষে ঔপচারিক। 'প্রবিষ্টৌ' দ্বিবচন প্রয়োগে বস্তুতঃ অভিন্ন হইলেও দ্বিবিধ ভাবের উপলব্ধ হয়, বিশেষতঃ 'পরমে' ও 'পরার্দ্ধে' এতদুভয় ভাবে প্রকটীকৃত হইতেছে। 'পরম' শব্দে মস্তকে যাহা 'ব্রহ্মরন্ধ্র' বা 'ব্রহ্মস্থান' নামে কথিত, যাহা শাস্ত্রান্তরে "সহস্রার" বলিয়া খ্যাত। "পরার্দ্ধ" শব্দে জীবস্থান, হৃদয়ের মধ্যবর্ত্তী 'পুরীতত' নামে অবকাশ। 'যদিদং ব্রহ্মপুরে পুণ্ডরীকং বেশ্ম'—পুণ্ডরীক বেশ্ম যাহার

উপাসকের বিশ্বাস এই মায়াবী পুরুষ সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন 'পরিত্রাণায় সাধুনামিত্যাদি, গীতা। সগুণ ও নির্গুণ বস্তুতঃ ভিন্ন নহে। ঈশিত্বাদি গুণের কার্য্য হইলেও আবিদ্যক। "যথোর্ণনাভ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা প্রতিপন্ন হয় ব্রহ্ম উর্ণনাভের ন্যায় সগুণভাবের উপসংহার করিয়া একমাত্র ও অদ্বিতীয় "একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

অপর সংজ্ঞা 'দহর'। সুষুপ্তিকালে জীব পরমাত্মায় লীন হইয়া এই পুরীততে শয়ান থাকেন। 'তদভাবো নাড়ীষু' ইত্যাদি সূত্রে বিশেষ বিবৃত হইবে।

বেদান্ত-সূত্র।

প্রথমাধ্যায়।

দ্বিতীয়পাদাধিকরণম্।

১। ব্রাহ্মণ উপাস্যত্বং।

২। ব্রহ্মণো জগৎকর্ত্তৃত্বং।

৩। চেতনয়ো র্জীবেশ্বরয়োর্হৃদ্গুহাগতত্বং।

৪। ছায়াজীবান্য-দেবান্ হিত্বা পরব্রহ্মণ এবোপাস্যত্বং।

৫। প্রধানজীবেতরস্যেশ্বরস্যৈবান্তর্য্যামিশব্দবাচ্যত্বং।

৬। প্রধান জীবৌ নিরাকৃত্যেশ্বরস্য ভূত-যোনিত্বং।

৭। ব্রহ্মণো বৈশ্বানরশব্দবাচ্যত্বং।

প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে ৭টী অধিকরণ ও ৩২টী সূত্র ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে।

১অধ্যা—২পা *—১ অধি—১সূ—৩২সা সং।

১ অধিকরণ—† ব্রহ্মণ উপাস্যত্বং—

অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনার প্রয়োজনীয়তা।

---

* পূর্ব্বপাদে স্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গানি বাক্যানি বিচারিতানি দ্বিতীয়পাদে অস্পষ্ট-ব্রহ্মলিঙ্গানি উপাসনাপ্রচুরাণি বিচর্য্যন্তে।

† এ অধিকরণ ৯ সূত্রে গঠিত।

উপক্রম—এ পাদে উপাসনা প্রচুর ব্রহ্মলিঙ্গ বাক্য সকলের বিচার হইতেছে।

---

১ সূ—সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ।

ব, অ—সকল উপনিষদেই (প্রসিদ্ধ) পরমাত্মা উপাস্য বলিয়া উপদিষ্ট আছেন।

ব্যা, বি,—সর্ব্ব+ত্র—সর্ব্বত্র সর্ব্বেষু বেদান্তেষু। প্রসিদ্ধঃ পরমাত্মা ইতি উপদেশঃ তস্মাৎ উপাস্য ইতি বাক্য শেষঃ।

দীপিকা—সর্ব্বেষ্বপি বেদান্তেষু তৎপ্রসিদ্ধং ব্রহ্মসিদ্ধেসিরালম্বনেন ইহ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মাত্যুক্তমাহ।

তাৎপর্য্য—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি শান্ত উপাসীত' ছান্দোগ্য উপনিষদের এই শ্রুতির মর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বিচার। "তজ্জলান" শব্দ—তজ্জ, তল্ল, ও তদন্ এই তিন শব্দের যোগে নিষ্পন্ন। তজ্জ=তাঁহা হইতে জাত (তদ্+জ—জাত), তল্ল তাহাতে লীন (তদ্=ল—লীন)। তদন।—তাহা দ্বারা পরিবর্দ্ধিত ও তাঁহাতেই স্থিত (তদ্+অন্—স্থিত) শ্রুতির অর্থ=পরমাত্মাতে তজ্জলান্ জানিয়া (তাঁহাতে স্থিত, জাত, বর্দ্ধিত ও লীন জানিয়া 'শান্ত ইতি'—রাগদ্বেষাদি বিহীন হইয়া উপাসনা করিবে। ছান্দোগ্য উপনিষদের এই শ্রুতিতে পূর্ব্বপক্ষ করিবার জন্য অপর শ্রুতি বলিতেছেন। "অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথা ক্রতুরস্মিল্লোকে পুরুষো ভবতি তজ্যেতঃ প্রেত্যোভবতি সক্রতুং কুর্ব্বীত, মনোময়ঃ প্রাণ-শরীরঃ।" অর্থাৎ পুরুষ ক্রতুময় যিনি যেরূপ উপাসনা করেন তিনি সেইরূপ পরলোকে গতিলাভ করেন। তিনি মনোময়, প্রাণ শরীর। এক্ষণে সংশয় এই যে উপাসনা জীবের না ব্রহ্মের? এবং মনোময় প্রাণশরীর শব্দ জীববাচক, কি ব্রহ্মবাচক? 'শান্ত উপাসীত' এ বাক্যও পূর্ব্বপক্ষকারী জীব পক্ষে সমর্থন করিতেছেন। ক্রতুং কুর্ব্বীত'—ক্রতুশব্দও জীব পক্ষে বাদ করেন। আবার পূর্ব্বপক্ষকারী বলিতেছেন 'এষ আত্মা হৃদয়েঽনীয়ান—

'অর্থাৎ হৃদয়ে অণুস্বরূপ আত্মাই ইনি' এ বাক্যও প্রকৃত পরামর্শ হেতু জীব বিষয়ক এবং মনোময়ত্বাদি ধর্ম্ম দ্বারা জীবই তবে উপাস্য হউক? এই-রূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন—না, মনোময়ত্বাদি ধর্ম্ম দ্বারা জীব উপাস্য নহে। পরমাত্মাই উপাস্য। সকল বেদান্ত শাস্ত্রেই ব্রহ্ম শব্দের আলম্বন 'প্রসিদ্ধ' অর্থাৎ 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই শ্রুতি দ্বারা উপদিষ্ট 'পরমাত্মাই' মনোময়ত্বাদি ধর্ম্ম দ্বারা বিশিষ্ট, এইরূপ উপদেশই সঙ্গত। ইহাতে 'প্রকৃত-হানি' বা 'অপ্রকৃত-প্রক্রিয়া' দোষ হইতে পারে না *। প্রমাণ †—'অথ খলু ইত্যাদি।

১ অধ্যা—২পা—১অধি—২সূ—৩৩ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)।

উপক্রম—মনোময়ত্বাদি ধর্ম্ম দ্বারা পরমাত্মাই উপাস্য। জীব উপাস্য নহে। এ সূত্রেও তাহারই বিচার।

২ সূ—বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ।

ব, অ—(সত্য সংকল্পাদি) বিবক্ষিত-গুণ পরমাত্মাতেই উপপন্ন, জীবে নহে।

ব্যা, বি,—বিবক্ষিতাঃ উপাসনার্থং উপাদেয়ত্বরূপেণ অভিহিতাঃ গুণাঃ সত্যসঙ্কল্পাদয়ঃ তেষাং উপপত্তিঃ সঙ্গতিঃ, অতএব উপাস্যঃ পরমাত্মা।

দীপিকা—উপাসনায়াং উপাদেয়ত্বেনোপদিষ্টাঃ সত্য

* লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া উক্তির নাম 'প্রকৃতহানি, এবং যাহা বিষয় নহে তাহার প্রতিপাদনের নাম 'অপ্রকৃত-প্রক্রিয়া।'

† এই সূত্র হইতে তাৎপর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ বচন দেওয়া হইতেছে। যে যে সূত্রে পৃথক্ প্রমাণ বচন প্রয়োজনীয় তত্তৎ সূত্রে পৃথক রূপে প্রদত্ত হইবে।

সংকল্পাদয়ঃ বিবক্ষিতাশ্চতে গুণাশ্চেতি তেষাং যস্মিন্ ব্রহ্মণ্যু-পপত্তিঃ সম্ভবঃ তস্মাৎ। 'চ' ইত্যনেন অধিকরণসামান্যং দর্শিতং।

তাৎপর্য্য—বক্তার ইচ্ছার নাম বিবক্ষা। বেদ অপৌরুষেয় হইলেও উপাদান রূপে ফল দ্বারা তাহার উপচার করা যাইতে পারে। বিবক্ষিত শব্দে উপাদেয় অর্থও প্রসিদ্ধ। বেদও উপাদেয়ত্ব রূপে কথিত। বেদ-বাক্য-তাৎপর্য্য দ্বারা উপাদানের অবগতি হয়। 'সত্যসঙ্কল্পাদি' যে সকল গুণ উপাসনাতে উপাদেয়ত্ব রূপে উপদিষ্ট আছে তাহা পরব্রহ্মেই উপপন্ন হয়। সৃষ্টি আদি দ্বারা তাঁহার সত্য-সংকল্পাদি গুণের প্রকাশ। 'য আত্মাহপহত-পাপ্মা' 'জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারাও তাঁহার সত্য-সংকল্প গুণোপ-পত্তি হয়। অতএব বিবক্ষিত-গুণোপপত্তি হেতু পরমাত্মাই উপাস্য, জীব উপাস্য নহে।

১অধ্যা—২পা—১অধি—৩সূ—৩৪ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)।

উপক্রম—জীব বিষয়ে মনোময়ত্বাদি গুণের উপপত্তি নাই।

৩সূ—অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ।

ব, অ—শারীর জীবের (মনোময়ত্বাদি) গুণের উপপত্তি না থাকায় উপাস্য নহে।

ব্যা, বি,—বিবক্ষিতানাং মনোময়ত্বাদিগুণানাং জীবে যস্মাৎ ন উপপত্তিঃ তস্মাৎ শারীরো জীবো ন উপাস্যঃ।

দীপিকা—শারীরো জীবঃ ইহ ন গ্রাহ্যঃ, কুতঃ, সত্য-সঙ্কল্পাদীনাং তস্মিন্ অনুপপত্তিঃ তস্মাৎ।

তাৎপর্য্য—শারীর বা জীব 'মনোময়ত্বাদি' গুণশালী নহে। 'সত্য-সংকল্প' 'আকাশাত্মা' 'পৃথিবী হইতে শ্রেষ্ঠ' এ সকল গুণোপপত্তি পরব্রহ্মেতেই হইতে পারে, জীবে হইতে পারে না।

১ অধ্যা—২পা—১অধি—৪সূ—৩৫ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)।

উপক্রম—জীব উপাস্য নহে, তজ্জন্য অপর সূত্র।

৪সূ—কর্ম্ম-কর্ত্তৃ-ব্যপদেশাচ্চ।

ব, অ—কর্ম্ম-কর্ত্তৃ-ব্যপদেশ থাকা হেতু জীব উপাস্য হইতে পারে না।

ব্যা, বি,—মনোময়ত্বাদি গুণং উপাসকস্তু শারীরং প্রাপকত্বেন ব্যপদিশতি শ্রুতিঃ তস্মাৎ জীবো নোপাস্যঃ।

দীপিকা—এতমিতি ব্রহ্মণঃ কর্ম্মত্বস্য অভিসংভবিতাস্মীতি জীবস্য কর্ত্তৃত্বস্য ব্যপদেশঃ তস্মাৎ। চকারঃ ব্রহ্মণি সদ্ভাবে সমুচ্চয়ার্থঃ।

তাৎপর্য্য—কর্ম্ম-কর্ত্তৃ-ব্যপদেশ থাকা হেতু জীব মনোময়ত্বাদি ধর্ম্ম বিশিষ্ট নহে। ('এতমিতঃ প্রেত্য সম্ভবিতাস্মি' শ্রুতিদ্বারা জীবের কর্ম্ম-কর্ত্তৃত্ব ব্যপদিষ্ট হয়। 'এতমিতঃ প্রেত্য' এই পূর্ব্বার্দ্ধে কর্ম্মত্ব এবং 'সম্ভবিতাস্মি' এই পরার্দ্ধে কর্ত্তৃত্ব ব্যপদেশ) অতএব শারীর জীব মনোময়ত্বাদি গুণ বিশিষ্ট ও উপাস্য নহে।

১ অধ্যা—২পা—১অধি—৫সূ—৩৬ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)।

উপক্রম—এ সূত্র দ্বারাও জীব উপাস্য নহে তাহাই সপ্রমাণ করিতেছেন।

৫সূ—শব্দবিশেষাৎ।

ব, অ—শ্রুতিতে পরমাত্মা হইতে জীবকে বিশেষশব্দ দ্বারা বিশেষিত করায় জীব উপাস্য নহে।

ব্যা, বি,—শব্দস্য বিশেষঃ তস্মাৎ জীবো নোপাস্যঃ।

দীপিকা—নন্বু মামহং জানামীতিবদয়ং কর্ম্ম-কর্ত্তৃ-ব্যপদেশঃ স্যাৎ ইত্যত আহ শব্দাজ্জীবস্যাভিধায়িনঃ শাখান্তরে অন্তরাত্মচিতি সপ্তমী-তৎপুরুষে হিরণ্ময়ত্বাদি গুণাভিধায়কো বিশেষোঽন্য স্তস্মাৎ সতি চান্যস্মিন্নেকস্মিন্ কর্ম্ম-কর্ত্তৃ ভাবঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ শব্দোঽপি যজমানঃ প্রস্তরবদপ্রসিদ্ধার্থঃ।

তাৎপর্য্য—শারীরের (জীবের) শব্দ বিশেষ আছে বলিয়া মনোময়ত্বাদি গুণশালী নহে। শব্দ বিশেষ—"ব্রীহির্বা যবো বা শ্যামাক স্তণ্ডুলো বৈবময়মন্তরাত্মন্ পুরুষো হিরণ্ময়ঃ। *

১ অধ্যা—১পা—১অধি—৬সূ—৩৭ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)।

উপক্রম—এ সূত্র দ্বারাও জীব উপাস্য নহে তাহাই সপ্রমাণ করিতেছেন।

৬সূ—ইত্যত আহ স্মৃতেশ্চ।

ব, অ—স্মৃতি (গীতা) শাস্ত্রেও এ কথার উক্তি আছে।

---

* এ বাক্যে অন্তরাত্মা ৭মী এবং উপাস্য পুরুষ ১মা বিভক্তি থাকায় বিভক্তি-ভেদ হেতু জীব মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মে উপাস্য নহে।

ব্যা, বি,—ইতি (জীবোনোপাস্যেতি) অতঃ আহ সূত্রকারঃ। স্মৃতেঃ গীতাবচনাৎ।

তাৎপর্য্য— স্মৃতি হৃদিস্থ ঈশ্বরকে জীব হইতে ভিন্ন করিয়াছেন। এই হেতু ব্রহ্মই উপাস্য, জীব নহে। গীতাদিতেও জীব ও পরমাত্মার ভেদ জানা যায়। যথা—"পরমাত্মেতিচাপ্যুক্তোদেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ"

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন ! তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষ—তবে শারীর আত্মা কে ?

"ক্ষেত্রজ্ঞাঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত !"

এবাক্যে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' শব্দে জীবই যখন উপলব্ধ, হয় তখন জীব কেননা উপাস্য ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—উপাধি যোগ বশতঃ 'অপরিচ্ছিন্ন' আত্মা 'পরিচ্ছিন্নের' ন্যায় প্রতীত হন। পরন্তু আত্মা এক। সেই একত্ব অনুভূত হইলেই জীব বন্ধন মুক্ত হন।

১ অধ্যা—২পা—১অধি—৭সূ—৩৮ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)।

উপক্রম—এ সূত্র দ্বারাও জীব উপাস্য নহে তাহাই সপ্রমাণ করিতেছেন।

৭সূ—অর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতিচেন্ন নীচাপ্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ।

ব, অ—শ্রুতিতে আত্মার অণুত্ব উক্ত আছে অতএব তদ্দ্বারা জীবই উপলব্ধ হউক ? না, সর্ব্বব্যাপী আকাশের ন্যায় ব্রহ্মই পরিচ্ছিন্ন-দেশ-গত হইলেও উপাস্য।

ব্যা, বি,— অর্ভকং অল্পং ওকঃ স্থানং যস্য স অর্ভকৌকা তস্য

ভাব স্তৎ ত্বং তস্মাৎ (অল্পস্থানস্থিতিত্বাৎ) তদ্ব্যপদেশাৎ (অণীয়ান্ ইত্যাদিনা কথনাৎ) ন=নাস্তি তদ্বাক্যস্য ব্রহ্মপরতা ইতি ন বাচ্যং, কুতঃ, নিচায্যত্বাৎ দ্রষ্টব্যত্বাৎ (হৃৎপুণ্ডরীকে) এবং=উপদেশং। ব্যোমবচ্চ আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম।

দীপিকা—এষ আত্মান্তর্হৃদয় ইতি পরিচ্ছিন্নায়তনত্বাৎ ন কেবল মেবং তস্য জীবস্য ব্যপদেশোঽভিধানং অণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্বা ইত্যাদি তস্মাৎ চকারঃ উক্ত সমুচ্চয়ার্থঃ। ন ব্রহ্ম গ্রহণং ন্যায্য মিতি চেদেবং যদি, তন্ন, কুতঃ, নীচাপ্যত্বাৎ এবং অণীয়স্তদ্গুণ ঈশ্বরো নীচাপ্যঃ দ্রষ্টব্যঃ তস্য ভাব স্তৎত্বং তস্মাৎ ব্যোমবচ্চ যথা সর্ব্বগতমপি ব্যোম সূচীপাশাদ্যপেক্ষয়ার্ভকৌকাঃ অণীয়শ্চ এবং। চকারঃ ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাত্মত্ব-সমুচ্চয়ার্থঃ।

তাৎপর্য্য— "আত্মান্তর্হৃদয়ং" 'ব্রীহের্বা' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা আত্মার অণুত্ব ও অল্পস্থানস্থায়িত্ব প্রকাশ হওয়ায় শারীর (জীবই) তবে উপদিষ্ট হউন? না, পরমাত্মাই উপাস্য বলিয়া উপদিষ্ট হন। যিনি সর্ব্বগত তিনি পরিচ্ছিন্ন দেশগতও হইতে পারেন। যেমন পৃথিবীর অধিপতি অযোধ্যাধিপতি শব্দবাচ্যও হইতে পারেন, সেইরূপ 'পরমাত্মা হৃৎপুণ্ডরীকে বাস করেন' এ বাক্য দ্বারা পরমাত্মার সর্ব্বগতত্ব নষ্ট হইতে পারে না। যেমন শালগ্রামে হরির অর্চ্চনার বিধান, সেইরূপ পরমাত্মাকে হৃদয়ে আরাধনা করিলে তিনি প্রসন্ন হন। পরন্তু তিনি অণু বা অণুতর রূপে ব্যপদিষ্ট হইলেও আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত। আকাশ যেমন সর্ব্বগত হইয়াও সূচী পাশাদী দ্বারা উপাধি বিশিষ্ট হয়, ব্রহ্মও সেইরূপ অণুতর রূপে উপাধিবিশিষ্ট।

১অধ্যা—২পা—১অধি—৮সূ—৩৭ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)।

উপক্রম—এ সূত্রেও ব্রহ্ম উপাস্য, জীব নহে, তাহারই বিচার চলিতেছে।

৮সূ—সম্ভোগ প্রাপ্তিরিতি চেন্ন, বৈশেষ্যাৎ।

ব, অ—সর্ব্বপ্রাণি-হৃদয় সম্বন্ধ-থাকা-হেতু জীবের ন্যায় পরমাত্মারও সম্ভোগ

প্রাপ্তি (সুখাদি ভোগ) সম্ভব হউক ? না, বিশেষ আছে, জীবই সুখাদির ভোক্তা। ব্রহ্ম সুখ দুঃখাদির ভোক্তা নহেন।

ব্যা, বি,—(চিদ্রূপতয়া, হৃদয়সম্বন্ধাৎ) শারীরবৎ ব্রহ্মণঃ সম্ভোগপ্রাপ্তিঃ সুখাদিভোগঃ ইতি চেৎ, ন, বৈশেষ্যাৎ (বিশেষ+ষ্ণ্য তদ্ধিত) তস্মাৎ। ব্রহ্মণো সম্ভোগোনাস্তি অতএব জীবপরমাত্মনোর্বিশেষঃ তস্মাৎ জীবো নোপাস্যঃ।

দীপিকা—সম্যগ্ ভোগঃ সম্ভোগঃ সুখদুঃখাদিপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বাত্মন্ ঈশ্বরস্য ভোক্তৃত্বাদি প্রসঙ্গ ইতি চেদেবং যদি, তন্ন, কুতঃ, বৈশেষ্যাৎ "অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশাতি" ইত্যাদিনাবগত-রূপস্য ভোগাভাবাৎ বৈশেষ্যেণ হেতুনা জীবো ভোক্তা, নতু পরমাত্মা।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা এই—সর্ব্ব প্রাণিহৃদয়সম্বন্ধথাকাহেতু পরমাত্মাকেও জীবাত্মার ন্যায় সুখ দুঃখাদির ভোক্তা স্বীকার করা যাউক ? না, উত্তর—পরমাত্মার সুখ দুঃখাদির ভোগ নাই। জীবই সুখ দুঃখাদির ভোক্তা, কর্ত্তা ও ধর্ম্মাধর্ম্মাদির সাধক। পরমাত্মা তাহার বিপরীত। এই বিশেষ কারণ বশতঃ জীব ও পরমাত্মার ঐক্য নাই।

প্রমাণ বচন—'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে,
তয়োরেকঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশাতি"
মুণ্ডক শ্রুতিঃ।

১ম অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

মনোময়োঽয়ং শারীর ঈশোবা প্রাণমানসে ?
হৃদয়-স্থিত্যণীত্বে জীবে স্ত স্তেন জীবগা।

মনোময় কে ? জীব কি ঈশ্বর, কি প্রাণ, কি মন ?

'হৃদয়ে অণু (সূক্ষ্ম) রূপে স্থিতি'র উক্তিতে জীবকেই মনোময় বলি ?

১ম অধিকরণের মীমাংসা।

শব্দবাক্যগতং ব্রহ্ম তদ্ধিতাদিরপেক্ষতে
প্রাণাদি যোগশ্চিন্তার্থ শ্চিন্ত্যং ব্রহ্ম প্রসিদ্ধিতঃ।

১অধ্যা—২পা—২অধি—৯সূ—৪০ সা সং।

২অধি—ব্রহ্মণো জগৎ কর্ত্তৃত্বম্। ব্রহ্মের জগৎ কর্ত্তৃত্ব।*

উপক্রম—অত্তা (সংহর্ত্তা) কে? জীব, অগ্নি, কি ব্রহ্ম? এই আশঙ্কায় সূত্র।

৯ সূ—অত্তাচরাচরগ্রহণাৎ।

ব, অ—স্থাবর জঙ্গমাত্মক চরাচর বিশ্বের অত্তা (সংহর্ত্তা) ব্রহ্ম, জীব বা অগ্নি হইতে পারে না।

ব্যা, বি,—চরাচরস্য বিশ্বস্য অত্তা পরমাত্মা, নতু জীবঃ।

দীপিকা—অত্তা সংহর্ত্তা পরমেশ্বরঃ, কুতঃ, চরাচরস্য জঙ্গমস্থাবরস্য গ্রহণং স্বীকরণং তস্মাৎ।

তাৎপর্য্য—কঠোপনিষদে যম-নচিকেতা-সংবাদে শ্রুতি—"যস্য ব্রহ্মচ ক্ষেত্রঞ্চোভে ভবত ওদনং মৃত্যু র্যস্যোপসেচনং ইত্যাবেদ যত্র সঃ"। এবাক্যে 'অত্তা কে? অগ্নি, জীব, কি ব্রহ্ম? কেননা অগ্নি 'অন্নাদঃ' শব্দে প্রসিদ্ধ, অতএব অগ্নিকে 'অত্তা' বলা যাউক? আবার "তয়োরেকঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" এই মুণ্ডক শ্রুতি দ্বারা জীবকেই ('অত্তি' প্রয়োগ থাকা দৃষ্টে) 'অত্তা' শব্দে উপলব্ধ করা যাউক? এই আশঙ্কা নিবারণ জন্য বলিতেছেন 'অত্তা' অর্থ সংহার কর্ত্তা। চরাচর বিশ্বের 'অত্তা' সংহর্ত্তা ব্রহ্ম ভিন্ন জীব বা অগ্নি হইতে পারে না।

* 'জগদত্তৃত্বং' পাঠও আছে ইহার অর্থ ঈশ্বরের জগৎ-সংহার-কর্ত্তৃত্ব।

২ অধিকরণ—(চলিতেছে)।

উপক্রম—নম্বগ্নিজীবয়োরপি সাধারণে কুতঃ পরমাত্মৈবাত্তা ইত্যত আহ—'অত্তা' পরমাত্মা বোধক। জীব বা অগ্নি বোধক নহে, তজ্জন্য অপর সূত্র।

১০ সূ—প্রকরণাচ্চ।

ব, অ—যেহেতু 'অত্তা' শব্দ পরমাত্মার 'প্রকরণে' বা প্রস্তাবে কথিত আছে এজন্য 'অত্তা' শব্দে জীব বা অগ্নি নহে, ব্রহ্ম।

ব্যা, বি,—প্রকরণং পরমাত্মপ্রকরণং তস্মাৎ।

দীপিকা—প্রকরণং মহাবাক্যং ন জায়তে ম্রিয়তে ইত্যাদি তস্মাৎ, চকারঃ 'ক ইত্যাবেদ' ইত্যাদি দুর্বিজ্ঞানত্বাদি স

তাৎপর্য্য—যেহেতু 'অত্তা' শব্দ, পরমাত্মপ্রকরণে আছে অতএব 'অত্তা' শব্দে পরমাত্মা। প্রকরণ বশতঃ পরমাত্মাই সর্ব্বভক্ষক। তাঁহার জন্ম মৃত্যু নাই, তিনি সর্ব্বকর্ত্তা ও সংহর্ত্তা।

প্রমাণ—"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ অজোনিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে"

২ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

জীবোগ্নিরীশো বাহত্তাস্যাৎ ? ওদনে জীব ইষ্যতাং
"সাদ্বত্তীতি' শ্রুতেব'হ্নি ব'াগ্নিরন্নাদ ইত্যদঃ।

২ অধিকরণের মীমাংসা।

ব্রহ্মক্ষত্রাদিজগতো ভোগ্যত্বাৎ স্যাদিহেশ্বরঃ
ঈশ-প্রশ্নোত্তরত্বাচ্চ সংসারস্তস্য চাত্তৃতা।

১ অধ্যা—২পা—৩অধি—১১সূ—৪২ সা সং।

৩ অধি—চেতনয়ো র্জীবেশ্বরয়ো র্হৃদ্‌গুহাগতত্বং। জীব ও ঈশ্বর এতদুভয় চৈতন্যের হৃদয়রূপ গুহায় অবস্থিতি।

উপক্রম—পূর্ব্বাধিকরণে মৃত্যুসন্নিপাতাৎ ব্রহ্মক্ষত্রাদিবিশ্বং ইত্যাশ্রিত্য ঈশ্বরঃ সংহর্ত্তেত্যুক্তং ইহাপি সচ্ছব্দস্য সন্নিহিত-গুহাপ্রবিষ্টাদিশব্দানুসারেণ বুদ্ধিজীবপরত্বমিতি দৃষ্টান্তেনাক্ষিপ্য সমাধত্তে।

পূর্ব্বাধিকরণে ব্রহ্মের জগদত্তৃত্ব নিরূপণ করিয়া এ অধিকরণ দ্বারা তাঁহার হৃদ্‌গুহাগতত্ব সপ্রমাণ করিতেছেন।

১১ সূ—গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মনৌ হি তদ্দর্শনাৎ

ব্যা, বি,—গুহাং (হৃদ্‌গুহাং) প্রবিষ্টৌ (দ্বিবচন) পরমাত্মজীবৌ, নতু বুদ্ধি জীবৌ, হি যতঃ তদ্দর্শনাৎ শ্রুতিস্মৃতিষু তয়োঃ পরমাত্মজীবো র্হৃদ্‌-গুহাপ্রবিষ্টত্বং দর্শনাৎ।

দীপিকা—গুহা হৃদয়ং বা তাং প্রবিষ্টৌ অন্তঃস্থিতৌ জীব পরমাত্মানৌ হি যস্মাৎ তস্য জীবস্য দর্শনং প্রত্যক্ষেণ তস্য পরমাত্মনশ্চ দর্শনং শ্রুত্যা গুহাহিতং ইত্যাদিকয়া তস্মাৎ।

তাৎপর্য্য—"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে, গুহাং

প্রবিষ্টৌ পরমেপরার্দ্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি, পঞ্চাগ্নয়োর্যে চ ত্রিনাচিকেতাঃ।” কঠোপনিষদের এই শ্রুতিতে সংশয়—‘গুহাং প্রবিষ্টৌ’ এবাক্যে কোন দুই? গুহা প্রবিষ্ট জীব ও বুদ্ধি বা জীব ও পরমাত্মা? পূর্ব্বপক্ষকারী বুদ্ধি ও জীব (‘প্রবিষ্টৌ’ দ্বিবচন বলিয়া) পক্ষে সমর্থন করেন। বিশেষতঃ পূর্ব্বপক্ষকারী বলেন ‘সুকৃতস্য লোকে’ বিশেষণ থাকায় পরমাত্মা কিরূপে উপলব্ধ হয়? তিনি কর্ম্মদ্বারা ক্ষীণ হন না বা বৃদ্ধি পান না। আবার সংশয় ‘ছায়া’ ও ‘আতপ’ প্রয়োগ থাকায় অচেতন ও চেতন অর্থাৎ বুদ্ধি ও জীবকেই উপলব্ধ করুক? পুনরপি ‘ঋতং পিবন্তৌ’ এতদ্বারা পরমাত্মার ঋতপান (কর্ম্মফল ভোগ) কিরূপে সংগত হয়। কেননা তিনি কৃতাকৃতের অন্য (কৃতাকৃতাদন্যঃ) সুতরাং তাঁহার ঋতপান বা কর্ম্মফল-ভোগ কিরূপে হইতে পারে? বুদ্ধি ও জীব পক্ষে এই সকল সংশয়ের উত্তর—‘গুহাং প্রবিষ্টৌ’ এ শব্দ দ্বারা বুদ্ধি ও জীব এতদুভয় উপলব্ধ হয় না এতদ্বারা জীব ও পরমাত্মা উপলব্ধ হন। পূর্ব্বপক্ষকারী ‘গুহাপ্রবিষ্ট’ শব্দ জীবপক্ষে কোনরূপ সংশয় করেন না। কেবল পরমাত্মা পক্ষেই সংশয়। কিন্তু সেরূপ সংশয় করিতে পারা যায় না। পরমাত্মার গুহা প্রবিষ্টত্ব বিষয়ে অনেক প্রমাণ আছে যথা (১) “গুহাহিতং গহ্বরেষ্টং পুরাণং”—পুরাণ পরমাত্মা গুহায় আহিত (প্রবিষ্ট)। (২) “যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্” (৩) “আত্মান মন্বিচ্ছতাং গুহাং প্রবিষ্টং” ইত্যাদি। বিজ্ঞানাত্মা (জীব) ও পরমাত্মা ইঁহারাই ‘গুহাপ্রবিষ্ট’ শব্দ গ্রাহ্য কেননা ইঁহারা সমান স্বভাব ও চেতন। ঋতপান শব্দে বিজ্ঞানাত্মা নিশ্চিত হইলে তৎসমানস্বভাব পরমাত্মাই উপলব্ধ হন। ‘ছায়া’ ও ‘আতপ’ বিশেষণও বিরুদ্ধ নহে। ছায়া=সংসারিত্ব এবং আতপ=অসংসারিত্ব যথাক্রমে জীব ও পরমাত্মপক্ষে সুসঙ্গত। ‘ঋতপান’ জীবই করেন ‘পরমাত্মা’ করাইয়া থাকেন তাহাতেও তাঁহাতে ‘পানকর্ত্তৃত্ব’ থাকিতে পারে সুতরাং ‘পিবন্তৌ’ শব্দে জীব ও পরমাত্মা। ইঁহারাই গুহা প্রবিষ্ট। ‘বুদ্ধি’ অর্থ নহে।

১ অধ্যা—২পা—৩অধি—১২সূ—৩৪ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)।

উপক্রম—ননু বুদ্ধেরপ্যস্তি দর্শনং। গুহা প্রবিষ্ট বুদ্ধি নহে, পরমাত্মা। এজন্য অপর সূত্র।

১২ সূ—বিশেষণাচ্চ।

ব, অ,—গন্তৃ-গন্তব্যাদি বিশেষণ থাকায় জীব ও পরমাত্মাই গুহাপ্রবিষ্ট। বুদ্ধি নহে।

ব্যা, বি,—লব্ধা লব্ধব্যাদি গন্তা গন্তব্যাদি বিশেষণং তস্মাৎ গুহাং প্রবিষ্টৌ জীবপরমাত্মনৌ।

দীপিকা—'সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি' ইতি গন্তৃত্বেন, 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং' ইতি গম্যত্বেন পরমাত্মনো বিশেষণং তস্মাৎ বুদ্ধিপক্ষে বিশেষণাভাবং সমুচ্চিণোতি।

তাৎপর্য্য—কোন শ্রুতিতে জীব ও ঈশ্বরকে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে, কোন শ্রুতি গন্তা ও গন্তব্যরূপে, ও কোন শ্রুতিতে ইঁহাদিকে দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্য ইত্যাদি রূপে উক্ত করিয়াছে। অতএব গুহাপ্রবিষ্ট জীব ও পরমাত্মা, সত্ত্ব বা অন্তঃকরণ নহে।

প্রমাণ—(১) আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবচ, সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং—ইত্যনেন গন্তৃ-গন্তব্যত্বং। (২) তং দুর্দ্দর্শং গূঢ় মনুপ্রবিষ্টং, গুহাহিতং গহ্বরেষ্টং পুরাণং, অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং, মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি—ইতি মন্তৃ-মন্তব্যত্বং (৩) দ্বাসুপর্ণা ইত্যাদিনা দ্রষ্টৃ-দ্রষ্টব্যত্বং সূচিতং।

৩ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

গুহাম্প্রবিষ্টৌ ধীজীবৌ জীবেশৌ বা হৃদিস্থিতৌ ?
ছায়াতপাখ্য দৃষ্টান্তাৎ ধীজীবৌ তৌ বিলক্ষণৌ।

৩ অধিকরণের মীমাংসা।

'পিবন্তা' বিতি চৈতন্যদ্বয়ং জীবেশ্বরৌততঃ
ৎস্থান মুপলব্ধৌস্যাদ্ বৈলক্ষণ্যমুপাধিতঃ।

১ অধ্যা—২পা—৪অধি—১৩সূ—৪৪ সা সং।

৪ অধি—ছায়াজীবান্যদেবান্ হিত্বা পরব্রহ্মণ জীব বা অন্য দেব অক্ষিপুরুষ, এব উপাস্যত্বং—ছায়াপুরুষ, জীব বা অন্য দেব অক্ষিপুরুষরূপে উপাস্য নহেন, উপাস্য পরব্রহ্ম।

উপক্রম—অক্ষি পুরুষ কে? তদ্বিষয়ে বিচার।

১৩ সূ—অন্তর উপপত্তেঃ।

ব, অ,—অন্তর (অক্ষির অন্তর) পুরুষ ব্রহ্ম বলিয়া উপপত্তি থাকায় জীব বা অন্যে অক্ষিপুরুষ বাচ্য নহে।

ব্যা, বি,—অক্ষিস্থানত্বেন উপদিষ্টঃ অন্তরঃ পুরুষঃ পরমেশ্বর এব, কুতঃ উপপত্তেঃ, যতো আত্মত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ পরমেশ্বর এব উপপদ্যন্তে।

দীপিকা—য এষোঽক্ষিণী ইতি চক্ষুষোঽন্তরঃ পুরুষঃ স পরমেশ্বরঃ কুতঃ, অমৃতত্বাভয়ত্বাদীনাং তত্রোপপত্তেঃ সম্ভবাৎ।

তাৎপর্য্য—অক্ষি পুরুষ কে? প্রতিবিম্বাত্মা (ছায়া) কি বিজ্ঞানাত্মা (জীব) কি দেবতাত্মা (আদিত্যাদি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা) কি পরমেশ্বরঃ? ‘সহি চক্ষুষা রূপং পশ্যন্ চক্ষুষঃ সন্নিহিতো ভবতি’ এই শ্রুতিদ্বারা জীবকে উপলক্ষ করুক? আবার “রশ্মিভিরেষোঽস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ। এই শ্রুতি দ্বারা ছায়া বা আদিত্যকে উপলক্ষ করুক? কেননা আদিত্য পুরুষই চক্ষুর অনুগ্রাহক বলিয়া প্রতীত হয়, এই সকল আশঙ্কায় বলিতেছেন—অক্ষি পুরুষ পরব্রহ্ম, কেননা অমৃতত্ব ও অভয়ত্ব পরব্রহ্মেরই শ্রুত হয় অক্ষি পুরুষেও অমৃতত্ব, অভয়ত্ব ও অপহতপাপ্মত্ব ও সংসার-রাহিত্যাদি শ্রুত আছে অতএব অক্ষিপুরুষ পরব্রহ্ম।

প্রমাণ—য এষোঽক্ষিণী পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম। অক্ষিপুরুষে অমৃতত্বাদি হেতু ব্রহ্ম বাচক।

১অধ্যা—২পা—৪অধি—১৪সূ—৪৫ সা সং।

৪ অধিকরণ—(চলিতেছে)।

উপক্রম—কথং পরমেশ্বরঃ সর্ব্বগতোঽক্ষিণীত্যত আহ। সর্ব্বগত ঈশ্বর কিরূপে অক্ষি পুরুষ হইতে পারেন? এই আশঙ্কায় সূত্র।

১৪সূ—স্থানাদি ব্যপদেশাচ্চ।

ব, অ—বিশেষ স্থান ব্যপদেশ হইলেও সর্ব্বগত ঈশ্বরই অক্ষি পুরুষ বলিয়া উপদিষ্ট।

ব্যা, বি,—উপসনার্থং স্থানাদেঃ স্থানানাং স্থান-নাম-রূপানাং ব্যপ দেশাৎ শ্রুতৌ অক্ষিপুরুষঃ পরমেশ্বরঃ।

দীপিকা—সর্ব্বগতস্যাপ্যুপাসনার্থং স্থানস্য পৃথিব্যাদেঃ। আদি শব্দেন হিরণ্যশ্মশ্রুরাদের্নাম উদিত্যাদের্যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ ইত্যাদিনা ব্যপদেশস্তস্মাৎ, চকারোন্যস্য স্থানাদ্যভাবসমুচ্চয়ার্থঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের অক্ষি-রূপ সামান্য স্থানে অবস্থান (চক্ষুষি তিষ্ঠন্) কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে? উত্তর—ব্রহ্ম সর্ব্বগত হইলেও তাঁহার উপলব্ধির নিমিত্ত স্থান বিশেষ কল্পনা অসঙ্গত নহে। যেমন উপাসকের পূজাদির নিমিত্ত শালগ্রাম শিলাতে বিষ্ণুর স্থান কল্পনা করা হয় তদ্রূপ ব্রহ্মের স্থান বিশেষ নির্দ্দেশে বাধা হইতে পারে না।

১ অধ্যা—২পা—৪অধি—১৫সূ—৪৬ সা সং।

৪ অধিকরণ—(চলিতেছে)।

উপক্রম—এ সূত্রেও অক্ষিপুরুষের পরমেশ্বরত্ব বিচার।

১৫ সূ—সুখবিশিষ্টাভিধানাদেবচ।

ব, অ—সুখ-বিশিষ্ট অভিধান থাকায় (ব্রহ্মসুখস্বরূপ বলিয়া কথিত হওয়ায়) অক্ষিপুরুষ পরব্রহ্ম।

ব্যা, বি,—সুখবিশিষ্টস্ত সুখগুণযুক্তস্য ব্রহ্মণঃ অভিধানাৎ কথনাৎ অক্ষি-পুরুষঃ পরমাত্মা। সুখ—আনন্দ।

দীপিকা—বাক্যোপক্রমে সুখ-বিশিষ্টস্য প্রাণোব্রহ্ম কং ব্রহ্মেত্যাদিনা ব্রহ্মণ এব অভিধানং তস্মাৎ অক্ষি-পুরুষঃ পরমাত্মা।

তাৎপর্য্য—ইন্দ্র ও উপকোশল সংবাদ এ সূত্রের বিষয়। ইন্দ্র বলেন 'প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম।' ক শব্দের অর্থ সুখ। খ শব্দে আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী। যিনি সুখস্বরূপ বা সুখবিশিষ্ট ও সর্ব্বব্যাপী তিনিই ব্রহ্ম। সুখবিশিষ্ট অভিধান জীবাদিতে সঙ্গত নহে অতএব অক্ষিপুরুষ পরমাত্মা, জীবাদি হইতে পারে না।

১ অধ্যায়—২পা—৪অধি—১৬সূ—৪৬ সা সং।

৪ অধিকরণ—(চলিতেছে)

উপক্রম—এ সূত্রেও অক্ষিপুরুষের পরমেশ্বরত্ব বিচার।

১৬ সূ—শ্রুতোপনিষৎকস্থ গত্যভিধানাচ্চ।

ব; অ—উপনিষদে দেবযান গতির (শুক্লাগতি) অভিধান থাকায় অক্ষিপুরুষ পরমেশ্বর।

ব্যা, বি,—শ্রুতা অনুষ্ঠুতা উপনিষৎকস্য যা গতি দে্বযানাখ্যা তত্র তস্যাভিধানাৎ কথনাৎ অক্ষিপুরুষঃ পরমাত্মা।

দীপিকা—শ্রুতা উপনিষৎ যেন ইতি শ্রুতোপনিষৎ-কস্তস্য যা গতি রীশ্বরঃ শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধো দেবযানাখ্যো মার্গ-স্তস্য উচ্চৈর্বাস্মিন্ ইত্যাদিনা অভিধানাৎ, চকারঃ ব্রহ্মশব্দাদন্য-ত্রানুপপত্তিসমুচ্চয়ার্থঃ।

তাৎপর্য্য—যাঁহারা দেবযান পন্থায় গমন করেন, অক্ষিপুরুষ তাঁহাদের নেতা, সুতরাং অক্ষি পুরুষের ব্রহ্মত্ব নিশ্চিত হইতেছে। অক্ষিস্থ পুরুষই অগ্নি, জ্যোতি, ষণ্মাস ও উত্তরায়ণ। যাঁহারা অক্ষি পুরুষে প্রবেশ করেন। তাঁহারা ব্রহ্মত্ব লাভ করেন।

প্রমাণ বচন—"অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া-বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্য মভিজায়ন্তে। এতদ্বৈ প্রাণানামায়তন মভয় মেতৎ পরায়ণম্। এতস্মান্নপুনরাবর্ত্তন্তে। শ্রুতিঃ।

(২) অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাষা উত্তরায়ণং। গীতা।

(৩) আদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎ পুরুষো ঽমানবঃ সএতান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষো দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপাদ্যমানা ইমং মানব মাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে।

১অধ্যা—২পা—৪অধি—১৭সূ—৪৮ সাং সং।

৪ অধিকরণ—(চলিতেছে)।

উপক্রম—এ সূত্রেও অক্ষি পুরুষের পরমেশ্বরত্ব বিচার।

১৭সূ—অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ।

ব, অ—অনবস্থিতির অসম্ভব হেতু ইতর (জীব) অক্ষিপুরুষ নহে। ছায়াত্মাদি অনিত্য সুতরাং তাহাদের অমৃতত্বাদি গুণ অসঙ্গত।

ব্যা, বি—অনবস্থিতেঃ নিত্যস্থানাভাবাৎ অসম্ভবাৎ (অমৃতত্বাদিগুণানাং অসম্ভবাৎ) চ. ন+ইতরঃ ছায়াত্মাদি।

দীপিকা—ন অনবস্থিতি বর্ণনাস্মৃতিঃ সর্ব্বদা অবর্ত্তমানত্বং, ছায়াত্মনঃ পুরুষান্তরস্য সমীপে অসত্তাৎ বর্ত্তমানত্বং বিজ্ঞানাত্মনো রূপাদি গ্রাহণে সুষুপ্তি সময়ে বা অবিদ্যমানত্বং, দেবতাত্মনো নিয়মস্যাভাবাদনিত্যমানত্বং, তেষাং ন কেবলমেতৎ অমৃতত্বাদীনাং ত্রয়ানামপ্যসম্ভবঃ, সমানঃ জন্মাদি সত্ত্বাৎ তস্মাচ্চকার উক্তানুক্তগুণসমুচ্চয়ার্থঃ। ন ঈশ্বরাদন্যঃ ছায়াত্মা বিজ্ঞানাত্মা দেবতাত্মেতি চ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা - অক্ষিপুরুষ কে? ছায়াত্মা কি বিজ্ঞানাত্মা (জীব) কি দেবতাত্মা? মীমাংসা—অক্ষিপুরুষ পরমেশ্বর। ছায়াত্মাদি হইতে পারে না, কেননা শ্রুতিতে ছায়াত্মাদির 'অনবস্থিতত্ব' উক্তি আছে। অনবস্থিতি অর্থাৎ সর্ব্বদা অবর্ত্তমানত্ব। যখন কোনবস্তু চক্ষুর নিকটে থাকে তখনই তাহার ছায়া দেখা যায় উহা অপগত হইলে আর দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ 'এবো মৃত্যুস্তি' শ্রুতিদ্বারা ছায়াত্মার অনবস্থিতত্ব প্রদর্শিত আছে। দ্বিতীয়তঃ, যদিও বিজ্ঞানাত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে তথাপি তাহার অবিদ্যা জন্য দোষ আছে অতএব তাহাতে অমৃতত্বাদি গুণসম্ভব নাই। তৃতীয়তঃ দেবতাত্মারও উৎপত্তি প্রলয় শ্রুতিতে উক্ত আছে তবে তাঁহারা অন্য অপেক্ষা অধিক দিন বর্ত্তমান থাকেন এই জন্যই তাঁহাদিগকে 'অমর' বলা যায়। তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যও স্বাভাবিক নহে। অতএব অক্ষিপুরুষ পরমাত্মা।

প্রমাণ—"ভীষাস্মাৎ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।"

৪র্থ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ

ছায়াজীবৌ দেবতেশো বাহসৌ? যেহক্ষিণি দৃশ্যতে
আধার দৃশ্যতে ত্বোপাধানে স্মৃতিস্তু বর্ণ্যতে।

৪র্থ অধিকরণের মীমাংসা।

স্থং খং ব্রহ্ম যদুক্তং প্রাক্ তদেবাক্ষণ্যুপাস্যতে
আগন্তোর্ব্বাদিনাদ্যেষু নামৃতত্বাদি সম্ভবঃ॥

১অধ্যা-২পা-৫অধি-১৮সূ-৪৭ সা সং।

৫ অধি—প্রধান—জীবেতরত্বেঽধিদৈবে হ্যন্তর্য্যামিত্বম্—ঈশ্বরই অন্তর্য্যামী শব্দবাচ্য প্রধান বা জীব নহে।

উপ—পূর্ব্বাধিকরণে স্থানাদিব্যপদেশাদিনাঽন্তরাক্ষিণীশ্বর ইত্যুক্তং স্থানং জীবস্যাপ্যস্ত্যেবাদিচ প্রধানস্যাপি স্যাৎ ইত্যত আহ।

জীব ও প্রধানের অন্তর্য্যামিত্ব বিষয়ে 'আশঙ্কা'।

১৮ সূ—অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্ম-ব্যপদেশাৎ।

সূ, অ—অধিদৈবতাদিতে (পৃথিবী ও দেবতাদি অধিষ্ঠানে) অন্তর্য্যামী পরমাত্মার ধর্ম্মনির্দ্দেশ আছে।

ব্যা—বি—অধিদৈবাদিষু, পৃথিবীদেবতাধিষ্ঠানেষু অন্তর্য্যামী পরমাত্মা, কুতঃ, তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ তস্য পরমেশ্বরস্য ধর্ম্মাঃ নিয়ন্তৃত্বাদয়ঃ তেষাং ব্যপদেশাৎ নির্দ্দেশাৎ।

দীপিকা—যঃ পৃথিবী মন্তরো যময়তি স পরমেশ্বরোঽধিদৈবাদিষু দৈবসম্বন্ধিষু [illegible] ইত্যাদিষ্বেবং ইত্যাদি হেতু অধিদৈবাদিষু, কুতঃ, তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ তস্য পরমেশ্বরস্য ধর্ম্মাঃ 'যং পৃথিবী ন বেদ' ইত্যাদিনা [illegible] ব্যপদেশাৎ অভিধানাৎ।

তাৎপর্য্য—"য ইমঞ্চ লোকং পরঞ্চ লোকং সর্ব্বাণি চ ভূতানি অন্তরো যময়তি যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবী [illegible] এষ ত আত্মা অন্তর্য্যাম্যমৃতঃ" এবাক্যে অন্তর্য্যামী [illegible] ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত কোন দেবতা? উত্তর—

অন্তর্যামী পরমাত্মা, অভিবয়ে প্রমাণ — "এষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ" অন্তর্যামী আত্মাই প্রতীত হন। তাঁহাকে সর্ব্ব নিয়ন্তা স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষ হয় না।

১ অধ্যা-২পা-৫অধি-১৯সূ-৫০সা সাং।

৫ অধিকরণ (চলিতেছে)।

উপক্রম - প্রধানের অন্তর্যামিত্বে সংশয়।

১৯ সূ—নচস্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ।

ন, চ, স্মার্ত্ত (সাংখ্য প্রতিপাদ্য চৈতন্যহীন প্রধান বা প্রকৃতি) অন্তর্যামী শব্দবাচ্য নহে।

ব্যা বি—স্মর্ত্ত সাংখ্যস্মৃতৌ কল্পিতং প্রধানং, নচ অন্তর্যামী, অতৎকৃত চৈতন্য তস্য ধর্ম্মাঃ তেষাং অভিলাপাৎ কথনাৎ।

দীপিকা—নচ স্মৃতিপ্রতিপাদ্যং স্মার্ত্তং প্রধানং, কুতঃ অতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ, তস্য প্রধানস্য ধর্ম্মাঃ তদ্ধর্ম্মাঃ ন তদ্ধর্ম্মাঃ অতদ্ধর্ম্মাঃ অদ্রষ্টৃত্বাদয়ঃ তেষাং অভিলাপো ভিধানং তস্মাৎ।

তাৎপর্য্য-যদিও প্রধানতঃ প্রকৃতির অদৃষ্টত্বাদি ধর্ম্মব্যপদেশ দুষ্ট হয় তাহার দর্শনকর্তৃত্ব ধর্ম্মব্যপদেশ সম্ভবিতে পারে না। যেহেতু সাংখ্যবাদী স্বীকার করেন প্রকৃতি অচেতন। যিনি অন্তর্যামী তিনি সকলকে দর্শন করেন কিন্তু তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না। শ্রুতিতে উক্ত আছে "অদৃষ্টো দ্রষ্টা অশ্রুতঃ শ্রোতা অমতো মন্তা অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা" পরন্তু প্রকৃতির 'আত্মত্ব' উপপন্ন হয় না সুতরাং প্রধান বা প্রকৃতি অন্তর্যামী হইতে পারে না।

১ অধ্যা-২পা-৫অধি-২০সূ-৫১ সা সং।

৫ অধিকরণ (চলিতেছে)।

উপক্রম—শারীরস্তহিস্যাদিত্যত আহ—জীবের অন্তর্য্যামিত্বে সংশয়।

২০ সূ—শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈব মধীয়তে।

ব. অ,—শারীর (জীব) অন্তর্য্যামী নহে কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন এই উভয় শাখাতেই নিয়ম্য জীব, ও নিয়ন্তা অন্তর্যামী পরমাত্মা, এইরূপ ভেদোক্তি করিয়াছে।

ব্যা বি, শারীরশ্চ জীবোঽপি নান্তর্যামী হি যতঃ কাণ্বাঃ মাধ্যন্দিনাঃ অন্তর্যামিণো নিয়মাত্মেন ভেদেন এনং শারীরং অধীয়তে পঠন্তে।

দীপিকা—শরীরে ভবঃ শারীরো জীবঃ। শারীরো জীবোঽপি ন, কুতঃ, হি যস্মাৎ উভয়েঽপি কাণ্বাঃ মাধ্যন্দিনাশ্চ পরমাত্মানো ভেদেন 'যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্' 'য আত্মনি তিষ্ঠন্' ইত্যেবং শারীরমধীয়তে পঠন্তি। পূর্ব্বাধিকরণে দ্রষ্টৃত্বাদিশ্রবণাৎ ন প্রধানং 'য আত্মনি' ইতি ভেদশ্রবণাৎ ন জীবোঽপি অন্তর্য্যামী ইত্যুক্তং চকার নকারানুবৃত্ত্যর্থঃ, শারীরো নেতি।

তাৎপর্য্য—কাণ্ব শাখাতে 'যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্'=যিনি (পরমাত্মা) বিজ্ঞানে অবস্থিত ও মাধ্যন্দিন শাখাতে 'য আত্মনি তিষ্ঠন্'=যিনি আত্মাতে (জীবাত্মাতে) অবস্থিত এইরূপে উক্তি দ্বারা পরমাত্মা হইতে জীবকে ভিন্ন করাতে শারীর (জীব) অন্তর্যামী হইতে ভিন্ন। যদি বল 'নান্যোঽস্তি দ্রষ্টা' এবাক্য দ্বারা জীবও অন্তর্য্যামী হউক? না, অবিদ্যা প্রত্যু-

সম্প্রাপ্ত কার্য্যকারণোপাধি নিমিত্তই শারীর। শারীরকে অন্তর্যামী নির্দেশ পাওয়া ঠিক নহে। যতক্ষণ দ্বৈতজ্ঞান থাকে ততক্ষণ তত্ত্ব তত্ত্বকে দর্শন করে। ফলতঃ পরমাত্মাই অন্তর্যামী, জীব নহে। তিনি বিশ্বের অন্তরে থাকিয়া যমন করিতেছেন।

পঞ্চম অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

প্রধানং জীব ঈশো বা কোঽন্তর্যামী জগৎ প্রতি ?
কারণত্বাৎ প্রধানং স্যাৎ জীবো বা কর্ম্মণোমুখাৎ।

পঞ্চম অধিকরণের মীমাংসা।

জীবৈকত্ব স্মৃতত্বাদে রন্তর্যামি স ঈশ্বরঃ,
দ্রষ্টৃত্বাদের্ন প্রধানং ন জীবোঽপি নিয়ম্যতঃ

১অধ্যা-২পা-৫অধি-২১সূ-৫২ সা সং।

৬ অধিকরণ—প্রধানজীবৌ নিরাকৃত্য ঈশ্বরস্য ভূত-যোনিত্বং—'ভূত যোনি' শব্দে ঈশ্বর, প্রধান বা জীব নহে।

উপক্রম—"যত্তদদৃশ্য মগ্রাহ্য মগোত্র মচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণি-পাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ ভূতযোনিং পরি-পশ্যন্তি ধীরাঃ" এই মুণ্ডক শ্রুতিবাক্যে সংশয়—ভূতযোনি কে? প্রধান জীব কি ঈশ্বর?

২১ সূ—অদৃশ্যত্বাদি গুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ।

স, অ—অদৃশ্যত্বাদি ঐশ্বরীক অসাধারণ ধর্ম্মের কথনহেতু ঈশ্বরই ভূতযোনি।

ব্যা, বি—ধর্ম্মোক্তেঃ ঈশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞত্বং ইত্যাদি যে ধর্ম্মাঃ তেষাম্ উক্তেঃ কথনাৎ।

দীপিকা—ন দৃশ্যঃ অদৃশ্যঃ তস্য ভাবঃ অদৃশ্যত্বং তদাদি যেষাং অগ্রাহ্যত্বাদীনাং তে অদৃশ্যত্বাদয়ঃ তে গুণা যস্য সোঽয়ং

অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ভূতযোনিঃ পরমেশ্বরঃ, কুতঃ ধর্ম্মোক্তেঃ ধর্ম্মাঃ সর্ব্বজ্ঞইত্যাদিনোক্তাঃ তেষাং উক্তেঃ অভিধানাৎ।

তাৎপর্য্য—সংশয় –"অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" এবাক্যে 'পর' পদের প্রয়োগে ভূতোযোনিশব্দে প্রধান বা প্রকৃতিকেই বুঝাউক? ২য়তঃ সংশয়—'যোনি' শব্দের অর্থ যখন নিমিত্ত বা কারণ তখন শরীরকেও ভূতযোনি বলা যাউক? যেহেতু ধর্মাধর্ম দ্বারা শরীরই ভূতগণকে উপার্জ্জন করে। এই সংশয়ের মীমাংসা– অচেতন প্রকৃতি বা জীবাদি ভূতযোনি নহে। তাহাদের সর্ব্বজ্ঞাদি ধর্ম্মের সম্ভব নাই। 'অক্ষরাৎ পরঃ' প্রয়োগদ্বারা 'যাহাহইতে আর পরম পদার্থ নাই' এইরূপ অবগতি হয়। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত পরমেশ্বরই ভূতযোনি। তিনি পরাবিদ্যার বিষয়।

১অধ্যা-২পা-৬অধি-২২সূ ৫৩ সা সং।

৬ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—ভূতযোনি শব্দে ঈশ্বর।

২২সূ-বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং চ নেতরৌ।

র, অ—(দিব্য, অমূর্ত্ত) প্রভৃতি বিশেষণ থাকায় প্রধান ও জীব ভূতযোনি শব্দবাচ্য নহে।

ব্যা, বি—ইতরৌ প্রধান জীবৌ, ন, কথং, বিশেষণাৎ ভেদব্যপদেশাচ্চ।

দীপিকা—বিশেষণং দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষ ইতি জীবাৎ ব্যতিরিক্তত্বেন ভূতযোনের্ব্যপদেশঃ অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ প্রধানাখ্য পদার্থাৎ পঞ্চমী নির্দ্দিষ্টাৎ পরঃ ইতি প্রধানাদ্ভেদেন ভূতযোনেঃ পরমেশ্বরস্য ভেদেন, তাভ্যাং বিশেষণব্যপদেশাভ্যাং নেতরৌ জীব-প্রধানাখ্যপদার্থৌ ন।

তাৎপর্য্য—দিব্য, অমূর্ত্ত অজ, অপ্রাণ ইত্যাদি ভূতযোনির

বিশেষণ ঈশ্বরেই উপপন্ন হয়। জীব অবিদ্যাবশগত হইয়া আপনাতে দিব্যত্বাদি গুণের কল্পনা করে। পরন্তু যিনি সর্ব্ববিকারের পরবর্ত্তী এবং অবিকার তিনিই ভূতযোনি। 'অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ' শ্রুতি দ্বারা অব্যাকৃত নামরূপ শক্তিস্বরূপ সূক্ষ্ম ভূত সকল যাঁহার উপাধি সেই ঈশ্বর ব্যতিরেকে প্রকৃতি ও জীবকে ভূতযোনি বলা যায় না।

১ অধ্যা—২পা—৬অধি—২৩সূ—৫৪শা সং।

৬ অধিকরণ (চলিতেছে)।

উপ—জীব ও প্রকৃতি ভূতযোনি নহে।

২৩সূ—রূপোপন্যাসাচ্চ।

ব, অ—সৃষ্টবস্তু সকল ভূতযোনির রূপ বলিয়া কথিত হওয়ায় ভূতযোনি পুরুষ ঈশ্বর।

ব্যা, বি—রূপস্য উপন্যাসাৎ অভিধানাৎ ঈশ্বরো ভূতযোনিঃ।

দীপিকা—রূপস্য ভূতযোনেঃ স্বস্বরূপস্য সাক্ষাৎ উপন্যাসাৎ অভিধানাৎ, পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম ইত্যাদিনা, চকারো হেত্বন্তরসমুচ্চয়ার্থঃ।

তাৎপর্য্য—'এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা জানা যায় প্রাণাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত সেই ভূতযোনির সৃষ্ট বলিয়া রূপোপন্যাস করা হয়। যথা—"অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রং বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা"। এ রূপোপন্যাস জীব বা প্রকৃতির হইতে পারে না। ইহদ্বারা ঈশ্বরের সর্ব্বাত্মত্ব উদ্দিষ্ট হয়। 'পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম' শ্রুতি দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাত্মত্ব উক্ত আছে। শ্রুত্যন্তরে তাঁহা হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি কথিত আছে। অতএব পরমেশ্বরেই রূপোপন্যাস। অন্যের হইতে পারে না।

৬ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

ভূতযোনিঃ প্রধানং বা জীবো বা যদি বেশ্বরঃ
আদৌ পক্ষ-বুপাদাননিমিত্তত্বাভিধানতঃ ॥

৬ অধিকরণের মীমাংসা।

ঈশ্বরো ভূতযোনিঃ স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকীর্ত্তনাৎ।
দিব্যাত্মোক্তের্ন জীবঃ স্যাৎ ন প্রধানং ভেদোক্তিতঃ ॥

১ অধ্যা- ২পা- ৭অধি- ২৪সূ- ৫৫ সা সং।

৭ অধিকরণ—ব্রহ্মণো বৈশ্বানরঃ শব্দবাচ্যত্বং—বৈশ্বানর শব্দে ব্রহ্ম।

উপক্রম— ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উক্ত আছে প্রাচীনশাল ইন্দ্রদ্যুম্নের নিকট জিজ্ঞাসা করেন ব্রহ্ম কে? তাহাতে ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রাদেশ প্রমাণ আত্মরূপী বৈশ্বানরের উপদেশ করেন। এক্ষণে বৈশ্বানর শব্দ জঠরাগ্নি আদির বোধক হউক? না, বৈশ্বানর শব্দ ব্রহ্মবাচক।

২৪ সূ- বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ।

র, অ- বৈশ্বানর শব্দ সাধারণ অগ্ন্যাদি নহে। বিশেষ বিশেষণদ্বারা ইহা ব্রহ্ম-বোধক। যিনি বিশ্বের পালন করেন তিনিই বৈশ্বানর।

ব্যা, বি— বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা কুতঃ সাধারণ শব্দয়োর্বিশেষ তস্মাৎ।

দীপিকা— আত্মান মেবেমং বৈশ্বানর মিত্যাদিনোক্তো বৈশ্বানরঃ বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চ বিশ্বানরঃ বিশ্বে বা নরা অস্যেতি বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা, কুতঃ, সাধারণ শব্দয়োর্বিশেষঃ বৈশ্বানর শব্দোহগ্ন্যাদিত্যাত্মনাং সাধারণ আত্মশব্দশ্চ জীবপরমাত্মনো র্যদ্যপি তথাপ্যত্র বিশেষঃ শ্রুতঃ তস্য হবা এতস্য ইত্যাদিনোক্তো মূর্দ্ধাদি তস্মাৎ।

তাৎপর্য্য—'যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রং বৈশ্বানরমুপাস্তে সর্ব্বেষু ভূতেষন্নমত্তি এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুঃ "ইত্যাদি শ্রুতি-দ্বারা উপলব্ধ বৈশ্বানরশব্দ পরমেশ্বরবাচক। বৈশ্বানরের 'হৃদয়ংগার্হপত্যো মনোঽন্বাহার্য্যপচনং আস্যমাহবনীয়ং' অর্থাৎ এই বৈশ্বানর পুরুষের হৃদয় গার্হপত্য অগ্নি, মুখ আহবনীয় দ্রব্যাদি এবাক্যে "বৈশ্বানর শব্দ সাধারণ অগ্নিকে না বুঝাইয়া পরমেশ্বরকে বুঝাইয়া থাকে।

১অধ্যা—২পা—৭অধি ২৫সূ—৫৬ সা সং।

৭ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—বৈশ্বানর শব্দের বিচার।

২৫ সূ—স্মর্য্যমানমনুমানংস্যাদিতি।

ব, অ—স্মৃত্যুক্ত বৈশ্বানর শব্দে পরমেশ্বরানুমান সঙ্গত।

ব্যা, বি—স্মর্য্যমানং স্মৃত্যুক্তরূপং অনুমানং শ্রুতেরনুমাপকং পরমেশ্বরস্য বোধকং।

দীপিকা—যস্যাগ্নিরাস্য মিত্যাদিনা স্মর্য্যমানং রূপমস্য পরমেশ্বরস্য অনুমীয়তে অনেন ইতি অনুমানং লিঙ্গং স্যাৎ ভবেৎ ইতি যস্মাৎ তস্মাৎ বৈশ্বানরঃ পরমাত্মৈব।

তাৎপর্য্য—'যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্মূর্দ্ধা খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিশ্চ সূর্য্যশ্চক্ষুঃ দিশঃ শ্রোত্রে তস্মৈলোকাত্মনে নমঃ।" এই শ্রুতিতে 'নমঃ' শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় আশঙ্কা ইহাকে স্তুতিপর বলা যাউক? না ইহা স্তুতিপর নহে, যেহেতু এবিষয়ে অপরাপর বহু বহু শ্রুতি আছে। যথা—'দ্যাং মূর্দ্ধা যস্যবিপ্রা বদন্তি, খং বৈ নাভিং চন্দ্রসূর্য্যৌ চ নেত্রে, দিশঃ শ্রোত্রে বিদ্ধিপাদৌ ক্ষিতিশ্চ, সোঽচিন্ত্যাত্মা সর্ব্বভূতপ্রণেতা' ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা পরমেশ্বরের স্তুতিপর হইলেও বৈশ্বানর শব্দ ব্রহ্মবাচক তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

১ অধ্যা—২পা—৭অধি—২৬সূ—৫৭ সা সং।

৭ অধিকরণ (চলিতেছে)।

উপক্রম—বৈশ্বানর শব্দ ব্রহ্মবোধক, তজ্জন্য অপর সূত্র।

২৬ সূ—শব্দাদিভ্যোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানান্নেতি চেন্নতথাদৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভাবাৎ পুরুষ মপিচৈনমধীয়তে।

ব, অ,—বৈশ্বানর শব্দ পরমেশ্বর নহে একথা বলা যায় না। কেননা তাহা হইলে উপাসনার বিশেষোক্তির ও 'পুরুষ' বিশেষণে বিশেষিত হওয়ায় দোষ পড়ে।

ব্যা-বি—শব্দেভ্যঃ অর্থান্তরপ্রসিদ্ধেভ্যঃ বৈশ্বানরাদিশব্দেভ্যঃ তথা—অন্তঃ প্রতিষ্ঠানাৎ পুরুষান্তঃ প্রতিষ্ঠিতোক্তেঃ ন বৈশ্বানরঃ পরমেশ্বর ইতি ন বক্তব্যং তথা দৃষ্ট্যুপদেশাৎ অসম্ভবাৎ পুরুষ শব্দেনোক্তত্বাচ্চ।

দীপিকা—শব্দাদিভ্যঃ পরেভ্যঃ পরমেশ্বরাগ্নিশব্দৌ আদি শব্দাৎ হৃদয়ং গার্হপত্যাদ্যগ্নি ন কেবলমেব অন্তঃপ্রতিষ্ঠানাদপি পুরুষোঽন্তঃ প্রতিষ্ঠিতং চেৎ ইত্যাদিনা পুরুষস্যান্তরাবস্থানাচ্চ ন বৈশ্বানরঃ পরমেশ্বরঃ ইতি চেৎ এবং যদি তন্ন, কুতঃ, জাঠরাগ্নি পরিত্যাগেন দৃষ্ট্যুপদেশাৎ পরমেশ্বরঃ জাঠরো কারণীয় মিতিকথনাৎ অথবা জঠরবৈশ্বানরোপাধেঃ পরমেশ্বরস্য দ্রষ্টব্যত্বোপদেশাৎ। দৃষ্ট্যুপদেশঃ কুতঃ ইত্যত আহ অস্য দ্যামূর্দ্ধত্বাদেরসম্ভবাৎ অসত্বাৎ ন কেবল মেতস্য পুরুষত্বস্যাপি অধীয়তে চৈনমগ্নিং পুরুষং বাজসনেয়িনঃ পঠন্তি স এষোঽগ্নি বৈশ্বানরো যৎ পুরুষবিধমপি চৈনমধীয়তে পুরুষোন্তঃ প্রতিষ্ঠিতং।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—বৈশ্বানর শব্দে রূঢ়িবশতঃ গার্হপত্যাদি ত্রিবিধ অগ্নি ও হৃদয়াগ্নি পরিকল্পিত হউক? অথবা যে অগ্নি ভূতগণের অন্তরে ও বাহ্যে বিদ্যমান আছে তাহারই নির্দেশ করুক? কিম্বা জঠরাগ্নিকে উপলক্ষ করুক? উত্তর—তাহা নহে, বৈশ্বানর শব্দ জাঠরাগ্ন্যাদির বোধক হইলে 'মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ' শ্রুতির অসম্ভব হইয়া পড়ে। অপর যদি বৈশ্বানর শব্দে কেবল জাঠরাগ্নিই বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে বৈশ্বানর পুরুষের অন্তরেই কেবল প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন কিন্তু তদ্বারা পুরুষের অন্তরে পুরুষত্ব বা পুরুষবিধত্ব থাকিতে পারে না। বাজসনেয়িগণ ও পুরুষ বৈশ্বানরের উপাসনা করেন। 'পুরুষ বিধং পুরুষোঽন্তঃ প্রতিষ্ঠিতং' শ্রুতিদ্বারা তাঁহারা পুরুষবিধ বৈশ্বানরকে স্বীকার করেন। প্রমাণ—'বৈশ্বানরং পুরুষং পুরুষবিধং পুরুষোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ'— শ্রুতিঃ।

১ অধ্যা—২পা—৭অধি—২৭সূ—৫৮ সা সং

৫ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—বৈশ্বানর শব্দের ঈশ্বরত্ব।

২৭ সূ—অতএব দেবতা ভূতঞ্চ।

ব, অ,—অতএব দেবতা (অগ্নিদেবতা) ও ভূতকে বৈশ্বানর বলা যায় না বৈশ্বানর শব্দে ব্রহ্ম।

ব্যা, বি—অতএব উক্তেভ্যঃ হেতুভ্যঃ বৈশ্বানরো ব্রহ্ম, দেবতা নবা ভূতঞ্চ।

দীপিকা—অতএব মুক্তেভ্যঃ হেতুভ্যঃ দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিভ্যঃ ন দেবতা আদিত্যাদিঃ নচ ভূতং ভৌমোঽগ্নিঃ।

তাৎপর্য্য—ভূতাগ্নি বা অগ্নি-দেবতার আশঙ্কা করা যায় না। যদি বল ভূতাগ্নির স্বর্গলোকাদি সম্বন্ধ থাকা দৃষ্টে ভূতাগ্নিরই ভূতযোনি-রূপোপন্যাস অথবা যদি বল অগ্নি দেবতার ঐশ্বর্য্যযোগ হেতু ভূতযোনির অবয়ব

কল্পনা। তাহা হইতে পারে না বলিয়া আশঙ্কা নিরাস করিতেছেন। যেহেতু ভূতাগ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশমানত্ব থাকায় 'স্বর্গাদি মস্তক' কল্পনা হইতে পারেনা এবং দেবতারও ঐশ্বর্য্যযোগ সত্ত্বেও 'স্বর্গ তাঁহার মস্তক' এরূপ কল্পনা হইতে পারেনা কেননা ঐশ্বর্য্যও পরমেশ্বরের অধীন। অতএব শরীররূপী দেবতারও 'দ্যুমূর্দ্ধাদি—স্বর্গাদি মস্তক' এরূপ 'রূপোপন্যাস' অসঙ্গত। পরমেশ্বরেরই 'রূপোপন্যাস'। অতএব বৈশ্বানর শব্দে পরমেশ্বর।

১অধ্যা—২পা—৭অধি—২৮সূ—৫৭ সা সং।

৭ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—বৈশ্বানর শব্দের ব্রহ্মত্ব।

২৮—সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনি।

ব, অ,—জৈমিনি বলেন এবাক্যে জাঠরাগ্নি সম্বন্ধ ব্যতিরেকে ঈশ্বরোপসনা উপদিষ্ট হইয়াছে বলিলে কোন প্রকার বিরোধ (দোষ) হয় না।

ব্যা, বি—সাক্ষাৎ জাঠরাগ্নি সম্বন্ধং বিনা ঈশ্বরস্য উপাস্যত্বেঽপি অবিরোধং শব্দাদ্যবিরোধং স্যাদিতি জৈমিনির্মন্যতে।

দীপিকা—উক্তেভ্যঃ হেতুভ্যো জাঠরপ্রতীকো জাঠরোপাধির্বা বৈশ্বানরঃ উপাস্য ইত্যুক্তং। জৈমিনিস্ত্বাচার্য্যঃ সাক্ষাদপি নাপি প্রতীকোপাধিবৈশ্বানরস্য ঈশ্বরস্য উপাসনমবিরুদ্ধং মন্যতে।

তাৎপর্য্য—জৈমিনি বলেন 'ঈশ্বর অন্তঃপ্রতিষ্ঠিত' এউক্তিদ্বারা জাঠরাগ্নি প্রতীতি বা জাঠরাগ্নি-উপাধিতে 'ঈশ্বরের উপাসনা' বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রতীতি বা উপাধি পরিত্যাগে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের উপাসনা স্বীকার করিলে কোন বিরোধ হয় না। তিনি আরও বলেন 'পুরুষ বিধত্ব' ও 'পুরুষের অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্ব, জাঠরাগ্নির অভিপ্রায়ে বলা হয়না। যেমন এক বৃক্ষে শাখা ও প্রতিষ্ঠা দেখা যায় সেইরূপে পরমেশ্বরে 'পুরুষ বিধত্ব' ও 'পুরুষান্তঃ-প্রতিষ্ঠিতত্ব' উপপন্ন হয়। অধ্যাত্ম ও অধিদৈবতরূপে তাঁহাকে পুরুষবিধ ও পুরু-

যান্তঃ-প্রতিষ্ঠিত বলা যায়। শব্দার্থ দ্বারাও বৈশ্বানর ও অগ্নিশব্দে পরমাত্মাই অভিহিত হন। সমাসবাক্য 'বিশ্বশ্চায়ং নরশ্চেতি' 'বিশ্বেষাং বায়ং নরঃ' বিশ্বে বা নরা অস্যেতি' 'বিশ্বানর এব রাক্ষসবায়সবৎ' সর্ব্বাত্মত্বাৎ পরমাত্মা। অর্থাৎ 'যিনি বিশ্বের কর্ত্তা।' 'যিনি বিশ্বের সকলের অগ্রবর্ত্তী' তিনিই অগ্নি বা বৈশ্বানর। বৈশ্বানর শব্দ ব্রহ্মবোধক। অতএব তাহাতে গার্হপত্যাদিকল্পনা উপপন্ন হইতে পারে।

১অধ্যা—২পা—৭অধি—২৯সূ—৬০ সা সং।

৬ অধিকরণ (চলিতেছে) উপ—বৈশ্বানরের প্রাদেশমাত্রত্ব।

২৯ সূ—অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ।

ব, অ—আশ্মরথ্য নামা আচার্য্য বলেন পরমেশ্বর মহান্ হইলেও উপাসকগণের প্রাদেশপ্রমাণ হৃদয়ে অভিব্যক্ত বা উপহৃত হন তদনুসারেই প্রাদেশ শ্রুতিঃ।

ব্যা, বি—পরমেশ্বরস্য প্রাদেশ মাত্রেণ কথনং অভিব্যক্তি নিমিত্তং ইতি আশ্মরথ্যাচার্য্যোমনতে।

দীপিকা—'যস্ত্বেবমেবং প্রাদেশমাত্রং' ইতি শ্রুতি রতিমাত্রস্যাপীশ্বরস্য।বিরুদ্ধেতি আশ্মরথ্যাচার্য্যো মন্যতে। কুতঃ, অভিব্যক্তেঃ। অতিমাত্রোঽপি ঈশ্বরঃ ভক্তানাং প্রাদেশমাত্রএব অভিব্যজ্যতে প্রকটী ভবতি যতঃ প্রাদেশেষু বা হৃদয়াদিষু উপলব্ধি স্থানেষু বিশেষেনাভিব্যজ্যতে।

তাৎপর্য্য—যদিও বৈশ্বানর শব্দে পরমাত্মা পরিগৃহীত হইতে পারেন কিন্তু প্রামেশ মাত্র-শ্রুতি কিরূপে উপপন্ন হয়? এই আশঙ্কার উত্তর—আশ্মরথ্যাচার্য্য বলেন অতিমাত্র পরমেশ্বরের প্রাদেশ-মাত্র-কথন অভিব্যক্তির নিমিত্ত অর্থাৎ সাধকের হৃদয়াদি প্রাদেশ মাত্র দেশবিশেষে ঈশ্বর প্রকাশিত হইয়া থাকেন। এইজন্য ঈশ্বরকে প্রাদেশমাত্র পরিমাণ বিশিষ্ট বলিয়া শ্রুতিতে অভিহিত করিয়াছেন।

১ অধ্যা—২পা—৭অধি—৩০ সূ—৬১ সা সং।

৭ অধিকরণ (চলিতেছে)।

উপক্রম—ইহাও বৈশ্বানরের প্রাদেশমাত্রত্ব বিচার।

৩০ সূ—অনুস্মৃতে র্বাদরি।

ব, অ,—বাদবায়নের মতে 'প্রাদেশ প্রমাণ' উক্তি অনুস্মৃতির জন্য।

ব্যা, বি—পরমেশ্বরঃ প্রাদেশ মাত্রেণ হৃদয়েন মনসাঽনুস্মর্য্যতইতি প্রাদেশ শ্রুতিঃ। ইতি বাদরিরাচার্য্যঃ আহ।

দীপিকা—বাদরিরাচার্য্যঃ প্রাদেশমাত্রহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতে প্রস্থন্যায়েন প্রাদেশমাত্রশ্রুতে রবিবোধং মন্যতে। প্রাদেশমাত্রো-প্যনুস্মরণীয়ঃ প্রাদেশ মাত্রশ্রুতে রর্থাববুদ্ধয়ে।

তাৎপর্য্য—বাদরি আচার্য্য বলেন যেমন প্রস্থপরিমিত যবকে প্রস্থ বলা যায় সেইরূপ উপাসকগণ আপন হৃদয় মধ্যে প্রাদেশ প্রমাণ পরমাত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মনে মনে স্মরণ করেন। এই জনই পরমাত্মা প্রাদেশ প্রমাণ। সর্ব্বশাখাতেই পরমাত্মার প্রাদেশঃ-মাত্রত্ব প্রতীতি আছে।

১অধ্যা—২পা—৭অধি—৩১সূ—৬২ সা সং

৭ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—জৈমিনির মত।

৩১ সূ—সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহিদর্শয়তি।

ব, অ—জৈমিনি বলেন সম্পত্তিনিমিত্তই পরমেশ্বরের প্রাদেশমাত্র শ্রুতির উক্তি।

ব্যা, বি—সম্পত্তি নিমিত্তা প্রাদেশমাত্র শ্রুতিরিতি জৈমিনি মুনি-রাহ হি যতঃ তথা দর্শয়তি। সম্পত্তেঃ (হেতু পঞ্চমী)। পরমেশ্বরস্য প্রাদেশ মাত্রত্বং ইতি শেষঃ।

দীপিকা—সম্পত্তিনিমিত্তা বা স্যাৎ প্রাদেশ-মাত্র-শ্রুতি-রিতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে। তথাহি সমানপ্রকরণে বাজসনেয়ি

ব্রাহ্মণে মূর্দ্ধাদিষু অনুক্রান্তেষু জঠরাদীনবয়বান্ সম্প্যাদয়ন্ প্রাদেশমাত্রশ্রুতিঃ পরমেশ্বরস্য দর্শয়তি।

তাৎপর্য্য—সম্পত্তি নিমিত্তই প্রাদেশমাত্রশ্রুতি জৈমিনি এরূপ মত প্রকাশ করেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা প্রাচীনশালকেও প্রাদেশমাত্র বৈশ্বানরের উপদেশ করেন।

১ অধ্যা—২পা—৭ অধি—৩২সূ—৬৩সা সং।

৭ অধিকরণ (চলিতেছে)।

উপক্রম—প্রাদেশমাত্রশ্রুতি বিষয়ে জাবালের মত।

৩২ সূ—আমনন্তিচৈনমস্মিন্।

ব, অ,—জাবালও বৈশ্বানরের প্রাদেশমাত্রত্ব স্বীকার করেন।

ব্যা, বি—এনং পরমেশ্বরং মূর্দ্ধচিবুকান্তরে আমনন্তি উপদিশন্তি জাবালাঃ পীতি শেষঃ।

দীপিকা—আমনন্তি চৈনং পরমেশ্বরং অস্মিন চিবুকান্তরালে জাবালাঃ য এষোহনন্ত ইত্যুপক্রম্য বারণায়াং নাশ্যাং চ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইত্যাদিনা শঙ্কায়া অনুদয়মাহ।

ইতি সূত্রদীপিকায়াং সমন্বয়াখ্যস্য প্রথমাধ্যায়স্য অস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গবিচারনামো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

তাৎপর্য্য—জাবালাচার্য্য বলেন 'য এষোহনন্তোহব্যক্ত আত্মা সোহবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিতঃ' অর্থাৎ অনন্ত অব্যয় আত্মা প্রতিষ্ঠিত আছেন। কস্মিন্? কোথায়? ইতাত আহ—ইহাতে বলিতেছেন, 'বারণায়াং নাশ্যাঞ্চ মধ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ। বারণা শব্দের অর্থ 'সর্ব্বানি পাপানি বারয়তি ইতি 'বারণা' এবং নাশয়তীতি 'নাশী'। বারণা ও নাশী কোথায়? উত্তর—'ভ্রুবো র্ঘ্রাণস্য যঃ সন্ধিঃ স এষ দ্যুলোকস্য পরস্য চ সন্ধিঃ'—ভ্রু ও নাসিকার মধ্যগত যে সন্ধি তাহা স্বর্গলোক ও পরম লোকের সন্ধি জানিবে। এই নিমিত্তই পরমেশ্বরের প্রাদেশ প্রামাণ শ্রুতি, তিনি বিশাল ও বৈশ্বানর শব্দবাচ্য।

৭ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

বৈশ্বানরঃ কৌক্ষভূত দেবজীবেশ্বরেষু কঃ ?
বৈশ্বানরাত্মশব্দাভ্যা মীশ্বরোঽন্যোষু কশ্চন।

৭ অধিকরণের মীমাংসা।

মূর্দ্ধত্বাদি শ্রবাৎ ব্রহ্ম শব্দাচ্চেশ্বর ঈষ্যতে
বৈশ্বানরাত্মশব্দৌ তা বীশ্বরস্যাপিবাচকৌ।

ইতি শ্রীমহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত শারীরক-বেদান্ত-সূত্রে সমন্বয়াখ্য প্রথম্যাধ্যায়ে অস্পষ্ট-ব্রহ্ম-লিঙ্গ-বিচার নামক দ্বিতীয় পাদ।

প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের মন্তব্য।

এই পাদে অস্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গ বিচার করিয়াছেন। অস্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গ = যে সকল শব্দ ব্রহ্মবোধক হইলেও প্রথম দৃষ্টিতে অন্যার্থ উপলব্ধি করে। প্রথমে ব্রহ্মের উপাস্যত্ব নির্ণয় করিয়া অত্তা, ভূত-যোনি, অক্ষিপুরুষ বৈশ্বানর প্রভৃতি শব্দের ব্রহ্মবোধকত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এবং গুহা-প্রবিষ্ট শব্দে 'বুদ্ধি ও জীব' বিষয়ে আশঙ্কা নিরাস করিয়া জীবও ব্রহ্ম পক্ষে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

বেদান্ত-সূত্র।

প্রথম অধ্যায়।

তৃতীয় পাদ *

তৃতীয় পাদাধিকরণম।

১ম—(১ সূ—৭ সূ)—সূত্রাত্ম, হিরণ্যগর্ভ, প্রধানভোক্তৃজীবে-শ্বরাণাং মধ্যে কেবল মীশ্বরস্যৈব সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতত্বম্।

২য়—(৮ সূ—৯ সূ) প্রাণপরেশয়োর্ম্মধ্যে পরেশস্যৈব সত্য-শব্দেন শ্রেষ্ঠত্বম্।

* এপাদে জ্ঞেয়-ব্রহ্মলিঙ্গ বিচার।

৩য়—(১০ সূ—১২সূ) প্রণব ব্রহ্মণো র্মধ্যে ব্রহ্মণো এবাক্ষরশব্দ বাচ্যত্বম্।

৪র্থ—(১৩সূ) অপরপরব্রহ্মণোর্মধ্যেপরব্রহ্মণএব ত্রিমাত্রেণ প্রণবেন ধ্যেয়ত্বম্।

৫ম—(১৪ সূ—১৮ সূ) দহরাকাশত্বেন প্রতীয়মানানাং বিয়জ্জীবব্রহ্মণাং মধ্যে ব্রহ্মণ এব তদাকাশশব্দবাচ্যত্বম্।

ষষ্ঠ—(১৯সূ—২১সূ) অক্ষিপুরুষত্বেনাপাততঃ প্রতীয়মানয়ো জীবপরেশয়োঃ পরেশস্যৈব তৎপদবাচ্যত্বম্।

৭ম—(২২সূ—২৩সূ) জগৎপ্রকাশত্বেনোপলব্ধয়োঃ সূর্য্যাদি তেজঃ পদার্থচেতনয়োশ্চেতন্যস্যৈব তৎপ্রকাশত্বম্।

৮ম—(২৪সূ—২৫সূ) জীবাত্মপরমাত্মনোর্মধ্যে পরমাত্মন এব অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষশব্দেনপ্রতিপাদনম্।

৯—(২৬সূ—৩৪সূ) দেবানাংনির্গুণবিদ্যায়ামধিকার নিরূপণম্।

১০ম—(৩৫সূ—৩৯সূ) শূদ্রানাং বেদানধিকারকথনপূর্ব্বকঃ শোকাকুলত্বেন শূদ্রনাম-মাত্রধারিণো জানশ্রুতে বেদবিদ্যাধিগমঃ।

১১শ—(৪০সূ) প্রাণত্বেনাম্নাতানাং বজ্র-বায়ু-পরেশানাং মধ্যে পরেশস্যৈব তাদৃশ প্রাণশব্দবাচ্যত্বম্।

১২শ—(৪১সূ) ব্রহ্মণ পরত্ব জ্যোতিষ্টে।

১৩শ—(৪২ সূ) ব্রহ্মণ আকাশশব্দবাচ্যত্বম্।

১৪শ—(৪৩সূ—৪৪সূ) ব্রহ্মণো বিজ্ঞানময়শব্দবাচ্যত্বম্।

এই পাদে ৪৪টী সূত্রে—১৪টী অধিকরণ। কোন কোন ভাষ্যে ৩০ ও ৩১ সূত্র একাকারে প্রকাশ করাতে সূত্র সংখ্যা ৪৩। ফলতঃ বৃত্তিকার ৪৪ সূত্র গণনা করেন।

১ অধ্যা—৩পা—১অধি—১সূ—৬৪ সা সং।

১ অধিকরণ—সূত্রাত্ম, হিরণ্যগর্ভ, প্রধান, ভোক্তৃজীবেশ্বরাণাং মধ্যে কেবলমীশ্বরস্যৈব সর্ব্বাধিষ্ঠান ভূতত্বম্—সূত্রাত্মাদির মধ্যে কেবল ঈশ্বরই সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত।

উপক্রম—'আয়তন' শব্দে ঈশ্বরোপলব্ধির বিচার।

১ সূ—দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ।

ব অ.—দ্যু (স্বর্গ), ভূ (পৃথিবী) আদির ব্রহ্মই আয়তন কেননা স্ব (আত্মশব্দ) প্রয়োগে অন্যে উপলব্ধ হয় না।

ব্যা, বি—দ্যৌশ্চ ভূশ্চ দ্যুভুবৌ। দ্যুভুবা বাদী যস্যাতৎ 'দ্যুভ্বাদি' —জগৎ, তস্য আয়তনং আধারঃ পরব্রহ্মৈবেতি শেষ। স্ব শব্দাৎ আত্মশব্দ প্রয়োগাৎ।

দীপিকা—দ্যুভ্বাদি জগৎ তস্যায়তনমাশ্রয়ঃ, 'যস্মিন্ দ্যৌঃ-পৃথিবী চান্তরীক্ষ মিত্যস্মিন্ মন্ত্রে' প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, কুতঃ, স্ব শব্দাৎ স্বস্য আত্মনোবাচকঃ শব্দঃ 'তমেবৈকং জানথ আত্মান' মিত্যত্রাত্ম-শব্দ স্তস্মাৎ।

তাৎপর্য্য—মুণ্ডক শ্রুতিতে যিনি 'জগদাধার' বলিয়া কথিত হইয়াছেন তিনিই ব্রহ্ম। শ্রুতিতে 'আত্মশব্দ' প্রযুক্ত আছে। শ্রুতির্যথা—'যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষ মোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈ স্তমেবৈকং জানথ, আত্মান মন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ" অর্থাৎ যে পরমাত্মাতে স্বর্গ, পৃথিবী ও মন নিহিত আছে সেই পরমাত্মাকে সর্ব্ব প্রাণের সহিত জান, অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর, সেই পরমাত্মাই মোক্ষের সেতু স্বরূপ। এক্ষণে এই শ্রুতিতে আশঙ্কা -স্বর্গপৃথিব্যাদির আয়তন কে? দ্বিতীয়তঃ—লোকে পারগামীকেই 'সেতু' বলিয়া থাকে কিন্তু ব্রহ্ম অপার সুতরাং তাঁহাতে কিরূপে 'সেতুশব্দ' প্রযুক্ত হইতে পারে? বায়ুকেই কেন আয়তন না বলি? যেহেতু বায়ুকে 'সূত্রস্বরূপ' বলিয়া কথিত আছে। উত্তর—স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, মন ও প্রাণ ইহাদের সকলের নির্দ্দিষ্ট আয়তনই ব্রহ্ম। যেহেতু ব্রহ্মেতে 'আত্মশব্দের' প্রয়োগ আছে। এবিষয়ে শ্রুতিতে প্রমাণ আছে যথা—'সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ' অর্থাৎ সকল প্রজারই মূল 'সৎ স্বরূপ ব্রহ্ম' তিনিই জগতের আয়তন। সেই সৎ স্বরূপ ব্রহ্মেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত

আছে। স্ব শব্দের প্রয়োগে ব্রহ্মই জগতের আয়তন অবধারিত হইতেছেন, পুনশ্চ 'সেতু শব্দে' মৃদাত্মকময়সেতু নহে। সেতু=বিধারণত্বং, ধারণ শক্তি। ব্রহ্মই জগদাধার ও জগদায়তন।

১ অধ্যা—৩পা—১ অধি-২ সূ-৬৫ সা সং

১ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—আয়তনশব্দ বিচার।

২ সূ-মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ।

ব, অ,—মুক্ত-পুরুষ-কর্তৃক উপসৃপ্য বা লভ্য বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হওয়ায় ব্রহ্মই পৃথিবীস্বর্গাদির আয়তন।

ব্যা, বি—মুক্তৈঃ পুরুষৈ উপসৃপ্যং প্রত্যকৃত্বেনপ্রাপ্যং যদ্ ব্রহ্ম অত্র তস্য ব্যপদেশাৎ কথনাৎ দ্যুভ্বায়তনং ব্রহ্মৈব।

দীপিকা—মুক্তৈঃঅবিদ্যাতৎকার্য্যশূন্যৈঃ উপসৃপ্যং তদ্ব্রহ্ম যতস্তস্য তথাবিদ্বানিত্যাদিনাস্মিন্ প্রকরণে ব্যপদেশোহভিধানং তস্মাৎ ব্রহ্মৈবায়তনম্।

তাৎপর্য্য—'রসঘন এবৈবায়মাত্মা' শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মের রস বা আনন্দময়ত্বের শ্রবণ আছে। বায়ু আদিতে 'রস' শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্মই স্বর্গ পৃথিবীর আয়তন। মুক্তপুরুষেরা তাঁহাকে পাইয়া থাকেন, এরূপ ব্যপদেশ ব্রহ্মভিন্ন অন্যে সঙ্গত নহে। প্রমাণ—'তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ'।

১অধ্যা—৩পা—১অধি—৩সূ—৬৬ সা সং।

১ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ-প্রধানকে আয়তন বলি?

৩ সূ—নানুমান মতচ্ছব্দাৎ।

ব, অ,—প্রকৃতিকে আয়তন বলিয়া অনুমান সঙ্গত নহে।

ব্যা, বি—ন অনুমানং সাঙ্খ্য পরিকল্পিতং প্রধানং ইহ দ্যুভ্বায়তনত্বেন প্রতিপত্তব্যং। তস্য প্রধানস্য শব্দঃ তচ্ছব্দঃ ন তৎ শব্দঃ অতচ্ছব্দঃ তস্মাৎ। যতঃ অস্মিন প্রকরণে প্রধানপ্রতিপাদকঃশব্দো নাস্তি তস্মাৎ ন প্রধান মায়াতনম্।

দীপিকা—অনুমীয়তে ইত্যনুমানং প্রধানং নাত্র, কুতঃ, অতচ্ছব্দাৎ প্রধানপ্রতিপাদকশব্দাভাবাৎ ইত্যর্থঃ।

তাৎপর্য্য—সাঙ্খ্যবাদিগণ প্রকৃতিকে কারণ ও আয়তন অনুমান করেন তাহা সম্ভবপর নহে। শ্রুতিতে আয়তনবিচারে প্রকৃতি প্রতিপাদক কোন শব্দ নাই। বরঞ্চ—'সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ, ইত্যাদি ব্রহ্মপ্রতিপাদক শব্দপ্রযুক্ত আছে। বায়ুও আয়তন শব্দে উপলব্ধ হয় না কেননা বায়ু প্রতিপাদক শব্দেরও প্রয়োগ নাই। অতএব 'আশতন' ব্রহ্ম।

১ অধ্যা—৩পা—১অধি—৪সূ—৬৭ সা সং।

১ অধিকরণ (চলিতেছে)।

উপক্রম—আয়তন শব্দে দেহীর আশঙ্কা।

৪ সূ—প্রাণভৃচ্চ।

ব, অ,—প্রাণধারীকে আয়তন বলা যায় না।

ব্যা, বি—জীবোপি নায়তন ত্বেন বলা যায় না।

দীপিকা—প্রাণান্ বিভর্ত্তীতি প্রাণভৃজ্জীবঃ অপি ন, যঃ সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদাতচ্ছব্দাৎ।

তাৎপর্য্য—প্রাণধারী বিজ্ঞানাত্মা (জীব) চেতন হইলেও 'স্বর্গপৃথিবীর আয়তন' বলিয়া কোন শ্রুতিতে শ্রুত হয় না। অতএব প্রাণভৃৎ জীব আয়তন শব্দবাচ্য নহে। ব্রহ্মই আয়তন।

১অধ্যা—৩পা—১অধি—৫সূ—৬৮ সা সং।

১ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপক্রম—আয়তন বিচার।

৫ সূ—ভেদব্যপদেশাচ্চ।

ব, অ,—জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় ভেদব্যপদেশ থাকায় জীবকে 'আয়তন' বলা যায় না।

ব্যা, বি—ভেদব্যপদেশাৎ ভেদোক্তেঃ জ্ঞাতৃজ্ঞেয় ভাবেনেতি।

দীপিকা—ভেদস্য 'তমেবৈকং জানথ' আত্মানমিতি জ্ঞেয় জ্ঞাতৃভাবেন ব্যপদেশাৎ।

তাৎপর্য্য—'তমেবৈকং জানথ' শ্রুতিদ্বারা জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভাব ব্যপদেশ আছে। অতএব প্রাণভৃৎ বিজ্ঞানাত্মাকে আয়তন বলা যাইতে পারে না।

১অধ্যা—৩পা—১অধি—৬সূ—৬৯ সা সং

১ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—আয়তন বিচার।

৬ সূ—প্রকরণাৎ।

ব, অ—পরমাত্মার প্রকরণে 'আয়তন' শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় 'আয়তন' শব্দ ব্রহ্মবোধক।

ব্যা-বি—প্রকরণং পরমাত্মপ্রকরণং তস্মাৎ।

দীপিকা—একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানাদিকং শ্রূয়মানং ব্রহ্মণ্যেবোপপন্ন মিত্যর্থঃ।

তাৎপর্য্য—পরমাত্মপ্রকরণে 'আয়তন শব্দ' প্রয়োগে বিজ্ঞানাত্মার 'আয়তনত্ব' ঃউপলব্ধ হইতে পারে না। প্রমাণ—'যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।

১অধ্যা—৩পা—১অধি—৭সূ—৭০ সা সং।

৭ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—আয়তন বিচার শেষ।

৭ সূ—স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ।

ব, অ—স্থিতি (উদাসীন ভাবে অবস্থান) এবং অদন (কর্ম্মফল ভোগ) এতদুভয় দ্বারা জীবের অনায়তনত্ব নিশ্চীত হয়।

ব্যা, বি—স্থিতিরৌদাসিন্যং অদনং ফলভোগঃ তাভ্যাং ন জীবঃ আয়তনঃ।

দীপিকা—স্থিতিরবস্থিতি রনশন মিতিযাবৎ'অনশ্নন্নন্যো-হভিচাকশীতি' শ্রুতেঃ অদনং ভক্ষণং 'পিপ্পলং স্বাদ্বত্তীতি' শ্রুতেঃ তাভ্যামীশ্বরো জীবাদন্যঃ সিদ্ধঃ নচেশ্বরাদন্যত্র জগৎকারণ মিতি চকারার্থঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—'দ্বাসুপর্ণা'শ্রুতিদ্বারা 'স্থিতি' এবং 'ভক্ষণ' উপলব্ধ হওয়ায় ঈশ্বরও ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া পরিগৃহীত হউন? উত্তর—যাঁহাকে পৈঙ্গ্যুপনিষদে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' ও 'সত্ত্বঃ' বলিয়া শব্দাঙ্কিত করিয়াছে, যিনি প্রাণধারী এবং যিনি সত্ত্বাদির অভিমানী, তিনি পরমাত্মা হইতে অন্য। তিনি 'স্বর্গ পৃথিবীর আয়তন' হইতে পারেন না।

১ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ—

সূত্রং প্রধানং ভোক্তেশো দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ভবেৎ
শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধিভ্যাং ভোক্তৃত্বাচ্চেশ্বরেতরঃ।

১ অধিকরণের মীমাংসা—

নাদ্যৌ পক্ষাবাত্মশব্দাৎ ন ভোক্তা মুক্তগম্যতঃ
ব্রহ্ম প্রকরণাদীশঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিতস্ততঃ।

১অধ্যা—৩পা—২অধি—৮সূ—৭১ সা সং।

২ অধিকরণ—প্রাণ পরেশয়োর্মধ্যে পরেশস্যৈব সত্য-শব্দেন

শ্রেষ্ঠত্বম্—প্রাণ ও ঈশ্বর এতদুভয় শব্দের মধ্যে ঈশ্বরেরই 'সত্য শব্দ' প্রয়োগ থাকায় শ্রেষ্ঠত্ব।

উপক্রম—পূর্ব্বাধিকরণে আত্মশব্দাৎ দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ব্রহ্মেত্যুক্তং তত্রাত্মশব্দঃ প্রাণেনৈকান্তঃ ইত্যাক্ষিপ্যসমাধত্তে।

আত্মশব্দ প্রয়োগ হেতু পূর্ব্বাধিকরণে ব্রহ্মই দ্যুভ্বাদ্যায়তন নিশ্চীত হইয়াছেন। এ অধিকরণে 'প্রাণকে' আয়তন বলিয়া আশঙ্কা নিরাস করিতেছেন।

৮সূ—ভুমাসংপ্রাসাদাদধ্যুপদেশাৎ।

ব. অ—সম্প্রসাদ বা সুষুপ্তি স্থানাতীত তুরীয়ত্ব হেতু পরমাত্মাই ভূমা শব্দবাচ্য, প্রাণ নহে।

ব্যা, বি—সংপ্রসাদঃ=সুষুপ্তিস্থানং তস্মাৎ (অপা—৫মী) অধি—উপরি উপদেশাৎ (হেতোঃ ৫মী) তথা তুরীয়ত্বকথনাৎ ভূমা পরমাত্মা।

দীপিকা—বক্তোর্ভাবো ভূমা ভূমশব্দবাচ্যো পরমাত্মৈব স্বীকারণীয়ঃ, কুতঃ, সংপ্রসাদাৎ অধ্যুপদেশাৎ। প্রসীদত্যস্যামবস্থায়া মিতি সুষুপ্তিঃ সংপ্রসাদঃ তস্যা তস্যামবস্থায়ামবস্থিতঃ প্রাণো লক্ষ্যতে সংপ্রসাদাৎ প্রাণাৎ অধি উপরি এষস্তুত্যাদিনা উপদেশাৎ অভিধানাৎ।

তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যশ্রুতিতে যে 'ভূমার' বিষয় উপদেশ আছে তিনি 'পরমাত্মা' যেহেতু তিনি সংপ্রসাদ বা সুষুপ্তি স্থানাতীত 'তুরীয়'। অন্যের তুরীয়ত্ব হইতে পারে না। শ্রুতিতে কথিত আছে যিনি ভূমা তিনিই উপাস্য যথা 'যত্র নানাৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা' ইহাতে সংশয় ভূমা কে? প্রাণ কি পরমাত্মা? কেননা 'প্রাণ বাব ভূয়ান্' শ্রুতিদ্বারা প্রাণকেই 'ভূমা' বলা যাউক? উত্তর যদিও অনেকানেক স্থলে প্রাণশব্দে ব্রহ্মাভিধান হয় বটে কিন্তু 'প্রাণ শব্দ' ভূমা হইতে পৃথক্। ভূমা=পরমাত্মা। সুষুপ্তি কালে যখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপার নিবৃত্ত হয় তখন 'প্রাণই' এই পুরে শায়িত অবস্থায় থাকেন। প্রাণই সম্প্রসাদ শব্দে অভিহিত হন প্রাণের ঊর্দ্ধে 'ভূমার' উপদেশ আছে। প্রাণের আত্মত্ব নাই সুতরাং প্রাণকে

স্বর্গ ও পৃথিবীর কারণ বলা যায় না। 'স্বমহিম্নি স্থিতঃ' যিনি আপনি আপনার মহিমাতে অবস্থিত, তিনিই ভূমা পরমাত্মা।

১অধ্যা—৩পা—২অধি—৯সূ—৭২ সা সং।

২ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—প্রাণ ভূমা নহে।

৯সূ—ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ।

ব, অ—শ্রুতিতে সত্যত্বাদি যে সকল ধর্ম্মের (গুণের) উক্তি আছে তাহা পরমাত্মাতেই উপপন্ন হয়।

ব্যা, বি—ধর্ম্মাণাং সত্যত্বাদীনাং উপপত্তিঃ তস্মাৎ (হেতোঃ ৫মী ভূমা পরমাত্মেতিশেষঃ। 'চ' ইতি অধিকরণ সামান্যং।

দীপিকা—ধর্ম্মাণাং যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি ইত্যাদীনাং তস্মিন্ পরমাত্মন্যুপপত্তেঃ চকার তেষাং প্রাণেঽনুপপত্তিঃ।

তাৎপর্য্য—ভূমাতে যে যে ধর্ম্মের (গুণের) উপপত্তি আছে তত্তৎ ধর্ম্ম 'প্রাণে' সঙ্গত হয় না। 'যত্রনান্যৎপশ্যতি' 'ভূমৈবসুখং' ভূমৈকামৃতং' ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা উপপন্ন ভূমাই পরমাত্মা। সত্যত্বাদি গুণ পরমাত্মাতেই উপপন্ন হয়।

২ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ—

ভূমা প্রাণো পরেশোবা ? প্রশ্নপ্রত্যুক্তিবর্জ্জনাৎ
অনুবর্ত্যাতিবাদিত্বং ভূমোক্তের্বায়ুরেব সঃ।

২য় অধিকরণের মীমাংসা।

বিচ্ছিদ্যৈষ ত্বিতি প্রাণং সত্যস্যোপক্রমাত্ত্বগা
মহোপক্রম আত্মোক্তেরীশোঽয়ং দ্বৈতবারণাৎ।

১অধ্যা—৩পা—৩অধি—১০সূ—৭৩ সা সং।

৩ অধিকরণ—প্রণবব্রহ্মণোর্মধ্যে ব্রহ্মণএবাক্ষরশব্দবাচ্যত্বম্। প্রণব ও ব্রহ্ম এতদুভয়ের ব্রহ্মই অক্ষর শব্দবাচ্য।

উপক্রম—অত্র ব্রহ্মণোঽপি প্রণবস্য সার্ব্বাত্মদর্শনাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধত্তে। প্রণবকে 'অক্ষর' বলা যাউক ? এই আশঙ্কায় সূত্র।

১০ সূ—অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ।

ব, অ—অম্বর (আকাশাদি বিকারের) ধারণ হেতু অক্ষর শব্দে পরমাত্মা।

ব্যা, বি—অম্বরং আকাশঃ তৎ অন্তঃ অবসানং যস্য বিকারস্য তস্য ধৃতের্ধারণাৎ হেতোঃ। আকাশান্তঃ ক্ষিত্যাদিআকাশান্তঃ। তস্য ভূতসমূহস্য।

দীপিকা—অশ্রুত ইত্যক্ষরং ন ক্ষরতীতি বা এতদ্বৈতং অক্ষরং ইত্যাদ্যুক্তং অক্ষরং ব্রহ্মৈব। কুতঃ, অম্বরান্তধৃতেঃ অম্বরমাকাশ মব্যাকৃতং তদন্তে যস্য তদিদং অম্বরান্তঃ তস্য ধৃতি র্ধারণং।

তাৎপর্য্য—'কস্মিন্ খলু আকাশ ওতঃ প্রোতশ্চ'? অর্থাৎ কাহাতে আকাশ ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত? এই প্রশ্নের উত্তর—'এতস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ'। অর্থাৎ হে গার্গি 'অক্ষর পরমাত্মাতে' আকাশ ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত। বৃহদারণ্যক উপনিষদের এই শ্রুতিতে আশঙ্কা—এ অক্ষর কে? ইহা দ্বারা প্রণব উপলব্ধ হউক? কেননা শ্রুত্যন্তরে দেখা যায় 'ওঁকার এবেদং সর্ব্বং' সকলই ওঁকার। এই আশঙ্কা নিবারণ জন্য বলিতেছেন। বর্ণরূপী 'ওঁকারকে' অক্ষর বলা যায় না। 'ওঁকারকে' ব্রহ্ম পরিজ্ঞানের সাধন বলিয়া উপনিষদে উল্লেখ করিয়াছে। এবং প্রণব বা ওঁকার ব্রহ্মেরই বাচক। অতএব 'অক্ষর' শব্দে পরমাত্মা, বর্ণাত্মক প্রণব হইতে পারে না।

১অধ্যা—৩পা—৩অধি—১১সূ—৭৪ সা সং।

৩ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—'অক্ষর' শব্দের বিচার।

১১ সূ—সাচপ্রশাসনাৎ।

ব, অ—পরমাত্মারই 'ধৃতি' কেননা তাঁহার 'শাসনে' সূর্য্য উদিত হইতেছেন ইত্যাদি।

ব্যা, বি—সা=ধৃতিঃ। চ=অধিকরণসামান্যং। প্রশাসনং নিয়-মনং তস্মাৎ অম্বরান্তধৃতিঃ পরমেশ্বরস্যৈব।

দীপিকা—সা ধৃতি পরমেশ্বরস্যৈব কর্ম্ম, কুতঃ প্রশাসনাৎ প্রকর্ষেণ,শাসনং এতস্যাক্ষরস্য প্রশাসনাৎ ইত্যাদিনা শ্রুতং তস্মাৎ।

তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে শাসন বা নিয়মন সহকারে জগৎ ধারণের উল্লেখ আছে। সেরূপ ধারণকরিবার ক্ষমতা ব্রহ্মভিন্ন অন্যে হইতে পারে না। আকাশান্ত পদার্থ ধারণ পরমেশ্বরই কর্ম্ম তাঁহারই শাসনে জগৎ চলিতেছে। প্রমাণ—'এতস্যাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ'।

১ অধ্যা—৩পা—৩অধি—১২সূ—৭৫ সা সং।

৩ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—'অক্ষর' শব্দে 'প্রধান' নহে।

১২ সূ—অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ।

ব, অ—শ্রুতিতে 'অক্ষর' হইতে 'অচেতনকে' পৃথকরূপে ব্যবস্থাপিত করায় অক্ষর শব্দে 'প্রধান' হইতে পারেনা এবং তাহার (প্রধানের) আকাশ প্রভৃতি ভূতগণের ধৃতি বা ধারণত্ব সঙ্গত হয় না।

ব্যা, বি—অন্যভাবঃ অচেতনত্বং তস্মাৎ ব্যাবৃত্তিঃ পৃথক্তয়া ব্যবস্থাপনং তস্মাৎ। শ্রুতিঃ অক্ষরং অচেতনাৎ ব্যাবর্ত্তয়তি।

দীপিকা—অন্যস্য অচেতনস্য ভাবঃ অন্যভাবঃ অচেতনত্বং তস্মাদ্ব্যাবৃত্তিঃ পৃথক্করণং। অক্ষরস্য প্রশাসিতু রিদং দৃষ্টং ইত্যাদিনা চকার উপচারনিবারণার্থঃ।

তাৎপর্য্য—পরমাত্মাই অক্ষর শব্দবাচ্য। উপাধিবিশিষ্ট শারীর বিজ্ঞানাত্মা অক্ষর শব্দবাচ্য নহে। প্রমাণ—'তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ অমতং মন্তৃ' ইতি।

৩ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

অক্ষরং প্রণবঃ কিম্বা ব্রহ্ম ? লোকেঽক্ষরাভিধা
বর্ণে প্রসিদ্ধা, তেনাত্র প্রণবঃ স্যাৎ উপাস্তয়ে।

৩ অধিকরণের মীমাংসা।

অব্যাকৃতাধারতোক্তেঃ সর্ব্বধর্ম্মনিষেধতঃ
শাসনাৎ দ্রষ্টৃতাদেশ্চ ব্রহ্মৈবাক্ষর মুচ্যতে।

১ অধ্যা—৩পা—৪ অধি ১৩সূ—৭৬ সা সং।

৪ অধিকরণ—অপরপরব্রহ্মণোর্মধ্যে পরব্রহ্মণ এব মিত্রাত্রেণ প্রণবেন ধ্যেয়ত্বম্। অপরব্রহ্ম * ও পরব্রহ্মের মধ্যে ত্রিমাত্র (অ+উ+ম) প্রণবদ্বারা পরব্রহ্মেরই ধ্যান করিবার বিধান।

উপক্রম—পূর্ব্বাধিকরণে অক্ষর শব্দবাচ্যং ব্রহ্ম প্রশাসনাৎ ইত্যুক্তং ইদানিং তদপরমেব ব্রহ্মলোকফলদর্শনাদিবুদ্ধিসন্নিধানাদাক্ষিপ্য সমাধত্তে। ওঁকার সাধনদ্বারায় ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির শ্রবণ থাকায় অপর ব্রহ্মই ধ্যেয় হউন ?

১৩ সূ—ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ।

ব, অ—ঈক্ষতি † কর্ম্ম ব্যপদিষ্ট হওয়ায় পরব্রহ্মই ধ্যাতব্যঃ।

ব্যা, বি—(ঈক্ষ্+শ্তিপ্) ঈক্ষতি। কথনাৎ সঃ পরমাত্মা ধ্যেয়ঃ।

দীপিকা—পরং পুরুষ মভিধ্যায়ীতেতি পরঃ পুরুষঃ পরমত্মা, কুতঃ, ঈক্ষতিকর্ম্ম ব্যপদেশঃ তস্যকর্ম্ম তদ্ব্যাপ্যং তস্য ব্যপদেশ স্তস্মাৎ সএব চেহ পরপুরুষঃ মভিধ্যেতব্য প্রত্যভিজ্ঞায়তে।

* অপরব্রহ্ম—হিরণ্য গর্ভ বা ব্রহ্মা।

† ৫ সা, সং দেখ।

তাৎপর্য্য—প্রশ্নোপনিষদে পিপ্পলাদ সত্যকামকে বলিয়াছেন 'ওঁকারো যো ধ্যেয়ঃ স ব্রহ্মৈব।' অর্থাৎ ওঁকার দ্বারা ব্রহ্মকে ধ্যান করিবে। উপাসক সেই ধ্যাতব্য পুরুষকে দর্শন করে ও অভেদ ভাব প্রাপ্ত হয়। শ্রুতিতে এইরূপ কথন থাকায় পিপ্পলাদোক্ত ধ্যাতব্য ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম। "হে সত্যকাম! ওঁকার দ্বারা পরম পুরুষকে ধ্যান করিবে" ইহাতে আশঙ্কা কাহার ধ্যান করিবে? পরব্রহ্মের কি অপর ব্রহ্মের কি জীবঘনের (ব্রহ্মলোক এবং লোকান্তরের) ধ্যান করিবে? এই সকল আশঙ্কার কারণ দর্শাইতেছেন—যেহেতু সামগান দ্বারা ব্রহ্মলোকে গতি হয় অতএব ব্রহ্মই অপর ধ্যাতব্য হউন? আবার 'উন্নি-নীয়তে ব্রহ্মলোকঃ' এবাক্যদ্বারা 'জীবঘনই' ধ্যেয় হউন? এই সকল আশঙ্কা নিবারণ জন্য বলিতেছেন—পরব্রহ্মই ধ্যাতব্যরূপে উপদিষ্ট যেহেতু পরমেশ্বরেরই 'ঈক্ষণ' ব্যপদেশ আছে যথা—'স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎ পরং পুরুষং ঐক্ষত'। বিশেষতঃ 'পরমপুরুষ' এই বিশেষণ পদ থাকায় পরব্রহ্মেরই উপলব্ধি হয়। যাঁহা হইতে আর পরম বস্তু নাই শ্রুত্যন্তরে জানা যায় পরব্রহ্মই ওঁকার। পাপ বিমোচনের নিমিত্ত পরমাত্মার ধ্যান করিবে। ত্রিমাত্র ওঁকার অবলম্বন করিয়া যাঁহারা পরমাত্মার ধ্যান করেন ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিই তাঁহারদিগের ফল। ইহাতে অপর ব্রহ্মের আশঙ্কা করা যাইতে পারে না।

৪ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

ত্রিমাত্র প্রণবে ধ্যেয় মপরং ব্রহ্ম বা পরং?
ব্রহ্মলোক ফলাপ্ত্যাদে রপরং ব্রহ্ম গম্যতে।

৪ অধিকরণের মীমাংসা।

ঈক্ষিতব্যো জীবঘনাৎ পরস্তৎ প্রত্যভিজ্ঞয়া
ভবেদ্ধেয়ং পরং ব্রহ্ম ক্রমমুক্তিঃ * ফলিষ্যতি

১অধ্যা—৩পা—৫অধি—১৪ সূ—৭৭ সা সং।

৫ অধিকরণ—দহরাকাশত্বেন প্রতীয়মানানাং বিয়জ্জীব-

* ১২ সা, সং দেখ

ব্রহ্মাণাং মধ্যে ব্রহ্মণএব তদাকাশ শব্দবাচ্যত্বম—আকাশ, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ব্রহ্মই 'দহর' শব্দে প্রতীত হন্।

উপক্রম—পূর্ব্বাধিকরণে ধ্যায়তি কর্ম্ম পরংব্রহ্মেত্যুক্তঃ তদযুক্তং দহরবাক্যোপক্রমোক্ত জীবস্য বাক্য শেষে স উত্তমঃ ইত্যুক্তং পুরুষশব্দাভিধানাৎ তৎপুরুষশব্দস্যাপি ব্রহ্মবিষয়ত্বাদসম্ভবাৎ আক্ষিপ্য সমাধত্তে। 'দহর শব্দের ব্রহ্ম নিরূপণ'।

১৪ সূ—দহর উত্তরেভ্যঃ।

ব, অ— (ছান্দোগ্য শ্রুতির) উত্তর বা শেষ ভাগে যে দহরাকাশ শব্দের বিচার আছে তাহা ব্রহ্মবোধক।

ব্যা, বি—উত্তরেভ্য ছান্দোগ্যস্য বাক্যশেষেভ্যঃ দহরঃ পরমাত্মা।

দীপিকা—দহর ইত্যস্মিন্ বাক্যে দহরঃ সূক্ষ্মঃ পরমাত্মা, কুতঃ,উত্তরেভ্যো হেতুভ্যো 'যাবান্ অয়মাকাশঃ' ইত্যাদিনোক্তেভ্যঃ।

তাৎপর্য্য—'যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ স্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্‌বিজিজ্ঞাসিতব্যং' এই শ্রুতি বাক্যে শঙ্কা-যেহেতু আকাশ শব্দ ভূতাকাশ ও ব্রহ্মে প্রয়োগ হয় অতএব 'দহর শব্দে 'ভূতাকাশ' কি পরমাত্মা? আবার 'ব্রহ্মপুর' শব্দ দ্বারা জীবকেও আশঙ্কা হইতে পারে? কেনমা 'জীব' স্বকর্ম্ম ভোগের নিমিত্ত শরীর পাইয়া থাকে। উত্তর—উক্ত শ্রুতিতে পরমেশ্বরই হৃদয়াকাশ রূপে বর্ণিত হইয়াছেন 'পুণ্ডরীকাকাশ রূপে হৃদয়াকাশে প্রসিদ্ধ আকাশের উপমা আছে। শ্রুত্যন্তরে জানা যায় 'জ্যায়ানাকাশাৎ'—পরমেশ্বর আকাশ হইতেও শ্রেষ্ঠ। পরমাত্মা পাপ হীন, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প। ভূতাকাশের তাহা হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ জীবপক্ষেও আশঙ্কা করা যায় না—যেমন শালগ্রাম চক্রে বিষ্ণু সন্নিহিত হন, সেইরূপ জীব ব্রহ্মেতে সন্নিহিত হইয়া থাকেন। পরব্রহ্মেরই এই শরীররূপ পুর এই জন্য ইহাকে বহ্মপুর বলা যায়। এই ব্রহ্মপুরে যে

হৃদয়-পুণ্ডরীকবেশ্ম তাহাতে পরমাত্মাকেই অন্বেষণ করিতে শ্রুতি উপদেশ করেন।

১ অধ্যা—৩পা—৫অধি—১৫সূ—৭৮ সা সং।

৫ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—দহর বিচার।

১৫ সূ—গতিশব্দাভ্যাং তথাহিদৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ।

দহর শব্দে পরমাত্মা কেননা শ্রুতিতে দহরে গতি হওয়ায় ইহাকে ব্রহ্ম-লোক বলিয়া শব্দিত করিয়াছে। জীবের অহরহঃ সুষুপ্তিতে ব্রহ্ম-গতি উপ-নিষদে বর্ণিত দৃষ্ট হয় এবং দহরশব্দ ব্রহ্মলিঙ্গ বা ব্রহ্মবোধক বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত আছে।

ব্যা, বি—গতেঃ শব্দাচ্চ তাভ্যাং দহরঃ পরমাত্মা। তথাহি দৃষ্টং অহরহঃ ব্রহ্মগমনং শ্রুতৌ দৃষ্টং, লিঙ্গঞ্চ বোধকঞ্চ ব্রহ্মণঃ শেষঃ।

দীপিকা—গতির্গমনং শব্দঃ ব্রহ্মলোকশব্দঃ অহরহ র্গচ্ছ-ন্ত্যেতং ব্রহ্মলোকমিতি শ্রুতেঃ। গতিশ্চ শব্দশ্চ গতিশব্দৌ তাভ্যাং দহরঃ সঃ তথাহি দৃষ্টং যথা শ্রুত্যন্তরেঽপি অহরহ ব্র্হ্মলোক গমনং দৃষ্টমবগতং তদেব অহরহ র্গমনং লিঙ্গচ।

তাৎপর্য্য—'ইমাঃ প্রজাঃ অহরহ র্গচ্ছন্তোতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দতি' এই শ্রুতি বাক্যে আশঙ্কা—ব্রহ্মলোক কি? ব্রহ্মার লোক? উত্তর—ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে ব্রহ্মলোক শব্দে ব্রহ্মার লোক বুঝাইতে পারে বটে কিন্তু সামানাধিকরণ্যবৃত্তিদ্বারা 'ব্রহ্মএব লোকঃ' এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে পরমেশ্বরই প্রতীত হন। সর্ব্বদাই যে এই প্রজা সকল কার্য্যভূত ব্রহ্মলোকে গমন করে ইহা কল্পনা করা যায় না। সুষুপ্তিতে 'ব্রহ্মপ্রাপ্তি' হইয়া থাকে ইহার এইরূপ অর্থ।

১অধ্যা—৩পা—৫অধি—১৬সূ—৭৯ সা সং।

৫ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—দহর বিচার।

১৬ সূ—ধৃতেশ্চ মহিম্নোস্যাস্মিন্নুপলব্ধেঃ।

ব, অ—'দহর কর্ত্তৃক জগৎ ধৃত আছে' এবাক্যে 'দহর শব্দ' ব্রহ্মবোধক। এরূপ ধৃতি বা জগদ্বিধারণ পরমেশ্বরই মহিমা।

ব্যা, বি—ধৃতি ধাঁরণং তস্মাৎ দহরঃ পরমেশ্বরঃ। অস্য ধৃতি-রূপস্য মহিম্নঃ অস্মিন্ পরমেশ্বরে উপলব্ধি স্তস্মাৎ।

দীপিকা—ধারণং ধৃতিঃ তস্যাঃ 'স সেতুর্বিধৃতি' রিতি শ্রুতেঃ দহরঃ পরমাত্মৈব। অস্য ধারণস্যমহিম্নঃ প্রভাবস্যাস্মিন্ পরমেশ্বরে 'সূর্য্যাচন্দ্র মসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ' ইত্যাদিনা উপলব্ধেশ্চ উপলম্ভাৎ।

তাৎপর্য্য—পরমেশ্বর নিজ মহিমায় জগতের ধারয়িতা। পরমেশ্বরই 'দহরঃ' 'এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সেতু বিধাঁরণং এষাং লোকানাং শ্রুতি দ্বারা পরমেশ্বরই সকলের ধারয়িতা সেতু স্বরূপ। 'অস্য প্রশাসনে সূর্য্যাচন্দ্রামসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ' এ শ্রুতি দ্বারা 'বিধৃতি' শব্দে ধারণ উপলব্ধি হয় অতএব দহরাকাশ স্বরূপ পরমেশ্বরই সকলের ধারয়িতা।

১ অধ্যা—৩পা—৫অধি—১৭সূ—৮০ সা সং।

৫ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—দহর বিচার।

১৭ সূ—প্রসিদ্ধেশ্চ।

ব, অ—শ্রুত্যুক্ত দহরাকাশশব্দে পরমেশ্বরই প্রসিদ্ধ।

ব্যা, বি—প্রসিদ্ধঃ শ্রুতেরিতি তস্মাৎ।

দীপিকা—প্রসিদ্ধি বৈদিকো আকাশো বৈ নাম ইত্যাদিনা অন্যাস্য অনুপপত্তিঃ।

তাৎপর্য্য—'এই পরিদৃশ্যমান ভূতসকল আকাশ হইতে সমুৎপন্ন হয়, এবাক্যে পরমেশ্বরই উপলব্ধ হইতেছেন। আকাশ—পরমাত্মা।

১অধ্যা—৩পা—৫অধি—১৮সূ—৮১ সা সং।

৫ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—দহর বিচার।

১৮সূ—ইতর পরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ।

ব, অ—বাক্যের শেষে পরমেশ্বরের ন্যায় ইতরের (জীবের) পরামর্শ (কথন) থাকা হেতু জীবকেও 'দহর' বলাযায়না, কেননা জীবে শেষোক্ত ধর্ম্মসম্ভব হইতে পারেনা।

ব্যা, বি—ইতরস্য জীবস্য পরামর্শাৎ (কথনাৎ) (স=জীব) ইতি=দহর ইতি। চেৎ=যদি, স জীবোঽপি দহর ভবিতুমর্হতি ইতি চেৎ-মন্যতে, তৎ ন, কুতঃ, অসম্ভবাৎ হেতোঃ।

দীপিকা—ইতরস্য জীবস্য পরামর্শো লিঙ্গং অথ 'য এষঃ সম্প্রসাদঃ' ইত্যাদি তস্মাৎ স জীবো দহরইতি চেৎ এবং যদি, তন্ন, কুতঃ অসম্ভবাৎ যাবৎ যাবান্ বায়ং আকাশঃ ইতি শেষঃ।

তাৎপর্য্য—'আকাশ হইতে সমস্ত ভূতগণের উৎপত্তি' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা দহরাকাশ শব্দ জীবেরও জ্ঞাপক হউক? 'য এষঃ সম্প্রসাদঃ স এব আত্মা' ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা জীবকে কেন না উপলব্ধ করে? এ আশঙ্কার প্রতি কারণ—সম্প্রসাদ শব্দে সুষুপ্তি ও তদাবস্থা-বিশিষ্ট ইতর পরামর্শ হেতু জীবকেও বুঝাইতে পারে। এজন্য 'দহরোঽস্মিন্নরাকাশঃ' এ প্রয়োগে তবে আকাশ শব্দে জীবই কথিত হউক? উত্তর—না, তাহা অসম্ভব। জীব বুদ্ধ্যাদিতে উপাধি-পরিচ্ছিন্ন ও অভিমানী হইয়া 'আকাশের' সহিত উপমিত হয় না এবং জীবের 'নিষ্পাপত্বাদি' ধর্ম্মের সম্ভাবনা নাই। অতএব অন্তরাকাশ শব্দে পরমাত্মা।

৫ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

দহরঃ কো বিয়জ্জীবো ব্রহ্ম বা? হকাশশব্দতঃ
বিয়ৎ স্যাদথবাঽল্পত্ব শ্রুতে জীবো ভবিষ্যতি।

৫ অধিকরণের মীমাংসা।

বাহ্যাকাশোপমানেন দ্যুভূম্যাদি সমাহিতেঃ
আত্মাপহতপাপ্মত্বাৎ সেতুত্বাচ্চ পরেশ্বরঃ।

১অধ্যা—৩পা—৬ অধি—১৯ সূ—৮২ সা সং।

৬ অধিকরণ—অক্ষিপুরুষত্বেনাপাততঃ প্রতীয়মানয়ো জীবপরেশয়োঃ পরেশস্যৈব তৎপদবাচ্যত্বম্—আপততঃ জীব ও ঈশ্বর উভয়েই অক্ষিপুরুষ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও পরমেশ্বরই উক্ত শব্দ বাচ্য।

উপক্রম—প্রজাপতি বচনধৃত জীবই অক্ষিপুরুষ হউন ?

১৯ সূ—উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু।

ব, অ—প্রজাপতি কথিত বাক্যশেষে উক্ত দহর শব্দে জীব আশঙ্কা হয় না। আবির্ভূতস্বরূপঃ—ব্রহ্ম।

ব্যা, বি—তুঃ শব্দ শঙ্কানিরাসার্থঃ। উত্তরাৎ—প্রজাপতি বাক্য শেষস্থাৎ। চেৎ—যদি আশঙ্ক্যতে।

দীপিকা—উত্তরাৎ 'য এষোঽক্ষিণি পুরুষোদৃশ্যতে' ইতি প্রাজাপত্য বাক্যাৎ জীবোঽত্র চেৎ যদি, তন্ন, আবির্ভূতঃ স্বরূপো যতঃ আবির্ভূতং শরীরং অস্য ইতি চ অক্ষিলক্ষিতো নিরুপাধিক-স্বরূপঃ। তুশব্দো নকারার্থঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—'য এষঃ স্বপ্নে মহীয়ানশ্চরতি স এব আত্মা' এ বাক্য দ্বারা শ্রুতি জীবকেই অবস্থান্তর-গ্রস্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আবার 'সম্প্রসাদোঽস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে।' এ শ্রুতি-দ্বারা শরীর হইতে উত্থিত জীবকেই উত্তম পুরুষ বলিয়া প্রদর্শিত হয়। পুনরপি, 'য এষোঽক্ষিণি' শ্রুতিদ্বারা অক্ষিলক্ষিত দ্রষ্টা পুরুষকে শারীর জীব বলিয়াই ব্যাখ্যাত হয়। অতএব 'দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ' এই উত্তর বাক্যদ্বারা জীব-কেই উপলব্ধি করুক ? উত্তর—পরাত্মাই 'অপহত পাপ্মত্বাদি' ধর্ম্মবিশিষ্ট। যাবৎ দ্বৈতলক্ষণ বুদ্ধি নিবৃত্তি করিয়া কূটস্থ আত্মাকে লাভ করিতে না পারে তাবৎ জীবের জীবত্ব। যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্ম স্বরূপ হন। 'স্বেন রূপেণ'—স্বীয়রূপ শব্দে পারমার্থিক রূপ। নক্ষত্রগণ দিবাভাগে অপ্রকাশিত

থাকিয়া সূর্য্যালোক অপগত হইলে যেমন স্বকীয় স্বরূপ প্রকাশিত করে জীবও সেইরূপ বিবেক জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও বিষয়-জ্ঞানোপাধি দ্বারা অবিবিক্ত দর্শন থাকে। যাবৎ জীব অবিবেকী থাকে তাবৎকাল শরীরী। বিবেক জ্ঞান হইলে সে অশরীরী যখন জীবের বিবেক জ্ঞান হয় তখনই সে শরীর হইতে 'উত্থিত' হইয়া থাকে এবং স্বকীয় রূপে অভিনিষ্পন্ন বা অপগত হয়। বাস্তবিক জীব ও ব্রহ্ম উভয়ই আকাশের ন্যায় অসঙ্গ। জীব কর্তৃত্বভোক্তৃত্বও রাগ-দ্বেষাদিদ্বারা দূষিত। সুতরাং 'অপহতপাপ্মত্বাদি ধর্ম্ম' জীবে সম্ভব হইতে পারে না। অতএব 'স্বেনরূপ'—স্বকীয়রূপ শব্দদ্বারা ব্রহ্মেরই স্বকীয় রূপের উপলব্ধি হয় ও অক্ষিপুরুষ শব্দে ব্রহ্মই নিশ্চীত হন।

১ অধ্যা—৩পা—৬অধি—২০ সূ—৮৩ সা সং।

৬ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপক্রম—অক্ষিপুরুষ বিচার।

২০ সূ—অন্যার্থশ্চপরামর্শঃ।

ব, অ,—দহর বাক্যে যে জীব ভাবের বর্ণনা আছে জীবের পরমেশ্বরভাব প্রতিপাদন করাই সে বর্ণনার উদ্দেশ্য।

ব্যা, বি—পরামর্শোঽনুসন্ধানং। জীবপরামর্শস্তু অন্যার্থঃ পরমেশ্বর প্রতিপাদনার্থঃ।

দীপিকা—পরামর্শোহি জীবাদন্যস্য পরমাত্মনো রূপস্য প্রদর্শনার্থঃ। অয়মাত্মাঽপহতপাপ্মা ইত্যাদি রূপাবগতিঃ প্রয়োজনং।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—'য এবঃ সম্প্রসাদঃ' এবাক্যে জীব না অন্য বিশেষ উপাদনা ? উত্তর—উক্ত পরামর্শ অন্যার্থ—পরমেশ্বর-স্বরূপ-পর্য্যবসায়ী। জীব সুষুপ্তিঅবস্থায় ব্রহ্মকে লাভ করিয়া পাপ-রাহিত্যাদি গুণ-সম্পন্ন ও অভিনিষ্পন্ন হন। সেই অপহত পাপ্মত্বাদি গুণযুক্ত ঈশ্বরই উপাস্য। জীব পরামর্শ হইতে পারে না।

১অধ্যা—৩পা—৬অধি—২১সূ—৮৪ সা সং।

৬ অধিকরণ (চলিতেছে) উপ—দহর বিচার।

২১সূ—অল্পশ্রুতেরিতিচেত্তদুক্তং।

ব, অ, 'অল্প শ্রুতির' আশঙ্কা বিষয়ে পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

ব্যাবি—অল্পশ্রুতেঃ—'দহর আকাশঃ' ইত্যনেন আকাশস্য অল্পত্ব শ্রবণাৎ। ইতি—দহরত্বঃ অল্পত্বং (পরমেশ্বরে ন সংগচ্ছতে)। চেৎ শঙ্ক্যতে। তৎ, শঙ্কা সমাধানং উক্তং (১ অধ্যা—২পা—৭সূ)।

দীপিকা—অল্পাভিধায়িনী শ্রুতিঃ অল্প শ্রুতিঃ দহর ইতি তস্মাৎ ন পরমাত্মেতি চেদেবং যদি তন্নেতি কুতঃ, তদুক্তং তত্তদয়ং চোদ্যং উক্ত পরিহারং 'নীচায্যত্বাদিনা' পূর্ব্বাধিকরণে এতং ত্বেব ইত্যোত্তচ্ছব্দস্যাপ্রকৃতার্থত্বাৎ দহরস্য জীবতা নিরস্তা তদুক্তং।

তাৎপর্য্য—'আশঙ্কা—দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ' এবাক্যে আকাশের অল্পত্ব শ্রুত হয়; কিন্তু তাহা (অল্পত্ব) পরমেশ্বরে উপপন্ন হয়না এজন্য 'অন্তরাকাশ' শব্দে জীবকে বুঝাউক? উত্তর—না, যদিও পরমেশ্বরের আপেক্ষিক অল্পত্ব অবকল্পিত হয় বটে তথাপি প্রসিদ্ধ আকাশোপমান দ্বারা 'আকাশ' যাবৎ পরিমাণক, অন্তর্হৃদয়াকাশ ও তাবৎ পরিমাণক জানিতে হইবে। এবিষয় পূর্ব্বে (৩৮ সা, সং) সূত্রে বিস্তারিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

যঃ প্রজাপতিবিদ্যায়াং স কিং জীবোঽথবেশ্বরঃ?
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তোক্তে স্তদ্বান্ জীব ইহোচিতঃ॥

৬ষ্ঠ অধিকরণের মীমাংসা।

'আত্মাপহত পাপ্মেতি' প্রক্রম্যান্তে স উত্তমঃ
পুমানিত্যুক্ত ঈশোঽত্র জাগ্রদাদ্যাববুদ্ধয়ে।

১অধ্যা—৩পা—৭অধি—২২সূ—৮৫ সা সং।

৭ অধিকরণ—জগৎপ্রকাশকত্বেনোপলব্ধয়োঃ সূর্য্যাদিতেজঃ পদার্থয়ো শ্চৈতন্যস্যৈব তৎপ্রকাশকত্বম্—সূর্য্যাদিকে প্রকাশক বলা যায় না; চৈতন্যই প্রকাশক। উপক্রম—আত্মাই সর্ব্বাবভাসক।

২২ সূ—অনুকৃতেস্তস্যচ।

ব, অ— সমস্তই তাঁহার (আত্মার) অনুকৃতি বা অনুকরণ।

ব্যা, বি—(অনু+কৃ+ক্তি) অনুকৃতিঃ। তস্মাৎ (হেতু ৫মী,) তস্য—পরমেশ্বরস্য।

দীপিকা—তমেব ভান্তমিত্যুক্তঃ প্রাজ্ঞ এব, কুতঃ, অনুকৃতে রনুকরণাৎ অনুকৃতি রনুভাতি শ্রুতেঃ তস্য ভাসা ইত্যাদি বাক্যাৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—'ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চ চন্দ্রতারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয় মগ্নিঃ, তমেব ভান্ত মনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্ব মিদং বিভাতি' এবাক্যে যাঁহার আভাবে বিশ্ব আভাবিত হয়, যাঁহার প্রকাশে সকল প্রকাশিত হয় তিনি কি কোন তেজোধাতুস্বরূপ, কি প্রজ্ঞাত্মা? দ্বিতীয়তঃ,তিনি যদি সূর্য্যাদির ন্যায় তেজো ধাতুই হন তবে যেমন সূর্য্য জ্যোতিঃদ্বারা চন্দ্র তারকাদিকে অপ্রকাশিত রাখে সেইরূপ তাঁহার তেজঃদ্বারা সকলই অপ-কাশিত হইতে পারে? বিশেষতঃ যেমন কোনএক দীপের প্রকাশে অন্যান্য দীপ প্রকাশিত হয়না সেইরূপ তাঁহার প্রকাশে সকলই অপ্রকাশ কেন না হউক? অপর সংশয়—'ভারূপঃ সত্যসংকল্পঃ' বলিয়া প্রজ্ঞাত্মার উল্লেখ থাকায় প্রজ্ঞাত্মাই উপলব্ধ হউক? উত্তর—না, এতদ্বারা কোন তেজোধাতু বা প্রজ্ঞাত্মা উপলব্ধ হয় না। সূর্য্য যেমন ইতর জ্যোতিষ্কগণের প্রকাশক, ঈশ্বর তেমনই সকলের প্রকাশক। সূর্য্যাদি যাবতীয় তেজস্ক পদার্থই তাঁহার তেজে প্রকাশিত। ব্রহ্মই সকলকে প্রকাশ করেন। ব্রহ্মকে কেহ প্রকাশ করিতে পারে না।

১অধ্যা—৩পা—৭অধি—২৩ সূ—৮৬ সা সং।

৭ অধিকরণ (চলিতেছে) উপ—ঈশ্বরই সর্ব্ব প্রকাশক।

২৩ সূ—অপিচ স্মর্য্যতে।

ব, অ—স্মৃতি (গীতা) শাস্ত্রেও ঈশ্বরই প্রকাশক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্যা, বি—স্মৃত্যা অপিচ উচ্যতে।

দীপিকা—স্মর্য্যতে গীতাসু 'ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যঃ' ইত্যাদিনা পূর্ব্বাধিকরণেন তত্রেতি সতি বিষয়ত্বং ব্যবস্থিতং তদ্বৎ পরিমাণমপি জৈব মৈশ্বরং বেতি সংশয়েঽঙ্গুষ্ঠ মাত্রং পুরুষমিতি প্রত্যুদাহরণেনাক্ষিপ্য সমাধত্তে।

তাৎপর্য্য—গীতাতেও দেখা যায় 'ন তদ্ভাসয়তে' 'যদাদিত্য গতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলং, যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকং এবাক্যও 'ন তত্র সূর্য্যোভাতি' শ্রুতির অনুকূল।

৭ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

নতত্র সূর্য্যো ভাতীতি তেজোঽন্তরমুতাপিচিৎ।
তেজোভিভাবকত্বেন তেজোঽন্তরমিদং মহৎ॥

৭ অধিকরণের মীমাংসা।

চিৎ স্যাৎ, সূর্য্যাদাভাসাত্বাৎ তাদৃক্তেজোঽপ্রসিদ্ধতঃ।
সর্ব্বস্মাৎ পুরতো ভানাৎ তদ্ভাসা চান্য ভাসনাৎ॥

১অধ্যা—৩পা—৮ অধি—২৪সূ—৮৭ সা সং।

৮ অধিকরণ—জীবাত্মপরমাত্মনোর্মধ্যে পরমাত্মন এব অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ শব্দেন প্রতিপাদনং। অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ শব্দে পরমাত্মা। জীবাত্মা নহে।

উপক্রম—কঠোপনিষদে যম নচিকেতা সংবাদে যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষের উল্লেখ আছে তিনি পরমাত্মা।

২৪ সূ—শব্দাদেব প্রমিতঃ।

ব, অ—(ঈশানাদি) শব্দের প্রয়োগ হেতু অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমিত পুরুষ পরমাত্মা।

ব্যা, বি—প্রমিতঃ (প্র+মা+ক্তঃ)=পরিমিতঃ, কঠবল্ল্যাং যঃ পুরুষঃ অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পরিমিতঃ কথিতঃ স পরমাত্মা কুতঃ (ঈশানাদি) শব্দাৎ।

দীপিকা—অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পরমাত্মা প্রমিতঃ কুতঃ শব্দাদেব ঈশানাদি পদকদম্বাদেব।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—'অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি, অঙ্গুমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরি বাধূমকঃ ঈশানঃ, এতদ্বৈতৎ।' এই শ্রুতিতে উপপন্ন অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ কে? জীব না ঈশ্বর? আবার শঙ্কা, অথ সত্যবতঃ কায়াৎ পাশবদ্ধং অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ' শ্রুত্যুক্ত এবাক্যে জীবই তবে অঙ্গুষ্ঠমাত্র শব্দদ্বারা উপলব্ধ হউক? উত্তর—পরমাত্মাই অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ। 'ভূতভব্যস্য স এবাদ্যঃ' শ্রুতিদ্বারা পরমাত্মারই উপলব্ধি হয়। 'ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ' ইত্যাদি প্রমাণেও পরমাত্মাই অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষ বলিয়া জানা যায় তাঁহাকে ভূত ভব্যের ঈশান—নিয়ন্তা বলিয়া উপপন্ন করিয়াছেন।

১অধ্যা—৩পা—৮অধি—২৫ সূ—৮৮ সা সং।

৮ অধিকরণ (চলিতেছে)।

উপক্রম—পরমাত্মার অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্ব বিচার।

২৮ সূ—হৃদ্যপেক্ষয়াতু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ।

ব, অ,—অঙ্গুষ্ঠমাত্র হৃদয়স্থানের অপেক্ষায় মনুষ্যাধিকারিত্ব প্রযুক্ত পরমাত্মার অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ।

ব্যা, বি—হৃদাপেক্ষয়া হৃদয়ে অবস্থান অপেক্ষ্য (অঙ্গুষ্ঠত্বং) মনুষ্যাধিকারত্বাৎ হৃদয়মপি মনুষ্যাণাং গ্রহনীয়ং। দেবাদীনাং নেতি।

দীপিকা—হৃদি হৃদয়ে অবস্থানস্য অপেক্ষায়াতু এবমিতি মাত্রস্যাপি অঙ্গুষ্ঠমাত্রে শ্রুতিঃ হৃদয়স্য অঙ্গুষ্ঠ মাত্রত্বং, কুতঃ ইত্যত-আহ, মনুষ্যাধিকারাৎ শাস্ত্রস্যেতিশেষঃ। মনুষ্যাণামধিকারো মনুষ্যাধিকারঃ তস্য ভাব স্তুৎ ত্বং তস্মাৎ। মনুষ্যাণাস্তু প্রায়েণ স্বাং অঙ্গুষ্ঠ পরিমিতং হৃদয়ং ভতস্তদপেক্ষয়া অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পরমেশ্বর ইতি।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—যিনি সর্ব্বগত পরমাত্মা তাঁহার অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পরিমাণ কিরূপে সম্ভব? উত্তর—মনুষ্যের হৃদয় অঙ্গুষ্ঠ মাত্র। হৃদয় স্থানের অপেক্ষায় পরমাত্মার অঙ্গুষ্ঠমাত্রপরিমাণ মনুষ্যাধিকারিত্ব প্রযুক্ত। এবিষয়ে প্রমাণ যথা "অঙ্গুষ্ঠ মাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা জানানাং হৃদি সংস্থিতঃ" শ্রুতিঃ।

৮অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

'অঙ্গুষ্ঠমাত্রো' জীবঃ স্যাদীশোবাহল্প প্রমাণতঃ?
দেহমধ্যে স্থিতেশ্চৈব জীবো ভবিতু মর্হতি।

৮অধিকরণের মীমাংসা।

ভূতভব্যেশতাজীবে নাস্ত্যতোহসাবিহেশ্বরঃ
স্থিতি প্রমাণঈশোঽপি স্তো হৃদ্যস্যোপলক্ষিতঃ।

১অধ্যা—৩পা—৯অধি—২৬সূ—৮৯ সা সং।

৯অধিকরণ—দেবানাং নির্গুণবিদ্যায়ামধিকার নিরূপণম্। দেবগণের নির্গুণ বিদ্যায় অধিকার নিরূপণ।

উপ—বাদরায়ণের মতে দেবগণের নির্গুণ বিদ্যাধিকার।

২৬সূ—তদুপর্য্যপিবাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ।

ব, অ—মনুষ্যের উপরি দেবগণও ব্রহ্মবিদ্যাধিকারী বাদরায়ণ বলেন।

ব্যা, বি—তদুপরি—তেষাং নরাণাং উপরি দেবানাং অপি (অধিকারঃ) ইতি বাদরায়ণো মন্যতে। সম্ভবাৎ হেতোঃ।

দীপিকা—তেষাং মনুষ্যাণাং উপরি যে দেবাদয় স্তেষা মপি মধিকারং বাদরায়ণাচার্য্যোমন্যতে, কুতঃ, সম্ভবাৎ সম্ভাব্যতে হি তেষাং অপি অর্থিত্বাদিকং বিগ্রহাদিমত্বাদিত্যর্থঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—তবে 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ' শ্রুতি, দেবাধিকার বা ঋষি অধিকারে বিরোধী হউক? উত্তর—না, বাদরায়ণ বলেন ইন্দ্রাদি দেবগণেরও ব্রহ্মচর্য্য শ্রুত আছে। মোক্ষ তাঁহাদেরও প্রার্থনীয় তবে তাঁহাদের অর্থিত্বাদি ভেদ হইতে পারে কিন্তু 'অঙ্গুষ্ঠ মাত্র শ্রুতির' কোন ভেদ হয়না। কেবল মনুষ্যেরই জ্ঞানাধিকার এমত নহে মনুষ্য অপেক্ষা (উপরি) শ্রেষ্ঠ দেবতাদিগেরও জ্ঞানাধিকার শ্রুত হয়। কারণ অর্থিত্বাদি সমস্তই তাঁহাদের পক্ষে থাকা সম্ভব।

১ অধ্যা—৩পা—৯অধি—২৭সূ—৯০ সা সং।

৯ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—দেবাধিকার বর্ণন।

২৭সূ—বিরোধঃকর্ম্মণীতি চেন্নানেকরূপ প্রতিপত্তের্দর্শনাৎ।

ব, অ—দেবগণ নানারূপ ধারণ করিতে পারেন। এবিষয়ে মনুষ্যগণের সহিত বিভিন্নতা থাকিলেও কর্ম্মবিষয়ে (ব্রহ্ম কর্ম্ম) বিরোধ নাই।

ব্যা, বি—কর্ম্মণিতু বিরোধঃস্তি ইতিচেৎ যদি শঙ্ক্যতে তৎ নন্যাশঙ্কনীয়ং। অনেক প্রাপ্তপত্তে দর্শনাৎ তন্নাস্তীতিশেষঃ। দেবানাং কর্ম্মসু বিরোধো নাস্তি।

দীপিকা—যদি বিগ্রহবতো দেবতাকস্য যজমানস্য যাগে দেবতায়াঃ বিগ্রহাদিমত্বং ইতিচেৎ এবং যদি, তন্ন, কুতঃ, অনেকরূপ প্রতিপত্তেঃ যুগপৎ অনেক ভোজনে শক্তঃ*একোপ্যনে-

কেষাং নমস্কারক্রিয়ায়াং শক্তঃ ইতি নানা বিধায়া ব্যবস্থায়াঃ সম্ভবাৎ কুতঃ, এবং লোকে দর্শনাৎ অনেকেষাং রূপপ্রতিপত্তের্বা তস্য ঐশ্বর্য্য-বিশেষাৎ দেবতানাং যুগপৎ অনেকশরীরস্বীকারাৎ তদেব কথং ইত্যত আহ, দর্শনাৎ 'কতিদেবা ইত্যুপক্রম্য প্রাণইত্যন্তে' ন শ্রাতে-নাত্মনশ্চ স্মার্ত্তেনচ বাক্যেন দেবাদীনা মনেক শরীরপ্রতি পত্তি দৃষ্টা।

তাৎপর্য্য—মনুষ্যগণের শ্রেষ্ঠ দেবগণকেও শাস্ত্র অধিকার করে। ইহাতে আশঙ্কা—যদি শরীর বত্তা হেতু দেবগণেও কর্ম্মাদিভাব স্বীকার করা যায় তাহা হইলে কর্ম্মেতে বিরোধ ঘটে। বহু যাগে ইন্দ্রের এক স্বরূপ সন্নিধান অসম্ভব হয় সুতরাং বিরোধ হয়। এতদাশঙ্কা নিরাসজন্য বলিতে-ছেন—প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ হয় না,কেননা দেবগণের অনেক প্রতিপত্তি আছে অর্থাৎ এক দেবের একদা অনেক স্বরূপ প্রতিপত্তি দেখা যায়। শ্রুতিতেও দেবগণের অনেকরূপতা প্রদর্শন করে। সূর্য্য যেমন রশ্মি সমুদয় বিস্তৃত করিয়া পুনরায় গ্রহণ করেন সেইরূপ যোগিগণ আত্মাকে বিস্তার করিয়া পুনরায় তাহা সংগ্রহ করিয়া থাকেন। অণিমাদি'সিদ্ধিপ্রাপ্ত যোগি-গণও একদা অনেক শরীর যোগ করিতে পারেন তাহা দর্শিত আছে। যোগিগণ যখন একদা বহু শরীর-যোগ করিতে পারেন তখন সিদ্ধ দেবগণের উক্ত বিষয়ে সংশয় কি? অতএব দেবতাদিগের অনেক রূপ প্রতিপত্তির সম্ভব হেতু এক এক দেবতাও বহুরূপে আত্মাকে বিভাগ করিয়া একদা বহু যাগের অঙ্গীভূত হইতে পারেন। তাঁহাদের অন্তর্ধ্যান শক্তি আছে বলিয়া অপরে ইহা দেখিতে পারে না। কর্ম্মাঙ্গ ভাব বিষয়ে শরীরধারী দেবতাদিগের অনেক প্রতিপত্তি দৃষ্ট হয়। কোন এক শরীরী একদা অনেক যাগের অঙ্গ হইতে পারেন। শরীরবান মনুষ্য সেরূপ পারে না অর্থাৎ অনেক ভোজন করাইলে এক ব্যক্তি সেরূপ একদা ভোজন করিতে পারেনা অতএব শরীর সত্ত্বেও দেবগণের কর্ম্মেতে কোন বিরোধ নাই। দেবগণ এক সময়ে বহু শরীর ধারণ করিতে পারেন একথা শ্রুতি ও স্মৃতি সর্ব্বত্র দেখা যায়।

১ অধ্যা—৩পা—৯অধি—২৮সূ—৯১ সা সং

৯ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—দেবগণের শরীর ধারণ বিষয়ে জৈমিনির মত।

২৮সূ—শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং।

ব, অ—প্রত্যক্ষ (শ্রুতি) এবং অনুমান (স্মৃতি) এতদুভয় দ্বারা জানা যায়, (বৈদিক) শব্দ হইতে দেবাদির প্রভব। দেবতার শরীর যজ্ঞ-বিরোধী না হইতে পারে কিন্তু শব্দ প্রামান্য বিরুদ্ধ, ইহা বলা যায় না।

ব্যা, বি—শব্দে + ইতি = শব্দ ইতি (অন্নাৎ যোলু ব্বা)। শব্দে—বৈদিকে। ইতি (বিরোধঃইস্তি)। চেৎ, ন—তন্নাস্তি। অতঃ প্রভবাৎ = শব্দ প্রভবাৎ। প্রভব উৎপত্তিঃ। প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং = শ্রুত্যা স্মৃত্যাচ।

দীপিকা—মাভূৎ কর্ম্মণি বিরোধঃ বিগ্রহাদিমত্ত্বেন দেবাদীনাং শব্দার্থানা মনিত্যত্বাৎ শব্দার্থয়োর্নি ত্য সম্বন্ধাভাবাৎ শব্দে বেদে অর্থ বিয়োগাৎ প্রমাণং ন স্যাৎ চেদেবং যদি তন্ন, কুতঃ, অতঃ প্রভবাৎ অতো বৈদিকাৎ শব্দাৎ দেবাদিকস্য জগতঃ প্রভবঃ উৎপত্তি স্তস্মাৎ স এব কথমিত্যত আহ, প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং প্রত্যক্ষং শ্রুতি প্রামাণ্যং প্রত্যক্ষাপেক্ষত্বাৎ অনুমানং স্মৃতিঃ তদ্বিপর্য্যাসাৎ "এত ইতি বৈ প্রজাপতি রিত্যাদিকা শ্রুতিঃ অনাদি নিধনেত্যাদিকা স্মৃতিঃ। অস্মদাদীনাং প্রথমতঃ শব্দঃ প্রতীয়তে পশ্চাৎ ক্রিয়তেত্যদিদং প্রত্যক্ষং। প্রজাপতেরপি পূর্ব্বং দেবাদিবাচকাঃ শব্দা মনসি প্রাদুর্ভূতাঃ পশ্চাৎ তান্ সসর্জ্জ ইতি অনুমীয়তে ইত্যনুমানং প্রত্যক্ষঞ্চ অনুমানঞ্চ প্রত্যক্ষানুমানে তাভ্যাং অবিরোধঃ।

তাৎপর্য্য—জৈমিনি অর্থের সহিত বৈদিক শব্দের নিত্য-সম্বন্ধ ও অনাদিত্ব প্রদর্শন করিয়া বৈদিক শব্দেরই স্বতঃ প্রামাণ্য স্থির করিয়াছেন। বেদব্যাস শরীরী দেবতা অঙ্গীকার করিতেছেন। শরীর স্বীকার জৈমিনির পূর্ব্ব মীমাংসার বিরুদ্ধ। দেবতারা এককালে অনেক শরীর পরিগ্রহ করিয়া অনেক যজ্ঞে হব্যাদি ভোজন করেন বটে কিন্তু শরীর থাকায় তাঁহারা জন্ম মৃত্যুর অধীন সুতরাং তাঁহাদিগকে অনাদি বলা যায় না। দেবতা প্রভৃতি

যে কিছু সমস্তই বৈদিক শব্দ হইতে উৎপন্ন। আকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই জন্মে, আকৃতি জন্মেনা। জাতি বা আকৃতি চিরকালই আছে, তদ্বিশিষ্ট ব্যক্তি জন্মিলে সে সেই নামে খ্যাত হয়। এই কারণে দেবতাবোধক ইন্দ্রাদি শব্দে বিরোধ বা অনিত্যতা দোষ নাই। বেদের মন্ত্র সকল পাঠ করিলে জানা যায় দেবতাদের শরীর আছে. আশঙ্কা—তবে জগতের প্রতি 'ব্রহ্ম' যেরূপ কারণ শব্দকেও সেইরূপ কারণ বলা যাউক? উত্তর—না. ব্রহ্ম উপাদান কারণ, শব্দ ব্যবহার-ব্যঞ্জক নিমিত্ত কারণ। যাবতীয় বস্তু 'শব্দ পূর্ব্বক সৃষ্ট' অর্থাৎ অগ্রে শব্দ, পশ্চাৎ তাহার সৃষ্টি হইয়াছে। এবিষয় প্রত্যক্ষ (শ্রুতি) * ও অনুমান (স্মৃতি) এতদুভয় দ্বারায় জানা যায়। "স মনসা বাচং মিথুনং সমভবৎ" শ্রুতিতে শব্দ পূর্ব্বিকা সৃষ্টি উক্ত আছে। স্মৃতির প্রমাণ -"অনাদি নিধনা নিত্যাবাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা, আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ। "নাম রূপে চ ভূতানাং কর্ম্মণাঞ্চ প্রবর্ত্তনং, বেদ শব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বরঃ" কোন বস্তু সৃষ্টি করিতে গেলে তদ্বাচক শব্দ সকল অগ্রে স্মরণ করিতে হয়। প্রজাপতি 'ভূ' উচ্চারণ করিয়া পশ্চাৎ ভূমি সৃষ্টি করিয়াছেন ইত্যাদি। শব্দ কি? কেহ বলেন ;'স্ফোটই' শব্দ। শব্দের উচ্চারণ দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে স্ফোট বলে। বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি অর্থ বোধের কারণ নহে। শব্দ যত বারই উচ্চারিত হউক না শ্রুত মাত্রেই 'সেই শব্দ' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। স্ফোট হইতে বাঙ্ময় জগৎ। নিত্য শব্দ হইতে 'দেবাদির প্রভব' এসিদ্ধান্ত অবিরুদ্ধ।

১অধ্যা—৩পা—৯অধি—২৯সূ—৯২ সা সং।

৯ অধিকরণ (চলিতেছে উপ—বৈদিক শব্দের নিত্যত্ব।

২৯সূ—অতএব চ নিত্যত্বং।

ব, অ—বৈদিক শব্দ হইতে দেবগণের উৎপত্তি শ্রুত হওয়ায় বেদ শব্দ সকল নিত্য।

ব্যা, বি—অতএব—বেদ শব্দপ্রভবত্বাৎ। বেদ শব্দস্য (নিত্যত্বং)

---

* শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা প্রমিতি বা সত্য জ্ঞানের উদয় করে এজন্য শ্রুতিকে 'প্রত্যক্ষ', এবং স্মৃতিকে শ্রুতিমূলক বলিয়া 'অনুমান' বলা যায়।

দীপিকা—অতএব নিয়ন্তাকৃতি দেবাদের্জগতো বেদ শব্দে প্রভবত্বান্নিত্যত্বমপি প্রত্যেতব্যং।

তাৎপর্য্য—শ্রুতি, স্মৃতি উভয় প্রমাণ দ্বারা জানা যায় 'বেদ শব্দ' পূর্ব্ব হইতেছিল। যাজ্ঞিকগণ তাহা জানিয়াছেন মাত্র। সাস্তিহাস বেদ প্রলয়কালে অন্তর্হিত ছিল। মহর্ষিগণ তপস্যা দ্বারা সয়ম্ভুর আজ্ঞায় লাভ করিয়াছিলেন।

প্রমাণ বচন।

"যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান মহর্ষয়ঃ
লেভিরে তপসা পূর্ব্ব মনুজ্ঞাতাঃ-স্বয়ম্ভুবা।"

১অধ্যা—৩পা—৯অধি—৩০সূ—৯৩সা সং।

৯ অধিকরণ (চলিতেছে) উপ—বৈদিক শব্দের নিত্যত্ব।

৩০সূ—সমাননামরূপত্বাচ্চ বৃত্তাবপ্যবিরোধঃ।

ব, অ—কল্পাবসানে বস্তু সকলের আত্যন্তিক ধ্বংস হয় না। বীজরূপ সংস্কার থাকে। এজন্য শব্দার্থ-নিত্যতা অবিরুদ্ধ।

ব্যা, বি—আবৃত্তৌ (৭মী) কল্পাবসানে পুনঃ সৃষ্টিকালে। জায়মানানাং) সমান নামরূপত্বাৎ অবিরোধঃ।

দীপিকা—অন্যত্বেঽপি জায়মানানাং পূর্ব্বেভ্যঃ পূর্ব্বেষাং চ আবৃত্তাবপি প্রলয়েপ্যবিরোধঃ, কুতঃ, সমাননামরূপত্বাৎ অপূর্ব্বেষাং নোত্তরেষা মিতি শেষঃ। সদৃশং গৌতমাদি নামরূপঞ্চ সমাননামরূপা স্তেষাং ভাব স্তৎত্বং তস্মাৎ।

তাৎপর্য্য—দৈনন্দিন সৃষ্টি বা জাগ্রৎ সৃষ্টি যেমন পূর্ব্ব জাগ্রতের সমান সেইরূপ এতৎ কল্পীয় সৃষ্টি পূর্ব্ব কল্পীয় সৃষ্টির সমান। অতএব শব্দের নিত্যতা অবিরুদ্ধ। সুপ্ত পুরুষ যখন প্রবুদ্ধ হন তখন অগ্নিতাগ্নি হইতে

স্ফুলিঙ্গের ন্যায় প্রাণ (হিরণ্য গর্ভ) হইতে দেবতা, এবং দেবতা হইতে লোক সকল উৎপন্ন হয়। মনুষ্য হইতে তৃণ পর্য্যন্ত জীবের জীবত্ব সমান হইলেও জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য বা ক্ষমতার তারতম্য আছে। জীবের পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলেই পর পর সৃষ্টি, এবং পূর্ব্ব সৃষ্টির অনুরূপই পর সৃষ্টি হইয়া থাকে।

প্রমাণ—তেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্‌সৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিরে
তান্যেব তে প্রপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ।

১ অধ্যা—৩পা—৯অধি—৩১সূ—৯৪ সা সং।

৯ অধিকরণ (চলিতেছে)

উপক্রম—বৈদিক শব্দের নিত্যত্ব।

৩১ সূ*—দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ।

ব, অ—দৈনন্দিন সৃষ্টি পূর্ব্বসৃষ্টির অনুরূপ ইহা দেখাযায় এবং স্মৃতিতেও পাওয়া যায়।

ব্যা, বি—প্রবোধে পূর্ব্ব সমসৃষ্টি রিত্যর্থঃ।

দীপিকা—সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিত্যাদি স্মৃতিরপি ঋষীণাং নামধেয়ানীত্যেব মাদিকাঃ।

তাৎপর্য্য—পূর্ব্বকালে যে প্রকার চন্দ্র সূর্য্যাদি ছিল একল্পে ধাতা সেই প্রকার উৎপন্ন করিলেন। "পূর্ব্ব বসন্তাদি ঋতুর চিহ্ন যেমন পর বসন্তাদিতে প্রকাশ পায় সেইরূপ যুগারম্ভকালে পূর্ব্ব কল্পীয় পদার্থসকল উদ্ভূত হইয়া থাকে।

প্রমাণ—(১) 'অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্যামিষতো বশী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্ব মকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষ মিত্যাদি।

---

* শাঙ্কর দর্শনে ইহাকে পূর্ব্ব সূত্রের সহিত একত্র সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

প্রমাণ—(২) যথর্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি নানা রূপাণি পর্য্যয়ে
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু।

১ অধ্যা—৩পা—৯অধি—৩২সূ—৯৫ সা সং।

৯ অধিকরণ (চলিতেছে)

উপক্রম—দেবগণের ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে জৈমিনির মত।

৩২ সূ—মধ্বাদিষ্বসংভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ।

ব, অ—মধুবিদ্যাদিতে যখন দেবগণের অধিকার নাই তখন ব্রহ্মবিদ্যাতেও থাকিতে পারে না জৈমিনির এরূপ মত।

ব্যা, বি—মধ্বাদিষু মধুবিদ্যাদিষু অসম্ভবাৎ অধিকারাভাবাৎ (নাস্তি দেবানাং) অধিকারঃ (ব্রহ্মবিদ্যায়াং) ইতি জৈমিনির্মন্যতে।

দীপিকা—অসৌ বা আদিত্যোদেবমধুঃ। আদি শব্দে-নায়মেব গৌতমোয়ং ভারদ্বাজ ইত্যাদ্যাঃ তাসু মধ্বাদিষু বিদ্যাসু আদিত্যাদীনাং আদিত্যাদিরূপস্য পূর্ব্বমেব সিদ্ধত্বাৎ ফলাভাবা-দসম্ভবঃ তস্মাৎ কারণাৎ ব্রহ্মবিদ্যায়া মপি অনধিকারং জৈমিনি-রাচার্য্যোমন্যতে।

তাৎপর্য্য—আচার্য্য জৈমিনির মতে দেবগণের উপাসনা বা ব্রহ্মবিদ্যা নাই কেননা তাঁহাদের মধুবিদ্যাতে অধিকার নাই মধুবিদ্যা এক প্রকার সূর্য্যের উপাসনা। 'দেবগণের অধিকার বলিলে সূর্য্যদেবেরও মধুবিদ্যায় অধিকার সম্ভব হউক? তাহা হইতে পারে না। সূর্য্য আবার কোন সূর্য্যের উপাসনা করিবেন। শ্রুতিতে আদিত্যাশ্রিত রূপপঞ্চকের উপাসনার উপদেশ আছে। বসু, রুদ্র, আদিত্য মরুৎ ও সাধ্য ইহারা রূপপঞ্চক। দেবগণের উপাসনাধিকার সম্ভব হইলে বসু আবার অপর কোন বসুর উপাসনা করিবে,

রুদ্র অপর কোন রুদ্রের উপাসনা করিবেন। জৈমিনি আরও বলেন এরূপ উপাসনার উপদেশ কেবল মনুষ্যগণের পক্ষে। তাঁহার মতে মনুষ্যগণেরই উপাসনা ও ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার। বেদে দেবোপাসনার ন্যায় গৌতম ভারদ্বাজাদি ঋষিউপাসনাও আছে। ঋষিউপাসনা অবশ্য দেবগণের বা ঋষিগণের নহে। তাহাতে মনুষ্যগণেরই অধিকার ব্রহ্মবিদ্যা ও দেবোপাসনাতেও সেইরূপ মনুষ্যগণের অধিকার।

১ অধ্যা—৩পা—৯ অধি—৩৩সূ—৯৬ সা সং।

৯ অধিকরণ (চলিতেছে)। পূর্ব্বোপক্রম।

৩৩ সূ—জ্যোতিষি ভাবাচ্চ।

ব, অ—সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ পদার্থের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার সম্ভব হয় না।

ব্যা, বি—জ্যোতিষি জ্যোতিঃ পিণ্ডে ভাবাৎ সত্ত্বাৎ।

দীপিকা—ন কেবলং ফলাভাবাদনধিকারঃ জ্যোতিষ্যাদিত্যমণ্ডলাদৌ আদিত্যাদি শব্দানাং ভাবাচ্চ সত্ত্বাদপি অচেতনত্বাৎ।

তাৎপর্য্য—আদিত্যাদি শব্দ জ্যোতিঃ পিণ্ড বাচক সুতরাং জড়। তাহাদের কিরূপে ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার হইতে পারে? ইহাও জৈমিনির মত।

১ অধ্যা—৩পা—৯অধি—৩৪ সূ—৯৭ সা সং।

৯ অধিকরণ (চলিতেছে) উপক্রম—ব্যাসের মত।

৩৪ সূ—ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তিহি।

ব, অ—বাদরায়ণের মতে দেবগণের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার আছে।

ব্যা, বি—ভাবং (ন অধিকারাভাবং) অস্তি।

দীপিকা—তুশব্দো জৈমিনিপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ বাদরায়ণাচার্য্যো দেবতাদীনামধিকারভাবং সম্ভাবং আহ হি যস্মাৎ অস্তি দেবতাধিকারস্য সূচকং বাক্যং শ্রুতং তথা বিগ্রহাদি সম্বেহর্থিত্বাদৌচ অস্তি দেবতানামধিকারঃ।

তাৎপর্য্য—বাদরায়ণের মতে দেবগণ বিগ্রহবান ও চেতন এজন্য তাঁহাদের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার আছে। দেবগণের মধুবিদ্যাতে অধিকার নাই বলিয়া অন্য বিদ্যায় অধিকার নাই একথা যুক্তি সঙ্গত নহে। রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণের অধিকার নাই বলিয়া ক্ষত্রিয়েরও অধিকার থাকিবে না ইহা হইতে পারে না। দেবগণ ঐশ্বর্য্য বলে জ্যোতিষ্করূপে অবস্থান করিতে ও ইচ্ছানুরূপ দেহ ধারণ করিতে সমর্থ। জৈমিনি জ্যোতিষ্ক পদার্থ বলিয়া সূর্য্যাদিকে অশরীরী বলেন তাহা নহে। সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক পদার্থে চেতন দেবতার অধিষ্ঠান আছে, একথা অর্থবাদ নহে। ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে ধ্যান করিয়া আহুতি দিবার রীতি আছে কিন্তু ইন্দ্রাদি দেবতার রূপ না থাকিলে কাহার ধ্যান করিবে? দেবগণের শরীর প্রত্যক্ষমূলক, তবে আমাদের প্রত্যক্ষ না হউক ঋষিদিগের প্রত্যক্ষ। ব্যাসাদি ঋষিগণ দেবগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ কথোপকথন করিতেন। যোগশাস্ত্রেও দেখা যায় মন্ত্র জপের দ্বারা ইষ্টদেবতা দর্শন হয় ও অণিমাদি অষ্ট-সিদ্ধি লাভ হয়। শ্রুতিতেও যোগফল কথিত আছে। পঞ্চতত্ত্বে ধারণা জন্মিলে গুণ-পঞ্চক লাভ হয়। যোগী এক অপূর্ব্ব তেজোময় বপু ধারণ করেন। দেবতার শরীর থাকায় 'মুক্তিকামনা' ও 'বিদ্যাধিকার' সিদ্ধ হয়। তাহা না হইলে 'ক্রমমুক্তি' হইতে পারে না।

৯ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

নাধি ক্রিয়ন্তে বিদ্যায়াং দেবাঃ কিংবাধিকারিণঃ
বিদেহত্বেন সামর্থ্য হানে নৈষা মধিক্রিয়া।

৯ অধিকরণের মীমাংসা।

অবিরুদ্ধার্থ বাদাদি মন্ত্রাদে র্দেহ সত্বতঃ
অর্থিত্বাদেশ্চ সৌলভ্যাদ্দেবাদ্যা অধিকারিণঃ।

১অধ্যা—৩পা—১০অধি—৩৫ সূ—৯৮ সা সং।

১০ অধিকরণ শূদ্রাণাং বেদানধিকারকথনপূর্ব্বকঃ শোকাকুলত্বেন নামমাত্রধারিণো জানশ্রুতে র্বেদবিদ্যাধিগমঃ। শূদ্রগণের বেদবিদ্যায় অনধিকার বিচার। শূদ্র শব্দ শোকাকুল অর্থে প্রয়োগ হেতু জানশ্রুতি নামা ক্ষত্রিয়ের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার।

উপক্রম—শূদ্রগণের ব্রহ্মবিদ্যায় অনধিকার বিচার।

৩৫ সূ—শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি।

ব, অ—(রৈক্ক ঋষির) অনাদর বাক্য শ্রবণে (জানশ্রুতির) শোক হইয়াছিল। সেই শোকে অভিভূত হওয়ায় তাঁহাকে শূদ্র বলা হইয়াছে।

ব্যা, বি—শুক্—শোকঃ, অস্য জানশ্রুতেঃ তস্য রৈক্কস্য অনাদর শ্রবণাৎ জাতঃ। তৎ (তস্য) আদ্রবণাৎ শোকাভিগমনাৎ। (শূদ্র শব্দেন) সূচ্যতে।

দীপিকা—শুক্ শোকং অস্য জানশ্রুতেঃ তেষাং হংসানাং আত্মন্যনাদরোঽবজ্ঞাং 'কং বর মেতৎ সন্ত প্রত্যাদ্রবণাৎ আগমনাৎ হি যস্মাৎ রৈক্কেন শূদ্রশব্দেনাত্মনঃ পরোক্ষবিষয়জ্ঞান মস্তীতি সূচ্যতে অতো ন জাতিশূদ্রো জানশ্রুতিঃ।

তাৎপর্য্য—একদা কতকগুলি হংস আকাশমার্গে গমন করিতেছিল,তাহাদের একটী হংস জানশ্রুতিকে সন্দর্শন করিয়া 'ঐ তেজোময় পুরুষকে লক্ষ্য করিও' এই বলিয়া অন্যান্য হংসগণকে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে বলেন। তাহাতে অপর একটী হংস বলিল 'যখন ইহার ব্রহ্মবিদ্যা নাই তখন এ অতি তুচ্ছ।' এই কথা শ্রবণ করিয়া জানশ্রুতি রৈক্ক নামা ঋষির নিকট ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য গমন করিলে রৈক্ক তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। রৈক্কঋষি 'শোকাকুল' এই অর্থে 'শূদ্র' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। শুচ্+দ্রু+অল্

শূদ্রগণের (জাতিশূদ্র) ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই। জানশ্রুতি জাতি-ক্ষত্রিয় তদ্বিষয়ে প্রমাণ আছে।

১অধ্যা—৩পা—১০অধি—৩৬সূ—৯৯ সা সং।

১০ অধিকরণ (চলিতেছে।) উপক্রম—পূর্ব্ববৎ।

৩৬সূ—ক্ষত্রিয়ত্বাবগতে শ্চোত্তরোত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ।

ব. অ—চিত্ররথ বংশীয় অভিপ্রতারি নামা ক্ষত্রিয়ের সহিত জানশ্রুতির একত্র ভোজনোপবেশনাদির পরিচয়ে তাঁহাকে জাতিশূদ্র বলা যায় না।

ব্যা, বি—উত্তরত্র পরস্মিন্ বাক্যে চৈত্ররথেন চিত্ররথবংশীয়েন অভিপ্রতারি নামকেন। লিঙ্গাৎ=সমভিব্যাহারাৎ।

দীপিকা—ক্ষত্রিয়ত্বস্যাপি গতেরবগতে রুত্তরোত্র সম্বর্গ-বিদ্যাবাক্যশেষে অভিপ্রতারিণঃ চৈত্ররথস্য শ্রবণাৎ। তেন সমানায়াং সম্বর্গবিদ্যায়াং।

তাৎপর্য্য—চিত্ররথ বংশীয় অভিপ্রতারি নামা ক্ষত্রিয়ের সহিত লিঙ্গ অর্থাৎ একত্র ভোজনাদি ব্যবহারদৃষ্টে জানা যায় জানশ্রুতি ক্ষত্রিয়। শূদ্র শব্দের উক্তস্থানে 'শোকপ্রাপ্ত' অর্থ। জাতি শূদ্র নহে।

১অধ্যা—৩পা—১০অধি—৩৭সূ—১০০ সা সং।

১০ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপক্রম—পূর্ব্বোক্ত।

৩৭ সূ—সংস্কার পরামর্শাত্তদভাবাভিলাপাচ্চ।

ব, অ—সংস্কার নাহইলে ব্রহ্মবিদ্যাধিকার হয়না।

ব্যা, বি—(উপনয়ন) সংস্কারস্য পরামর্শাৎ কথনাৎ তদভাবাভিলাপাৎ উপনয়নাভাবকথনাৎ নাধিকারঃ।

দীপিকা—সংস্কারাঃ উপনয়নাদয়ঃ তেষাং সংস্কারাণাং 'তংহোপনীয়ং' ইত্যাদিনা পরামর্শঃ তস্মাৎ ন শূদ্রোঽধিকারী তদভাবাভিলাপাচ্চ শূদ্রঃশ্চতুর্থো বর্ণঃ একদাতিরিচ্যাতি স্মরণেনাভিলপনং তস্মাৎ।

তাৎপর্য্য—ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার পূর্ব্বে উপনয়ন সংস্কারের সর্ব্বত্র উপদেশ আছে। সনৎকুমার নারদকে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করিয়াছিলেন। ঋষিগণ পিপ্পলাদের নিকট যথাবিধানে সংস্কৃত হইয়াছিলেন। শূদ্রের অভক্ষ্য জনিত পাপ নাই এবং তাহাদের উপনয়ন সংস্কার নাই।

প্রমাণ—"ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিৎ ন চ সংস্কার মর্হতি"

১অধ্যা—৩পা—১০অধি—৩৮সূ—১০১ সা সং।

১০ অধিকরণ (চলিতেছে) উপক্রম—পূর্ব্বোক্ত।

৩৮ সূ—তদভাবনির্দ্ধারণেচ প্রবৃত্তেঃ।

ব, অ—(সত্যকামের) শূদ্রত্বাভাব জানিয়া গৌতম তাঁহাকে সংস্কার দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

ব্যা, বি—তস্য শূদ্রত্বস্য অভাবঃ।

দীপিকা—তস্য জাতিশূদ্রত্বস্য অভাবস্য নির্দ্ধারণং নৈতদব্রহ্মণোপি বক্তু মর্হতীত্যনেন নিশ্চয়ঃ সত্যকামবচনেন তস্মিন জ্ঞাতে জাবালিঃ গৌতম মুপনেতু মনুশাসিতুঞ্চ সমিধং সোম্যেত্যাদিনা প্রবর্ত্তনং প্রবৃত্তিঃ।

তাৎপর্য্য—সত্যকামকে উপনয়ন দিবার সময় গৌতম সত্যকামকে গোত্র জিজ্ঞাসা করেন। সত্যকাম স্বীয় মাতার নিকট গোত্র জানিতে গমন করিলেন। তাঁহার মাতা বলিলেন 'আমি গোত্র জানিনা' তবে এইমাত্র জানি—আমার নাম জবালা। সত্যকাম গুরু গৌতমের নিকট অকপট ভাবে বলিলেন, প্রভো! আমার জননীও গোত্র জানেন না। জানিলাম

আমার মাতার নাম জবালা ও আমার নাম সত্যকাম। গৌতম সত্যকামের সত্য ও সরলতায় তাঁহাকে ব্রহ্মবালক নিশ্চীত করিয়া উপনীত করিয়াছিলেন। এ শ্রুতি দ্বারা শূদ্রের সংস্কার ও ব্রহ্মবিদ্যায় অনধিকার সূচিত হইতেছে।

১অধ্যা—৩পা—১০অধি—৩৯সূ—১০২ সা সং।

১০ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপক্রম—পূর্ব্বোক্ত।

৩৯সূ—শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ।

ব, অ—(বেদ) শ্রবণ, অধ্যয়ন ও অর্থগ্রহ করিতে শূদ্রের নিষেধ একথা পুরাণাদিতেও আছে।

ব্যা, বি—অর্থঃ=বেদার্থঃ। প্রতিষেধাৎ=নিষেধাৎ।

দীপিকা—শ্রবণঞ্চ অধ্যয়নঞ্চ অর্থশ্চ তেষাং প্রতিষেধঃ শ্রূয়তে অতো ন শূদ্রস্যাধিকারঃ।

তাৎপর্য্য—'বেদশ্রবণকারী শূদ্রের কর্ণে সীসকপূর্ণ করিবে' 'শূদ্রকে জ্ঞানদান করিবেনা, যজ্ঞ করাইবে না ইত্যাদি দ্বারা শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই। তাহারা ইতিহাস ও পুরাণদ্বারা উপাসনাতত্ত্ব জানিবে।

১৫ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

শূদ্রোধিক্রিয়তে বেদবিদ্যায়া মথবা-নহি ?
অত্রৈবর্ণিক দেবাদ্যা ইব শূদ্রোঽধিকারবান্।

১০ অধিকরণের মীমাংসা।

দেবাঃ স্বয়ং ভাতবেদাঃ শূদ্রোধ্যয়নবর্জ্জনাৎ
নাধিকারী শ্রুতৌ স্মার্ত্তেত্বধিকারী ন বার্য্যতে

১অধ্যা—৩পা—১১অধি—৪০সূ—১০৩ সা সং।

১১ অধিকরণ—প্রাণত্বেনাম্নাতানাং বজ্র-বায়ু-পরেশানাং মধ্যে পরেশস্যৈব প্রাণশব্দ বাচ্যত্বম্—প্রাণ শব্দে পরমেশ্বর। বজ্র কি বায়ু আশঙ্কা করা যায় না।

উপক্রম—'প্রাণ এজতি' প্রাণ শব্দে বজ্র বলা যাউক ?

৪০সূ—কম্পনাৎ।

ব, অ—(জগতের) কম্পন (চালনা করা) বজ্রাদির সঙ্গত নহে।

ব্যা, বি — কম্পনং চালনং তস্মাৎ।

দীপিকা—'প্রাণ এজতি মহদ্ভয়ং বজ্র মুদ্যত'মিতি বজ্র-শব্দো ব্রহ্মৈব, কুতঃ, কম্পনাৎ চালনাৎ সর্ব্বস্য জগতো প্রাণ ইতি শেষঃ।

তাৎপর্য্য—"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং মহদ্ভয়ং বজ্র মুদ্যতং য এতদ্বিদু রমৃতাস্তে ভবন্তি" কঠোপনিষদে 'প্রাণ এজতি' প্রাণ সকলকে এজিত, কম্পিত বা চালিত করিতেছে। এবাক্যে প্রাণ কি বায়ু? কারণ বায়ু হইতে বজ্রের প্রকাশ। বজ্র কি? উত্তর—প্রাণ শব্দে ব্রহ্ম। ব্রহ্মেরই প্রকরণ। 'বায়ুরেব ব্যষ্টিঃ সমষ্টিঃ' এবাক্যও ব্রহ্ম বোধক। ইহা প্রাণাপান বায়ু নহে। বজ্র যেমন ভয়ের কারণ তদপেক্ষা অধিকতর ভয়ের কারণ ঈশ্বর। এজন্যই তাঁহাতে 'বজ্র শব্দ' প্রযুক্ত। 'ভয়ানাং ভয়ং ভীষনং ভীষণানাং' 'ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ।' জগৎ তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া এজিত (কম্পিত বা চালিত) হইতেছে।

১১ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

জগৎকম্পনকৃৎ প্রাণো ? হশনির্ব্বায়ু রুতেশ্বরঃ ?
অশনির্ভয়হেতুত্বাৎ বায়ুর্ব্বাদেহ চালনাৎ।

১১ অধিকরণের মীমাংসা।

বেদনাদমৃতত্বোক্তে রীশোহন্তর্য্যামি রূপতঃ
ভয়হেতুশ্চালনস্তু সর্ব্ব-শক্তি যুতত্বতঃ।

১অধ্যা—৩পা—১২অধি—৪১সূ—১০৪ সা সং।

১২অধিকরণ—ব্রহ্মণঃ পরত্ব জ্যোতিস্টে—ছান্দোগ্যোক্ত জ্যোতিঃ শব্দে পরজ্যোতিঃ ব্রহ্ম।

উপক্রম—জ্যোতিঃ শব্দের ব্রহ্মত্ব নির্ণয়।

৪১সূ—জ্যোতির্দর্শনাৎ।

ব, অ—অনুবৃত্তি হেতু জ্যোতিঃ শব্দ ব্রহ্ম বোধক।

ব্যা, বি—দর্শনাৎ অনুবৃত্তিদর্শনাৎ।

দীপিকা—পরং জ্যোতিঃ পরমেব ব্রহ্ম, কুতঃ, দর্শনাৎ অয়মাত্মাঽপহতপাপ্মা ইত্যাদিনা অস্মিন প্রকরণে দর্শনাৎ।

তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্য শ্রুত্যুক্ত প্রজাপতি-বাক্য-শেষে প্রযুক্ত জ্যোতিঃ শব্দ ব্রহ্মবোধক। এষ সম্প্রসাদো ঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতি রূপং সম্পাদ্য স্বেন রূপেনাভিনিষ্পাদ্যতে" এস্থলে জ্যোতিঃ শব্দে তেজ নহে। 'পরজ্যোতিঃ' 'অপহতপাপ্মা' 'উত্তম পুরুষ' ইত্যাদি বিশেষণ থাকায় ব্রহ্মই উপলব্ধ হইতেছেন।

১২ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

পরং জ্যোতিস্তু সূর্য্যস্য মণ্ডলং ব্রহ্ম বা ভবেৎ ?
সমুত্থায়োপসম্পদ্যেত্যুক্ত্যাস্যাদ্রবিমণ্ডলং ॥

১২ অধিকরণের মীমাংসা।

সমুত্থানং ত্বম্পদার্থঃ শুদ্ধি র্বাক্যার্থ বোধনং।
সম্পত্তি রুত্তমস্বোক্তে র্ব্রহ্মস্যাদক্ষিসাক্ষিতঃ ॥

১অধ্যা—৩পা—১৩অধি—৪২সূ—১০৫ সা সং।

১৩ অধিকরণ—ব্রহ্মণ আকাশ শব্দ বাচ্যত্বম্। আকাশ শব্দের ব্রহ্মবোধকত্ব।

৪২সূ—আকাশোঽর্থান্তরত্বাদি ব্যপদেশাৎ।

ব, অ—আকাশ শব্দের অর্থান্তরাদি দ্বারা ব্রহ্মই উপলব্ধ হন।

ব্যা, বি—আকাশো ব্রহ্ম (১-১-২২) অর্থান্তরত্বাৎ নামরূপয়োর্ভেদেনোক্তত্বাৎ।

দীপিকা—'আকাশো বৈনাম'ইত্যত্রাকাশশব্দঃ পরমাত্মা', কুতঃ, অর্থান্তরমাকাশ স্তস্য ভাবস্তৎত্বং আদি শব্দেন নামরূপ নির্ব্বহণাদিকং তস্য ব্যপদেশাৎ আকাশং ব্রহ্মেত্যুক্তং।

তাৎপর্য্য—"আকাশো হবৈ নামরূপয়ো নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম" এই ছান্দোগ্য শ্রুতির 'আকাশ নাম রূপ নির্ব্বাহক ও নাম রূপ হইতে ভিন্ন এবাক্যে আকাশ ভূতাকাশ হইতে পারে না। আকাশ শব্দে ব্রহ্ম। ভূতাকাশ নাম রূপ হইতে ভিন্ন হইতে পারে না। "জীবেনানুপ্রবিশ্য নাম রূপে ব্যাকরণবান্" এ শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মই নাম রূপের নির্ব্বাহক।

১৩ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

বিয়দ্বা ব্রহ্মবাকাশোবৈনামেতি শ্রুতং বিয়ৎ ?
অবকাশ প্রধানেন সর্ব্ব নির্ব্বাহকস্ততঃ॥

১৩ অধিকরণের মীমাংসা।

নির্বোঢ়ৃত্বং নিয়ন্তৃত্বং চৈতন্যস্যৈব তৎততঃ।
ব্রহ্মস্যাদ্ বাক্য শেষেচ 'ব্রহ্মাত্মেত্যাদি' শব্দতঃ॥

১অধ্যা—৩পা—১৪অধি—৪৩সূ—১০৬ সা সং।

১৪ অধিকরণ—ব্রহ্মণো বিজ্ঞানময়শব্দবাচ্যত্বম্। বিজ্ঞানময় শব্দের ব্রহ্ম বোধকত্ব।

৪৩ সূ—সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন।

ব, অ—ব্রহ্ম সুষুপ্তি ও মৃত্যু হইতে ভিন্ন।

ব্যা, বি—উৎক্রান্তি=মৃত্যুঃ। উৎ+ক্রম+ক্তি।

দীপিকা—অসত্যাপি ভেদে প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্ত ইত্যাদিনা এতস্মাচ্চ শারীরাৎ পুরুষাৎ প্রাজ্ঞস্য পরমাত্মনো ভেদ উৎক্রান্তির্মৃতিঃ তস্যাময়ং শারীরমাত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ় উৎসৃজনয়াদিত্যাদিনা প্রাজ্ঞস্য পরমাত্মনোর্ভেদঃ। সুষুপ্তিশ্চ উৎক্রান্তিশ্চ তয়োর্ভেদ স্তেন।

তাৎপর্য্য — বৃহদারণ্যক উপনিষদে জনকযাজ্ঞবল্ক্যসংবাদে অসংসারী পরমাত্মাই 'ভিন্ন' বলিয়া বোধ্য'। "কতম আত্মেতি যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ—ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যিনি বুদ্ধিতন্ময় (বিজ্ঞানময়) আত্মা, ইন্দ্রিয়ের ও বুদ্ধির অতিরিক্ত পুরুষ বা পূর্ণ, হৃদয়ের মধ্যে জ্যোতিঃ স্বরূপ ও স্বপ্রকাশ এবাক্যে 'বিজ্ঞানময়' কি? জীব কি ব্রহ্ম? উত্তর—'বিজ্ঞানময়' বা 'পুরুষ' শব্দ ব্রহ্ম। কেননা 'ব্রহ্মেরই প্রসঙ্গ বা প্রকরণ। জীব সুষুপ্তি বিষয়ে এবং উৎক্রান্তি বা মৃত্যু বিষয়ে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। সুষুপ্তি কালে জীব ব্রহ্মে পরিষক্ত হয় বা একত্ব প্রাপ্ত হয় এবং উৎক্রমণকালেও জীব পরমাত্মার অনুগত হইয়া দেহ ত্যাগ করে। সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তি এই দুই বিষয়ে ভিন্নতা হেতু পরমাত্মারই প্রকরণ।

১অধ্যা—৩পা—১৪অধি—৪৪সূ—১০৭ সা সং।

১৪অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—ভেদ প্রতিপাদন।

৪৪সূ—পত্যাদি শব্দেভ্যঃ।

ব, অ—পতি (অধিপতি) ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ব্রহ্মই প্রতিপন্ন হইতেছেন।

ব্যা, বি — ভেদো ব্যপদিশ্যতে।

দীপিকা — পতিঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ আদি শব্দেন সর্ব্বস্য বশীত্যাদি পত্যাদয়শ্চ তে শব্দাশ্চ পত্যাদিশব্দা স্তেভ্যঃ।

ইতি শ্রীমহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীতে শারীরক-ব্রহ্ম-বেদান্ত-সূত্রে সমন্বয়াখ্যে প্রথমাধ্যায়ে জ্ঞেয়-ব্রহ্ম-বিচার-নামক তৃতীয়ঃ পাদঃ।

তাৎপর্য্য — 'স সর্ব্বস্যবশী সর্ব্বেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ' এরূপ সুস্পষ্ট বিশেষণাদি দ্বারা ব্রহ্মই বিশেষিত হইতেছেন।

১৪ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

স্যাদ্বিজ্ঞানময়ো জীবো ব্রহ্ম বা জীব ইষ্যতে?
আদিমধ্যাবসানেষু সংসার প্রতিপাদনাৎ।

১৪ অধিকরণের মীমাংসা।

বিবিচ্য লোক সংসিদ্ধং জীবং প্রাণাদ্যুপাধিতঃ
ব্রহ্মত্ব মন্যতোঽপ্রাপ্তং বোধ্যতে ব্রহ্ম নেতরৎ।

ইতি শ্রীমহৰি মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত-শারীরক-বেদান্ত-সূত্রে-জ্ঞেয়-ব্রহ্ম-লিঙ্গ-বিচার-নামক ৩য় পাদ।

বেদান্ত-সূত্র।

প্রথম অধ্যায়।

চতুর্থ পাদ।

চতুর্থ পাদাধিকরণম্।

১—(১ সূ—৭সূ) কারণাবস্থাপন্নস্যাস্থূলশরীরস্যৈব 'অব্যক্ত' শব্দবাচ্যত্বম্।

২—(৮ সূ—১০ সূ) শ্রুতিপ্রমিত-প্রকৃতিঃ স্মৃতিসম্মতপ্রধানয়োর্মধ্যে তাদৃশ প্রকৃতেরেবাজাশব্দ বাচ্যত্বম্।

৩—(১১—১৩ সূ) প্রাণচক্ষুঃশ্রোত্রমনোঽন্নানাং পঞ্চ-পঞ্চজন শব্দ বাচ্যত্বম্।

৪—(১৪ সূ—১৫ সূ) ব্রহ্ম-প্রতিপাদক-বেদান্ত-বাক্য-সমন্বয়ানাং যুক্তি-যুক্তত্বম্।

৫—(১৬ সূ—১৮ সূ) প্রাণজীবপরমাত্মনাং মধ্যে কৃৎস্ন জগৎ-কর্ত্তৃত্বেন বালাকিনা ব্রহ্মত্বেনোক্তানাং ষোড়শ পুরুষাণাং কর্ত্তৃত্ব নিরাকরণম্।

৬—(১৯ সূ—২২ সূ) সংশয়িত জীবপরমাত্মনোর্মধ্যে পরমাত্মন এব শ্রবণমননাদিবিষয়ীকর্ত্তৃত্বম্।

৭—(২৩ সূ—২৬ সূ) ব্রহ্মণো নিমিত্তোপাদানোভয়কারণত্বম্।

৮—(২৭সূ—২৮সূ) পরমাণু শূন্যাদীনাং শ্রুত্যুক্তানামপি জগৎ কারণত্বে মপহায় ব্রহ্মণ এব প্রতিনিয়ত-জগৎ-কারণত্বম্।

১অধ্যা—৪পা—১অধি—১সূ—১০৮ সা সং।

১ অধিকরণ—কারণাবস্থাপন্নস্যাস্থূল শরীরস্যৈব 'অব্যক্ত' শব্দ-বাচ্যত্বম্।—কারণস্বভাবাপন্নঅস্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরকেই অব্যক্ত বলা যায়।

উপক্রম—পূর্ব্বপাদত্রয়ে ব্রহ্মণি সমন্বয় ইত্যুক্তং তথাহি কেষু-চিদ্বাক্যেষু প্রধানাদিবাচকশব্দদর্শনাৎ প্রধানাদাবপি কশ্চনসমন্বয়ঃ স্যাৎ ইত্যাদ্যাক্ষিপ্য ব্রহ্মণ্যেব সমন্বয় ইতি অবধার্য্যতেঽনেন পাদেন। 'অব্যক্ত বিচার।'

১সূ—আনুমানিকমপ্যেকেষামিতিচেন্ন শারীর রূপকবিন্যস্তগৃহীতের্দর্শয়তিচ।

ব, অ—আনুমানিক অর্থাৎ প্রধান শাব্দ (শ্রুতি কথিত শব্দ) নহে। শ্রুতিতে 'প্রধান' বলিয়া কোন শব্দ নাই।

ব্যা, বি—আনুমানিকং অনুমানসিদ্ধং প্রধানং একেষাং কঠ-শাখিনাং। ইতি=শাব্দং চেৎ, ন, দর্শয়তি শ্রুতিঃ। রূপকঃ=সাদৃশ্যং।

দীপিকা—অনুমানপ্রতিপাদ্য মানুমানিকং প্রধানমেকেষাং কঠানাং শাখায়াং মহতঃ পরমব্যক্ত মিতি শব্দবদিতি যদি তন্ন কুতঃ শারীররূপক বিন্যস্ত গৃহীতেঃ শরীরং হ্যত্ররথরূপকেন বিন্যস্ত মিত্যুক্তং তস্যাঃ শব্দেন গৃহীতেঃ গ্রহণাৎ দর্শয়তিচ।

তাৎপর্য্য—"মহতঃ পর মব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ" কঠো-পনিষদের এই শ্রুতিতে শঙ্কা—(৫ সা, সং) সূত্রে প্রধানকে অশব্দ বলা হইয়াছে তাহা কিরূপে সঙ্গত? উক্ত কঠোপনিষদের শ্রুতি দ্বারা প্রধানকে শাব্দ বা বেদ প্রতিপাদিত কেন না বলি? উত্তর—সাঙ্খ্য শাস্ত্রে যে 'অব্যক্ত' তাহা ত্রিগুণ অচেতন বিশেষের বোধক। কিন্তু কঠোক্ত 'অব্যক্ত' উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে যে রূপক বর্ণিত আছে। তদ্দ্বারা তাহার উপলব্ধি হয় না। রূপক যথা—"আত্মানং

রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবহি, বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহ মেবচ। ইন্দ্রিয়াণি হয়ান্যাহু বিষয়াংস্তেষু গোচরা, আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তোঃ ভোক্তেত্যাহু র্মনীষিণঃ।" অপরঞ্চ "মনসস্তু পরাবুদ্ধি র্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ, মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ॥" এ শ্রুতিদ্বারা সাঙ্খ্যোক্ত অব্যক্তের আশঙ্কা করা যায় না। মহৎ = মূলা প্রকৃতি, বুদ্ধি। অব্যক্ত = কার্য্য সংস্কার বা কর্ম্ম বীজ। ইন্দ্রিয়াদির পর বিষয় তৎপরে মন, পরে বুদ্ধি পরে মহান্ আত্মা (মহৎ), মহতের পর অব্যক্ত, তাহার পরে পরম পুরুষ। শাঙ্কর ভাষ্যে মনাদির পরত্বের কারণ প্রদর্শিত আছে। মহৎ, ভোগের দ্বারা বুদ্ধি হইতে 'পর'। মহৎ শব্দ, সর্ব্ব প্রথম জ্ঞানী হিরণ্যগর্ভ বুদ্ধির মূল-ভূমি। ইন্দ্রিয়াদি সমন্বিত শরীর প্রভৃতিকে রথাদিরূপে বর্ণিত রূপকের ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করাই উদ্দেশ্য। তদ্বোধের জন্য যোগ শাস্ত্রেও 'মহতি জ্ঞানমাত্মনি তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি' অর্থাৎ মনকে বুদ্ধিতে বুদ্ধিকে মহতে (জীবে) এবং জীবকে ব্রহ্মে নিযুক্ত করার উপদেশ করিয়াছেন। অতএব 'প্রধান' শব্দ বা শ্রুতি প্রতিপাদিত নহে।

প্রমাণ—৩য় অধ্যা ৪২।৪৩।

১অধ্যা—৪পা—১অধি—২সূ—১০৯ সা সং।

১ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপক্রম—অব্যক্ত বিচার।

২ সূ—সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ।

ব, অ—অব্যক্ত শব্দের সূক্ষ্মার্থ (ব্রহ্ম) যোগ্য।

ব্যা, বি—অর্থত্বাৎ যোগ্যত্বাৎ। তৎ = অব্যক্ত শব্দঃ।

দীপিকা—সূক্ষ্মং সূক্ষ্মাশরীরং অব্যাকৃতাখ্যন্তু অর্থত্বাৎ তস্য অব্যক্ত শব্দাভিধানস্য অর্হং যোগ্যং তস্য ভাবস্তং তস্মাৎ।

তাৎপর্য্য—অব্যক্ত-শব্দে স্থূল বা প্রধানকে আশঙ্কা করা যায় না। 'তদ্ধেদং তর্হি অব্যাকৃত মাসীৎ' অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যাকৃত

(নামরূপ বিবর্জ্জিত) বীজ বা শক্তি রূপে ছিল। এ শ্রুতি দ্বারা ভূমাই উপলব্ধ হন।

প্রমাণ—'ভূতোৎপত্তেঃ পুরা ভূমেত্যাদি।' পঞ্চদশী।

১অধ্যা—৪পা—১অধি—৩সূ—১১০ সা সং।

১০ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—অব্যক্ত বিচার।

৩সূ—তদধীনত্বাদর্থবৎ।

ব, অ—(সূক্ষ্ম শরীর) ঈশ্বরাধীন, সুতরাং অব্যক্ত শব্দের অর্থ 'সূক্ষ্ম'।

ব্যা, বি—তস্য ঈশ্বরস্য অধীনত্বাৎ সূক্ষ্মার্থঃ।

দীপিকা—তস্য পরমেশ্বরস্য অধীন মায়তং তস্য ভাবস্তৎ ত্বং তস্মাৎ সূক্ষ্মমীশ্বরাধীনং নৈব প্রধান মিত্যর্থঃ। ঈশ্বর এব কারণ মস্ত এবং সূক্ষ্ম শব্দার্থস্যাব্যাকৃতস্য ব্যর্থং কল্পনং স্যাদিত্যত আহ। অর্থবৎ অর্থঃ প্রয়োজনং সোঽস্যাস্তীতি অর্থবৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—'অব্যাকৃত বীজ' শব্দ বিশেষণ দ্বারা প্রধানকে উপলব্ধ করুক? উত্তর—'অব্যাকৃত বীজ শক্তি' শব্দে অবিদ্যা। প্রধান হইতে পারে না। প্রলয়কালে অবিদ্যাতেই রূপ নামাদি বিলীন থাকে। যাহা পরমেশ্বরের আশ্রিত তাহার নাম মহামায়া, মহাসুষুপ্তি বা মহাপ্রলয়। শ্রুতিতে 'অক্ষরকে' অব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করে যথা—'এতস্মিন্ খলু গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ তদেতদব্যক্তঃ।' যেরূপ 'ইন্দ্রিয়াদি' 'বিষয়ের' অধীন এজন্য ইন্দ্রিয়াদি অপেক্ষা বিষয়ের পরত্ব সেইরূপ জীবগত-বন্ধ-মোক্ষ ব্যবহার সূক্ষ্ম শরীরের অধীন এজন্য সূক্ষ্মশরীর বন্ধ মোক্ষাদি ব্যবহারের 'পর'। সূক্ষ্ম শরীরই অব্যক্ত, প্রধান কখন অব্যক্ত হইতে পারে না।

১অধ্যা—৪পা—১অধি—৪সূ—১১১ সা সং।

১০ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—প্রধান অব্যক্ত নহে।

৪ সূ—জ্ঞেয়ত্বাবনাচ্চ।

ব,—(শ্রুতিতে) সাংখ্যোক্ত 'প্রধানের' জ্ঞেয়ত্ব নাই।

ব্যা, বি— প্রধানস্য জ্ঞেয়ত্বং অবচনাৎ অকথনাৎ শ্রুতৌ।

দীপিকা—জ্ঞেয়স্যভাবঃ জ্ঞেয়ত্বং তথা সাংখ্যৈ রিষ্টং প্রধানং নৈবমস্য বচনং জ্ঞেয়ত্বস্যাবচনং।

তাৎপর্য্য—'গুণপুরুষান্তরজ্ঞানাৎ কৈবল্যম্' প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞান মুক্তির কারণ—সাংখ্যোক্ত 'অব্যক্ত' জ্ঞেয় পরন্তু উপনিষদ্ প্রযুক্ত 'অব্যক্ত' জ্ঞেয় বা উপাসিতব্য নহে।

১অধ্যা—৪পা—১অধি—৫ সূ—১১২ সা সং।

১০ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—প্রধানের জ্ঞেয়ত্ব নাই।

৫সূ—বদতীতিচেন্ন প্রাজ্ঞোহি প্রকরণাৎ।

ব, অ—(সাংখোক্ত অব্যক্তের) জ্ঞেয়ত্ব আছে বলা যায় না প্রাজ্ঞেরই জ্ঞেয়ত্ব। প্রাজ্ঞেরই প্রকরণ।

ব্যা, বি—বদতীতি জ্ঞেয়ত্ব বচনমস্তীতি চেৎ যদি তন্ন হি যতঃ প্রাজ্ঞঃ সূক্ষ্ম শরীরঃ অব্যক্তঃ। (প্রাজ্ঞস্য) প্রকরণাৎ।

দীপিকা—জ্ঞেয়ত্বাবচনং অপ্রসিদ্ধং কুতঃ নিচাপ্য মিত্যনেন জ্ঞেয়ত্বং বদতি ব্রূতে ;ইতি চেদেবং যদি তন্ন হি যস্মাৎ প্রাজ্ঞস্য প্রকরণং। মহাবাক্যং 'পুরুষান্নকিঞ্চিদিত্যাদিনা যথাগ্নি জীবৌ তথাতঃ প্রকরণে তদ্বৎ প্রধান মপিস্যা দিত্যত আহ পরসূত্রে।

তাৎপর্য্য—'অশব্দ মস্পর্শ মরূপমব্যয়ং তথারসঃ নিত্যমগন্ধবচ্চযৎ, অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে' এই

শ্রুতিতে প্রধানের জ্ঞেয়ত্ব শঙ্কায় বলিতেছেন 'পুরুষের পর আর কেহ নাই।' 'পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সাকাষ্ঠা সা পরাগতিঃ'। মৃত্যু অতিক্রম আত্মজ্ঞানের ফল। 'প্রধান' জ্ঞানদ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করা যাইতে পারে না। অতএব সাংখ্যোক্ত প্রধান 'অব্যক্ত' ও জ্ঞেয় নহে।

১অধ্যা—৪পা—১অধি—৬সূ—১১৩ সা সং।

১অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—প্রধান অব্যক্ত নহে।

৬সূ—ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ।

ব, অ—কটোপনিষদে অগ্নি, জীব ও পরমাত্মা এই তিন বিষয়ের প্রশ্নোপন্যাস দ্বারা প্রধানকে 'অব্যক্ত' বলা যায় না।

ব্যা, বি—ত্রয়াণাং প্রশ্নানাং। উপন্যাস=উত্তর।

দীপিকা—অগ্নি জীব পরমাত্মনামেবচ প্রধানস্য কুতএব উপন্যাসঃ উত্তরং অগ্নের্লোকাদিমিত্যাদি জীবস্য তত ইত্যাদি পরমাত্মনো না জায়তে ইত্যাদি প্রশ্নোপি অগ্নেঃ সত্বং জীবস্য যেয়ং প্রেত ইত্যাদি পরমাত্মনোঽন্যত্রধর্ম্মঃ অনেন ক্রমেণ ত্রয়াণামেব ন প্রধানস্য।

তাৎপর্য্য—কঠোপনিষদে নচিকেতা যমকে অগ্নি, জীব ও পরমাত্মা এই তিন বিষয়ের প্রশ্ন করিলে যম যে তিন উত্তর দিয়াছেন তদ্বারা প্রধানকে অব্যক্ত বা জ্ঞেয় বলা যায় না। উক্ত যম-নচিকেতা-সংবাদে জীব, প্রাজ্ঞ বা সূক্ষ্ম শরীরকে একই প্রতিপন্ন করিয়াছে। "স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানু পশ্যতি, মহান্তং বিভু মাত্মানং মত্বাধীরো ন শোচতি।" ভেদ বুদ্ধি বশতঃ আত্মার নানাত্বে বোধ হয়। স্বর্গ, মোক্ষ, বিদ্যা ও অবিদ্যা প্রসঙ্গ ক্রমেও প্রধানের কোন উল্লেখ নাই। জীব-বিষয়ে যম-নচিকেতার প্রশ্নোত্তরে জানা যায় অব্যক্ত শব্দে প্রাজ্ঞ বা সূক্ষ্ম।

১অধ্যা—৪পা—১অধি—৭সূ—১১৪ সা সং।

১ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—অব্যক্ত বিচার।

৭ সূ—মহদ্বচ্চ।

ব, অ—(বৈদিক) 'মহৎ' শব্দ যেমন সাঙ্খ্যোক্ত 'মহৎ' শব্দ হইতে পৃথক সেইরূপ 'বৈদিক' অব্যক্ত শব্দও সাংখ্যোক্ত 'অব্যক্ত' শব্দ হইতে পৃথক।

ব্যা, বি—মহৎ শব্দবৎ। 'চ'=অধিকরণসামান্যং।

দীপিকা—মহান্তমিত্যাদৈর্যথা। সাংখ্যাভিমতেন মহৎ শব্দেন নপ্রধানমপি নাব্যক্ত শব্দেন শব্দ্যতে।

তাৎপর্য্য—'বুদ্ধেরাত্মা মহানপরঃ' এবাক্যদ্বারা সাংখ্যোক্ত 'মহৎ' শব্দ যেমন বৈদিক 'মহৎ' শব্দ হইতে পৃথক্ সেইরূপ উভয়োক্ত 'অব্যক্ত' শব্দ ও পৃথক।

১ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

'মহতঃ পরমব্যক্তং' প্রধানমথবাপুঃ?
প্রধানং সাংখ্য শাস্ত্রোক্তং তত্ত্বানাং প্রত্যভিজ্ঞয়া।

১ অধিকরণের মীমাংসা।

শ্রুত্যর্থ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ পরিশেষাচ্চ তদ্বপুঃ।
সূক্ষ্মত্বাৎ কারণাবস্থা মব্যক্তাখ্যং তদর্হতি।

১অধ্যা—৪পা—২অধি—৮সূ--১১৫ সা সং।

২ অধিকরণ—শ্রুতিপ্রমিত প্রকৃতিঃ স্মৃতিসম্মত প্রধানয়ো প্রকৃতিরে বাজা শব্দবাচ্যত্বম্। শ্রুত্যুক্ত প্রকৃতি এবং স্মৃতি (সাংখ্য) শাস্ত্রোক্ত প্রধান এই উভয়ের মধ্যে শ্রুত্যুক্ত 'প্রকৃতি'ই অজা শব্দ বাচ্য।

উপক্রম—ত্রিগুণত্বাদিনা প্রধানস্য প্রত্যভিজ্ঞাতত্ব পরো মন্ত্র ইতি প্রত্যুদাহরণেনাক্ষিপ্য সমাধত্তে। অজা শব্দের বিচার।

৮সূ—চসমবদবিশেষাৎ।

ব, অ—বিশেষ কারণ না থাকায় (অজা শব্দ) চসম শব্দের ন্যায় অর্থ হীন অর্থ।*

---

* চসম একটী সংস্কৃত চলিত শব্দ। ইহার কোন অর্থ নাই

ব্যা, বি—অবিশেষাৎ অহেতুকত্বাৎ।

দীপিকা—অজামিত্যাদি মন্ত্রো ন স্বাতন্ত্রেন কস্যচিৎ অর্থস্য প্রতিপাদকঃ অবিশেষাৎ ন কশ্চিদর্থবিশেষো নিরূপয়িতুং শক্যো বিনা প্রকরণাদিকং কিং বদিত্যত আহ চসমবৎ। চসম ইত্যস্মিন্ মন্ত্রে স্বাতন্ত্রেন চসম পদং ন কস্যাপ্যার্থস্য বাচকং তদ্বৎ অজাদি পদানি।

তাৎপর্য্য—"অজা মেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং, বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাং, অজোহ্যেকো জূষমানোঽনুশেতে, জহাত্যেনাং ভুক্ত ভোগা মজোঽন্যঃ।"* এই শ্রুতিতে প্রযুক্ত অজা শব্দে প্রধানকে (সাংখ্য শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট) বুঝাউক? এই শঙ্কা নিবারণ জন্য বলিতেছেন। 'অজা' শব্দকে প্রধান বলিবার কোন বিশিষ্ট কারণ নাই। বেদ মন্ত্রে 'চসম' একটী শব্দ আছে তাহার অর্থ অধো গভীর, উর্দ্ধে উচ্চ কিন্তু অধোগভীর উর্দ্ধে উচ্চ কোন বস্তু নির্দ্দেশ না থাকায় 'চসম' শব্দের প্রতীতি হয় না। সেইরূপ 'অজা' শব্দের প্রধানত্ব বোধক কোন বিশেষ কারণ নাই।

১অধ্যা—৪পা—২অধি—৯সূ—১১৬ সা সং।

২ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—অজাশব্দ বিচার।

৯ সূ—জ্যোতিরূপক্রমাত্তু তথাহ্যধীয়ত একে।

ব, অ—কোন শ্রুতিতে লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ—তেজ, অপ, অন্নকে অজা বলে।

ব্যা, বি—একে শাখিনঃ তথা জ্যোতিরাদ্যা অধীয়তে।

দীপিকা—জ্যোতিরূপক্রমে চক্ষুগ্রাহ্যে কার্য্যে তেজোবন্নাত্মিকা প্রকৃতিঃ তু শব্দোঽবধারণে সৈবাজা কুতঃ হি যস্মাৎ যথাজামন্ত্রে লোহিতশুক্লকৃষ্ণরূপাং যথা তেজোবন্নাত্মিকাং প্রকৃত্য যদগ্রে রোহিতং রূপং তেজঃ শুক্ল তদপো কৃষ্ণং তদন্নং ইত্যধীয়তে পঠন্তি একে ছান্দোগ্যাঃ।

---

* লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং রজঃসত্বস্তমোময়ীং একাং অজাং (মায়াং বেদান্তে প্রধানং সাংখ্যে) একোঽজঃ জীবঃ অজোঽন্যঃ-পরমাত্মা। অজ=জন্ম রহিত,=নিত্য, আত্মা।

তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্য শ্রুতিতে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ যথাক্রমে তেজঃ, অপ্ ও অন্ন (তেজোবন্ন লক্ষণা) এই তিনকে অজা বলে কেননা ঐ তিন হইতে বহুবিধ প্রাণী সৃষ্ট (বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং)। কিন্তু তেজোবন্ন শব্দ দ্বারা (তেজ+অপ+অন্ন) প্রধানের উপলব্ধ হয় না। বেদান্তবাদিগণ বলেন "অজাশব্দ' মূলা প্রকৃতিরূপা অব্যাকৃত-নামরূপিণী বীজ-শক্তি বা মায়া তেজ প্রভৃতিকে 'অজা' বলা যায় না। যাহা জন্মবান তাহা 'জ'। 'জ' কে 'অজ' বলা যায় না। তেজ প্রভৃতি জায়মান অজা শব্দবাচ্য হইতে পারে না।

১অধ্যা—৪পা—২অধি—১০সূ—১১৭ সা সং।

২ অধিকরণ—(চমিতেত্ত)। উপক্রম—অজা বিচার।

১০সূ—কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ।

ব, অ - সূর্য্যকে যেমন মধু কল্পনা করে সেইরূপ জায়মানের 'অজা' কল্পনার উপদেশে বিরোধ নাই।

ব্যা, বি—মধুঃ = সূর্য্য। মধু শব্দাদিবৎ।

দীপিকা— তেজোবন্নাত্মিকা লোহিতশুক্লকৃষ্ণাত্মিকা প্রকৃতি র্যা ছাগেব বহুর্বকরী বর্করেণ জনসেব্যমানা অপরেণ ত্যজ্যমানা ইতি কল্পনায়া উপদেশঃ তস্মাৎ নাপ্যত্রবিরোধঃ। অবিরোধকল্পনায়াং দৃষ্টান্ত মধ্বাদিবৎ যথা আদিত্যস্য মধুত্বং তদ্বদনজায়াঃ প্রকৃতেরজাত্বং।

তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্য উপনিষদে তেজোবন্নলক্ষণাকে জায়মান হইলেও অজা কল্পনার উপদেশে বিরোধ নাই। সূর্য্যদেব মধু নহেন তথাপি তাঁহাকে মধু বলে সেইরূপ তেজ প্রভৃতির অজা কল্পনার বিরোধ নাই। ভূত-প্রকৃতি অজা না হইলেও অজা (ছাগী) সাদৃশ্যে কল্পিত। 'অজা শ্রুতিতে' অজ্ঞান জীব ভোগ করে জ্ঞানী পরিত্যাগ করে এবাক্যে জ্ঞানী শব্দে 'জীব' আশঙ্কা হয় না সাংখ্যে নানা জীব স্বীকার করে। কিন্তু জীব নানা নহে অজ্ঞান নানা। জ্ঞানী হইলেই মুক্ত হয় ইহাই শ্রুতির অর্থ। অজ বা আত্মা এক। প্রমাণ—'একোদেবঃ সর্ব্ব ভূতেষু গূঢ়ঃ।' ইতি শ্রুতিঃ।

২য় অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

অজাহি সাংখ্য-প্রকৃতি স্তেজোবন্নাত্মিকাথবা ?
রজ আদৌ লোহিতাদি লক্ষেঽসৌ সাংখ্যশাস্ত্রগা।

২য় অধিকরণের মীমাংসা।

লোহিতাদি প্রত্যভিজ্ঞা তেজোবন্নাত্মলক্ষণাম্।
প্রকৃতীং গময়েৎ শ্রৌতী মজাক্লৃপ্তি মধুত্ববৎ॥

১অধ্যা—৪পা—৩অধি—১১সূ—১১৮ সাসং।

৩ অধিকরণ—প্রাণ-চক্ষুঃ শ্রোত্র-মনোন্নানাং পঞ্চ-পঞ্চ-জন শব্দ বাচ্যত্বম্—প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মন ও অন্ন এইটী পঞ্চজন শব্দবাচ্য কিনা তাহার বিচার।

উপক্রম—পঞ্চজন শব্দবিচার।

১১সূ—ন সংখোপসংগ্রহাদপি নানা-ভাবাদতিরেকাচ্চ।

ব, অ—(তত্ত্ব) সংখ্যা গণনাতে একটী অতিরিক্ত হয়। সাংখ্যের নানা তত্ত্ব এজন্য প্রধান শাব্দ নহে।

ব্যা, বি—সংখোপসংগ্রহাৎ (তত্ত্বানাং) সংখ্যা সংকলনাৎ ন প্রধানং শাব্দং। অতিরেকাৎ = আধিক্যাৎ।

দীপিকা—সংখ্যায়াঃ যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা ইতি পঞ্চজনা ইতি পঞ্চবিংশতে রূপসংগ্রহাদপি স্বীকারাদপি ন প্রধানাদীনাং শ্রৌতোক্তত্বম্, কুতঃ, নানাভাবাত্তেষাং পঞ্চ পঞ্চত্বে নিয়ামকাভাবাৎ নানাত্বাদে স্তেষাং অতিরেকঃ পঞ্চবিংশতি সংখ্যায়াঃ আকাশ স্তুতঃ পৃথক শ্রবণাৎ।

তাৎপর্য্য—"যস্মিন্ পঞ্চ-পঞ্চজনাঃ আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিত স্তমেব

আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্, মূলপ্রকৃতি রবিকৃতির্মহদাদ্যা প্রকৃতি বিকৃতঃ সপ্তঃ। ষোড়শশ্চ বিকারো ন প্রকৃতি র্বিকৃতিপুরুষঃ।" শ্রুতিতে পঞ্চ-পঞ্চজন শব্দের প্রয়োগে 'পাঁচ পাঁচা পঁচিশ' তত্ত্ব নির্ণয় করা যায়। সাংখ্য শাস্ত্রে তত্ত্ব সংখ্যা গণনায় আকাশকে পৃথক্ গণনা করিয়া ২৬ তত্ত্ব বলে। সাংখ্য শাস্ত্রের উপসংগ্রহ বা সংখ্যা সংকলন শ্রুতিমূলক নহে। কারণ শ্রুতিতে বীপ্সায় পাঁচে পাঁচে পঁচিশ অর্থ হয়। আকাশ ২৫ তত্ত্বের অন্তর্ভূত। সাংখ্য শাস্ত্র নানা তত্ত্ববাদী সুতরাং শ্রুতির সহিত তাহার সামঞ্জস্য নাই। অতএব সাংখ্যের প্রধানাদি শাব্দ শ্রুতি মূলক নহে।

১অধ্যা—৪পা—৩অধি—১২ সূ—১১৯ সা সং।

৩ অধিকরণ—(চলিতেছে। উপ—প্রধান শাব্দ নহে।

১২ সূ—প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ।

ব, অ—প্রাণাদি শব্দ বাক্যশেষে প্রয়োগ থাকায় প্রধান শাব্দ নহে।

ব্যা, বি—প্রাণ চক্ষুরাদি শব্দাঃ।

দীপিকা—প্রাণ আদির্যেষাং তে প্রাণাদয়ঃ প্রাণচক্ষুঃ শ্রোত্রমনাংসি, কুতঃ, বাক্যশেষাৎ যস্মিন্ পঞ্চ-পঞ্চ-জন ইতি বাক্যশেষঃ।

তাৎপর্য্য—'যস্মিন্ পঞ্চ-পঞ্চজনাঃ' শ্রুতির বাক্যশেষে প্রযুক্ত প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র অন্ন ও মনকে পঞ্চ-জন শব্দবাচ্য বলা যাউক ? কেহ কেহ বলেন দেব, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও রক্ষঃ ইহারাই পঞ্চজন, কেহ কেহ বলেন ব্রাহ্মণাদি ৪ বর্ণ ও নিষাদ এই ৫ পঞ্চ জন শব্দবাচ্য। পঞ্চজন কি ? এবিষয়ে বেদব্যাস বলিতেছেন—সমভিব্যাহারে * প্রাণাদিকে পঞ্চজন বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাদের দ্বারা ২৫ তত্ত্বেরই প্রতীতি হয়। তত্ত্ব সংখ্যা পঁচিশ।

* 'প্রসিদ্ধার্থ সন্নিধানেন হ্যপ্রসিদ্ধার্থশব্দঃ প্রযুজ্যমানঃ সমভিব্যাহারাৎ তদ্বিষয়ো নিয়মেতে' প্রসিদ্ধ শব্দের নিকট অপ্রসিদ্ধ প্রয়োগ থাকিলে সমভিব্যাহার (একত্র সন্নিবেশ) দ্বারা তদর্থ প্রতীতি হয়।

১অধ্যা—৪পা—৩অধি—১৩সূ—১২০ সা সং।

১ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—পঞ্চজন বিচার।

১৩ সূ—জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে।

ব, অ—কাণ্ব শাখাতে (প্রাণাদি) পঞ্চ মধ্যে অন্ন গণনা স্থলে 'জ্যোতিঃকে' গণনা করেন

ব্যা, বি—অন্নে অসতি জ্যোতিষা জ্যোতিঃ শব্দেন। একেষাং কাণ্ব শাখিণাং গণনা।

দীপিকা—অসত্যপি অন্নে কাণ্বাঃ জ্যোতিষা জ্যোতিরিত্যনেন পঞ্চ সংখ্যা পূর্যান্তে।

তাৎপর্য্য—কাণ্ব শাখাতে অন্ন শব্দ স্থলে জ্যোতিঃ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছে। মন্ত্র সমান হইলেও শাখা ভেদে শব্দ ভেদ হইতে পারে। কিন্তু কেহই 'প্রধানের' প্রতিপাদন করেন না। অন্নের অন্ন এরূপ প্রয়োগ স্থলে জ্যোতির জ্যোতিঃ প্রয়োগ করে।

৩ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

পঞ্চ পঞ্চ জনাঃ সাংখ্যা স্তত্ত্বান্যাহুঃ শ্রুতীরিতাঃ
প্রাণাদ্যাঃ ? সাংখ্যতত্ত্বানি পঞ্চবিংশতি ভাসনাৎ।

৩ অধিকরণের মীমাংসা।

ন পঞ্চবিংশতির্ভান মাত্মাকাশাতিরেকতঃ।
সংজ্ঞা 'পঞ্চজনে' ত্যেষাপ্রাণাদ্যাঃ সংজ্ঞিনঃ শ্রুতাঃ।

১ অধ্যা—৪পা—৪অধি—১৪সূ—১২১ সা সং।

৪ অধিকরণ—ব্রহ্ম প্রতিপাদক বেদান্ত-বাক্য-সমন্বয়ানাং যুক্তিযুক্তত্বম্। ব্রহ্ম প্রতিপাদক বেদান্ত বাক্য সকলের সমন্বয় যুক্তিযুক্ত।

উপক্রম—স্রষ্টার ভিন্নতা নাই।

১৪ সূ—কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথা ব্যপদিষ্টোক্তেঃ।

ব, অ—আকাশাদি সৃজ্যমানের ভিন্ন উক্তি হইলেও স্রষ্টৃ-বিষয়ে উপদেশের ভিন্নতা নাই।

ব্যা, বি—আকাশাদি = আকাশ, অগ্নি, প্রাণাদি।

দীপিকা—কারণস্য ভাবঃ কারণত্বং তেনাকাশাদিষু বিষয়েষু যথৈকস্যাং শাখায়াং ব্যপদিষ্ট সদেবেত্যাদিনা তথান্যস্যাং সত্যংজ্ঞানমনন্ত মিত্যাদিনোক্তেঃ অভিধানাৎ চকার কার্য্যস্যাপি তথোক্তিসমুচ্চয়ার্থঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—সমস্ত উপনিষদেরই 'কারণ ঈশ্বর' ইহা প্রতিপাদ্য হইতে পারে না যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদে ভিন্ন ভিন্ন কারণের উক্তি আছে। কোন শ্রুতি 'আকাশ'কেই কারণ বলে। (২২ সা সং)। কোন শ্রুতি 'তেজকে' কারণ বলে যথা 'তত্তেজোঽসৃজত'। কেহবা 'প্রাণকে' কারণ বলে। কেহবা 'অসদ্বাইদমগ্র আসীৎ' এই শ্রুতিদ্বারা 'অসৎ'কে কারণ বলে। এইরূপ বিপ্রতিপত্তি (মতভেদ) থাকায় 'ব্রহ্ম' কিরূপে কারণ হইতে পারেন। উত্তর—বেদব্যাস বলিতেছেন যদিও ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদে সৃজ্যমান আকাশাদি পদার্থের ভিন্নতা দেখা যায় কিন্তু স্রষ্টার ভিন্নতা নাই। 'সর্গ ক্রম বিরোধোঽপি ন স্রষ্টরি বিদ্যতে।' ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে সৃষ্টির উপদেশ থাকিলেও কোন বেদান্তেই ব্রহ্ম পদার্থের ভিন্নতা নাই। প্রমাণ—'মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টি র্যা চোদিতান্যথা, উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তিভেদঃ কথঞ্চন।'

১অধ্যা—৪পা—৪অধি—১৫সূ—১২২ সা সং।

৪ অধিকরণ (চলিতেছে)।

উপক্রম—ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যো কারণ নহে।

১৫সূ—সমাকর্ষাৎ।

ব, অ—সকল উপনিষদেই সমভাবে আকর্ষণ (উল্লেখ) করিয়াছে।

ব্যা, বি—আকর্ষণ মুল্লেখ স্তস্মাৎ।

দীপিকা—প্রকৃতস্যৈব সত্যজ্ঞানাদি লক্ষণস্যাকর্ষণং প্রতিপাদন মাকর্ষঃ তস্মাৎ।

তাৎপর্য্য—যদিও ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদে সৃষ্টির ভিন্নতা থাকে কিন্তু তাহারা সকলে সমভাবে ব্রহ্মকে আকর্ষণ বা উল্লেখ করে। 'অসদ্বাইদমগ্র * আসীৎ এই শ্রুতিতে 'অসৎ' শব্দে 'অভাব নহে অসৎ—অবিদ্যা। অসদ্বা শ্রুতির পরেই 'তৎ সত্যমিত্যাচক্ষত'—তিনি সত্য স্বরূপ এইরূপ উক্তি আছে। তাহা হইলে ব্রহ্মকেই কারণ বলা হইল। 'তদ্বেদং তর্হ্যব্যাকৃতং আসীৎ' —সৃষ্টির পূর্ব্বে 'অব্যাকৃত' ছিল পরে 'ব্যাকৃত' হইয়াছে। 'স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্য' 'তিনি স্বসৃষ্ট ভূতের নখাগ্র পর্য্যন্ত অনুপ্রবিষ্ট' এ শ্রুতি দ্বারা চেতন আত্মাই 'অনুপ্রবিষ্ট' প্রতিপন্ন করিতেছে।

৪ অধি-পূ—সমন্বয়ো জগদ্‌যোনৌ ন যুক্তো যুজ্যতেঽথবা ?
ন যুক্তো, বেদবাক্যেষু পরস্পর বিরোধতঃ।

৪ অধিকরণের মীমাংসা।

সর্গক্রমবিবাদেঽপি নাসৌ স্রষ্টরি বিদ্যতে ?
অব্যাকৃত মসৎ প্রোক্তং যুক্তোসৌ কারণে ততঃ।

১অধ্যা—৪পা—৫অধি—১৬সূ—১২৩ সা সং।

৫ অধিকরণ—প্রাণজীবপরাত্মনাং মধ্যে পরাত্মন এব কৃৎস্ন-জগৎ-কর্তৃত্বেন ব্রহ্মত্বেনোক্তানাং ষোড়শ পুরুষাণাং কর্তৃত্ব নিরাকরণম্—প্রাণ, জীব ও পরমাত্মা এই তিনের পরমাত্মাই 'কর্ত্তা' শব্দবাচ্য ষোড়শকল পুরুষ ব্রহ্মই কর্ত্তা।

উপক্রম—বালাকি ও অজাত শত্রু সংবাদ।

* অগ্রআসীৎ (ছান্দস প্রয়োগ) অগ্রমাসীৎ পাঠ কেহ কেহ পরিবর্ত্তন করেন। কিন্তু অগ্র আসীৎ মূল পাঠ।

১৬ সূ—জগদ্বাচিত্বাৎ

ব, অ—পর শ্রুত্যুক্ত পুরুষ শব্দ ও জগদ্বাচক।

ব্যা, বি—ব্রহ্মেতি কর্ত্তা।

দীপিকা—পুরুষাণাং কর্ত্তা পরমেশ্বরঃ যস্য বৈ কর্ম্ম। কর্ম্মশব্দস্য জগদ্বাচিত্বাৎ।

তাৎপর্য্য—কৌষিতকি ব্রাহ্মণে 'যো বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্যবৈতৎ কর্ম্ম স বৈ বেদিতব্যঃ' এই শ্রুতিবাক্যে আশঙ্কা—পুরুষের কর্ত্তা কে? ১ম প্রাণ পক্ষে শঙ্কা—প্রাণো বৈ কর্ত্তা' এশ্রুতি অনুসারে প্রাণকেই কর্ত্তা বলা যাউক? ২য় প্রজ্ঞাত্মা বা জীবকে কর্ত্তা বলা যাউক? কেননা জীব ইন্দ্রিয়াদির আহৃত গুণ সকল 'ভোগ' করেন। বালাকি অজাত শত্রুকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আজাত শত্রু কর্ত্তা ব্রহ্ম এইরূপ উত্তর দিয়াছেন। উক্ত স্থলে প্রযুক্ত 'পুরুষাণাং কর্ত্তা' পুরুষ শব্দের অর্থ জগৎ। ব্রহ্মবাদ প্রকরণে জীবের কর্ত্তৃত্ব সঙ্গত হয় না।

১ অধ্যা—৪পা—৫অধি—১৭সূ—১২৪ সা সং।

৫ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপক্রম—কর্ত্তা বিচার।

১৭সূ—জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতিচেৎ তদ্ব্যাখ্যাতম্।

ব, অ—প্রাণ জীবাদির বিষয় পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ব্যা, বি—পূর্ব্বসূত্রে ব্যাখ্যাতম্। ব্রহ্মৈব কারণম্।

দীপিকা—জীবস্য তদ্বদ্যথা শ্রৈষ্ঠ্যাদি প্রাণস্য চাথাস্মিন্ প্রাণে একধা ভবতি ইত্যাদি লিঙ্গং তস্মাৎ পরমাত্মৈবেতি চেদেবং যদি, তন্ন, উপাসাত্রৈবিধ্যাশ্রিতত্বাৎ সূত্রে ব্যাখ্যাতং।

তাৎপর্য্য—১ম অধ্যায়ের প্রথমপাদে 'জীব-মুখ্য-প্রাণ' সূত্রে (৩১ সা সং) বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। তদ্দারা জীবাদি কারণ নহে।

১অধ্যা—৪পা—৫অধি—১৮সূ—১২৫ সা সং।

৫, অধিকরণ (চলিতেছে)। উপক্রম—পূর্ব্বোক্ত

১৮সূ—অন্যার্থন্তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যা-মপিচৈবমেকে।

ব, অ—জৈমিনি বলেন প্রশ্নোত্তর দ্বারা জানা যায় ব্রহ্মপ্রতিপত্তির জন্য জীব ভাবের উপদেশ। বাজসনেয়িগণেরও ঐরূপ মত।

ব্যা, বি—অন্যার্থং ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থং একে বাজসনেয়িনঃ অপি পঠন্তি।

দীপিকা—অন্যোঽর্থঃ প্রয়োজনং ব্রহ্মনির্দ্ধারণং যস্য পরামর্শস্য সোঽয়মন্যার্থঃ তং তু এবকারার্থঃ ব্রহ্মনির্দ্ধারণার্থমেব জীব পরামর্শঃ। ইতি জৈমিনিরাচার্য্যোমন্যতে, কুতঃ, প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাং 'কৈষ এতদ্বালাকে' ইত্যাদি প্রশ্নঃ ব্যাখ্যানং প্রতিবচনং 'অথাস্মিন্ প্রাণে একধা ভবতী'ত্যাদি প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাং অপিচৈব একে বাজসনেয়িনঃ এবমনেন প্রকারেণ প্রশ্নো 'য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ' কৈষতদাভূত' ইতি প্রতিবচনেঽপি 'য এষোঽন্তর্হৃদয়ে আকাশ' ইতি পরমাত্মবিজ্ঞানার্থং পরামৃশতি।

তাৎপর্য্য—সুষুপ্তিকালে জীব ব্রহ্মে লীন হন পুনরায় সেই ব্রহ্ম হইতে জগৎ উদ্ভাসিত হয়। বাজসনেয়িগণ জীবাত্মাকে 'বিজ্ঞানময়' বলেন ও পরমাত্মা তদ্ব্যতিরিক্ত। শ্রুতি সোপাধিক আত্মার আবির্ভাব করিয়া পশ্চাৎ পরমাত্মাকে সকলের মুখ্য কারণ অবধারণ করিয়াছেন। জৈমিনির মতে ব্রহ্মউপদেশ জন্যই জীব ভাবের উপদেশ। ইহা প্রশ্নোত্তর দ্বারাজানা যায় প্রশ্ন যথা—'কৈষ এতদ্বালাকে যত্রৈষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষ' বিজ্ঞানময় পুরুষকে? উত্তর যথা—'আত্মাস্মিন প্রাণে য এষোঽন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ—পরমাত্মা।

৫ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

পুরুষানান্তু কঃ কর্ত্তা প্রাণ-জীব-পরাত্মসু?
'কর্ম্মেতি' চালনে প্রাণো জীবোঽপূর্ব্বে বিবক্ষতে।

৫ অধিকরণের মীমাংসা।

জগদ্বাচী কর্ম্ম শব্দ পুংমাত্র বিনিবৃত্তয়ে।
তৎকর্ত্তা পরমাত্মৈব ন মৃষা বাদিতা ততঃ।

১অধ্যা—৪পা—৬অধি—১৯সূ—১২৬ সা সং।

৬ অধিকরণ—সংশয়িত জীবপরমাত্মনোর্মধ্যে পরমাত্মন এব শ্রবণ-মননাদি-বিষয়ী-কর্ত্তৃত্বম্—জীব ও পরমাত্মার মধ্যে পরমাত্মাই শ্রবণ মননাদির বিষয়।

উপক্রম—বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ি সংবাদ।

১৯সূ—বাক্যান্বয়াৎ।

ব, অ—(মধ্য) বাক্যার্থ (অয়মাত্মাব্রহ্ম) নিশ্চয়দ্বারা পরমাত্মাই উপলব্ধ হন।

ব্যা, বি—অন্বয়াৎ তাৎপর্য্য নিশ্চয়াৎ।

দীপিকা—আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ ইত্যাদিনোক্তঃ পরমাত্মৈব অস্মিন্ এব পরমাত্মনি অন্বয়ঃ পর্য্যবসানং তাৎপর্য্যেন তস্মাৎ।

তাৎপর্য্য—'ন বা অরে পত্যুঃকামায় নবা অরে সর্ব্বস্য কায়ায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি' ইত্যাদি শ্রুতিতে আশঙ্কা—লোকে যখন আপনার প্রীতির জন্য কামনা করে পতি পুত্রাদির প্রীতির জন্য করে না, তখন আপনা (আত্মা) শব্দ জীব। অতএব জীবকেই শ্রবণ মননাদির বিষয় বলা যাউক? উত্তর 'আত্মা' শব্দ জীব বোধক নহে, ব্রহ্মবোধক। প্রসঙ্গের পূর্ব্বাপর বিচার করিলেই তদ্দ্বারা পরমাত্মাই উপলব্ধ হন। 'কিরূপে মুক্ত হইতে পারি তাহাই আমাকে বলুন' মৈত্রেয়ির এইরূপ প্রশ্ন পরমাত্ম বিষয়ক। শ্রুতিতে নানাস্থানে ভেদজ্ঞানের নিন্দা করিয়াছেন। যিনি আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন দেখেন, ব্রহ্ম তাঁহা হইতে দূরগত হন।

১অধ্যা—৪পা—৬অধি—২০সূ—১২৭ সা সং।

৬ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—আশ্মরথ্যের মত।

২০ সূ—প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ।

ব, অ—আশ্মরথ্য আচার্য্য বলেন প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির জন্য উক্তরূপ উপদেশ।

ব্যা, বি—লিঙ্গং সূচকং, বোধকং। প্রতিজ্ঞা = সাধ্য নির্দ্দেশঃ।

দীপিকা—আত্মনো বারে দর্শনেনেত্যাদি প্রতিজ্ঞা তস্যা সিদ্ধেলিঙ্গং বিজ্ঞানমাত্মনো দ্রষ্টব্যত্বাদি সংকীর্ত্তনং নতু বস্তুভেদাভিপ্রায় মিত্যাশ্মরথ্যাচার্য্যো মন্যতে।

তাৎপর্য্য—'আত্মা বিজ্ঞাত হইলে সমস্ত বিজ্ঞাত হয়' এই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির জন্য, প্রিয়, শব্দদ্বারা জীবাত্মার সূচনা করিয়াছেন। জীব ও পরাত্মার অভেদ ভাব বুঝাইবার জন্য শ্রুতি ঐরূপ প্রস্তাব আরম্ভ করিয়াছেন। আশ্মরথ্য নামা আচার্য্যের এইরূপ মত।

১অধ্যা—৪পা—৬অধি—২১সূ—১২৮ সা সং।

৬ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—ঔড়ুলোমির মত।

২১সূ—উৎক্রেমিষ্যত এবং ভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ।

ব, অ—ঔড়ুলোমি নামাচার্য্য বলেন যখন জীব (উৎক্রান্ত) মুক্ত হয় তখন আর জীবভাব থাকে না।

ব্যা, বি—উৎক্রমিষ্যতঃ দেহাদি সংঘাতাৎ সমুত্থাসাতঃ এবং ভাবাৎ অভেদভাবাৎ।

দীপিকা—ভেদেনাবস্থিতস্য নামরূপাভ্যাং তথা বিদ্বানিত্যাদি শ্রুত্যুক্তমিষ্যতঃ তস্য নামরূপাদি মুক্তস্যৈব ভেদস্যাভাবাদ্বিজ্ঞানাত্মনো দ্রষ্টব্যত্বাভিধানং ইত্যৌড়ুলোমিআচার্য্যো মন্যতে জীবব্রহ্মণো র্ভেদাভেদস্য বিদ্যমানত্বাৎ।

তাৎপর্য্য—'ব্রহ্মই' (চিৎ) দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিদ্বারা কলুষিত হইয়া 'জীব' আখ্যা প্রাপ্ত হন। তিনি যখন ঐ উপাধি সমূহ (দেহেন্দ্রিয়াদি) হইতে উৎক্রান্ত বা উত্থিত বা মুক্ত হন তখন তাহার আর জীব ভাব থাকেনা, ঔড়ুলোমি আচার্য্য এইরূপ বলেন যথা নদ্যঃ সন্দ্যমানাঃ সমুদ্রেহস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়, তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষ মুপৈতি

হিবায়্"—নদী সকল সমুদ্রে মিলিত হইলে তাহাদের যেমন কোন নাম রূপ থাকেনা, সেইরূপ জীব ব্রহ্মে উৎক্রান্ত হইলে নামরূপ হইতে বিমুক্ত হন।

১অধ্যা—৪পা—৬অধি—২২সূ—১২৯ সা সং।

৬ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—কাশকৃৎস্নের মত।

২২সূ—অবস্থিতে রিতিকাশকৃৎস্নঃ।

ব, অ—কাশকৃৎস্ন বলেন পরমাত্মারই (জীবভাবে) 'অবস্থিতি।'

ব্যা, বি—অবস্থিতিঃ (জীবভাবেন)। তস্মাৎ।

দীপিকা—অনেন জীবেনেতি শ্রুত্যা পরমাত্মন এব জীবরূপেনাবস্থানমবস্থিতিঃ তস্যাবিজ্ঞানাত্মনো দ্রষ্টব্যত্বাভিধানমিতি কাশকৃৎস্নআচার্য্যোমন্যতে।

তাৎপর্য্য—'অনেন জীবেনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবান্' শ্রুতিদ্বারা ঔড়ুলোমি বলেন যে ব্রহ্মই দেহেন্দ্রিয়াদিদ্বারা কলুষিত হইয়া জীব আখ্যা প্রাপ্ত হন ইহাতে কাশকৃৎস্ন বলিতেছেন—তাহা হইলে জীবকে ব্রহ্মের বিকারবিশেষ বলা হয় কিন্তু বিকারের নাশ আছে। "সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং"—গুহাতে (বুদ্ধি) 'নিহিত ব্রহ্ম' এবাক্য জীব বোধক পরন্তু শ্রুতি পরমাত্মার উপদেশ করেন। জীব ও পরমাত্মার একত্বই শ্রুতির অভিপ্রায়। সুতরাং পরমাত্মাই জীবভাবে অবস্থিত।

৬ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

'আত্মা দ্রষ্টব্য' ইত্যুক্তঃ সংসারী বা পরমেশ্বরঃ ?
সংসারী পতিজায়াদি ভোগ প্রীত্যান্য সূচনাৎ।

৬ অধিকরণের মীমাংসা।

অমৃতত্ব মুপক্রম্য তদন্তেহপ্যুপসংহৃতং।
সংসারিণ মনূদ্যাতঃ পরেশত্বং বিধীয়তে॥

১অধ্যা—৪পা—৭অধি—২৩সূ—১৩০ সা সং।

৭ অধিকরণ—ব্রহ্মণো নিমিত্তোপাদানোভয়কারণত্বম্।

ব্রহ্মই নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ।

উপক্রম—জীব ব্রহ্মণোর্বস্তুতো ভেদাভাবাৎ কুতঃ জীবস্যাভিধানম্। জীব ও ব্রহ্মে বস্তুতঃ অভেদ হইলেও কিরূপে জীব সংজ্ঞা হইতে পারে।

২৩সূ—প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ।

ব, অ—নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণই ব্রহ্ম। ইহা প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত এতদুভয় দ্বারাই সাধিত হয়।

ব্যা, বি—প্রকৃতি রুপাদানং চ=নিমিত্তোপাদানঞ্চ। উপরোধঃ =বাধা। প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তয়োঃ অনুপরোধাৎ।

দীপিকা—প্রতিজ্ঞা রুপাদানং নিমিত্ত কারণ মপি, কুতঃ, যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতীত্যাদি প্রতিজ্ঞা সৌম্যেত্যাদি দৃষ্টান্তঃ প্রতিজ্ঞা চ দৃষ্টান্তশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তৌ তয়োরুপরোধঃ পীড়নং সংকোচস্তদ্ বিপরীতোঽনুপরোধঃ তস্মাৎ প্রকৃতিনিমিত্তম্।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—জন্মাদি সূত্রে (২ সা-সং) ব্রহ্মকে কারণ বলা হইয়াছে। তিনি নিমিত্ত কারণ * কি উপাদান? উপাদান কারণের প্রতি শঙ্কা—কার্য্য উপাদানের অনুরূপ হয়। জগৎ—(কার্য্য) সাবয়ব, অচেতন, অশুদ্ধ কিন্তু ব্রহ্ম তদ্বিপরীত তবে কিরূপে তাঁহাকে উপাদান বলি? কেবল তাঁহাকে তবে নিমিত্ত কারণ বলা যাউক? উত্তর—নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণই ব্রহ্ম ইহা স্বীকার করিলে 'প্রতিজ্ঞা' ও 'দৃষ্টান্ত' উভয়ের কোনরূপ উপরোধ (বাধা) হয় না। প্রতিজ্ঞাও রক্ষিত হয়। প্রতিজ্ঞা—উত তমাদিদেশ মাপ্রাক্ষ্যো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ইত্যাদি'—যাহা শুনিলে শুনিবার ও জানিলে জানিবার অবশেষ থাকে না। ব্রহ্মকে অবশ্যই উপাদান স্বীকার করিতে হইবে।

---

* ঘটের (কার্য্য) প্রতি মৃত্তিকা উপাদান কারণ এবং কুলালাদি নিমিত্ত কারণ। পিতা—নিমিত্ত, মাতা—উপাদান।

'উপাদান জানিলেই যে সর্ব্ববিদিত হয় এবিষয়ে শ্রুতির দৃষ্টান্ত—"সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সমস্তং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং" যাবতীয় মৃন্ময় বস্তুর উপাদান (মৃত্তিকা)। মৃত্তিকার স্বরূপ বোধে সমস্ত মৃৎপিণ্ডের স্বরূপ বোধ হয়। আবার ব্যাকরণ প্রমাণেও তাঁহাকে উপাদান নিশ্চয় করা যায়— যথা 'যতো বা ইমানি।' যতঃ = যাঁহা হইতে (উপাদান) পুনশ্চ তাঁহাকে পৃথক্ নিমিত্ত কারণ স্বীকার করিলেও 'এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞাত হয়' এ শ্রুতির বাধা হয় না। অতএব তাঁহাকে নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণ স্বীকার করিলে কোন শ্রুতিরই বাধা নাই।

১অধ্যা—৪পা—৭অধি—২৪সূ—১৩১ সা সং।

৪ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপক্রম—পূর্ব্বোক্ত।

২৪ সূ—অভিধ্যোতোপদেশাচ্চ।

ব, অ—সৃষ্টি বিষয়ে যেরূপ উপনিষদে উপদেশ আছে তদ্দ্বারা নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণই ব্রহ্ম প্রতিপন্ন হন।

ব্যা, বি—অভিধ্যাত=সৃষ্টি।

দীপিকা—সোঽকাময়তেত্যাদিনা কারণস্য চৈতন্যমভিধ্যাংশস্য উপদেশ স্তস্মাৎ পুরুষাণাম্ প্রধানাভিন্নত্বাৎ প্রতিজ্ঞাদ্যুপরোধোঽহ্ ন সমুষ্টীয়তে।

তাৎপর্য্য—'সোঽকাময়ত বহুস্যাম্'—'তিনি কামনা করিলেন বহু হইব' এশ্রুতিদ্বারা (ব্রহ্মের সৃষ্টি-সংকল্প উপলব্ধ হয় এজন্য তাঁহাকে নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণই বলা যায়।)

১অধ্যা—৪পা—৭অধি—২৫সূ—১৩২ সা সং।

৫ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপক্রম—পূর্ব্বোক্ত।

২৫ সূ—সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ। †

† ম্নানাৎ ইতি দ্বি পাঠঃ।

ব, অ—সাক্ষাৎ (ব্রহ্ম) উৎপত্তি ও লয় এতদুভয়ের কারণ বলিয়া আম্নাত বা কথিত হন।

ব্যা, বি—সাক্ষাৎ = ব্রহ্ম। উভয় উভয়য়োঃ—প্রলয়প্রভবয়োঃ। আম্নানং = কথনং তস্মাৎ নিমিত্তোপাদানঞ্চ ব্রহ্ম।

দীপিকা—ন প্রলয়শ্রবণ লিঙ্গমস্তি কস্মাৎ হবা সর্ব্বাণি ভূতানীত্যাদৌ সাক্ষাদুভয়োৎপত্তি প্রলয়স্যাম্নানাদ্বেদাদ্বেদেন উভয় কারণত্বে কর্ম্মণো রৈকাম্।

তাৎপর্য্য—'সর্ব্বাণি হবা ইমাণি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে আকাশং প্রত্যস্তং যান্তি' এই শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণই প্রতিপন্ন হন।

১অধ্যা—৪পা—৭অধি—২৬সূ—১৩৩ সা সং।

৭ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপক্রম—পূর্ব্বোক্ত।

২৬ সূ—আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ।

ব, অ—'ব্রহ্ম প্রকৃতিতে পরিণত' এজন্য তাঁহাকে নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণই বলা যায়।

ব্যা, বি—আত্ম (সম্বন্ধিনী) কৃতিঃ অনুকরণম্ তস্মাৎ। ব্রহ্মণঃ প্রকৃতিত্বং পরিণামঃ।

দীপিকা—আত্মনঃ কর্ম্মত্বেন কর্ত্তৃত্বেনচ করণং কৃতিঃ তদাত্মানমিতি শ্রৌতকর্ম্মত্বং স্বয়মকুরুতেতি শ্রৌতকর্ত্তৃত্বং তস্যাঃ কৃতেঃ সিদ্ধসা কথং কার্য্যাত্বমিত্যত আহ পরিণামাৎ সচ্চামচ্চেতিশ্রুত্যা অন্যস্যান্যাকারপ্রতীতিঃ রজ্জ্বাবিব সর্পাকারস্তস্মাৎ।

তাৎপর্য্য—"তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" এই শ্রুতিতে শঙ্কা—'আপনি আপনাকে সৃষ্টি করিলেন'—এবাক্যে আপনি কর্ত্তৃপদ ও আপনাকে

কর্ম্মপদ। অতএব তাঁহাতে কর্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব উভয়ই দৃষ্ট হইতেছে ইহা কিরূপে সঙ্গত? উত্তর—'স্বয়মকুরুত'—স্বয়ং করিলেন অর্থাৎ পরিণমিত করিলেন বুঝিতে হইবে। তিনি আপনাকে জগৎরূপে 'পরিণত' করিলেন ইহাই শ্রুতির অর্থ। অতএব নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণই ব্রহ্ম।

১অধ্যা—৪পা—৭অধি—২৭সূ—১৩৪ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপক্রম—পূর্ব্বোক্ত।

২৭সূ—যোনিশ্চ হি গীয়তে।

ব, অ—ব্রহ্ম 'বিশ্বযোনি' বলিয়া উপনিষদে পরিগীত হন।

ব্যা, বি—যোনিঃ—প্রকৃতিঃ।

দীপিকা—হি যস্মাৎ যোনিশ্চোপাদানমপি যদ্‌ভূত যোনিমিত্যাদিনা গীয়তে পঠ্যতে।

তাৎপর্য্য—'কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" এই শ্রুতিদ্বারা যোনি—কারণ (প্রকৃতিরূপা) শব্দ উক্ত থাকায় ব্রহ্মই বিশ্বের উপাদান ও প্রকৃতি কারণ।

৭ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

নিমিত্ত মেব ব্রহ্মস্যাদুপাদানঞ্চ বেক্ষণাৎ?
কুলালবন্নিমিত্তং তৎ নোপাদানং মৃদাদিবৎ।

৭ অধিকরণের মীমাংসা।

'বহুস্যাং' ইত্যুপাদান ভাবেঽপি শ্রুত ঈক্ষিতঃ।
একবুদ্ধ্যা সর্ব্বধীশ্চ তস্মাদ্ ব্রহ্মোভয়াত্মকম্।

১অধ্যা—৪পা—৮অধি—২৮সূ—১৩৫ সা সং।

৮ অধিকরণ—পরমাণু শূন্যাদীনাং শ্রুত্যুক্তানামপি জগৎকারণত্ব মপহায় ব্রহ্মণ এব প্রাতিস্বিয়ত জগৎ কারণত্বম্। পরমাণু শূন্যাদি শ্রুত্যুক্ত হইলেও জগৎ কারণ নহে। ব্রহ্মই প্রাতিস্বিয়ত জগৎ কারণ।

উপক্রম—অণ্বাদিবাদ নিরাস।

২৮ সূ— এতেন সর্ব্বেব্যাখ্যাতাঃ ব্যাখ্যাতাঃ।†

ব, অ— যে যে প্রমাণ দ্বারাই 'প্রধান কারণ নহে' প্রতিপন্ন হইয়াছে তত্তৎ প্রমাণদ্বারা পরমাণুবাদাদি (পরমাণু ইত্যাদি বাদ) নিরাকৃত হইবে।

ব্যা, বি—এতেন (প্রধানবাদ নিবারকেন) বাদেন সর্ব্বে (অণ্বাদিবাদাঃ (ব্যাখ্যাতাঃ বিদিতব্যাঃ নিবারিতাশ্চ।

দীপিকা—এতেন প্রধাননিরাকরণেন সর্ব্বেঅপি বাদা ব্যাখ্যাতাঃ নিরাকৃতাঃ। ব্যাখ্যাতাঃপদাভ্যাসোধ্যায়পরিসমাপ্তিং দ্যোতয়তি।

ইতি শ্রীমহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীতে-শারীরক-বেদান্ত-ব্রহ্ম-সূত্রে, প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তশ্চায়মধ্যায়ঃ প্রথমঃ।

তাৎপর্য্য—সাংখ্যশাস্ত্রে 'প্রধান'কে কারণ বলে। বৈশেষিক পরমাণুকে কারণ বলে। কিন্তু পরমাণু ও কারণ নহে। যে যে প্রমাণ অবলম্বনে সাংখ্যবাদ (প্রধানবাদ) নিরাকৃত হইয়াছে, সেই সেই প্রমাণদ্বারা বৈশেষিক প্রভৃতির মত নিরাকৃত হইবে।

৮ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

অণ্বাদেরপিহেতুত্বং শ্রুতং ব্রহ্মণ এব বা?
বটধানাদি দৃষ্টান্তাদণ্বাদেরপি তৎ শ্রুতম্।

৮ অধিকরণের মীমাংসা।

শূন্যাণ্বাদিষ্বেকবুদ্ধ্যা সর্ব্ববুদ্ধি র্ন যুজ্যতে?
স্যাত্ত্রহ্মণ্যপি ধানাদ্যাস্ততো ব্রহ্মৈব কারণম্।

ইতি শ্রীমহর্ষি-বেদব্যাস-প্রণীত-শারীরক-ব্রহ্ম-বেদান্ত-সূত্রে-সমন্বয়াখ্য-প্রথমাধ্যায়ের 'চিন্তাব্রহ্ম লিঙ্গ'-নামক চতুর্থ পাদ সম্পূর্ণ।

প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

---

† উপনিষদ্ ও দর্শনাদি শাস্ত্রে প্রতি অধ্যায়ের শেষ শ্লোক বা সূত্র দ্বিরাবৃত্তি করিবার রীতি থাকায় 'ব্যাখ্যাতাঃ ব্যাখ্যাতাঃ' এইরূপ পাঠ।

বেদান্ত-সূত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথমপাদ।

দ্বিতীয় অধ্যায় 'অবিরোধ' নামে খ্যাত। প্রথম (সমন্বয়) অধ্যায়ে শ্রুতি বাক্য সকলের আশঙ্কা পরিহার দ্বারা ব্রহ্মে সমন্বয় উপপন্ন হইয়াছে এ অধ্যায়ে নানা যুক্তিদ্বারা প্রধান-পরমাণ্বাদিবাদ নিরস্ত করিয়া ব্রহ্ম-কারণবাদ নিশ্চিত হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথম-পাদে ব্রহ্মকারণ বাদেরশঙ্কাপরিহার

প্রথমপাদাধিকরণম্

১—(১—২)—সাংখ্যস্মৃত্যা বেদসংকোচস্যাযুক্তত্বম্।

২—(৩)—যোগস্মৃত্যাপি বেদসংকোচস্যাযুক্তত্বম্।

৩—(৪—১১)—বৈলক্ষণ্যাখ্য-যুক্তিদ্বারাঽপি বেদবাক্যানামবাধ্যত্বম্।

৪—(১২)—কাণাদবৌদ্ধাদীনাং স্মৃতি-যুক্তিভ্যামপি বেদবাক্যানামবাধ্যত্বম্।

৫—(১৩)—ভোক্তৃ-ভোগ্যভেদবত্তোঽপি পরব্রহ্মণোঽদ্বৈত-শব্দস্যাবাধ্যত্বম্।

৬—(১৪—২০) ভেদাভেদয়ো র্ব্যবহারিকত্ব মদ্বিতীয়ত্বস্যচ তাত্ত্বিকত্বম্।

৭—(২১—২৩) সর্ব্বজ্ঞত্বেন জীব-সংসারমিথ্যাত্বম্, স্বনির্লে-পঞ্চ পশ্যতঃ পরমেশ্বস্য ন হিতাহিতভাগ্‌দোষঃ।

৮—(২৪—২৫) অদ্বিতীয়স্যাপি ব্রহ্মণঃ ক্রমেণ নানাকার্য্যানাং সৃষ্টিসম্ভাবনা।

৯—(২৬—২৯—) ঈশ্বরস্য উপাদানরূপ পরিণামিকারণত্বব্যপ-স্থাপনম্।

১০—(৩০—৩১) ঈশ্বরস্যাশরীরত্বেঽপি মায়াবিত্বম্।

১১—(৩২—৩৩) নিত্যতৃপ্তেশ্বরস্যাপি প্রয়োজনং বিনাঽশেষ জগদুৎপাদনম্।

১২—(৩৪—৩৬) কর্ম্মনিয়ন্তৃতানাং জীবানাং সুখদুঃখমাত্রস্য জগৎসংহরতস্য নৈর্ঘৃণ্যদোষাভাবঃ।

১৩—(৩৭)—নির্গুণস্যাপি ব্রহ্মণো বিবর্ত্তরূপেণ প্রকৃতিত্ব-সিদ্ধিঃ।

২ অধ্যা—১পা—১অধি—১ সূ—১৩৬ সা সং।

১ অধিকরণ—সাংখ্যস্মৃত্যা বেদসংকোচস্য অযুক্তম্—

সাংখ্য শাস্ত্রে বেদবাদের যে দোষ আশঙ্কা করে তাহা অযুক্ত।

উপক্রম—সাংখ্যবাদ মন্বাদির অনভিমত।

১সূ—স্মৃত্যনবকাশ দোষ প্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্য স্মৃত্যনবকাশ-দোষ প্রসঙ্গাৎ।

ব, 'অ—বেদান্তে প্রধানবাদ নাই বলিয়া (সাংখ্য) শাস্ত্র যদি বেদান্তের 'অনবকাশ দোষ' আশঙ্কা করেন তবে (মন্বাদি) অন্য স্মৃতিতে সাংখ্যস্মৃতিবাদ

ও সাংখ্যাস্মৃতিতে তত্তৎ স্মৃতিবাদ নাই বলিয়া তদ্দোষাশঙ্কা করিতে পারা যায়।

ব্যা, বি,—স্মৃত্যা (সাংখ্যশাস্ত্রেণ)। অবকাশঃ = বিষয়ঃ অনবকাশঃ = বিষয়াভাবঃ, অর্থাভাবঃ।

দীপিকা—স্মৃতের্মূলপ্রকৃতিঃ প্রধানপ্রতিপাদকত্ব মপি চেন্নস্যাত্তদা অর্থাভাব স চাসৌ দোষঃ স্মৃত্যনবকাশদোষঃ তস্য প্রসঙ্গঃ প্রাপ্তিস্তস্মাৎ চেদেবং যদি তন্ন, কুতঃ, অন্যাসাং তস্মাদব্যক্ত মুৎপন্নমিত্যাদীনাং স্মৃতীনাং অনবকাশোঽর্থাভাবঃ স চাসৌ দোষশ্চান্যস্মৃত্যনবকাশদোষস্তস্য প্রসঙ্গস্তস্মাৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—কপিলের সাংখ্যশাস্ত্রকে শিষ্ট ঋষিগণ মান্য করেন। কপিলাদি ঋষির অপ্রতিহত জ্ঞান যাবতীয় স্মৃতিতে পরিচিত। কেবল স্মৃতি নহে, শ্রুতিতেও উক্তি আছে—"ঋষিং প্রসূতং কপিলং তন্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চপশ্যেৎ" অর্থাৎ 'যিনি প্রথম প্রসূত কপিলকে জাতমাত্রে ঋষি ও জ্ঞানী করিয়াছেন তাঁহাকে জান'। পঞ্চশিখাদি ঋষিগণ কপিল স্মৃতির অনুমত। যখন কপিল সাংখ্যশাস্ত্রে 'প্রধান' কে কারণ স্বীকার করেন তখন ঈশ্বর কারণবাদ কিরূপে স্বীকার করা যায়? উত্তর—সাংখ্যশাস্ত্র স্বতন্ত্র অচেতন প্রধানকে কারণ বলেন কিন্তু মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে কেহই প্রধানকে কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না। মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বেদ বোধিত 'ধর্ম্ম'। তদ্দ্বারা অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান ও আশ্রম ধর্ম্মাদির উপদেশ পাওয়া যায়। জৈমিনির মীমাংসাশাস্ত্রে উক্ত আছে 'যাহা শ্রুতির অবিরুদ্ধ সেই স্মৃতিই গ্রহণীয়।' কোন শ্রুতিতেই অতীন্দ্রিয় প্রধানের উপলব্ধি হয় না। বিশেষতঃ কপিল শব্দ 'সামান্য বাচী'। কপিল অনেক। পুরাণেও সগর সন্তান কপিলের নাম আছে। "ঋষিং প্রসূতং কপিলং" ইত্যাদি শ্রুতিতে কোন্ কপিলের উল্লেখ করে তাহা কিরূপে নির্ণীত হয়? অপর, সাংখ্যস্মৃতি আত্মভেদ স্বীকার করেন। কপিল নানাত্মবাদী এজন্য কপিল-স্মৃতির নাম ষষ্টিতন্ত্রী। মনু নানাত্মবাদের নিন্দা করেন যথা "সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্য মধিগচ্ছতি"।

শ্রুতিতে নানাস্থানে একাত্মবাদ কথিত আছে যথা "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ, তত্র কঃ শোকঃ কঃ মোহ একত্ব মনুপশ্যতঃ।

২অধ্যা—১পা—১অধি—২সূ—১৩৭ সা সং

১ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—সাংখ্যে দোষ।

২ সূ—ইতরেষাঞ্চানুপলব্ধেঃ।

ব, অ,—ইতর অর্থাৎ মহত্তত্ত্বাদির উপলব্ধি না হওয়ায় সাংখ্য স্মৃতি অযুক্ত।

ব্যা, বি,—ইতরেষাং মহদাদীনাং। অনুপলব্ধেঃ = অদর্শনাৎ।

দীপিকা—প্রধানাদিতরাণি মহদাদীনি তেষামনুপলব্ধিঃ। ব্যাপ্যস্যোপলব্ধৌ অব্যাপকস্যোপলব্ধ্যভাবঃ সমুচ্চয়ার্থঃ।

তাৎপর্য্য—সাংখ্যে প্রধানের পর মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্বের উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহা লৌকিকে ও বৈদিকে উপলব্ধ হয় না, বরং ভূত ও ইন্দ্রিয় লোক-বেদ প্রসিদ্ধ। সাংখ্যোক্ত মহত্তত্ত্বাদি অপ্রসিদ্ধ ও প্রধানের ন্যায় অপ্রামাণ্য। সাংখ্যোক্ত মহদাদি শ্রৌত মহদাদি হইতে পৃথক্ অতএব প্রধান-কারণবাদ অযুক্ত।

১ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

সাংখ্যস্মৃত্যাস্তি সংকোচো ন বা বেদ সমন্বয়ে ?
ধর্ম্মেবেদঃ সবকাশঃ সঙ্কোচোঽনবকাশয়া।

১ অধিকরণের মীমাংসা।

প্রত্যক্ষ শ্রুতিমূলাভির্ম্মাদি স্মৃতিভিঃ স্মৃতিঃ।
অমূলা কাপিলীবাধ্যা ন সঙ্কোচোঽনয়া ততঃ॥

২ অধ্যা—১পা—২অধি—৩সূ—১৩৮ সা সং।

২য় অধিকরণ—যোগস্মৃত্যাপি বেদ-সংকোচস্যাযুক্তত্বম্

—যোগশাস্ত্রেও বেদসঙ্কোচ বা বেদবাদ দোষ যুক্ত নহে।

৩ সূ—এতেন যোগঃপ্রত্যুক্তঃ।

ব, অ—পূর্ব্ব প্রমাণানুসারে যোগশাস্ত্রও প্রতিষিদ্ধ হয়।

ব্যা, বি,—প্রতি বিপরীতং উক্তঃ। প্রতিষিদ্ধঃ।

দীপিকা—এতেন স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গেন যোগো যোগশাস্ত্রং প্রত্যুক্তঃ নিরাকৃতঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—'সাংখ্য ও যোগ' এই দুইটী পরম পুরুষার্থ সাধন বলিয়া বিখ্যাত, শিষ্ট গৃহীত ও বেদ পরিতুষ্ট। তবে তাহাদের নিরাসার্থ যত্ন কেন? উত্তর—শ্রুতিতে উক্ত আছে বৈদিক জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞানে বা পথে মোক্ষ হয় না। অবৈদিক সাংখ্য ও অবৈদিক যোগ মোক্ষদায়ক নহে। যোগস্মৃতির একাংশ বেদ সম্মত ও অপরাংশ বেদ বিরুদ্ধ। যোগ আত্মদর্শনের 'উপায়' এবাক্য বেদ সম্মত যথা 'শ্রোতব্য মন্তব্যেত্যাদি, ত্র্যুন্নতং 'স্থাপ্যশরীরং' *। বেদেও ইন্দ্রিয় ধারণাদিকে যোগ বলেন। পরন্তু যোগশাস্ত্রও লোক-বেদ-বিরুদ্ধ প্রধানের ও মহত্তত্ত্বের উপদেশ করেন, এজন্য যোগশাস্ত্রকে নিরাস করা কর্ত্তব্য। 'জীব সাংখ্য ও যোগ দ্বারা পাশমুক্ত হয়' এইবাক্যে প্রযুক্ত সাংখ্য শব্দের অর্থ জ্ঞান ও যোগ শব্দের অর্থ ধ্যান। এতদ্বারা 'সাংখ্যশাস্ত্র' বা 'যোগশাস্ত্র' উপলব্ধ হয় না। শ্রুতির অভিমত অংশে কোন বিরোধ নাই।

২ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

যোগস্মৃত্যাঽস্তি সংকোচো নবা? যোগো হি বৈদিকঃ,
তত্ত্বজ্ঞানোপযুক্তশ্চ ততঃ সঙ্কুচ্যতে তয়া।

* মস্তক, গ্রীবা ও বক্ষঃ এই তিন স্থান উন্নত করিয়া সমভাবে অবস্থান করতঃ যোগাভ্যাস করিবে।

২ অধিকরণের মীমাংসা।

প্রমাপি যোগে তাৎপর্য্যাদতাৎপর্য্যন্নসা প্রমা।
শ্রবৈদিকে প্রধানাদাবসঙ্কোচ স্তয়াঽপ্যতঃ।

২ অধ্যা—১পা—৩অধি—৪সূ—১৩৯ সা সং।

৩ অধিকরণ—বৈলক্ষণ্যাখ্যযুক্তিদ্বারাঽপি বেদান্ত বাক্যানামাবাধ্যত্বম্। 'বৈলক্ষণ্য' যুক্তিদ্বারা বেদান্ত বাক্য সকলের যুক্তিযুক্তত্ব। উপক্রম—ব্রহ্ম কারণ নহে যদি তর্ক কর।

৪সূ—নবিলক্ষণত্বাদস্যতথাত্বঞ্চ শব্দাৎ।

ব, অ—জগৎ (জড়) ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্ন তজ্জন্য তাহাকে 'ব্রহ্ম প্রভব নহে' বলা যাউক? জগতের জড়ত্ব শাস্ত্র সিদ্ধ।

ব্যা, বি,—অস্য জগতঃ (কার্য্যস্য) বৈলক্ষণ্যাৎ=বিরূপাৎ তথাত্বং ব্রহ্মবৈলক্ষণ্যং জড়ত্বং। শব্দাৎ=শাস্ত্রাৎ (সিদ্ধতি)।

দীপিকা—ন ব্রহ্মাচেতনং জগতঃ কারণং কুতো জগতো বিলক্ষণত্বাৎ তথাত্বঞ্চ জড়ত্ব মপ্যস্যজগতঃ শব্দাৎ বাক্যাৎ সিদ্ধং।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—অচেতন জগৎ চেতন ব্রহ্মের সমলক্ষণ নহে তবে কিরূপে ব্রহ্মকে প্রকৃতি বা উপাদান বলা যাইতে পারে? কেননা এ বৈলক্ষণ্য শাস্ত্রেও প্রসিদ্ধ। তবে ব্রহ্ম ধর্ম্মের' ন্যায় কেবল শাস্ত্র সাপেক্ষ, অনুমান সাপেক্ষ নহেন? উত্তর—ব্রহ্ম 'ধর্ম্মের ন্যায় শাস্ত্র প্রমেয় নহেন। ধর্ম্ম অনুষ্ঠান সাধ্য ব্রহ্ম অনুষ্ঠান সাধ্য নহেন।

অপর শঙ্কা—ব্রহ্ম সিদ্ধ বস্তু। সিদ্ধ বস্তুতে অন্য প্রমাণের প্রসর আছে যেমন পৃথিবী সিদ্ধ বস্তু ও বহু প্রমাণের বিষয়। অতএব ব্রহ্মকেও প্রমেয় বলি? শ্রুতি ঐতিহ্য বা ইতিহাস অবলম্বনে রক্ষিত বলিয়া যুক্তি বা তর্ক অপেক্ষা দূর উপায়। ব্রহ্মানুভবের নিমিত্তই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। শ্রবণের পরেই মনন বা তর্ক। তর্ক দ্বারা কিরূপে ব্রহ্মকে কারণ বলা

হাইতে পারে কেননা জগৎ কার্য্য, কারণের অনুরূপ বা সদৃশ নহে। সমানে অসমানে প্রকৃতি বিকৃতি ভাব হইতে পারে না। ব্রহ্ম চেতন কিন্তু জগৎ অচেতন, ব্রহ্ম শুদ্ধ কিন্তু জগৎ অশুদ্ধ সুতরাং বিসদৃশ? ব্রহ্ম লক্ষণ না থাকাতে জগৎ কিরূপে ব্রহ্ম প্রকৃতিক বা প্রভব?

উত্তর—সাংখ্য শাস্ত্রেও পুরুষের তারতম্য নাই। কার্য্য বা করণ অচেতন! সমস্তই চৈতন্য বা ব্রহ্ম হইলেও চেতন অচেতন এই দুইটী প্রসিদ্ধ বিভাগ। ব্যক্ত চৈতন্য চেতন এবং অব্যক্ত চৈতন্য অচেতন (জড়)। চৈতন্যের অব্যক্ততা (বিকাশ রাহিত্য) হেতু লোষ্ট্রাদিকে অচেতন বলা যায়। সমস্ত বস্তুই চেতন এ তত্ত্ব শ্রুতিবাধিত। শ্রুতিতে কোন অংশে জগৎকে অচেতন সুতরাং ব্রহ্ম বিলক্ষণ বলেন।

২ অধ্যা—১পা—৩অধি—৫সূ—১৪০ সা সং।

৩ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—জড় চেতন নহে।

৫সূ—অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাং।

ব, অ—পৃথিব্যাদির অভিমানী দেবতা ব্যপদেশ আছে। পুরাণাদিতেও জড়চেতনের পার্থক্য স্বীকার করে।

ব্যা, বি,—বিশেষঃ জড়চেতনয়োঃ। অনুগতিঃ পুরাণাদীনাং অনু পশ্চাৎ গমনং শ্রুতেরর্থস্য।

দীপিকা—তু শব্দঃ শঙ্কানিবারণার্থঃ। অভিমানিনাং দেবতানাং ব্যপদেশঃ, কুতঃ ভোক্তৃ ভোগরূপো বিশেষঃ অগ্নির্বাগ্‌ভূত্বা ইত্যাদিনানুগমনমনুগতিঃ বিশেষশ্চানুগতিশ্চ তাভ্যাং।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—উপনিষদে অনেক স্থলে 'মৃত্তিকা বলিল' 'তেজ আলোচনা করিল' ইত্যাদি প্রয়োগ থাকায় মৃত্তিকা তেজ প্রভৃতিকে চেতন বলা যাউক? উত্তর—না, মৃত্তিকাদি চেতন নহে। তাহাদের অভিমানিনী দেবতা চেতন। এসিদ্ধান্ত 'বিশেষ' ও 'অনুগতি' দ্বারা প্রতিপন্ন। 'বিশেষ'—জীব চেতন কিন্তু ভূত ও ইন্দ্রিয় নিচয় অচেতন। অনুগতি—কৌষতকি ব্রাহ্মণে পৃথিব্যাদির অভিমানিনী দেবতার যেরূপ উল্লেখ করে, পুরাণেও

তত্তৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সেইরূপ অনুগতি বা পশ্চাৎ উল্লেখ করিয়া থাকে। 'তেজ আলোচনা করিল' এবাক্যে তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 'পরমাত্মার' প্রতীতি হয়।

২অধ্যা—১পা—৩অধি—৬সূ—১৪১ সা সং।

৩ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপক্রম—দৃষ্টান্ত।

৬সূ—দৃশ্যতেতু।

ব, অ—পূর্ব্বসূত্রের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।

ব্যা, বি,—লৌকিকে দৃশ্যতে।

দীপিকা—তু শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্যর্থঃ। দৃশ্যতে চেতনাৎ কেশাদিঃ অচেতনাদ্ গোময়াদের্ব্বৃশ্চিকাদিঃ।

তাৎপর্য্য—বৈলক্ষণ্য থাকিলেও জগৎ ব্রহ্মপ্রভব। যে যাহা হইতে জন্মে সে তাহার সমলক্ষণ হইবে, তাহার কোন নিয়ম নাই। মনুষ্য চেতন কিন্তু দেহজ কেশ লোমাদি অচেতন। আবার গোময় অচেতন কিন্তু তজ্জাত বৃশ্চিকাদি চেতন। যদি বল মনুষ্যেরও কেশ লোমাদির যেরূপ পার্থিবত্ব স্বভাব এক সেইরূপ ব্রহ্ম ও জগতের সত্ত্বা নামক পদার্থ এক স্বভাব। এবং যদি বল ব্রহ্ম নিত্য নিষ্পন্ন সুতরাং তাহাতে 'প্রত্যক্ষাদি' প্রমাণ থাকা সম্ভব। কিন্তু তাহা অসঙ্গত কেননা ব্রহ্ম 'রূপ' না থাকায় প্রত্যক্ষ-বহির্ভূত এবং লিঙ্গ বা চিহ্ন না থাকায় তিনি অনুমানেরও বহির্ভূত। তিনি 'ধর্ম্মের' ন্যায় কেবল শাস্ত্র গম্য। 'নৈষাতর্কেণ মতিরাপনেয়া।' তিনি অচিন্ত্য, তর্কে তাঁহার নির্ণয় হয় না "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ, প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্" শ্রবণের পর মনন ও নিদিধ্যাসণের বিধান আছে বটে কিন্তু শুষ্ক তর্কের বিধান নাই। যে তর্ক কেবল শ্রুতির অনুগামী, শ্রুতিতে তাহারই উপদেশ করে। একমাত্র শ্রুতি প্রমাণাবলম্বনেই চেতন কারণ গৃহীত হইবে ইহাতে কোনরূপ তর্ক নাই।

২অধ্যা—১পা—৩অধি—৭সূ—১৪২ সা সং।

৩ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—'অসৎ' বিচার।

৭সূ—অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ।

ব, অ,—সৃষ্টির পূর্ব্বে 'অসৎ' কারণ সঙ্গত হয় না। শ্রুতিতে ইহার প্রতিষেধ করিয়াছে।

ব্যা, বি,—'অসদেবেদমগ্র আসীৎ' ইতি প্রতিসিদ্ধঃ শ্রুতিভিঃ।

দীপিকা—নির্গুণে ব্রহ্মণি প্রাগুৎপত্তের্জগতোঽভাবাৎ অসৎ কার্য্যমিতি চেদেবং যদি, তন্ন, কুতঃ প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ কারণাত্মনা কার্য্যস্য বিদ্যমানত্বাৎ প্রতিষেধ্যভাবেন প্রতিষেধ-মাত্রত্বাদসৎ কার্য্যমিতিশব্দস্য।

তাৎপর্য্য—(কার্য্য) জগতের সৃষ্টির পূর্ব্বে 'অসৎ' (ন সৎ) কারণ হইতে পারে না এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে কারণে জগৎ ছিল না ইহাও উপপন্ন হয় না। চেতন স্থিতি কালেও যেমন কারণ, উৎপত্তির পূর্ব্বেও সেইরূপ কারণ। 'উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য কারণে অবস্থান করে' এবাক্যের প্রতিষেধক কোন শ্রুতি নাই। বরং শ্রুতি 'জগৎকে কারণরূপে না জানাকে' নিন্দা করিয়াছেন। শব্দাদি বিহীন ব্রহ্মই জগৎ কারণ। কারণ সকল কালেই সত্য।

২ অধ্যা—১পা—৩অধি—৮সূ—১৪৩ সা সং।

৩ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—ইহা শঙ্কা সূত্র।

৮সূ—অপীতৌ তদ্বৎপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্।

ব, অ,—প্রলয়কালে কার্য্য, কারণে থাকে ইহা কিরূপ যুক্ত ?

ব্যা, বি—অপীতৌ = প্রলয়ে। তদ্বৎ = কার্য্যবৎ।

দীপিকা—স্থূলাদিগুণকস্য কার্য্যস্য ব্রহ্মব্রহ্মণোঽভেদে প্রলয়ে ব্রহ্মণোঽপি তদ্বত্ত্বপ্রসঙ্গঃ স্থূলাদিমত্ত্বপ্রসঙ্গ স্তস্মাৎ অথবা তৎপ্রসঙ্গাদভেদপ্রসঙ্গাৎ ভোক্তৃভোগ্যাদ্যভাবপ্রসঙ্গেন অথবা তদভিন্নানাং মুক্তানামপি তদ্বৎপ্রসঙ্গাৎ পুনরুৎপত্ত্যাদিপ্রসঙ্গাৎ অথবা ভেদসদ্ভাবে তদ্বৎপ্রসঙ্গাৎ কারণবৎ প্রলয়াভাবপ্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসং অসমীচীনং ঔপনিষদং দর্শনম্।

তাৎপর্য্য—এস্থত্রটী কেবলই প্রশ্নাত্মক এজন্য ইহা শঙ্কা-সূত্র। আশঙ্কা—কার্য্য মাত্রেই কারণে লয় ও অবিভক্ত হয়। লবণ যেমন জলে লীন হইলে জলকে লবণাক্ত ও দুষিত করে সেইরূপ অশুদ্ধ জগৎ ব্রহ্মে লীন হইয়া ব্রহ্মকে অশুদ্ধ করুক? অথবা ভোক্তৃজীব ব্রহ্মে লীন হইয়া নিরভিমানী ব্রহ্মকে অভিমানী করুক? যদি বিভক্ত ভাবেই অবস্থান করে তাহাতেই বা প্রয়োজন কি?

২অধ্যা—১পা—৩অধি—৯সূ—১৪৪ সা সং।

৩ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—ইহা উত্তর সূত্র।

৯ সূ—নতু দৃষ্টান্তভাবাৎ।

ব, অ,—জগৎ ব্রহ্মকে দুষিত করে না এজন্য দৃষ্টান্ত আছে।

ব্যা, বি,—ন=নদূষয়েৎ। ভাবাৎ সত্ত্বাৎ দৃষ্টান্তানাং।

দীপিকা—তু শব্দঃ এবকারার্থঃ। ত্বদুক্তং নৈব, কুতঃ, আদ্যে স্থূলস্যঘটাদেঃ পৃথিব্যাদিকং প্রবিশতঃ দ্বিতীয়বিভাগস্য তেন সুষুপ্তাবুত্থিতস্য তৃতীয়ে তদ্দেহাদেস্তদনুৎপাদেনচ। সন্তি-দৃষ্টান্তাঃ।

তাৎপর্য্য—পূর্ব্বসূত্রে 'অশুদ্ধ জগৎ শুদ্ধ ব্রহ্মে লীন হইয়া লবণ

ও জলের দৃষ্টান্তে ব্রহ্মকে অশুদ্ধ করুক' এইরূপ যে শঙ্কা হইয়াছে তাহার উত্তর—বেদান্ত শাস্ত্রে কোনরূপ অসামঞ্জস্য নাই, কার্য্য কারণে লীন হইয়া কারণকে স্বীয় ধর্ম্মে দূষিত করে না, ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে যথা—মৃত্তিকা প্রভব ঘটাদি লয়াবস্থায় মৃত্তিকাকে স্বধর্ম্মে দূষিত করে না, সুবর্ণ প্রভব অলঙ্কার লয় কালে সুবর্ণকে স্বধর্ম্মান্বিত করে না, চতুর্ব্বিধ দেহ লয় হইয়া মৃত্তিকার ধর্ম্মে নষ্ট হয়। কার্য্য যদি কারণে স্বধর্ম্ম সহিত প্রবেশ করে তাহা হইলে 'লয়' শব্দের অর্থ থাকে না। লয় কালে কার্য্যকারণে শক্তি-রূপে নিগূঢ় থাকে। কার্য্য ও কারণে বস্তুতঃ এক হইলেও কার্য্যই কারণাত্মক, কারণ কার্য্যাত্মক নহে। শ্রুতি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় তিনকালেই কার্য্যে ও কারণে অভেদ উপদেশ করেন। কার্য্য ও কার্য্যের ধর্ম্ম অবিদ্যা কল্পিত। অসত্য সত্যকে কলুষিত করিতে পারে না। ব্রহ্মে জগদাদির অবস্থান মায়িক। 'অনাদি মায়য়া সুপ্তো যদা জীবো প্রবুধ্যতে, অজমনিদ্র মস্বপ্ন মদ্বৈতং বুধ্যতে তদা' জীব যখন মায়া ত্যাগ করে তখন অদ্বৈত বুঝিতে পারে। সুষুপ্তিকালে জীব চিন্ময় হয় তখন জাগরণ কালের নানাবিভাগ থাকে না।

২ অধ্যা—১পা—৩অধি—১০সূ—১৪৫ সা সং।

৩ অধিকরণ—(চলিতেছে)।

উপক্রম—সাংখ্যের স্বপক্ষ দোষ।

১০ সূ—স্বপক্ষ দোষাচ্চ।

ব, অ,—(সাংখ্যের) স্বপক্ষেও উক্ত দোষ সম্ভব হইতে পারে।

ব্যা, বি,—স্বপক্ষে সাংখ্যানাং তদ্দোষো ভবতি তস্মাৎ ন দোষঃ।

দীপিকা—স্বস্য প্রতিবাদিনঃ পক্ষস্তস্মিন্ বিলক্ষণত্বাদে-র্দোষাৎ।

তাৎপর্য্য—বৈলক্ষণ্য হেতু জগৎ যদি ব্রহ্ম-প্রভব না বল, তবে প্রধান-প্রভবও বলা যাইতে পারে না। কেননা তাহাতেও বৈলক্ষণ্য দোষ আছে। প্রধান শব্দাদি বিহীন কিন্তু জগৎ শব্দাদিমান সুতরাং বিলক্ষণ।

বৈলক্ষণ্যকে দোষ স্বীকার করিলে সাংখ্যশাস্ত্রের স্বপক্ষেও সেই দোষ পড়ে; সাংখ্যশাস্ত্রেও কারণে কার্য্যের অবিভাগ (লয়) স্বীকার করেন। অতএব (সাংখ্যের স্বপক্ষেও আছে) তজ্জন্য সে দোষকে দোষ বলা যায় না।

২ অধ্যা—১পা—৩অধি—১১সূ—১৪৬ সা সং।

৩ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—ব্রহ্ম তর্কাতীত।

১১সূ—তর্কাপ্রতিষ্ঠানাঽন্যথানুমেয়মিতিচেদেব মপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ

ব, অ,—তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই যথার্থ অনুমেয় হইলেও তর্কের 'অপ্রতিষ্ঠা দোষের' মোচন হয় না।

ব্যা, বি,— অপ্রতিষ্ঠানাৎ = অনবস্থিতত্বাৎ। অবিমোক্ষ = মোচন।

দীপিকা—তর্কস্য যুক্তে রেকেণোক্তায়াঃ পরেণদূষণাদ-প্রতিষ্ঠাঽনবস্থিতি স্তস্মাৎ। অন্যথা প্রতিষ্ঠিতে ত্বেকস্যচিত্তর্কস্য স্বরূপ মনুমানাদবগন্তব্যমিতি চেৎ, যদি প্রতিষ্ঠিতত্বেঽপ্যবৈদিক-প্রধানপ্রতিপাদকতর্কস্যাপ্রতিষ্ঠিতত্বাদবিমোক্ষঃ প্রসঙ্গঃ। তর্কত-স্তত্ত্বজ্ঞানাভাবাৎ সংসারাদবিমোক্ষভাবঃ প্রসঙ্গঃ।

তাৎপর্য্য—শাস্ত্রগম্য বস্তুকে কেবল তর্কদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কল্পনা প্রভব তর্কের প্রতিষ্ঠা বা স্থিরত্ব নাই। বুদ্ধি অনুসারে কল্পনা। এক পণ্ডিতের কল্পনায় অন্য পণ্ডিত ভ্রান্তি প্রদর্শন করেন। বুদ্ধির বিচিত্রতা অনুসারে কল্পনারও বিচিত্রতা। কপিল অভ্রান্ত এজন্য তাঁহার যুক্তি অভ্রান্ত ইহা বলিতে পারা যায় না। কণাদ গোতম সকলেই খ্যাতনামা। তাঁহাদের পরস্পরের মত বৈপরীত্য আছে। যদি বল, অনুমানদ্বারা এরূপ তর্ক উদ্ভাবিত করিব

যাহার প্রতিষ্ঠা আছে, সকল তর্কই যে প্রতিষ্ঠাহীন তাহা কিরূপে সঙ্গত? এবাক্যে সূত্রকার বলেন বিষয়-বিশেষে প্রতিষ্ঠিত তর্ক থাকিতে পারে কিন্তু ব্রহ্ম কারণের প্রতিষ্ঠিত তর্ক নাই। ব্রহ্ম তর্কাতীত। তর্কের মোক্ষ বা সমাপ্তি নাই। রূপ না থাকায় ব্রহ্ম প্রত্যক্ষের অবিষয় এবং লিঙ্গ না থাকায় তিনি অনুমানেরও অবিষয়। মনু বলিয়াছেন যে তর্কে দোষ আছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া নির্দোষ তর্ক গ্রহণ কর 'আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা, যস্তর্কে নানুসন্ধত্তে স্ ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ''। সাবদ্য বা সদোষ তর্ক পরিত্যাগ করিয়া নিরবদ্য তর্ক গ্রহণ কর। তর্কে সম্যক্ জ্ঞান দুরূহ। তদ্দ্বারা সংসার মোচন হয় না। উনিষদ্ প্রভব জ্ঞানই সত্য জ্ঞান। অতএব ব্রহ্মই নিমিত্ত কারণ ও উপাদান বা প্রকৃতি।

৩ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

বৈলক্ষণ্যাখ্য তর্কেণ বাধ্যতেঽথ ন বাধ্যতে?
বাধ্যতে সাধ্যনিয়মাৎ কার্য্যকারণবস্তুনোঃ।

৩ অধিকরণের মীমাংসা।

মৃদ্ ঘটাদৌ সমত্বেঽপি দৃষ্টং বৃশ্চিক কেশয়োঃ।
স্ব কারণেন বৈষম্যং তর্কাভাসো ন বাধকঃ।

২ অধ্যা—১পা—৪অধি—১২সূ—১৪৭ সা সং।

৪ অধিকরণ—কাণাদবৌদ্ধাদীনাং স্মৃতিযুক্তিভ্যামপি বেদবাক্যানা মবাধ্যত্বম্। কাণাদ বৌদ্ধাদির মত বেদান্ত মতের বাধক নহে ইহা স্মৃতি ও যুক্তি উভয় দ্বারা উপপন্ন।

উপক্রম—বৈশেষিকাদি অন্যবাদ নিরাস।

১২সূ—এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপিব্যাখ্যাতাঃ।

ব, অ,—এতদ্দ্বারা (সাংখ্য নিরাস) মন্বাদির অপরিগৃহীত কাণাদ-বৌদ্ধবাদাদিও নিরস্ত হয়।

ব্যা, বি,— শিষ্টৈর্ম্বাদিভি রপরিগৃহীতাঃ অপরিগ্রহাঃ।

দীপিকা— এতেন প্রধানবাদনিরাকরণেন শিষ্টৈর্ন পরিগৃহ্যন্ত ইতি শিষ্টাপরিগ্রহাঃ অণ্বাদি কারণবাদাঃ অপি ব্যাখ্যাতাঃ নিরাকৃতাঃ।

তাৎপর্য্য— জগৎকারণ নিতান্ত দুর্বোধ্য ও তর্কের অতীত। সাংখ্যশাস্ত্রের প্রধানকারণবাদ নিরাকৃত হওয়ায় বৈশেষিকাদির অণ্বাদিবাদও নিরস্ত হইল। সাংখ্যশাস্ত্রের যুক্তি বৈশেষিকাদির যুক্তির শ্রেষ্ঠ ও বেদান্তবাদের অতি সন্নিহিত। সুতরাং যেমন প্রধান মল্ল বা সেনাপতি নিহত হইলে অন্যান্য সেনাগণ পরাভূত হয়, সেইরূপ প্রধান-মল্ল-নিপাতন-ন্যায়ে সাংখ্যনিরাসে অন্যান্যবাদও নিরস্ত হইল।

৪ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

বাধোঽস্তি পরমাণ্বাদি মতৈ নো বা যত পটঃ ?
ন্যূনতন্তুভি রারব্ধো দৃষ্টোঽতো বাধ্যতে মতৈঃ।

৪ অধিকরণের মীমাংসা।

শিষ্টেষ্টাপি স্মৃতিস্তক্তা শিষ্টত্যক্তমতং কিমু।
নাতো বাধো বিবর্ত্তেতু ন্যূনত্ব নিয়মো নহি।

২অধ্যা—১পা—৫অধি—১৩সূ—১৪৮ সা সং।

৫ অধিকরণ— ভোক্তৃ-ভোগ্যভেদবতোঽপি পরব্রহ্মণো অদ্বৈতত্বস্যাবাধ্যত্বম্—ভোক্তৃ-ভোগভেদ থাকিলেও পরব্রহ্মে 'অদ্বৈত' শব্দের বাধা হয় না।

১৩সূ—ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎস্যাল্লোকবৎ।

ব, অ,—ভোক্ত-ভোগ্য অভেদ বলিয়া শঙ্কা করা যায় না ইহা লোকপ্রসিদ্ধ।

ব্যা, বি,— অবিভাগঃ অভেদঃ। লোকবৎ=লৌকিকে সন্তি দৃষ্টান্তাঃ।

দীপিকা—চেৎ যদি ব্রহ্ম সর্ব্বেণাভিন্নং, ভোগ্যস্য ভোক্তৃত্ব স্বরূপাপত্তিঃ তস্যাঃ শঙ্কায়াঃ, নাসৌ দোষঃ। স্যাৎ অভেদেঽপি ব্রহ্মণো ভোক্তৃ-ভোগ্যয়োর্ভেদঃ লোকবৎ। সমুদ্রাদভিন্নতরঙ্গ বুদ্‌বুদয়োরিব।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—ভোক্তা ও ভোগ্য এই বিভাগ সর্ব্ব প্রসিদ্ধ। জীব ভোক্তা ও বিষয় ভোগ্য। কিন্তু 'ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই' এবাক্যে ভোক্তৃ-ভোগ্যের অনন্যত্ব উপলব্ধি হয়। তবে ব্রহ্ম কারণবাদ অযুক্ত বলি? উত্তর—উক্ত বিভাগ লৌকিক। এক ও অভিন্ন বস্তুর মধ্যেও লৌকিকে বিভাগ বোধক অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যথা—জলাত্মক সমুদ্রের ফেন, বুদ্বুদ, তরঙ্গ প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ হইলেও তাহারা অনন্য জল। অতএব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইলেও ভোক্তৃ-ভোগ্য বিভাগের লোপ হয় না।

৫ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

অদ্বৈতং বাধ্যতে নো বা ভোক্তৃ-ভোগ্য বিভেদতঃ?
প্রত্যক্ষাদি প্রমাসিদ্ধো ভেদোঽস্যান্য বাধকঃ।

৫ অধিকরণের মীমাংসা।

তরঙ্গ ফেন ভেদেঽপি সমুদ্রেঽভেদ ইষ্যতে।
ভোক্তৃ-ভোগ্য বিভেদেঽপি ব্রহ্মাদ্বৈতং তথাস্তু তৎ।

২অধ্যা—১পা—৬অধি—১৪সূ—১৪৯ সা সং।

৬ অধিকরণ—ব্রহ্মণি ভেদাভেদয়োর্ব্যবহারিকত্বম্। অদ্বিতীয়স্যাপি তাত্ত্বিকত্বম্—ব্যবহারিক ভেদ সত্ত্বেও ব্রহ্মে অদ্বিতীয়ত্বের বাধা হয় না। উপক্রম—কার্য্য কারণের একত্ব প্রতিপাদন।

১৪সূ—তদনন্যত্বমারম্ভণ শব্দাদিভ্য।

ব, অ—তাহাদের (কার্য্যকারণের) অনন্যত্ব বা একত্ব (ছান্দোগ্যের) 'আরম্ভণ' শব্দাদিদ্বারা জানা যায়।

ব্যা, বি,—তয়োঃ কার্য্যকারণয়োঃ। তৎ তস্মাৎ ইতি কেচিৎ।

দীপিকা—তস্মাৎ কারণাৎ অভিন্নত্বাৎ কার্য্যস্য, কুতঃ, আরম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ আরম্ভণ শব্দো 'বাচারম্ভণং' বিকারো নামধেয়মিতি স চ তদাদয়শ্চ তেভ্যঃ।

তাৎপর্য্য—(কারণ) ব্রহ্ম হইতে জগং (কার্য্য) অত্যন্ত পৃথক্ নহে ইহা ছান্দোগ্যের একান্ত প্রতিপাদক 'আরম্ভণ বাক্যে' উপলব্ধ হয়। 'আরম্ভণ বাক্য' যথা—"সৌম্য! শ্বেতকেতো! একেন মৃৎ পিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন সমস্তং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং ভবতি"। মৃত্তিকা সত্য কিন্তু তদ্বিকার সকল মিথ্যা বা নাম মাত্র। মৃত্তিকাই ঘটাদির পারমার্থিকরূপ। 'আত্মৈবেদং সর্ব্বং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'। আত্মার নানাত্ব নাই। যেমন ঘটাকাশ মহাকাশ হইতে ভিন্ন নহে সেইরূপ ভোক্তৃ-ভোগ্য-প্রপঞ্চও ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে। ইহাতে আশঙ্কা—বৃক্ষ যেমন বহুশাখান্বিত, ব্রহ্মও তেমনি বহুশক্তি বা প্রবৃত্তিযুক্ত অতএব তাঁহাকে বহুরূপ বলি? তবে ব্রহ্মের একত্ব ও বহুত্ব উভয়ই সত্য হউক? এবং 'একত্ব' অংশে মোক্ষ ব্যবহার ও নানাত্ব অংশে লৌকিকাদি ব্যবহার বলা যাউক? উত্তর—কারণই সত্য, তদাশ্রিত কার্য্য সকল মিথ্যা। জীবের ব্রহ্মভাব স্বসিদ্ধ। সর্পবুদ্ধি যেরূপ রজ্জুবুদ্ধির বাধক তদ্রূপ একাত্ম-জ্ঞান জীব-ভাব-জ্ঞানের বাধক। 'তৎ কেন কং পশ্যেৎ' 'কে কাহাকে দেখিবে এ শ্রুতিদ্বারা লৌকিক ব্যবহার থাকে না। অপর আশঙ্কা—ভেদ না থাকায় বিধিনিষেধ শাস্ত্র ও মোক্ষ শাস্ত্র মিথ্যা হউক? যদি মোক্ষশাস্ত্র মিথ্যা হয় তবে তৎপ্রতিপাদিত একাত্মবাদও মিথ্যা হউক? উত্তর—কল্পিত রেখা জ্ঞান দ্বারা অকল্পিত অকারাদির যেরূপ জ্ঞান জন্মায়, তদ্রূপ বেদান্তশাস্ত্রের (যদি কল্পিত বল তাহা হইলেও) অকল্পিত ব্রহ্মকে বুঝাইবার ক্ষমতা আছে। স্বপ্ন অসত্য হই-লেও স্বপ্নজাত জ্ঞান ও ফল সত্য হইতে পারে।* প্রমাণ 'অজ্ঞাত জ্ঞাপকং শাস্ত্র'

---

* প্রসিদ্ধ আছে কর্ম্মকালে স্বপ্নে স্ত্রী দর্শন করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে দুঃস্বপ্ন দেখা যায় ইত্যাদি।

'যজ্ঞ কর' এরূপ বাক্যে 'আকাঙ্ক্ষা' আছে—যথা কি যজ্ঞ? কি অনুষ্ঠান? 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যে কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য একাত্মজ্ঞানের চরম প্রমাণ। পারমাত্মিক জ্ঞানে অবিদ্যা নাশ হয় ও ভেদ জ্ঞান তিরোহিত হয়। 'এ জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম' একথা বলা যায় না, কেননা 'আত্মা' জন্মাদি বিকার রহিত। অবিদ্যা কল্পিত নামরূপ ঈশ্বরের 'প্রায় আত্মভূত,' শ্রুতি ও স্মৃতিতে তাহারা 'মায়াশক্তি' এবং প্রকৃতি' নামে কথিত। ঈশ্বর ঐ দুই পদার্থ হইতে ভিন্ন। প্রমাণ –"আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা। তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম।" অবিদ্যা জন্য নাম-রূপ উপাধি। তত্ত্বজ্ঞানে উপাধি থাকে না, সুতরাং ভেদও থাকে না। গীতা প্রমাণ—"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতীত্যাদি" যতদিন ব্যবহারিক অবস্থা থাকে ততদিনই 'জীব ভাব'। পরমার্থ অভিপ্রায়ে ভেদ নাই বটে, কিন্তু ব্যবহারিক ভাব ভিন্ন। ব্যবহারিক ভাব সগুণ উপাসনার উপযোগী।

২ অধ্যা—১পা—৬অধি—১৫সূ—১৫০ সা সং।

৬ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—অভেদ সমর্থন।

১৫ সূ—ভাবেচোপলব্ধেঃ।

ব, অ,—(কারণের) ভাবে বা সত্তায় (কার্য্যের) উপলব্ধি হয়।

ব্যা, বি,—কারণস্য ভাবে সত্বে উপলব্ধিঃ কার্য্যস্য।

দীপিকা—কারণস্য ভাবে সত্ত্বে এব। নাসত্ত্বে কার্য্যস্যোপলম্ভনং অতোঽবিনাভাবাদনন্যত্বমিত্যর্থঃ।

তাৎপর্য্য—কারণ না থাকিলে কার্য্যের উপলব্ধি হয় না। তন্তু না থাকিলে পটের উপলব্ধি হইতে পারে না। কুলালের বিদ্যমানতায় ঘটেরও উপলব্ধি হয়। কার্য্যকারণের অভেদ কেবল শাস্ত্রসিদ্ধ নহে তদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষানুভবও আছে। তন্তু না থাকিলে বস্ত্রের 'প্রতীতি' হয় না। প্রত্যক্ষ

উপলব্ধি দ্বারা লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ রূপের, পরে বায়ু মাত্রার, পরে আকাশ মাত্রার, পরে ব্রহ্মের অনুভব হইয়া থাকে।

২ অধ্যা—১পা—৬অধি—১৬সূ—১৫১ সা সং।

৬ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—কার্য্যকারণাভেদ।

১৬ সূ—সত্ত্বাচ্চাবরস্য।

ব, অ,—অবর (কার্য্যের) সত্ত্বা (কারণে) থাকে।

ব্যা, বি,—অবরস্য = কার্য্যস্য। সত্ত্বাৎ = কারণে অবস্থানাৎ।

দীপিকা—অবরস্য কার্য্যস্য সত্ত্বাচ্চ বিদ্যমানাদেব।

তাৎপর্য্য—উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য, কারণ রূপে অবস্থান করে। জগৎ ব্রহ্মে অবস্থিত ছিল এবাক্য শ্রুতিতে উক্ত আছে। এজন্য কারণ হইতে কার্য্য ভিন্ন নহে।

২ অধ্যা—১পা—৬অধি—১৭সূ—১৫২ সা সং।

৬ অধিকরণ—(চলিতেছে)। পূর্ব্বসূত্রের শঙ্কা পরিহার।

১৭সূ—অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ।

ব, অ,—'অসত্ত্বা' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে (কার্য্যসত্ত্বা) বিষয়ে শঙ্কা করা যায় না। উক্ত শ্রুতির শেষ ভাগে 'অসৎ' শব্দের অর্থান্তর আছে।

ব্যা, বি,—ধর্ম্মান্তরেণ = অর্থান্তরেণ।

দীপিকা—অসত্ত্বস্য ব্যপাদেশোঽসদ্ব্যপদেশঃ অসদেবে-

ত্যাদি তস্মাৎ অসৎ কার্য্যমিতি চেদেবং যদি তন্ন কুতঃ, 'তৎ সৎ' ধর্ম্মান্তরেণাব্যক্তরূপেণাস্তিত্বং বাক্যস্য শেষ স্তস্মাৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—অসদেবেদমগ্রআসীৎ' এই শ্রুতিতে 'অসৎ' শব্দ প্রয়োগ হেতু কার্য্যসত্ত্বা কিরূপে উপলব্ধি হইতে পারে? উত্তর—'অসৎ' শব্দ প্রয়োগ থাকায় কার্য্যাভাব উপলব্ধি হয় না। শ্রুতির বাক্য শেষে 'সৎ' কে লক্ষ্য করিয়াছে। 'অসৎ' শব্দের 'না থাকা' অর্থ নহে। ইহার ধর্ম্মান্তর বা অর্থান্তর আছে। 'অসৎ' শব্দ অব্যক্ত অর্থে প্রযুক্ত। সমস্ত অসৎ বা অব্যক্ত ছিল ইহাই শ্রুতির অর্থ। নাম-রূপ বিস্পষ্ট ছিল না। 'এজন্য অব্যক্ত। 'এব' শব্দের 'ইব' অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ 'অসৎ প্রায়' অব্যাকৃত নামরূপ ছিল।

২অধ্যা—১পা—৬অধি—১৮সূ—১৫৩ সা সং।

৬ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—কার্য্যসত্ত্বার যুক্তি।

১৮ সূ—যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ।

ব, অ,—যুক্তি ও (সৎ বাচক) শব্দান্তর দ্বারা কার্য্য-সত্ত্বা উপলব্ধ হয়।

ব্যা, বি,—শব্দান্তরাৎ —সৎবাচকান্যশব্দাৎ।

দীপিকা—দধিঘটরুচকাদ্যর্থিনাম্প্রতিনিয়তংক্ষীরমৃত্তিকা-সুবর্ণাদিম্বেব প্রবৃত্তি-দর্শনাদিরূপ-ভাষ্যোক্তযুক্তেঃ সদেব-সৌম্যেদমিত্যাদিশব্দান্তরাচ্চোৎপত্তেঃ প্রাক্ কার্য্যস্য সত্ত্বং কারণানন্যত্বঞ্চ গম্যতে।

তাৎপর্য্য—যুক্তিদ্বারা ও সৎ-বাচী অন্যশব্দ দ্বারা কার্য্যের কারণরূপে থাকা প্রতীত হয়। 'অসৎ' শব্দের শব্দান্তর 'সৎ'। যুক্তি—দধি-লিপ্সু মৃত্তিকা গ্রহণ করে না। ঘটলিপ্সু দুগ্ধ গ্রহণ করে না। মৃত্তিকা হইতে দধি উৎপন্ন হয় না কেন? অবশ্য দুগ্ধে (কারণে) দধির সত্ত্বা আছে। যাহাতে কোন বস্তুর কার্য্যশক্তি না থাকে সে তাহার কারণ হইতে পারে না। শক্তি কারণের স্বরূপ এবং কার্য্য শক্তির স্বরূপ। সুতরাং কার্য্যকারণ অনন্য।

তাতে কোনরূপে সমবায় প্রতীতি হয় না, কেননা সমবায়ে সম্বন্ধান্তর অপেক্ষা করে সুতরাং তাহাতে অনবস্থা দোষ পড়ে। কার্য্য কারণে 'অংশরূপে অবস্থান করে' এরূপ কল্পনা করিলে অংশান্তরের কারণান্তর কল্পিত করিতে হয় তাহাতেও অনবস্থাদোষ। বিদ্যমান পদার্থদ্বয়েরই সম্বন্ধ সম্ভব।' অবিদ্যমানে ও অবিদ্যমানে বা বিদ্যমানে সম্বন্ধ হইতে পারে না। 'সৃষ্টির পূর্ব্বে' এবাক্যে সীমার উপলব্ধি হয়। সতেরই সীমা করা যায়। কারণে কার্য্য কার্য্যাকারে না থাকাতেই কারকের প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু অসমবায়ীতে কারকের ব্যবস্থা হয় না যেমন কুলালদ্বারা অলঙ্কার হইতে পারে না। কারকসকল কার্য্যকে কার্য্যাকার প্রাপ্ত করায় এবং সমবায়ীতেই ব্যাপৃত হয়। অতএব মূলকারণই সমুদয় ব্যবহারের আস্পদ। শব্দান্তর—'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ তদ্ধৈক্য আহুঃ' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারাও কার্য্যের সত্ত্বা ও কারণাভিন্নত্ব উপপন্ন হয়।

২অধ্যা—১পা—৬অধি—১৯সূ—১৫৪ সা সং।

৬ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—দৃষ্টান্ত সূত্র।

১৯ সূ—পটবচ্চ।

ব, অ,—পটের দৃষ্টান্তেও, কার্য্যসত্ত্বা উপলব্ধি হয়।

ব্যা, বি,—'চ' ইত্যনেন অধিকরণ সামান্যং দর্শিতং।

দীপিকা—যথৈকস্য পটস্য সঙ্কোচপ্রসারণাদ্যবস্থাস্বভেদঃ। এবমত্রাপি কার্য্যকারণভাবঃ।

তাৎপর্য্য—সংবেষ্টিত পটকে দেখিবামাত্র পট বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু প্রসারিত করিলে তখন আর অজ্ঞাত থাকে না। সংবেষ্টিত পট ও প্রসারিত পট ভিন্ন নহে। এইরূপ কারণাবস্থ সূত্র ও বস্ত্রাদি প্রথমে বিস্পষ্ট না হইয়া, পরে হইয়া থাকে। এই সূত্র দ্বারা কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে ইহাই নিশ্চিত হইতেছে।

২ অধ্যা—১পা—৬অধি—২০সূ—১৫৫ সা সং।

৬ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—অন্য দৃষ্টান্ত।

২০সূ—যথাচ প্রাণাদি।

অ, ব,—প্রাণাদি বায়ু অনন্য কার্য্য-কারণের দৃষ্টান্ত।

ব্যা, বি,—প্রাণাদেরনন্যত্বং অতঃ কার্য্যকারণয়োঃ।

দীপিকা—প্রাণাপান ইত্যাদি স যথা এক এব তত্তৎ প্রাপ্য তত্তৎ প্রাণাদ্যর্থক্রিয়াকারিত্বং সমুচ্চিনোতি।

তাৎপর্য্য—প্রাণায়াম যোগ দ্বারা প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুকে রুদ্ধ করিলে এক প্রাণ মাত্র (কারণ) অবস্থান করে, আকুঞ্চন প্রসারণাদি থাকে না, পরে আবার প্রাণ পঞ্চক বৃত্তিমান্ হইলে আকুঞ্চনাদি হইয়া থাকে। প্রাণ পঞ্চকের বিভিন্নতা নাই। এই প্রাণ দৃষ্টান্তেও কার্য্য, কারণ হইতে ভিন্ন নহে নিশ্চিত হইয়া থাকে।

৬ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

ভেদাভেদৌ তাত্ত্বিকৌ স্তো যদি বা ব্যবহারিকৌ ?
সমুদ্রোদাবিব তয়োর্বাধাভাবেন তাত্ত্বিকৌ।

৬ অধিকরণের মীমাংসা।

বাধিতৌ শ্রুতিযুক্তিভ্যাং তাবেতৌ ব্যবহারিকৌ।
কার্য্যস্য কারণাভেদাদদ্বৈতং ব্রহ্ম তাত্ত্বিকং।

২অধ্যা—১পা—৭অধি—২১সূ—১৫৬ সা সং।

৭ অধিকরণ—সর্ব্বজ্ঞত্বেন জীব-সংসার-মিথ্যাত্বম্, স্বনির্লেপঞ্চ পশ্যতঃ পরমেশ্বরস্য ন হিতাহিতভাগ্দোষঃ। জীব সংসার মিথ্যা, ব্রহ্ম দ্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞ ও আত্মা। তিনি লিপ্ত নহেন, তাঁহাতে হিতাকরণ দোষ আশঙ্কা হইতে পারে না। উপক্রম—শঙ্কা সূত্র।

২১ সূ—ইতর ব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদি দোষপ্রসক্তিঃ।

ব, অ,—জীবের ব্রহ্মত্ব কথন দ্বারা ব্রহ্মে হিতাকরণাদি দোষ-প্রসঙ্গ হউক?

ব্যা, বি,—হিত+অকরণং বা অহিত করণং। প্রসক্তিঃ=প্রসঙ্গঃ।

দীপিকা—ইত্যরস্য শারীরস্য ব্রহ্মণোঽনন্যত্বং 'তৎ স্বষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশত' ইত্যাভ্যাং ব্রহ্মশারীরাভ্যাং ব্যপদেশস্তস্মাৎ হিতাস্যাকরণং হিতাকরণ মাদিশব্দেন বিপরীতকরণাদিঃ তস্য দোষস্য প্রসঙ্গঃ প্রসক্তিঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—সৃষ্ট পদার্থে প্রবিষ্ট আছেন সুতরাং ব্রহ্মই জীব? যদি জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না হয়, তবে ব্রহ্মের কর্তৃত্ব ও জীবের কর্তৃত্ব একই হউক? কর্ত্তা আপন হিতকর কার্য্যই করিয়া থাকেন, কিন্তু যদি ব্রহ্মই জীব হইয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি আপনার অহিত করিলেন কেন? রোগ, শোক, জরা প্রভৃতি অনর্থবহুল কারাগারে তিনি আপনাকে আবদ্ধ করিলেন কেন? বা দেহকে দুঃখময় জানিয়া সুখময় দেহ গ্রহণ করিতে না পারেন কেন? অতএব এই সকল অহিত কার্য্য দেখিয়া তবে চেতন ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা নহে এইরূপ নিশ্চিত করা যাউক? উত্তর (পরসূত্র)।

২ অধ্যা—১পা—৭অধি—২২সূ—১৫৭ সা সং।

৭ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপক্রম—উত্তর সূত্র।

২২ সূ—অধিকংতু ভেদনির্দ্দেশাৎ।

অ, ব,—ভেদ নির্দ্দেশ থাকায় ব্রহ্ম জীব হইতে 'অধিক'।

ব্যা, বি,—অধিকং ব্রহ্ম, ভেদনির্দ্দেশাৎ=ভিন্নাভিধানাৎ।

দীপিকা—আত্মাবারে দ্রষ্টব্য ইত্যাদিনা কর্ম্মকর্তৃত্বাদে ভেদস্য নির্দ্দেশস্তস্মাৎ।

তাৎপর্য্য—ব্রহ্ম নিত্য-বুদ্ধ-শুদ্ধ মুক্ত-স্বভাব ও সর্ব্বশক্তি। তিনি জীব হইতে অধিক, সুতরাং ভিন্ন। ব্রহ্মই স্রষ্টা, জীব স্রষ্টা নহে, অতএব তাঁহাতে 'হিতাকরণাদি দোষ' হইতে পারে না। 'আত্ম বারে' শ্রুতিদ্বারা ভেদ-ব্যপদেশ হয়। পরন্তু ইহা বাস্তবিক ভেদ নহে, ইহা অবিদ্যাকৃত কাল্পনিক ভেদ মাত্র। ঐ অবিদ্যা উপাধি থাকাতেই হিত, অহিত, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি ব্যবহার। 'সোঽন্বেষ্টব্য' শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মের অধিকত্ব অনুভূত হয়। অতএব ব্রহ্মে হিতাকরণাদি দোষপ্রসঙ্গ অযুক্ত।

২ অধ্যা—১পা—৭অধি—২৩সূ—১৫৮ সা সং।

৭ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপক্রম—দৃষ্টান্ত।

২৩সূ—অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ।

ব, অ,—অশ্ম বা প্রস্তরের দৃষ্টান্তেও উক্ত দোষ উপপন্ন হয় না।

দীপিকা—যথৈকস্যাঃ ভূমের্নিরর্থকা অশ্মানো মহার্হাণ্যশ্চ আদি শব্দেন ব্রীহ্যাদয়শ্চ পরস্পরভিদ্যমানা ন তস্যা ভিদ্যন্তে তদ্বজ্জীবা ভিন্নাশ্চাপি ন ব্রহ্মণো ভিদ্যন্তে অতস্তস্য হিতাকরণাদে দোষস্যানুপপত্তিরপ্রসঙ্গঃ।

তাৎপর্য্য—প্রস্তর পৃথিবীর বিকার। প্রস্তরে পার্থিবত্ব আছে কিন্তু কোন প্রস্তর অতীব মূল্যবান্, কোন প্রস্তর লোষ্ট্রমাত্র। এ একই ব্রহ্মের জীব-প্রাজ্ঞভেদ উপপন্ন হয় তজ্জন্য 'হিতাকরণাদি দোষ' হয় না

৭ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

হিতাক্রিয়াদি স্যান্নোবা জীবাভেদং প্রপশ্যতঃ?
জীবাহিতক্রিয়া স্বার্থা স্যাদেযা নহি যুজ্যতে।

৭ অধিকরণের মীমাংসা।

অবস্তু জীবসংসার স্তেন নাস্তি মমক্ষতিঃ
ইতিপশ্যত ঈশস্য ন হিতাহিতভাগিতা।

২অধ্যা—১পা—৮অধি—২৪সূ—১৫৭ সা সং।

৮ অধিকরণ—অদ্বিতীয়স্যাপি ব্রহ্মণঃ ক্রমেণ নানা-কার্য্যাণাং সৃষ্টি-সম্ভাবনা—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে ক্রমে নানাবিধ কার্য্য-সৃষ্টি হইয়াছে।

২৪সূ—উপসংহারদর্শনান্নেতি চেৎ ক্ষীরবদ্ধি।

ব, অ,—দুগ্ধের দৃষ্টান্তে ব্রহ্মে উপকরণাভাব আশঙ্কা হয় না।

ব্যা, বি,—উপসংহারঃ=উপকরণ-সংগ্রহঃ। নদৃশ্যতে ইতি যাবৎ।

দীপিকা—উপাদানকারণস্য মৃদাদেরন্যস্য নিমিত্তস্য দণ্ডাদে রসমবায়িনশ্চ সংযোগাদে রুপসংহারঃ সন্নিপাতঃ তস্য দর্শনাৎ ব্রহ্মণি তু অস্যাবিদ্যমানত্বান্নোপাদানং ব্রহ্মেতি চেদেবং যদি তন্ন যস্মাৎ ক্ষীরবৎ যথা ক্ষীরং বাহ্যসাধনাদ্যনপেক্ষ্য দধি-রূপেণ পরিণমতে তদ্বৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—কর্ত্তা বিনা উপকরণে কোন কার্য্য করিতে পারে না, তবে ব্রহ্ম অসহায় হইয়া (অন্য কিছু আশ্রয় না করিয়া) সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা কিরূপে সঙ্গত? উত্তর দুগ্ধ যেমন দ্রব্যান্তরের সহায়তা ব্যতীত দধিরূপে পরিণত হয় ও জল যেমন আপনিই হিমানীরূপে পরিণত হয় তদ্রূপ অসহায় ব্রহ্ম হইতে নানা পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। সাধন বা উপকরণ অপেক্ষা নাই। যদি বল (অম্ল) দধির সাধন, তাহা নহে, দুগ্ধ নিজেই দধিরূপে পরিণত হয়; অম্ল দ্বারা কেবল মাত্র শীঘ্রতা হইয়া থাকে। অম্ল বায়ুকে দধি করিতে পারে না। ব্রহ্ম পূর্ণশক্তি তাঁহার কোন করণের অপেক্ষা নাই। প্রমাণ—'ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে'

শ্বেতাশ্বতরঃ।

২ অধ্যা—১পা—৮অধি—২৫সূ—১৬০ সা সং।

২৫সূ—দেবাদি বদপি লোকে।

ব, অ,—দেবাদির দৃষ্টান্তেও অসহায় ব্রহ্মে কার্য্যসৃষ্টি সঙ্গত হয়।

ব্যা, বি,—লোকে দৃশ্যতে। লোকপ্রসিদ্ধ ইতি যাবৎ।

দীপিকা—যথা চেতনা অপি দেবাদয়ো লোকে বাহ্য সাধনানপেক্ষা স্তদ্বৎ ব্রহ্মাপি।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—দুগ্ধ অচেতন বলিয়া বাহ্য সাধন ব্যতিরেকে দধি হইতে পারে কিন্তু যখন অসম স্বভাব চেতন বিনা সহায়ে কার্য্য করিতে পারে না তখন বিনা কারণে বা সহায়ে ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্ব কিরূপে সঙ্গত? উত্তর—মন্ত্র, অর্থবাদ ও পুরাণাদিতে জানা যায় দেবগণ বিনা উপকরণে সংকল্পমাত্রে বহুশরীরাদি নির্ম্মাণ করিতে পারেন এবং ব্রহ্ম স্বমহিমাবলে জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ইহার দৃষ্টান্ত—উর্ণনাভ একাকীই সূত্র প্রস্তুত করে, বিনা শুক্রে বকী গর্ভ ধারণ করিয়া থাকে। অতএব সৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্মের কোন সাধনাপেক্ষা নাই।

৮ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

ন সম্ভবেৎ সম্ভবেদ্বা সৃষ্টি রেকাদ্বিতীয়তঃ?
নানাজাতীয়কার্য্যাণাং ক্রমাজ্জন্ম ন সম্ভবঃ।

৮ অধিকরণের মীমাংসা।

অদ্বৈতং তত্ত্বতো ব্রহ্ম তচ্চাবিদ্যাসহায়বৎ।
নানা কার্য্যকরং কার্য্যক্রমোঽবিদ্যাস্বশক্তিভিঃ।

২ অধ্যা—১পা—৯অধি—২৬সূ—১৬১ সা সং।

৯ অধিকরণ—ঈশ্বরস্য উপাদানরূপপরিণামীকারণত্ব ব্যবস্থাপনম্।—ঈশ্বরই উপাদানরূপ পরিণাম কারণ। উপ—শঙ্কা সূত্রে।

২৬সূ—কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্ব শব্দকোপো বা।

ব, অ,—ব্রহ্মই কৃৎস্ন বা সর্ব্বতোভাবে জগতে পরিণত এরূপ বলিলে তাঁহাকে কিরূপে নিরবয়ব বলা যাইতে পারে?

ব্যা, বি,—কৃৎস্ন' প্রসক্তিঃ—ব্রহ্মণঃ কৃৎস্নস্য সমুদায়স্য জগদ্রূপেণ পরিণামঃ।

দীপিকা—ব্রহ্ম চেতনং চেৎ পরিণমতে সর্ব্বাত্মনা এক-দেশেন বা, আদ্যে কৃৎস্নস্য ব্রহ্মণঃ পরিণামপ্রসঙ্গঃ ততোঽ-নিত্যত্বং, দ্বিতীয়ে নিরবয়বত্বস্য অভিধাতস্য শব্দস্য কোপঃ বিরোধঃ, নিরবয়বত্বং নস্যাৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—'ব্রহ্ম বাহ্য সাধন ব্যতিরেকে জগদ্রূপে পরিণত' এরূপ বলিলে আপত্তি হয় যে 'পরিণামে' মূল নষ্ট হয়, অতএব তবে ব্রহ্ম (মূল) নষ্ট হইয়া জগদ্রূপে পরিণত বলা যাউক? আবার তাঁহার অবয়ব নাই যে আংশিক পরিণতি স্বীকার করা যাইবে। কোনরূপ 'পরিণতি' স্বীকার করিলে 'অজরাদি' বিশেষণ তাঁহাতে কিরূপ সঙ্গত? ব্রহ্মকে সাবয়ব স্বীকার করিলে 'অনশ্বরত্ব' আপত্তি হইতে পারে। ব্রহ্ম নিরবয়ব বলিয়া তাঁহাকে উপাদান বলিলে কৃৎস্নপ্রসক্তি দোষ হয় এবং সাবয়ব বলিলে তাঁহাতে অনিত্যতা দোষাপত্তি হয় কিন্তু শ্রুতিতে দেখা যায় যে ব্রহ্ম নিষ্কল—"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং, দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।"

২ অধ্যা—১পা—৯অধি—২৭সূ—১৬২ সা সং।

৯ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—উত্তর সূত্র।

২৭ সূ—শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।

ব, অ,—শ্রুতিপ্রমাণেও কৃৎস্নপ্রসক্তি দোষাপত্তি হয় না।

ব্যা, বি,—শব্দমূলাৎ শব্দপ্রমাণকত্বাচ্চ।

দীপিকা—তু শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ ন কৃৎস্নপ্রসক্তি-দোষঃ কুতঃ, 'হন্তা' ইত্যাদিনা কার্য্যাৎ ব্রহ্মণো ব্যতিরেকশ্রুতেঃ ন নিরবয়বত্ব শব্দকোপঃ যতোবা ইমানি নিষ্ক্রিয় মিত্যাদিনা কারণত্বস্য নিরবয়বত্বস্য শব্দিতত্বাৎ শব্দমূলত্বাচ্চ ব্রহ্মবাদস্য শব্দমূলং প্রমাণং যস্য সোঽয়ং শব্দমূলস্তস্য ভাব স্তত্ত্বং তস্মাৎ।

তাৎপর্য্য—পূর্ব্ব সূত্রের উত্তর—না, কৃৎস্ন প্রসক্তি দোষ' আশঙ্কা করা যায় না। ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি ও জগৎ ব্যতিরেকে তাঁহার অবস্থিতি শ্রুতিমূলক। শ্রুতিতে ব্রহ্মে একাংশে জগতের অবস্থান উপদেশ করেন। ব্রহ্ম শব্দ-প্রমাণক, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণক নহেন। শ্রুতি ব্রহ্মের নিরবয়বতা ও একাংশে জগতের অবস্থান প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রুতিব্যতিরেকে অচিন্ত্য শক্তি ব্রহ্মের স্বরূপ জানা যায় না। নামরূপ মিথ্যা-জ্ঞান-কল্পিত, তাহা ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত উভয়াত্মক। পরিণাম জ্ঞানে কোন ফল নাই।

২ অধ্যা—১পা—৯অধি—২৮সূ—১৬৩ সা সং।

৯ অধিকরণ—(চলিতেছে)। ইহাও উত্তর সূত্র।

২৮সূ—আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি।

ব, অ,—পরমাত্মা হইতে নানা বস্তু সৃষ্ট হইলেও তাঁহার স্বরূপ বিনষ্ট হয় না।

ব্যা, বি,—আত্মনি স্বপ্নকালে বিচিত্রাঃ নানাবিধাঃ সৃষ্টয়ঃ দৃশ্যন্তে।

দীপিকা—আত্মনি স্বপ্নদৃশি এবং স্বরূপানুপমর্দ্দেন হি যস্মাৎ ন তত্ররথা ইত্যাদি শ্রুত্যা বিচিত্রাঃ সৃষ্টয়ঃ স্বানুভবেন দৃষ্টাঃ।

তাৎপর্য্য—ব্রহ্ম হইতে বিচিত্র পদার্থ সৃষ্ট হইলেও তাঁহার স্বরূপ বিনষ্ট হয় না। স্বপ্নে আত্মায় নানাবিধ সৃষ্ট বস্তু প্রতীত হইলেও আত্মার একত্ব নষ্ট হয় না। দেবগণ অনেকরূপ ধারণ করিলেও যেমন তেমনই থাকেন সেইরূপ ব্রহ্মে বিবিধ আকার সৃষ্ট হইলেও তিনি এক। তাঁহার নাশ নাই।

২অধ্যা—১পা—৯অধি—২৯সূ—১৬৪ সা সং।

৯ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—সাংখ্যেও তদ্দোষাশঙ্কা।

২৯ সূ—স্বপক্ষ দোষাচ্চ।

ব, অ—(সাংখ্যের) স্বপক্ষেও উক্ত দোষাপত্তি হয়।

দীপিকা—তস্য স্বপক্ষে কৃৎস্নপ্রসক্তি দোষ স্তস্মাদ্ ব্রহ্মবাদিন স্তদভাবসমুচ্চয়ার্থঃ।

তাৎপর্য্য—যদি 'নিরবয়ব' বলিয়া ব্রহ্মে কৃৎস্নপ্রসক্তি দোষ হয় তবে এরূপ কৃৎস্নপ্রসক্তি দোষ সাংখ্যাদির স্বপক্ষেও না হইতে পারে কেন? সাংখ্য-প্রতিপাদ্য প্রধানও নিরবয়ব, অপরিচ্ছিন্ন ও শব্দাদিহীন। যদি বল 'প্রধান' ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা, অতএব সাবয়ব কিন্তু তাহাতে অনিত্যতা দোষ পড়ে। পরমাণুও নিরবয়ব। সুতরাং কাহারও পক্ষে উক্ত দোষপ্রসক্তি বলা যায় না।

৯ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

ন যুক্তো যুজ্যতে বাস্য পরিণামো ? ন যুজ্যতে,
কাৎ স্ন্যাদ্‌ব্রহ্মানিত্যতাপ্তে রংশাৎ সাবয়বং ভবেৎ।

৯ অধিকরণের মীমাংসা।

ব্রহ্মণো জগদুৎপত্তি রংশেন পরিণামিতা।
শ্রুতিমূল মিদং স্বপ্নে যথা সৃষ্টি-বিচিত্রতা।

২অধ্যা—১পা—১০অধি—৩০সূ—১৬৫ সা সং।

১০ অধিকরণ—ঈশ্বরস্যাশরীরিত্বেঽপি মায়াবিত্বম্— ঈশ্বর অশরীরী হইলেও মায়াবী।

৩০সূ—সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ।

ব, অ,—ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন, ইহা উপনিষদে দৃষ্ট হয়।

ব্যা, বি,—সর্ব্বোপেতা = সর্ব্বশক্তি সম্পন্না পরদেবতা।

দীপিকা—অশরীরাপি দেবতা সা মায়ায়াঃ আশ্রয়ঃ সর্ব্বাভিঃ শক্তিভি রুপেতা কুতঃ, সর্ব্ব কর্ম্মেত্যাদিনা দর্শনাৎ।

তাৎপর্য্য—ব্রহ্মে বিচিত্র শক্তি থাকাতেই বিচিত্র সৃষ্টি হইয়া থাকে। পরদেবতা (ব্রহ্ম) সর্ব্বশক্তিযুক্ত তজ্জন্য শ্রুতি দর্শাইতেছেন "সর্ব্ব কর্ম্মা সর্ব্বকামঃ এতস্য অক্ষরস্য শাসনে গার্গি! সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ"—বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ।

২ অধ্যা—১পা—১০অধি—৩১সূ—১৬৬ সা সং।

১০ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—ব্রহ্মের মায়াবিত্ব।

৩১ সূ—বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্তম্।

ব, অ,—করণ বা ইন্দ্রিয় হীন বলিয়া যে আশঙ্কা তাহার সমাধান উক্ত

ব্যা, বি,—করণং ইন্দ্রিয়াদি। অপাণিপাদঃ সর্ব্বাকর্ম্মা।

দীপিকা—করণরহিতত্বং বিকরণত্বং তস্মাৎ পরস্য দেবতায়াঃ হস্তপদাদি শূন্যত্বেন ন সর্ব্বকর্ম্মত্বাদিকমিতি চেদেবং যদি-চোদয়সি তচ্চোদ্যং শব্দমূলাদিত্যুক্তং নিরাকৃতং।

তাৎপর্য্য—তিনি নিরিন্দ্রিয় বলিয়া তাঁহাতে সর্ব্বশক্তি থাকা অসম্ভব এরূপ শঙ্কার পূর্ব্বে মীমাংসা হইয়াছে। ব্রহ্ম শ্রুতিগম্য, তর্কগম্য নহেন। তিনি নিরিন্দ্রিয় হইয়াও সৃষ্টিবিধান করেন তদ্বিষয়ে প্রমাণ—"অপাণিপাদো-জবনোগ্রহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ"—শ্বেতাশ্বতরঃ।

১০ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

নাশরীরস্য মায়াস্তি যদি বাস্তি ন বিদ্যতে ?
যে হি মায়াবিনো লোকে তে সর্ব্বেঽপি শরীরিণঃ।

১০ অধিকরণের মীমাংসা।

বাহ্যহেতু মৃতে যদ্বন্‌ মায়ায়াঃ কার্যকারিতা।
ঋতেঽপি দেহং মায়ৈবং ব্রহ্মণ্যস্তু প্রমাণতঃ।

২অধ্যা—১পা—১১অধি—৩২সূ—১৬৭ সা সং।

১১ অধিকরণ—নিত্যতৃপ্তেশ্বরস্যাপি প্রয়োজনং বিনা-ঽশেষ জগদুৎপাদনম্—নিত্যতৃপ্ত ঈশ্বর, বিনা প্রয়োজনে জগৎ সৃষ্টি করেন।

উপক্রম—শঙ্কা সূত্র।

৩২সূ—ন প্রয়োজনত্বাৎ।

ব, অ,—সৃষ্টিতে ঈশ্বরের কোন 'প্রয়োজন' লক্ষিত হয় না।

দীপিকা—আপ্তকামত্বাচ্চ ঈশ্বরস্য ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং সৃষ্টৌ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—বিনা প্রবৃত্তি বা প্রয়োজনে কেহ কোন বস্তু সৃষ্টি করে না, ব্রহ্ম নিত্যতৃপ্ত তাঁহার সৃষ্টিতে প্রয়োজন কি ? 'প্রয়োজন' নাই বলিয়া জগৎ ব্রহ্মসৃষ্ট নয় বলি ? যদি পরমাত্মার প্রয়োজন থাকা অনুমান কর তাহা হইলে তাঁহার নিত্য তৃপ্ততায় দোষ পড়ে। ইত্যাদি কারণে চেতন পরমাত্মা হইতে কিরূপে জগৎসৃষ্টি সঙ্গত হইতে পারে ?

২অধ্যা—১পা—১১অধি—৩৩সূ—১৬৮ সা সং।

১১ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—উত্তর সূত্র।

৩৩সূ—লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্।

ব, অ,—সৃষ্টিকার্য্য ঈশ্বরের লীলামাত্র। লৌকিকেও এবিষয় প্রতীত হয়।

ব্যা, বি,—নাস্তি প্রয়োজনং, অপি তু তস্য কেবলং লীলৈব।

দীপিকা—তু শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ লোকবৎ যথা লোকে রাজাদীনা মাপ্তকামানাং বিনা প্রয়োজনং লীলায়াঃ কেবলায়াঃ ভাবো লীলাকৈবল্যম্ লীলয়ৈব কেবলং তৎপ্রবর্ত্তনং তদ্বৎ।

তাৎপর্য্য—পূর্ব্ব আশঙ্কার উত্তর—জগৎ সৃষ্টি ব্যাপারে ব্রহ্মের কোন অভিসন্ধি বা প্রয়োজন নাই। তিনি অপরিমিত শক্তি, জগৎসৃষ্ট্যাদি তাঁহার লীলা মাত্র। লৌকিকেও বিনা প্রয়োজনে কেবল লীলা-প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত আছে। সমৃদ্ধিশালী বিনা প্রয়োজনে লীলায় অনেক কার্য্য করেন। শ্বাস প্রশ্বাস অবলীলাক্রমে সর্ব্বদা বিনা প্রয়োজনে কার্য্য করে। সমৃদ্ধিশালীর লীলায় বিলাসাদি প্রয়োজনের অস্তিত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের লীলার কোন প্রয়োজন নাই। তিনি আপ্তকাম ও সর্ব্বজ্ঞ, তিনি জ্ঞানপূর্ব্বক সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি বিধান করিয়াছেন।

১১ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

তৃপ্তঃ স্রষ্টাঽথবাঽতৃপ্তো ? ন স্রষ্টা ফল বাঞ্ছনে,
অতৃপ্তস্যাদবাঞ্ছায়া মুন্মত্তনরতুল্যতা।

১১ অধিকরণের মীমাংসা।

লীলাশ্বাসবিনা চেষ্টা অনুদ্দিশ্য ফলং যতঃ।
অনুন্মত্তে র্বিরচ্যন্তে তস্মাৎ তৃপ্তস্তথাসৃজেৎ।

২অধ্যা—৩পা—১২অধি—৩৪সূ—১৬৯ সা সং।

১২ অধিকরণ—কর্ম্মনিয়ন্তৃতানাং জীবানাং সুখদুঃখ-মাত্রস্য জগৎসংহরতস্য নৈর্ঘৃণ্য দোষাভাবঃ—জগৎকে সংহার করেন বলিয়া ঈশ্বরকে নির্ঘৃণ বা নির্দ্দয় বলা যায় না। জীবগণ কর্ম্মনিয়ন্তৃত হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে।

উপক্রম—ধর্ম্মাধর্ম্ম জনিত সুখ দুঃখের বৈষম্য বিচার।

৩৪সূ—বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি।

ব, অ,—জগতে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, এইরূপ বৈষম্য জন্য ঈশ্বরকে নির্দ্দয় বলা যায় না। উক্ত বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্যের জন্য অপেক্ষা আছে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

ব্যা, বি,—বৈষম্যঞ্চ নৈর্ঘৃণ্যঞ্চ তে বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে (দ্বিবচন)।

দীপিকা—বিষমস্য ভাবো বৈষম্যং কেষাঞ্চিৎ সুখং, কেষাঞ্চিৎ দুঃখং, কেষাঞ্চিদুভে অপি নির্ঘৃণস্যভাবো নৈর্ঘৃণ্যং জনসংহর্ত্তৃত্বাদি। বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যে ন ঈশ্বরস্য, কুতঃ, ধর্ম্ম সাপেক্ষতঃ সুখ মধর্ম্মসাপেক্ষতো দুঃখং, সাপেক্ষস্য ভাবঃ সাপেক্ষত্বং, হি যস্মাৎ যথা ভবতি তথা দর্শয়তি শ্রুতিঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—ঈশ্বর জগতের কারণ ইহা কিরূপে যুক্ত? তিনি কাহাকেও সুখী এবং কাহাকেও দুঃখী, কাহাকেও সবল এবং কাহাকেও দুর্ব্বল করিয়াছেন এরূপ বৈষম্য প্রযুক্ত তাঁহার রাগদ্বেষাদি কেন না অনুমিত হইতে পারে? আবার তিনি দুঃখ প্রদান করেন ও সংহার করেন তজ্জন্য নৈর্ঘৃণ্য বা নির্দ্দয়ত্ব দোষ বলা যাউক? এবং বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য এতদুভয় দোষাশঙ্কায় ঈশ্বর কারণ নহেন বলা যাউক? উত্তর—জগৎ কারণ ঈশ্বরে উক্ত দোষাপত্তি হইতে পারে না; অপেক্ষা বা নিমিত্ত বশতঃ তিনি 'সাপেক্ষ' হইয়া বিষম সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি কার্য্যে নিমিত্তান্তর আছে। জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মই নিমিত্তান্তর ও বৈষম্যের কারণ। ঈশ্বর সাধারণ কারণ। মেঘ যেমন শস্যোৎপত্তির সাধারণ কারণ। কাল ও বীজাদির শক্তি নিমিত্ত কারণ। জীব যেরূপ কর্ম্ম করে সেইরূপ জন্মাদি লাভ করিয়া থাকে এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে—"এষহ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি।" স্মৃতি প্রমাণ— 'যে যথামাং প্রপদ্যন্তে ইত্যাদি'।

২ অধ্যা—১পা—১২অধি—৩৫সূ—১৭০ সা সং।

১২ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—কর্ম্ম সাপেক্ষতা।

৩৫সূ—ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ।

ব, অ,—(উৎপত্তির পূর্ব্বে) কর্ম্ম বিভাগ (সুকৃতাদি) ছিল না বলিয়া ঈশ্বরের কর্ম্মাপেক্ষা নাই এরূপ শঙ্কা করা যায় না। (সংসারের) অনাদিত্ব হেতু কর্ম্মের তদপেক্ষা নিশ্চিত হয়।

ব্যা, বি,—কর্ম্মণঃ অবিভাগাৎ। অনাদিত্যং সংসারস্য।

দীপিকা—প্রথমতো জগতঃ উৎপত্তৌ নেশ্বরস্য কর্ম্ম-সাপেক্ষতা, কুতঃ, যতঃ উৎপত্তেঃ প্রাক্ অবিভাগাৎ নকর্ম্ম সুকৃতং দুষ্কৃতং ইতি চেৎ, এবং যদি, তন্ন, সংসারস্য অনাদিত্বাৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—সৃষ্টির পূর্ব্বে বিষম সৃষ্টির প্রয়োজক কোন কার্য্য ছিল না, সৃষ্টির পরে শরীর বিভাগ হইলে 'কর্ম্ম' হইয়াছে, 'কর্ম্ম' হইতে 'শরীর বিভাগ' এরূপ বলিলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়, তবে ঈশ্বরকে কিরূপে কারণ বলা যায়? উত্তর—সংসারের অনাদিত্বহেতু তদ্দোষাশঙ্কা করা যায় না। সংসার বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি। সৃষ্টিবৈষম্য কর্ম্মনিমিত্তক।

২অধ্যা—১পা—১২অধি—৩৬সূ—১৭১ সা সং।

১২ অধিকরণ—(চলিতেছে)।

উপক্রম—সংসারের অনাদিত্ব।

৩৬সূ—উপপদ্যতেচাঽপ্যুপলভ্যতেঽত্র।

ব, অ—(সংসারের অনাদিত্ব) (যুক্তিতে) উপপন্ন ও শ্রুতি-স্মৃতিতে উপলব্ধ হয়।

ব্যা, বি,—যুক্তিভিরুপপদ্যতে। উপলভ্যতে শ্রুতৌ স্মৃত্যাচ।

দীপিকা—সংসারস্থ অনাদিত্বং উপপদ্যতে অন্যথা কৃত-নাশাকৃতভ্যাগমপ্রসঙ্গাৎ উপলভ্যতেঽপি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ইত্যাদৌ স্মৃতৌচ 'নান্তো নচাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠেতি।' আদ্যে বিপর্য্যয়প্রমাণাভাবার্থঃ দ্বিতীয়ে প্রসিদ্ধবিরোধার্থঃ।

তাৎপর্য্য—সংসারের অনাদিত্ব যুক্তিযুক্ত ও শ্রুতি-স্মৃতি সম্মত। সংসারকে আদিমান্ বলিতে গেলে আকস্মিক উৎপত্তি এবং মুক্ত জীবের পুনঃ সংসার ইত্যাদি স্বীকার করিতে হয়। আকস্মিক জ্ঞান স্বীকার করিলে 'জ্ঞান' ও 'কার্য্য উভয়ই ব্যর্থ হয়। ঈশ্বরও বৈষম্যের কারণ নহেন তাহা পূর্ব্বসূত্রে উক্ত হইয়াছে। অবিদ্যাও বৈষম্যের হেতু হইতে পারে না। রাগদ্বেষাদিরূপ ক্লেশের 'বাসনা' নামক সংস্কার হইতে কর্ম্মের উদ্ভব। কর্ম্মই অবিদ্যা সহকৃত হইয়া বৈষম্যের হেতু। বিনা কর্ম্মে শরীর হয় না ও বিনা শরীরে কর্ম্ম হয় না বীজাঙ্কুরের দৃষ্টান্তে উহাতে অন্যোন্য দোষাশ্রয় হয় না। 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্ব মকল্পয়ৎ।' শ্রুতিদ্বারা সংসারের অনাদিত্ব উপলব্ধ হয়। পুরাণে উক্ত আছে 'নান্তো ন চাদি র্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা। গীতা ১৫শ অধ্যায়।

১২ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

বৈষম্যাদাপতেন্নোবা ? সুখদুঃখৈ নৃভেদতঃ,
সৃজন্ বিষম ঈশঃ স্যান্ নির্ঘৃণশ্চোপসংহরণ্।

১২ অধিকরণের মীমাংসা।

প্রাণ্যনুষ্ঠিত ধর্ম্মাদি মনপেক্ষ্যেশঃ প্রবর্ত্ততে,
নাতো বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে সংসারস্ত ন চাদিমান্।

২অধ্যা—১পা—১৩অধি—৩৭সূ—১৭২ সা সং।

১৩ অধিকরণ—নির্গুণস্যাপি ব্রহ্মণো বিবর্ত্তরূপেণ প্রকৃতিত্বসিদ্ধিঃ—নির্গুণ ব্রহ্মের বিবর্ত্তরূপে প্রকৃতিত্ব।

৩৭সূ—সৰ্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ।

ব, অ,—সকল (কারণ) ধর্ম্মই ব্রহ্মে উপপন্ন হয়।

ব্যা, বি,—সর্ব্বেষাং কারণধর্ম্মাণাং ব্রহ্মণি উপপত্তিঃ তস্মাৎ।

দীপিকা—সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ তেষা মুপপত্তে র্নিগুণস্যাপি জগৎ কারণত্বং সূচিতং। ইতি শ্রীদীপিকায়াং দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃপাদঃ।

তাৎপর্য্য—সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিত্ব ও মায়াবীত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম চেতন কারণেই উপপন্ন হয়। অতএব ব্রহ্মকারণবাদে কোনরূপ দোষাপত্তি হইতে পারে না। নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কারণই ব্রহ্ম, তদ্বিষয়ে কোনরূপ সংশয় নাই।

১৩ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

নাস্তি প্রকৃতিতা যদ্বা ? নির্গুণস্যাঽস্তি নাস্তি সা,
মৃদাদেঃ সগুণস্যৈব প্রকৃতিত্বোপলম্ভনাৎ।

১৩ অধিকরণের মীমাংসা।

ভ্রমতাধিষ্ঠানতাভ্যাভিঃ প্রকৃতিত্বমুপেয়তে।
নির্গুণেপ্যঽস্তি জাত্যাদে স্যাদ্ব্রহ্ম প্রকৃতিস্ততঃ।

ইতি শ্রীমহর্ষি-বেদব্যাস-প্রণীত-শারীরক-ব্রহ্ম-বেদান্ত-সূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমপাদ।

বেদান্ত-সূত্র

·০:*:০·

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দ্বিতীয় পাদ।

দ্বিতীয় পাদাধিকরণম্।

১—(১—১০) সাংখ্যানুমতপ্রধানস্য জগদ্ধেতুত্ব খণ্ডনম্।

২—(১১) অসদৃশোদ্ভবে কাণাদদৃষ্টান্তস্যাস্তিকত্বম্।

৩—(১২—১৭) পরমাণূনাং সংযোগেন জগদুৎপত্তে-র্যুক্তি বিরুদ্ধত্বম্।

৪—(১৮—২৭) ঈশ্বরাভিন্নানাং ব্যহ্যবস্তু্স্তিবাদীবৌদ্ধ-বিশেষ সম্মতানাং পরমাণূনাং শব্দস্পর্শাদিনাঞ্চ জগদুৎপাদকত্ব-মতখণ্ডনম্।

৫—(২৮—৩২) বিজ্ঞানবাদীবৌদ্ধসম্মতবিজ্ঞানস্য জগৎ কর্তৃত্বাদি খণ্ডনম্।

৬—(৩৩—৩৬) জীবাদিসপ্তপদার্থবাদিনাং বৌদ্ধান্ত-রাণানাং মত খণ্ডনম্।

৭—(৩৭—৪১) তটস্থেশ্বর বাদস্যাযুক্তত্বম্।

৮—(৪২—৪৫) জীবোৎপত্ত্যাদেরযুক্তত্বম্।

২ অধ্যা—২পা—১অধি—১সূ—১৭৩ সা সং।

১ অধিকরণ—সাঙ্খ্যানুমত প্রধানস্য জগদ্ধেতুত্ব খণ্ডনম্। সাঙ্খ্য শাস্ত্রের 'প্রধান' জগতের হেতু নহে তাহারই খণ্ডন করিতেছেন।

উপক্রম—বিশ্বরচনায় অনুভব।

১ সূ—রচনানুপপত্তেশ্চানুমানং।*

ব, অ,—(বিশ্ব) রচনা প্রধানের পক্ষে উপপন্ন হয় না।

ব্যা, বি,— রচনা=বিন্যাসঃ, অনুমানং=প্রধানং।

দীপিকা— অনুমীয়তে ইত্যনুমানং প্রধানং জগৎ-কারণং ন, কুতঃ, তস্যাচেতনত্বেন জগতো গিরিনদীসমুদ্রাদেঃ রচনায়াঃ সন্নিবেশকরণস্যানুপপত্তেঃ।

তাৎপর্য্য—সাংখ্য মত—যেমন ঘটাদি পদার্থে মৃত্তিকার অন্বয় থাকায় মৃত্তিকাজাতি তাহাদের কারণ, সেইরূপ পদার্থ সকল (বাহ্য ও আধ্যাত্মিক) সুখ দুঃখে অন্বিত থাকায় 'সুখ দুঃখাত্মক জাতি' তাহাদের কারণ। সেই সুখদুঃখাত্মক জাতি ত্রিগুণ ও অচেতন। চেতন পুরুষের প্রয়োজন সাধনার্থ বিবিধ বিকারে পরিণমিত হওয়া তাহার স্বভাব। ইহাকেই সাংখ্য 'প্রধান' অনুমান করেন।

খণ্ডন—চেতন কর্তৃক অনধিষ্ঠিত কোন অচেতন বস্তুই 'রচনা' করিতে পারে না। গৃহাদি সমস্তই চেতনাধিষ্ঠিত। প্রেরণাব্যতীত পাষাণাদি বিশিষ্ট রচনা করিতে পারে না। অচেতন প্রধান কিরূপে কল্পনার অতীত বুদ্ধিমান্ শিল্পীরও দুর্ব্বোধ্য এই অদ্ভুত জগৎ রচনা করিতে পারে? কুম্ভকার কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই মৃত্তিকা বিবিধ আকারে বিরচিত হয়। সেইরূপ প্রধানেরও কোন চেতন অধিষ্ঠান আছে অনুমান করা যাইতে পারে। অচেতন মাত্রেই চেতনাধিষ্ঠিত। অতএব প্রধানকে জগৎ কারণ অনুমান করা যায় না।

২ অধ্যা—২পা—১অধি—২সূ—১৭৪ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)।

উপক্রম—প্রধানের 'প্রবৃত্তি' অভাব।

২ সূ—প্রবৃত্তেশ্চ।

ব, অ,—(বিশ্বরচনায়) (প্রধানের) প্রবৃত্তি উপপন্ন হয় না।

---

* 'নানুমানং'—ভাষ্যপাঠঃ। 'চ' প্রয়োগে 'ঈক্ষতের্নাশব্দং' সূত্রের 'ন' কারের অনুবৃত্তি।

ব্যা, বি,—প্রধানস্য প্রবৃত্তে রনুপপত্তেঃ।

দীপিকা—আস্তাং তাবদিয়ং রচনা তৎসিদ্ধার্থায়া প্রবৃত্তিঃ স্যাম্যাবস্থাতঃপ্রচ্যুতিস্তস্যাঃ অচেতনস্য প্রধানস্য চেতনানধিষ্ঠিতস্যানুপপত্তেঃ।

তাৎপর্য্য—বিশিষ্ট বিন্যাসের নাম 'রচনা' ও তৎসাধক ইচ্ছার নাম 'প্রবৃত্তি'। মৃত্তিকাদি অচেতনের তাদৃশী প্রবৃত্তি দেখা যায় না। চেতনাধিষ্ঠিত না হইলে মৃত্তিকাদি কার্য্যাভিমুখ হইতে পারে না। চেতন সংযুক্ত অচেতনের প্রবৃত্তি দেখা যায়, কিন্তু অচেতন সংযুক্ত চেতনের প্রবৃত্তি দেখা যায় না। শুদ্ধ চেতন প্রবৃত্তির আশ্রয়। অচেতনে যে প্রবৃত্তি দেখা যায় তাহার সে প্রবৃত্তি চেতন হইতেই হইয়া থাকে। চৈতন্য থাকিলেই দেহাদির প্রবৃত্তি থাকে। অগ্নি সংযোগেই কাষ্ঠে দাহাদি বিকার দৃষ্ট হয়। অচেতন কারণ পক্ষে প্রবৃত্তির সম্ভাবনা নাই।

২ অধ্যা—২পা—১অধি—৩সূ—১৭৫ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—প্রবৃত্তি বিচার।

৩সূ—পয়োম্বুবচ্চেত্তত্রাপি।

ব, অ,—দুগ্ধ ও জলের দৃষ্টান্তেও প্রধান হেতু হইতে পারে না।

ব্যা, বি,—পয়োম্বুবৎ স্বতঃ প্রবৃত্তঃ ইতিচেৎ তত্রাপি ঈশ্বরস্য প্রবৃত্তি রস্তি॥

দীপিকা—পয়ো যথা অচেতনং বৎসবিবৃদ্ধ্যৈ অম্বু বা নিম্নদেশ গমনায় প্রবর্ত্ততে তদ্বৎ প্রধানমপি প্রবর্ত্তিষ্যত ইতি চেদেবং যদি তন্ন, তত্রাপি পয়সি বৎসস্য অম্বুনি ভেদ্যভেদকস্য ঈশ্বরস্য সমাশ্রয়নং যতঃ।

তাৎপর্য্য—যদি বল দুগ্ধ যেমন অচেতন হইলেও স্বভাবতঃ বৎসমুখে ক্ষরিত হয় ও জল যেমন স্বভাবতঃ বৃষ্টিরূপে পতিত হইয়া থাকে সেইরূপ প্রধানও স্বভাবতঃ পুরুষার্থ সাধন নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইয়া মহত্তত্ত্বাদিতে পরিণত হয়। ইহা বলিতে পারা যায় না। উক্ত 'পয়োম্বু' দৃষ্টান্তে চেতনের অধিষ্ঠান শ্রুত আছে। যথা—"যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো যোঽপোঽন্তরো যময়তি এতস্যবাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্ত্যঃ।" যিনি জল হইতে ভিন্ন, যিনি জলে অবস্থান করেন। যিনি জলের অন্তরে থাকিয়া জলকে নিয়মিত করেন হে গার্গি! এই অক্ষরের শাসনাধীনে পূর্ব্ববাহিনী নদী সকল প্রবাহিত হইতেছে।

২অধ্যা—২পা—১অধি—৪সূ—১৭৬ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে). উপ—প্রবৃত্তি বিচার।

৪সূ—ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ।

ব, অ,—(প্রধান) ব্যতিরেকে কর্ম্মাবস্থান ও প্রধানের অনপেক্ষতা অসঙ্গত।

ব্যা, বি,—(প্রধান) ব্যতিরেকেণ। (কর্ম্মণো) অনবস্থানাৎ প্রধানস্য অনপেক্ষত্বাৎ।

দীপিকা— সত্ত্বপ্রধানব্যতিরেকেণানবস্থিতেরনবস্থানাৎ বাহ্যস্যানপেক্ষত্বাৎ স্বাতন্ত্র্যেন মহদাদীনামুৎপাদং স্যাদিতিশেষঃ।

তাৎপর্য্য—সাংখ্য মতে সৃষ্টিকার্য্যে কর্ম্মের ও পুরুষের প্রবর্ত্তকতা নাই, তাহা হইলে প্রধান অনপেক্ষ হইয়া কখন মহত্তত্ত্বাদিতে পরিণত হইতেছেন, কখন হন না, কখন সৃষ্টি কখন প্রলয়, ইহা সঙ্গত নহে। ঈশ্বরবাদে কার্য্যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি অসঙ্গত নহে, কেননা ঈশ্বর সর্ব্বশক্তি ও মায়াবী।

২ অধ্যা—২পা—১অধি—৫সূ—১৭৭ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)।

উপ—প্রধানের অনপেক্ষতাখণ্ডন।

৫সূ—অন্যত্রাঽভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ।

ব, অ,—তৃণাদির দৃষ্টান্তে প্রধানের অনপেক্ষতা উপপন্ন হয় না। তৃণাদির নিমিত্তান্তর আছে।

ব্যা, বি,—অভাবাৎ=নিমিত্তান্তর নিরপেক্ষত্বাৎ।

দীপিকা—নায়ং তৃণপল্লবাদিদৃষ্টান্তোপ্যচেতনং জগৎ কারণং সাক্ষাৎ কারণং সাধয়তি যতোঽচেতনস্য তৃণপল্লবাদেঃ স্বতন্ত্রস্য ন ক্ষীরং পরিণামোঽপি, কুতঃ, অন্যত্র বলীবর্দ্দাদি ভক্ষিতে পরিত্যক্তে বা ক্ষীরপরিণামস্যাভাবাৎ।

তাৎপর্য্য—সাংখ্যের মত—প্রধানের মহত্তত্ত্বাদিতে পরিণতি স্বাভাবিক। তৃণাদি যেমন নিমিত্তান্তরের সহায়তা ব্যতিরেকে দুগ্ধাকারে পরিণত হয় সেইরূপ প্রধান অনপেক্ষ হইয়া মহদাদিতে পরিণত হয়।

খণ্ডন—তৃণাদির পরিণাম নিমিত্তান্তরের অধীন। ধেনু কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলেই তৃণাদি দুগ্ধে পরিণত হয়। তৃণাদির দুগ্ধে পরিণতি প্রধানের স্বতঃ পরিণতির সহিত দৃষ্টান্ত হইতে পারে না।

২ অধ্যা—২পা—১অধি—৬সূ—১৭৮ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—প্রবৃত্তি বিচার।

৬ সূ—অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ।

ব, অ,—প্রধানের স্বতঃ প্রবৃত্তি স্বীকার করিলে সাংখ্যের পুরুষার্থ-সাধন প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হয় না।

ব্যা, বি,—অভ্যুপগমে=স্বীকারে। পুরুষার্থাভাবাৎ।

দীপিকা—পূর্ব্বং প্রধানস্য প্রবৃত্তির্নোপপদ্যতে ইতি স্থিতং ইদানিং তৎপ্রবৃত্তে রভ্যুপগমে অপি অর্থস্য প্রয়োজনস্য নিমিত্তান্তরাভাবাৎ পুরুষে ভোগাদে রসম্ভাবে নাভাবাৎ।

তাৎপর্য্য—'প্রধান স্বভাবতঃ মহত্তত্ত্বাদিতে পরিণত হয় ইহা স্বীকার করিলে সাংখ্যের প্রতিজ্ঞাহানি * দোষ হয়। পুরুষার্থ সাধনই সাংখ্যের প্রতিজ্ঞা। প্রধান নিরপেক্ষ হইয়া কোন্ প্রয়োজন সাধনে প্রবৃত্ত হন? ভোগ কি মোক্ষ? পুরুষ নির্গুণ তাঁহার ভোগ অযুক্ত। আবার, 'মোক্ষ' প্রয়োজন হইলে বন্ধ বোধক শব্দাদির অনুভব হয় কেন? 'ভোগ' ও 'মোক্ষ' উভয় স্বীকার করিলে 'মুক্তি' অসিদ্ধ হয় কেননা পদার্থের সীমা নাই। প্রধান জড় সুতরাং তাহার ইচ্ছারও সম্ভাবনা নাই। অতএব প্রধানের পুরুষার্থ প্রবৃত্তি যুক্তি সিদ্ধ নহে।

২ অধ্যা—২পা—১অধি—৭সূ—১৭৯ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপক্রম—প্রবৃত্তি বিচার।

৭ সূ—পুরুষাশ্মবদিতি চেৎ তথাপি।

ব, অ,—(অন্ধ-পঙ্গু) পুরুষ ও (চুম্বক) অশ্ম বা প্রস্তরের দৃষ্টান্তেও প্রধানের স্বতঃ প্রবৃত্তি উপপন্ন হয় না।

ব্যা, বি,—পুরুষঃ—অন্ধস্য স্কন্ধেঽধিষ্ঠিতোদৃক্শক্তিমান্ পুরুষঃ অশ্ম=প্রস্তর।

দীপিকা—পুরুষাবন্ধপঙ্গূ। তত্রান্ধমধিষ্ঠায় প্রবর্ত্ততে।

* প্রতিজ্ঞা=সাধ্য নির্দ্দেশঃ। ন্যায়দর্শনম্।

প্রবর্ত্তকোঽয়স্কান্তো বা যথা স্বয়ং প্রবৃত্তস্তদ্বদপ্রবৃত্তোঽপি পুরুষঃ প্রবর্ত্তয়িষ্যতীতি চেৎ তত্রাপি সান্নিধ্যাদয়শ্চ দোষাঃ প্রসজ্যেরন্।

তাৎপর্য্য—সাংখ্য বলেন—দৃকশক্তি-সম্পন্ন-পঙ্গু গতি-শক্তিসম্পন্ন অন্ধকে প্রবর্ত্তিত করিতে পারে। চুম্বক স্বয়ং প্রবর্ত্তমান না হইয়া লৌহকে প্রবর্ত্তিত করে। সাংখ্যের এই দৃষ্টান্তের উত্তর- এতদ্বারা সাংখ্যের স্বীকৃতহানি দোষ হয়। পুরুষ উদাসীন, নিগু'ণ ও নিষ্ক্রিয় সে কিরূপে প্রধানকে প্রবর্ত্তিত করিবে? বাকৃশক্তি পঙ্গুর প্রবর্ত্তকব্যাপার, তদ্দ্বারা সে অন্ধকে প্রবর্ত্তিত করে কিন্তু পুরুষের কোন প্রবর্ত্তকব্যাপার নাই। চুম্বকের দৃষ্টান্তও সেইরূপ, চুম্বক সন্নিধান বলে লৌহকে প্রবর্ত্তিত করে। কিন্তু পুরুষও সেইরূপ সন্নিধান বলে প্রধানকে প্রবর্ত্তিত করে' ইহা অসঙ্গত। চুম্বকের সন্নিধান অনিত্য কিন্তু পুরুষের সন্নিধান নিত্য ও নিত্য সমান। তাহা হইলে প্রধানের প্রবৃত্তিও নিত্য ও চিরসমান। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে কখন সৃষ্টি ও কখন প্রলয় এরূপ হইতে পারে না। বিশেষতঃ চুম্বককে পরিমার্জ্জন ও সমসূত্রে স্থাপন না করিলে লৌহকে প্রবৃত্তিত করিতে পারে না। মার্জ্জনাদিরও অপেক্ষা করে। অতএব উক্ত দৃষ্টান্ত অযোগ্য। পরমাত্মা স্বরূপতঃ উদাসীন ও অপ্রবর্ত্তক কিন্তু মায়া প্রভাবে প্রবর্ত্তক, ইহাতে কোন বিরোধ হয় না।

২অধ্যা—২পা—১অধি—৮সূ—১৮০ সাং সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)।

উপক্রম—সাংখ্যের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার দোষ।

৮সূ—অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ।

ব, অ,—(সাংখ্যোক্ত) (গুণ সকলের) অঙ্গাঙ্গিভাব (শ্রুতিতে) উপপন্ন হয় না।

ব্যা, বি,—অঙ্গিত্বং = গুণানাং অঙ্গাঙ্গি-ভাবঃ।

দীপিকা—সত্ত্বাদীনাং সাম্যেঽনিত্ত্বস্যানুপপত্তেঃ। জড়ত্ব-প্রযুক্তং সামান্য দূষণং সমুচ্চিনোতি।

তাৎপর্য্য—যাহা সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা বা সমানস্বরূপাবস্থান তাহাই সাংখ্যের 'প্রধান'। সাম্যাবস্থায় অঙ্গাঙ্গি-ভাব থাকিতে পারে না। অঙ্গাঙ্গিভাব=উপকার্য্য উপকারক ভাব। সাম্যাবস্থা ভঙ্গ না হইলে কিরূপে সৃষ্টি হইবে? চিরকাল 'প্রধানাবস্থায়' থাকাও সাংখ্যের অনভিমত, কেননা সাংখ্যমতে গুণ সকল পরস্পরের সাহায্যে সৃষ্টি করে। সাম্যাবস্থা ভঙ্গকারক গুণাতীত কোন বস্তুরও সাংখ্যে উল্লেখ নাই তাহা হইলে গুণ-বৈষম্য-মূলক মহদাদিরও উৎপত্তি সঙ্গত হইতে পারে না।

২ অধ্যা—২পা—১অধি—৯সূ—১৮৪ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)।

উপ—প্রধানের 'জ্ঞশক্তি' নাই।

৯ সূ—অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ।

ব, অ,—অন্যথা বা গুণ সকলের সাপেক্ষত্বও স্বীকার করা যায় না, কেননা প্রধানের 'জ্ঞশক্তি' নাই।

ব্যা, বি,—অন্যথাঽনুমিতৌ=গুণানাং সাপেক্ষত্বানুমানাৎ।

দীপিকা—অন্যথাঽনুমিতৌ কার্য্যবশেনাঙ্গিত্বাদ্যমিতৌ তস্য চ চৈতন্যাবস্থানত্বে তদস্মিন্নসম্ভবতি, কুতঃ, জ্ঞশক্তিবিয়োগোঽভাব স্তস্মাৎ পুরুষস্যৈব চেতনাদিত্যর্থঃ। ন চানুমানমপি সিদ্ধ্যতীতি।

তাৎপর্য্য—পূর্ব্ব সূত্রে গুণ সকলের অঙ্গাঙ্গিভাবানুপপত্তিদোষ প্রসঙ্গ হইয়াছে। তাহার 'অন্যথা' অর্থাৎ (গুণ সকল সম্পূর্ণ অনপেক্ষ স্বভাব নহে তাহাদের সাপেক্ষতাও আছে) এরূপ স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত দোষের

পরিহার হয় বটে কিন্তু 'জ্ঞশক্তি' বা জ্ঞান শক্তি না থাকায় 'প্রধানের' জগৎ রচনা উপপন্ন হয় না।

২ অধ্যা—১পা—১অধি—১০সূ—১৮২ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)।

উপ—তপ্য তাপক বিচার।

১০সূ—প্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্।

ব. অ,—সাংখ্য শাস্ত্রের সামঞ্জস্য নাই এজন্য 'প্রধানের' জগৎ রচনা অসঙ্গত।

ব্যা, বি,—প্রতিষেধাৎ = বিরোধাৎ। অসমঞ্জসম্ = অযুক্তং।

দীপিকা—গ্রন্থেষ্বপিকচিৎ সপ্তেন্দ্রিয়াণি ক্বচিদেকাদশে-ত্যাদি বিপ্রতিষেধঃ তস্মাদিদং সাংখ্যদর্শনং অসমঞ্জসম্।

তাৎপর্য্য—সাংখ্য শাস্ত্র শ্রুতি-স্মৃতি বিরুদ্ধ। সাংখ্যবাদিগণের মধ্যে নানা মতবিরোধ দৃষ্ট হয়। কোন সাংখ্য সপ্ত ইন্দ্রিয়বাদী ও কোন সাংখ্য একাদশ ইন্দ্রিয়বাদী। কোন সাংখ্যে 'মহত্তত্ত্ব' হইতে 'তন্মাত্র' এবং কোন সাংখ্যে 'তন্মাত্র' হইতে 'মহত্তত্ত্ব' কেহ তিন অন্তঃকরণ স্বীকার করেন কেহ একাধিক অন্তঃকরণ স্বীকার করেন না। সাংখ্যীয় পদার্থ সকল এইরূপ বিরুদ্ধ অতএব অসমঞ্জস ও ভ্রান্ত। আশঙ্কা—যদি বল, বেদান্ত শাস্ত্রেও তপ্য-তাপক ভাব স্বীকার করেন না তবে বেদান্ত শাস্ত্রও অসমঞ্জস? প্রদীপ আছে অথচ প্রকাশ ও উষ্ণতা রহিত ইহা কিরূপে সঙ্গত? তপ্য ও তাপক এত-দুভয়ের ভেদ লোক-প্রসিদ্ধ। অর্থ অর্থীর প্রার্থনার বিষয় সুতরাং অর্থী হইতে ভিন্ন এইরূপ অনর্থ অনর্থী হইতে ভিন্ন। যাহা অর্থীর প্রতিকূল তাহাই অনর্থ। 'অনর্থই' তাপক, পুরুষ তপ্য। তপ্য-তাপক অসিদ্ধ হইলে মোক্ষ কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? উত্তর—বেদান্তমতে তপ্য-তাপক ভাব উপপন্ন হয় না সত্য কিন্তু তাহাতে কোন দোষ হইতে পারে না। কূটস্থ ব্রহ্মে তপ্য-তাপক-

ভাব নাই। এভাব পারমার্থিক নহে, ইহা অবিদ্যা-কল্পিত মাত্র। পুরুষের (সাংখ্যমতে) তাপ স্বীকার করিলে মোক্ষাভাব হয়। "সংযোগের নিমিত্ত 'অদর্শন' বা অজ্ঞান" সাংখ্যের এবাক্যেও দোষাপত্তি হয়। 'অদর্শন' তমোগুণ * তাহার নিত্যতা স্বীকার করিলেও 'মোক্ষাভাব' দোষ হয়। অতএব সাংখ্যের প্রধান-কারণ বাদ নিরাকৃত হইল।

১ অধিকরণের মীমাংসা।

প্রধানং জগতো হেতুর্ন বা ? সর্ব্বে ঘটাদয়ঃ
অন্বিতাঃ সুখদুঃখাদ্যৈর্যতো হেতুবতো ভবেৎ।

১ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

ন হেতুর্যোগরচনা প্রবৃত্ত্যাদে রসম্ভবাৎ,
সুখাদ্যা অন্তরা বাহ্যা ঘটাদ্যস্তকুতোঽন্বয়ঃ।

২অধ্যা—২পা—২অধি—১১সূ—১৮৩ সা সং।

২ অধিকরণ—অসদৃশোদ্ভবে কাণাদদৃষ্টান্তস্যাস্তিত্বম্।
—অসদৃশ বা (চেতনাচেতন) বস্তুর উদ্ভব হইতে পারে বৈশেষিক দর্শনে তাহার দৃষ্টান্ত আছে। উপক্রম—পরমাণুর দৃষ্টান্ত।

১১সূ—মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্।

ব, অ,—দুইটী হ্রস্ব-পরমাণু (দ্ব্যণুক) হইতে মহদ্দীর্ঘ (ত্র্যণুকাদির) উদ্ভব হয়।

ব্যা, বি,—পরিমণ্ডল = পরমাণু। যথা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাং দ্ব্যণুকাভ্যাং মহদ্দীর্ঘং ত্র্যণুকাদিকং জায়তে তদ্বৎ।

* সাংখ্য মতে পুরুষ তপ্য সত্ত্বগুণ. তাপক রজোগুণ এবং 'অদর্শন' তমোগুণ।

দীপিকা—যথা পরমাণোঃ পরিমণ্ডলাদণু হ্রস্ব চ দ্ব্যণুকং, অণোঃ হ্রস্বাচ্চ দ্ব্যণুকান্মহদ্দীর্ঘচ ত্র্যণুকাদি, তদ্বচ্চেতনমপি ব্রহ্ম অচেতনস্যারম্ভকং স্যাৎ।

তাৎপর্য্য—বৈশেষিকের সৃষ্টি প্রক্রিয়া—চারি জাতি অসংখ্য পরমাণু প্রলয়কালে নিশ্চল ও অসংযুক্ত থাকে। সৃষ্টিকালে আত্মার প্রভাবে সচল হইয়াই সংযুক্ত হইতে থাকে। অনন্তর, দ্ব্যণু, ত্র্যণুক এবং ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক কারণ দ্রব্যের গুণ কার্য্য দ্রব্যে স্বসদৃশ অন্য গুণ জন্মায় এই প্রণালিতে জড় জগৎ উদ্ভব। উক্তমতে দ্ব্যণুকের পরিণামী অণুহ্রস্ব (চারিটী দ্ব্যণুক) চতুরণুক জন্মায়। দ্ব্যণুকের শুক্লাদিগুণ চতুরণুকে জন্মে কিন্তু অণুহ্রস্বতা জন্মায় না। অতএব যেমন পরিমণ্ডল হইতে দ্ব্যণুক, অণুহ্রস্ব ও ত্র্যণুকাদি মহদ্দীর্ঘ জন্মে পরিমণ্ডল জন্মে না অথবা অণুহ্রস্ব দ্ব্যণুক হইতে মহদ্দীর্ঘ ত্র্যণুক জন্মে অণুহ্রস্ব জন্মেনা সেইরূপ চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগতের উদ্ভব হইতে পারে। এরূপ বিসদৃশ জন্ম বিষয়ে (চেতন হইতে অচেতন) বৈশেষিক দর্শন পোষকতা করেন ইহাই সূত্রার্থ।

২ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

নাস্তি কাণাদ দৃষ্টান্তঃ কিংবাস্ত্যসদৃশোদ্ভবে ?
নাস্তি, শুক্লপটঃশুক্লাৎ তন্তোরেবহি জায়তে।

২ অধিকরণের মীমাংসা।

অণুদ্ব্যণুক মুৎপন্ন মনণোঃ পরিমণ্ডলাৎ।
অদীর্ঘাদ্দ্ব্যণুকাদ্দীর্ঘং ত্র্যণুকং তন্নিদর্শনং।

২ অধ্যা—২পা—৩অধি—১২সূ—১৮৪ সা সং।

৩ অধিকরণে—পরমাণূনাং সংযোগেন জগদুপত্তে বিরুদ্ধত্বম্—(বৈশেষিক মতে) পরমাণু সকলের সংযোগে জগতের উৎপত্তি, ইহা অযুক্ত। উপক্রম—বৈশেষিক খণ্ডন।

১২ সূ—উভয়থাপি ন কর্ম্মাত স্তদভাবঃ।

ব, অ,—উভয় প্রকারেই বৈশেষিকের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার দোষাপত্তি হয় এজন্য বৈশেষিকের সৃষ্টি প্রক্রিয়া অযুক্ত।

ব্যা, বি,—উভয়থা = কারণস্য অঙ্গীকারে অনঙ্গীকারে বা। কর্ম্ম = ক্রিয়া। তদভাবঃ = দ্ব্যণুকাদি ক্রমেণ সৃষ্টি প্রক্রিয়াঽভাবঃ।

দীপিকা—উভয়থাঽপ্যাদ্যস্য কর্ম্মণো নিমিত্তস্যাভাবে ভাবেঽপি দৃষ্টস্যাদৃষ্টস্য বা। দৃষ্টস্যাপি প্রযত্নস্যাভিধাতাদেবা-দৃষ্টস্যাপ্যাত্মসমবায়িনো বা, দৃষ্টবদাত্মসম্বন্ধাদস্যাপি সদাতনত্বেন প্রলয়াদ্যভাবদোষাঽ নাদ্যং কর্ম্মাণুষু, অতো আদ্যস্য কর্ম্মণো ভাবাৎ তজ্জনকস্যাপি তস্য সংযোগস্যাভাবঃ অসত্ত্বং, তদভাবাচ্চ সংযোগসচিবাঃ পরমাণবো দ্ব্যণুকাদিক্রমেণজগদারভতে ইত্যর্থঃ।

তাৎপর্য্য—বৈশেষিকের মত—সাবয়ব মাত্রেই স্বানুগত সংযোগ সংকৃত। বস্ত্র সাবয়ব, সূত্র তাহার অবয়ব, সূত্রের অবয়ব অংশু এবং অংশুর অবয়ব তদংশ ইত্যাদি। গিরি নদী প্রভৃতি বিশ্ব সাবয়ব। এইরূপ অবয়ব অবয়বী বিভাগ যেখানে শেষ হয় আর বিভাগ হয় না তাহারই নাম পরমাণু। ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু এই চারি ভূত সাবয়ব সুতরাং পরমাণু চতুর্ব্বিধ। পৃথিব্যাদি বিভাগের সীমা পরমাণু। বৈশেষিক মতে প্রলয় কালে পৃথিব্যাদি থাকে না অনন্ত পরমাণুই থাকে, অবয়ব থাকে না। উৎপত্তিকালে বায়বীয় পরমাণু হইতে ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া অগ্নি, জল ও মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়।

খণ্ডন = সংযোগের নিমিত্ত কারণই 'ক্রিয়া', কেননা ক্রিয়াদ্বারা সংযোগ জন্মে। প্রযত্নাদি সংযোগের নিমিত্ত হইতে পারে না। অদৃষ্টকেও নিমিত্ত বলা যায়না কারণ অদৃষ্ট অচেতন, নিমিত্ত না থাকিলে ক্রিয়া হয় না, ক্রিয়া না হইলে সংযোগ হইতে পারে না এবং সংযোগ না হইলে দ্ব্যণুকাদি জন্মিতে পারে না। সৃষ্টির প্রারম্ভে যেমন নিমিত্তাভাব বশতঃ পরমাণু-সংযোজক ক্রিয়া অসম্ভব সেই-রূপ প্রলয় কালেও নিমিত্তাভাব বশতঃ পরমাণু-বিয়োজক ক্রিয়াও অসম্ভব। নিমিত্তের অভাবে ক্রিয়ার অভাব। ক্রিয়া অভাবে পরমাণুর সংযোগ বিয়োজন

অভাব। তদভাবে সৃষ্টি প্রলয়াভাব-প্রসক্তি হয়। এজন্য পরমাণু কারণবাদ অযুক্ত।

২ অধ্যা—২পা—৩অধি—১৩সূ—১৮৫ সা সং।

৩ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—সমবায় বিচার।

১৩সূ—সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ।

ব, অ,—'সমবায়'কে অভিন্ন স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষ হয়।

ব্যা, বি,—অভ্যুপগমাৎ=স্বীকরণাৎ। সাম্যাৎ=অভিন্নোক্তেঃ।

দীপিকা—পূর্ব্বং সংযোগস্য নিমিত্তাভাবঃ উক্তঃ। ইদানীং সম্বন্ধাভাবঃ সমবায়স্যাভ্যুপগমোঽঙ্গীকারস্তস্মাৎ। সমবায়েঽপি সমানত্বাৎ সম্বন্ধভেদস্য চ। সমবায়েঽপি অনবস্থিতিস্তস্যাঃ। সংযোগস্য সমবায়ো নাঙ্গীকারে সিদ্ধান্তবিরোধাদিতি সমুচ্চিনোতি।

তাৎপর্য্য—বৈশেষিক দর্শনে সমবায় নামক পদার্থ স্বীকার করেন। সমবায় দ্বারা দুই পরমাণু যুক্ত হইয়া দ্ব্যণুক উৎপন্ন করে। বৈশেষিক 'সমবায়'কে ভিন্ন পদার্থ বলেন। কিন্তু সমবায়কে ভিন্ন বলিলে অনবস্থাদোষ, এবং না বলিলে স্বমত-ভঙ্গতা দোষ হয়। পরমাণু এক পদার্থ, দ্ব্যণুক অন্য পদার্থ সমবায় এতদুভয়কে সম্বদ্ধ করিয়া 'দ্বণুক' প্রতীত করে। দ্ব্যণুক যেমন পরমাণু হইতে ভিন্ন হইয়াও সমবায় দ্বারা সম্বদ্ধ হয়, সমবায়ও সেইরূপ সমবায়ি পদার্থ হইতে ভিন্ন সুতরাং তাহা অন্য সমবায়দ্বারা সমবেত হইতে কেন না পারিবে? সে সমবায় দ্বারা অন্য সমবায়, এইরূপে মূল নষ্ট হইতে পারে। এবং তাহা হইলে সমবায়ের অনন্ত সম্বন্ধও কল্পনা করিতে হয়। সুতরাং সমবায়কে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিলে অনবস্থা দোষ। তদ্দোষ বশতঃ সমবায় অসিদ্ধ হইলেই পরমাণুদ্বয়ে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি অসিদ্ধ হয়। অতএব পরমাণুকারণবাদ অযুক্ত।

২ অধ্যা—২পা—৩অধি—১৪সূ—১৮৬ সা সং।

৩ অধিকরণ—(চলিতেছে)।

উপ—পরমাণুর স্বভাব বিচার।

১৪সূ—নিত্য মেবচ ভাবাৎ।

ব, অ,—পরমাণুকে নিত্য (এক ভাবাপন্ন) বলিলে উৎপত্তি প্রলয়াদি পৃথক্ ভাবে উপপন্ন হয় না।

ব্যা, বি,—প্রবৃত্তে রপ্রবৃত্তে র্ভাবাৎ প্রলয়াদ্যভাবঃ।

দীপিকা—অণূনাং প্রবৃত্তিস্বভাবত্বে সর্গস্থ নিবৃত্তি স্বভাবত্বে প্রলয়স্যোভয়স্বভাবত্বে কার্য্যস্য পূর্ব্বাপরকাল-বৈকল্পস্য-অনুভয় স্বভাবত্বে নিমিত্তস্য নিত্যং সর্ব্বদা ভাবাৎ প্রলয়াদ্যভাব-দোষঃ।

তাৎপর্য্য—পরমাণু সকল কি স্বভাব? প্রবৃত্তি স্বভাব কি নিবৃত্তি স্বভাব? কি উভয় স্বভাব? বা কি অনুভয় স্বভাব? প্রবৃত্তি স্বভাব বলিলে নিত্য প্রবৃত্তি বা নিত্য সৃষ্টি হইতে পারে কিন্তু প্রলয় সিদ্ধ হয় না, এবং নিবৃত্তি স্বভাব বলিলেও সেইরূপ প্রলয় সিদ্ধ হয়, কিন্তু সৃষ্টি সিদ্ধ হয় না। তৃতীয়তঃ একাধারে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উভয় স্বভাব থাকিতে পারে না। এবং চতুর্থতঃ নিঃস্বভাব বলিলে সৃষ্টিও প্রলয় উভয়ই অসিদ্ধ হয়। "নিঃস্বভাব হইলেও 'নিমিত্ত' বশতঃ* প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে।" বৈশেষিকের এরূপ বাক্যেও নিত্য প্রবৃত্তি নিবৃত্তি আপত্তি হয়, কেননা উহারা নিত্য ও নিয়ত সন্নিহিত।

২ অধ্যা—২পা—৩অধি—১৫সূ—১৮৭ সা সং

৩ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—বৈশেষিক মত খণ্ডন।

১৫ সূ—রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়োদর্শনাৎ।

ব, অ,—রূপাদি বিশিষ্ট পদার্থ স্থূল ও অনিত্য দৃষ্ট হয়।

---

* বৈশেষিক মতে 'নিমিত্ত'—কাল, অদৃষ্ট ও ঈশ্বরেচ্ছা।

ব্যা, বি,—বিপর্য্যয়ঃ = অণুত্বনিত্যত্ববিপরীতং = স্থূলত্বানিত্যত্বং।

দীপিকা—নিত্যস্যাবিপর্য্যয়োঽনিত্যত্বং অণূনাং, কুতঃ, রূপাদিমত্ত্বাৎ, রূপাদিমতাং ঘটাদীনাং অনিত্যত্বদর্শনাৎ কর্ম্ম-ব্যতিরিক্তস্য নিমিত্তস্য দুর্ল্লভত্বং সমুচ্চিনোতি।

তাৎপর্য্য—বৈশেষিক মতে—"চতুর্ব্বিধ পরমাণুর রূপরসাদি গুণ আছে। রূপাদিমান্ পরমাণু নিত্য এবং ভৌতিক পদার্থ সকলের উৎপাদক।" খণ্ডন—এ কল্পনা অযুক্ত, কারণ রূপাদি আছে বলিলে 'স্থূলত্ব ও অনিত্যত্ব' উপলব্ধ হয়। রূপাদিমানের স্থূলত্ব ও অনিত্যত্ব লোক মধ্যেও দৃষ্ট হয়, যথা বস্ত্র সূত্র অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য, সূত্র অংশু অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য। বৈশেষিক মতে নিত্যের লক্ষণ—'কারণ পরিশূন্য ভাব পদার্থ নিত্য'। প্রদর্শিত লৌকিক প্রকারে পরমাণুরও কারণ থাকা সিদ্ধ হয়। নিত্য পদার্থ পরমাণুরও কারণ ব্রহ্ম। পরমাণু যে ব্রহ্ম অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য ইহা বৈশেষিক প্রক্রিয়া দ্বারাই প্রমাণিত হয়। বৈশেষিক দর্শনে অণুর নিত্যত্ব জন্য "অবিদ্যাচ" নামক সূত্র করিয়াছেন তাহার অর্থ দৃশ্যমান মূল কারণ অপ্রত্যক্ষ এই জন্য তাহার নাম 'অবিদ্যা'। "সেই অবিদ্যা অণুনিত্যতার অন্যতম হেতু। কারণ দ্রব্যের বিনাশের প্রতি বিভাগ ও বিনাশ ব্যতীত যে তৃতীয় কারণ থাকার সম্ভাবনা তাহাই অবিদ্যা"। খণ্ডন—তাহা হইলে দ্ব্যণুকও নিত্য হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের মতে দ্ব্যণুক অনিত্য। অতএব পরমাণু রূপাদিমান্ বলিয়া স্থূল ও অনিত্য সুতরাং পরমাণুকারণ-বাদ অযুক্ত।

২অধ্যা—২পা—৩অধি—১৬সূ—১৮৮সা সং।

৭ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—বৈশেষিক খণ্ডন।

১৬ সূ—উভয়থাচ দোষাৎ।

ম, অ,—উপচয় অপচয় (কমি বেশি) এতদুভয়েই দোষ পড়ে।

ব্যা, বি,—উভয়থা = উপচয়াপচয়ৌ পরমাণূনাং।

দীপিকা—সমান-পরিমাণবত্ত্বেবা যবীয়ানামপি রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শসদ্ভাবো দোষঃ অসমানপরিমাণত্বে হেতোরসিদ্ধি-দোষঃ।

তাৎপর্য্য—পৃথিবী জল অপেক্ষা স্থূল। পৃথিবীতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ৪টী গুণ আছে, জলে রসাদি ৩টী গুণ। জল আবার তেজ অপেক্ষা স্থূল কারণ তেজের ২টী গুণ গন্ধ, স্পর্শ। তেজ বায়ু অপেক্ষা স্থূল বায়ুর একটী স্পর্শ। এইরূপ গুণের উপচয় অপচয় দেখা যায়। ইহাতে আশঙ্কা—উক্ত উপচয় অপচয় কি পরমাণুর গুণ? তবে কি পার্থিব পরমাণুর গুণ জলীয় পরমাণুর গুণ অপেক্ষা অধিক? গুণের উপচয় অপচয় স্বীকার করিলে পর-মাণুর পরমাণুত্ব থাকে না। গুণের উপচয় অপচয়ে মূর্ত্তিরও উপচয় অপচয় হয় অর্থাৎ পার্থিব পরমাণুকে গুণাধিক্য হেতু স্থূল বলিতে গেলে তাহাকে অণু বা সূক্ষ্ম বলিতে পারা যায় না। যদি গুণের উপচয় অপচয় স্বীকার না কর তাহা হইলে পৃথিবীতেও তেজের গুণ প্রতীত হইতে পারিত।

২ অধ্যা—২পা—৩অধি—১৭সূ—১৮৯সা সং।

৭ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—বৈশেষিক খণ্ডন।

১৭ সূ—অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা।

ব, অ,—(পরমাণুবাদ) মন্বাদির পরিগৃহীত নহে এজন্য অত্যন্ত

ব্যা, বি—অপরিগ্রহাৎ মন্বাদিভিঃ। অনপেক্ষা = অনাদরণীয়তা।

দীপিকা—ন পরিগ্রহোঽপরিগ্রহঃ সাংখ্যাদিবাদস্য সৎকার্য্যাদ্যংশে পরিগ্রহঃ সোঽপ্যস্য ন, তস্মাদত্যন্ত মনপেক্ষা, শিষ্টৈঃ পরিগ্রহোঽণুমাত্র মপি ন ইত্যর্থঃ।

তাৎপর্য্য—মন্বাদি ঋষিগণ প্রধান-কারণ-বাদের কোন কোন অংশ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু পরমাণুবাদের কোন অংশই গ্রহণ করেন নাই এ নিমিত্ত পরমাণুকারণবাদ আদরণীয় হইতে পারে না। বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ছয় পদার্থকে * অত্যন্ত ভিন্ন বলেন, কিন্তু গুণাদি সমবায় পর্য্যন্ত ৫টীকে 'দ্রব্যাধীন' স্বীকার করেন। কুশ, পলাশাদি পদার্থ সকল অত্যন্ত ভিন্ন ও পরস্পর স্বাধীন সুতরাং গুণ-পঞ্চক যখন ভিন্ন তখন তাহারা দ্রব্যের অধীন এ সিদ্ধান্ত অযুক্ত। 'দ্রব্য থাকিলেই গুণাদি থাকে' এরূপ বলিলে বৈশেষিকের নিজ সিদ্ধান্তে বিরোধ হয়। অগ্নি ও ধূমের যেরূপ পার্থক্য, দ্রব্যের ও গুণের সেরূপ পার্থক্য নাই সুতরাং 'গুণ' দ্রব্যের রূপ বিশেষ। যে যুক্তি দ্বারা গুণের দ্রব্যাত্মকত্ব প্রতিপন্ন হইল সেই যুক্তি দ্বারাই 'কর্ম্ম' 'সামান্য বা জাতি' 'বিশেষ' ও 'সমবায়ের' ও দ্রব্যাত্মকত্ব প্রতিপন্ন হয়। বৈশেষিকের অন্য সিদ্ধান্ত—'যুতসিদ্ধ (পৃথক্ রূপে উৎপন্ন) পদার্থদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধের নাম 'সংযোগ' এবং অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধের নাম 'সমবায়'। খণ্ডন—এ সিদ্ধান্তও ভ্রান্ত। হেতু এই যে উভয় পদার্থের কাহার 'অযুত সিদ্ধতা'? কার্য্যের পূর্ব্বে কারণের সিদ্ধতা থাকায় উভয়ের 'অযুত সিদ্ধতা' উপপন্ন হইতে পারে না। কারণ পৃথক্ সিদ্ধ, কিন্তু কার্য্য অপৃথক্ সিদ্ধ ইহা অযুক্ত। 'সম্বন্ধ' উভয়ের অধীন তাহা একের নিঃস্বরূপে অবস্থান করিতে পারে না। কারণ দ্রব্যের সহিত কার্য্যের 'সংযোগ' সম্বন্ধ হয়, কিন্তু 'সমবায়' সম্বন্ধ হইতে পারে না। 'সংযোগ' ও 'সমবায়ের' বোধক 'শব্দ' ও 'জ্ঞান' পৃথক্ রূপে থাকিতে দেখা যায় বলিয়া 'সংযোগের' ও 'সমবায়ের' পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। এক বস্তুর নানা 'শব্দ' ও 'জ্ঞান' হইতে পারে, যথা—দেবদত্ত এক বস্তু তাহার পরিচায়ক নানা 'শব্দ' ও 'জ্ঞান' হইতে পারে যেমন দেবদত্ত ব্রাহ্মণ, যুবা, মাতুল, পণ্ডিত ইত্যাদি। পরমাণু আত্মা ও মন ইহাদের প্রদেশ (অংশ) নাই। প্রদেশবান্ দ্রব্যেতেই প্রদেশবান্ দ্রব্যের সংযোগ হইতে দেখা যায়। বৈশেষিক ছয় পদার্থ কল্পনা করেন

* দ্রব্যং গুণাস্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকং, সমবায়স্তথাভাবঃ পদার্থাঃ, সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ—নব্য ন্যায় মতে 'অভাব' কে অতিরিক্ত পদার্থ বলেন।

ভাষাপরিচ্ছেদঃ।

কিন্তু তাহার অধিক আর পদার্থ কল্পিত হইতে পারে না কেন তাহার কোন যুক্তি প্রদর্শন করেন না। অন্য আপত্তি——দুই নিরবয়ব পরমাণু সংশ্লিষ্ট হইয়া কিরূপে সাবয়ব দ্ব্যণুক উৎপন্ন করিতে পারে? কাষ্ঠে (সাবয়ব) ও আকাশে (নিরবয়ব) সংশ্লেষ হয় না। পৃথিবীর নাশে দ্ব্যণুকেরও নাশ হইতে পারে, দ্ব্যণুকের নাশ হইলে সমজাতীয়তা হেতু পরমাণুরও নাশ কল্পনা কেন অসঙ্গত হইবে? তাহাতে বৈশেষিকের মত নষ্ট হয়। যদি বল পরমাণুর অবয়ব না থাকায় পরমাণুর বিভাগ ও বিনাশ নাই তাহা অযুক্ত। ঘৃত যেমন অগ্নি সংযোগে দ্রবীভূত হয়, পরমাণুপুঞ্জও সেইরূপ নানাভাব প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইবে অতএব মন্বাদির অনভিমত পরমাণু-কারণ-বাদ অযুক্ত।

৩ অধিকরণের পূর্ব্ব পক্ষ।

জনয়ন্তি জগন্নোবা সংযুক্তাঃ পরমাণবঃ ?
আদ্য কর্ম্মজ সংযোগাৎ দ্ব্যণুকাদি ক্রমাজ্জনি।

৩ অধিকরণের মীমাংসা।

সনিমিত্তা নিমিত্তাদি বিকল্পেম্বাদ্য কর্ম্মণঃ
অসম্ভবাদসংযোগে জনয়ন্তি ন তে জগৎ।

২ অধ্যা—২পা—৪অধি—১৮সূ—১৯০ সা সং।

৪ অধিকরণ—ঈশ্বরাভিন্নানাং বাহ্যবস্তুস্তিত্ববাদী-বৌদ্ধ বিশেষ সম্মতানাং পরমাণূনাং শব্দস্পর্শাদীনাঞ্চ জগদুৎপাদকত্বমত খণ্ডনং—সর্ব্বাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধমত খণ্ডন।

১৮ সূ—সমুদায় উভয় হেতুকে ঽপি তদপ্রাপ্তিঃ

ব, অ,—(পরমাণুগণের) সমুদায় (সংঘাত) উভয় হেতুতেই অযুক্ত।

ব্যা, বি,—পরমাণূনাং স্বতঃ পরতশ্চ সংঘাতকারণাভাবাৎ।

দীপিকা—চতুর্ব্বিধঃ অণুহেতুকশ্চ ভূতভৌতিক সংহতিরূপঃ সমুদায়ঃ রূপবেদনাবিজ্ঞানসংস্কারহেতুকশ্চ পঞ্চস্কন্ধীরূপঃ তস্মিন্নুভয় হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ তস্য সমুদায়স্য অপ্রাপ্তিঃ অসিদ্ধি রচেতনত্বাৎ সমুদায়স্যচ অবস্তুত্বাৎ অস্য স্থিরস্য চেতনস্য সংহর্তু রসত্ত্বাৎ।

তাৎপর্য্য—বৌদ্ধদিগের মধ্যে তিন প্রকার মতভেদ আছে ১ সর্ব্বাস্তিত্ববাদী (মাধ্যমিক) ২ বিজ্ঞানাস্তিত্ববাদী (যোগাচারী) এবং ৩ সর্ব্ব-শূন্যবাদী (সৌগত)। ১ সর্ব্বাস্তিত্ববাদিগণ বাহ্য (ভূত, ভৌতিক) ও আন্তর (চিত্ত, চৈত্ত) পদার্থ সকলের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। ২ বিজ্ঞানাস্তিত্ববাদিগণের মতে বাহিরে কিছুই নাই সমস্তই বিজ্ঞান (আন্তর) এবং ৩ সর্ব্বশূন্যবাদিগণ বাহ্য ও আন্তর কোন বস্তুই স্বীকার করেন না। সর্ব্বাস্তিত্ববাদী বলেন ক্ষিত্যাদিভূত, রূপাদি বিষয় ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমূহ ভৌতিক, পার্থিব, জলীয়, তৈজস এই চারি জাতীয় পরমাণু হইতে উৎপন্ন। ইহারা যথাক্রমে খর, উষ্ণ, ও চলন স্বভাবান্বিত। এই সকল পরমাণু সংঘাত প্রাপ্ত হইয়া পৃথিব্যাদি উৎপন্ন করে। ১ রূপ ২ বিজ্ঞান ৩ বেদনা ৪ সংজ্ঞা ও ৫ সংস্কার এই 'পঞ্চ স্কন্ধ' (আন্তর বা অধ্যাত্ম) সংহত হইয়া আন্তর ব্যবহার নির্ব্বাহিত হয়। ১ম মত খণ্ডন—উভয় বিধ (ভৌতিক ও আন্তর) পদার্থ সকলের 'সমুদায় বা সংঘাতে' বাধা আছে। বাধা এই যে উক্ত মতে সংঘাত জনক পদার্থ মাত্রেই অচেতন, পরমাণুও অচেতন ও স্বতন্ত্র। উক্ত মতে এমন কোন চেতনের উল্লেখ নাই যদ্দ্বারা নিয়মিত হইয়া 'সংঘাত' উৎপন্ন করিতে পারে। যদি বল পরমাণু সকল স্বতঃই প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে অবিশ্রান্ত সৃষ্টিই হয়, প্রলয় হয় না। এবং 'আশয়' বা বিজ্ঞান-প্রবাহ প্রতি-বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন কি না? তাহাও নিরূপিত হয় না! ক্ষণিক পদার্থে প্রবৃত্তিও অযুক্ত। এই সকল কারণ বশতঃ 'সমুদায়' বা 'সংঘাত' অসিদ্ধ হওয়ায় উক্ত মত অযুক্ত।

২ অধ্যা—২পা—৪অধি—১৯সূ—১৯১সা সং।

৪ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—২য় বৌদ্ধ মত খণ্ডন।

১৯সূ—ইতরেতর প্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎ-পত্তিমাত্র নিমিত্তত্বাৎ।

ব, অ,—(অবিদ্যাদি) ইতরেতর বা পরস্পরের উৎপত্তি কারণ মাত্র হইতে পারে কিন্তু সংঘাত কারণ হইতে পারে না।

ব্যা, বি,—তেষামুৎপত্তৌ নিমিত্তত্বং নতু সংঘাতে নিমিত্তত্বম্।

দীপিকা—অবিদ্যা সংস্কারবিজ্ঞানাদীনাং স্থিরস্য চেতনস্যাসত্ত্বেঽপি ইতরেতর প্রত্যয় ইতরেতর কারণত্বং তস্মাদিতি চেৎ ন, উৎপত্তৌ কেবলং নিমিত্তম্ বিদ্যাদিতরেতর নতু সংঘাতোৎপত্তাবিতিমাত্র শব্দার্থঃ।

তাৎপর্য্য—উক্ত বৌদ্ধ মতে পশ্চাল্লিখিত অবিদ্যাদির পর পর নিমিত্তত্ব বা কারণত্ব আছে। তদ্দ্বারা লোকযাত্রা নির্ব্বাহিত হয়। অবিদ্যাদি—১ অবিদ্যা (ক্ষণিক স্থিরজ্ঞান) ২ সংস্কার (রাগদ্বেষাদি) ৩ বিজ্ঞান (সংস্কার প্রভব) ৪ নামরূপ (শুক্র শোণিত) ৫ ষড়ায়তন (বিজ্ঞান, রূপ, ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু) ৬ স্পর্শ (নাম, রূপ, ইন্দ্রিয়) ৭ বেদনা (সুখ দুঃখ) ৮ তৃষ্ণা (ভোগেচ্ছা) ৯ উপাদান (প্রবৃত্তি) ১০ ভব (পুনঃ পুনঃ জন্ম) ১১ জাতি (বিশেষ বিশেষ দেহ প্রাপ্তি।) ১২ জরা ১৩ মৃত্যু ১৪ শোক ১৫ পরিবেদনা প্রভৃতি। ইহাদের অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান ইত্যাদিরূপে পর পর উৎপত্তি। খণ্ডন—এই অবিদ্যাদি পরস্পর নিমিত্ত নৈমিত্তিক ভাবে আবর্ত্তিত হওয়ায় সংঘাত যদিও সিদ্ধ হয় বটে কিন্তু তাহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব পর পরের কারণ ইহা কিরূপে সঙ্গত? যদি বল সংসার অনাদি এই জন্য একটী সংঘাতের পর আর একটী সংঘাত জন্মে। ইহাও অসঙ্গত কেননা পূর্ব্ব সংঘাত ও পর সংঘাত উভয়ে তুল্য কি না তাহার কোন নিয়ম নাই। নিয়ম স্বীকার করিলে জীবের বিভিন্ন যোনি প্রাপ্তি অসঙ্গত, এবং স্বীকার না করিলে স্বমত ভঙ্গ হয়। উক্ত বৌদ্ধ মতে জীবকে 'ক্ষণিক' বলেন

কিন্তু তাহাতে ভোগ মোক্ষাদি কিরূপে সঙ্গত ? অতএব 'অবিদ্যাদির সংঘাত সিদ্ধ হইতে পারে না।

২ অধ্যা—২পা—৪অধি—২০সূ—১৯২সা সং।

৪ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—বৈনাশিক খণ্ডন।

২০ সূ—উত্তরোৎপাদেচ পূর্ব্বনিরোধাৎ।

ব, অ,—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বস্তুর নাশে পর পর বস্তুর উৎপত্তি।

ব্যা, বি,—উত্তরেষাং=সংস্কারাদীনাং। উৎপাদে=উৎপত্তিকালে পূর্ব্বেষাং=অবিদ্যাদীনাং।

দীপিকা—উত্তরস্য কার্য্যস্য উৎপাদে উৎপত্ত্যবসরে পূর্ব্বস্য নিরোধাদ্যসত্ত্বাৎ।

তাৎপর্য্য—বৈনাশিক বা ক্ষণিক বাদী বৌদ্ধ মত—পর জন্ম 'ক্ষণ' (ক্ষণস্থায়ী কাল) জন্মিবামাত্র 'পূর্ব্ব ক্ষণ' ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। খণ্ডন—এতদ্দ্বারা পূর্ব্ব পর বস্তুদ্বয়ের 'হেতু-ফল-ভাব' (কার্য্যকারণভাব) উপপন্ন হয় না। অভাবান্বিত পূর্ব্ব ক্ষণ বস্তু উত্তর ক্ষণের উৎপাদক হইতে পারে না। 'পূর্ব্ব ক্ষণের' ভাবাবস্থায় 'পর ক্ষণের' উৎপত্তি এরূপ বলিলে বৌদ্ধের ক্ষণিক বাদ থাকে না। উৎপত্তি ও নিরোধের পার্থক্য স্বীকার করিলে বস্তুর আদি, মধ্য ও অন্ত স্বীকার করিতে হয়। তদ্দ্বারাও 'ক্ষণিকবাদ' ভঙ্গ হয়। অতএব সৌগত মত অযুক্ত।

২অধ্যা—২পা—৪অধি—২১সূ—১৯৩ সা সং।

৪ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—বৈনাশিক খণ্ডন।

২১ সূ—অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্য মন্যথা বা।

ব, অ,—কারণ অভাবে কার্য্যোৎপত্তি বা কার্য্যকারণের যুগপৎ অবস্থিতি স্বীকার করিলে 'প্রতিজ্ঞা হানি' দোষ হয়।

ব্যা, বি,—অসতি =(পূর্ব্ব ক্ষণে) অবিদ্যমানে। উপরোধঃ =হানিঃ, যৌগপদ্যং=সহাবস্থানং।

দীপিকা—অসতি কারণে কার্য্যস্যোৎপাদে প্রতিজ্ঞায়া শ্চতুর্ব্বিধান্ হেতূন্ প্রতীত্যচ তদুৎপদ্যতে ইত্যস্যাঃ উপরোধঃ বাধঃ। অন্যথা কার্য্যস্য ক্ষণে কারণস্য সত্ত্বে কার্য্যকারণয়োঃ যৌগপদ্যং তত্রাপি ক্ষণিকাঃ সর্ব্বে সংস্কারা ইতি প্রতিজ্ঞো-পরোধঃ।

তাৎপর্য্য—'কারণ বস্তুর অভাবে কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে' এরূপ বলিলে ক্ষণিকবাদিগণের প্রতিজ্ঞাহানি হয়। প্রতিজ্ঞা—"চতু-র্ব্বিধান্ হেতূন্ প্রতীত্য চিত্তচৈত্তা উৎপদ্যন্তে"। আবার যদি 'পূর্ব্বক্ষণ বস্তু উত্তরক্ষণ বস্তুর উৎপত্তি পর্য্যন্ত অবস্থান করে' এরূপ স্বীকার করা যায় তাহা হইলে কার্য্য কারণের যৌগপদ্য বা যুগপৎ অবস্থিতি মানিতে হয় সুতরাং তাহাতেও তাঁহাদের ক্ষণিকবাদ নষ্ট হয়।

২ অধ্যা—২পা—৪ অধি—২২ সূ—১৯৪ সা সং।

৪ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—পূর্ব্বোক্ত।

২২ সূ—প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধা-প্রাপ্তি রবিচ্ছেদাৎ।

ব, অ,—(কারণ ও কার্য্যের) অবিচ্ছেদ বলিতে গেলে 'প্রতি সংখ্যা নিরোধ' ও 'অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ' সঙ্গত হইতে পারে না।

ব্যা, বি,—অবিচ্ছেদঃ=বিচ্ছেদাভাবঃ। অপ্রাপ্তিঃ অযুক্তঃ।

দীপিকা—বুদ্ধিপূর্ব্বকোনিরোধঃ প্রতিসংখ্যানিরোধঃ তদ্বিপরীতোঽপ্রতিসংখ্যানিরোধঃ। তস্য সুগতানামভিহিতস্য নিরোধস্য সন্তানস্য নিত্যত্বাৎ সন্তানিনাঞ্চ বিনাশস্য কর্ত্তু-

মশক্যত্বাৎ অভাবে নাস্যৈবাসত্ত্বং তয়োঃ নিরোধয়ো রপ্রাপ্তে রভাবাৎ অবিচ্ছেদাৎ সন্তান-সন্তানিনোঃ।

তাৎপর্য্য—সৌগতগণ স্বরূপশূন্য তিনটী অভাব স্বীকার করেন ১ প্রতিসংখ্যানিরোধ ২ অপ্রতিসংখ্যানিরোধ এবং ৩ আকাশ। বুদ্ধি পূর্ব্বক বিনাশের নাম 'প্রতিসংখ্যানিরোধ', অবুদ্ধি পূর্ব্বক বিনাশের নাম 'অপ্রতিসংখ্যানিরোধ' এবং আবরণাভাবের নাম 'আকাশ'। এই মত খণ্ডন--সৌগত মতে যখন 'প্রবাহের' 'বিচ্ছেদ' নাই তখন 'প্রতিসংখ্যা-নিরোধ' কাহার বলা যাইবে? সন্তানী পদার্থ সকল সন্তান বা প্রবাহ মধ্যে কার্য্য কারণ রূপে অনুভূত হয় সুতরাং সন্তান বা প্রবাহের নিরোধ অসঙ্গত আবার কোন 'পদার্থের' যখন 'নিরন্তর বিনাশ' নাই তখন 'পদার্থের নিরোধও' বলা যায় না। তজ্জন্য সৌগতগণের 'প্রতিসংখ্যা ও অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ' অযুক্ত।

২ অধ্যা—২পা—৪অধি—২৩সূ—১৯৫ সা সং

৪ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—সৌগত নিরাস।

২৩সূ—উভয়থাচ দোষাৎ।

ব, অ,—প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ উভয় প্রকারেই দোষাপত্তি হয় এজন্য সৌগত মত অযুক্ত।

ব্যা, বি,—উভয়থা=উভয় প্রকার নিরোধে।

দীপিকা—উভয়থা যদি জ্ঞানেন নির্হেতুক বিনাশাভ্যুপ-গমদোষশ্চেৎ জ্ঞানতৎসাধনোপদেশবৈয়র্থ্যদোষ স্তস্মাৎ চকার স্তৎপ্রতিসংখ্যানিরোধে সংকরসমুচ্চয়ার্থঃ।

তাৎপর্য্য—সৌগত মতে—'অবিদ্যাদির নিরোধে (বিনাশে) মোক্ষ।' খণ্ডন—উক্তমতে আপত্তি এই—'অবিদ্যাদির' নিরোধ 'সসহায়'

কি 'নিঃসহায় ?' যম নিয়মাদি 'সসহায়' বলিলে 'সমুদয় পদার্থ স্বভাবতঃ ক্ষণবিনাশী' এই প্রতিজ্ঞা নষ্ট হয়। আবার 'নিঃসহায় বা স্বতঃ' বলিলেও 'অবিদ্যাদির নিরোধের' উপদেশ থাকে না। এইরূপে উভয় প্রকারেই দোষাপত্তি হওয়ায় সৌগত মত অযুক্ত।

২ অধ্যা—২পা—৪অধি—২৪সূ—১৯৬ সা সং।

৪ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—সৌগতের নিরাস।

২৪ সূ—আকাশে চাবিশেষাৎ।

ব, অ,—আকাশের ও নিরোধের বিশেষ কারণ থাকায় অসঙ্গত।

ব্যা, বি,—অবিশেষাৎ=অভাবত্বাৎ নিরোধত্বাৎ।

দীপিকা—আকাশস্য সত্ত্বমুপপন্নং নিরোধয়োরিব, যথা গন্ধাদয়ো গুণাঃ পৃথিব্যাদয়ো ভাবা স্তথা শব্দো গুণোঽপ্যাকাশো ভাবঃ অবিশেষাচ্চকারএবানেকাবরণভাবানুপপত্ত্যাদি সমুচ্চিনেতি।

তাৎপর্য্য—সৌগত মতের 'প্রতিসংখ্যা নিরোধাদির' ন্যায় 'আকাশ নিরোধও' অসমঞ্জস। তাঁহাদের মতে 'আবরণাভাবের নাম আকাশ কিন্তু 'আবরণাভাব' বলিলে তাঁহাদের স্বমত-ভঙ্গ-দোষ হয়, কারণ তাঁহাদের 'প্রশ্নোত্তর' নামক শাস্ত্রে 'আবরণাভাব' প্রতীত হয় না। প্রশ্ন যথা—'বায়ু কাহার আশ্রিত ?' উত্তর—বায়ু আকাশাশ্রিত। এতদ্দ্বারা আকাশের বস্তুত্ব উপলব্ধ হয়। উক্ত সৌগত মতে দ্বিবিধ নিরোধ ও আকাশ অবস্তু কিন্তু তাহাও অসঙ্গত বাক্য। 'আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ' এ শ্রুতিবাক্য দ্বারা আকাশের বস্তুত্ব সিদ্ধ হয়। আকাশের 'বস্তুত্ব' অনুমিতও হয়। অতএব সৌগত মত অযুক্ত।

২ অধ্যা—২ পা—৩অধি—২৫সূ—১৯৭ সা সং।

৪ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—সৌগত নিরাস।

২৫ সূ—অনুস্মৃতেশ্চ।

ম, অ,—(অনুভব কর্ত্তাতেই) পূর্ব্বানুভব বা অনুস্মৃতি প্রাপ্তি হয়।

ব্যা, বি,—অনুস্মৃতিঃ=অনুভবসম্ভূতা যা স্মৃতিঃ।

দীপিকা—অনুভবমনুজায়মানা স্মৃতি স্তস্যাঃ কর্ত্তুঃস্বানুভবস্মৃত্যো রেকাধিকরণত্বাৎ দৃষ্টান্তেনান্যেষামপি চকারো জ্ঞানস্যাপি সমুচ্চয়ার্থঃ।

তাৎপর্য্য—অনুভব হইতে জাত স্মৃতিকে 'অনুস্মৃতি' বলে। একের 'উপলব্ধ' অন্যে 'স্মরণ' করিতে পারেন না। 'দর্শন' ও 'স্মরণ' ক্রিয়ার যে কর্ত্তা এক, তদ্বিষয়ে 'প্রত্যক্ষ' ও 'প্রত্যভিজ্ঞা' প্রমাণ আছে। 'আমি পূর্ব্বে ইহা দেখিয়াছিলাম ও এখনও দেখিতেছি' এই দুই কালীন 'দর্শন' ক্রিয়ার কর্ত্তাও ভিন্ন নহে। যখন 'দর্শন' ও 'স্মরণের' এক সম্বন্ধ প্রতীত হয় তখন সৌগতের ক্ষণিকবাদ অযুক্ত। সৌগতের আপত্তি—'জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত অসংখ্য কর্ত্তা হইতেছে তাহারা সকলে বিভিন্ন কিন্তু 'সাদৃশ্য' ও 'অবিচ্ছেদে উৎপন্ন' এই দুই কারণ বশতঃ 'এক' বলিয়া প্রতীত হয়। খণ্ডন—'ইহা সে বস্তুর সদৃশ' এই সাদৃশ্য 'ইহা' ও 'সেই' এই বস্তু দুয়ের অধীন। পূর্ব্বোত্তর পদার্থের সাদৃশ্যের গ্রাহক আছে স্বীকার করিয়া 'ক্ষণদ্বয়াবস্থান' স্বীকার করিলে তদ্দ্বারা 'ক্ষণিকবাদ' নষ্ট হয় 'তেন' ও 'ইদং এই দুই শব্দদ্বারা বিভিন্ন পদার্থের গ্রহণ হয় কিন্তু অভেদস্থলে' তাহার সদৃশ' এইরূপ বোধ জন্মে। বাহ্যবস্তুতে 'ভ্রম' হইতে পাবে কিন্তু 'উপলব্ধ বিষয়ের অনুস্মৃতিতে' কোন 'ভ্রম বা সন্দেহ' হয় না অতএব বৈনাশিকগণের 'ক্ষণভঙ্গবাদ' অযুক্ত।

২ অধ্যা—২পা—৪অধি—২৬সূ—১৯৮সা সং।

৪ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—সৌগত নিরাস।

২৬ সূ—নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ।

ব, অ,—অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি দৃষ্ট হয় না।

ব্যা, বি,—"নাসতোবিদ্যতে ভাবঃ"। দৃষ্টত্বং=দর্শনং।

দীপিকা—অসতোঽবিদ্যমানান্মৃদাদের্ঘটাদিকং ন জায়তে কুতঃ, মৃদাদে রসত্ত্বে ঘটাদেরদৃষ্টত্বাৎ।

তাৎপর্য্য—বৈনাশিক মতে "অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি" বিনাশ ব্যতীত কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না। বীজ বিনষ্ট হইয়া অঙ্কুর হয়, দুগ্ধ বিনাশে দধি ইত্যাদি। কূটস্থ বিনষ্ট না হইয়া 'বস্তু' জন্মিলে 'সকল বস্তু' হইতে 'সকল বস্তু' জন্মিতে পারিত। এজন্য 'অভাবই' "ভাব বস্তুর উৎপাদক।" খণ্ডন—যদি অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় তাহা হইলে কারণের প্রয়োজন হয় না। 'দুগ্ধ হইতে দধির জন্ম' ইত্যাদি স্থলেও 'বিশেষ কারণ' আছে। 'শশশৃঙ্গ' হইতে অঙ্কুর হয় না। ঘটাদি মৃত্তিকান্বিত। সুবর্ণ ও অলঙ্কারে কারণ-কার্য্য-ভাব দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বাবস্থ বীজ বিনষ্ট না হইতে হইতেই উত্তরাবস্থ অঙ্কুরের উৎপাদক হয়। অতএব অসৎ হইতে ভাবোৎপত্তি দৃষ্ট না হওয়ায় বৈনাশিক বাদ অযুক্ত।

২ অধ্যা—২পা—৪অধি—২৭সূ—১৯৯ সা সং।

৪ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—সৌগত নিরাস।

২৭ সূ—উদাসীনানা মপি চৈবং সিদ্ধিঃ।

ব, অ,—(এরূপ হইলে) উদাসীন বা নিশ্চেষ্ট পুরুষেরও বিনা চেষ্টায় কার্য্যসিদ্ধি হইত।

ব্যা, বি—উদাসীনানাং=নিশ্চেষ্ট পুরুষাণাং।

দীপিকা—এবমভাবাদ্ভাবোৎপত্তৌ কুসূলনিহিত কুল্মাষাণা মুদাসীনকৃষীবলানাং কৃষি মকুর্ব্বতামপি সিদ্ধিঃ ইত্যনেন পিণ্ডাদীনাং কারণত্বসমুচ্চয়ার্থঃ চকারঃ।

তাৎপর্য্য—অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইলে উদাসীন বা নিশ্চেষ্ট পুরুষেরও (চেষ্টা ব্যতিরেকে) অভিমত সিদ্ধ হইত। ক্ষেত্র কর্ষণাদি না করিয়াই কৃষকগণ ভাল শস্য লাভ করিত। বিনাসূত্রে বস্ত্র উৎপন্ন হইত। বৈনাশিকগণও স্বীকার করেন 'চতুর্ব্বিধ পরমাণু হইতে ভূত ভৌতিক সকল বস্তু উৎপন্ন হয়।' অতএব প্রদর্শিত কারণে বৈনাশিক সৌগতগণের 'ক্ষণিকবাদ' অযুক্ত।

৪ অধিকরণের পূর্ব্ব পক্ষ।

সমুদায়ৌ বুভৌ যুক্তাবযুক্তৌ বা হণুহেতুকঃ ?
একো পরঃ স্কন্ধহেতু রিত্যেবং যুজ্যতে দ্বয়ং।

৪ অধিকরণের মীমাংসা।

স্থিরচেতনরাহিত্যাৎ স্বয়ঞ্চাচেতনত্বতঃ
নস্কন্ধানামণূনাং বা সমুদায়োহত্রযুজ্যতে।

২অধ্যা—২পা—৫অধি—২৮সূ—২০০ সা সং।

৫ অধিকরণ— বিজ্ঞানবাদি-বৌদ্ধ-সম্মত-বিজ্ঞানস্য জগৎ কর্তৃত্বাদি খণ্ডনম্—বিজ্ঞান-বাদি-বৌদ্ধমতে 'বিজ্ঞান প্রভব জগৎ', এইরূপ মত খণ্ডন। উপ—যোগাচারী নিরাস।

২৮ সূ—নাভাব উপলব্ধেঃ।

ব, অ,—(বাহ্য বস্তুর) অভাব উপলব্ধ হয় না।

ব্যা, বি—অভাবো বাহ্যার্থানা মিতি যোজনীয়ং।

দীপিকা—বাহ্যানাং অর্থানাং নাভাবঃ অসত্ত্বং কুতঃ তেষাং কুম্ভাদীনাং তত্তৎ প্রত্যয়ে রূপলম্ভন মুপলব্ধিঃ তস্যাঃ।

তাৎপর্য্য—'যোগাচারী' নামক বৌদ্ধগণের মত—"বাহিরের সমস্ত বস্তুই 'অভাব' অর্থাৎ বাহিরে কোন কিছুই নাই, 'আন্তরিকবিজ্ঞানই' ভাব বা বস্তু। 'প্রমাণ' প্রমেয়াদি' সমস্তই আন্তরিক, বাহ্যে কিছুই নহে। বুদ্ধিতে আরূঢ় না হইলে 'প্রমেয়াদি' ব্যবহার হয় না. এজন্য তাহারা সমস্তই বুদ্ধির আকার।" উক্ত মতে—বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব অসম্ভব। 'জ্ঞান' ও 'বিষয়ে' সহোপলব্ধি আছে কারণ 'জ্ঞান' ব্যতীত বিষয় অনুভূত হয় না। 'জ্ঞানই' পূর্ব্বক্ষণে 'বাহ্য বস্তুর আকার' হইয়া দ্বিতীয় ক্ষণে তত্তৎ বস্তুর 'গ্রাহকাকার' প্রাপ্ত হয়। স্বপ্নদর্শন, মরীচিকায় জলদর্শন ইত্যাদি দৃষ্টান্তে বাহিরে তত্তৎ বস্তু না থাকিলেও অন্তরে গ্রাহ্য ও গ্রাহক আকারে প্রকাশিত হয়। বাসনার বিচিত্রতায় জ্ঞানের বিচিত্রতা উৎপন্ন হয় এই সকল যুক্তি দ্বারা 'বাহিরে কিছুই নাই সমস্তই অন্তরে।' খণ্ডন—বাহ্য বস্তুর 'অভাব' সঙ্গত নহে। 'প্রতিজ্ঞানেই' বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। 'বিষয়' না থাকিলে 'বিষয়ের সারূপ্যও' থাকে না। 'বস্তু' ও 'বস্তুবিষয়ক জ্ঞান' বিভিন্ন। 'ঘট দর্শন' ও 'ঘট স্মরণ' এস্থলে 'দর্শন' ও 'স্মরণ' ভিন্ন পদার্থ বটে, কিন্তু বস্তু (ঘট) ভিন্ন পদার্থ নহে। বেদান্ত-শাস্ত্র বিজ্ঞানকে 'অনুভব-স্বরূপ' স্বীকার করেন না। বেদান্ত মতে বিজ্ঞানাতিরিক্ত 'আত্মাই' সকলের প্রকাশক। বৌদ্ধগণ 'বিজ্ঞানের' উৎপত্তি, বিনাশ ও নানাত্ব স্বীকার করেন অথচ 'সাক্ষী' শব্দেও 'বিজ্ঞান'কে বাচ্য করেন, কিন্তু সাক্ষী স্বয়ং সিদ্ধ। স্বয়ং-সিদ্ধ বস্তুর উৎপত্তিবিনাশাদি সঙ্গত নহে। 'জ্ঞান' ঘটাদির ন্যায় উৎপত্তি-বিনাশশীল বস্তু। সাক্ষী ও জন্য-জ্ঞান সমান নহে।

২ অধ্যা—২পা—৫অধি—২৯সূ—২০১ সা সং।

৫ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—পূর্ব্বোক্ত খণ্ডন।

২৯ সূ—বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ।

ব, অ,—(স্বপ্নজ্ঞান ও জাগ্রদ্ জ্ঞান) পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব। স্বপ্নজ্ঞানের ন্যায় জাগ্রদ্ জ্ঞান বিনাবলম্বনে উৎপন্ন হইতে পারে না।

ব্যা, বি,—বৈধর্ম্ম্যাৎ বিরুদ্ধস্বভাবাৎ।

দীপিকা—বিরুদ্ধধর্ম্ময়ো র্ভাবো বৈধর্ম্ম্যং বাধত্বাবাধত্বে ন, তস্মান্নায়ং স্বপ্নাদিবদ্বাহ্যো হ্যর্থজ্ঞানাকারঃ, আদি শব্দেন মায়ারচনাদিকং।

তাৎপর্য্য—যোগাচারী মতে 'স্বপ্ন বিজ্ঞান যেমন বিনা বাহ্য বস্তু অবলম্বনে উৎপন্ন হয় সেইরূপ 'জাগ্রদ্বিজ্ঞানও' বিনা অবলম্বনে উৎপন্ন।" খণ্ডন—জাগ্রদ্বিজ্ঞান ও স্বপ্ন-বিজ্ঞান বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ স্বভাব। স্বপ্নদৃষ্ট (শুভাদি) 'বাধিত' বা মিথ্যা। কিন্তু জাগ্রদ্দৃষ্ট বস্তু 'বাধিত' নহে। স্বপ্ন দর্শন 'স্মৃতি বিশেষ' কিন্তু জাগ্রদ্জ্ঞান 'উপলব্ধি'। বিদ্যমান বিষয়েই 'উপলব্ধি' ও 'অবিদ্যমান বিষয়ে 'স্মৃতি' হইয়া থাকে। অগ্নি ও জল যেমন বিরুদ্ধ স্বভাব জাগ্রদ্বিজ্ঞান ও স্বপ্ন বিজ্ঞান সেইরূপ বিরুদ্ধ-স্বভাব। এজন্য বিনা অবলম্বনে জাগ্রদ্বিজ্ঞান জন্মাইতে পারে না।

২অধ্যা—২পা—৫অধি—৩০সূ—২।২ সা সং।

৫ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—বৌদ্ধ নিরাস।

৩০ সূ—ন ভাবোহনুপলব্ধেঃ।

ব, অ,—বাহ্য বস্তু অভাবে (বাসনার) ভাব বা অস্তিত্ব উপলব্ধ হয় না।

ব্যা, বি—ভাবঃ=অস্তিত্বং। জ্ঞানবৈচিত্র্যানুপলব্ধেঃ।

দীপিকা—বাসনানাং বিচিত্রাণাং ন ভাবো ন সত্ত্বা, কুতঃ অনুপলব্ধেঃ। বাহ্যনামর্থানামভাবঃ।

তাৎপর্য্য—যোগচারী মতে—'বাসনার' বিচিত্রতা অনুসারে 'জ্ঞানেরও' বিচিত্রতা। খণ্ডন—বাহ্য বস্তুর অভাবে বাসনার অস্তিত্ব (ভাব) সঙ্গত হইতে পারে না। পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান জন্মিলে বিচিত্র বাসনা জন্মিতে পারে, কিন্তু পদার্থজ্ঞান ব্যতিরেকে 'পদার্থ-জ্ঞান-সংস্কার' হইতে পারে না। 'বাসনা' এক প্রকার সংস্কার। সংস্কার কখনও নিরাশ্রয় থাকিতে পারে না। কিন্তু বৌদ্ধ মতে বাসনার 'আশ্রয়ের' কোন উল্লেখ নাই। অতএব উক্ত মত অসমঞ্জস।

২ অধ্যা—২পা—৫অধি—৩১সূ—২০৩ সা সং।

৫ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—বৌদ্ধ খণ্ডন।

৩১ সূ—ক্ষণিকত্বাচ্চ।

ব, অ—(আলয় বিজ্ঞানের) ক্ষণিকত্ব প্রযুক্ত উক্ত মত অযুক্ত।

ব্যা, বি,—ক্ষণিকত্বহেতোঃ আলয়বিজ্ঞানং ন স্যাৎ।

দীপিকা—আলয়বিজ্ঞানস্য স্থাপিতোঽপসিদ্ধান্তঃ ক্ষণিকত্বে আশ্রয়াভাব ইত্যর্থঃ। বাহ্যার্থস্যাসত্ত্বে আলয়বিজ্ঞানস্যাপ্যসামর্থ্যম্।

তাৎপর্য্য—যোগচারী মতে 'অহং জ্ঞানের' নাম 'আলয় বিজ্ঞান'। আলয় বিজ্ঞান 'বাসনার আশ্রয়।' খণ্ডন—'আলয়বিজ্ঞানও' 'নীলপীতাদি স্বরূপ বিজ্ঞানের' ন্যায় 'ক্ষণিক।' আলয় বিজ্ঞানকে 'স্থির' বা 'আকস্মিক' বলিলে তাঁহাদের ক্ষণিক বাদ অর্থাৎ 'সমস্তই ক্ষণিক' এরূপ প্রতিজ্ঞা নষ্ট হয় 'ক্ষণিক আলয় বিজ্ঞান' কিরূপে 'বাসনার আশ্রয়' হইতে পারে? জাগ্রৎ প্রপঞ্চ সমস্তই শূন্য ইহার মূলও শূন্য এ প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব উক্ত মত অযুক্ত।

৫ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—বৌদ্ধ খণ্ডন।

৩২ সূ—সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ।

ব, অ,—(বৌদ্ধ মতের পোষক কোন যুক্তির) উপপত্তি হয় না।

ব্যা, বি—সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারেণ যুক্তিরাহিত্যাৎ।

দীপিকা—সর্ব্বথা সর্ব্বং ক্ষণিক মিত্যাদ্যেনুতিষ্ঠতাং পরস্যাপি নেত্যাদি শব্দতঃ অনুপপত্তেঃ চকারঃ বেদবিরোধ-সমুচ্চয়ার্থঃ।

তাৎপর্য্য—সর্ব্বাস্তিত্ববাদী, বিজ্ঞানাস্তিত্ববাদী ও শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ যেরূপ উপদেশ করিয়া থাকেন তাহার কোন অংশই গ্রহণীয় নহে। তাঁহাদের পরিপোষক যুক্তিও পাওয়া যায় না। অতএব বৌদ্ধমত অসমঞ্জস।

৫ম অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

বিজ্ঞানস্কন্ধমাত্রত্বং যুজ্যতে বা ন যুজ্যতে?
যুজ্যতে, স্বপ্ন দৃষ্টান্তাৎ বুদ্ধেৈব ব্যবহারতঃ।

৫ম অধিকরণের মীমাংসা।

অবাধাৎ স্বপ্ন বৈষম্যং বাহ্যার্থস্তূপলভ্যতে।
'বহির্বদ' ইতি তেহ প্যুক্তিনাহতো ধী রর্থরূপভাক্।

২অধ্যা—২পা—৬অধি—৩৩সূ—২০৫সা সং।

৬ অধিকরণ—জীবাদিসপ্তপদার্থবাদিনাং বৌদ্ধান্তরাণাং

মত খণ্ডনম্—জীবাদি সপ্ত পদার্থবাদী অন্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মত খণ্ডন।

উপক্রম - জৈন নিরাস।

৩৩—নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ।

ব, অ,—এক বস্তুতে যুগপৎ সদসৎ ধর্ম্মাবেশ অসঙ্গত।

ব্যা, বি,—একস্মিন্ ভয়ভাবো যুগপন্ন সংগচ্ছতে।

দীপিকা——জীবাজীবয়ো র্বন্ধমোক্ষাণাং পঞ্চাস্তিকায়ানাং সময়কল্পিতানা মনেকভেদভিন্নানাং সংক্ষেপতঃ দ্বাবেব পদার্থৌ তদ্ব্যবস্থার্থঃ 'স্যাদস্তি' 'স্যান্নাস্তি' চেদ্ বক্তব্যোঽবক্তব্যশ্চেতি ইমং সপ্তভঙ্গীনয় মুৎপাদ্যাবতারয়তি।

তাৎপর্য্য—জৈনদিগের দুই সম্প্রদায়, শ্বেতাম্বর জৈন ও দিগম্বর জৈন। ইহাদের মতে জীব, অজীব, আস্রব, সম্বর, নির্জ্জর, বন্ধ ও মোক্ষ এই সাতটী পদার্থ। তন্মধ্যে জীব ও অজীব এই দুইটী প্রধান এবং অপর পাঁচটী এতদুভয়ের অন্তর্ভূত, তাহাদের নাম 'অস্তিকায়।' তাহাদেরও আবার নানা প্রকার অবান্তর প্রভেদ আছে। ইঁহারা 'সপ্তভঙ্গী নয়দ্বারা' বস্তুতত্ত্ব বিচার করেন। 'স্যাদস্তি' 'স্যান্নাস্তি' প্রভৃতি সপ্তপ্রকার ভঙ্গী বা বিভাগ থাকায় তাহাদের যুক্তির নাম 'সপ্তভঙ্গী ন্যায়।' খণ্ডন—উক্ত মতও অযুক্ত। যেমন কোন বস্তু যুগপৎ শীতোষ্ণ হইতে পারে না, সেইরূপ কোন বস্তু যুগপৎ 'সৎ' ও 'অসৎ' হইতে পারে না। উক্তমতে 'বস্তুর স্বরূপ' অনিশ্চিত সুতরাং তদ্বিষয়ক জ্ঞানও অনিশ্চিত। 'পঞ্চ অস্তিকায়'ও অসম্ভব এবং জীবাদি পদার্থের 'সদসৎ' 'ধর্ম্মের' সমাবেশও অসম্ভব। জৈনগণ 'পুদ্গল' নামক পরমাণুপুঞ্জ হইতে পৃথিব্যাদির যে জন্ম কল্পনা করেন, পরমাণুবাদ নিরাসে সে কল্পনাও নিরস্ত হয়। অতএব জীবাদি সপ্তপদার্থবাদী জৈনমত অসমঞ্জস।

২ অধ্যা—২পা—৬অধি—৩৪সূ—২০৬সা সং।

৬ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—জৈন নিরাস।

৩৪ সূ—এবং চাত্মাঽকার্ৎস্নম্।

ব, অ,—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে 'আত্মার অকার্ৎস্ন বা মধ্যম পরিমাণ'বাদও অযুক্ত।

ব্যা, বি,—এবং = সপ্তভঙ্গীনয়বাদনিরাসেন।

দীপিকা—যথা সপ্তভঙ্গী নয়াদিকমনুপপন্নং এবমাত্মনোঽকার্ৎস্ন মসর্ব্বগতপরিমাণমপি দেহপরিমাণত্বে দেহবৎ স্যাদিত্যর্থঃ।

তাৎপর্য্য—জৈন মতে আত্মার 'মধ্যম পরিমাণ' স্বীকার করেন। তাহাও অযুক্ত। আত্মাকে 'মধ্যম পরিমাণ' বলিতে গেলে আত্মাকে 'অব্যাপী ও অপূর্ণ' বলা হয়। মানব শরীর পরিমিত আত্মা কর্ম্ম অনুসারে হস্তিশরীর পাইলে তাহাতে ব্যাপিত হইতে পারে না। জীবাংশ শরীর পরিমিত অথচ অনন্ত অসীম ইহা অনুমানগম্য নহে। এজন্য উক্ত জৈন মত অযুক্ত।

২ অধ্যা—২পা—৬অধি—৩৫সূ—২০৭সা সং।

৬ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—জৈন নিরাস।

৩৫ সূ—নচ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ।

ব, অ—(অবয়বের) পর্য্যায় বা হ্রাস বৃদ্ধি যদি স্বীকার করা যায় তাহা হইলেও জীব যে 'দেহ পরিমিত' তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না।

ব্যা, বি,—বিকারাদিভ্যঃ = বিকারিত্বাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ।

দীপিকা—ন চ পর্য্যায়া দাগমনির্গমনং তস্মাদপি নৈবানিত্যত্বাভাবে বিরোধঃ কুতঃ, বিকারাদিভ্যঃ বিকারিত্বাদি দোষাস্তেভ্যঃ। আদি শব্দেন অবয়বানামাত্মনোৎপত্তিপ্রলয়স্থাননিরূপণত্বানি।

তাৎপর্য্য—জীব যখন ভূতোৎপন্ন নহে তখন 'ভূত হইতে আগমন করে ও ভূতে গিয়া লয় হয়' ইহা সঙ্গত নহে। যদি 'অবয়ব' আইসে ও আত্মাকে প্রবৃদ্ধ করে' এরূপ বলা যায় তাহাতেও দোষ। যদি অবয়ব ক্ষীণ হইলে আত্মাও ক্ষীণ হইতে পাবে তাহা হইলে আত্মার কোন স্থিরতর পরিমাণ থাকিল না। সুতরাং 'অবয়বের' আগম নির্গমণ অযুক্ত। আত্মার স্থূল সূক্ষ্ম শরীর প্রাপ্তিতে অনিত্যতা দোষ। 'অহং বুদ্ধির' অবিচ্ছেদ ভাব স্বীকার করিলেও বিকারিত্বাদি দোষ-প্রসঙ্গ হয়। অতএব জৈনমত অযুক্ত।

২অধ্যা—২পা—৬অধি—৩৬সূ—২০৮-সা সং।

৬ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—জৈন নিরাস।

৩৬সূ—অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভত্বাদবিশেষঃ।

ব, অ,—অন্ত্যকে অবস্থিত (একরূপ) বলিলে আদ্য, মধ্য ও অবস্থিত সুতরাং কোন বিশেষ থাকে না।

ব্যা, বি—অন্ত্য = মুক্তাবস্থা। উভয়ত্বং = আদ্যমধ্যত্বম্।

দীপিকা—অন্তস্য মোক্ষাবস্থস্য পরিমাণস্য নিত্যত্বাদবস্থানমবস্থিতিঃ তস্যানুভবস্য আদিমধ্যস্থস্য পরিমাণস্য তদ্বন্নিত্যত্বম্ তস্মাৎ অবিশেষ তস্মাৎ জীবস্যানিত্যত্বম্।

তাৎপর্য্য—জৈন মতে 'অন্ত্য বা মুক্তাবস্থায়' 'জীব পরিমাণ' একরূপই থাকে। খণ্ডন—মুক্তাবস্থায় জীব পরিমাণ একরূপ হইলে আদ্য বা মধ্য অবস্থার পরিমাণও অবস্থিত বা নিত্য একরূপ। তাহাতে কোন বিশেষ থাকে না তাহা হইলে জীব অণুপরিমাণ অথবা বৃহৎ পরিমাণ। অত এব জৈনমত অসমঞ্জস।

৬ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

সিদ্ধিঃ সপ্তপদার্থানাং সপ্তভঙ্গীনয়ান্নবা ?
সাধকন্যায় সদ্ভাবাৎ তেষাং সিদ্ধৌ কিমদ্ভুতম্।

৬ অধিকরণের মীমাংসা।

একস্মিন্ সদসত্ত্বাদি বিরুদ্ধপ্রতিপাদনাৎ।
অপন্যায়ঃ সপ্তভঙ্গী ন চ জীবস্য সাংশতা॥

২ অধ্যা—২পা—৭অধি—৩৭সূ—২০৯ সা সং।

৭ অধিকরণ—তটস্থেশ্বরবাদস্যাযুক্তত্বম্। উপ—তটস্থ বা নিমিত্ত ঈশ্বরবাদ অযুক্ত।

৩৭ সূ—পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ।

ব, অ,—ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ এরূপবাদ অযুক্ত।

ব্যা, বি,—পত্যুঃ—ঈশ্বরস্য। নিমিত্তত্বমিতি শেষঃ।

দীপিকা—পত্যুরীশ্বরস্য ন প্রধানপুরুষাদ্যধিষ্ঠাতৃত্বং, কুতঃ; অসামঞ্জস্যাৎ।

তাৎপর্য্য—সেশ্বর সাংখ্য*মতে—'প্রকৃতি ও পুরুষের অধিষ্ঠাতা হইয়া ঈশ্বর বিশ্বের নিমিত্ত কারণ।' পাশুপৎমতে "কারণ, কার্য্য, যোগ, বিধি ও দুঃখান্ত বা মোক্ষ এই ৫টী পশুপতি (শিব) জীবগণের মুক্তির জন্য উপদেশ করিয়াছেন। তিনি নিমিত্ত কারণ"। বৈশেষিক ও নৈয়ায়িক মতেও 'ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ'। ইঁহাদের মত খণ্ডন—ঈশ্বর প্রকৃতি পুরুষে অধিষ্ঠাতৃ-রূপে জগৎ কারণ ইহা অযুক্ত। অসমান সৃষ্টিদ্বারা তাঁহার রাগদ্বেষাদি অনুমিত হইতে পারে না। তাহা হইলে তিনি অনীশ্বর। 'কর্ম্ম' জড় সুতরাং অপ্রেরক। যদি বল কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ঈশ্বর ও ঈশ্বরের প্রবর্ত্তক কর্ম্ম। তাহাতে কে কাহার প্রথম প্রবর্ত্তক? তাহাতে পরস্পরাশ্রয় দোষ উপস্থিত হয়। নৈয়ায়িকগণ বলেন 'প্রবর্ত্তকতা' রাগদ্বেষাদি দোষের অনুমাপক। স্বার্থ ব্যতীত কেহ কোন কার্য্য করে না এজন্য "ঈশ্বর রাগদ্বেষাদি বিশিষ্ট" কিন্তু স্বার্থবান্ হইলে অস্মদাদির ন্যায় তিনি 'অনীশ্বর।' অতএব নিমিত্তবাদ অসমঞ্জস।

২ অধ্যা—২পা—৭ অধি—৩৮সূ—২১০ সা সং।

৭ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—তটস্থবাদ খণ্ডন।

৩৮ সূ—সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ।

ব, অ,—ঈশ্বরে (সংযোগসমবায়াদি) সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না।

ব্যা, বি,—সম্বন্ধাঃ=সংযোগাদয়ঃ। তেষাং অনুপপত্তি তস্যাঃ।

দীপিকা—ন চ সংযোগো নিরবয়বত্বাৎ। ন চ সমবায়ঃ কার্য্যকারণদ্রব্যসম্বন্ধত্বাৎ এবমন্যসাপি সম্বন্ধ্যাসানুপপত্তিঃ তস্যাঃ।

* সাংখ্যদিগের দুই প্রকার সম্প্রদায় ভেদ আছে, সেশ্বর সাংখ্য ও নিরীশ্বর সাংখ্য।

তাৎপর্য্য—সেশ্বর সাংখ্যমতে—ঈশ্বর, প্রধান ও পুরুষ (জীব) পৃথক্। খণ্ডন—পৃথক্ হইলে তাহাদিগকে কোন্ সম্বন্ধে নিয়মিত করে ? সংযোগ কি সমবায় ? সংযোগ বলিতে গেলে দোষ—ঈশ্বর, প্রধান ও পুরুষ তিনই উক্ত মতে যখন সর্ব্বব্যাপী ও নিরবয়ব তখন তাহাদের 'সংযোগসম্বন্ধ' অসম্ভব, কারণ নিত্য পদার্থের সংযোগ হইতে পারে না। ২য়তঃ—যখন উক্ত তিনকে কেহ কাহার আশ্রিত বা অনুগত বলেন না তখন তাহাদের 'সমবায় সম্বন্ধও' অসঙ্গত। গন্ধ পুষ্পের আশ্রিত সুতরাং তাহাদের সমবায় সম্বন্ধ সঙ্গত। 'জগৎ যে ঈশ্বর প্রেরিত প্রধানের কার্য্য' ইহা অনিশ্চিত। সংযোগাদি সম্বন্ধ থাকিলেও বেদান্ত মতে মায়িক তাদাত্ম্য (অভেদ) উপপন্ন হয়।

২অধ্যা—২পা—৭অধি—৩৯সূ—২১১ সা সং।

৭ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—তটস্থবাদ নিরাস।

৩৯ সূ—অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ।

ব, অ,—(প্রকৃতিতে) ঈশ্বরের 'অধিষ্ঠান' উপপন্ন হয় না।

ব্যা, বি,—প্রধানে ঈশ্বরস্য অধিষ্ঠানং। তস্যানুপপত্তিঃ হেতোঃ পঞ্চমী।

দীপিকা—অধিষ্ঠাতুঃ ক্রিয়াঽধিষ্ঠানং। সন্দিগ্ধস্য-রূপাদিহীনস্য প্রধানাদেরধিষ্ঠেয়ত্বাভাবাদধিষ্ঠানস্যানুপপত্তিস্তস্যাঃ।

তাৎপর্য্য—তার্কিক মতে—কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকাদির অধিষ্ঠাতা হইয়া ঘটাদি নির্ম্মাণ করে ঈশ্বরও সেইরূপ 'প্রধানে' অধিষ্ঠিত। খণ্ডন—অপ্রত্যক্ষ ও রূপাদিবিহীন প্রধান অধিষ্ঠান হইবার যোগ্য নহে। প্রধানে 'মৃদাদি বৈলক্ষণ্য' প্রতীত হয়। অতএব তটস্থবাদ অযুক্ত।

২অধ্যা—২পা—৭অধি—৪০সূ—২১২ সা সং।

৭ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—তটস্থবাদ নিরাস।

৪০ সূ—করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ।

ব, অ,—রূপাদিহীন (পুরুষ বা জীবাত্মা) যেরূপ ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা সেইরূপ ঈশ্বরও প্রধানের অধিষ্ঠাতা ইহা বলা যায় না, কেননা পুরুষের ভোগাদি আছে।

ব্যা, বি,—করণং=ইন্দ্রিয়ং। সুখাদ্যনুভূতির্ভোগঃ।

দীপিকা—মাভূৎ কুম্ভকুলালাদিবদধিষ্ঠেয়াধিষ্ঠাতৃত্বং করণবজ্জীবেন্দ্রিয়বত্তবিষ্যতীতি চেন্ন, কুতঃ, ভোগাদিভ্যঃ ভোগঃ সুখদুঃখান্যতরসাক্ষাৎকারঃ, আদি শব্দেন জন্মমরণাদয়স্তেভ্যোহেতুভ্যঃ। অথবা অধিষ্ঠানস্য শরীরস্যানুপপত্তেরিতি পূর্ব্বসূত্রার্থঃ।

তাৎপর্য্য—ইন্দ্রিয়গণ যে আত্মাধিষ্ঠিত তাহা ভোগ বা সুখ দুঃখানুভব দ্বারা উপপন্ন হয়, কিন্তু ঈশ্বরের কোনরূপ ইন্দ্রিয়ায়তন দেহ কল্পনা অযুক্ত, এজন্য উক্ত মত অযুক্ত।

২অধ্যা—২পা—৭অধি—৪১সূ—২১৩ সা সং।

৭ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—তটস্থবাদ নিরাস।

৪১ সূ—অন্তবত্ত্ব মসর্ব্বজ্ঞতা বা।

ব, অ,—তার্কিকগণের কল্পনায় ঈশ্বরে অনিত্যতা ও অসর্ব্বজ্ঞতা দোষাপত্তি হয়।

দীপিকা—ঈশ্বরস্যেতি শেষঃ। যদীশ্বরঃ প্রধানাদীনা মাত্মনশ্চেয়ত্তাং পরিচ্ছিনত্তি অন্তবান্ অসর্ব্বজ্ঞশ্চ ন চেদম্।

তাৎপর্য্য—তার্কিকগণের মতে—'ঈশ্বর প্রধান ও পুরুষ এই তিনই অনন্ত ও পরস্পর ভিন্ন। জীব অনন্ত ও অসংখ্য।' খণ্ডন—উক্ত মতে জিজ্ঞাস্য এই যে 'প্রধান ঈশ্বর কর্তৃক পরিচ্ছিন্ন কি না? পরিচ্ছিন্ন বলিলে ঈশ্বরে অনিত্যতাদোষাপত্তি হয়। কেননা পরিচ্ছিন্ন মাত্রই নশ্বর। প্রধানাদির অভাবে ঈশ্বরের অধিষ্ঠানাভাব। আবার জীব সংখ্যা ঈশ্বরের নিকটেও অনিশ্চিত এরূপ হইলে তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলা যাইতে পারে না, পুনশ্চ উহাদিগকে 'অন্তবান্' বলিলে 'আদিমানও' স্বীকার করিতে হয়। যদি বল প্রধানাদি ইয়ত্তা পরিচ্ছিন্ন নহে তাহা হইলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব থাকে না। অতএব উক্ত মত অসমঞ্জস।

৭ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

তটস্থেশ্বরবাদো যঃ স যুক্তোহথ ন যুজ্যতে?
যুক্তঃ কুলালদৃষ্টান্তাৎ নিয়ন্তৃত্বস্য সম্ভবাৎ।

৭ অধিকরণের মীমাংসা।

ন যুক্তো বিষমত্বাদি দোষাদ্বৈদিক ঈশ্বরে।
অভ্যুপেতে তটস্থত্বং ত্যাজ্যং শ্রুতিবিরোধতঃ॥

২ অধ্যা—২পা—৮অধি—৪২সূ—২১৪ সা সং।

৮ অধিকরণ—জীবোৎপত্ত্যাদেরযুক্তত্বম্।—ভাগবতগণ কল্পিত জীবোৎপত্ত্যাদি যুক্ত নহে। উপ—ভাগবত নিরাস।

৪২ সূ—উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ।

২ অ.—(বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণাদির) উৎপত্তি অসম্ভব।

ব্যা, বি—উৎপত্তিঃ—বাসুদেবাৎ সংকর্ষণঃ। সংকর্ষণাৎ প্রদ্যুম্নঃ।

দীপিকা—বাসুদেবাৎ পরস্মাৎ প্রকৃতেঃ সঙ্কর্ষণস্য জীবস্যোৎপত্তের্জন্মনঃ তত্রচ জীবস্য কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাদিঃ, অতো ন সম্ভবস্তস্মাৎ ন ভাগবতমতং সম্যক্।

তাৎপর্য্য—ভাগবত মতে—'ভগবান্ বাসুদেব এক নিরঞ্জন, জ্ঞানবপুঃ ও পরমার্থ তত্ত্ব। তিনি আপনাকে চারি ব্যূহে বিভক্ত করিয়া বিরাজিত। ১ বাসুদেব ব্যূহ (পরমাত্মা) ২ সঙ্কর্ষণ ব্যূহ (জীব) ৩ প্রদ্যুম্ন (মনঃ) এবং ৪ অনিরুদ্ধ ব্যূহ (অহঙ্কার) ইঁহাদের বাসুদেব ব্যূহই পরাৎপর। সংকর্ষণ তাঁহা হইতে উৎপন্ন। সঙ্কর্ষণ (জীব) মন্ত্র, পূজা, অভিগমন, স্বাধ্যায় ও যোগসাধনদ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। খণ্ডন—পরমাত্মা যে আপনাকে ব্যূহ-বিভক্ত করিয়া বিরাজিত ও অভিগমনাদি দ্বারা যে তাঁহাকে পাওয়া যায় এবিষয়ে কোন বিরোধ নাই। কারণ 'একোঽহং বহুস্যাং' শ্রুতিদ্বারা তিনি 'এক ও বহু।' শ্রুতিতেও প্রণিধানাদির বিধান আছে। 'সংকর্ষণাদি যে পরপর উৎপন্ন' এই অংশেই বিরোধ, তদ্দ্বারা অনিত্যতা দোষাপত্তি হয়; জীবকে অনিত্য বলিতে গেলে 'মোক্ষ' অসিদ্ধ হয়। অতএব সংকর্ষণাদির উৎপত্তি সম্ভব না হওয়ায় ভাগবত মত অযুক্ত।

২ অধ্যা—২পা—৮অধি—৪৩সূ—২১৫ সা সং।

৮ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—ভাগবত নিরাস।

৪৩ সূ—নচ কর্ত্তুঃ করণম্।

ব, অ,—সংকর্ষণ (কর্ত্তা জীব) হইতে প্রদ্যুম্নের (করণ মনের) উৎপত্তি অসম্ভব।

ব্যা, বি,—কর্ত্তুর্জীবাৎ সংকর্ষণাৎ করণং মনঃ প্রদ্যুম্নঃ।

দীপিকা—কর্ত্তুঃ সঙ্কর্ষণাৎ করণং প্রদ্যুম্নো ন জায়তে সঙ্কর্ষণস্যৈব কর্ত্তৃত্বস্য বিপ্রতিপত্তেরিত্যর্থঃ।

তাৎপর্য্য—উক্ত মতে—'জীব হইতে মন ও মন হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি।' খণ্ডন—উক্তবিধ উৎপত্তি বিধায়ক শ্রুতিতে কোন প্রমাণ নাই এবং কোনরূপ দৃষ্টান্তাদিও পাওয়া যায় না, এজন্য উক্ত মত অযুক্ত।

২অধ্যা—২পা—৮অধি—৪৪সূ—২১৬ সা সং।

৮ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—ভাগবত নিরাস।

৪৪ সূ—বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ।

ব, অ,—জীবাদির জ্ঞানাদি ঐশিক শক্তি স্বীকার করিলেও উক্ত দোষ নিবারিত হয় না।

ব্যা, বি,—তস্য উৎপত্ত্যসম্ভবদোষস্য অপ্রতিষেধঃ।

দীপিকা—বা শব্দ শ্চেদর্থঃ। যদি সর্ব্বে সর্ব্বজ্ঞাঃ, সর্ব্বগতাঃ, অনন্তগুণাশ্চ বাসুদেবাদয়স্তদা বাসুদেবাদ্যুৎপত্ত্য-সম্ভবো দোষঃ অতস্তস্যাপ্রতিষেধঃ।

তাৎপর্য্য—যদি ভাগবতগণ বলেন তাঁহারা সকলেই 'ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন' তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত দোষ পরিহার হয় না। সংকর্ষণাদির মধ্যে কোন অতিশয় বা তারতম্যেরও উল্লেখ নাই অতএব উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না। ভগবানের ব্যূহ চারি সংখ্যাতেই পর্য্যাপ্ত নহে। তাঁহার অনন্ত ব্যূহ। সমস্ত বিশ্বই তাঁহার ব্যূহ।

২অধ্যা—২পা—৮অধি—৪৫সূ—২১৭ সা সং।

৮ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—ভাগবত নিরাস।

৪৫ সূ—বিপ্রতিষেধাচ্চ।

ব, অ,—ভাগবতের মত শ্রুতিরও বিরোধী।

ব্যা, বি,—বিপ্রতিষেধাৎ বিরুদ্ধ কথনাৎ।

দীপিকা—অস্মিন্নেব শাস্ত্রে জ্ঞানাদীনাং গুণত্বং তএবং ভগবন্তো বাসুদেবা ইত্যাদি বিপ্রতিষিদ্ধং বিরুদ্ধঞ্চ, 'চতুর্ষু-বেদেষু পরং শ্রেয়োঽলব্ধা শাণ্ডিল্য ইদং শাস্ত্র মধীতবান্', ইত্যাদি বেদ-নিন্দা-দর্শনাৎ বেদ-বিরুদ্ধশ্চ। সোঽয়ং প্রতিষেধ স্তস্মাৎ।

তাৎপর্য্য—ভাগবতগণ বলেন 'তিনি নিজেই গুণ এবং নিজেই গুণী,' ইহা বিরুদ্ধ উক্তি। তাঁহাদের শাস্ত্রে বেদের নিন্দাবাদও করেন। তাঁহারা বলেন 'চতুর্ষু বেদেষু পরং শ্রেয়োঽলব্ধা শাণ্ডিল্য ইদং শাস্ত্রমধীতবান্' চারিবেদে পরম শ্রেয়ঃ (মুক্তি) লাভ অসাধ্য জানিয়া শাণ্ডিল্য এই শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। অতএব উক্ত মত অযুক্ত।

৮ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

জীবোৎপত্ত্যাদিকং পাঞ্চরাত্রোক্তং যুজ্যতে নবা?
যুক্তং, নারায়ণব্যূহ তৎসমারাধনাদিকং।

৮ অধিকরণের মীমাংসা।

যুজ্যতা মবিরুদ্ধোঽংশো জীবোৎপত্তি র্ন যুজ্যতে।
উৎপন্নস্য বিনাশিত্বে কৃতনাশাদিদোষতঃ।

ইতি শ্রীবেদব্যাস-প্রণীত-শারীরক-ব্রহ্ম-বেদান্ত-সূত্রে
দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

বেদান্ত-সূত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয়পাদ।

তৃতীয়পাদাধিকরণম্।

১—(১—৭) বেদান্তবাদিমতে আকাশস্যনিত্যত্বখণ্ডনম্।
২—(৮) স্বরূপবতো ব্রহ্মণো বায়োরুৎপত্তিকথনম্।
৩—(৯) সদ্রূপস্য ব্রহ্মণোঽজন্যত্বম্ জগজ্জনকত্বম্।
৪—(১০) কার্য্যকারণয়োরভেদেন বায়ুভূতস্য ব্রহ্মণস্তেজঃ

৫—(১১) বেদোক্ততেজোরূপব্রহ্মণো জলোৎপত্তিসিদ্ধিঃ।
৬—(১২) ছান্দোগ্যউপনিষদুক্তজলোৎপন্নান্নস্য পৃথিব্যর্থকত্বম্।
৭—(১৩) পূর্ব্বপূর্ব্বকার্য্যোপাধিকাদ্‌ব্রহ্মণ উত্তরোত্তরকার্য্যোৎপত্তিসিদ্ধিঃ।
৮—(১৪) লয়কালে পৃথিব্যাদীনাং বিপরীতক্রমকল্পনম্।
৯—(১৫) প্রাণাদীনাং ভূতেম্বন্তর্ভাবান্ন তেষাং সৃষ্টিক্রমভঙ্গঃ।
১০—(১৬) বপুষো জন্মমরণয়ো মুখ্যত্বেন জীবস্যৈতয়োর্ভাক্তত্বম্।
১১—(১৭) জীবজন্মন ঔপাধিকত্বেন তস্যবস্তুতো নিত্যত্বম্।

১২—(১৮) জীবস্য চিদ্রূপত্বখণ্ডনপূর্ব্বিকা সচ্চিদ্রূপত্বসিদ্ধিঃ।

১৩—(১৯—৩২) জীবনস্যাণুত্বখণ্ডনপূর্ব্বকং তৎসর্ব্বগতত্বপ্রতিপাদনম্।

১৪—(৩৩—৩৯) জীবস্যাকর্ত্তৃত্বনিরসনপূর্ব্বকং তৎকর্ত্তৃত্বপ্রতিপাদনম্।

১৫—(৪০) জীব-কর্ত্তৃত্বস্যাধ্যস্তত্বেনাবাস্তবিকত্বম্।

১৬—(৪১—৪২) জীবস্যেশ্বর প্রবৃত্তত্বেন ন রাগ্‌প্রবৃত্তিত্বম্।

১৭ (৪৩—৫৩) ঔপাধিককল্পনৈ জীবেশয়োর্জীবানাঞ্চ পরস্পরং ব্যবহারব্যবস্থা।

২ অধ্যা—৩ পা—১অধি—১সূ—২১৮ সা সং।

১ অধিকরণ—বেদান্তবাদিমতে আকাশস্য নিত্যত্ব খণ্ডনম্।

বেদান্তবাদিগণের মতে আকাশের নিত্যত্ব খণ্ডন।

উপক্রম—আকাশ বিচার।

১ সূ—ন বিয়দশ্রুতেঃ।

ব, অ,—বিয়ৎ অর্থাৎ আকাশের উৎপত্তি শ্রুতিতে দেখা যায় না। আকাশ উৎপত্তিমান্ নহে।

ব্যা, বি,—বিয়ৎ—আকাশ। ন=ন উপত্তিমৎ। অশ্রুতেঃ ইতি। হেতোঃ।

দীপিকা—বিয়দাকাশং ন জন্মবৎ। ছান্দোগ্যে তস্য জন্মনোঽশ্রুতেঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—শ্রুতিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সৃষ্টি-প্রক্রিয়া

বর্ণিত আছে। শ্রুতিতে সৃষ্টি-ক্রমের ও সংখ্যার বৈপরীত্যও দৃষ্ট হয়। কোন শ্রুতিতে আকাশের পর তেজের উৎপত্তি, কোন শ্রুতিতে আবার তেজের পর আকাশের উৎপত্তি। কোন শ্রুতিতে ৭ 'প্রাণ', কোন শ্রুতিতে ৮ 'প্রাণ।' এইরূপ মতবিরোধ। আকাশের উৎপত্তি আছে কিনা? উত্তর—শ্রুতি সকল অসমঞ্জস নহে। পূর্ব্বাধ্যায়ে 'যথর্ত্তাবৃতু-লিঙ্গানি' শ্রুতিদ্বারা কল্পভেদ ক্রমবৈপরীত্যের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আকাশের উৎপত্তিবোধিকা শ্রুতি না থাকায় আকাশ অনুৎপন্ন। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে অগ্রে 'তেজের' সৃষ্ট উক্ত আছে—'তদৈক্ষত তত্তেজোহসৃজত' ইত্যাদি। ছান্দোগ্যে কেবল তেজ, অপ ও অন্নের উৎপত্তি শ্রুত হয় (সংশয় সূত্র)।

২ অধ্যা—৩পা—১অধি—২সূ—২১৯ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—আকাশ বিচার।

২ সূ—অস্তিতু।

য, অ,—(আকাশের উৎপত্তি বোধিকা শ্রুতিও) কিন্তু আছে।

ব্যা, বি,—অস্তি=উৎপত্তিশ্রুতিরস্তি। তু বিশেষে।

দীপিকা—তু শব্দো বিয়তোহনুৎপত্তিবারণার্থঃ। কুতঃ, অস্তি তৈত্তিরীয়ে আত্মন আকাশঃ শ্রুতির্যতঃ।

তাৎপর্য্য—(পূর্ব্বসূত্র প্রতিবাদ) আকাশের উৎপত্তি বিষয়ক শ্রুতিও আছে যথা—"আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ"—তৈত্তিরীয় উপনিষদ্। অতএব আকাশকে উৎপত্তিমান্ বলি? ছান্দোগ্যে তেজের ও তৈত্তিরীয়ে আকাশের প্রথম উৎপত্তি কথিত আছে ইহাদের কাহার প্রথম উৎপত্তি? ইহাতে শ্রুতি বিরোধ শঙ্কা হয়। (সংশয় সূত্র)।

২ অধ্যা—৩পা—১অধি—৩সূ—১২০ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে) । উপ—আকাশ বিচার।

৩সূ—গৌণ্যসম্ভবাৎ।

ব, অ,—আকাশের উৎপত্তি অসম্ভব এজন্য তৈত্তিরীয় শ্রুতিগৌণী।

ব্যা, বি,—গৌণী—ন চ মুখ্যা। উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ।

দীপিকা—আকাশোৎপত্তিশ্রুতিঃ গৌণী, কুতঃ, তস্য সমবায্যসমবায়িকারণস্যাকাশপরমাণু তৎসংযোগানামসম্ভবাৎ।

তাৎপর্য্য—তৈত্তিরীয় শ্রুতি গৌণী। তাহার অর্থ মুখ্য নহে। কণাদ্ মতাবলম্বিগণও আকাশের উৎপত্তি স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন "জন্য বস্তু মাত্রেই সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত। তুল্য জাতীয় বহু দ্রব্যই দ্রব্যোৎপত্তির সমবায়ী কারণ। আকাশ জন্মাইবার 'আকাশ জাতীয়' দ্রব্যান্তর নাই।" তাঁহারা বায়্বাদি ভূত চতুষ্টয়ের পরমাণু স্বীকার করেন কিন্তু আকাশের পরমাণু স্বীকার করেন না। ২য়তঃ অসমবায়। দ্রব্য না থাকায় অসমবায়ী কারণও প্রতীত হয় না। এবং উক্ত উভয় কারণাভাবে নিমিত্ত কারণও প্রতীত হয় না। 'তেজের' প্রকাশাদি দ্বারা অনুভব আছে কিন্তু আকাশের 'অনুভব' নাই। ঘটাকাশ, মহাকাশ ইত্যাদি ভেদ যেমন গৌণ, আকাশের উৎপত্তি শ্রুতিও সেইরূপ গৌণী। (সংশয় সূত্র)।

২ অধ্যা—৩পা—১অধি—৪সূ—২২১ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ – আকাশ বিচার।

৪ সূ—শব্দাচ্চ।

ব, অ,—(শ্রুতি) শব্দ দ্বারাও আকাশের অনুৎপত্তি সিদ্ধ হয়।

ব্যা, বি,—শব্দাৎ—শ্রুতিশব্দাৎ সিদ্ধতীতিশেষঃ।

দীপিকা—অন্তরীক্ষং চৈতদমৃতমিত্যাদৌ চকারঃ বেদেহপিযুক্তিসমুচ্চয়ার্থঃ।

তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে উক্ত আছে 'বায়ুশ্চ অন্তরীক্ষং তদমৃতং'—বায়ু ও অন্তরীক্ষ (আকাশ) অমৃত বা অবিনাশী। এজন্য আকাশকে উৎপত্তিমান্ বলা যায় না। আকাশের অনুৎপত্তি বোধিকা আরও শ্রুতি আছে। যথা "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" "আকাশশরীরং ব্রহ্ম" "আকাশ আত্মেতি।" (সংশয় সূত্র)।

২ অধ্যা—৩পা—১অধি—৫সূ—২২২ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—আকাশ বিচার।

৫ সূ—স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ।

ব, অ,—কোন বিষয় একস্থলে মুখ্য অন্যস্থলে গৌণ হইতে পারে। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' শ্রুতিতে 'এক শব্দের অর্থ যেরূপ 'ব্রহ্ম শব্দ।'

ব্যা, বি,—স্যাৎ গৌণী ভবেৎ। একস্য=এক শব্দস্য।

দীপিকা—একস্যাপি সম্ভবপদস্য গৌণার্থতাকাশে অন্যেষু মুখ্যতা ব্রহ্মশব্দস্য তপো প্রভৃতিষু গৌণার্থতা।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—'আকাশঃ সম্ভূতঃ' এবাক্যে 'সম্ভূতঃ' শব্দের একস্থলে 'মুখ্য অর্থ' ও অন্য স্থানে 'গৌণার্থ' কিরূপে সঙ্গত? উত্তর—ব্রহ্ম শব্দের 'অন্নং' গৌণার্থ ও 'আনন্দং' মুখ্যার্থ যেরূপ সঙ্গত উহাও সেইরূপ। আশঙ্কা—আকাশকে অনুৎপন্ন বলিলে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ও 'ব্রহ্মণি বিদিতে সর্ব্বং বিদিতং স্যাৎ' ইত্যাদি শ্রুতির কিরূপে সামঞ্জস্য থাকে? উত্তর—'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বাক্য দ্বারা কার্য্যভূত জগৎ না থাকাই অবধারিত হয় এবং অদ্বিতীয় শব্দ দ্বারা অন্য অধিষ্ঠাতা না থাকা মাত্র প্রতীত হয়। 'আকাশ' থাকিলেও তিনি অদ্বিতীয়' নহেন। 'ব্রহ্ম আকাশশরীরঃ' এবাক্যদ্বারাও 'ব্রহ্ম' ও 'আকাশের' অভেদোপচার হয় অতএব আকাশের উৎপত্তি বিষয়িণী শ্রুতি গৌণী (সংশয় সূত্র)।

২ অধ্যা—৩পা—১অধি—৬সূ—২২৩ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—আকাশ বিচার।

৬ সূ—প্রতিজ্ঞাঽহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ।

ব, অ,—(কারণ কার্য্যের) অব্যতিরেক বা অভেদ থাকায় এবং শ্রুতি বাক্য দ্বারা প্রতিজ্ঞা-হানি দোষ নিবারিত হয়।

ব্যা, বি,—অব্যতিরেকাৎ=অভেদাৎ কার্য্যকারণয়োঃ।

দীপিকা—ন বিয়দুৎপত্তি-শ্রুতি গৌণী, কুতঃ, কার্য্যকারণয়ো রব্যতিরেকাৎ অভেদাৎ তথা প্রতিজ্ঞায়াঃ যেনাশ্রুতং শ্রুতং' ইত্যাদেরহানিরপরিত্যাগঃ কুতঃ, ইত্যত আহ শব্দেভ্যঃ যেনাশ্রুত মিত্যারভ্য এতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বমিত্যন্তং এবং ছান্দোগ্য-শব্দাঃ সর্ব্বত্র তেভ্যঃ।

তাৎপর্য্য—ব্রহ্ম ও বিজ্ঞেয় সকল ব্যতিরিক্ত নহে। 'যেনাশ্রুতং শ্রুতং' এইরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া শ্রুতি পশ্চাৎ কার্য্যকারণের অভেদ সপ্রমাণ করেন 'সৌম্যেকেন মৃৎপিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন সমস্তং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং ভবতি।' 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং'—সমস্তই তদাত্মক। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' শ্রুতিও কার্য্য-কারণের অভেদ বোধক। ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয় বিরুদ্ধ নহে, অপ্রধানের অনুরোধে প্রধানের ত্যাগ সঙ্গত নহে (মীমাংসা সূত্র)।

২ অধ্যা—৩পা—১ অধি—৭সূ—২২৪ সা সং।

১ অধকরণ—(চলিতেছে)। উপ—আকাশ বিচার।

৭ সূ—যাবদ্বিকারন্তু বিভাগোলোকবৎ।

ব, অ,—লৌকিকে বিকারী বস্তু বিভাগ বিশিষ্ট দৃষ্ট হয়।

ব্যা, বি—যাবৎ বিকারং তাবৎ বিভাগঃ।

দীপিকা—লোকে ঘটাদীনাং ভেদেন কার্য্যত্ব মন্তরেণাস্তি চকারাদিভ্যো ভেদঃ আকাশস্য তস্মাৎ ঘটাদিবৎ কার্য্যঃ।

তাৎপর্য্য—যাবতীয় 'বিকার' বা জায়মান বিভক্ত, এই অনুমান দ্বারা 'আকাশের উৎপত্তি' সম্ভব। আকাশ পৃথিব্যাদি হইতে বিভক্ত বা পৃথক্, এজন্য উৎপত্তিমান্। আত্মা পৃথিব্যাদি হইতে বিভক্ত বা পৃথক্ নহেন, এজন্য তিনি উৎপত্তিমান্ নহেন। আত্মাতিরিক্ত সমস্তই প্রমাণের বিষয়, আত্মা প্রমাণের বিষয় নহেন। শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম হইতে ক্রমিক আকাশাদি মহাভূতের ও জগতের উৎপত্তি নিশ্চিত হয়। 'ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য' এতদ্দ্বারা ব্রহ্মেরই মহত্ত্ব উপলব্ধ হয়। 'জায়ান্ আকাশাৎ' শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম 'আকাশ' বা 'ভুতাকাশ' হইতে অধিক। অতএব আকাশ ব্রহ্ম হইতে 'উৎপন্ন'। (মীমাংসা সূত্র)।

১ অধিকরণের পূর্ব্ব পক্ষ।

ব্যোমনিত্যং জায়তে বা? হেতুত্রয় বিবর্জ্জনাৎ।
জনিশ্রুতেশ্চ গৌণত্বাৎ নিত্যং ব্যোম ন জায়তে।

১ অধিকরণের মীমাংসা।

একজ্ঞানাৎ সর্ব্ববুদ্ধে বিভক্তত্বাজ্জনিশ্রুতেঃ।
বিবর্ত্ত কারণৈকত্বাৎ ব্রহ্মণো ব্যোম জায়তে।

২ অধ্যা—৩পা—২অধি—৮স্থূ—২২৫ সা সং।

২ অধিকরণ—স্বরূপবতো ব্রহ্মণো বায়োরুৎপত্তি কথনম্—(আকাশ) স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে বায়ুর উৎপত্তি।

উপক্রম—বায়ুর বিচার।

৮ সূ—এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ।

ব, অ,—যেমন আকাশ উৎপত্তিমান বায়ুও সেইরূপ উৎপত্তিমান।

ব্যা, বি,—মাতরি অন্তরীক্ষে শ্বসিতি চলতীতি।

দীপিকা—এতেনাকাশোৎপত্তিকথনেন মাতরিশ্বা বায়ু রুৎপন্নো ব্যাখ্যাতঃ কথিতঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—'সৈষাঽনস্তমিতা দেবতা যদ্বায়ুঃ, এইরূপে শ্রুত্যুক্তিদ্বারা বায়ুকে 'অমর বলি'? উত্তর—'অপরা বিদ্যা' বা 'সংবর্গ বিদ্যা' নামে যে বায়ুর উপাসনা, উহা আপেক্ষিক। 'আকাশাদ্বায়ুঃ' শ্রুতিদ্বারা বায়ু উৎপত্তিমান্ নিশ্চিত হয়।

২ অধিকরণের পূর্ব্ব পক্ষ।

বায়ুর্নিত্যো জায়তে বা? ছান্দোগ্যেঽজন্মকীর্ত্তনাৎ।
'সৈষাঽনস্তমিতা দেবতে' ত্যুক্তের্ন চ জায়তে।

২ অধিকরণের মীমাংসা।

শ্রুত্যন্তরেণ সংহারাৎ গৌণ্যনস্তমিতা শ্রুতিঃ।
বিয়দোজায়তে বায়ুঃ স্বরূপং ব্রহ্ম কারণাৎ।

২অধ্যা—৩পা—৩অধি—৯সূ—২২৬ সা সং।

৩ অধিকরণ—সদ্রূপস্যব্রহ্মণোঽজন্যত্বম্ জগজ্জনকত্বম্।—সৎস্বরূপ ব্রহ্ম জন্য নহেন, তিনি জগতের জনক।

৯ সূ—অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ।

ব, অ,—সৎ স্বরূপ ব্রহ্মের সম্ভব (উৎপত্তি) উপপন্ন হয় না।

ব্যা, বি,—সতঃ ব্রহ্মণঃ সম্ভবো নাস্তি।

দীপিকা—তু শব্দো ব্রহ্মণ উৎপত্তি শঙ্কা নিরাকরণার্থ সতো ব্রহ্মণ উৎপত্তে রসম্ভবঃ কুতঃ 'ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা' ইত্যাদি শ্রুতেঃ যুক্তিতশ্চ তৎকারণস্যানুপপত্তেঃ।

তাৎপর্য্য—অতিশয় বা তারতম্য ব্যতীত 'প্রকৃতিবিকার' বা কার্য্য-কারণ ভাব হইতে পারে না। (সামান্য) মৃত্তিকা হইতে (বিশেষ) ঘটের উৎপত্তি। এজন্য 'সৎ' হইতে সতের উৎপত্তি হয় না। 'ন চাস্য-কশ্চিজ্জনিতা' শ্রুতি দ্বারাও ব্রহ্মের 'জনিতা' না থাকা শ্রুত হয়।

৩ অধিকরণের পূর্ব্ব পক্ষ।

সদ্ব্রহ্ম জায়তে নো বা ? কারণত্বেন জায়তে।
যৎকারণং জায়তে তৎ বিয়দ্বায়্বাদয়ো যথা।

৩ অধিকরণের মীমাংসা।

অসতো কারণত্বেন খাদীনাং সত উদ্ভবাৎ।
বাপ্তেরজাদি বাক্যেন বাধাৎ সন্নৈব জায়তে।

২ অধ্যা—৩পা—৪ অধি—১০সূ—২২৭সা সং।

৪ অধিকরণ—কার্য্যকারণয়ো রভেদেন বায়ুভূতস্য ব্রহ্মণ স্তেজঃ সৃষ্টিঃ। বায়ু স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে তেজের সৃষ্টি।

১০ সূ—তেজোঽতস্তথাহ্যাহ।

ব, অ,—এইরূপে বায়ুভূত ব্রহ্ম হইতে তেজের উৎপত্তি শ্রুত হয়।

ব্যা, বি—অস্মাৎ কারণস্বরূপাদ্ বায়োস্তেজঃ।

দীপিকা—তেজোঽগ্নি রতোঽস্মাদ্বায়ুরূপাদেব, হি যস্মাৎ তথাহ শ্রুতির্বায়ো রগ্নিরিতি।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—ছান্দোগ্যে ব্রহ্ম হইতে এবং তৈত্তিরীয়ে বায়ু হইতে তেজের উৎপত্তি শ্রুত হয়, তেজ ব্রহ্ম মূলক কি বায়ু মূলক? উত্তর—প্রাণ, তপঃ, তেজ সকলেরই ব্রহ্মত্ব শ্রুত হয় বটে কিন্তু তথাপি 'তেজ' বায়ু প্রভব, সাক্ষাৎ ব্রহ্ম প্রভব নহে। 'বায়োরগ্নিঃ' শ্রুতি তাহার প্রমাণ।

৪ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

ব্রহ্মণো জায়তে বহ্নি র্বায়োর্বা ব্রহ্ম সংযুতাৎ?
'তত্তেজোঽসৃজতে' ত্যুক্তের্ব্রহ্মণো জায়তেঽনলঃ।

৪ অধিকরণের মীমাংসা।

বায়ো রগ্নি রিতি শ্রুত্যা পূর্ব্বশ্রুত্যেকবাক্যতঃ।
ব্রহ্মণো বায়ুরূপত্ব মাপন্না দগ্নিসম্ভবঃ।

২অধ্যা—৩পা—৫অধি—১১সূ—২২৮ সা সং।

৫ অধিকরণ—বেদোক্ততেজোরূপব্রহ্মণো জলোৎপত্তিঃ—'তেজ' রূপ ব্রহ্ম হইতে জলের উৎপত্তি কথন।

১১ সূ—আপঃ।

ব, অ,—জলও উৎপত্তিমান্।

দীপিকা—আপো ঽগ্নের্জায়তে, হেতুঃ পূর্ব্বসূত্রোক্তঃ 'অগ্নেরাপঃ'।

তাৎপর্য্য—'তদপোঽসৃজত' শ্রুতি দ্বারা (পূর্ব্ব সূত্রের ন্যায়) সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতে জলের উৎপত্তি আশঙ্কা করা যায়, কিন্তু 'অগ্নেরাপঃ' শ্রুতি দ্বারা অগ্নি হইতে জলোৎপত্তিই নিশ্চিত হয়। সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতে নহে।

৫ অধিকরণের পূর্ব্ব পক্ষ ।

ব্রহ্মণোঽপাং জন্ম কিংবা ? বহ্নেনাগ্নের্জলোদ্ভবঃ ।
বিরুদ্ধত্বাৎ নীরজন্ম ব্রহ্মণঃ সর্ব্ব কারণাৎ ।

৫ অধিকরণের মীমাংসা ।

অগ্নেরাপ ইতিশ্রুত্যা ব্রহ্মণো বহ্ন্যুপাধিকাৎ ।
অপাংজনি বিরোধস্তু সূক্ষ্ময়োর্নাগ্নি নীরয়োঃ ।

২ অধ্যা—৩ পা—৬ অধি—১২ সূ—২২৯ সা সং ।

৬ অধিকরণ—ছান্দোগ্যউপনিষদুক্ত জলোৎপন্না-ন্নস্য পৃথিব্যর্থকত্বম্—ছান্দোগ্যোক্ত জলোৎপন্ন অন্ন শব্দে পৃথিবী ।

১২ সূ—পৃথিব্যধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ ।

ব, অ,—(ছান্দোগ্যোক্ত অন্ন শব্দে) পৃথিবী, ইহা অধিকার, রূপ ও শব্দান্তরে জানা যায় ।

ব্যা, বি,—অধিকার = প্রসঙ্গ । রূপ—কৃষ্ণবর্ণ । শব্দঃ-শ্রুতিঃ ।

দীপিকা—অধিকারো মহাভূতাধিকারঃ, রূপং যৎকৃষ্ণং অন্নস্যেতি অদ্ভ্যঃ পৃথিবী শব্দান্তরেভ্যঃ ।

তাৎপর্য্য—"তা আপ ঐক্ষত বহ্বঃ স্যামঃ প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্ত" শ্রুতি দ্বারা জল হইতে 'অন্ন' শব্দের শ্রবণ হইলেও 'অন্ন' শব্দ পৃথিবীবাচক, কেননা মহাভূতের অধিকার বা প্রকরণ । জলের পর পৃথিবী উল্লেখ না করিলে প্রকরণ ভঙ্গ দোষ হয় । ২য়তঃ অন্নের 'কৃষ্ণরূপের' উল্লেখ আছে এতদ্দ্বারা ব্রীহ্যাদির উপলব্ধি হয় না এবং ৩য়তঃ, শব্দান্তর বা শ্রুত্যন্তরেও জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি জানা যায়, যথা—'তদপাং শর আসীৎ তৎসহ মন্তত সা পৃথিব্যভবৎ' ।

৬ অধিকরণের পূর্ব্ব পক্ষ।

'তা অন্ন মসৃজন্তে' তি শ্রুতমন্নং যবাদিকং,
পৃথিবী বা ? যবাদ্যেব লোকেঽন্নত্ব প্রসিদ্ধিতঃ।

৬ অধিকরণের মীমাংসা।

ভূতাধিকারাৎ কৃষ্ণস্য রূপস্য শ্রবণাদপি,
তথা 'অদ্ভ্যঃ পৃথিবী' ত্যুক্তেরন্নং পৃথ্ব্যন্যহেতুতঃ।

২অধ্যা—৩পা—৭অধি—১৩সূ—২৩০ সা সং।

৭ অধিকরণ—পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-কার্য্য-রূপাদ্ব্রহ্মণ উত্তরোত্তর-কার্য্যোৎপত্তিসিদ্ধিঃ।—পূর্ব্ব পূর্ব্ব (বায়াদি) কার্য্যরূপ ব্রহ্ম হইতে উত্তরোত্তর কার্য্যসিদ্ধি কথন।

১৩সূ—তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ।

ব, অ,—ঈশ্বর ভূতাদিরূপে অবস্থিত তাহা 'অভিধ্যান' ও 'লিঙ্গ' দ্বারা সিদ্ধ হয়

ব্যা, বি,—তস্মিন্ ভূতাদৌ অভিধ্যানং তস্মাৎ। সঃ=ঈশ্বরঃ।

দীপিকা—তু শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। স পরমাত্মৈবাকাশাদি রূপতদ্বিকারজাতং সৃজতি কুতঃ, তদভিধ্যানাৎ তস্য বিকারস্য অভিধ্যানং পর্য্যালোচনং তস্মাৎ তস্য পরমাত্মনো লিঙ্গাৎ যঃ পৃথিবী মন্তরো যময়তীত্যাদিনাধ্যক্ষস্য লিঙ্গং তস্মাৎ।

তাৎপর্য্য—ব্রহ্ম স্বয়ং আকাশাদিরূপে পরিণত হইয়া ও আকাশাদি ভূতে অবস্থিত হইয়া 'অভিধ্যান' বা আলোচনা পূর্ব্বক পূর্ব্ব পূর্ব্ব রূপে পর পরের সৃষ্টি করিয়াছেন। অধ্যক্ষশূন্য অচেতনের প্রবৃত্তি সিদ্ধ হয় না।

কেবল 'অভিধ্যান' নহে, ব্রহ্মের অধ্যক্ষতারও 'লিঙ্গ' বা নিদর্শন লক্ষিত হয়, যথা—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যাঃ অন্তরো যময়তি" শ্রুতিঃ।

৭ অধিকরণের পূর্ব্ব পক্ষ।

ব্যোমাদ্যাঃ কার্য্যকর্ত্তারঃ ব্রহ্ম বা তদুপাধিকং?
ব্যোম্নো বায়ু র্বায়ুতোগ্নি রিত্যুক্তে র্বাদিকর্তৃতা।

৭ অধিকরণের মীমাংসা।

ঈশ্বরোঽন্তর্যময়তীত্যুক্তের্ব্যোমাদ্যুপাধিকং।
ব্রহ্ম বায়্বাদি হেতুঃ স্যাৎ তেজঃ স্যাদীক্ষণাদপি।

২অধ্যা—৩পা—৮অধি—১৪সূ—২৩১ সা সং।

৮ অধিকরণ—লয়কালে পৃথিব্যাদীনাং বিপরীতক্রম-কল্পনম্—প্রলয়ের সময় পৃথিব্যাদি ভূতগণ উৎপত্তির বিপরীত ক্রমে লয় হইয়া থাকে।

১৪ সূ—বিপর্য্যয়েণতু ক্রমত উপপদ্যতে চ।

ব, অ,—যে ক্রমে ভূতগণ উৎপন্ন তাহার বিপর্য্যয় বা বিপরীত ক্রমেই তাহাদের লয় উপপন্ন হয়।

ব্যা, বি,—বিপর্য্যয়েণ—বিপরীতক্রমেণ লয়ঃ উপপন্নঃ।

দীপিকা—তু শব্দঃ প্রলয়ে উৎপত্তিক্রম নিবারণার্থঃ কিন্তু অতোঽস্মাদুৎপত্তিক্রমাদ্বিপর্য্যয়েণ পৃথিব্যপ্সিত্যাদি ক্রমঃ উক্তঃ উপপদ্যতে যতঃ কার্য্যস্য ঘটাদেঃ কারণে মৃতাদৌ প্রলয়স্য দৃষ্টত্বাৎ।

তাৎপর্য্য—প্রলয়ের ক্রম উৎপত্তিক্রমের বিপরীত। যে ক্রমে লোকে সোপান অবরোহণ করে ঠিক তাহার বিপরীত ক্রমেই আবার অবরোহণ

করিয়া থাকে। জলোৎপন্ন করকা বা শিলা জলেই লয় হয়। পৃথিবী জলে, জল অগ্নিতে ইত্যাদি ক্রমে লয় হইয়া থাকে। প্রমাণ—'জগৎপ্রতিষ্ঠা দেবর্ষে! পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে। জ্যোতিরূপাঃ প্রলীয়ন্তে ইত্যাদি শ্রুতিঃ।

৮ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

স্বষ্টিক্রমো লয়ে জ্ঞেয়ো বিপরীতক্রমোঽথবা?
ক্লৃপ্তং কল্প্যাদ্বরং তেন লয়ে স্বষ্টি ক্রমোভবেৎ।

৮ অধিকরণের মীমাংসা।

হেতাবসতি কার্য্যস্য ন সত্ত্বং যুজ্যতে ততঃ।
পৃথিব্যপ্স্বিতি' চোক্তত্বাৎ বিপরীত ক্রমোলয়ঃ।

২ অধ্যা—৩পা—১৫অধি—৯সূ—২৩২সা সং।

৯ অধিকরণ—প্রাণাদীনাং ভূতেষ্বন্তর্ভাবান্নতেষাং স্বষ্টি ক্রম ভঙ্গঃ—প্রাণাদি ভূতগণে অন্তর্ভূত থাকিলেও তদ্বারা স্বষ্টি ক্রম ভঙ্গ হয় না।

১৫ সূ—অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ।

ব, অ,—আত্মা ও ভূতগণের মধ্যে মনোবুদ্ধির পৃথক উৎপত্ত্যাদি শঙ্কিত হয় না। মনোবুদ্ধি ভূতগণ হইতে বিশেষ নহে।

ব্যা, বি,—অন্তরা=আত্মনো ভূতানাং ব্যবধানং।

দীপিকা—বিজ্ঞানং বুদ্ধির্মনঃ ইন্দ্রিয়ং সংকল্পবিকল্পাত্মকং বিবক্ষিতং জ্ঞানঞ্চ মনশ্চ কেন ক্রমেণ জায়মানে আত্মাকাশয়োরন্তরা অন্তরালে জায়তে তে কুতস্তল্লিঙ্গাৎ তস্য অন্তরালজন্মনো লিঙ্গং ভূতেভ্যঃ পূর্ব্ব আত্মান মেতস্মাজ্জায়তে প্রাণ ইত্যাদিনা

স্বরূপ সঙ্কীর্ত্তনং বুদ্ধে বুদ্ধিস্তু সারথিং ইত্যনেনেতি চেৎ নৈতৎ কুতঃ, অবিশেষাৎ নহি পরমেশ্বরাজ্জনিরিতি ক্রমো নিয়ন্তুং শক্যঃ কিন্তু ভৌতিকানি নেতি বিশেষঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—অথর্ব্ব বেদের উৎপত্তি প্রকরণে 'আত্মা' ও 'ভূতগণ' এতদুভয়ের মধ্যে 'ইন্দ্রিয়োৎপত্তির' বিধান আছে যথা—'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণিচ' সুতরাং ভূতগণের উৎপত্তি প্রলয় কিরূপে সিদ্ধ হয়? উত্তর—মন ও বুদ্ধি ভূতগণ হইতে বিশেষ বা ভিন্ন পদার্থ নহে। ভূতোৎপত্তির মধ্যেই ইন্দ্রিয়োৎপত্তি। ভূতগণ হইতে ইন্দ্রিয়গণ বিশেষ নহে। "অন্নময়ং হি সৌম্য! মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ" শ্রুতিঃ—অর্থাৎ অন্নময় মন, প্রাণময় জল ইত্যাদি। অতএব ইন্দ্রিয়গণের পৃথগুৎপত্তি সিদ্ধ না হওয়ায়, ভূতোৎপত্তি ক্রম ভঙ্গ হইতে পারে না।

৯ অধিকরণের পূর্ব্ব পক্ষ।

বিমুক্তক্রমভঙ্গোঽস্তি প্রাণাদ্যৈর্নাস্তিবাস্তিহি?
প্রাণাক্ষমনসাং ব্রহ্ম বিয়তোর্ম্মধ্যঈরণাৎ।

৯ অধিকরণের মীমাংসা।

প্রাণাদ্যাভৌতিকা ভূতেম্বন্তর্ভূতাঃ পৃথক্ ক্রমং।
নেচ্ছন্ত্যতো ন ভঙ্গোঽস্তি প্রাণাদৌ ন ক্রমঃ শ্রুতঃ।

২অধ্যা—৩পা—১০অধি—১৬সূ—২৩৩সা সং।

১০অধিকরণ—বপুষো জন্মমরণয়োর্ম্মুখ্যত্বেন জীবশ্চৈতয়ো র্ভাক্তত্বম্—শরীরের জন্ম মৃত্যু মুখ্য ও জীবের জন্ম মৃত্যু গৌণ।

১৬সূ—চরাচর ব্যপাশ্রয়স্তু স্যাত্তদ্ব্যপদেশো ভাক্ত স্তদ্ভাব ভাবিতত্বাৎ।

ব, অ,—চরাচর বা দেহের জন্ম মৃত্যুতেই দেহভাবাপন্ন জীবের জন্ম মৃত্যু বলা যায় কিন্তু তাহা ভাক্ত বা গৌণ।

ব্যা, বি,—জীবস্য জন্মাদি র্ভাক্তর্গৌণঃ।

দীপিকা—জাতো দেবদত্তঃ মৃতো দেবদত্তঃ ইত্যাদি ব্যপদেশো জাতকর্ম্মাদিসংস্কারশ্চ নাত্মন ইতি কিমিত্যত আহ ভাক্তঃ ভক্তিগুণযোগ উপচারঃ ইতি যাবৎ। চরাচর-ব্যপাশ্রয়ঃ স্থাবরজঙ্গম শরীরাভিপ্রায়ঃ তস্য জন্মাদের্ব্যপদেশঃ স্যাত্তবেৎ, কুতঃ, তদ্ভাবভাবিতত্বাৎ তস্য শরীরস্য ভাবো যস্যাস্তি জন্মাদি ব্যপদেশস্য সংস্কারাত্মপি সোঽয়ং তস্যাভাবস্তৎত্বং।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—যখন জীবের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার আছে তখন জীবেরই জন্ম মৃত্যু বলা যাউক? উত্তর—জীবের জন্ম মৃত্যু নাই। জন্ম মৃত্যু দেহের। "জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তেঃ" শ্রুতিঃ। জীবের জন্ম মৃত্যু সংজ্ঞা গৌণ। স্থাবরজঙ্গমাত্মক দেহই জন্মে ও মরে। শরীর সম্বন্ধ ব্যতিরেকে জীবের জন্ম মৃত্যু হয় না এ বিষয়ের শ্রুতি প্রমাণ যথা—"স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পদ্যাগ্নমনঃ স উৎক্রামন্ ম্রিয়মাণঃ" অতএব আকাশাদির ন্যায় জীবের উৎপত্তি বিনাশ নাই।

১০ অধিকরণের পূর্ব্ব পক্ষ।

জীবস্য জন্মমরণে বপুষো বা ? হ্যত্মনো হি তে
'জাতো মে পুত্র' ইত্যুক্তে র্জাতকর্ম্মাদিকস্তথা।

১০ অধিকরণের মীমাংসা।

মুখ্যে তে বপুষো ভাক্তে জীবস্যৈতে অপেক্ষ্য হি।
জাতকর্ম্মাদি লোকোক্তি র্জীবোপেতেতিশাস্ত্রতঃ।

২অধ্যা—৩পা—১১অধি—১৭সূ—২৩৪সা সং।

১১ অধিকরণ—জীবজন্মন ঔপাধিকত্বেন তস্য বস্তুতো নিত্যত্বম্।—জীব বাস্তবিক নিত্য তাহার জন্ম উপাধি বশতঃ।

১৭ সূ—নাত্মাঽশ্রুতেনি ত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ।

ব, অ,—জীবের জন্ম বিষয়ে কোন শ্রুতি নাই। শ্রুতি দ্বারা জীবের নিত্যত্ব উপলব্ধ হয়।

ব্যা, বি,—আত্মা—জীবাত্মা। ন—উৎপত্তিমান্ ন ভবতি।

দীপিকা—নৈবায় মাত্মা পরস্মাদাত্মন আকাশাদি বজ্জায়তে কুত স্তদ্বদস্যোৎপত্তেরশ্রুতেঃ ব্রীহ্যাদ্যুৎপত্তিবৎ,অস্ত্বনুমেয়ঃ, ইত্যত আহ নিত্যত্বাৎ। চ শব্দাৎ নিত্যত্বাদিক মেব কুতঃ, তাভ্যঃ শ্রুতিভ্যঃ ন জীবো ম্রিয়তে ইত্যাদিভ্যঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—"যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তি স্বরূপস্তথাঽক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে"—যেমন সুদীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয় তদ্রূপ অক্ষর হইতে বিবিধ সৌম্য ভাবের উৎপত্তি। এই শ্রুতি দ্বারা জীবেরও উৎপত্তি স্বীকার করা যাউক?—উত্তর—জীবের উৎপত্তি অসম্ভব। জীব নিত্য, তদ্বিষয়ে শ্রুতি আছে যথা "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ'। সেই পরমাত্মাই শরীরে জীবরূপে অবস্থিত। শরীরের উপাধি জন্যই শ্রুতি জীবের উৎপত্তি বলেন।

১১ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

কল্পাদৌ ব্রহ্মণো জীবো বিয়দ্বজ্জায়তে নবা?
সৃষ্টেঃ প্রাগদ্বয়ত্বোক্তের্জায়তে বিস্ফুলিঙ্গবৎ।

১১ অধিকরণের মীমাংসা

ব্রহ্মাদ্বয়ং জাতবুদ্ধৌ জীবত্বেন বিশেৎ স্বয়ং:।
ঔপাধিকং জীবজন্ম নিত্যত্বং বস্তুতঃ শ্রুতং।

২অধ্যা—৩পা—১২অধি—১৮সূ—২৩৫সা সং।

১২ অধিকরণ—জীবস্যাচিদ্রূপত্ব খণ্ডন পূর্ব্বিকা তচ্চিদ্রূপত্বসিদ্ধিঃ।—জীব চৈতন্যস্বরূপ।

১৮ সূ—জ্ঞোঽতএব।

ব, অ,—অতএব আত্মা নিত্য চৈতন্য।

ব্যা, বি,—জ্ঞঃ = নিত্যচৈতন্যরূপঃ। অতএব—নোৎপত্তিমান্।

দীপিকা—জ্ঞো নিত্যচৈতন্যরূপোঽয়মাত্মা অতএবোৎপত্ত্যসম্ভবাদেব পরমাত্মবৎ।

তাৎপর্য্য—অশঙ্কা—কাণাদিগণ বলেন "জীব আগন্তুক চৈতন্য ঘটে যেমন অগ্নির সহিত সংযুক্ত হইলে লৌহিত্য গুণ জন্মে, সেইরূপ মনের সহিত আত্মার সংযোগ হইলে 'আত্মার চৈতন্য গুণ' জন্মে। সুপ্ত ব্যক্তির চৈতন্য অপগত হইয়া পুনরায় আসিতে দেখা যায় এজন্য জীব নিত্যচৈতন্য নহে"। খণ্ডন—আত্মার আগম হয় না। অবিকৃত চৈতন্যই দেহাদি উপাধিতে 'জীব' ভাবাপন্ন হন। তিনি 'জ্ঞ' বা নিত্য চৈতন্য। "অসুপ্তঃ সুপ্তানভিচাকশীতি অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতি র্ভবতি—শ্রুতিঃ" অর্থাৎ সুষুপ্তিতে তিনি সুপ্ত ইন্দ্রিয়গণকে দর্শন করেন। তৎকালে পুরুষ (জীব) স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ হন। এজন্য জীব আগন্তুক চৈতন্য নহে।

১২ অধিকরণের পূর্ব্ব পক্ষ।

অচিদ্রূপোঽথ চিদ্রূপো জীবোঽচিদ্রূপ ইষ্যতে।
চিদভাবাৎ সুষুপ্ত্যাদৌ জাগ্রচ্চিন্মনসা কৃতা।

১২ অধিকরণের মীমাংসা।

ব্রহ্মত্বাদেব চিদ্রূপশ্চিৎ সুষুপ্তৌ ন সুপ্যতে।
দ্বৈতাদৃষ্টি দ্বৈতলোপাৎ নহি দ্রষ্ট রিতি শ্রুতেঃ।

২অধ্যা—৩পা—১৩অধি—১৯সূ—২৩৬সা সং।

১৩ অধিকরণ—জীবস্যাণুত্বখণ্ডনপূর্ব্বকং তৎসর্ব্বগতত্বপ্রতিপাদনম্—জীব অণু নহেন তিনি সর্ব্বগত।

১৯ সূ—উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং।

ব, অ,—উৎক্রামণ, গতি, ও আগতি দ্বারা জীবকে অণু বলি ?

ব্যা, বি,—উৎক্রান্তিঃ=মৃতিঃ। গতিঃ—শুক্লকৃষ্ণরূপা।

দীপিকা—উৎক্রান্তি অস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামতীতি শ্রুতেঃ তাসাং শ্রবণাদণু পরিমাণো জীবঃ।

তাৎপর্য্য—উৎক্রামণ, গতি ও আগতি বিষয়ক শ্রুতিদ্বারা জীবকে পরিচ্ছিন্ন বা অণু পরিমাণ বলি ? উৎক্রান্তি শ্রুতিঃ—'অস্মাচ্ছরীরাৎ সর্ব্বে রুৎক্রামতি'। গতি শ্রুতিঃ—"যে বৈ অস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমস মেব তে গচ্ছন্তি। আগতি শ্রুতিঃ—তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্য লোকায় কর্ম্মণে। (সংশয় সূত্র)।

২অধ্যা—৩পা—১৪অধি—২০সূ—২৩৭ সা সং।

১৩ অধিকরণ—(চলিতেছে)।

উপক্রম—জীবের অণুত্বে সংশয় সূত্র।

২০ সূ—স্বাত্মনাচোত্তরয়োঃ।

ব, অ,—পশ্চাদুক্ত গত্যাগতি আত্মার কার্য্য দৃষ্টে জীবকে অণু বলি ?

ব্যা, বি—উত্তরয়োঃ গত্যাগত্যোঃ স্বাত্মনা—জীবেনাত্মনা।

দীপিকা—উত্তরয়ো র্গত্যাগত্যোঃ স্বাত্মনৈব পরিস্যন্দাধারেণৈব নিষ্পত্তেঃ।

তাৎপর্য্য—চলন ব্যতীত 'গতি' ও 'আগতি' হয় না। শ্রুতি, দেহ হইতে অপসৃতি বা গতির প্রদেশ বিশেষেরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা— "চক্ষুষো বা মূর্দ্ধ্নো বা অন্যেভ্যো বা শরীরদেশাৎ স এতা স্তেজমাত্রাসহ উৎক্রামতি শুক্র মাদায় পুনরেতি স্থানং" অর্থাৎ চক্ষু, মূর্দ্ধা বা অন্য অঙ্গ হইতে শুক্র বা ইন্দ্রিয়গণসহ উৎক্রান্ত হইয়া পুনরায় হৃদয়ে আগমন করেন। তবে জীবকে অণু বলি ? (সংশয় সূত্র)।

২অধ্যা—৩পা—১৩অধি—২১সূ—২৩৮ সা সং।

১৩ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—জীবের বিচার।

২১ সূ—নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ।

ব, অ—জীব (অণু নহে) মহান্ বলিয়া শঙ্কিত হয় না, কারণ ব্রহ্মের প্রকরণে মহৎপ্রয়োগ শ্রুত হয়।

ব্যা, বি,—ন তৎ ন অনুঃ=ন মহান্=অণুঃ।

দীপিকা—জীবোঽণু ন, কুতঃ, অতচ্ছ্রুতেঃ তস্যাণুত্বস্যা-প্রতিপাদিকাশ্রুতি রতচ্ছ্রুতি স্তস্যাঃ ইতিচেৎ, ন, কুতঃ ইত-রস্য পরমাত্মনো ঽধিকারাৎ প্রকরণাৎ।

তাৎপর্য্য—"আত্মা অজ ও মহান্" এইরূপ শ্রুত হইলেও 'জীবকে' মহান্ বলেন না, পরমাত্মার প্রকরণে অবশ্য 'অজ' 'মহান্' ইত্যাদি বিশেষণ। তজ্জন্য জীব অণু বলিয়াই নিশ্চিত হউক ? (সংশয় সূত্র)।

২অধ্যা—৩পা—১৩অধি—২২সূ—২৩৯ সা সং।

১৩ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—পূর্ব্ব মত জীববিচার।

২২ সূ—স্বশব্দোন্মানাভ্যাং চ।

ব, অ—শ্রুতিতে স্ব অর্থাৎ অণু শব্দ প্রয়োগ করিয়া জীবকে উল্লেখ করেন। 'উন্মান শ্রুতিতেও' জীবের অণুত্ব উপলব্ধ হয়।

ব্যা, বি—উন্মানং অতিসূক্ষ্মবিভাগঃ।

দীপিকা—স্বস্যাণুত্বস্য বাচকঃ এষোণু রিতি স্বশব্দশ্চ উন্মানঞ্চ বালাগ্র ইত্যাদিনাভিহিতং চকার হৃদয়াবচ্ছিন্নসমু-চ্চয়ার্থঃ।

তাৎপর্য্য—পূর্ব্বপক্ষকারী জীবকে 'অণু' বলিয়া অসূত্রেও নিশ্চিত

করিতেছেন। "এষোহণু রাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ' এই শ্রুতিতে [এষোহণু] অণু শব্দের স্পষ্ট প্রয়োগ আছে। উন্মান শ্রুতি অর্থাৎ "বালাগ্র শত ভাগস্থ শত ভাগো জীবো বিজ্ঞেয়ঃ"—কেশের শত ভাগেরও শত ভাগ জীব এইরূপ বিভাগ বোধক শ্রুতি দ্বারাও জীবের অণুত্বই নিশ্চিত হউক? (সংশয় সূত্র)।

২অধ্যা—৩পা—১৩অধি—২৩সূ—২৪০ সা সং।

১৩ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—জীববিচার।

২৩ সূ—অবিরোধশ্চন্দনবৎ।

ব, অ—চন্দনের দৃষ্টান্তেও জীব অণু।

ব্যা, বি—অণুত্বে ন বিরোধঃ চন্দনদৃষ্টান্তেন।

দীপিকা—অয়ং ন বিরোধঃ অবিরোধঃ কিম্বদিত্যত আহ, চন্দনবৎ যথা হরিচন্দনবিন্দু রেকত্র ত্বচা সম্বদ্ধঃ সর্ব্ব-শরীরং সুখায়ত এবমণুরাত্মাপি।

তাৎপর্য্য—যেমন চন্দন শরীরের একস্থানে স্থিত হইয়া সর্ব্বশরীর আমোদিত করে, সেইরূপ আত্মা দেহের একদেশে অবস্থিত হইয়া ত্বক্ দ্বারা সর্ব্বশরীর-ব্যাপী সুখ দুঃখের অনুভব করেন তজ্জন্য জীবকে 'অণু' বলি? (সংশয় সূত্র)।

২ অধ্যা—৩পা—১৩অধি—২৪সূ—২৪১ সা সং।

১৩ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—জীববিচার।

২৪ সূ—অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপ-গমাদ্ধৃদি হি।

ব, অ—চন্দনের দৃষ্টান্ত অসঙ্গত বলা যায় না, হৃদয়ে জীবের অবস্থান উপ-নিষদে শ্রুত হয়।

ব্যা, বি—অভ্যুপগমাৎ—উপলব্ধেঃ। অবস্থিতিঃ অবস্থানম্।

দীপিকা—চন্দনবিন্দো র্মস্তকাদাববস্থিতিঃ তস্যা বিশেষঃ প্রত্যক্ষং তদ্বিষয়ং বিশেষস্য ভাবো বৈশেষ্যঃ তস্মাৎ বিষমং ন দৃষ্টান্তঃ ইতিচেৎ, ন, কুতঃ, হৃদিহীতি শ্রুতেঃ।

তাৎপর্য্য—যদি আশঙ্কা কর চন্দন একস্থানে স্থিত হইয়া সর্ব্বশরীর আহ্লাদিত করে ইহা প্রত্যক্ষ, কিন্তু আত্মার একদেশাবস্থান প্রত্যক্ষ নহে। এইরূপে অবস্থিতির বিশেষ থাকায় চন্দনের দৃষ্টান্ত সুসঙ্গত নহে। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—চন্দনবিন্দুর ন্যায় আত্মারও এক-দেশস্থতা শ্রুতিতে উক্ত আছে, যথা 'হৃদি কতম আত্মা' 'হৃদ্যন্ত র্জ্যোতিঃ পুরুষঃ' আত্মা হৃদয়ে অবস্থান করেন। অতএব চন্দনের দৃষ্টান্তে জীব অণু বলিয়াই নিশ্চিত হউক? (সংশয় সূত্র)।

২অধ্যা—৩পা—১৩অধি—২৫সূ—২৪২সা সং।

১৩ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—জীববিচার।

২৫ সূ—গুণাদ্বালোকবৎ।

ব, অ—অথবা আলোকের দৃষ্টান্তে জীবকে অণু হইলেও চৈতন্য গুণদ্বারা সর্ব্বশরীরব্যাপী বলা যাইতে পারে।

ব্যা, বি—গুণাৎ—চৈতন্যগুণাৎ। আলোকঃ দীপঃ।

দীপিকা—নানুভবাপলাপো যুক্তঃ ইতি বা শব্দঃ। অণোরপি জীবস্য স্বচৈতন্যাৎ গুণাৎ সর্ব্বশরীরব্যাপিতা। কিম্বদিত্যত আহ, আলোকবৎ ঘটাদ্যেকদেশাস্থানাং মণ্যাদীনাং অণুনাং স্বপ্রভয়া ঘটাদিব্যাপিত্বম্।

তাৎপর্য্য—রত্ন ও প্রদীপ যেমন একস্থানে স্থিত হইয়া 'প্রভা' দ্বারা প্রকাশ্য সকল প্রকাশ করে, আত্মাও সেইরূপ একস্থানে স্থিত হইয়া চৈতন্য গুণ দ্বারা সর্ব্বশরীরব্যাপী। এমতে জীবকে অণু বলা যাউক? (সংশয় সূত্র)।

২অধ্যা—৩পা—১৩অধি—২৬সূ—২৪৩সা সং।

১৩ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—জীববিচার।

২৬সূ—ব্যতিরেকো গন্ধবৎ।

ব, অ—গন্ধের দৃষ্টান্তে চৈতন্যগুণের ব্যতিরেক প্রতীত হইতে পারে।

ব্যা, বি—ব্যতিরেকঃ বিশ্লেষণং গন্ধদৃষ্টান্তেন।

দীপিকা—গুণিনং জীবং পরিত্যজ্য গুণস্য চৈতন্যস্য বৃত্তি র্ব্যতিরেকোঽপ্যুপপন্নঃ। কিম্বৎ, ইত্যত আহ, গন্ধবৎ, যথা কেতক্যাদে র্দ্রব্যস্যাতিদূরস্যাপি তদ্গুণস্যান্যত্রবৃত্তি স্তদ্বৎ।

তাৎপর্য্য—কেতকী প্রভৃতি 'গন্ধাশ্রয়দ্রব্য আঘ্রাত হইতেছে' এরূপ প্রতীতি না হইয়া 'গন্ধ আঘ্রাত হইতেছে' এইরূপ প্রতীতিই হইয়া থাকে। গন্ধাশ্রয় হইতে যেমন গন্ধের ব্যতিরেক বা বিশ্লেষ, 'অণু জীব' হইতেও সেইরূপ। চৈতন্য গুণের ব্যতিরেকও সঙ্গত বলা যাউক? (সংশয় সূত্র)

২ অধ্যা—৩পা—১৩অধি—২৭সূ—২৪৪ সা সং।

১৩ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—জীববিচার।

২৭ সূ—তথাচ দর্শয়তি।

ব, অ—(জীবের সর্ব্বব্যাপিত্ব) শ্রুতিও প্রদর্শন করিয়াছেন।

ব্যা, বি—তথা—চৈতন্য গুণেন-ব্যাপিত্বম্, দর্শয়তি শ্রুতিঃ।

দীপিকা—হৃদয়ায়তনত্বমণুত্বঞ্চ আত্মনো বিধীয়তস্যৈ 'বালোমেভ্যঃ' 'আনখাগ্রেভ্যঃ' ইতি চৈতন্যগুণেন সমস্ত-শরীরব্যাপ্তিং দর্শয়তি।

তাৎপর্য্য—'আলোমেভ্যঃ' 'আনখাগ্রেভ্যঃ' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা আত্মার সর্ব্বশরীর-ব্যাপিত্ব প্রদর্শিত হওয়ায় জীবের 'অণুত্বই' নিশ্চিত হউক? (সংশয় সূত্র)।

২অধ্যা—৩পা—১৩অধি—২৮সূ—২৪৫সা সং।

১৩ অধিকরণ (চলিতেছে) উপ—জীববিচার।

২৮ সূ—পৃথগুপদেশাৎ।

ব, অ—এবিষয়ের পৃথক্ শ্রুত্যুপদেশও পাওয়া যায়।

ব্যা, বি—অস্তি জীবস্য চৈতন্য গুণেন ব্যাপিত্বে পৃথক্ উপদেশঃ।

দীপিকা—অণোরাত্মনঃ কর্ত্তুশ্চৈতন্যস্য শরীরব্যাপ্তৌ প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্যেতি পৃথগুপদেশাৎ।

তাৎপর্য্য—"প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায়"—'প্রজ্ঞা দ্বারা শরীরে সমারূঢ় হইয়া চৈতন্য গুণ দ্বারা (বিজ্ঞানেন,) ইন্দ্রিয়গণকে (বিজ্ঞানং) আকর্ষণ করেন। এতদ্দ্বারা 'অণু' জীবেরই চৈতন্য গুণ বলা যাউক ? (শেষ সংশয় সূত্র)।

২অধ্যায়—৩পা—১৩অধি—২৯সূ—২৪৬ সা সং।

১৩ অধিকরণ—(চলিতেছে)।—উপ জীবমীমাংসা।

২৯ সূ—তদ্‌গুণসারত্বাত্তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ।

ব, অ—প্রাজ্ঞ পরমাত্মার ন্যায় উপাধি-গুণ-প্রাধান্যে জীবেরও অণুত্ব ব্যপদেশ।

ব্যা, বি—তৎ তস্যাঃ বুদ্ধের্গুণাৎ অণুত্বম্। প্রাজ্ঞঃ—পরমাত্মা।

দীপিকা—তুশব্দো জীবস্য স্বাভাবিকাণুত্ব নিরাসার্থঃ। কথং তর্হি অণুত্বং ইত্যত আহ, তদ্গুণসারাৎ তস্যাবুদ্ধে গুর্ণাঃ অণুত্বাদয়ঃ সারো যস্য জীবস্য স তথা তস্যভাব স্তস্মাৎ উপাধি গুণেনোপহিতস্য জীবস্য ব্যপদেশঃ কিম্বৎ, প্রাজ্ঞবৎ, যথা প্রাজ্ঞঃ পরমাত্মা উপাধে হৃর্দয়াকাশর্দহরাদে ধর্ম্মেণোপহিতো দহরাদিনা ব্যপদিশ্যতে দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ ইতি শ্রুতি স্তদ্বৎ।

তাৎপর্য্য—প্রভা ও গন্ধের ন্যায় চৈতন্যে ও জীবে গুণ-গুণী-বিভাগ নাই। বুদ্ধিগুণ নিমিত্তই জীবকে অণু বলিয়া শ্রুতি উক্ত করিয়াছেন। ইচ্ছা দ্বেষাদি বুদ্ধির গুণ আত্মার সংসার-ভাবের কারণ, এইজন্য আত্মাকে তদ্‌গুণসার বলা যায়। উৎক্রান্তি, গতি প্রভৃতি বুদ্ধিরই হয়, জীবের নহে। জীব অণু

হইলেও অনন্ত, তাহার প্রমাণ "বালাগ্রশতভাগস্ত শতধা কল্পিতস্তু, ভাগো জীবো স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্তায় কল্প্যতে।" বুদ্ধি গুণ দ্বারা আত্মার সংসারিত্বে শ্রুতি—"বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব আরাগ্রমাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ"। জীব মহান্ তাহার শ্রুতি—"সবা এষঃ মহানজঃ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু"। 'তিনি হৃদয়াতন' ইহা বুদ্ধি পর বাক্য। প্রাণই দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়, জীবের উৎক্রান্তি ঔপচারিক। তাহার শ্রুতি "কস্মিন্নুৎক্রান্তে উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি ইতি স প্রাণমসৃজত"। প্রাজ্ঞপরমাত্মাতে যেমন "অন্নময়ঃ প্রাণশরীরঃ" প্রভৃতি শব্দ ঔপচারিক প্রয়োগ, সেইরূপ জীবেরও 'অণু' শব্দ ঔপচারিক। (মীমাংসা সূত্র)।*

২অধ্যা—৩পা—১৩অধি—৩০সূ—২৪৭ সা সং।

১৩ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—জীবনিরূপণ।

৩০ সূ—যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ।

ব, অ—'তাদাত্ম' না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের উপাধি থাকে, এজন্য অণু উক্তিতে দোষ হয় না।

ব্যা, বি—যাবদাত্মভাবিত্বং—সমানস্থানং, তত্ত্বমসিভাবঃ।

দীপিকা—যাবদাত্মনো জীবস্য ভাবঃ অহং ব্রহ্মাস্মীতি বোধানুৎপত্তিদোষঃ।

তাৎপর্য্য—'অহং ভাব' থাকা পর্য্যন্ত আত্মার সংসার ভাব থাকে, যে পর্য্যন্ত জীবের ব্রহ্মাত্মভাব না হয় সেই পর্য্যন্তই সংসার-ভাব ; এজন্যই অণুত্বাদি উক্তি দোষাবহ নহে।

২অধ্যা—৩পা—১৩অধি—৩১সূ—২৪৮ সা সং।

১৩ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—জীবনিরূপণ।

* ১৯ সূ হইতে ২৯ সূ পর্য্যন্ত ১১টি সূত্র সংশয় সূত্র এবং ৩০ সূ হইতে ৩৩ সূ পর্য্যন্ত ৪টী মীমাংসা সূত্র।

৩১সূ—পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ।

ব, অ—যেমন যৌবনে পুংচিহ্নাদি আপনিই হয়, সেইরূপ প্রলয়াদির পর জীব আপনিই প্রকাশিত হয়।

ব্যা, বি—পুংস্ত্বং—রেতঃ, অভিব্যক্তিঃ—প্রকাশঃ।

দীপিকা—অতঃ কারণসম্বন্ধস্য সুষুপ্তি প্রলয়য়োঃ সতএবাভিব্যক্তিঃ প্রকটভাব স্তস্য যোগাৎকিম্বৎ, পুংস্ত্বাদিবদিতি যথাবাল্যে সতএব পুংস্ত্বস্য যৌবনেঽভিব্যক্তি স্তদ্বৎ।

তাৎপর্য্য—বাল্যকালে পুংস্ত্ব (শ্মশ্রুপ্রভৃতি পুরুষ চিহ্ন) বীজভাবে থাকিয়া যেমন যৌবনে ব্যক্ত হয়, সেইরূপ সুষুপ্তি ও প্রলয়ে বুদ্ধি সম্বন্ধ শক্তিরূপে থাকিয়া জাগ্রতে প্রকাশিত হয়।

২অধ্যা—৩পা—১৩অধি—৩২সূ—২৪৯ সা সং।

১৩ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—জীবনিরূপণ।

৩২ সূ—নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গো-ঽন্যতরনিয়মোবান্যথা বা।

ব, অ—অন্তঃকরণ বৃত্তি স্বীকার না করিলে উপলব্ধি অনুপলব্ধি সিদ্ধ হয় না, কেন না আত্মা বিকাররহিত।

ব্যা, বি—অন্যথা—অন্তঃকরণানঙ্গীকারে।

দীপিকা—যথান্তঃকরণাভাবে স্ফীতালোকমধ্যবর্ত্তিনঃ চক্ষুরাদিসদোপলম্ভসন্নিকৃষ্টস্য ঘটাদে নিত্যং সদোপলম্ভস্য প্রসঙ্গঃ স্যাৎ অথৈ ভাবতা নো প্রসঙ্গঃ স্যাৎ, নিত্যমুপলব্ধিশ্চ অনুপলব্ধিশ্চ তয়োঃ প্রসঙ্গঃ, ন পুনঃ কদাচিদুপলম্ভঃ। অথবা অয়মপি অস্তু, তর্হি অন্যতর নিয়মঃ অন্যতরস্য আত্মনোঽবিক্রিয়স্য দৃক্‌শক্তে রিন্দ্রিয়স্য বা পূর্ব্বোত্তরক্ষণে সমানরূপস্য নিয়মনং

নিয়মঃ প্রতিবন্ধঃ কল্পেত, নৈতত্রয়মপি যুক্তং। বা শব্দঃ প্রত্যক্ষস্যানুপলম্ভপ্রৌঢ়্যর্থঃ।

তাৎপর্য্য—মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার এই চারিটির নাম অন্তঃকরণ। তন্মধ্যে সংশয়াত্মক বৃত্তি মন, নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি বুদ্ধি, স্মৃতিবৃত্তি চিত্ত এবং অভিমান বৃত্তি অহংকার। আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয় এই তিনের সন্নিধানে "উপলব্ধি" হইয়া থাকে। যদি অন্তঃকরণকে উপলব্ধির সাধন স্বীকার না করা যায় তাহা হইলে সর্ব্বদা উপলব্ধি বা অনুপলব্ধি প্রসঙ্গ হয়। তাহা হইলে একের শক্তি প্রতিবন্ধ মানিতে হয়। নির্ব্বিকার আত্মার শক্তি প্রতিবন্ধ হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়েরও শক্তিস্তম্ভ সঙ্গত নহে। যাহার উপলব্ধি হয় তাহারই নাম অন্তঃকরণ। 'শ্রুতি—মনসা হ্যেব পশ্যতি, 'মনসা শৃণোতি' 'কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাশ্রদ্ধাধৃতিরধৃতির্হ্রী ধীর্ভীরিত্যেতৎসর্ব্বং মনএব'।

২অধ্যা—৩পা—১৩অধি—৩৩সূ—২৫০সা সং।

১৩ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ – জীবনিরূপণ।

৩৩ সূ—কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ।

ব, অ—জীবকে কর্ত্তা না বলিলে শাস্ত্র-সাফল্য থাকে না।

ব্যা, বি—কর্ত্তা জীবঃ। শাস্ত্রাৎ সিদ্ধান্তি।

দীপিকা—অয়ঞ্জীবঃ কর্ত্তা কুতঃ যজতীত্যাদি শাস্ত্রাস্যার্থং প্রয়োজনং যস্যাস্তি স শাস্ত্রার্থবান্ তস্য ভাব স্তস্মাৎ।

তাৎপর্য্য—শাস্ত্রে জীবকে কর্ত্তা বলেন—যথা 'এষো হি দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ'। অন্যথা অর্থাৎ জীবকে কর্ত্তা স্বীকার না করিলে শাস্ত্রের গৌরব নষ্ট হয়। শাস্ত্রে জীবের সুকৃতি ও দুষ্কৃতির উপদেশ দেন।

১৩ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

জীবোহণুঃ সর্ব্বাগো বা স্যাৎ? 'এষোহণু' রিতি বাক্যতঃ,
উৎক্রান্তি গত্যাগমন শ্রবণাচ্চাণু রেব সঃ।

১৩ অধিকরণের মীমাংসা।

সভাস বুদ্ধ্যণুত্বেতু উপাধিত্বা ত্ততোহণুতা,
জীবস্য সর্ব্ব গত্বংতু স্বপ্রৌ ব্রহ্মাদ্বয়ঃ শ্রুতঃ।

২ অধ্যা—৩ পা—১৪ অধি—৩৪ সূ—২৫১ সা সং।

১৪ অধিকরণ—জীবস্যাকর্ত্তৃত্বনিরসনপূর্ব্বকং তৎ-কর্ত্তৃত্বপ্রতিপাদনম্। জীবেরকর্ত্তৃত্বনিশ্চয়।

৩৪ সূ—বিহারোপদেশাৎ।

ব, অ,—স্বপ্নে জীবের বিহার (সঞ্চরণ) উপদেশ আছে।

ব্যা, বি—বিহারঃ—স্বপ্নকালে জীবস্য সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চরণং।

দীপিকা—বিহরণং বিহারঃ তস্যাঃ ক্রিয়া তস্যাঃ 'স ঈয়ত' ইত্যাদিনোপদেশাৎ।

তাৎপর্য্য—'স ঈয়তে যত্রকামং স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে' এই শ্রুতিদ্বারা স্বপ্নাবস্থায় জীবের 'সর্ব্বদেহে সঞ্চরণ করা' উপদিষ্ট হয়। এই জন্য জীব কর্ত্তা।

২অধ্যা—৩পা—১৪ অধি—৩৫সূ—২৫২ সা সং।

১৪ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—জীব-কর্ত্তৃত্ব।

৩৫ সূ—উপাদানাৎ।

ব, অ,—(স্বপ্নে ইন্দ্রিয়গণের) উপাদান বা গ্রহণ উক্তিতেও জীব কর্ত্তা।

ব্যা, বি—উপাদানাৎ—ইন্দ্রিয়াণাং গ্রহণাৎ।

দীপিকা—'বিজ্ঞানেন বিজ্ঞান মাদায়েত্যাদিনা প্রাণানা মুপাদানাঙ্গীকারাৎ তর্কাৎ কর্ত্তৃত্বমস্য জীবস্যেতি।

তাৎপর্য্য—'তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞান মাদায় স্বপিতি' তিনি প্রাণের মধ্যে জ্ঞানবান্ ইন্দ্রিয়গণকে সংগৃহীত করিয়া 'সুপ্ত' হন। এই শ্রুতিদ্বারা 'ইন্দ্রিয়গণের উপাদান' উক্ত হওয়ায় জীব কর্ত্তা।

২অধ্যা—৩পা—১৪অধি—৩৬সূ—২৫৩ সা সং।

১৪ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—জীবের কর্ত্তৃত্ব।

৩৬ সু—ব্যপদেশাচ্চক্রিয়ায়াং নচেন্নির্দ্দেশ-বিপর্য্যয়ঃ।

ব, অ,—'বিজ্ঞানং' শব্দে জীব অর্থ না করিলে নির্দ্দেশ বিপর্য্যয় হয়।

ব্যা, বি—লৌকিকবৈদিকক্রিয়ায়াং। বিজ্ঞান মিতি শব্দস্ত নির্দ্দেশঃ।

দীপিকা—ক্রিয়ায়াং লৌকিক্যাঞ্চ 'বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি' চেতি অনেন কর্ত্তৃত্বস্য ব্যপদেশাচ্চেদ্ যদি বিজ্ঞান শব্দেন কর্ত্তানাভিমতঃ, কিন্তু করণং বুদ্ধিঃ, তদা নির্দ্দেশস্য বিজ্ঞান মিত্যস্য বিজ্ঞানেনেতি বিপর্য্যয়ঃ স্যাৎ।

তাৎপর্য্য—'তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞান মাদায়' এই শ্রুতিতে প্রযুক্ত 'বিজ্ঞানং' শব্দে জীব ও 'বিজ্ঞানেন' শব্দে 'বিজ্ঞান' বা বুদ্ধি-দ্বারা এইরূপ অর্থ। যদি 'বিজ্ঞানং' শব্দের 'জীব' অর্থ না বল তবে নির্দ্দেশ বিপর্য্যয় হয়, কারণ 'বুদ্ধি' অর্থ হইলে 'বিজ্ঞান' কর্ত্তৃপদ না হইয়া করণ পদ (ওয়া) হইত। লৌকিক ক্রিয়াতেও 'বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে' এরূপ প্রয়োগ আছে, এরূপ বাক্যে প্রযুক্ত 'বিজ্ঞান' শব্দের অর্থ 'জীব'। এতদ্দ্বারাও জীবের কর্ত্তৃত্ব নিশ্চয় হয়।

২অধ্যা—৩পা—১৪অধি—৩৭সূ—২৫৪ সা সং।

১৪ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—জীব-কর্ত্তৃত্ব।

৩৭ সূ—উপলব্ধি বদনিয়মঃ।

ব, অ,—জীব বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র নহেন। পরন্তু তিনি অনিয়মিত বোদ্ধা।

ব্যা, বি—উপলব্ধিঃ—বুদ্ধিঃ, অনুভবঃ।

দীপিকা—যথোপলব্ধিং স্বতন্ত্রোঽপ্যনিষ্টং করোতি নায়মপি নিয়মঃ স্বতন্ত্রো নানিষ্টং করোতি। 'বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে, ইতি বিজ্ঞানস্যৈব কর্ত্তৃত্বং বেদ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—যদি বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আত্মা (পরমাত্মা) কর্ত্তা হন, তবে তিনি স্বাধীন হইয়াও আপন অপ্রিয় করেন কেন? উত্তর—আত্মা

উপলব্ধি (অনুভব) হইতে স্বতন্ত্র হইলেও অনিয়মিত রূপে ইষ্টানিষ্ট বুঝিয়া থাকেন। তিনি দেশ-কালাদির সাপেক্ষ, তজ্জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহেন। যাহা-হউক তাঁহার অনিয়মিত ইষ্টানিষ্ট করণে কোন বিরোধ হইতে পারে না।

২অধ্যা—৩পা—১৪ অধি—৩৮সূ—২৫৫সা সং।

১৪ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—জীব-কর্তৃত্ব।

৩৮ সূ—শক্তিবিপর্য্যয়াৎ।

ব, অ—জীবকে কর্ত্তা না বলিয়া করণ বলা যায় না।

ব্যা, বি—কর্ত্তরি করণস্য বিপর্য্যয়ঃ।

দীপিকা—বুদ্ধেঃ কর্ত্তৃত্বে বর্ণিতন্যায়েন কারণান্তরা-পেক্ষয়াঽবশ্যং করণশক্তেঃ বুদ্ধেঃ কর্ত্তৃত্বশক্তিরিতি শক্তি-বিপর্য্যয়োদোষ স্তস্মাৎ।

তাৎপর্য্য—বুদ্ধিকে কর্ত্তা বলিলে 'শক্তিবিপর্য্যয় দোষ' হয়। বুদ্ধির করণ শক্তি। কর্ত্তা করণ হইতে পৃথক্।

২অধ্যা—৩পা—১৪অধি—৩৯সূ—২৫৬ সা সং।

১৪ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—জীব-কর্তৃত্ব।

৩৯ সূ—সমাধ্যভাবাচ্চ।

ব, অ—সমাধি উপদেশ নিরর্থক হয়। এজন্য জীব কর্ত্তা।

ব্যা, বি—অভাবঃ—বৈফল্যম্, সমাধিস্তত্ত্বমসিভাবঃ।

দীপিকা—সমাধেঃ আত্মাবারে দ্রষ্টব্য ইত্যাদিনোক্তস্য পুরুষে বিভাকৃতস্যাপি কর্ত্তৃত্বাভাবো বৈয়র্থ্যং তস্মাৎ বা।

তাৎপর্য্য—ধ্যান, ধারণা ও সমাধি নামক 'সংযমত্রয়' বিষয়ে উপনিষদে যে উপদেশ আছে, জীবকে কর্ত্তা স্বীকার না করিলে তাহা বিফল হয়। শ্রুতি—"আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" —(হে মৈত্রেয়ি) দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা পরমাত্মা লব্ধব্য।

১৪ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

জীবো বা বুদ্ধি বা কর্ত্তা? ধিয়ঃ কর্ত্তৃত্বসম্ভবাৎ,
'জীবকর্ত্তৃতয়া কিংস্যাৎ' ইত্যাহুঃ সাংখ্যমানিনঃ।

১৪ অধিকরণের মীমাংসা।

করণত্বান্ন ধীঃ কর্ত্রী, যাগশ্রবণ লৌকিকাঃ,
ব্যাপায়া ন বিনা কর্ত্তা, তস্মাৎ জীবস্যকর্ত্তৃতা।

২অধ্যা—৩পা—১৫অধি—৪০ সূ—২৫৭ সা সং।

১৫ অধিকরণ—জীবকর্ত্তৃত্বস্যাধ্যস্তত্বেনাবাস্তিকত্বম্।

—জীব-কর্ত্তৃত্ব বাস্তবিক নহে, অধ্যাস মাত্র।

৪০ সূ—যথাচ তক্ষোভয়থা।

ব, অ,—তক্ষা বা সূত্রধারের দৃষ্টান্তে জীব বাস্তবিক অকর্ত্তা।

ব্যা, বি—উভয় থা = মোক্ষে সুষুপ্তৌ চ।

দীপিকা—তক্ষা সূত্রধারঃ বাস্যাদি ব্যাপারে হস্তাদিকরণাক্ষেপকর্ত্তা যদ্যপি, বাস্যাদি পরিত্যাগে হস্তাদিমানপি তদ্ব্যাপারস্যাকর্ত্তা যথা, এব মাত্মাপি মোক্ষে সুপ্তৌ চ নির্বৃতঃ।

তাৎপর্য্য—পূর্ব্ব অধিকরণে যদিও জীবের কর্ত্তৃত্ব নিশ্চয় হইয়াছে কিন্তু তাহা অবাস্তবিক। তক্ষা বা সূত্রধার যেমন 'বাসি' প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া স্বহস্তে পরিশ্রম করিয়া দুঃখ অনুভব করে ও গৃহাগত হইয়া বাসি প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া সুখ অনুভব করে, জীবও সেইরূপে সুষুপ্তি ও মোক্ষ এই উভয় কালে নির্বৃত হইয়া সুখী হন। জীবের কর্ত্তৃত্ব অবিদ্যা জন্য। নিরবচ্ছিন্ন আত্মার (পরমাত্মার) কর্ত্তৃত্ব নাই, 'বিহার' সূত্রে আত্মার স্বপ্ন সঞ্চরণ দ্বারা জীবের 'কর্ত্তৃত্ব নিশ্চয়' হয় বটে, কিন্তু তিনি বুদ্ধি সংযুক্ত আত্মা (জীবাত্মা) শ্রুতির্যথা—"সধীঃ স্বপ্নো ভূত্বা ইমং লোক মতিক্রামতি।"

১৫ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

কর্ত্তৃত্বং বাস্তবং কিংবা কল্পিতং? বাস্তবং ভবেৎ
যজেতেত্যাদি শাস্ত্রেণ সিদ্ধস্যাবাধিতত্বতঃ।

১৫ অধিকরণের মীমাংসা।

'অসঙ্গো হীতি তদ্বাধাৎ স্ফাটিকে রক্ততেব তৎ,
অধ্যস্তং ধীচক্ষুরাদিকরণোপাধিসন্নিধেঃ।

২ অধ্যা—৩ পা—১৬ অধি—৪১ সূ—২৫৮ সা সং।

১৬ অধিকরণ—জীবস্যেশ্বর প্রবৃত্তত্বেন ন রাগপ্রবৃত্তম্।

ঈশ্বর জীবকে প্রবর্ত্তিত করেন। জীব রাগাদি দ্বারা প্রবর্ত্তিত নহেন।

৪১ সূ—পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ।

ব, অ—ঈশ্বর হইতেই জীবের কর্ত্তৃত্ব শ্রুতিতে উক্ত আছে।

ব্যা, বি—পরাৎ ঈশ্বরাৎ কর্ত্তৃত্ব মস্য জীবস্যেতি।

দীপিকা—তু শব্দঃ ঈশ্বরানপেক্ষাং বারয়তি পরাৎপরস্মাৎ কর্ত্তৃত্বমুক্তংজীবস্য কুতঃ তচ্ছ্রুতেঃ তস্য সাপেক্ষত্বস্য এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তীতি শ্রুতেঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—জীব যখন স্বকর্ম্মায়ত্ত হইয়া সুখ দুঃখ অনুভব করেন তখন জীবের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন ইহা কিরূপে সঙ্গত? জীব স্বয়ং রাগ দ্বেষাদি দ্বারা প্রেরিত এইরূপ বলা যাউক? উত্তর—না, জীব স্বাধীন নহেন তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন, তদ্বিষয়ে শ্রুতি আছে—'এষহ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীয়তে, এষ হ্যেবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীয়তে'—যাঁহাকে ইহলোক হইতে উন্নয়ন করিতে অভিলাষ করেন তাঁহাকেই ঈশ্বর সাধু কর্ম্মে প্রবৃত্ত করান এবং যাঁহাকে অধোগামী করিতে অভিলাষ করেন তাঁহাকেই তিনি অসাধু কর্ম্মে প্রবৃত্তি দেন। এই শ্রুতি বাক্যে ইহাই নিশ্চিত হয় যে, ঈশ্বরই জীবকে সাধু ও অসাধু কর্ম্ম করান ও উন্নতাবনত করেন। যে জীবের যেরূপ কর্ম্ম সঞ্চয় থাকে ঈশ্বর সে জীবকে সেইরূপ প্রবৃত্তি দিয়া থাকেন। সাধুগণের পূর্ব্বানুষ্ঠিত সৎ কর্ম্ম দ্বারাই ঈশ্বর সাধু কার্য্যে তাঁহাদিগকে প্রবৃত্ত করান এবং পূর্ব্ব সঞ্চিত দুষ্কৃত অনুসারেই ঈশ্বর অসাধু দস্যু শঠদিকে অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্তি দেন। যিনি যেরূপ কর্ম্ম (সৎ বা অসৎ) করেন, কর্ম্মফল অনুসারে তাঁহার তদ্রূপ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সাধুর সাধুকার্য্যেই প্রবৃত্তি হয়, অসাধুর অসাধু কার্য্যেই প্রবৃত্তি জন্মে। ঈশ্বর কর্ম্মফলানুসারে জীবকে প্রবর্ত্তিত করেন ইহাই সূত্রার্থ।

২ অধ্যা—৩পা—১৬ অধি—৪২ সূ—২৫৯ সা সং।

১৬ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—ঈশ্বর-কারয়িতা।

৪২ সূ—কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ।

ব, অ—জীব স্বকীয় প্রযত্নের অধীন, নতুবা বিধি নিষেধাদি নিষ্ফল হয়।

ব্যা, বি—কৃতপ্রযত্নাপেক্ষোজীবঃ। বিহিতঃ বিধিঃ। প্রতিষিদ্ধং নিষিদ্ধং।

দীপিকা—তু শব্দো বৈষম্যাদি বারণার্থঃ। কৃতঃ, কৃতো জন্মান্তরে প্রযত্ন স্তস্যাপেক্ষা যস্য সোঽয়ং তদেব কৃতঃ, বিহিতং যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতীত্যাদি, প্রতিষিদ্ধঞ্চ ন সুরাং পিবেদিত্যাদি। তয়োঃ অবৈয়র্থ্যম্, আদি শব্দেন পুরুষকারাদিনামপি তেভ্যঃ। অবৈয়র্থ্যম্ সাফল্যমিতি।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—'ঈশ্বর করান এবং 'জীব করে' এরূপ হইলে ঈশ্বরে বিষম-কারিত্বাদি-দোষ-প্রসঙ্গ এবং জীবেরও অকৃত-প্রাপ্তি-প্রসঙ্গ হউক? উত্তর—না, কোনরূপ দোষ প্রসঙ্গ হয় না। যে জীবের যেরূপ প্রযত্ন বা কর্ম্ম সঞ্চয় থাকে ঈশ্বর সে জীবকে সেইরূপ কার্য্য করান। জীবকৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম একরূপ নহে সুতরাং ফলও একরূপ নহে ইহা বিধি-নিষেধ শাস্ত্র দ্বারা জানা যায়। ঈশ্বর নিরপেক্ষ হইলে পুরুষকারও বিফল হয় এবং দেশ, কাল ও নিমিত্তাদিতে দোষাপত্তি হয়। পূর্ব্বপাদে 'বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যে ন' সূত্রে উক্ত হইয়াছে, ঈশ্বরে বিষমকারিতা বা পক্ষপাতিতা ও নির্দ্দয়তা দোষ প্রসক্তি হয় না, কেন না জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মের অধীন। তথাপি ঈশ্বর জীবগণের প্রেরক ইহাই অধিকরণের লক্ষ্যার্থ। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে ঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি, ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।" গীতা।

১৬ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

প্রবর্ত্তকোঽস্যরাগাদি রীশো বা? রাগতো ভবেৎ
জীবপ্রবৃত্তি বৈষম্য মীশস্য প্রেরণে যতঃ।

১৬ অধিকরণের মীমাংসা।

শস্যেষু বৃষ্টি বজ্জীবেষ্বীশস্যাবিষয়ত্বতঃ,
রাগোঽন্তর্যাম্যধীনেঽত্র ঈশ্বরোঽস্য প্রবর্ত্তকঃ।

২অধ্যা—৩পা—১৭অধি- ৪৩সূ—২৬০ সা সং।

১৭ অধিকরণ—ঔপাধিককল্পনে জীবেশয়োর্জীবাণাঞ্চ পরস্পরং ব্যবহার ব্যবস্থা—জীব, ঈশ্বর বা জীব সমূহ ইত্যাদি ব্যবহার ঔপাধিক।

৪৩সূ—অংশো নানাব্যপদেশা দন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্ব মধীয়তএকে।

ব, অ,—নানা হেতুতে জীব ঈশ্বরাংশ। দাশ, কিতবাদিব্রহ্ম অথর্ব্বশাখায় এরূপ উক্তিও অংশবোধক অন্য হেতু।

ব্যা, বি—ব্যপদেশঃ হেতুঃ। একে—আথর্ব্বণিকাঃ।

দীপিকা—জীবো ব্রহ্মণোঽংশ ইব, কুতঃ, নানাদ্রষ্টব্য ইত্যাদিনোক্তঃ, দ্রষ্টব্যত্বাদিভেদ স্তস্যব্যপদেশস্তস্মাৎ। সুতরাং স্বামিভৃত্যসারূপ্যো যুজ্যতে, ইত্যত আহ অন্যথাপি ব্যপদেশো-ভবতি প্রকৃতাদন্যথাত্বং অনানাত্বং তস্য, তত্ত্বমস্যাদিনা একে আথর্ব্বণিকাঃ ব্রহ্মদাশা ইত্যুপক্রম্য ব্রহ্মমেবকিতবাদি ইত্যধীয়তে।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—জীব ও ঈশ্বরে কিরূপ সম্বন্ধ? প্রভু ভৃত্যের মত কি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত? প্রভু ভৃত্যের মধ্যে নিয়ন্তৃ-নিয়ম্য ভাব লক্ষিত হয়, সুতরাং অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জীব ঈশ্বরাংশ। নিরবয়ব ব্রহ্মের বাস্তবিক অংশ না থাকিলেও জীব ঈশ্বরাংশ। অন্যথা বা অন্য হেতুতেও অংশত্ব নিশ্চিত হইতে পারে। অথর্ব্ববেদে কোন এক শাখাতে উক্ত আছে "দাশ (কৈবর্ত্ত) ব্রহ্ম, কিতবাদি (দ্যূতব্যবসায়ী) ব্রহ্ম" এতদ্দ্বারা সমুদয় জীবেরই ব্রহ্মত্ব নির্ণয়

করিয়াছেন। শ্রুতিতে ভেদ ও অভেদ উভয়বিধ অবগতি থাকায় অংশাংশি ভাবই প্রতীত হউক ?

(সংশয় সূত্র)।

২অধ্যা—৩পা—১৭অধি—৪৪সূ—২৬১ সা সং।

১৭ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—জীবেশ্বর সম্বন্ধ।

৪৪ সূ—মন্ত্রবর্ণাৎ।

ব-অ—বেদের মন্ত্র বর্ণেও অংশাংশি প্রতীতি হইতে পারে।

ব্যা, বি—মন্ত্রবর্ণে উক্তত্বাৎ অংশত্বম্।

দীপিকা—"এতাবানস্য মহিমা" ইত্যস্মাৎঅস্যমন্ত্রার্থঃ।

তাৎপর্য্য—'এতাবানস্য মহিমা' 'পাদোঽস্য সর্ব্বভূতানি'—সমুদয় বিশ্ব ঈশ্বরের মহিমা, ভূতগণ তাঁহার পাদ বা অংশ। 'ভূত' শব্দে মন্ত্রবর্ণে জীবকে উপলব্ধ করেন, এজন্য জীব ঈশ্বরাংশই নিশ্চিত হইতে পারে।

(সংশয় সূত্র)।

২ অধ্যা—৩পা—১৭অধি—৪৫সূ—২৬২ সা সং।

১৭ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—জীবেশ্বর সম্বন্ধ।

৪৫ সূ—অপিচ স্মর্য্যতে।

ব, অ—গীতাতেও অংশাংশি ভাব জানা যায়।

ব্যা বি—স্মর্য্যতে গীতায়ামপি।

দীপিকা—গীতাসুচ 'মমৈবাংশ,' ইত্যাদিনা স্মর্য্যতে। অপি শব্দো মন্ত্রার্থমপ্রয়োজক মপীত্যাহ।

তাৎপর্য্য—কেবল মন্ত্র বর্ণে নহে গীতাতেও অংশাংশি প্রতীত হয়, যথা 'মমৈবাংশো জীবলোকে' ইত্যাদি। শাস্য শাসকভাবে বিরোধ আছে। (সংশয় সূত্র)।

২ অধ্যা—৩ পা—১৭ অধি—৪৬সূ—২৬৩ সা সং।

১৭ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—জীবেশ্বর সম্বন্ধ।

৪৬সূ—প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ।

ব, অ—প্রকাশ বা আলোকের মত জীব উপাধিমান্ হইলেও ঈশ্বর সেরূপ উপাধিমান্ হন না।

ব্যা, বি—পরঃ—পরমাত্মা! এবং—সুখাদিমান্।

দীপিকা—যথা জীবো দুঃখিত্বাদিগুণঃ, নৈবং পরঃ পরমাত্মা কিম্বৎ প্রকাশাদিবৎ যথা সৌরাদিপ্রকাশোঽঙ্গুল্যাদি-প্রাদেশএবঋজুবক্রাদিমান্।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—কোন ব্যক্তির হস্তে বা অন্য কোন অঙ্গে আঘাত প্রাপ্ত হইলে সে ব্যক্তিকে ব্যথিত হইতে দেখা যায়, জীব যদি ঈশ্বরাংশই নিশ্চিত হয়, তবে জীবের (অঙ্গের) দুঃখে ঈশ্বরও দুঃখী হউন? এইরূপে ঈশ্বরকে 'দুঃখময়' বলিলে জীবের 'মোক্ষের' প্রয়োজন কি? উত্তর—জীব যেমন সংসার দুঃখ অনুভব করেন, ঈশ্বর সেরূপ করেন না। অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া জীব দেহাদিতে আত্মভাবাপন্ন হইয়া দুঃখ অনুভব করে। সেই দেহাত্মভাব নিবন্ধন পুত্রাদির দুঃখে লোকে আপনাকেও দুঃখী মনে করে। সূর্য্য বা চন্দ্রের আলোক যেমন অঙ্গুলি প্রভৃতি উপাধি দ্বারা বক্রাদিভাব প্রাপ্ত হয়, যেমন শরাবস্থ জলের কম্পনে প্রতিবিম্বও কম্পিত হয়, সেইরূপ বুদ্ধিযোগবশতঃ জীব দুঃখিতের মত হইলেও ঈশ্বর বস্তুতঃ দুঃখিত হন না। জীবের দুঃখও আবিদ্যক।

(মীমাংসা সূত্র)।

২অধ্যা—৩পা—১৭অধি—৪৭সূ—২৬৪ সা সং।

১৭অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—জীবেশ্বর সম্বন্ধ।

৪৭সূ—স্মরন্তি চ।

ব, অ—পুরাণাদিতেও ঈশ্বর দুঃখিত হন না বলিয়া স্মৃত হয়।

ব্যা, বি—স্মরন্তি পুরাণাদয়ঃ। চ—অধিকরণসামান্যং।

দীপিকা—"তত্র যঃ পরমাত্মা হি স নিত্যো নির্গুণঃ স্মৃতঃ" ইত্যুপক্রম্য "কর্ম্মাত্মত্বপরো যোঽসা" বিত্যাদিনা, চ শব্দাৎ সমামনন্তি তদ্বৎ, দ্বা সুপর্ণেত্যাদিনাচ।

তাৎপর্য্য—জীবের দুঃখে ঈশ্বর দুঃখিত হন না, এ বিষয়ের প্রমাণ আছে—

"তত্র যঃ পরমাত্মাহি স নিত্যো নির্গুণঃ স্মৃতঃ,
ন লিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পদ্মপত্র মিবাম্ভসা।
কর্ম্মাত্মত্বপরো যোঽসৌ মোক্ষবন্ধৈঃ স যুজ্যতে,
স সপ্তদশকেনাপি রাশিনা যুজ্যতে পুনঃ।"

পরমাত্মা নির্গুণ। সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গশরীরী জীব কর্ম্মফল বা সুখ দুঃখ ভোগ করেন। "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" শ্রুতিদ্বারাও জীবের কর্ম্মফল ভোগ শ্রুত হয়। ঈশ্বর যে কর্ম্মফল-ভোক্তা নহেন, তাহার শ্রুতিও আছে— "একস্তত্র সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোক দুঃখেন বাহ্যঃ"। পরন্তু জীবের ঈশ্বরাংশবোধক শ্রুতিও আছে, যথা—"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" যাহা হউক জীব-ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদন করাই শ্রুতির মুখ্য উদ্দেশ্য, নতুবা মোক্ষ অসিদ্ধ হয়।

২অধ্যা—৩পা—১৭অধি—৪৮সূ—২৬৫ সা সং।

১৭অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—জীবেশ্বর সম্বন্ধ।

৪৮সূ—অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাৎ জ্যোতিরাদিবৎ।

ব, অ—দেহ সম্বন্ধ হেতুহ বৈদুর্য্যাদির দৃষ্টান্তে জীবের প্রতি শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ বাক্য।

ব্যা, বি—অনুজ্ঞা-বিধিঃ। পরিহারঃ-নিষেধঃ।

দীপিকা—অনুজ্ঞা ঋতৌ ভার্য্যা মুপেয়াদিত্যাদিকা, সুরাং ন পিবেদিত্যাদিকঃ পরিহারঃ, দেহস্য সম্বন্ধো দেহ

সম্বন্ধঃ, অহং মনুষ্যঃ ইত্যাদ্যভিমান স্তস্মাৎ, স্বভাবেন যো যস্য ন ধর্ম্মঃ সোঽন্যসম্বন্ধাত্তবতি, ইত্যত আহ জ্যোতিরাদিবৎ যথা জ্যোতিরাদি স্বভাবতঃ প্রশস্তং সুত্রাদিগত মপ্রশস্ত মাদিশব্দেন ভূমি র্বৈদূর্য্যাদিরূপা প্রশস্তা, প্রেতশরীরাদিরূপাঽপ্রশস্তা এবং পরমাত্মাঽপ্যুপাধিবিশেষসম্বন্ধা দ্বিধিপ্রতিষেধভাগপি ন ভবতি।

তাৎপর্য্য—দেহাদিতে 'আমি, আমার' এরূপ 'অহং ভাবের' নাম দেহ সম্বন্ধ'। সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞান না হইলে উক্ত অভিমান অপনীত হইবার নহে। শাস্ত্রের 'বিধি' ও 'নিষেধ' দ্বারা দেহাভিমান নিবারিত হয়। হীরক ও শবদেহাদি সকলই মৃত্তিকার অথচ লোকে হীরকের গ্রহণ ও শবদেহাদির পরিবর্জ্জন করিয়া থাকে। আত্মা সেইরূপ 'এক' হইলেও দেহাদি উপাধি সম্বন্ধে জীবের প্রতিই 'বিধি নিষেধ' সঙ্গত হয়। পরমাত্মার প্রতি সঙ্গত হইতে পারে না।

২অধ্যা—৩পা—১৭অধি—৪৯সূ—২৬৬ সা সং।

১৭অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—জীবেশ্বর সম্বন্ধ।

৪৯ সূ—অসন্ততে শ্চাব্যতিকরঃ।

ব, অ—জীবগণের পরস্পর দেহ সম্বন্ধাভাব প্রযুক্ত কর্ম্মফল ব্যতিকর বা সাঙ্কর্য্য হয় না।

ব্যা, বি—ব্যতিকরঃ—সাঙ্কর্য্যম্ অসন্ততিঃ সম্বন্ধাভাবঃ।

দীপিকা—ন সন্ততি রসন্ততিঃ অন্তঃকরণোপাধিকস্য কর্ত্তু র্ভক্তু রনেকত্বাৎ ন সুখদুঃখাদেঃ সর্ব্বশরীরেষু ব্যতিকরঃ ঘটাকাশাদি নিদর্শনং সমুচ্চিনোতি।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—আত্মা যদি এক হন তবে এক ব্যক্তির সৎকার্য্যে অন্যে স্বর্গগামী না হয় কেন? ইহাকে 'ব্যতিকর' বলা যায়, এরূপ

'ব্যতিকর' কেন অসঙ্গত? উত্তর—অসন্ততি অর্থাৎ এক দেহের সহিত অন্য দেহের সম্বন্ধাভাব প্রযুক্ত ব্যতিকর দোষাপত্তি হয় না। যে জীব যে শরীরে থাকিয়া কর্ম্ম করে সে জীবের সহিত অন্য শরীরস্থ জীবের কর্ম্ম-সম্বন্ধ হয় না। তজ্জন্য কর্ম্ম ও ফলের ব্যতিকর বা সাঙ্কর্য্য হইতে পারে না।

২অধ্যা—৩পা—১৭অধি—৫০সূ—২৬৭সা সং।

১৭অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—জীবেশ্বর সম্বন্ধ।

৫০ সূ—আভাস এব চ।

ব, অ—জীব পরমাত্মার আভাস বা প্রতিবিম্ব।

ব্যা, বি—জীবঃ পরমাত্মনঃ আভাসঃ।

দীপিকা—জলসূর্য্যকাদি বদাভাস এবায়ং জীবো, ন বস্ত্বন্তরং পরমাত্মনঃ।

তাৎপর্য্য—জলে যেমন সূর্য্য প্রতিবিম্ব তদ্রূপ বুদ্ধিতে পরমাত্মার আভাস বা প্রতিবিম্বই জীব। এক পাত্রের প্রতিবিম্বের কম্পনে যেরূপ অন্য পাত্রের প্রতিবিম্ব কম্পিত হয় না, সেইরূপ এক জীবের কর্ম্মফল অন্য জীবকে প্রাপ্তি হয় না। এতদ্দারাও 'ব্যতিকর' নিবারিত হয়। বহু আত্মবাদী সাংখ্য-কাণাদিগণের মতে কর্ম্মফল-সাংকর্য্য বা ব্যতিকর দোষাপত্তি হইয়া থাকে।

২অধ্যা—৩পা—১৭অধি—৫১সূ—২৬৮সা সং।

১৭ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—জীবেশ্বর সম্বন্ধ।

৫১ সূ—অদৃষ্টানিয়মাৎ।

ব, অ—(সাংখ্য মতের) অদৃষ্টের কোন নিয়ম নাই।

ব্যা, বি—অদৃষ্টস্য নিয়মো নির্দ্ধারণং ন স্যাৎ।

দীপিকা—বহুনা মাত্মনাং মনঃসংযোগে সাধারণে সতি 'অস্যৈবাদৃষ্ট' মিত্যস্যাদৃষ্টস্য ন নিয়মস্তস্মাৎ বহ্বাত্ম স্বীকারো ন সাধুঃ।

তাৎপর্য্য—সাংখ্য মতে—বহু আত্মা শরীরে শরীরে অবস্থিত হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক 'অদৃষ্ট' উৎপন্ন করে। সেই 'অদৃষ্ট' প্রধান বা প্রকৃতিতে অবস্থিতি করে। প্রধান সকল আত্মার সমান ও নিমিত্তকারণ। প্রধানই প্রতি পুরুষের ভোগ মোক্ষ দেন। আত্মা চৈতন্য মাত্র। খণ্ডন—সাংখ্য মতের 'অদৃষ্ট প্রধানে থাকে' ইহা অসমঞ্জস। কোন্ আত্মার (জীবের) কোন্ অদৃষ্ট এরূপ কোন নিয়ম হইতে পারে না, এই কারণে সাংখ্য মতে 'ব্যতিকর' বা সাংকর্য্য দোষাপত্তি হইয়া থাকে।

২ অধ্যা—৩পা—১৭অধি—৫২সূ—২৬৯সা সং।

১৭ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—জীবেশ্বর সম্বন্ধ।

৫২ সূ—অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবং।

ব, অ—'অভিসন্ধি, ইচ্ছা' ইত্যাদির বিচারেও বেদান্তে সাংকর্য্য হয় না।

ব্যা, বি—অভিসন্ধ্যাদীনাং গ্রহণেঽপি ন ব্যতিকরঃ।

দীপিকা—অভিসন্ধি রভিপ্রায়ো জ্ঞান মাদিশব্দেন ইচ্ছাদয়স্তেষ্বপ্যেব মনিয়মো যথাদৃষ্টস্য চকার, অস্যাং কল্পনায়াং শ্রুতিবিরোধং সমুচ্চিনোতি।

তাৎপর্য্য—আত্মা ও মনের সংযোগে 'অভিসন্ধি' বা প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। 'সংযোগাদাত্মমনসোঃ প্রবৃত্তিরূপ জায়তে'। এজন্য অভিসন্ধিকে সাধারণ ও নির্ব্বিশেষ বলা যায়। ইচ্ছাদিও সেইরূপ। অভিসন্ধ্যাদির গ্রহণে বা বিচারেও বেদান্তমতে ব্যতিকর বা সাঙ্কর্য্য দোষাপত্তি হইতে পারে না।

২অধ্যা—৩পা—১৭অধি—৫৩সূ—২৭০ সা সং।

১৭ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—জীববিচার।

৫৩সূ—প্রাদেশাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ।

ব অ—(কাণাদিগণের) আত্মার প্রাদেশবাদ অযুক্ত, কেননা আত্মা সর্ব্ব শরীরেরই অন্তর্ভূত।

ব্যা, বি,—আত্মা ন প্রাদেশাবস্থিতঃ ওতপ্রোতশ্চাত্মা।

দীপিকা—সর্ব্বগতানামপি সর্ব্বেষামাত্মনাং তত্তদ্দেহস্য প্রাদেশাৎ পরিচ্ছেদাৎ জ্ঞানাদীনা মুৎপাদ ইতিচেৎ, ন, সর্ব্বেষামপি একস্মিন্ দেহেঽন্তর্ভাবাৎ।

ইতি শ্রীশঙ্করানন্দ কৃতায়াং বেদান্ত-সূত্র দীপিকায়াং দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ।

তাৎপর্য্য—কাণাদিগণের বৈশেষিক দর্শনে উক্ত আছে "শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মপ্রদেশেই মনের সংযোগ হইলে 'অভিসন্ধি, অদৃষ্ট ও সুখ-দুঃখাদি' হইয়া থাকে, এজন্য 'অভিসন্ধ্যাদিকে' নির্দ্দিষ্ট ও নিয়মিত বলা যায়,"। ইহার খণ্ডন—আত্মা যখন 'সমুদয় শরীরে' অন্তর্ভূত, তখন 'আত্মার শরীরাবচ্ছিন্ন প্রদেশ নিরূপণ' বৈশেষিকের সঙ্গত নহে। এই আত্মার এই শরীর এরূপ কোন নিয়মও সিদ্ধ হইতে পারে না। আত্মার প্রদেশবিশেষ স্বীকার করিলে স্বর্গাদি ভোগও উপপত্তি হয় না। সমপ্রদেশ অথচ বহু এরূপ কোন দ্রব্য হইতে পারে না। একাধারে অবস্থিত রূপরসাদি স্ব স্ব আশ্রয় বা ধর্ম্মী অংশে ভিন্ন নহে, পরন্তু সমলক্ষণ। এজন্য "আত্মার বহুত্ব' সিদ্ধ হইতে পারে না। বেদান্ত-বাদিগণ বহু 'বিভু' বা আত্মা স্বীকার করেন না। আবার, বৈশেষিক দর্শনের মতে 'বিশেষ' নামক কোন কল্পিত * পদার্থ "পরমাণু সকলের

* 'বিশেষ' শব্দ ষ্ণিক (তদ্ধিত) প্রত্যয় যোগে 'বৈশেষিক' পদ নিষ্পন্ন হয়। মহর্ষি কণাদ্ ও তাঁহার মতাবলম্বী বা কাণাদিগণ 'বিশেষ' নামক পদার্থ কল্পনা করেন, এই নিমিত্ত তাঁহাদের দর্শনের নাম "বৈশে-

মধ্যে থাকিয়া রূপ, রস প্রভৃতিকে ভিন্ন করিয়া রাখে"। এ বাক্যও সঙ্গত নহে, কারণ এতদ্দ্বারা "ইতরেতরাশ্রয় † দোষ প্রসক্তি হয়। এতএব বহু আত্মবাদ সম্পূর্ণ অসমঞ্জস।

১৭ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

কিং জীবেশ্বরসাংকর্য্যং ব্যবস্থা বা শ্রুতিদ্বয়াৎ ?
অভেদভেদবিষয়াৎ সাংকর্য্যং ন বিচার্য্যতে।

১৭ অধিকরণের মীমাংসা।

'অংশোঽবচ্ছিন্ন আভাস ইত্যৌপাধিককল্পনৈঃ,
জীবেশয়ো র্ব্যবস্থা স্যাৎ জীবানাঞ্চ পরস্পরং।

ইতি শ্রীমহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত শারীরক-ব্রহ্ম-বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ।

ষিক দর্শন"। তাঁহাদের মতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ু এই ভূতচতুষ্টয়ের ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু থাকা স্বীকার করেন। পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুপুঞ্জ সম্মিলিত হইয়া দ্ব্যণুকাদি ক্রমে জগতের নানা পদার্থ উৎপন্ন করে এবং বিয়োজিত হইয়া স্ব স্ব রূপে অবস্থিত থাকে। পার্থিবাদি পরমাণু সকল নিত্য, কিন্তু উৎপন্ন বস্তু সকল নিত্য নহে। পার্থিব পরমাণু সকল জলীয় তৈজসাদি পরমাণুতে বিলীন বা একীভূত হয় না। এইরূপ জলীয় পরমাণু সকলও তৈজস পার্থিবাদিতে বিলীন হয় না। বস্তু নাশ হইলেই পার্থিবাদি পরমাণু সকল পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ হইয়া যায়। 'বিশেষ' নামক পদার্থ তাহাদিগকে স্ব স্ব পৃথক্ রূপে অবস্থিত করিয়া রাখে। এইজন্য রূপ, রস প্রভৃতিও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে।

† কোন এক কল্পিত বস্তু দ্বারা অপর কোন কল্পিত বস্তুর নিরূপণ করার নাম 'ইতরেতরাশ্রয় 'দোষ'। সাধ্য সাধন উভয়ই অনির্দ্দেশ্য হইলে এই দোষ হইয়া থাকে।

বেদান্ত-সূত্র।

-◇○○○◇※◉※◇○○○◇-

দ্বিতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ পাদ।

চতুর্থপাদাধিকরণম্।

১—(১ সূ—৪ সূ) ইন্দ্রিয়াণা মনাদিত্বনিরাকরণপূর্ব্বকং তেষা মাত্মসমুৎপন্নত্বম্।

২—(৫সূ—৬সূ) ইন্দ্রিয়াণামেকাদশ সংখ্যকত্বস্য বেদান্তসম্মতত্বম্।

৩—(৭সূ) সাংখ্যসম্মতেন্দ্রিয়সর্ব্বগতত্বনিরাকরণপূর্ব্বকং তেষাং পরিচ্ছিন্নত্বকথনম্।

৪—(৮সূ) প্রাণস্যানাদিত্বখণ্ডনপূর্ব্বকং তদুৎপত্তিসমাধানম্

৫—(৯সূ—১২সূ) প্রাণবায়োঃ স্বতন্ত্রতাকথনম্।

৬—(১৩সূ) প্রাণস্য সমষ্টিরূপেণাধিদৈবকী বিভূতা অধ্যাত্মিকীতু তস্যাল্পতাঽদৃশ্যতা চেন্দ্রিয়বদিতি।

৭—(১৪সূ—১৬সূ) ইন্দ্রিয়গণস্য দেবতাবিশেষাধীনত্বকথনম্।

৮—(১৭সূ—১৯সূ) বিলক্ষণত্বেন প্রাণাদিন্দ্রিয়াণাং পৃথক্ত্বম্।

৯—(২০সূ—২২সূ) সর্ব্বজগৎসর্জ্জনে জীবস্যাশক্তত্বাদীশস্যৈব সর্ব্বশক্তিমত্বাৎ তস্যৈব তন্নির্ম্মাতৃত্বম্।

২অধ্যা—৪পা—১অধি—১সূ—২৭১সা সং।

১ অধিকরণ—ইন্দ্রিয়াণা মনাদিত্বনিরাকরণপূর্ব্বকং তেষামাত্মসমুৎপন্নত্বম্—ইন্দ্রিয়গণ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, তাহারা অনাদি নহে।

১সূ—তথা প্রাণাঃ।

ব, অ—আকাশাদির ন্যায় 'প্রাণও' ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন।

ব্যা,বি—তথা—বিয়দাদিবৎ। প্রাণাঃ জায়ন্তে ইতি শেষঃ।

দীপিকা—পূর্ব্বপাদাধিকরণে যথাকাশ উৎপন্নঃ পরস্মাদিত্যুক্তং তথা প্রাণাঽপি উৎপদ্যন্তে অথবা যথা লোকাদয়ঃ পরস্মাদুৎপন্নাঃ শ্রূয়ন্তে তথা প্রাণাঃ ঋষয়োঃ বাব তদগ্রে সদসদীত্যনয়া শ্রুত্যা প্রাণানা মুৎপত্তিঃ।

তাৎপর্য্য—পূর্ব্ব তৃতীয় পাদের প্রথম সূত্রে যেরূপ আকাশ উৎপত্তিমান্ অবধারিত হইয়াছে সেরূপ প্রাণও উৎপত্তিমান্। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণিচ" "এতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি চ ব্যুচ্চরন্তি" এই শ্রুতিদ্বারা 'প্রাণ' উৎপত্তিমান্ শ্রুত হয়। যদিও কোন কোন শ্রুতিতে 'প্রাণের' * উৎপত্তি উক্ত নাই বটে তথাপি প্রবল ও বহুসংখ্যক শ্রুতিদ্বারা 'প্রাণের' উৎপত্তি নিশ্চিত হয়।

২ অধ্যা—৪পা—১অধি—২সূ—২৭২ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—ইন্দ্রিয়োৎপত্তি কথন।

২সূ—গৌণ্যসম্ভবাৎ।

ব, অ—প্রাণের উৎপত্তি বিষয়িণী শ্রুতিকে গৌণী বলা সঙ্গত নহে।

ব্যা, বি—অসম্ভবাদ্ধেতোঃ উৎপত্তিশ্রুতি র্ন গৌণী।

---

* প্রাণ শব্দ ইন্দ্রিয়বাচক। যিনি উৎক্রমণশীল তিনি মুখ্য প্রাণ।

দীপিকা—গৌণ্যা মসম্ভবস্তস্মাৎ প্রতিজ্ঞাহান্যাদয়ঃ প্রাগুক্তা এব হেতবঃ।

তাৎপর্য্য—প্রাণোৎপত্তি শ্রুতিকে গৌণী বলিতে গেলে প্রতিজ্ঞা-হানি * দোষ পড়ে। প্রতিজ্ঞা—"একজ্ঞানেন সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি"। প্রাণ শব্দে সমষ্টীভূত 'হিরণ্যগর্ভ' ও অবান্তর প্রাণ 'প্রকৃতি'।

২অধ্যা—৪পা—১অধি—৩সূ—২৭৩ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—প্রাণোৎপত্তি কথনম্।

৩সূ—তৎপ্রাক্‌শ্রুতেশ্চ।

ব, অ—আকাশাদির উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রাণোৎপত্তি শ্রুত হয়।

ব্যা, বি—তৎতেভ্যঃ আকাশাদিভ্যঃ। প্রাক্‌পূর্ব্বং।

দীপিকা—তেভ্যঃ আকাশাদিভ্যঃ প্রাক্ পূর্ব্বং জায়ত ইতীদং যথা তেষু নোপচরিতং তথা প্রাণেষ্বপাত্যর্থঃ।

তাৎপর্য্য—'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ' এই শ্রুতি প্রযুক্ত 'জায়তে' ক্রিয়ার কর্ত্তৃপদ 'প্রাণঃ'। অতএব 'প্রাণোৎপত্তি শ্রুতি' গৌণী হইতে পারে না। 'স প্রাণমসৃজত'—তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিয়াছেন, এ শ্রুতি দ্বারাও প্রাণের উৎপত্তি সুস্পষ্টরূপে নিশ্চিত হয়।

২অধ্যা—৪পা—১অধি—৪সূ—২৭৪ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—প্রাণোৎপত্তি কথন।

৪সূ—তৎপূর্ব্বকত্বাদ্বাচঃ।

ব, অ—(ছান্দোগ্যের) অন্নাদির উৎপত্তি শ্রুতি দ্বারাই প্রাণের সাক্ষাৎ ব্রহ্মোৎপত্তি উক্ত হইয়াছে।

---

* সাধ্যবিপর্য্যয় হইলেই 'প্রতিজ্ঞা হানি দোষ' হয়।

(নিগ্রহস্থানম্—ন্যায়দর্শনম্)।

ব্যা, বি—তৎপূর্ব্বকত্বং=ব্রহ্মকারণত্বং। বাচঃ=প্রাণ-বাঙ্মনসঃ। পূর্ব্বকত্বম্=কারণত্বম্।

দীপিকা—ব্রহ্মপ্রকৃতিকং যৎ তেজঃ তৎপূর্ব্বকত্বাৎ কারণাৎ বাচো বাগাখ্যেন্দ্রিয়স্যপ্রাণস্যাতো অর্থাৎ ছান্দোগ্যে ন তেষামুৎপত্তিঃ শ্রূয়তেঽপি তত্রাপি শ্রবণ মিত্যর্থঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—ছান্দোগ্য উপনিষদের উৎপত্তি প্রকরণে "ততেজোঽসৃজত" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা তেজ, অপ্ ও অন্ন এই তিনটির উৎপত্তি শ্রুত হয়। কিন্তু 'প্রাণোৎপত্তি' শ্রুত হয় না। উত্তর—উক্ত শ্রুতি দ্বারা 'তেজ' 'অপ' ও 'অন্ন' উক্ত হওয়াতেই 'প্রাণ' ও 'মনের' ও উক্তি হইয়াছে। কারণ মন অন্নময়, প্রাণ জলময়, ও বাগিন্দ্রিয় তেজোময়। শ্রুতি—"অন্নময়ং হি সৌম্য! মন আপোময়ঃ প্রাণ স্তেজোময়ী বাক্"। অতএব প্রাণোৎপত্তি শ্রুতি গৌণী নহে।

১ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

কিমিন্দ্রিয়াণ্যনাদীনি সৃজ্যন্তে বা পরাত্মনা?
সৃষ্টঃ প্রাগৃষিণাম্নেষাং সদ্ভাবোক্তে রণাদিতা।

১ অধিকরণের মীমাংসা।

একবুদ্ধ্যা সর্ব্ববুদ্ধে র্ভৌতিকত্বাজ্জনিশ্রুতেঃ,
উৎপদ্যন্তেঽথ সদ্ভাবঃ প্রাগবান্তরসৃষ্টিতঃ।

২অধ্যা—৪পা—২অধি—৫সূ—২৭৫ সা সং।

২ অধিকরণ—ইন্দ্রিয়াণা মেকাদশ সঙ্খ্যকত্বস্য বেদান্ত সম্মতত্বম্—বেদান্ত মতে ইন্দ্রিয়গণের সঙ্খ্যা একাদশ।

৫ সূ—সপ্তগতের্বিশেষিতত্বাচ্চ।

ব, অ—'সপ্ত' শব্দ বিশেষণ থাকায় ইন্দ্রিয় সংখ্যা ৭ হইতে পারে।

ব্যা, বি—সপ্ত সঙ্খ্যানাং গতেঃ অবগতেঃ। সপ্ত ইতি বিশেষণাচ্চ।

দীপিকা—সপ্ত সঙ্খ্যানা মবগতিঃ সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবন্তী-ত্যস্মাৎ, সামান্য বচনমিদং, বিশেষাদধিকা ভবিষ্যন্তীত্যত আহ বিশেষিতত্বাদপি।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—প্রাণ বা ইন্দ্রিয়গণের সংখ্যা কত? কেহ ৭ কেহ ৯ কেহ ১০ ও কেহ ১১ সংখ্যা বলেন, তন্মধ্যে কোন্ সংখ্যা স্থির নিশ্চয় হয়? 'সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ' গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত এই দুই শ্রুতি দ্বারা সাত সংখ্যাই নির্ণীত হইতে পারে, কেননা উপনিষদে 'সপ্ত' শব্দে প্রয়োগ করিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। অতএব প্রাণসংখ্যা 'সপ্ত' এইরূপই অবগতি হউক? (সংশয় সূত্র)

২ অধ্যা—৪পা—২অধি—৬সূ—২৭৬ সা সং।

২ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ ইন্দ্রিয়সংখ্যা নির্ণয়।

৬সূ—হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতো নৈবম্।

ব, অ—হস্তাদি গণনা করিলে ইন্দ্রিয়সংখ্যা সপ্ত হইতে পারে না।

ব্যা, বি—এবং—সপ্ত সংখ্যা। স্থিতে—নিশ্চিতে।

দীপিকা—সপ্তভ্যো ব্যতিরেকঃ অতোঽস্মাৎ নৈবং সপ্তৈবেতি কিন্তু একাদশ, তু শব্দঃ সপ্তভ্যো ব্যতিরেক মাহ স এব কুতঃ, ইত্যত আহ, হস্তাদয়ঃ হস্ত আদি র্যেষাং তে ত্বগাদয় ইত্যাদিনোক্তঃ স্থিতঃ, 'দশমে পুরুষে প্রাণাঃ' ইত্যাদি শ্রুতেঃ একাদশ সংখ্যেত্যবগম্যতে।

তাৎপর্য্য—'দশমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশ' এ শ্রুতিতে প্রযুক্ত 'আত্মা' শব্দে অন্তঃকরণ। দশ ইন্দ্রিয়—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন, সমষ্টিতে এই একাদশের অতিরিক্ত গ্রাহক বা ইন্দ্রিয় নাই। "সপ্তবৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণা দ্বাববাঞ্চৌ, নব বৈ পুরুষে প্রাণা নাভি র্দশমী, দশমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশ" এই শ্রুতি প্রযুক্ত 'নাভির্দশমী' শব্দদ্বারা নাভি 'মুখ্য প্রাণের' বিশেষ স্থান নিরূপিত হয়। এই 'মুখ্য প্রাণই' মৃত্যুতে উৎক্রান্ত

হন। এই প্রাণই অষ্ট-পুরিতে সমন্বিত হইয়া জীবকে দেহান্তর-গত করেন। প্রমাণ—

"পুর্য্যষ্টকেন* লিঙ্গেন প্রাণাদ্যেন স যুজ্যতে,
তেন বদ্ধস্য বৈ বন্ধো মোক্ষো মুক্তস্য তেন চ।"

উৎক্রান্তিশ্রুতিদ্বারাও ৭ প্রাণের শঙ্কা করা যায় না, যথা—'তমুৎক্রান্তং প্রাণো-ঽনূৎক্রামতি প্রাণমুৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি।' কার্য্য যখন একাদশবিধ তখন ইন্দ্রিয়সংখ্যা একাদশ হওয়াই সঙ্গত। শীর্ষস্থ সপ্ত প্রাণকে লক্ষ্য করিয়াই 'সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ' শ্রুতিতে সপ্ত শব্দে বিশেষিত করিয়াছেন, একাদশ প্রাণ বা ইন্দ্রিয় যথা—শীর্ষস্থ (চক্ষুশ্রোত্রাদি) ৭ প্রাণ, অধোভাগে (পায়্বাদি) ২ প্রাণ, এই ৯, এবং নাভিস্থ মুখ্য প্রাণ দশম, এবং আত্মা বা অন্তঃকরণ একাদশ। (মীমাংসা সূত্র)

২ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

সপ্তৈকাদশ বাক্ষাণি ? সপ্ত প্রাণা ইতিশ্রুতেঃ,
সপ্ত স্যু মূর্দ্ধনিষ্ঠেষু ছিদ্রেষু চ বিশেষণাৎ।

২ অধিকরণের মীমাংসা।

অশীর্ষণ্যস্থহস্তাদে রপি বেদে সমীরণাৎ,
জ্ঞেয়ান্যেকাদশাক্ষাণি তত্ত্বৎ কার্য্যানুসারতঃ।

২অধ্যা—৪পা—৩অধি—৭সূ—২৭৭ সা সং।

৩ অধিকরণ—সাংখ্যসম্মতেন্দ্রিয়সর্ব্বগতত্বনিরাকরণ-পূর্ব্বকং তেষাং পরিচ্ছিন্নত্বকথনম্—সাংখ্যমতের ইন্দ্রিয়-গণের সর্ব্বগতত্ব নিরাস।

৭সূ—অণবশ্চ।

ব-অ—(ইন্দ্রিয়গণ) পরিচ্ছিন্ন বা অণু বা সূক্ষ্ম।

ব্যা, বি—অণবঃ প্রাণাঃ সন্তি।

---

* পুর্য্যষ্টক—১ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ২ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ৩ প্রাণাদি পঞ্চক, ৪ ভূতপঞ্চক, ৫ অন্তঃকরণ চতুষ্টয়, ৬ অবিদ্যা, ৭ কাম ও ৮ অদৃষ্ট।

তাৎপর্য্য—প্রাণ সকল অণু স্বভাব, স্থূল স্বভাব হইলে মুমূর্ষু ব্যক্তির পার্শ্বস্থ লোকেরা মুমূর্ষুর প্রাণ নির্গমন দেখিতে পাইত। সাঙ্খ্যবাদিগণের মতে প্রাণ সর্ব্বগত কিন্তু তাহা অযুক্ত। প্রাণকে সর্ব্বগত বলিতে গেলে উৎক্রান্তি শ্রুতির বিরোধ হয়।

৩ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

স্থূলান্যণূনি বাক্ষাণি সাঙ্খ্যা ব্যাপিত্ব সূচিরে ?
বৃত্তিলাভ স্তত্র স্তত্র দেহে কর্ম্মবশাদ্ভবেৎ।

৩ অধিকরণের মীমাংসা।

দেহস্থ বৃত্তিমদ্ভাগেম্বেক্ষিতিত্বং সমাপ্যতাং,
উৎক্রান্ত্যাদিশ্রুতে স্তানি হ্যণূনি স্যুরদর্শনাৎ।

২অধ্যা—৪পা—৩অধি—৮সূ—২৭৮ সা সং।

৪ অধিকরণ—প্রাণস্যানাদিত্বখণ্ডনপূর্ব্বকং তদুৎপত্তি-সমাধানম্—মুখ্যপ্রাণ অনাদি নহে।

৮সূ—শ্রেষ্ঠশ্চ।

ব-অ—শ্রেষ্ঠ বা মুখ্য প্রাণও উৎপত্তিমান্।

ব্যা, বি—শ্রেষ্ঠশ্চ মুখ্যপ্রাণশ্চ ব্রহ্মণো জায়ত এব।

দীপিকা—শ্রেষ্ঠঃ মুখ্যপ্রাণঃ সোঽপি জায়তে, কুতঃ, এতস্মাজ্জায়তে প্রাণ ইতিশ্রুতেঃ।

তাৎপর্য্য—যে যে প্রমাণ দ্বারা অন্যান্য প্রাণের উৎপত্তি নিশ্চিত হইয়াছে তত্তৎ প্রমাণদ্বারাই 'মুখ্য প্রাণ' যে ব্রহ্মোৎপন্ন তাহা নিশ্চিত হয়। উপনিষদে 'আনীৎ' শব্দে মুখ্যপ্রাণের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতেও মুখ্য-প্রাণের উৎপত্তি শ্রুত হয়। "প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠশ্চ" এ শ্রুতি দ্বারা প্রাণ (মুখ্যপ্রাণ) ইন্দ্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ। প্রাণকে জ্যেষ্ঠ বলা যায় তাহার কারণ শুক্র-নিষেক কাল হইতেই প্রাণ বৃত্তিলাভ করে। শুক্রে স্পন্দন লক্ষিত হয়। শুক্রে

প্রাণবৃত্তি না থাকিলে 'পূরেত' পচিয়া যাইত। মুখ্য প্রাণ অগ্রে বৃত্তিমান্ হইয়া থাকে। অন্য ইন্দ্রিয় পর পর বৃত্তিমান্ হয় এজন্য মুখ্যপ্রাণকে জ্যেষ্ঠ বলা যায়।

৪ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

মুখ্যপ্রাণঃ স্যাদনাদি র্জায়তে বা ন জায়তে ?
আনীদিতি প্রাণচেষ্টা প্রাক্‌সৃষ্টেঃ শ্রূয়তে যতঃ।

৪ অধিকরণের মীমাংসা।

আনীদিতি ব্রহ্মসত্ত্বং প্রোক্ত বাতনিষেধনাৎ,
'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণ' ইত্যুক্তেরেষজায়তে।

২অধ্যা—৪পা—৫অধি—৯সূ—২৭৯ সা সং।

৫ অধিকরণ—প্রাণবায়োঃ স্বতন্ত্রতা কথনম্—সাধারণ বায়ু হইতে 'প্রাণ' স্বতন্ত্র।

৯সূ—ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ।

ব, অ—প্রাণ কোন বায়ু বা ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া নহে। ইহা পৃথক্ বস্তু বলিয়া উপদিষ্ট আছে।

ব্যা, বি—বায়ুক্রিয়ে (দ্বিবচনম্)। মুখ্যপ্রাণো বায়োঃ পৃথক্।

দীপিকা—মুখ্যপ্রাণো ন বায়ুঃ প্রসিদ্ধঃ, ন চ করণানাং বৃত্তিঃ। বায়ুশ্চ ক্রিয়াচ বায়ুক্রিয়ে, কুতঃ, তাভ্যাং পৃথগুপদেশঃ স বায়ুনা জ্যোতিষেতি বায়ো রিন্দ্রিয়েভ্যঃ।

তাৎপর্য্য—মুখ্যপ্রাণ পৃথক্ তত্ত্ব। ইহা ভৌতিক বায়ু বা বায়বীয় ক্রিয়া নহে। আশঙ্কা—"যঃ প্রাণঃ স এব বায়ুঃ এষ বায়ুঃ পঞ্চবিধঃ প্রাণাপানাদয়ঃ" এই শ্রুতি দ্বারা প্রাণকে সাধারণ বায়ু বলা যাউক ? অপর আশঙ্কা—সাঙ্খ্যমতে 'প্রাণশব্দে' ইন্দ্রিয়গণের সাধারণ ক্রিয়া। অনেকগুলি পক্ষীর প্রত্যেকের সঞ্চালনের সমষ্টি দ্বারা যেরূপ পিঞ্জর সঞ্চালিত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়ার সমষ্টি দ্বারা প্রাণন্ (নিশ্বাস প্রশ্বাস) ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়। অতএব প্রাণ ইন্দ্রিয়গণের সাধারণ ক্রিয়া বলা যাউক ? উপনিষদেও উক্ত

আছে "সামান্যা করণ-বৃত্তিঃ বায়বঃ পঞ্চ"। প্রাণ বায়ু কি ইন্দ্রিয়-বৃত্তি? উত্তর— প্রাণ বায়ু বা ইন্দ্রিয়-বৃত্তি নহে। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণিচ খং বায়ুঃ" এই শ্রুতি দ্বারা ইন্দ্রিয় ও বায়ু হইতে প্রাণকে পৃথক্ উপদেশ করেন, আবার, প্রাণকে ইন্দ্রিয়-সমষ্টির বৃত্তি বলিতে গেলে "প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠঃ" এ শ্রুতির বিরোধ হয়। অতএব মুখ্যপ্রাণ পৃথক্ তত্ত্ব। মুখ্যপ্রাণ পঞ্চব্যূহ * অধ্যাত্ম ভাবাপন্ন বায়ু বটে কিন্তু সাধারণ বায়ু নহে।

২অধ্যা—৪পা—৫অধি—১০সূ—২৮০ সা সং।

৫ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—মুখ্যপ্রাণবিচার।

১০সূ—চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ।

ব, অ—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের সহিত প্রাণের স্বাতন্ত্র্য নাই। কেননা এক প্রকরণেই প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের উপদেশ আছে।

ব্যা, বি—শিষ্টি—(শাস+ক্তি) উপদেশঃ।

দীপিকা—তু শব্দঃ প্রাণস্য স্বাতন্ত্র্যবারণার্থঃ চক্ষুরাদি-বৎ চক্ষুরাদিনাং যথা ন স্বাতন্ত্র্যং তদ্বৎ প্রাণস্য, কুতঃ, তৎসহ-শিষ্টাদিভ্যঃ তৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সহ শিষ্টিঃ শাসনমুপদেশঃ প্রাণ-সংবাদাদৌ আদি শব্দেন সংহতত্বাচেতনত্বাদয়স্তেভ্যঃ।

তাৎপর্য্য—জীব ভোক্তা, প্রাণ বা ইন্দ্রিয়গণ ভোক্তা নহেন, কারণ ভোক্তা জীব চেতন কিন্তু প্রাণাদি অচেতন। সাধর্ম্ম্য হেতু উপনিষদে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের সহ বা এক প্রকরণে প্রাণের উপদেশ পাওয়া যায়। এজন্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় প্রাণও জীবের কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বের উপকরণ কিন্তু স্বয়ং কর্ত্তা বা ভোক্তা নহে। প্রাণের নাম 'সম্বর্গ' কারণ মৃত্যু ইন্দ্রিয়-

---

* পঞ্চব্যূহ—১ প্রাণ ২ অপান ৩ সমান ৪ উদান ও ৫ ব্যান। "চক্ষুঃ-শ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রতিষ্ঠতে পায়ূপস্থেঽপানং মধ্যেতু সমানঃ ঊর্দ্ধে উদানঃ শতনাড়ীষু শাখানাড়ীষুচ ব্যানশ্চরতি।"

প্রশ্নোপনিষদ্।

গণকে সম্বরণ করেন কিন্তু প্রাণকে সম্বরণ করিতে পারেন না। প্রাণ জননীর ন্যায় অধীন প্রাণগণকে রক্ষা করেন, শ্রুতি—"সুপ্তেষু বাগাদিষু প্রাণ এবৈকো জাগর্ত্তি, প্রাণ এবৈকো মৃত্যুনাঽনাপ্তঃ, প্রাণঃ সম্বর্গো বাগাদিন্ সংবৃঙ্‌ক্তে। প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ রক্ষতি মাতেব পুত্রান্।" বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ সকলে সুপ্ত হইলে এক প্রাণই জাগরিত থাকেন, ইঁহাকে মৃত্যু আক্রমণ করিতে পারে না এজন্য ইনি 'সম্বর্গ'। ইনি অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে মাতা যেমন পুত্রগণকে রক্ষা করেন, সেইরূপ রক্ষা করিয়া থাকেন। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ প্রাণে সম্বরিত হয়। "যথা সম্রাড়েবাধিকৃতান্ বিনিযুঙ্‌ক্তে এব মেষপ্রাণ ইতরান্ পৃথক্ পৃথগেব সন্নিধত্তে" সম্রাটের ন্যায় প্রাণই অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে পৃথক্ পৃথক্ বিনিয়োগ করেন।

২অধ্যা—৪পা—৫অধি—১১সূ—২৮১সা সং।

৫অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—মুখ্য-প্রাণ বিচার।

১১সূ—অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথাহি দর্শয়তি।

ব, অ—মুখ্যপ্রাণকে জীবের ভোগোপকরণ বলায় কোন দোষ হয় না তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

ব্যা, বি—দর্শয়তি শ্রুতিরিতি।

দীপিকা—প্রাণস্য বিষয়ান্তরানন্ত্বং ন দোষঃ, কুতঃ অকরণত্বাৎ করণস্যৈবায়ং দোষঃ নত্বকরণস্য চকার দেহ-ধারণং প্রয়োজনং সমুচ্চিনোতি কথমেতদিত্যত আহ অথাহি দর্শয়তি হি যস্মাদ্ যথাস্মাভিরুক্ত স্তথাহ মৈবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যেত্যাদিশ্রুতিগণো দেহধারণং দর্শয়তি।

তাৎপর্য্য—পূর্ব্ব সূত্রে 'মুখ্যপ্রাণকে' ইন্দ্রিয়গণের মত জীবের ভোগোপকরণ বলায় সংশয়—ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব কার্য্য আছে কিন্তু প্রাণের কার্য্য কি? উত্তর—বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ শরীর ত্যাগ করিলেও জীবন থাকে। জীবনই মুখ্যপ্রাণের কার্য্য। শরীর ও ইন্দ্রিয়গণ প্রাণদ্বারাই রক্ষিত,

যথা—"প্রাণেন রক্ষন্ নবরং কুলায়ং" জীবের প্রাণাধীন উৎক্রান্তিও শ্রুত হয়, যথা—"কস্মিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি ইতি স প্রাণমসৃজত"।

২অধ্যা—৪পা—৫অধি—১২সূ—২৮২ সা সং।

৫ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—মুখ্য-প্রাণ বিচার।

১২সূ—পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ব্যপদিশ্যতে।

ব, অ—মনের ন্যায় প্রাণেরও পঞ্চবৃত্তি উক্ত আছে।

ব্যা, বি—মনোযথা পঞ্চবৃত্তি তথৈব পঞ্চবৃত্তির্মুখ্যপ্রাণঃ।

দীপিকা—পঞ্চ বৃত্তয়ো যস্য স তথা কিম্বৎ, মনোবৎ, যথা মনঃ প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতিভিঃ, পঞ্চবৃত্তি, তদ্বৎ তর্হি যোগানামিব তর্কমূলমিদমিত্যত আহ ব্যপদিশ্যতে শ্রুত্যা প্রাণোপানো ব্যান মুদানঃ সমান ইতি।

তাৎপর্য্য—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পাঁচটী যেমন মনোবৃত্তি, সেইরূপ 'মুখ্য প্রাণেরও' পাঁচ বৃত্তি বা অবস্থা ভেদ আছে। প্রাণের পাঁচ বৃত্তি যথা—১ প্রাগ্‌বৃত্তি—প্রাণ (নিশ্বাস), ২ অবাগ্‌বৃত্তি—অপান, ৩ সন্ধিবৃত্তি—ব্যান, ৪ উর্দ্ধবৃত্তি—উদান ও ৫ সমবৃত্তি—সমান। ইহাদের কার্য্য যথাক্রমে ১ উচ্ছ্বাস, ২ উৎসর্গ, ৩ চালন, ৪ উৎক্রমণ ও ৫ সমীকরণ।

৫ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

বায়ুর্বাক্ক্রিয়া বাহন্যো বা প্রাণঃ? শ্রুতিতোঽনিলঃ,
সামান্যেন্দ্রিয় বৃত্তির্বা সাংখ্যৈরেব মুদীরণাৎ।

৫ অধিকরণের মীমাংসা।

'ভাতিপ্রাণো বায়ুনেতি' ভেদোক্তে রেকতাশ্রুতেঃ,
বায় তত্ত্বেন সামান্য বৃত্তির্বাক্ষেষ্বতোঽন্যতা।

২ অধ্যা—৪ পা—৬অধি—১৩ সূ—২৮৩ সা সং।

৬ অধিকরণ—প্রাণস্য সমষ্টিরূপেণাধিদৈবিকো বিভুতা আধ্যাত্মিকীতু তস্যাল্পতাঽদৃশ্যতা চেন্দ্রিয়বদিতি—প্রাণ সমষ্টি-রূপে আধিদৈবিক হিরণ্যগর্ভ, কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় অদৃশ্য ও অল্প।

১৩ সূ—অণুশ্চ।

ব, অ—মুখ্যপ্রাণ অণু বা অল্প।

ব্যা, বি—অণুঃ মুখ্যপ্রাণঃ।

দীপিকা—মুখ্যপ্রাণস্য সর্ব্বগত পরিমাণোঽপি পূর্ব্ব-প্রাণবৎ।

তাৎপর্য্য—মুখ্যপ্রাণও ইতর প্রাণের ন্যায় অণু ও পরিচ্ছিন্ন। সামান্য পুত্তিকা (প্লুষি) হইতেও সূক্ষ্ম, এই জন্য উৎক্রান্ত্যাদি হইয়া থাকে। ইহাতে শ্রুতির প্রমাণ—"সমঃ প্লুষিণা সমো মশকেন সমো এভি-র্লোকৈঃ সমো হনেন সর্ব্বেণ"। 'সমো এভির্লোকৈঃ' এরূপ উক্তি-দ্বারা 'প্রাণের' ব্যাপিত্বও শ্রুত হয় তাহার হেতু আছে। প্রাণ দুই প্রকার, সমষ্টি প্রাণ ও ব্যষ্টি প্রাণ। সমষ্টিপ্রাণ আধিদৈবিক 'হিরণ্যগর্ভ' সর্ব্বব্যাপী এবং ব্যষ্টিপ্রাণ আধ্যাত্মিক প্রতিশরীরব্যাপী।

৬ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

প্রাণোঽয়ং বিভু রল্পো বা ? বিভুস্যাৎ প্লুষ্যুপক্রমে
হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্তে সর্ব্বদেহে সমোক্তিতঃ।

৬ অধিকরণের মীমাংসা।

সমষ্টি ব্যষ্টিরূপেণ বিভুত্বেবাধিদৈবিকো
আধ্যাত্মিকোঽল্প প্রাণস্যাদদৃশ্যশ্চ যথেন্দ্রিয়ং।

২অধ্যা—৪পা—৭অধি—১৪সূ—২৮৪ সা সং।

৭ অধিকরণ—ইন্দ্রিয়গণস্য দেবতাধীনত্বকথনম্।

ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব অধিষ্ঠাতৃদেবতা আছেন।

১৪সূ—জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানং তু তদামননাৎ।

ব, অ—অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ ইন্দ্রিয় সকলের অধিষ্ঠাতা বলিয়া উপনিষদে উক্ত আছেন।

ব্যা, বি—আমমনাৎ = কথনাৎ। জ্যোতিরাদি = অগ্ন্যাদি।

দীপিকা—তু শব্দঃ প্রাণস্যাধিষ্ঠানত্বং বারয়তি জ্যোতিরাদি র্যস্যাদিত্যাদে স্তদিদং জ্যোতিরাদি, তস্য জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানস্য বাগাদেরগ্নির্বাক্ ভূত্বা ইত্যাদিনা আমমনাৎ।

তাৎপর্য্য— আশঙ্কা—ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব মহিমায় কার্য্য করে কি তাহাদের কোন অধিষ্ঠাতা আছে? উত্তর—ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা আছেন। অগ্নির্বাগ্‌ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ। বায়ুঃ প্রাণোভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ” ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা থাকা অবধারিত হইয়া থাকে।

২অধ্যা—৪পা—৭অধি—১৫সূ—২৮৫ সা সং।

৭ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা।

১৫সূ—প্রাণবতা শব্দাৎ।

ব, অ—জীবেরই সহিত ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধ থাকা উপনিষদে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে।

ব্যা বি—প্রাণবতা—জীবেন। শব্দাৎ—শাস্ত্রাৎ।

দীপিকা—প্রাণবতা জীবেন বাগাদীনাং সম্বন্ধো ভোক্তৃ তৎসাধনত্ব লক্ষণঃ কুতঃ, শব্দাৎ বৈদিকাৎ অর্থ যত্রৈতদাকাশ মনুপ্রবিষণ্ণং চক্ষুরিত্যাদেঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা স্বীকার করিলে 'জীবের' কর্তৃত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? ইন্দ্রিয় সকল জীবেরই যে ভোগোপকরণ ইহাই বা কিরূপে সঙ্গত?

উত্তর—ইন্দ্রিয়গণ বহুসংখ্যক, এ নিমিত্ত তাহাদের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাও

বহুসংখ্যক ; কিন্তু 'জীব' সমস্ত শরীরের সুতরাং ইন্দ্রিয় সকলের একমাত্র বিভু ও ভোক্তা। জীবেরই সহিত ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধ থাকা উপনিষদে নিশ্চিত হয়, যথা—"যত্রৈতদাকাশ মনুপ্রবিষণ্ণং চক্ষুঃ স চাক্ষুষঃ পুরুষো দর্শনায় চক্ষুঃ"—পুরুষ বা জীবের দর্শনের নিমিত্ত আকাশ চক্ষুতে প্রবিষ্ট হন। ইত্যাদি।

২অধ্যা—৪পা—৭অধি—১৬সূ—২৮৬ সা সং।

৭ অধিকরণ—(চলিতেছে)। ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা।

১৬ সু—তস্য চ নিত্যত্বাৎ।

ব, অ—প্রাণের সহিত আত্মার সম্বন্ধ নিত্য।

ব্যা, বি—তস্য—আত্মনঃ।

দীপিকা—তস্য শারীরস্য নিত্যত্বাৎ অস্মিন্ শরীর এব ভোক্তৃত্বাৎ ন দেবতাত্মনাগ্নীন্দ্রাদি শরীরভোগস্য সত্ত্বাৎ অনেক দুঃখ সংভিন্নস্যাস্য ভোগস্য দেবতাভিন্নভোগ্যত্বং সমুচ্চিনোতি।

তাৎপর্য্য—জীবের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ নিত্য। পাপপুণ্য, সুখ দুঃখাদি দেবতাগণের পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে না, জীবের পক্ষেই সঙ্গত। দেবতাগণকে পাপপুণ্য স্পর্শ করিতে পারে না, শ্রুতির্যথা—'পুণ্য মেবামুং গচ্ছতি ন চ বৈ দেবান্ পাপং গচ্ছতি'—পাপপুণ্য জীবেরই অনুগমন করে, দেবতাগণের অনুগমন করিতে পারে না।

৭ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

স্বতন্ত্রা দেবতন্ত্রা বা বাগাদ্যাস্যুঃ ? স্বতন্ত্রতা,
নোচেদ্বাগাদিজো ভোগো দেবানাং স্যান্নচাত্মনঃ।

৭ অধিকরণের মীমাংসা।

শ্রুতমগ্ন্যাদিতন্ত্রত্বং ভোগোঽগ্ন্যাদেস্তু নোচিতঃ
দেবদেহেষু সিদ্ধত্বাৎ জীবো ভুঙ্‌ক্তে স্বকর্ম্মণা॥

২অধ্যা—৪পা—৮অধি—১৭সূ—২৮৭ সা সং।

৮ অধিকরণ—বিলক্ষণত্বেন প্রাণাৎ ইন্দ্রিয়াণাং পৃথকৃত্বম্—অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ হইতে মুখ্যপ্রাণের বৈলক্ষণ্য আছে এই জন্য পৃথক্।

১৭সূ—তে ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ।

ব, অ—মুখ্যপ্রাণ হইতে পৃথক্ করিবার জন্য বাগাদি অপরাপর প্রাণকে 'ইন্দ্রিয়' বলা যায়।

ব্যা, বি—শ্রেষ্ঠাৎ—মুখ্যপ্রাণাৎ। তে—ইন্দ্রিয়াণি।

দীপিকা—তে প্রকৃতাঃ প্রাণাঃ শ্রেষ্ঠাৎ অন্যত্র মুখ্যপ্রাণং বিহায় ইন্দ্রিয়াণি নতু মুখ্যস্য প্রাণস্য রূপাণি কুতস্তস্মাৎ প্রাণাত্ ভেদেনেন্দ্রিয়াণাং ব্যপদেশাৎ "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণিচে" ত্যনয়া শ্রুত্যা।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—মুখ্যপ্রাণ অন্যান্য প্রাণ হইতে ভিন্ন-বৃত্তি কি না? উত্তর—অন্যান্য প্রাণ মুখ্যপ্রাণের বৃত্তিভেদ বলিয়া পৃথক্ বস্তু নহে, কিন্তু মুখ্যপ্রাণ ব্যতীত অপর ১১টী প্রাণকে * ইন্দ্রিয় নামভেদে ব্যপদেশ করা যায়। ইন্দ্রিয়ত্ব নিবন্ধন তাহারা মুখ্যপ্রাণ হইতে পৃথক্।

২অধ্যা—৪পা—৮অধি—১৮সূ—২৮৮ সা সং।

৮ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—মুখ্যপ্রাণের ভিন্নতা।

১৮সূ—ভেদ শ্রুতেঃ।

ব, অ—মুখ্যপ্রাণ ভিন্ন বলিয়া শ্রুত হয়।

ব্যা, বি—ভিন্নোক্তেঃ শ্রুতৌ।

---

* পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এই একাদশ।

দীপিকা—'অথ হৈনং প্রাণ মূচু রিত্যাদিনা প্রাণস্য তেভ্যো ভেদ-শ্রুতেঃ।

তাৎপর্য্য—ইন্দ্রিয়গণ হইতে মুখ্যপ্রাণের ভিন্নতা শ্রুতিতেও উপপন্ন হয় 'মনোবাচং প্রাণং তান্যাত্মনেঽকুরুত' এ শ্রুতি দ্বারা মনোবাক্যাদি হইতে প্রাণকে পৃথক্ নিরূপণ করেন।

২অধ্যা—৪পা—৮অধি—১৯ —২৮৯ সা সং।

৮ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—মুখ্য-প্রাণ বিচার।

১৯ সূ—বৈলক্ষণ্যাচ্চ।

ব, অ—ইন্দ্রিয়গণের সহিত মুখ্য প্রাণের বৈলক্ষণ্যও আছে।

ব্যা, বি—বৈলক্ষণ্যাৎ—বিরুদ্ধধর্ম্মোক্তেঃ।

দীপিকা—সুষুপ্তৌ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং প্রবিলয়ঃ ন প্রাণস্য প্রাণ এবৈতস্মিন্ জাগ্রতীতি শ্রুতেঃ প্রত্যক্ষতশ্চেন্দ্রিয়েভ্যঃ প্রাণস্য বৈলক্ষণ্যাৎ বাক্ চক্ষুষোরপি কর্ম্মেন্দ্রিয়জ্ঞানেন্দ্রিয় কৃত ভেদসমুচ্চয়ার্থঃ।

তাৎপর্য্য—মুখ্যপ্রাণের সহিত অন্য প্রাণের বৈলক্ষণ্য আছে, যথা—"সুপ্তেষু বাগাদিষু মুখ্য একো জাগর্ত্তি"। অন্য ইন্দ্রিয়গণ সুপ্ত হইলে প্রাণই জাগরিত থাকেন। অন্য ইন্দ্রিয়গণ মৃত্যুগ্রস্ত হন, কিন্তু মুখ্য-প্রাণ মৃত্যুগ্রস্ত হন না। ইন্দ্রিয়গণ রূপ রসাদি বিষয়ে সন্নিবিষ্ট হয়, কিন্তু মুখ্য প্রাণের কোন বিষয়-সন্নিবেশ নাই।

৮ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

প্রাণস্য বৃত্তয়োক্ষাণি প্রাণাৎ তত্ত্বান্তরাণি বা?
তদ্রূপত্ব শ্রুতেঃ প্রাণ নাম্নোক্তত্বাচ্চ বৃত্তয়ঃ।

৮ অধিকরণের মীমাংসা।

শ্রমাশ্রমাদিভেদোক্তে গৌণে তদ্রূপনামনী,
আলোচকত্বে নান্যানি প্রাণোনেতাঽক্ষদেহয়োঃ।

২অধ্যা—৪পা—৯অধি—২০সূ—২৯০সা সং।

৯অধিকরণ—সর্ব্বজগৎ সর্জ্জনে জীবস্যাশক্তত্বাদীশস্যৈব সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাৎ তস্যৈব তন্নির্ম্মাতৃত্বম্—নিখিল জগতের সৃষ্টি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর ভিন্ন জীবের সাধ্য নহে।

২০সূ—সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্ব্বত উপদেশাৎ।

ব, অ—(তেজ, অপ্, অন্ন) ত্রিবৃৎকারী ঈশ্বর হইতেই নামরূপ কল্পিত হয়।

ব্যা, বি—সংজ্ঞা—নাম। মূর্ত্তিঃ—রূপং। ক্লৃপ্তিঃ—কল্পনা।

দীপিকা—তুশব্দো জীব কর্ত্তৃত্বং বারয়তি, সংজ্ঞা আদিত্যাদিরূপা, মূর্ত্তিঃ সিতাসিতরূপা, ক্লৃপ্তিঃ কল্পনং নামরূপব্যাক্রিয়ে ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ পরমেশ্বরস্য, কুতঃ, ব্যাকরবাণীত্যুত্তমপুরুষোপদেশাৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—ব্রহ্ম প্রকরণে উক্ত আছে তেজ, অপ্ ও অন্ন (পৃথ্বী) এই তিন সূক্ষ্মভূতে জীবাত্মরূপে নামরূপের প্রকাশ। ত্রিবৃৎকারী কে? জীব না ঈশ্বর? উত্তর—সংজ্ঞা-মূর্ত্তি বা নামরূপের কল্পনা জীব কর্ত্তৃক হইতে পারে না। পরমেশ্বরই ত্রিবৃৎকারী। তাঁহারই পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব। ‘জীবেন’ শব্দ দ্বারা জীবের সহিত তাঁহার ‘অনুপ্রবেশ’ সূচিত হয়। নামরূপের ব্যাকরণ জীবের পক্ষে সঙ্গত নহে। তেজ, অপ্ ও অন্ন এই তিনের সমাহারে ঈশ্বরই নাম রূপাদির কর্ত্তা। প্রমাণ, যথা—

“ইমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুন স্ত্রিবৃত্ত্রিবৃচ্চৈব তে ভবন্তি”।

২অধ্যা—৪পা—৯অধি—২১সূ—২৯১সা সং।

৯ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—ত্রিবৃৎস্রষ্টৃত্ব।

২১সূ—মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ।

ব, অ—মাংসাদি ভুবিকার এবং মূত্র লোহিত প্রাণাদি জল ও তেজোবিকার ইহা শ্রুতিদ্বারা অবধারিত হইয়া থাকে।

ব্যা, বি—যথাশব্দং যথাশ্রুতিঃ। ইতরয়োঃ অপ্‌তেজসোঃ।

দীপিকা—মাংসমাদির্যস্য মনঃপুরীষস্য তদিদং মাংসাদি ভৌমং ভূবিকারঃ যথাশব্দং শব্দমনতিক্রম্যাস্য কার্য্যস্যাভিধানাৎ তস্য যঃ স্থবিষ্ঠোধাতুঃ ইত্যাদিনা ইতরয়ো শ্চাপতৈজসোরপি মূত্রলোহিতপ্রাণাস্থিমজ্জাবাচঃ কার্য্যাণি অত আন্তরাণি।

তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে উক্ত আছে ভক্ষিত অন্ন তিন ভাগে বিভক্ত হয়। স্থূলাংশ পুরীষ, মধ্যমাংশ মাংস এবং সূক্ষ্মাংশ মন। অন্ন বা ভূমিজাত ধান্যাদি ভক্ষিত হইয়া ভূমি দ্বারা মাংস জন্মায়। মূত্রশোণিতাদির পোষণ জলের কার্য্য। এজন্য সকল বস্তুই 'ত্রিবৃৎ' বা ত্র্যাত্মক। শ্রুতি

—"অধ্যাত্মমিদ মন্নং তস্যাশিতস্য কার্য্যং মাংসাদি ইদমপাং পীতানাং কার্য্যং লোহিতাদি ইদং তেজসোঽশিতস্য কার্য্য মস্থ্যাদি।"

২ অধ্যা—৪পা—৯ অধি—২২ সূ—২৯২ সা সং।

৯ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—ত্রিবৃৎস্রষ্টৃত্ব।

২২ সূ—বৈশেষ্যাত্তদ্বাদস্তদ্বাদঃ।*

ব, অ—বাহুল্য জন্য (পৃথ্বী, জল ইত্যাদি) তত্তৎ নামে অভিহিত হয়।

ব্যা, বি,—বৈশেষ্যাৎ—বাহুল্যাৎ। তদ্বাদঃ তন্নামপ্রাপ্তঃ।

দীপিকা—তু শব্দো ভূম্যাদিব্যপদেশাভাবনিবারণার্থঃ। তদ্বাদ স্তস্য ভূম্যাদের্বাদো ব্যপদেশো নানুপপন্নঃ, কুতঃ, বৈশেষ্যাৎ বিশেষস্য ভাবো বৈশেষ্যং ভূম্যাদ্যধিকং তস্মাৎ। তদ্বাদ ইত্যভ্যাসোঽধ্যায়পরিসমাপ্তিং দ্যোতয়তি।

* দর্শনাদির প্রতি অধ্যায়ের শেষের শব্দ দ্বিরাবৃত্তি করিবার নিয়ম

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যাত্মপূজ্যপাদ শিষ্যস্য শ্রীশঙ্করানন্দ ভগবতঃ কৃতায়াং সূত্রদীপিকায়াং দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ।

তাৎপর্য্য—সমস্ত বস্তু ত্রিবৃৎকৃত হইলেও বিশেষ আছে। কোন বস্তুতে তেজের ভাগ অধিক, কোন বস্তুতে জলের ভাগ অধিক। বস্তুতঃ জলে তেজ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলেও জলের ভাগ অধিক। এ জন্য ইহার নাম জল। এইরূপ তেজে জলাংশ থাকিলেও তেজের ভাগই অধিক, তেজের আধিক্য জন্য ইহার নাম তেজ। তত্তৎ বাদ বা নাম প্রাপ্তিতে 'বৈশেষ্য' বা অংশের ন্যূনাধিক্যই কারণ। বৈশেষ্য প্রযুক্ত তত্তৎ বাদ বা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

৯ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

নামরূপ ব্যাকরণে জীবঃ কর্ত্তাহ থবেশ্বরঃ
অনেন জীবেনেত্যুক্তে ব্যাকর্ত্তা জীব ইষ্যতে।

৯ অধিকরণের মীমাংসা।

জীবস্বয় প্রবেশেন সন্নিধেঃ সর্ব্বসর্জ্জনে,
জীবোঽশক্তঃ শক্ত ঈশ উক্তশক্তিস্ত্ববেক্ষিতঃ।

ইতি শ্রীমহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত শারীরক-ব্রহ্ম-বেদান্ত সূত্রের
দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদ।
দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ।

বেদান্ত-সূত্র।



তৃতীয় অধ্যায়।

প্রথম পাদ।

"জীবস্য পরলোকগমনাগমনবিচারপূর্ব্বক বৈরাগ্যনিরূপণম্।"

প্রথম ও দ্বিতীয় (সমন্বয়, ও অবিরোধ) এই দুই অধ্যায়ে যথাক্রমে ব্রহ্ম-নিরূপণ ও দার্শনিকদিগের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া এ অধ্যায়ে লব্ধা জীব কিরূপে লব্ধব্য ব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হন তাহার নিরূপণ করিতেছেন। এ অধ্যায়ের নাম 'সাধনাধ্যায়'।

ইহার প্রথম পাদে 'জীবের পরলোক-গমনাগমন বিচার ও বৈরাগ্য নিরূপণ করিতেছেন।

প্রথমপাদাধিকরণম্।

১—(১সূ—৭সূ) জীবস্য ভাবিশরীরবীজরূপসূক্ষ্মভূত-বেষ্টিতস্যৈবেতো গমনং।

২—(৮সূ—১১) কর্ম্মান্তরৈঃ সানুশয়স্য জীবস্য লোকান্তরা-রোহণম্।

৩—(১২সূ—২১ সূ) পাপিনাং যাম্যলোক গমনম্।

৪—(২২সূ) অবরোহিণোজীবস্য বিয়দাদিসমানত্বম্।

৫—(২৩) স্বর্গাদবতরণ কালে স্বর্গ-বৃষ্টি-পুরুষ-যোষিৎসু ক্রমশো জনিষ্যতো জীবস্য স্বর্গে বৃষ্টৌ চ জন্মনি 'ত্বরা,' তদিতরেষু চ জন্মনি 'বিলম্ব ইতি'।

৬—(২৪সূ—২৭সূ) শস্যাদৌ জীবস্য ন 'মুখ্যজন্ম' কিন্তু 'সংশ্লেষমাত্র' মিতি।

৩অধ্যা—১পা—১অধি—১সূ—২৯৩ সা সং।

১ অধিকরণ—জীবস্য ভাবিশরীরবীজরূপসূক্ষ্মভূত-বেষ্টিতস্যৈবেতো গমনম্—

সূক্ষ্ম ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত পরিবেষ্টিত জীবের বীজরূপ ভাবিশরীর প্রাপ্তি।

১সূ—তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্।

ব, অ—(রাজা প্রবাহনের) প্রশ্নে ও (শ্বেতকেতুর) উত্তরে জানা যায় জীব ভূত-সূক্ষ্ম পরিবেষ্টিত হইয়া পরলোকগামী হন।

ব্যা, বি—তৎ তস্মাৎ অন্তরং প্রতিপত্তৌ প্রাপ্তে মৃতাস্তে। রংহতি-গচ্ছতি।

দীপিকা—তত্রাদি প্রথমপাদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যামাশ্রিত্য সংসরণং চিন্ত্যতে বৈরাগ্যার্থম্। পূর্ব্বশরীরাচ্ছরীরন্তদন্তরং প্রতিপত্তৌ প্রাপ্তৌ ভূত-সূক্ষ্মৈঃ পরিষ্বক্তো রংহতি, কুতঃ, প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্। প্রশ্নঃ—বেত্থ যথা পঞ্চম্যা মাহুতাবাপ ইত্যুদাহৃতে প্রশ্ননিরূপণে সংপরিষ্বক্তিং গময়তঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—পূর্ব্বপাদে উক্ত হইয়াছে, 'অষ্টপুরিতে' পরিবেষ্টিত হইয়া জীব পরলোকগত হন। এবাক্যে শঙ্কা হইতে পারে 'ভূত সূক্ষ্ম' পরিবেষ্টিত হইয়া পরলোকগত হন কি না? "অথৈন মেতে প্রাণা অভিসমায়ন্তি অন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে" অপরঞ্চ "স এতা স্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা মৃতাস্তে জীবের সহিত প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের গতি শ্রুত হয় বটে, ভূত-সূক্ষ্ম সমন্বিত হইয়া গতি হয় কি না তাহার কোন উক্তি নাই। কাণাদিগণ 'মনের' সহগতি স্বীকার করেন কিন্তু সাংখ্য ও বৌদ্ধমতে পক্ষী যেমন এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমন করে সেইরূপ জীব একদেহ হইতে অন্যদেহ আশ্রয় করিয়া থাকে। জীবের সহিত মন বা ইন্দ্রিয়গণের গতি হয় না। শ্রুতিতেও কোন স্থলে উক্ত আছে 'জলোকা যেমন

পরবর্ত্তী স্থান আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ করে, জীবের দেহান্তর প্রাপ্তিও সেইরূপ।' এতদ্দ্বারা জীবের নিরবলম্বগতিই শঙ্কিত হউক? উত্তর—সাঙ্খ্যাদির মত শ্রুতি-বাধিত। পঞ্চভূত পরিবেষ্টিত হইয়াই জীব দেহান্তর গত হন। প্রবাহন রাজা শ্বেতকেতুকে এবিষয়ে 'প্রশ্ন' করিলে শ্বেতকেতু তাহার যে 'নিরূপণ' বা উত্তর দিয়াছেন তদ্দ্বারা ভূত সংপরিষ্বক্ত হইয়াই জীবের গতি শ্রুত হয়। প্রশ্ন যথা—

"বেত্থ যথা পঞ্চম্যা মাহুতা বাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি"—

আপ্ (জীব) পঞ্চাগ্নিতে (দিব্ পর্জ্জন্যাদি) আহুত হইয়া পুরুষশব্দ বাচ্য (দেহান্তরে গত) হন তাহা জান।

উত্তর—"পঞ্চম্যা মাহুতা বাপঃ পুরুষ বচসো ভবন্তি"—আপ্ (ভূত নিচয়) পরিবেষ্টিত আপ্ বা জীব পঞ্চাহুতে-'পুরুষ-শব্দ-বাচ্য' বা দেহান্তর গত হন আপ্ শব্দে জল তদ্দ্বারা ভূতনিচয়ের প্রতীতি হয়। জীবের দেহান্তর গতি বিষয়ে উপনিষদে যে জলৌকার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় এই যে, মৃত্যুর পূর্ব্বেই ভাবি-দেহ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। গীতাতেও উক্ত আছে, যথা—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ"!

অতএব প্রবাহন-শ্বেতকেতুর প্রশ্নোত্তরে ভূত-সূক্ষ্ম পরিবেষ্টিত হইয়াই জীব দেহান্তর গমন করেন।

৩অধ্যা—১পা—১অধি—২সূ—২৯৪ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—জীবের দেহান্তর গমন।

২ সূ—ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ।

ব, অ—জলের আধিক্য হেতু অপ্ শব্দ প্রযুক্ত, তদ্দ্বারা ভূতত্রয়ের উপলব্ধি হইয়া থাকে।

ব্যা, বি,—ভূয়স্ত্বাৎ অপাং বাহুল্যাৎ ত্র্যাত্মকত্বং সূচিতং।

দীপিকা—তু শব্দ শ্চোদিত শঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ। নায়ং দোষঃ,

ত্র্যাত্মকত্বাৎ তেজোবন্নাত্মকত্বাৎ, অপাং তদাত্মকত্বে কুতো-ঽপাং ব্যপদেশঃ ইত্যত আহ ভূয়স্ত্বাত্তাসামপাং সায়ং প্রাত-রাহুতি মারভ্য যাবদ্গার্ভং ভূয়স্ত্বাৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—প্রথম সূত্রের প্রশ্নোত্তরে আপ্ পরিবেষ্টিত হইয়া জীবের গতি শ্রুত হয় বটে কিন্তু 'ভূত-সূক্ষ্ম-পরিবেষ্টিত' হইয়া গতি হয়, ইহা কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে? উত্তর—অপ্ শব্দ দ্বারা 'তেজোবন্ন'—তেজ, অপ্ (জল) ও অন্ন (ক্ষিতি) এই তিনেরই উপপন্ন হয়। এই তিন দ্বারাই বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা শরীরের এই তিন ধাতু। ইহাকে 'ত্রিসর্গও' বলে। তিনের মধ্যে জলের আধিক্য জন্য 'অপ্' শব্দে ভূতত্রয়ের উপলব্ধি হইয়া থাকে। অতএব জীব ভূত-সূক্ষ্ম পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে।

৩অধ্যা—১পা—১অধি—৩সূ—২৯৫ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—জীবের দেহান্তর গতি।

৩সূ—প্রাণগতেশ্চ।

ব, অ—প্রাণের উৎক্রান্তি বিষয়িণী শ্রুতি দ্বারাও ভূত-সূক্ষ্ম পরিবেষ্টিত জীবের গতি নিশ্চিত হয়।

ব্যা, বি—প্রাণানাং ইন্দ্রিয়াণাং। গতিঃ প্রয়াণং।

দীপিকা—প্রাণানাং গতিঃ প্রাণগতিঃ তমুৎক্রান্ত মিত্যাদি-নোক্তা তস্যাঃ, প্রাণানাং ভূতসূক্ষ্মাশ্রয়াণামবগতি রিত্যর্থঃ।

তাৎপর্য্য—"প্রাণ মুৎক্রান্তং সর্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি"—মুখ্যপ্রাণ উৎক্রান্ত হইলে পশ্চাৎ অন্যান্য প্রাণ (ইন্দ্রিয়গণ) প্রয়াণ করিয়া থাকেন। নিরাশ্রয় ইন্দ্রিয়গণের গমন সঙ্গত হইতে পারে না, অতএব ভূত-সূক্ষ্ম পরিবেষ্টিত হইয়াই জীবের গতি হইয়া থাকে।

৩অধ্যা—১পা—১অধি—৪সূ—২৯৬ সা সং।

১ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—জীবের দেহান্তরগতি।

৪সূ—অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতে রিতিচেন্ন ভাক্তত্বাৎ।

ব, অ—অগ্নি প্রভৃতিতে ইন্দ্রিয়গণের গতি ভাক্ত বা গৌণ।

ব্যা, বি—অগ্নি প্রভৃতিষু দেবতাসু ইন্দ্রিয়াণাংগতিঃ।

দীপিকা—অগ্নিং বাগপ্যেতি ইত্যগ্নিগতিঃ, আদি শব্দেন বাতং প্রাণাঃ ইত্যাদি, তস্যাঃ ন প্রাণানামাশ্রয়ত্বেন ভূতসূক্ষ্মমিতিচেৎ প্রাণানাং জীবেন সহ গমনাৎ তন্ন, ভাক্তত্বাৎ প্রাণানা মগ্ন্যাদিগতিশ্রুতির্ভাক্তা উপচরিতা ওষধিলোমানীতিবং অন্যা ভাবো ভাক্তত্বং তস্মাৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—"প্রাণা অগ্ন্যাদীন্ দেবান্ গচ্ছন্তি"—ইন্দ্রিয়গণ অগ্নি প্রভৃতি দেবতায় গমন করে। উপনিষদে যখন ইন্দ্রিয়গণের গতি দেবতায় শ্রুত আছে, তখন 'জীবের সহিত ইন্দ্রিয়গণের গতি' কিরূপে সঙ্গত? 'অগ্নিং বাগপ্যেতি'—বাগিন্দ্রিয় অগ্নি দেবতায় গমন করেন, ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা দেবতায় গতিই নিশ্চিত হউক? উত্তর—ইন্দ্রিয়গণের অগ্নি প্রভৃতি দেবতায় গমনই ঔপচারিক। জীবের সহিত ইন্দ্রিয়গণের গতি স্বীকার না করিলে, জীবের 'দেহান্তর ভোগ' উপপন্ন হইতে পারে না। শ্রুতিতেও সুস্পষ্টরূপে জীবেরই সহিত ইন্দ্রিয়গণের গতি অবধারিত হইয়া থাকে। জীবদ্দশা পর্য্যন্ত অগ্ন্যাদি দেবগণ ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা থাকিয়া মৃত্যুদশায় নিবৃত্ত হন।

৩অধ্যা—১পা—১অধি—৫সূ—২৯৭ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—জীবের দেহান্তর গতি।

৫সূ—প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেন্ন তা এব হ্যুপপত্তেঃ।*

ব, অ—আপ্ শব্দের প্রথমে শ্রুত না হইলেও প্রথম প্রযুক্ত 'শ্রদ্ধা' শব্দ দ্বারা 'আপের' উপলব্ধি হয়।

* এ সকল সূত্র কেবল শ্রুতি বা উপনিষদ্ বিচার মাত্র

ব্যা, বি—প্রথমে 'আপ্' ইত্যস্য অশ্রবণাৎ।

দীপিকা—প্রথমেহ্ গ্নৌ শ্রদ্ধাংজুহোতীত্যস্মিন্ অপামশ্রবণাৎ অপাং সর্ব্বত্রানুবৃত্তিরিতিচেৎ, তন্ন, তা এব হি যস্মাদুপপত্তেঃ, অপাং কারণানাং কার্য্যস্য শুদ্ধাখ্যসম্ভবঃ আপ ইতি শ্রুতেরপি।

তাৎপর্য্য—এই পাদের প্রথম সুত্রে উক্ত হইয়াছে 'আপ' (জীব) পাঁচ প্রকার 'অগ্নিতে' পঞ্চমী 'আহুতিতে' আহুত হইয়া পুরুষ-শব্দ-বাচ্য (দেহান্তরগত) হন। পাঁচ অগ্নি—১ দিব্ ২ পর্জ্জন্য ৩ পৃথিবী ৪ পুরুষ ও ৫ যোষিৎ। পাঁচ আহুতি—১ শ্রদ্ধা ২ সোম ৩ বৃষ্টি ৪ অন্ন ও ৫ রেতঃ। উক্ত শ্রুতিতে শঙ্কা—পাঁচ অগ্নির মধ্যে প্রথমে 'দিব্' শব্দ এবং পাঁচ আহুতির মধ্যে প্রথমে 'শ্রদ্ধা' শব্দ। 'দিব্' অগ্নির আহুতি 'শ্রদ্ধা'। 'আপের' কোন শ্রবণ নাই তবে কিরূপে 'আপ' পুরুষ-শব্দ-বাচ্য হইতে পারে?

উত্তর—"'আপ'ই প্রথমাগ্নির আহুতিতে 'শ্রদ্ধা' শব্দে উপপন্ন হয়। 'শ্রদ্ধা' শব্দ 'আপ' অর্থে প্রযুক্ত। শ্রদ্ধাহুতি হইতে সোম, বৃষ্টি প্রভৃতি জন্মে, তাহারা সকলে জল-বহুল এই হেতু 'শ্রদ্ধা' শব্দের গৌণার্থ 'আপ'। উপনিষদেও প্রযুক্ত আছে। "শ্রদ্ধা বাপঃ"—শ্রদ্ধাই 'আপ'। "আপো হাস্মৈ শ্রদ্ধাংসংনমন্তে পুণ্যায় কর্ম্মণে"—আপই পুণ্যকর্ম্মে শ্রদ্ধা জন্মায়।

৩অধ্যা—১পা—১অধি—৬সূ—২৯৮ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—জীবের দেহান্তরগতি।

৬সূ—অশ্রুতত্বাদিতি চেন্নেষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ।

ব, অ—আপ পরিবেষ্টিত জীবের গতি শ্রুতিতে অশ্রুত নহে। শুভকর্ম্মানুষ্ঠান সকল অনুষ্ঠানকারির সুফল প্রদান করেন।

ব্যা, বি—ইষ্টপূর্ত্তাদিদর্শপৌর্ণমাসাদীনাং শুভফলদানাদেঃ প্রতীতেঃ।

দীপিকা—প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং জীবানা মশ্রুতত্ত্বাদপ্যধিষ্ঠিতানাং গ্রহণ মযুক্তমিতি চেন্ন, কুতঃ ইন্টাদিকারিণাং 'অথ য ইমে' ইত্যাদিনা দক্ষিণমার্গেণ চন্দ্রং ম্রিয়াণতাং প্রতীতেঃ তদ্দেবানামন্নং তদ্দেবা ভক্ষয়ন্তীতি শ্রুতেঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—জীব যে অপ্ পরিবেষ্টিত হইয়া দেহান্তর গত হন ইহা কিরূপে সঙ্গত? উত্তর—'তস্মিন্ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহোতি, আহুতে তস্যাঃ সোমো রাজা সম্ভবতি।' এ শ্রুতির শ্রদ্ধা শব্দে 'আপ্'। তাহার সহিত চন্দ্রলোকাদিতে গমন শ্রুত হয়। ইষ্টাপূর্ত্তাদি যে সকল কর্ম্মদ্বারা স্বর্গ প্রাপ্তি হয় এবং দর্শ, পৌর্ণমাস প্রভৃতির দধি দুগ্ধাদি উপকরণ দ্রব বলিয়া 'আপ্' শব্দ বাচ্য। হোমাদি কর্ম্ম সূক্ষ্মভাবে অদৃষ্ট রূপে যজ্ঞকারীকে আশ্রয় করে। মৃতান্তে স্বর্গ উদ্দেশে শ্মশানাগ্নিতে যে হোমাদি অনুষ্ঠিত হয় তাহাও অদৃষ্টরূপে মৃত ব্যক্তিকে কল্যাণ প্রদান করিয়া থাকে। অগ্নিহোত্র প্রকরণে উক্ত আছে অগ্নিহোত্রাদির 'আহুতি' পরলোক পর্য্যন্ত গমন করে। অতএব জীব 'আপ্' পরিবেষ্টিত হইয়া দেহান্তর গত হন, নিশ্চিত হইতেছে।

৩অধ্যা—১পা—১অধি—৭সূ—২৯৯ সা সং।

১ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—জীবের দেহান্তর গতি।

৭সূ—ভাক্তং বানাত্মবিত্ত্বাত্তথাহি দর্শয়তি।

ব, অ,—'অন্ন' শব্দ ভাক্ত বা গৌণ। শ্রুতি দ্বারা অজ্ঞানতা বা ভ্রান্তি দূরীকৃত করিয়া দেখাইতেছে।

ব্যা, বি—ভাক্তং—গৌণং। অনাত্মবিত্ত্বাৎ—অজ্ঞানত্বাৎ।

দীপিকা—তেষাং দেবানামন্নত্বং ভাক্ত মুপচরিতং, কুতঃ, অনাত্মবিত্ত্বাৎ তেষাং যথাস্মাভি স্তেষামন্নত্বং ভোগত্বেনোক্তং তথা শ্রুতি দর্শয়তি।

তাৎপর্য্য—"এষ সোমো রাজা তদ্দেবানা মন্নং তদ্দেবা ভক্ষয়ন্তি" —এই চন্দ্ররাজ দেবগণের অন্ন, যাহারা চন্দ্রলোকে গমন করে দেবতারা তাহা-

দিগকে ভক্ষণ করে। এই শ্রুতিবাক্যে শঙ্কা—যদি স্বর্গে দেবতাদিগের অন্নরূপেই অবস্থান করিতে হইল তবে আর স্বর্গে সুখ কি? উত্তর—অন্ন শব্দ মুখ্য অর্থে অর্থাৎ ভক্ষ্যদ্রব্য অর্থে প্রযুক্ত নহে। যেমন ভক্ষ্যদ্রব্য সকল ভোগের সাধন সেইরূপ চন্দ্রলোক গত জীবগণ তাঁহাদের ভোগের সাধন। যেমন 'বৈশ্যের অন্ন পশু' এবাক্যে পশু পালন বৈশ্যগণের জীবনোপায় বা সাধন বা উপকরণ। প্রিয় স্ত্রীপুত্রাদি সকলকেই 'ভোগোপকরণ' বলা যায়। চন্দ্রলোকগত জীবগণকে দেবগণ মুখসাৎ করিয়া ভক্ষণ করেন না। অনাত্মবিৎ বা যাহারা প্রকৃততত্ত্ব জানেনা তাহারাই সেরূপ অর্থ মনে করে। 'অন্নশব্দ' মোদক বা প্রিয় অর্থে প্রযুক্ত, ইহাই সিদ্ধান্ত।

১ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

অবেষ্টিতো বেষ্টিতো বা ভূতসূক্ষ্মৈঃ
পুমান্ ব্রজেৎ,
ভূতানাং সুলভত্বেন যাত্যবেষ্টিত এব সঃ।

১ অধিকরণের মীমাংসা।

বীজানাং দুর্ল্লভত্বেন নিরাধারেন্দ্রিয়াগতেঃ,
পঞ্চমাহুতি যুক্তেশ্চ জীবস্তৈ র্যাতিবেষ্টিতঃ।

৩অধ্যা—১পা—২অধি—৮সূ—৩০০ সা সং।

২ অধিকরণ—কর্ম্মান্তরৈঃ সানুশয়স্য জীবস্য লোকান্তরা রোহণম্—কর্ম্মফলভোগের কিছু অবশেষ থাকিতে থাকিতে জীব চন্দ্রলোক হইতে লোকান্তর গমন করে।

৮ সূ—কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং যথেত মনেবঞ্চ।

ব, অ,—পুণ্যক্ষয়ে চন্দ্রলোকগত জীব কর্ম্মাবশেষ সহ বিপর্য্যয় মার্গে অবতরণ করে। ইহা লৌকিক ও স্মৃতিতে প্রতীত হইয়া থাকে।

ব্যা, বি,—অনুশয়বান্—ভুক্তাবশিষ্টকর্ম্মসহিতঃ।

দীপিকা—কৃতস্য পুণ্যস্য অত্যয়ে বিনাশে অনুশয়বান্

কর্ম্মানুশয়বান্ তত্রাগচ্ছতি দৃষ্টং জাতমাত্রস্য সুখাদ্যবাপ্তিঃ অথবা "তদ্ যইহ রমণীয় চরণা ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতিঃ স্মৃতিরপি তচ্ছেষেণ বিশিষ্টমিত্যাভ্যা তাভ্যাং যথেতং যথাগতং অনেবঞ্চ তদ্বিপর্য্যয়েণাপি আকাশাদিরূপেণ প্রকারান্তরেণাপি।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—পুণ্য কর্ম্মকারী জীব চন্দ্রলোকে গমন করিয়া নিঃশেষিতরূপে কর্ম্মফল ভোগ করিয়াই কি অবতরণ করেন বা কিছু অবশেষ থাকে? 'যাবৎ সম্পাৎ'—সম্পাৎ পর্য্যন্ত এরূপ উক্তি দ্বারা 'নিঃশেষিতঃ' হওয়াই অনুমিত হউক? উত্তর—চন্দ্রলোক গত জীব 'সানুশয় অবস্থায়' অর্থাৎ কিছু কর্ম্ম শেষ সহ এ লোকে অবতরণ করে। ভোগের জন্য তাহাদের যে শরীর হইয়াছিল, ভোগক্ষয় দর্শনে শোকাভিভূত হইয়া তাহা বিগলিত হয়। যেমন সূর্য্যকিরণ স্পর্শে হিমসংঘাত দ্রবীভূত হয় তেমনি ভোগনাশ-দর্শনজ শোকাগ্নি দ্বারা চন্দ্রলোকবাসী ক্ষীণকর্ম্মা জীবের জলময় শরীর দ্রব হইয়া থাকে। ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি (প্রত্যক্ষ ও অনুমান) উভয় হেতুতে সিদ্ধান্তিত হয়। শ্রুতি—"তদ্ যইহ রমণীয় চরণা রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্"। স্মৃতি—"বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রত্যেক কর্ম্মফল মনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টঃ দেশমতিকুলরূপায়ুঃ, শ্রুতবিত্তবৃত্ত সুখমেধসো জন্মপ্রপদ্যন্তে"। তৈল ভাণ্ডের সমুদয় তৈল নিঃশেষিত করিলেও ভাণ্ডের গায়েও অন্ততঃ যেমন তৈলাবশেষ থাকিয়া যায় সেইরূপ অনুশয় বা অবশেষ থাকিতে থাকিতেই জীব অবতরণ করে। কর্ম্মশেষ থাকিতে মোক্ষ অসম্ভব।

৩ অধ্যা—১পা—২অধি—৯সূ—৩০১শা সং।

২ অধিকরণ (চলিতেছে)। চন্দ্রলোকাগত জীবের বিচার।

৯ সূত্র—চরণাদিতি চেৎ নোপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ।

ব, অ,—কার্ষ্ণাজিনি মুনির মতে 'চরণ' শব্দ (অনুশয়ের) উপলক্ষণার্থ।

ব্যা, বি,—চরণাৎ—আচরণাৎ। চেৎ শঙ্ক্যতে।

দীপিকা—"তদ্ যইহ রমণীয়চরণা" ইত্যত্র চরণাদাগমনং

নানুশয়াদিতি চেন্ন, যতো হ্যনুশয়োপলক্ষণার্থা চরণশ্রুতিরিতি কার্ষ্ণাজিনি রাচার্য্যোমন্যতে।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—আচরণ বা কর্ম্মকেই তবে জন্মপ্রাপ্তির কারণ বলা যাউক? 'অনুশয়' তাহা হইলে কিরূপে সঙ্গত? উত্তর—কার্ষ্ণাজিনি মুনির মতে 'চরণ' শব্দ অনুশয়ের উপলক্ষক এজন্য একার্থ প্রতিপাদক।

৩অধ্যা—১পা—২অধি—১০সূত্র-৩০২ সা সং।

২ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—জীবের অবতরণ।

১০ সূ—আনর্থক্য মিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ।

ব, অ,—সদাচার অর্থে 'চরণ' শব্দ এরূপ বলিলে শীল বিধানের আনর্থক্য হয় না, কেননা (কর্ম্মাদিতে) শীলের অপেক্ষা আছে।

ব্যা, বি,—আনর্থক্যং = বৈয়র্থ্যং। তৎ তস্যশীলস্য অপেক্ষাস্তি।

দীপিকা—তস্য চরণ শব্দস্য শ্রৌত শীলার্থ পরিত্যাগেন লাক্ষণিকানুশয়স্বীকারে শীলস্য আনর্থক্যং প্রয়োজন শূন্যত্বৈব স্যাৎ ইতি চেৎ ন তদপেক্ষত্বাৎ তস্য শীলস্যাপেক্ষা যস্য কর্ম্মণ আচারহীন মিত্যাদিস্মৃতেঃ তদপেক্ষং তস্য ভাব স্তত্ত্বং তস্মাৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—'চরণ' শব্দে সদাচার অর্থ না বলিয়া কার্ষ্ণাজিনির মতে যদি 'অনুশয়' অর্থ করা যায় তাহা হইলে বিহিত নিষিদ্ধ শীল বা আচরণের শুভাশুভ বিধানের আনর্থক্য হউক? উত্তর—শীল বিধানের আনর্থক্য হয় না। শ্রৌতস্মার্ত্ত সকল কর্ম্মই শীল সাপেক্ষ, কদাচারীর কোন কর্ম্মেই অধিকার নাই "আচার হীনং ন পুনন্তি দেবাঃ," ইষ্টপূর্ত্তাদি সকল কর্ম্মই সদাচার সহ অনুষ্ঠিত হইলে ফলের উৎকর্ষ জন্মাইয়া থাকে।

৩ অধ্যা—১পা—২অধি—১১সূ—৩০৩—সা সং।

২ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—জীবের অবতরণ।

১১ সূ—সুকৃত দুষ্কৃত এবেতি তু বাদরিঃ।

ব, অ,—বাদরায়ণ বলেন 'চরণ' শব্দে সুকৃত দুষ্কৃত।

ব্যা, বি—তু শব্দস্তুবিশেষে স্যাৎ স্বসিদ্ধান্তে ঽবধারণে।

দীপিকা—বাদরি রাচার্য্য শ্চরণ শব্দেন সুকৃত দুষ্কৃত এবাভিধীয়তে ইতি মন্যতে, তু শব্দো লক্ষণ ব্যাবৃত্ত্যর্থঃ।

তাৎপর্য্য— বাদরায়ণ বলেন 'চরণ' শব্দের অর্থ সুকৃত দুষ্কৃত। আচার এক প্রকার ধর্ম্ম। 'রমণীয় চরণ' শব্দে প্রশস্ত কর্ম্মকারী এবং 'কপূয়চরণ' শব্দে নিন্দিত কর্ম্মকারী, ইহাই নিশ্চিতার্থ।

২ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

স্বর্গাবরোহোঽক্ষীণানুশয়ঃ সানুশয়োঽথবা ?
'যাবৎ সম্পাত' বচনাৎ ক্ষীণানুশয় ইষ্যতে।

২ অধিকরণের মীমাংসা।

জাতমাত্রস্য ভোগিত্বা দৈক্ত ভব্যেবিরোধতঃ,
চরণ শ্রুতিতঃ সানুশয়ৈঃ কর্ম্মাস্তরৈ রয়ং॥

৩অধ্যা—১পা—৩অধি—১২সূ—৩০৪সা সং।

৩ অধিকরণ—পাপিনাং যমলোকগমনম্ : পাপিগণের যমলোক গমন।

১২ সূ—অনিষ্টাদি কারিণামপি চ শ্রুতম্।

ব, অ,—নিন্দিতকর্ম্মকারীরাও চন্দ্রলোক গমন করে এইরূপ শ্রুত হইতে পারে।

ব্যা, বি—শ্রুতম্—নিন্দিত কর্ম্মিণামপি চন্দ্রলোকগমনমিতি।

দীপিকা—ইষ্টপূর্ত্তাদি ব্যতিরিক্তং কুর্ব্বন্তীত্যনিষ্টাদি-কারিণো যে তেষা মপ্যবিশেষেণ যে কেচিত্ত্যুপক্রম্য চন্দ্রমস মেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তীতি শ্রুতম্।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মকারীরা স্বর্গ গমন করে এবাক্যে সংশয় নিন্দিত কর্ম্মকারীরাও কি চন্দ্রলোক গমন করে? "চন্দ্রমসং প্রযন্তি" শ্রুতি দ্বারা সকলেরই চন্দ্রলোকে গমন শ্রুত হউক? সংশয় সূত্র)।

৩অধ্যা—১পা—৩অধি—১৩সূ—৩০৫সা সং।

৩ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—পাপীদিগের যমলোক গমন।

১৩ সূ—সংযমনেত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌতদ্গতিদর্শনাৎ।

ব, অ,—পাপিগণ যমপুর গমন করে ও যামী যাতনা অনুভব করিয়া পুনরাগমন করে ইহাই শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়।

ব্যা, বি,—সংযমনে = যমপুরে। ইতরেষাং = পাপিনাং।

দীপিকা—তু শব্দো হ্যনিষ্টাদি কারিণাং চন্দ্রগতিং ব্যাবর্ত্তয়তি। সংযমনে যাম্যে পুরে ইতরেষাং অনিষ্টাদি কারিণাং দুঃখানুভবার্থং আরোহো দুঃখমনুভূয়াবরোহঃ তাবেব কুতঃ, তদ্গতিদর্শনাৎ—তদযাম্যং পুরং প্রতি যা গতি স্তস্যাঃ পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যন্তে মে সংগমনং জনানামিত্যাভ্যাং দর্শনং।

তাৎপর্য্য—নিন্দিত কর্ম্মকারিগণের চন্দ্রলোক গমন হয় না তাহারা যমালয় গমন করে এবং দুষ্কৃতের অনুরূপ যামী যাতনা অনুভব করিয়া পরে ইহলোকে আগমন করে। শ্রুতি—"বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং, ন সম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং। প্রমদ্যন্তং বিত্তরাগেণ মূঢ়ম্, অয়ং লোকো নাস্তিপর ইতিমানী, পুনঃ পুনঃ বশ মাপদ্যতে মে"। * * বালং-ব্রহ্মতত্ত্ব বিহীনং। সাম্পরায়—স্বর্গ প্রাপ্তি। মে—যমস্য। যমেনোক্তত্বাৎ।

৩অধ্যা—১পা—৩অধি—১৪সূ—৩০৬সা সং।

৩ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—পাপীদিগের যমলোক গমন।

১৪ সূ—স্মরন্তি চ।

ব, অ,—স্মৃতি বা পুরাণাদিতেও পাপীদিগের যমলোক গমন জানা যায়।

ব্যা, বি,—স্মরন্তি স্মৃতিভির্মুনয়ঃ সর্ব্বে।

দীপিকা—স্মরন্তি চ ব্যাসাদয়ঃ সংযমনে গমনম্ পাপিনাং।

তাৎপর্য্য—মনু ব্যাসাদি শিষ্টগণ পাপীদিগের নানাবিধ যম যাতনা ভোগ বর্ণনা করিয়াছেন।

৩অধ্যা—১পা—৩অধি—১৫সূ—৩০৭ সা সং।

৩ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—পাপীদের যমলোক গমন।

১৫ সূত্র—অপি সপ্ত।

ব, অ,—পুরাণে সপ্ত রৌরবে পাপীদের যাতনা হওয়ার কথা বলেন।

ব্যা, বি,—সপ্ত রৌরবাদয়ঃ।

দীপিকা—নরকা মহারৌরবপ্রভৃতয়ঃ স্মর্য্যন্তে পৌরাণিকৈঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—পাপিগণ যমযাতনা ভোগ করে ইহা কিরূপে সঙ্গত? পুরাণে ৭ রৌরবাদির উল্লেখ আছে। চিত্রগুপ্তাদি তাহাদের অধিষ্ঠাতা। ইহাই বা কিরূপে সঙ্গত? (সংশয় সূত্র।)

৩অধ্যা—১পা—৩অধি—১৬সূ—৩০৮সা সং।

৩ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—পাপীদের যমলোক গমন।

১৬ সূ—তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ।

ব, অ,—সে সকল মহারৌরবাদি যমেরই কর্ত্তৃত্বাধীন।

ব্যা, বি,—মহারৌরবাদিষু যমস্যৈব কর্তৃত্বমস্তি।

দীপিকা—তত্রাপি তেষ্বপি মহারৌরবাদিষু তদ্ব্যাপারাৎ তস্য যমস্য ব্যাপারঃ সমাজ্ঞা তস্মাৎ যমায়তত্বস্য চিত্রগুপ্তাদীনা-মপ্যবিরোধঃ।

তাৎপর্য্য—পুরাণে চিত্রগুপ্তাদির উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু তাঁহারা যমেরই অধীন এজন্য যমের আধিপত্যে বিরোধ নাই। অতএব পাপীদের যমলোক গমনই নিশ্চিত হইয়া থাকে। (মীমাংসা সূত্র)

৩অধ্যা—১পা—৩অধি—১৭সূ—৩০৯ সা সং।

৩ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—পাপীদের যম-লোক গমন।

১৭ সূ—বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ।

ব, অ,—জ্ঞান ও কর্ম্ম দুই পথের প্রস্তাবে তৃতীয় পথের উক্তি আছে।

ব্যা, বি—প্রকৃতত্বাৎ—তৎ প্রস্তাবকত্বাৎ।

দীপিকা—এতয়োঃ পথোরিতি বিদ্যাকর্ম্মণো গ্রহণমিতি যস্মাত্তয়োঃ তদব ইত্থং বিদুরিতি বিদ্যা, ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিতি কর্ম্ম প্রকৃতত্বাৎ তেষাং তয়োরভাবা দতো নাস্য তরেণ গমনং। তু শব্দো জায়স্বাদিনা তৃতীয় স্থানং দর্শয়তি।

তাৎপর্য্য—বিদ্যা বা জ্ঞান দ্বারা দেবযান ও ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মদ্বারা পিতৃযান এই উভয় গতির উপলব্ধি হয়। নিন্দিত কর্ম্মকারীরা এই দুই পথে গমন করে না। তাহারা তৃতীয় পথদ্বারা জরামরণশীল সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মে ও মরে। চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত তাহাদের গতি হয় না। "অসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে" চন্দ্রলোক পূর্ণ হয় না, এবাক্যে পাপিগণ চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত যাইতে পারে না। প্রমাণ—"অথৈতয়োঃ পথোঃ কতরেণ চ ন তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তীণি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানং তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে"।

৩অধ্যা—১পা—৩অধি—১৮সূ—৩১০সা সং।

৩ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—পাপীদিগের যম-লোক গমন।

১৮ সূ—ন তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ।

ব, অ,—তৃতীয় স্থানে আহুতিসংখ্যার নিয়ম উপলব্ধ হয় না।

ব্যা, বি—ন- আহুতিসংখ্যানিয়মো নাস্তি।

দীপিকা—নায় মাহুতিনিয়ম স্তৃতীয়স্থানে, কুতঃ, যূকাদৌ তথোপলব্ধেঃ আহুতি নিয়মস্যাদর্শনাৎ।

তাৎপর্য্য—প্রথমাধিকরণে উক্ত হইয়াছে "পাঞ্চম্যা মাহুতা বাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি।"—৪র্থী আহুতি (পুরুষ,) তাহার পর ৫মী আহুতিতে (যোষিৎ বা স্ত্রী অঙ্গে) জীব দেহান্তর গত হন এবাক্যে সংশয়—এইরূপ 'আহুতি পঞ্চক' কি সকলেরই সাধারণ নিয়ম? উত্তর—তৃতীয় স্থানে (দেবযান, পিতৃযান ব্যতীত,) আহুতি সংখ্যার নিয়ম নাই; এই জন্য জীব সকল পুনঃ পুনঃ জাত ও মৃত হয়। 'পুরুষ বাচ্য' শব্দে মনুষ্যশরীর প্রাপ্তিরই অবগতি হয়। কীট পতঙ্গাদি বিষয়ে নহে। যাহাদের আরোহাবরোহ হয়, তাহাদেরই '৫মী আহুতিতে' দেহ জন্মায়, তদ্ভিন্ন জীবের আহুতি সংখ্যার নিয়ম নাই ইহাই সিদ্ধান্ত।

৩অধ্যা—১পা—৩অধি—১৯সূ—৩১১ সা সং।

৩ অধিকরণ (চলিতেছে) উপ—পাপীদিগের যম-লোক গমন।

১৯ সূ—স্মর্য্যতেঽপি চ লোকে।

ব, অ,—লৌকিকে পুরাণাদিতে অযোনিসম্ভব ব্যক্তিগণের পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্যা, বি—স্মর্য্যতে পুরাণাদিষু।

দীপিকা—নায়ং মনুষ্যেষ্বপ্য নিয়মঃ দ্রোণদ্রৌপদ্যাদীনাং যোনিমন্তরেণাপি শরীরস্যোৎপত্তিদর্শনাৎ।

তাৎপর্য্য—লৌকিকে পুরাণাদিতেও দ্রোণ দ্রৌপদী প্রভৃতির অযোনিসম্ভবত্ব উল্লিখিত আছে, তজ্জন্য ৫মী আহুতিতে (স্ত্রীশরীরে) সকল জীবের উৎপত্তির নিয়ম সাধারণ নহে।

৩অধ্যা—১পা—৩অধি—২০সূ—৩১২সা সং।

৩ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—জীবের দেহান্তরগতি।

২০ সূ—দর্শনাচ্চ।

ব, অ—পিপীলিকাদির বিনা মৈথুনোৎপত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ব্যা, বি—মৈথুনং বিনা জীবোৎপত্তি দর্শনাৎ।

দীপিকা—স্বেদজোদ্ভিজ্জয়োরাহুতিপঞ্চক মন্তরেণাপ্যুৎপত্তি দর্শনাৎ নিয়মভঙ্গ সমুচ্চয়ার্থঃ।

তাৎপর্য্য—জরায়ুজাদি * চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রামের মধ্যে স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ ইহারা গ্রাম্যধর্ম্ম (মৈথুন) ব্যতিরেকে উৎপন্ন হয়, অতএব মনুষ্য ব্যতীত অন্য শরীরের আহুতি সংখ্যার নিয়ম নাই।

৩অধ্যা—১পা-৩ অধি—২১সূ—৩১৩ সা সং।

৩ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—জীবের দেহান্তরগতি।

২১ সূ—তৃতীয় শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য।

ব, অ—তৃতীয় অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ শব্দদ্বারা সংশোকজ বা স্বেদজ শব্দের অর্থগ্রহ করিতে হইবে।

ব্যা, ব—তৃতীয় শব্দেন উদ্ভিজ্জেন। অবরোধঃ সংগ্রহঃ।

দীপিকা—তৃতীয় শব্দঃ উদ্ভিজ্জ মিত্যস্মিন্নবরোধঃ স্বীকারঃ সংশোকজস্য স্বেদজস্যাপীতি।

তাৎপর্য্য—"তেষাং খলু এষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি" এ শ্রুতিতে ত্রিবিধ জীবজাতিই শ্রুত হয়, তবে জীবজাতি চতুর্ব্বিধ ইহা কিরূপে সঙ্গত? উত্তর—তৃতীয় উদ্ভিজ্জ শব্দদ্বারা 'স্বেদজের' অবরোধ বা অর্থবোধ

* জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ।

করিতে হইবে কেননা 'স্বেদজ' ও উদ্ভিজ্জ' ইহারা এক জাতীয়। ভূমি ও উদক ভেদ করিয়া ইহাদের উভয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহারা মৈথুন সম্ভব নহে।

৩ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

চন্দ্রং জাতি ন বা পাপী? 'তেসর্ব্ব' ইতি বাক্যতঃ,
পঞ্চম্যাহুতি লাভার্থং ভোগাভাবেঽপি যাত্যসৌ।

৩ অধিকরণের মীমাংসা।

ভোগার্থ মেব গমন মাহুতি ব্যভিচারিণী,
সর্ব্বশ্রুতিঃ সুকৃতিনাং যাম্যে পাপিগতিঃ শ্রুতা।

৩ অধ্যা—১পা—৪অধি—২২সূ—৩১৪সা সং।

৪ অধিকরণ—অবরোহিণো জীবস্য বিয়দাদি সমানত্বম্—অবরোহণকালে জীবের আকাশাদির সমভাব প্রাপ্তি।

২২ সূ—সাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ।

ব, অ—অবতরণকালে জীব আকাশাদির সমভাব প্রাপ্ত হয়।

ব্যা, বি—আপত্তিঃ—প্রাপ্তিঃ। সাভাব্যঃ—সমভাব।

দীপিকা—তৈ রাকাশাদিভিঃ সমানো ভাবঃ সাভাব্যং। আকাশাদিসমানরূপতা মনুশায়িনো প্রাপ্তু বন্তীত্যুক্তং।

তাৎপর্য্য—"অথৈত মেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে যথেত মাকাশ মাকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা অব্ভ্রং ভবতি অব্ভ্রো ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘোভূত্বা প্রবর্ষতি।" এই শ্রুতিবাক্যে শঙ্কা—অবতরণকালে জীব আকাশাদির 'স্বরূপ' পান কি তাহাদের 'তুল্যতা' পাইয়া থাকেন? উত্তর—জীব আকাশাদির 'স্বরূপ' পান না। সূক্ষ্ম আকাশাদির 'সাভাব্য' বা সমান ভাব হন, ইহাই শ্রুত্যর্থ উপপন্ন হয়।

৪ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

বিয়দাদি স্বরূপত্বং তৎ সাম্যং বাঽবরোহিণাং,
বায়ুর্ভূত্বেত্যাদি বাক্যাৎ তত্তৎ ভাবং প্রপদ্যতে।

৪ অধিকরণের মীমাংসা।

খাৎ সূক্ষ্মো বায়ুবশো যুক্তো ধূমাদিভির্ভবেৎ,
অন্যস্যান্য স্বরূপত্বং ন মুখ্য মুপপদ্যতে।

৩অধ্যা—১পা—৫অধি—২৩সূ—৩১৫সা সং।

৫ অধিকরণ—স্বর্গাদরণ কালে স্বর্গবৃষ্টি-পুরুষযোষিৎসু ক্রমশো জনিষ্যতো জীবস্য স্বর্গেবৃষ্টৌ চ জন্ম ন 'ত্বরা', তদিতরেষুচ জন্মনি 'বিলম্ব' ইতি—স্বর্গ হইতে অবতরণ কালে জীবের ক্রমশঃ স্বর্গ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে পুরুষ, পুরুষ হইতে স্ত্রীগর্ভে যে জন্ম তাহাকে 'ত্বরা' ও তদিতর জন্মকে 'বিলম্ব' বলা যায়।

২৩ সূ— নাতিচিরেণ বিশেষাৎ।

ব, অ—অনতিবিলম্বে জীব আকাশাদি ভাব হইতে ব্রীহ্যাদি ভাব প্রাপ্ত হন

ব্যা বি—অতিচিরেণ বিয়দাদিসাভাব্যে ন তিষ্ঠতি।

দীপিকা—আকাশাদি সমান রূপতয়া জীবস্য নাতিদীর্ঘেণ কালেন নির্গমনমিতি, কুতঃ, ব্রীহ্যাদিভাবাৎ অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরং ইত্যাদি বিশেষণাৎ।

তাৎপর্য্য—আকাশাদি ভাব হইতে ব্রীহ্যাদি ভাবে আসিতে জীবের অধিক বিলম্ব হয় না। 'অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরং' এই শ্রুতিতে 'দুর্নিষ্প্রপতরং' শব্দ বিশেষণ থাকাতে দীর্ঘকাল জীবের আকাশাদি ভাবে অবস্থিতি করা অতীব কষ্টকর। তজ্জন্য অচিরাৎ জীব ব্রীহ্যাদিভাব প্রাপ্ত হন।

৫ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

ব্রীহ্যাদেঃ প্রাক্ বিলম্বেন ত্বরয়া বা হবরোহতি,
তত্রানিয়ম এব স্যাৎ নিয়ামকবিবর্জ্জনাৎ।

৫ অধিকরণের মীমাংসা।

দুঃখং ব্রীহ্যাদি নির্বাণ মিতি তত্র বিশেষণাৎ

বিলম্ব স্তেন পূর্ব্বত্র ত্বরার্থাদবসীয়তে।

৩অধ্যা—১পা—৬অধি—২৪সূ—৩১৬সা সং।

৬ অধিকরণ—শস্যাদৌ জীবস্য ন মুখ্যজন্ম কিন্তু 'সংশ্লেষ' মাত্র মিতি—শস্যাদিতে জীবজন্ম মুখ্য নহে কেবল সংশ্লেষমাত্র।

২৪ সূ—অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ।

ব, অ—শ্রুত্যুক্তিদ্বারা জানা যায় ব্রীহ্যাদি ভাবও আকাশাদি ভাবের মত 'সংশ্লেষমাত্র'।

ব্যা, বি—অন্যেন জীবান্তরেণ। ব্রীহ্যাদৌ অবস্থিতিঃ। পূর্ব্ব-বায়্বাদিবৎ।

দীপিকা—ইহ ব্রীহি যবা ইত্যাদাবন্যেন তিলমাসাদি জীবেনাধিষ্ঠিতং অন্যাধিষ্ঠিতং তস্মিন্, তচ্ছরীরাধিষ্ঠিত এবানুশয়ো পূর্ব্ববদ্ যথাবায়্বাদৌ সংশ্লেষমাত্রং তদ্বদ্ব্রীহ্যাদাবপি, কুতঃ তত্রাপি সুকৃতদুষ্কৃতাদিব্যাপার মন্তরেণ তদ্ভাবাপত্তেরভিলাপাদুক্তত্বাৎ।

তাৎপর্য্য—"ত ইহ ব্রীহি যবা ওষধিবনস্পতয় স্তিলমাসা ইতি জায়ন্তে" এই শ্রুতিতে আশঙ্কা—স্বর্গচ্যুত ব্যক্তিরা স্থাবর দেহ প্রাপ্ত হইয়া কি স্থাবর দেহোচিত সুখ দুঃখ ভাগী হন? উত্তর—স্বর্গচ্যুত জীব অবরোহণ কালে বায়ু ধূমাদির ন্যায় স্থাবর ভূতে সংশ্লেষমাত্র প্রাপ্ত হন এজন্য স্থাবর দুঃখাদির ভাগী হন না। বায়ু ধূমাদি ভাব যেমন প্রকৃত ভাব নহে, সংশ্লেষমাত্র, স্থাবর ভাবও সেইরূপ সংশ্লেষমাত্র, ইহা শ্রৌত অভিলাপ বা কথনদ্বারা অবগত হওয়া যায়। মুখ্য জন্মেই সুখ দুঃখ ভাগিতা আছে। ধান্যাদি জন্ম মুখ্য জন্ম নহে। ধান্যাদি জন্ম মুখ্য জন্ম হইলে শ্রুতিতে 'ধান্যাদি ভাব প্রাপ্ত হইয়া রেতঃসিক্ যোগে দেহোৎপত্তির কথা বলিতেন না! ধান্যাদির কুট্টন ভর্জ্জনাদি দ্বারা ধান্যাদি ভাবাপন্ন অনুশয়ী জীবকেও তাহাহইলে কুট্টিত ভর্জ্জিত হইতে

হয়। এজন্য শ্রুতির প্রকৃতার্থ এই যে স্থাবরাদিতে সংশ্লিষ্ট হইয়া জীবের দেহোৎপত্তি হইয়া থাকে।

৩অধ্যা—১পা—৬অধি—২৫সূ—৩১৭ সা সং।

৬ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—জীবের ব্রীহ্যাদি ভাব।

২৫ সূ—অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ।

ব, অ—যাগাদিতে পশুহিংসা করিতে হয় বলিয়া যাগাদিকে অশুদ্ধ বলা যায় না। কারণ যাগাদি শাস্ত্রীয়।

ব্যা, বি—শব্দাৎ-শাস্ত্রাৎ। অশুদ্ধং জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মেতি ন শঙ্ক্যতে।

দীপিকা—স্বর্গাবরোহিণঃ পশুহিংসালক্ষণ মশুদ্ধং পাপমস্তীতি চেন্ন, পশ্বাদে হিংসায়া বৈদিক শব্দাদাগতায়া অবগতত্বাৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—জ্যোতিষ্টোমাদি দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। জ্যোতিষ্টোমাদি কার্য্যে পশুহিংসা করিতে হয়, তজ্জন্যই কি স্বর্গাবরোহী অনুশয়ী জীবের স্থাবরাদি জন্ম প্রাপ্তি? উত্তর—যজ্ঞাদিজনিত ধর্ম্ম অশুদ্ধ নহে ইহা শাস্ত্র দ্বারা জানা যায়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয় ধর্ম্মাধর্ম্মকে শাস্ত্র ব্যতীত জানিবার অন্য উপায় নাই। দেশকালনিমিত্ত অনুসারে ধর্ম্মাধর্ম্ম। কোন দেশে এক বিষয় ধর্ম্ম, হয়ত অন্য দেশে তাহা অধর্ম্ম হইতে পারে। শাস্ত্র ব্যতীত ধর্ম্মাধর্ম্মের অবধারণ হয় না। বৈদিক কর্ম্ম কলাপ নিষ্পাপ ও শুদ্ধ। এই জন্যই শিষ্টগণ তাহার অনুষ্ঠান করেন, পাপজন্য ব্রীহ্যাদি জন্ম নহে। জীব ব্রীহ্যাদিতে সংশ্লিষ্ট হন বটে কিন্তু স্বয়ং ব্রীহ্যাদি হন না।

৩অধ্যা—১পা—৬অধি—২৬সূ—৩১৮সা সং।

৬ অধিকরণ (চলিতেছে)। জীবের ব্রীহ্যাদি জন্ম।

২৬ সূ—রেতঃসিক্ যোগোঽথ।

ব, অ,—ব্রীহ্যাদিতে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া জীব পরে শুক্রসিঞ্চনের সংশ্লিষ্ট হন।

ব্যা, বি—রেতঃ—শুক্র। সিক্—(সিচ্ ধাতু)।

দীপিকা—অথ ব্রীহ্যাদিভাবানন্তরং রেতঃসিচাপি

যোগো রেতঃসিক্‌যোগঃ ব্রীহ্যাদ্যেত্যাদিনা ন তেন যোগ ইতি ভাবঃ।

তাৎপর্য্য—ব্রীহ্যাদিভাব প্রাপ্তির পর স্বর্গচ্যুত অনুশয়ী জীব রেতঃ-সিক্‌ভাব প্রাপ্ত হয়। রেতঃসিক্‌ভাবও ব্রীহ্যাদিভাবের ন্যায় মুখ্য নহে। ইহাও সংশ্লেষমাত্র। "যো যো অন্নমত্তি যো রেতঃ: সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি"—যেহেতু অন্ন ভক্ষণ করে, রেতঃ সেক্ করে সেই হেতু সে পুনর্ব্বার জন্মে।

৩অ্যা—১পা—৬অধি—২৭ সূ—৩১৯ সা সং।

৬ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—জীবের দেহান্তর গমন।

২৭ সূ—যোনেঃ শরীরং।

ব, অ—যোনির উর্দ্ধ্ব দেশে জীবের শরীরোৎপত্তি হইয়া থাকে।

ব্যা, বি—শরীরং ভোগায়তনং যত্তৎ জায়তে।

দীপিকা—যোনেরধি অনুশায়িনাং শরীরান্তরং তদ্ যইহ রমণীয় চরণা ইত্যাদি শ্রাবয়তি শাস্ত্রং তেনেদ মবগম্যতে। তৃতীয় স্থানিনামেব, ব্রীহ্যাদি ভাবো নানুশায়িনাম্।

ইতি শ্রীশঙ্করানন্দ পরিব্রাজকাচার্য্য কৃতায়াং বেদান্ত-সূত্র-দীপিকায়াং তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ।

তাৎপর্য্য—রেতসিগ্‌ভাবের পর যোনিনিষিক্ত রেতে যোনির অভ্যন্তরের উর্দ্ধ্বদেশে অনুশয়ী জীবের ভোগায়তন দেহের উৎপত্তি হয়। ইহাই প্রকৃত, 'জন্ম' শব্দ বাচ্য। ব্রীহ্যাদি অপরাপর জন্ম 'সংশ্লেষমাত্র,' তাহারা মুখ্যজন্ম নহে।

৬ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

ব্রীহ্যাদৌ জন্ম তেষাং স্যাৎ সংশ্লেষো? বা জনির্ভবেৎ,
'জায়ন্ত' ইতি মুখ্যত্বাৎ পশুহিংসাদিপাপতঃ।

৬ অধিকরণের মীমাংসা।

বৈধান্ন পাপসংশ্লেষঃ কর্ম্মব্যাপৃত্যুক্তিতঃ,
শ্ব বিপ্রাদৌ মৃথ্যজনৌ চরণব্যাপৃতিশ্রুতৌ।

ইতি শ্রীমহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত শারীরক-ব্রহ্ম-বেদান্ত-সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদ।

বেদান্ত-সূত্র।



তৃতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় পাদ

দ্বিতীয়পাদাধিকরণম্।

৩অধ্যা—১পা—১অধি—১সূ—৩২০ সা সং।

১ অধিকরণ—স্বপ্নদৃষ্টে মিথ্যাত্বকথনম্—স্বপ্নের দৃষ্টি সত্য নহে।

১সূ—সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি।

ব, অ,—সন্ধ্যাবস্থায় (স্বপ্ন ও প্রদ্যোতন) সৃষ্টিকে প্রকৃত সৃষ্টি বলা যাইতে পারে।

ব্যা বি—আহ—কথয়তি শ্রুতি রিত্যর্থঃ।

দীপিকা—জাগরণসুষুপ্ত্যোঃ সন্ধৌ ভবং সন্ধ্যং স্বপ্নস্থানং তস্মিন্ রথাদীনাং সৃষ্টিঃ সত্যৈব কুতঃ, হি যস্মাৎ 'ন তত্র রথাঃ ইত্যুপক্রম্য পথঃ সৃজত ইত্যন্তে বাহন মনু সৃজত ইত্যাক্ষিপ্ত-কর্ত্তৃকোয়ং লকারঃ অতএব সত্যমিত্যতআহ।

তাৎপর্য্য—'স্বপ্ন' 'প্রদ্যোতন' এই দুই অবস্থাকে 'সন্ধ্যা বা সন্ধ,' বলা যায়। জাগ্রৎ বা সুষুপ্তির যে অন্তরাল, তাহার নাম স্বপ্ন, এবং মৃত্যু ও পুনর্জন্ম ইহাদের অন্তরাল 'প্রদ্যোতন' আশঙ্কা—স্বাপ্নিক সৃষ্টি ও প্রদ্যোতন-কালীন সৃষ্টিকে জাগ্রৎ সৃষ্টির ন্যায় সত্য বলা যাউক ? (সংশয় সূত্র।)

৩অধ্যা—২পা—১অধি—২সূ—৩২১ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—স্বাপ্নিক সৃষ্টি অসত্য।

২ সূ—নির্ম্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ।

ব, অ,— কোন শাখায় উক্ত আছে সন্ধ্যাবস্থায় জীব পুত্রাদি কাম্যের নির্ম্মাতা হন।

ব্যা, বি—একে শাখিনঃ কাম্যানাং পুত্রাদীনাং নির্ম্মাতারং জীবমাহুঃ।

দীপিকা—একে শাখিনো হস্মিন্নেব সংস্থানে কামানাং নির্ম্মাতার মাত্মানমামনন্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণ

ইতি নন্বত এব মনোরথ মাত্রত্বাৎ তেষা মসত্যত্ব মিত্যত আহ পুত্রাদয়শ্চ কামা ইতি শেষঃ। যস্মাৎ পুত্রপৌত্রাদীনুপক্রম্যান্তে কামানামিত্যাহ।

তাৎপর্য্য—প্রদ্যোতন অবস্থায় স্বাত্মা (জীব) কাম্য পুত্রাদির নির্ম্মাতা হন। শ্রুতির্যথা—'য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ।' প্রাজ্ঞ প্রকরণেই এই সকল শ্রুতি। 'ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্র' ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা 'প্রাজ্ঞের' প্রকরণ অবধারিত হয়। প্রাজ্ঞের জাগ্রৎ সৃষ্টি যখন সত্য তখন তাঁহার স্বাপ্নিক সৃষ্টিও সত্য বলা যাউক? (সংশয় সূত্র।)

৩অধ্যা—২পা—১অধি—৩সূ—৩২২সা সাং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—স্বাপ্নিক সৃষ্টি অসত্য।

৩সূ—মায়ামাত্রন্তু কাৎর্স্নেনাভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ।

ব, অ,—স্বাপ্নিক সৃষ্টি মায়ামাত্র, কারণ এরূপ সৃষ্টিতে দেশকালাদি নিমিত্তের অপেক্ষা নাই।

ব্যা, বি—কাৎর্স্নেন—পরমার্থ বস্তু ধর্ম্মেণ।

দীপিকা—তু শব্দো রথাদীনাং সত্যত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি, কুতঃ তন্মায়ামাত্রং মায়ৈব, স্বপ্নদৃষ্টং যতঃ তদপি কাৎর্স্নেনাভিব্যক্তং স্বরূপত্বাৎ দেশতঃ শতযোজনাদিনা কালতো রাত্রিদিনাদিনা হৃদয়পুণ্ডরীকে সম্বৎসরাদিরূপেণ মুহূর্ত্তমাত্রং শয়ানঃ সর্ব্বানুপ লভতে অতো বাধরাহিত্যোনাভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ অবাধিতত্বেনাপ্রতীয়মানত্বাদিত্যর্থঃ।

তাৎপর্য্য—স্বাপ্নিক সৃষ্টি মায়াময়ী। ইহা জাগ্রৎ সৃষ্টির ন্যায় সত্য নহে। দেশকাল নিমিত্তাদির বাধ রাহিত্য দ্বারা সত্য বস্তুর-দর্শন হইয়া থাকে,

কিন্তু স্বপ্নে এ সকল সঙ্গত হইতে পারে না। স্বপ্নস্থানে রথাদি থাকিবার কোন দেশ নাই বা কোন যানাদি নিয়ম নাই, স্বপ্নে অবস্থান গমনাদি গৌণ। নিমেষকাল মধ্যে জীবের রথাদি প্রস্তুত করিবার সামর্থ্য হইতে পারে না। উক্ত স্বাপ্নিক 'উপলব্ধি' বা জ্ঞান বাধিত ও মায়িক। (মীমাংসা সূত্র।)

৩অধ্যা—২পা—১অধি—৪সূ—৩২৩ সা সং।

১অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—স্বাপ্নিক সৃষ্টি বাধতি।

৪সূ—সূচকশ্চ হি শ্রুতে রাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ।

ব, অ,—স্বপ্নশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন স্বপ্নে শুভাশুভ সূচনাও করেন।

ব্যা, বি—সূচকঃ—শুভাশুভানাং গমকঃ তদ্বিদঃ স্বপ্নশাস্ত্রবিদঃ পণ্ডিতাঃ

দীপিকা—অসত্যোঽপি স্বপ্নঃ সত্যত্বান্যবাপ্তিসূচকো ভবতি হি যস্মাৎ শ্রুতেঃ কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয় মিত্যাদেঃ পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্ত মিত্যাদেশ্চ স্বপ্নাৎ সত্যার্থস্য শ্রুত্যুক্তঃ, কুতঃ আচক্ষতেচ তদ্বিদঃ তং স্বপ্নাধ্যায়ং বদন্তীর্থঃ আরোহণং গোবৃষেত্যাদিনা আচক্ষতে।

তাৎপর্য্য—স্বপ্ন যদিও মায়িক বটে কিন্তু তাহাতে সত্যের লেশমাত্র নাই তাহা নহে। স্বপ্নবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন এবং শ্রুতিতেও পাওয়া যায়, স্বপ্ন দ্বারা শুভাশুভ ফলও জানা যায়। শ্রুতির্যথা—"যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি, সমৃদ্ধিং তত্র জানিয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ন-নিদর্শনে"—স্বপ্নে স্ত্রী দর্শন করিলে, কার্য্যে সিদ্ধি লাভ হয় "পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি স এনং হন্তি"—স্বপ্নে কৃষ্ণবং কৃষ্ণদন্ত পুরুষ দৃষ্ট হইলে সে পুরুষ স্বপ্নদ্রষ্টার প্রাণ হনন করে। স্বপ্নে কুঞ্জরারোহণ শুভ সূচক এবং গর্দ্দভারোহণ অশুভ সূচক—স্বপ্ন-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ ইত্যাদি নানারূপ বলিয়া থাকেন। শ্রুত্যন্তরে জানা যায় "জীবই" স্বপ্নে পদার্থের নির্ম্মাতা যথা—'স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং নির্ম্মায় স্বেন ভাষা স্বেঃ

জ্যোতিষা প্রস্বাপাত'। কঠোপনিষদেও উক্ত আছে—'স এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি'। প্রাজ্ঞ আত্মার কোন ব্যাপার নাই বলা যায় না তিনি 'সর্ব্বেশ্বর'। তবে আকাশাদি সৃষ্টির মত স্বপ্নে সৃষ্টি পারমার্থিক নহে, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়।

৩অধ্যা—২পা—১অধি—৫সূ—৩২৪ সা সং।

১অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—স্বপ্নবিচার।

৫সূ—পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ।

ব, অ,—পরমেশ্বরের নিদিধ্যাসন দ্বারা জীবের (অবিদ্যা) তিরোহিত হয়। তিনিই জীবের বন্ধ-মোক্ষের বিধাতা।

ব্যা, বি—পরাভিধ্যানাৎ পরস্য পরমেশ্বরস্য সংকল্পাদেব।

দীপিকা—ন নিত্য শুদ্ধত্বাদিকং নাস্তি কিন্তু তিরোহিতং তর্হি প্রাদুর্ভাবেনোপায় ইত্যত আহ পরাভিধ্যানাৎ পরস্য পরমাত্মনোঽভিধ্যানান্নিদিধ্যাসনাৎ উৎপন্নসাক্ষাৎকারোঽস্য প্রাদুর্ভবতি। তু শব্দঃ উপায়ান্তরং বারয়তি কুতঃ এতদিত্যাহ ততোহ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ হি যস্মাৎ ততঃ পরমাত্মনঃ সকাশাৎ অস্য জীবস্য তদজ্ঞানাদ্বন্ধঃ সংসারঃ, বিপর্য্যয়ো মোক্ষঃ তজ্জ্ঞানাৎ জ্ঞাত্বা দেবং পাশহানি রিত্যাদি শ্রুতেঃ।

তাৎপর্য্য—অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় যদি জীব ঈশ্বরাংশই হন, তবে জীবের স্বপ্নসৃষ্টিতে শক্তি থাকা কেন অসঙ্গত? উত্তর—অংশাংশি ভাব থাকিলেও ঈশ্বরে ও জীবে বিরুদ্ধধর্ম্মবত্তা প্রত্যক্ষ। ঈশ্বর সত্যসংকল্প, জীব অসত্যসংকল্প। যে জীব নিষ্পাপ থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনায় রত থাকেন ঈশ্বরের প্রসাদে তাঁহার অবিদ্যা তিরোহিত হয় ও 'জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিব' আবির্ভাব হয়।

যেমন তিমির যোগে দৃক্‌শক্তি তিরোহিত থাকে তিমির বিনষ্ট হইলে যেমন দৃক্‌শক্তির আবির্ভাব হয় তদ্রূপ। শ্রুতিঃ—জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈ র্ন জন্মভাক্।

৩অধ্যা—২পা—১অধি—৬সূ—৩২৫ সা সং।

১অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—স্বপ্নবিচার।

৬সূ—দেহ যোগাদ্বা সোঽপি।

ব, অ,—জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন হইলেও দেহযোগ বশতঃ জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোভূত থাকে।

ব্যা, বি—স জীবঃ। অপি দেহাদ্যভিমানবানপি।

দীপিকা—বা শব্দো তিরোভাব নিরাকরণার্থঃ জীবেশ্বরান্যত্ব নিবারণার্থঃ সোঽপি তিরোভাবোঽপি দেহযোগা'দহং মনুষ্যঃ' ইত্যাদ্যভিমানাৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—ঈশ্বরাংশ জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি সুপ্ত থাকে কেন? উত্তর—যেমন কাষ্ঠান্তর্গত অগ্নির 'দাহশক্তি' ও ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির 'প্রকাশশক্তি' তিরোভূত থাকে সেইরূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও বিষয়ানুভব দ্বারা জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোভূত থাকে। সূত্রের প্রযুক্ত 'বা' শব্দদ্বারা যদিও জীবেশ্বরের অভিন্নত্ব উক্ত হইয়াছে, তথাপি জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য্য অবিদ্যা দ্বারা বিক্ষিপ্ত। স্বপ্ন জাগ্রৎ বাসনাপ্রভব এই জন্য স্বপ্নকে জাগ্রৎতুল্য বলা যায়, বস্তুতঃ স্বপ্নসৃষ্টি মায়িক বাধিত।

১ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

সত্যামিথ্যাঽথবা স্বপ্নসৃষ্টিঃ? সত্যা শ্রুতীরণাৎ।
জাগ্রদ্দেশাবিশিষ্টত্বা দীশ্বরেণৈব নির্ম্মিতা।

১ অধিকরণের মীমাংসা।

দেশকালাদ্যনৌচিত্যাৎ বাধিতত্বাচ্চ সা মৃষা
অভাবোক্তে র্দ্বৈতশাস্ত্র সাম্যাজ্জীবানুবাদতঃ।

৩অধ্যা—২পা—২অধি—৭সূ—৩২৬ সা সং।

২ অধিকরণ—সুষুপ্তি স্থানরূপস্থ হৃৎস্থব্রহ্মণ একত্ব স্থাপনম্—সুষুপ্ত অবস্থায় হৃদিস্থ জীব ও ব্রহ্মের একত্ব স্থাপন।

৭সূ—তদভাবো নাড়ীষুতচ্ছ্রুতে রাত্মনি চ।

ব, অ,—জীব নাড়ী সম্বন্ধ দ্বারা পরমাত্মায় সুষুপ্ত হন।

ব্যা, বি—তদভাবঃ = স্বপ্নাভাবঃ = সুষুপ্তিঃ।

দীপিকা—তস্য স্বপ্নস্যাভাব স্তদভাবঃ সুষুপ্তিঃ, সা নাড়ীষু দেহান্তসংস্থিতাসু শিরাসু হৃদয়ে তদন্তস্থাত্মনি ব্রহ্মণি অস্য জীবস্য পুরীতল্লতজ্জং এতৎ ত্রয়মপি কুতঃ, তচ্ছ্রতেঃ তত্র স্পষ্টং নাড়ীযুস্থতো ভবতি পুরীততি শেতে স্বমপাতো ভবতীতি।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—সুষুপ্তি বিষয়ে নানাবিধ শ্রুতি দৃষ্ট হয় এক শ্রুতি বলেন 'তদ্ যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমাপ্তঃ সুপ্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানতি আসু তদা নাড়ীষু স্থপ্তো ভবতি'—জীব প্রসন্ন ভাব ধারণ করিয়া নাড়ীগত হইয়া সুষুপ্ত হন। অন্য শ্রুতি বলেন 'তাভিঃ প্রত্যব-সৃপ্য পুরীততি শেতে'—ঐ সকল নাড়ী হইতে সরিয়া গিয়া পুরীতৎ নাম্নী নাড়ীতে জীব শয়ন করিয়া থাকেন। অন্য শ্রুতিতে বলেন 'তাসু তদা সুপ্তো ভবতি যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি, অথৈতস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি'—নাড়ী স্থানে থাকিয়া তদনন্তরে প্রাণের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন। অপর শ্রুতিতে বলেন—'য এষোঽন্ত হৃদয় আকাশ স্তস্মিন্ শেতে'— জীব হৃদয়াকাশে শয়ন করেন। অন্য শ্রুতি বলেন 'সত্য সৌম্য! তদা সম্পন্নো-ভবতি স্বমপীতো ভবতি শ্বেতা-কেতো'!—জীব সৎ-সম্পন্ন হইয়া অপীত ও 'সম্পরিষক্ত' হন। এই

সকল বিভিন্ন শ্রুতিতে সংশয় এই যে নাড়ী, পুরীতৎ, ব্রহ্ম, আকাশ ইহারা পৃথক্ পৃথক্ সুষুপ্তির স্থান বা অন্যতম স্থান আছে? উত্তর—'তদভাব' অর্থাৎ স্বপ্নদর্শনাভাব 'নাড়ী ও আত্মাতে' সংঘটিত হয়। 'প্রাসাদে শয়ন' ও 'পর্য্যঙ্কে শয়ন' এতদ্দ্বারা কখন প্রাসাদে ও কখন পর্য্যঙ্কে এরূপ বিকল্প হইতে পারে না, সমুচ্চয় হওয়াই সঙ্গতার্থ। নাড়ীতে 'সৃপ্তি' বা গতি হওয়ার পর 'তিনি 'তেজঃ সম্পন্ন' হন'। এ শ্রুতিতে 'তেজঃ' শব্দে ব্রহ্মার্থ। 'পুরীতৎ' নামক সুপ্তি স্থান ব্রহ্মেরই অনুগুণ। 'পুরীতৎ' শব্দে হৃদয়-বেষ্টনের মধ্যবর্ত্তী আকাশ। নাড়ী, পুরীতৎ ও ব্রহ্ম এই তিনিই 'সুপ্তিস্থান'। তন্মধ্যে নাড়ী ও পুরীতৎ, ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ, ব্রহ্মই মুখ্যস্থান। নাড়ী, পুরীতৎ জীবোপাধির আধার, কেননা তাহাতে ইন্দ্রিয়গণ বীজভাবে বিদ্যমান থাকে। ব্রহ্মস্থানে উপাধির উপশম হয় এবং জীব 'ব্রহ্মসম্পন্ন' হন ও তখন জীবের দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়।

৩অধ্যা—২পা—২অধি—৮সূ—৩২৭ সা সং।

২অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—সুষুপ্তি বিচার।

৮সূ—অতঃপ্রবোধোস্মাৎ।

ব, অ,—সুষুপ্তির পর পুনরায় ব্রহ্ম হইতে জীবই জাগরিত হন।

ব্যা, বি—অতঃ—সুষুপ্তিত স্থানাৎ। অস্মাৎ-ব্রহ্মণঃ।

দীপিকা—যস্মাৎ সুষুপ্তি রস্মিন্নাত্মনি ভবত্যতোঽস্মাদ্ধেতো তস্মাদাত্মনঃ প্রবোধোঽস্য জীবস্যাত আত্মান প্রাধান্যম্।

তাৎপর্য্য—'যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রাঃ বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এব মেবৈতস্মাদাত্মন সর্ব্বে প্রাণাঃ' 'সত আগত্য ন বিদুঃ সতঃ আগচ্ছামহে'।—শ্রুতি—যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয় সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে ইন্দ্রিয়গণ বহিরাগত হন কিন্তু তাহা জানিতে পারে

না। কখন পুরীততে, কখন নাড়ীতে এরূপ বিকল্প সঙ্গত নহে। আত্মাই সুপ্তিস্থান ইহাই সিদ্ধান্ত।

২ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

নাড়ীপুরীতদ্ব্রহ্মাণি বিকল্প্যান্তে সুষুপ্তয়ে,
সমুচ্চিতানি বৈয়র্থ্যাৎ বিকল্প্যেত যবাদিবৎ।

২ অধিকরণের মীমাংসা।

সমুচ্চিতানি নাড়ীভি রুপসৃপ্য পুরীততি,
হৃৎস্থব্রহ্মণি যাত্যৈক্যং বিকল্পেত্বন্তদোষতা।

৩অধ্যা—২পা—৩অধি—৯সূ—৩২৮ সা সং।

৩অধিকরণ—স্বপ্নাবস্থিতস্যৈব জীবস্য তস্মাৎ সমুদ্বোধো নাপরস্যেতি।—যে জীবের সুষুপ্তি হয় সেই জীবই ব্রহ্ম হইতে প্রবুদ্ধ হন অন্য কোন জীব নহে।

৯সূ—স এবতু কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ।

ব, অ,—কর্ম্ম, অনুস্মৃতি, শব্দ ও বিধি দ্বারা জানা যায় সেই জীবই প্রবুদ্ধ হন, অন্য জীব নহে।

ব্যা, বি—স জীবঃ। কর্ম্মাদিভ্যঃ মীমাংসিতঃ। নান্যঃ প্রবুদ্ধঃ।

দীপিকা—যস্তু পরমাত্মনি শয়ানস্তস্মাৎ স এব নির্গচ্ছতি তু শব্দোঽন্যং বারয়তি। কুতঃ, কর্ম্মাত্থিতস্য শেষেঽধ্যয়নাদিঃ অনুস্মৃতিঃ পূর্ব্বদিবস ভোজনাদিঃ শব্দঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোনি মিত্যাদিঃ বিধিজ্যোতিষ্টোমেত্যাদিঃ তেভ্যঃ, তস্যৈবানুত্থানে কর্ম্মাদিকং ন সিদ্ধেদিত্যর্থঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—সুষুপ্তিতে যিনি সৎসম্পন্ন বা ব্রহ্মলীন হন, তিনিই কি প্রবুদ্ধ হন, বা অন্য কেহ নূতন জীব প্রবুদ্ধ হন? জলরাশিতে এক বিন্দু জল

নিক্ষেপ করিয়া জলরাশি হইতে সেই জলবিন্দু পুনরায় উত্তোলিত করা যায় না এই দৃষ্টান্তে সৎ-সম্পন্ন সেই জীবের প্রবোধ অসঙ্গত বলা যাউক? উত্তর—না অসঙ্গত নহে, সেই জীবই সুষুপ্তি কালে ব্রহ্ম সম্পন্ন হইয়া জাগ্রতে প্রবুদ্ধ হন। অন্য নূতন কেহ উত্থিত হন না তিনিই পূর্ব্বদিবসের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম পরদিবসে করিতে থাকেন। শ্রুতি 'ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা যদ্ যদ্ ভবন্তি তত্তদা ভবন্তি'। যাহার অবিদ্যার নাশ হইয়া মোক্ষ হয় তাহার আর উত্থান হয় না। জলরাশিতে জলবিন্দুর প্রবেশ এবং পরাত্মায় জীবাত্মার প্রবেশ সমান নহে; সক্ষীর জল হইতে ক্ষীরভাগ বাহির করিয়া লইবার শক্তি আমাদের না থাকিলেও হংসের আছে। পরমাত্মা হইতে পৃথক্ জীব নামে পদার্থ নাই। জাগ্রদাদি সমস্তই উপাধিভেদ মাত্র।

৩ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

যঃ কোঽপ্যনিয়মেনাত্র বুধ্যতে সুপ্ত এব বা?
উদবিন্দু রিবাশক্তে নিয়ন্তুং কোঽপি বুধ্যতে।

৩ অধিকরণের মীমাংসা।

কর্ম্মবিদ্যা পরিচ্ছেদা হ্রদবিন্দু বিলক্ষণঃ,
'সএব বুধ্যতে' শাস্ত্রাৎ তদুপাধেঃ পুনর্ভবাৎ।

৩অধ্যা—২পা—৩অধি—১০সূ—৩২৯ সা সং।

অধিকরণ—মূর্চ্ছায়া জাগ্রদাদ্যবস্থান্তরভিন্নত্বম্—মূর্চ্ছাবস্থা জাগ্রদাদি অবস্থাচতুষ্টয় হইতে বিভিন্ন।

১০সূ—মুগ্ধেঽর্দ্ধ সম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ।

ব, অ,—মূর্চ্ছাবস্থায় জীব ব্রহ্মে অর্দ্ধ সম্পন্ন হন। ইহা জাগ্রদাদি চারি অবস্থারই অসম্পূর্ণ অবস্থা।

ব্যা, বি—জীবঃ সম্পূর্ণং ব্রহ্মণি তদা ন সংগচ্ছতে।

দীপিকা—মুগ্ধে মূর্চ্ছাপ্রাপ্তে জীবে ন সুষুপ্তিবৎ সর্ব্বাত্মনা সম্পত্তিঃ, কুতঃ, পরিশেষাৎ। ন জাগরণস্বপ্নৌ বৃত্তিজ্ঞানরহিতত্বাৎ, নাপি সুষুপ্তিঃ গাত্রকম্পাদীনামুপলম্ভাৎ, নাপি মৃতিঃ পুনরুত্থানাৎ অতঃ প্রসক্তানাং জাগরণাদীনাং প্রতিষেধাৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তি জীবের এই চারিটি অবস্থা ব্যতীত 'মূর্চ্ছা' কি কোন অবস্থান্তর? উত্তর—'মূর্চ্ছা' কোন অবস্থা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট নহে। উহা জাগ্রদাদি চারি অবস্থা হইতে ভিন্ন। ব্রহ্মে এ অবস্থায় জীব অর্দ্ধ সম্পন্ন হন। জাগ্রতে চৈতন্য থাকে মুগ্ধের তাহা থাকেনা। স্বপ্নাবস্থায় সংজ্ঞা থাকে, কিন্তু মূর্চ্ছিতে তাহা থাকে না। মূর্চ্ছিত মৃত হইতেও ভিন্ন, কেননা মূর্চ্ছিতের দেহে প্রাণ ও আত্মা থাকে। মুগ্ধের পুনরুত্থান হয়, মৃতের তাহা হয় না। 'মূর্চ্ছা' সুষুপ্তি হইতেও ভিন্ন। প্রহারাদি কারণে মূর্চ্ছা হয় কিন্তু ইন্দ্রিয়াদি পরিশ্রান্ত হইলে সুষুপ্তি হইয়া থাকে। এই সকল কারণে পরিশেষ বা বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত 'মুগ্ধতা' বা 'মূর্চ্ছা' অর্দ্ধ-নিষ্পত্তি বলিয়া গণ্য।

৪ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

কিং মূর্চ্ছৈকা জাগ্রদাদৌ কিংবাবস্থান্তরোভবেৎ।
অন্যাবস্থা ন প্রসিদ্ধা তেনেকা জাগ্রদাদিষু॥

৪ অধিকরণের মীমাংসা।

ন জাগ্রৎ স্বপ্নয়োরেকা দ্বৈতাভাবান্নসুপ্ততা।
সুখাদি বিকৃতে স্তেনাবস্থাঽন্যা লোকসম্মতা॥

৩অধ্যা—২পা—৫অধি—১১সূ—৩৩০ সা সং।

৫ অধিকরণ—(চলিতেছে)। ব্রহ্মণো নোরূপভাবস্য বেদান্ত সম্মতত্বম্—বেদান্ত মতে ব্রহ্মের অরূপ ভাব বর্ণন।

১১সূ—ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্রহি।

ব, অ,—স্থান বা পৃথিব্যাদি উপাধি ভিন্ন হইলেও ব্রহ্মের সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এতদুভয় লিঙ্গ হইতে পারে না, ইহা সকল বেদান্তেই প্রসিদ্ধ। উভয়লিঙ্গত্বং নাস্তি।

ব্যা বি—সর্ব্বত্র সর্ব্বেষু শ্রুতিষু।

দীপিকা—পরস্য পরমাত্মনঃ স্বভাবতঃ উভয়রূপং অস্থূল মনণ্বিত্যাদি মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ ইত্যাদি ন স্থানতোঽপি-পৃথিব্যাদিস্থানযোগাদেরপ্যুভয়লিঙ্গম্ ন। কুতঃ হিযস্মাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বেষু বেদান্তেষু অশব্দমস্পর্শমরূপমিত্যাদিনৈক মেবশ্রূয়তে।

তাৎপর্য্য—"সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ" ইত্যাদি বাক্য সবিশেষ ব্রহ্মবোধক এবং "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্" ইত্যাদি বাক্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবোধক। আশঙ্কা—ব্রহ্ম সবিশেষ কি নির্ব্বিশেষ কি অন্য? উত্তর—ব্রহ্মের 'সবিশেষ' কি 'নির্ব্বিশেষ' উভয় লিঙ্গত্ব উপপন্ন হয় না। অলক্তাদি উপাধিযোগে স্বচ্ছ স্ফটিক কখন অস্বচ্ছ হইতে পারে না। তবে রক্ত স্ফটিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় মাত্র। পরমাত্মার উপাধি অবিদ্যা। অবিদ্যাজন্য পদার্থও মিথ্যা। নির্ব্বিকল্প ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই উপাসকের জ্ঞেয় ইহাই সিদ্ধান্ত।

৩অধ্যা—২পা—৫অধি—১২সূ—৩৩১ সা সং।

৫ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—ব্র অরূপ।

১২ সূ—ন ভেদাদি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ।

ব, অ,—(চতুষ্পাৎ) (ষোড়শ কল) প্রভৃতি বিভিন্ন বোধক বাক্য থাকিলেও ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ।

ব্যা, বি— ভেদাৎ—চতুষ্পাদিতাদি প্রয়োগভেদাৎ।

দীপিকা—ন ব্রহ্মণি অশব্দাদিগুণকে মেকলিঙ্গং, কুতঃ, চতুষ্পাৎ ষোড়শকল মিত্যাদিনা প্রত্যেকং প্রত্যুপাধি অতদ্বচনাৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—উপনিষদে বিভিন্ন রূপে ব্রহ্মোপদেশ পাওয়া যায়, যথা—"চতুষ্পাৎ ব্রহ্ম", "ষোড়শ-কল ব্রহ্ম" ইত্যাদি। এজন্য ব্রহ্মকে 'সবিশেষ' বলা যাউক? উত্তর—ভিন্ন ভিন্ন উপাধি অনুসারে ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন আকার উপদিষ্ট হইলেও 'অভেদ' বা 'নির্ব্বিশেষ' পক্ষই শ্রুতির অভিমত। শ্রুতিঃ—"যশ্চায় মস্মাং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মব্যাপ্তঃ শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মা।"

৩অধ্যা—২পা—৫অধি—১৩সূ—৩৩২ সা সং।

৫ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—ব্রহ্মের অরূপত্ব।

১৩সূ—অপি চৈব মেকে।

ব, অ,—শ্রুতির কোন শাখায় ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষভাবই লক্ষিত হইয়া থাকে।

ব্যা, বি—একে বেদশাখিনঃ। এবং নির্ব্বিশেষরূপং।

দীপিকা—এবং ভেদদর্শননিন্দাদিপূর্ব্বকং মৃত্যোঃ স মৃত্যু মিত্যুপক্রম্য নেহ নানাস্তিকিঞ্চন ইত্যভেদমেকে শাখিন আমনন্তি অপিচ শব্দেনাভেদ এব।

তাৎপর্য্য—শ্রুতির কোন এক শাখায় কথিত আছে। "মনসৈবেদ মাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন মৃত্যোঃ স মৃত্যু মাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে লব্ধব্য ব্রহ্মে নানাত্ববোধ থাকে না, নানাত্ববোধে মৃত্যু অতিক্রমণ ও মোক্ষলাভ হয় না।

৩অধ্যা—২পা—৫অধি—১৪সূ—৩৩৩সা সং।

৫ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—ব্রহ্মের অরূপত্ব।

১৪সূ—অরূপবদেব হি তৎপ্রধানাৎ।

ব, অ, ব্রহ্মের অরূপত্ববোধক শ্রুতিই অধিকাংশ।

ব্যা, বি—অরূপত্ব বহুলানি বাক্যানি বেদেষু সন্তি।

দীপিকা—হি যস্মাৎ অরূপবদেব ব্রহ্ম, নতু সগুণ মব-মন্তব্যং কুত স্তৎপ্রধানত্বাৎ তস্যারূপবতঃ প্রতিপাদ্যত্বাৎ অস্থূল মনণ্বিত্যাদিভি র্বাক্যৈঃ এতচ্চসমন্বিতং।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—ব্রহ্ম 'সাকার' কি 'নিরাকার' উত্তর—"অস্থূল মনণ্বহ্রস্ব মদীর্ঘমশব্দ মস্পর্শগরূপ মব্যয়ং দিব্যহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স ব্রাহ্যাভ্যন্তরোহহ্যজঃ" এই সকল শ্রুতির 'নিরাকার বাদ' প্রধান, 'সাকার' ও 'নিরাকার' উভয়বিধ ব্রহ্মবোধক শ্রুতি থাকিলেও 'নিরাকার ভাবই অবধারিত হয়।

৩অধ্যা—২পা—৫অধি—১৫সূ—৩৩৪ সা সং

৫ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—ব্রহ্মের অরূপত্ব।

১৫ সূ—প্রকাশ বচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ।

ব, অ,—আলোক বা প্রকাশের দৃষ্টান্তে ব্রহ্মের উপাধি।

ব্যা, বি—অবৈয়র্থ্যাৎ সাফল্যাৎ।

দীপিকা—যথাপ্রকাশঃ সূর্য্যাদেঃ তত্তদঙ্গুল্যাদি ঋজু বক্রতামনুস্বয় মপি ঋজুবক্রো বা এবমুপাধিভেদেনাত্মনঃ সগুণত্ব মতদ্বাক্যানাম বৈয়র্থং তস্মাৎ চকার ঘটাকাশাদি নিদর্শন সমুচ্চয়ার্থঃ।

তাৎপর্য্য—সাকার ব্রহ্মবোধক শ্রুতি সকল নিরর্থক নহে। পৃথিব্যাদি উপাধিযোগে ব্রহ্মের 'সাকার' ভাব। সূর্য্য বা চন্দ্রের আলোক যেমন

অঙ্গুলি প্রভৃতি উপাধিদ্বারা ঋজুবক্রাদিভাব প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মের সাকার ভাবও সেইরূপ

৩অধ্যা—২পা—৫অধি—১৬ সূ—৩৩৫সা সং।

৫ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—ব্রহ্মের অরূপত্ব।

১৬সূ—আহ চ তন্মাত্রং।

ব, অ,—শ্রুতিতে ব্রহ্মকে চৈতন্যমাত্র বলেন।

ব্যা, বি—চৈতন্যমাত্রমিতি শ্রুতিরাহ।

দীপিকা—তন্মাত্রং চৈতন্যমাত্রং রূপান্তররহিতং কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন, ইতি শ্রুতিরাহ।

তাৎপর্য্য—চৈতন্য ভিন্ন আত্মার অন্তর্বাহ্য অন্যরূপ নাই। চৈতন্যই তাঁহার সার্ব্বকালিক রূপ। লবণের যেমন অন্তরে ও বাহিরে লবণ রস, আত্মাও সেইরূপ অন্তরে ও বাহিরে চৈতন্যরূপী। শ্রুতিঃ—"স যথা সৈন্ধব ঘনো* ঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নোরসঘন এবৈবং বা অরে ঽয়মাত্মা ঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞান ঘন এব।

৩অধ্যা—২পা—৫অধি—১৭সূ—৩৩৬ সা সং।

৫ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—ব্রহ্মের অরূপত্ব।

১৭ সূ—দর্শয়তি চাথো অপিস্মর্য্যতে।

ব, অ,—শ্রুতিতে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ ভাবই দৃষ্ট হয় এবং স্মৃতি বা পুরাণেও তদ্রূপ স্মৃত হইয়া থাকে।

ব্যা, বি—দর্শয়তি শ্রুতিঃ। স্মর্য্যতে পুরাণাদিষু।

দীপিকা—অথো যস্মাদ্রূপান্তরপ্রতিষেধং দর্শয়তি নেতীত্যাদিনা অয়ং প্রতিষেধো লৌকিকঃ যতঃ স্মর্য্যতেঽপি ন সত্তন্ন ইত্যাদিনা মযৈবমিত্যাদিনা চ।

* সৈন্ধবঘন—লবণপিণ্ড। কৃৎস্ন—সর্ব্বতোভাবে।

তাৎপর্য্য—বাস্কলী ও বাহ্ব সংবাদে জানা যায়—‘উপাশান্তো-হয়মাত্মা” আত্মা নির্ব্বিশেষ ও অখণ্ডৈকরস। স্মৃতিতেও উক্ত আছে যথা-

“জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বাহমৃতমশ্নুতে,

“অনাদি মৎপরংব্রহ্ম ন সত্তান্নাশমুচ্যতে,” পুরাণে দেখা যায় নারায়ণ নারদকে বলিয়াছেন—

মায়া হ্যেষামথাস্থষ্টা যন্মাং পশ্যামি নারদ।

সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তা নৈবমাংদ্রষ্টুমর্হসি।”

৩অধ্যা— ২পা—৫অধি—১৮সূ—৩৩৭ সা সং।

৫ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—ব্রহ্মের অরূপত্ব।

১৮সূ—অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ।

ব, অ,—(উপাধি জন্য) সূর্য্যপ্রতিবিম্বাদির সহিত ব্রহ্মের উপমা হইয়া থাকে।

ব্যা, বি—সূর্য্যকঃ—সূর্য্যপ্রতিবিম্বঃ।

দীপিকা—যতঃ নানারূপত্বং নিরাকৃতং অস্মাদেব কারণাৎ প্রতীয়মানস্য ভেদস্য উপমানং ভবতি যথা জলে সূর্য্যকঃ সূর্য্যপ্রতিবিম্ব, আদি শব্দেন চন্দ্রপ্রতিবিম্বাদি, তথাচ শ্রুতিষু যথা স্বয়ং জ্যোতিরাত্মেত্যাদিষু এক এবেত্যাদিষু চ তদুপমীয়তে উপাধি ভেদাদনেকত্ব মাক্ষিপতি।

তাৎপর্য্য—অদ্বয় ব্রহ্মের বুদ্ধ্যাদি উপাধি দ্বারা বহুত্ব ভ্রম হইয়া থাকে। শ্রুতি:—‘যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্‌ উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবক্ষেত্রেষেব মজোপরমাত্মা।” অপর—

"এক এবহি ভূতাত্মা ভূতেভূতে ব্যবস্থিতঃ,
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ।"

৩অধ্যা—২পা—৫অধি—১৯সূ—৩৩৮ সা সাং।

৫ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—ব্রহ্মের অরূপত্ব।

১৯সূ—অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্।

ব, অ,—জলে সূর্য্য প্রতিবিম্বাদির দৃষ্টান্ত কিরূপে সঙ্গত?

ব্যা, বি—অম্বু—বারি, তস্মিন্ যঃ প্রতিবিম্বঃ।

দীপিকা—যথাম্বু সূর্য্যমূর্ত্তে র্ব্যবহিতং গৃহ্যতে। এব মম্বুবৎ পরমাত্মনো ভিন্নস্যোপাধেঃ পরমাত্মনো বা হ্যমূর্ত্তস্যা-গ্রহণাৎ ন তথাত্বং ন সূর্য্যকাদি সমানতাস্য ভেদস্য সমাধত্তে।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—আত্মাতে জল-সূর্য্যকের দৃষ্টান্ত কিরূপে সঙ্গত? জল মূর্ত্ত, সূর্য্যও মূর্ত্ত পরন্তু পৃথক্ ও দূরদেশস্থ; কিন্তু আত্মার কোন উপাধি নাই এজন্য পূর্ব্ব সূত্রোক্ত জলসূর্য্যকের দৃষ্টান্ত বিষম ও অযুক্ত বলি? (সংশয় সূত্র)।

৩অধ্যা—২পা—৫অধি—২০সূ—৩৩৯ সা সং।

৫ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—ব্রহ্মের অরূপত্ব।

২০সূ—বৃদ্ধি হ্রাস ভাক্ত মন্তর্ভাবাৎ উভয় সামঞ্জস্যা দেবম্।

ব, অ,—(জল ও সূর্য্য-প্রতিবিম্ব) বৃদ্ধিহ্রাসাদি করণে সঙ্গত দৃষ্টান্ত।

ব্যা, বি—উপাধে রন্তর্ভাবাৎ।

দীপিকা—দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিকয়োর্ন সাম্যং লোকে কিমুত বেদে, একস্য কথং তির্য্যগাদি বিচিত্র রূপাণীত্যস্য সমাধানার্থং

সূর্য্যকাদি দৃষ্টান্তো বিবক্ষিতেঽর্থে শ্রুত্যুক্তঃ। বিবক্ষিতস্তু যথা জলবৃদ্ধ্যা বৃদ্ধিভাক্তং জলহ্রাসে হ্রাস ভাক্তং তচ্চলনাদি ভাক্তং একস্যাপি তদ্ভেদাৎ ভেদ ভাক্তমিতি তদাহ বৃদ্ধিহ্রাস ভাক্তমুপাধে রস্য কুতঃ উপাধৌ দেহাদাবন্তর্ভাবাৎ অহমিত্যাদ্যভিমানত্বাৎ কুতঃ ইত্যত আহ, উভয়স্য দৃষ্টান্তস্য দার্ষ্টান্তিকস্য সামঞ্জস্যাৎ।

তাৎপর্য্য—জল-সূর্য্যকের দৃষ্টান্ত অযুক্ত নহে। এদৃষ্টান্ত শ্রুতিসম্মত। হ্রাসবৃদ্ধি অংশেই সামঞ্জস্য আছে। জল বৃদ্ধি হইলে প্রতিবিম্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, হ্রাস হইলে হ্রাস হয়। জলের কম্পনে সূর্য্যও কম্পিত হন ও নানাত্বে নানা-মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্মও সেইরূপ এক ও অবিকৃত হইলেও দেহাদি উপাধি দ্বারা হ্রাস-বৃদ্ধি-ভাক্ প্রতীয়মান হন।

৩অধ্যা—২পা—৫অধি—২১সূ—৩৪০ সা সং।

৫ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—ব্রহ্মের অরূপত্ব।

২১সূ—দর্শনাচ্চ।

ব, অ,—শ্রুতিতে ব্রহ্মের 'চৈতন্যময়ত্ব' দৃষ্ট হয়।

ব্যা, বি—দর্শনাৎ শ্রুতিবচনাৎ।

দীপিকা—পুরঃ স পক্ষীভূত্বা পুরুষ আবিশৎ অনেন জীবেনেত্যাদিনা পরমাত্মন এব প্রবেশস্য দর্শনাৎ চকার জীবস্য পরমাত্মব্যতীবক্তত্বগ্রাহকপ্রমাণাভাব সমুচ্চয়ার্থঃ।

তাৎপর্য্য—পরমাত্মা যে কেবল চৈতন্যময় এ বিষয়ের শ্রুতি-আছে যথা—

(১) "পুরঃচক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ, পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ"।

(২) স্বেন জীবেনানু প্রবিশ্য নামরূপেব্যাকরবানর শ্রুতিদ্বারা উক্ত উপলব্ধি হয় যে, ব্রহ্মই লিঙ্গশরীরী হইয়া পুর (দেহ) প্রবেশ করেন। ইহাতে সূর্য্য

দৃষ্টান্ত সঙ্গত। ব্রহ্ম নিষ্প্রপঞ্চ ও একরূপ ও নির্ব্বিশেষ, দ্বিরূপ বহুরূপ নহেন. আশঙ্কা—ব্রহ্ম নিষ্প্রপঞ্চ (একরূপ) কি সপ্রপঞ্চ (বহুরূপ? ব্রহ্ম 'সৎ স্বরূপ' কি 'বোধ স্বরূপ'? আশঙ্কার কারণ—তিনি 'সৎ স্বরূপ' হইলে 'বিজ্ঞানঘনঃ' ইত্যাদি বিশেষণ নিরর্থক হয়। 'বোধই' ব্রহ্ম লক্ষণ সত্তা নহে বলিতে পারি? যদি বোধ ও সত্তা উভয়ই ব্রহ্ম লক্ষণ হয় তাহা হইলে 'সপ্রপঞ্চতায়' দোষ জন্মে, কেননা 'একের' স্বভাবযুক্ত নহে। অপর আশঙ্কা "যুক্তাহ্যস্য হরয়ঃ শতা দশেত্যায়ং"—ইঁহার দশ, শত হরি (ইন্দ্রিয়) আছে। "ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারের জন্য মিথ্যা প্রপঞ্চ বিলাপিত করিবে" এবাক্যে প্রপঞ্চ বিলয় কি? জীব যদি প্রপঞ্চার্গত হন তবে নিযোজ্য জীব বিলাপিত হইলে তখন কে প্রপঞ্চ বিলয় করিবে? উত্তর—ঘটাদি বস্তুজ্ঞানও নিয়োগের অধীন। অধ্যাস বা মিথ্যাভ্রম অপগত হওয়াই প্রপঞ্চ বিলয় শব্দের অর্থ। বেদান্ত 'নিয়োগ প্রধান' শাস্ত্র নহে। অবগতি, অর্থেই ইহা পর্য্যবসিত। এক বস্তুতে নিখিল প্রপ্রঞ্চের 'অভাব' বা প্রপঞ্চের একাংশ স্থাপিত করা যায় না। অতএব এক শুদ্ধ বুদ্ধ চৈতন্যই বেদান্ত নিশ্চয়।

৫ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

ব্রহ্ম কিংরূপী বারূপী? ভবেম্নোরূপ মেববা,
দ্বিবিধ শ্রুতি সদ্ভাবাদ্ ব্রহ্ম স্যাদুভয়াত্মকম্।

৫ অধিকরণের মীমাংসা।

নোরূপ মেব বেদান্তৈঃ প্রতিপাদ্যম্পূর্ব্বতঃ
রূপংত্বনূদ্যনে ভ্রান্ত মুভয়ত্বং বিরুধ্যতে।

৩অধ্যা—২পা—৬অধি—২২সূ—৩৪১ সা সাং।

৬ অধিকরণ—ব্রহ্মণো নিষেধাঙ্গী ভজেন সত্যত্ব স্থাপনম্।

২২ সু—প্রকৃতৈতাবত্ত্বংহি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ।

ব, অ,—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত এতদুভয় রূপের শ্রুতিতে প্রতিষেধ করে।

ব্যা, বি—এতাবত্ত্বং মূর্ত্তামূর্ত্তত্বম্। ব্রবীতি শ্রুতি রিত্যর্থঃ।

দীপিকা—প্রকৃতং মূর্ত্তামূর্ত্তরূপেণ যদেতাবত্ত্ব মিয়ত্তা তস্য ভাবঃ প্রকৃতৈতাবত্ত্বং তদেব প্রতিষেধতি নিরাকরোতি নেতি শব্দঃ কুত এতাবদিত্যত আহ ততো ব্রবীতিচ ভূয়ঃ তত-স্তৎ প্রতিষেধানন্তরং পুনরন্যৎ পরমো স্তীতি ব্রবীতি।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—উপনিষদে উক্ত আছে "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপেমূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ মূর্ত্তঞ্চামৃতঞ্চ স্থিতঞ্চ যচ্চ সচ্চৈতত্যঞ্চ ত্যচ্চ" ব্রহ্মের মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত দুইটিরূপ, মূর্ত্ত রূপটি নশ্বর এবং অমূর্ত্ত রূপটি অমৃত, সৎ ও নিত্য পরোক্ষ। উপনিষদে উক্তরূপ কথনের পর 'লিঙ্গাত্মা' বা 'সূত্রাত্মা' বা 'হিরণ্যগর্ভের' উপদেশ আছে। সর্ব্বশেষে বলেন "অথাত আদেশ নেতি নেতি নহ্যেতস্মাদ্ ব্রহ্মণো নেত্যন্যৎ পরমস্তি"— অতঃপরঃ যাহা যথার্থ আদেশ তাহা 'নেতি' হইতে ভিন্ন। এক্ষণে সংশয় এই যে 'নেতি' 'নেতি' বাক্য দ্বারা শ্রুতি কাহার প্রতিষেধ করিয়াছেন? 'মূর্ত্ত' কি 'অমূর্ত্ত' কি উভয়? উত্তর—উভয় নিষেধ স্থলে 'শূন্যবাদ' আইসে। ব্রহ্মের নিষেধ বেদান্তের অভিমত নহে। "অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ" শ্রুতিতে 'অস্তি' শব্দ প্রয়োগ থাকায় ব্রহ্মের প্রতিষেধ হইতে পারে না। শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা 'কার্য্যেরই' নিষেধ যুক্ত, কেননা 'কার্য্য' সৎ নহে 'নেতি' 'নেতি' এরূপ বীপ্সার (দ্বিপ্রয়োগ), উদ্দেশ্য এই যে, যাহা কিছু ব্রহ্মে উপচরিত হয় তাঁহাতে সে সকল কিছুই নাই। প্রথম 'নেতি' ভূত সমূহের এবং দ্বিতীয় 'নেতি' বাসনা সমূহের নিষেধক। সর্ব্বনিষেধ বা অভাববাদ অসঙ্গত।

৩ অধ্যা—২পা—৬অধি—২৩সূ—৩৪২ সা সং।

৬ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ।

২৩ সূ—তদব্যক্ত মাহহি।

ব, অ,—ব্রহ্ম 'অব্যক্ত' ইহাই শাস্ত্রোপদেশ।

ব্যা, বি,—শ্রুতিস্মৃতি রপি তদব্যক্ত মিত্যাহ

দীপিকা—তদ্ব্রহ্ম ন ব্যক্তং রূপাদিহীনমব্যক্তং, কুতঃ, হি যস্মাৎ আহশ্রুতিঃ ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপিবাচেত্যাদিনা। স্মৃতি রপি অব্যক্তোঽয় মিত্যাদিনা।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—নিষিদ্ধমান প্রপঞ্চাতীত যদি ব্রহ্ম থাকেন তবে তিনি জ্ঞানের অবিষয় কেন? উত্তর—ব্রহ্ম অব্যক্ত ও সাক্ষিস্বরূপ। শ্রুতির্যথা—"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈ দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। স এস নেতি নেত্যাত্মা" (দ্যোতনাদ্দেবাঃ ইন্দ্রিয়াণি) স্মৃতির্যথা—"অব্যক্তোঽয় মচিন্ত্যোঽয় মবিকার্য্যোঽয় মুচ্যতে"।

৩অধ্যা—২পা—৬অধি—২৪সূ—৩৪৩ সা সং।

৬ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ।

২৪ সূ—অপিসংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।

ব, অ,—শ্রুতিস্মৃতি উপদেশে জানা যায় আরাধনা দ্বারা সাধক, ব্রহ্মে লীন হন।

ব্যা, বি—সংরাধাকস্থলঙ্কব্যঃ। প্রত্যক্ষং—শ্রুতিঃ, অনুমানং—স্মৃতিঃ।

দীপিকা—সংরাধনং ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানং তস্মিন্ যোগিনঃ পশ্যন্তি তৎকুতঃ প্রত্যক্ষানু মানাভ্যাং প্রত্যক্ষং শ্রুতিঃ প্রত্যগাত্মান মৈক্ষত্তত স্তুতং পশ্যতি নিকল-মিত্যাদিঃ, অনুমানং স্মৃতিঃ জ্যোতিঃ পশ্যন্তীত্যাদিশ্চ।

তাৎপর্য্য—ব্রহ্ম অব্যক্ত। তিনি ইন্দ্রিয়গম্য নহেন। ভক্তি, ধ্যান ও প্রণিধানাদি দ্বারা নির্ম্মল চিত্ত যোগীদিগের হৃদয়ে তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হন, তদ্বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ আছে। শ্রুতির্যথা—"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মম্ কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মান মৈক্ষদাবৃত্ত চক্ষু রমৃতত্ব মিচ্ছন্"। কঠোপনিষদ্। স্বয়ম্ভু ঈশ্বর ইন্দ্রিয়গণকে অনাত্ম করিয়াছেন। তাহারা প্রপঞ্চেই আসক্ত,

ঈশ্বরকে দেখে না। ধীর মোক্ষার্থী পবিত্র চিত্তে শাস্ত্রদৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পান। (পরাঞ্চি অনাত্মগ্রাহককাণি। খ ইন্দ্রিয়া ব্যতৃণৎ নাশিতবান্। স্মৃতির্যথা "যং বিনিদ্রা জিতশ্বাসাঃ সন্তুষ্টাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ জ্যোতিঃ পশ্যন্তি যুঞ্জনা স্তস্মৈ যোগাত্মনে নমঃ।

৩অধ্যা—২পা—৬অধি—২৫সূ—৩৪৪সা সং।

৬ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—ঈশ্বর সত্যস্বরূপ।

২৫সূ—প্রকাশাদিবচ্চবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ।

ব, অ,—প্রকাশ বা আলোকের মত জীব-ব্রহ্মে ভেদ প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

ব্যা, বি—বৈশেষ্যং—জীব-ব্রহ্মণোর্ভেদঃ।

দীপিকা—যথা প্রকাশকাঃ সবিতৃ প্রভৃতয়ঃ কর্ম্ম মুপাধি ভূতেষু স্বাভাবিকী সবিশেষাত্মতাং জহাতি এবমুপাধি নিমিত্ত এবায় মাত্মভেদঃ তথাহি বেদান্তেষ্বভ্যাসেনাসকৃজ্জীব প্রাজ্ঞয়োরভেদঃ প্রতিপাদ্যতে। অভ্যাসাৎ জীব ব্রহ্মণোরভেদস্যেতি শেষঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—আরাধ্য আরাধক ভাব স্বীকার করিলে জীব ও পরমাত্মার ভেদ কেন স্বীকার করা না যাইতে পারে? উত্তর—ভেদ স্বীকার হয় বটে কিন্ত সৌরকিরণ যেরূপ অঙ্গুলি প্রভৃতি উপাধি দ্বারা সবিশেষ ভাব ধারণ করে, উপাস্য উপাসক ভাবও সেইরূপ আবিশ্যক। পরন্ত আত্মা অভিন্ন, তত্ত্বমস্যাদি বাক্যদ্বারা অভেদ ভাবই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।

৩অধ্যা—২পা—৬অধি—২৬সূ—৩৪৫সা সং।

৬ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—ঈশ্বর সত্যস্বরূপ।

২৬সূ—অতোঽনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্।

ব, অ,—(জীব) অবিদ্যানাশ হইলে ব্রহ্মে লীন হন।

ব্যা, বি—অতঃ অবিদ্যানাশানন্তরং। অনন্তেন ঈশ্বরেণ। লিঙ্গ-সূচক।

দীপিকা—হি যস্মাদ্ যথোক্তং তথালিঙ্গং ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতীতি।

তাৎপর্য্য—অবিদ্যার নাশ হইলে ব্রহ্ম যোগীদিগের হৃদ্গম্য হন। এ বিষয়ের লিঙ্গ বা সূচক শ্রুতিবাক্য আছে—"যোহবৈতৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"।

৩অধ্যা—২পা—৬অধি—২৭সূ—৩৪৬সা সং

৬অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—ঈশ্বর সত্যস্বরূপ।

২৭সূ—উভয় ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ।

ব, অ,—অহিকুণ্ডলের দৃষ্টান্তে ভেদাভেদ উভয়রূপ উপদেশ।

ব্যা, বি—উভয়ত্বং সবিশেষ নির্ব্বিশেষত্বং।

দীপিকা—তু শব্দঃ সংরাধ্যয়োঃ সংরাধকয়ো রৌপাধিকং ভেদং ব্যাবর্ত্তয়তি, তংস্তু তমিত্যাদিনা ধ্যাতৃধ্যেয়ভাবস্য পর মিত্যাদিনা গন্তৃ-গন্তব্য ভাবস্য যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ইত্যাদিনা নিয়ন্তৃ-নিয়ম্য ভাবস্য ভেদস্য তত্ত্বমসি অহংব্রহ্মাস্মীত্যাদিনা একত্বোভয়স্য ব্যপদেশাদ্ভেদা ভেদৌ জীবব্রহ্মণো রহিকুণ্ডলাকারো নাত্যন্ত ভিন্নঃ পৃথগুপলম্ভাৎ নচাত্যন্ত মভিন্নঃ দণ্ডায়মানে তস্মিন্ তথানুপলম্ভাৎ এবং জীবোহপি।

তাৎপর্য্য—"তং পশ্যতিনিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" এশ্রুতিদ্বারা উপাস্য উপাসকভাব, "যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়তি" এতদ্দ্বারা নিয়ন্তৃ নিয়ম্যভাব সূচিত হয়। তথাপি 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য দ্বারা অভেদ পক্ষই স্বীকৃত হয়। ইহা "অহিকুণ্ডল" দৃষ্টান্তের অনুরূপ। 'অহি' বিষয়ে ভেদ না থাকিলেও 'কুণ্ডলাদি' বিষয়ে ভেদ আছে।

৩অধ্যা—২পা—৬অধি—২৮সূ—৩৪৭ সা সং।

৬ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—ঈশ্বর সত্যস্বরূপ।

২৮সূ—প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ।

ব, অ,—সূর্য্য ও আলোক উভয়েই তেজস্ব আছে

ব্যা, বি—প্রকাশঃ—আলোকঃ। আশ্রয়ঃ—সূর্য্যঃ।

দীপিকা—অথবা প্রকাশাশ্রয়বদেতৎপ্রতিপত্তব্যম, যথা প্রকাশঃ সাবিত্র স্তদাশ্রয়শ্চ সবিতা নাত্যন্তভিন্ন উভয়োরপি তেজস্ত্বাবিশেষাৎ।

তাৎপর্য্য—প্রকাশ বা আলোক ও সূর্য্য অত্যন্ত বিভিন্ন নহে। তেজস্ত্ব উভয়েই আছে। তথাপি ব্যবহার বিভিন্ন। জীব ও পরমাত্মাও সেইরূপ ব্যবহারিক বিভিন্ন।

৩অধ্যা—২পা—৬অধি—২৯সূ—৩৪৮সা সং

৬ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—ঈশ্বর সত্যস্বরূপ।

২৯সূ—পূর্ব্ববদ্বা।*

ব, অ,—আশ্রয় বা সূর্য্যের অনুরূপই আলোক।

ব্যা, বি—পূর্ব্বঃ—প্রকাশাশ্রয়ঃ, সূর্য্যঃ।

দীপিকা—বা শব্দো ন ভেদাভেদ ইত্যাহ কিন্তু যথা পূর্ব্বমুপন্যস্তং প্রকাশাদিবচ্চাবৈয়র্থ্যাদিতি তথৈতৎ।

তাৎপর্য্য—সূর্য্য ও আলোক যেমন উপাধিযোগে ভিন্ন, জীব ও ঈশ্বরও সেইরূপ অবিদ্যা উপাধি দ্বারা ভিন্ন প্রতীয়মান হন। বস্তুতঃ অভিন্ন।

৩অধ্যা—২পা—৬অধি—৩০সূ—৩৪৯সা সং

৬ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—ঈশ্বর সত্যস্বরূপ।

---

* বৃত্তিকারের মতে 'পূর্ব্ব' শব্দে 'পূর্ব্বসূত্রে' কিন্তু ভাষ্যকারের মতে 'পূর্ব্ব' শব্দে 'সূর্য্য' এবং 'পর' শব্দে 'আলোক'।

৩০সূ—প্রতিষেধাচ্চ।

ব, অ,—শ্রুতিতে 'জীব ভাবের' প্রতিষেধ করিয়া থাকে।

ব্যা, বি—জীবভাবস্য প্রতিষেধাৎ।

দীপিকা—নান্যোতোঽস্তি দ্রষ্টেত্যাদিনা ব্রহ্মণো ব্যতিরিক্তস্য প্রতিষেধাৎ ন ভেদাভেদদ্বৈর্গুণত্বমিতি সমুচ্চয়ার্থ।

তাৎপর্য্য—"নান্যোতোঽস্তি দ্রষ্টা" অথাত আদেশো নেতি নেতি। "তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্ব মনপর মনন্তর মবাহ্যং" এই শ্রুতিদ্বারা জীবভাবের প্রতিষেধ করিয়াছেন।

৬ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

ব্রহ্মাপি 'নেতি নেতীতি' নিষিদ্ধমথবানহি ?
দ্বিরুক্ত্যা ব্রহ্ম জগতী নিষিধ্যেতে উভে অপি।

৬ অধিকরণের মীমাংসা।

বাপ্সেয় মিতি শব্দোক্তা সর্ব্বদৃশ্য নিষিদ্ধয়ে
অনিদং সদসত্যঞ্চ ব্রহ্মৈকংশিষ্যতেঽবধিঃ।

৩অধ্যা—২পা—৭অধি—৩১সূ—৩৫০সা সং।

৭অধিকরণ—ব্রহ্মণোঽন্যস্যাবস্তুত্ব ব্যবস্থাপনম্। ব্রহ্ম-ভিন্ন যাবতীয় বস্তু অবস্তু।

৩১সূ—পরমতঃ সেতূন্মান সম্বন্ধভেদ ব্যপদেশেভ্যঃ।

ব, অ,—সেতু ও উন্মান শ্রুতিতে জীবব্রহ্মে ভেদ শঙ্কিত হয় না।

ব্যা, বি—অতঃ অস্মাৎ। পরং অন্য ; জীবঃ।

দীপিকা—পরমেশ্বরাৎ পরমন্যদস্তি, কুতঃ সেতূন্মান সম্বন্ধ ব্যপদেশেভ্যঃ সেতুব্যপদেশর পুরুষোঽন্তরাদিত্যে পুরুষোঽন্তক্ষিণো ইতি তেভ্যঃ।

তাৎপর্য্য—সেতুব্যপদেশ—"অথ য আত্মা স সেতু র্বিধৃতিঃ"। উন্মান ব্যপদেশ—"তদেতৎ ব্রহ্ম চতুস্পাদষ্টশফং ষোড়শকলং"। উক্ত সেতু ও উন্মান ব্যপদেশদ্বারা আশঙ্কা—ব্রহ্মব্যতীত অন্য কেহ অতিরিক্ত আছে? আবার, আদিত্য পুরুষ ও অক্ষিপুরুষেরও উক্তি আছে। ইহারা পৃথক্ তত্ত্ব। আদিত্য পুরুষ দেবভোগ্য লোকের নিয়ন্তা, এবং উৎপুরুষ মনুষ্য লোকের নিয়ন্তা তজ্জন্য পরমাত্মা হইতে 'পর' বা অন্যতত্ত্ব আছে বলি? আদিত্যপুরুষ ও অক্ষিপুরুষের বিষয়ে শ্রুতি আছে যথা—'যে চামুস্মৎ পরাঞ্চো লোকান্তেসাং চেষ্টে দেবকামানাঞ্চ' যে বৈতদস্মাদঞ্চো লোকান্তেষাং চেন্টে মনুষ্যকামানাঞ্চ'।

৩ অধ্যা—২পা—৭অধি—৩২সূ—৩৫১ সা সং

৭ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু নাই।

৩২ সূ—সামান্যাত্তু।

ব, অ,—ব্রহ্ম জগতের ধারয়িতা বলিয়া সেতুর সহিত উপমিত হন।

ব্যা, বি—সেতু সামান্যাৎ ব্রহ্মণি সেতুশব্দ প্রয়োগঃ।

দীপিকা—তু শব্দো ব্রহ্মণ পরমন্য দ্ব্যাবর্ত্তয়তি, সেতু শব্দো ব্রহ্মণীত্যত আহ।

তাৎপর্য্য—সামান্য 'সেতু' দৃষ্টান্তে পরমাত্মা ব্যপদিষ্ট নহেন। সেতু শব্দ মর্য্যাদা-বিধায়ক। জগতের তিনি ধারয়িতা। সেতুব্যপদেশ ও অন্যান্য ব্যপদেশ পারমার্থিক নহে। ফলতঃ ব্রহ্মাভিন্ন বস্ত্বন্তর নাই, ইহাই স্থির নিশ্চয়। ঈশ্বর জগৎ বিধারণে সেতুর মত।

ব্রহ্মৈব সেতুঃ'। এ শ্রুতিতে 'এব' শব্দদ্বারা ব্রহ্মই একমাত্র ধারয়িতা অন্যে নহে।

৩অধ্যা—২পা—৭অধি—৩৩সূ—৩৫২ সা সং।

৭ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু অবস্তু।

৩৩সূ—বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ।

ব, অ,—অবগতির জন্য ব্রহ্মে (চতুষ্পাৎ, ষোড়শকল) পাদকল্পনা।

ব্যা, বি—বুদ্ধিঃ=অবগতিঃ। পাদাঃ=চতুষ্পাদাদয়ঃ।

দীপিকা—বুদ্ধ্যর্থঃ উপাসনার্থঃ তত্র নিদর্শনং পাদবৎ যথা পাদায়মনসো বাগাদয়ঃ অথবা কার্ষাপণস্য পাদাব্যবহারার্থং তদ্বৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—'ব্রহ্মে' চতুষ্পাৎ 'অষ্টশফ' ইত্যাকার পরিমাণ জ্ঞান কিরূপে স্থির করা যায়? উত্তর—ব্রহ্মে পরিমাণ কল্পনা বিকার ঘটিত। অপরিমিত ব্রহ্মে পরিমিত জ্ঞান স্থাপিত হয় না। বুদ্ধি বা জ্ঞানের জন্য পাদ কল্পনা। মন ও আকাশের যেমন প্রতীকোপাসনার জন্য চারিটি চারিটি পাদ (বাক্যাদি ও অগ্ন্যাদি) কল্পনা করা যায়, সেইরূপ ধ্যানার্থ ব্রহ্মে পাদ, শফ, কলা ইত্যাদির কল্পনা।

৩অধ্যা—২পা—৭অধি—৩৪সূ—৩৫৩ সা সং।

৭ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু অবস্তু।

৩৪সূ—স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ।

ব, অ,—আলোকাদির ন্যায় ব্রহ্মের উপাধি বিশেষ কল্পনা।

ব্যা, বি—স্থানং=উপাধিঃ। প্রকাশঃ=আলোকঃ।

দীপিকা—স্থানবিশেষঃ বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিরাহিত্যং সুষুপ্তাবস্থায়াং নতু পরিমিতত্বেন সতাং পরিমিতো ন সম্বন্ধঃ ভেদপক্ষে স্থানে আদিত্য মণ্ডলেক্ষি নীববিশেষাৎ নতু স্বরূপ ভেদোপদেশঃ প্রকাশস্য সৌরস্য যথোপাধিযোগাদুপজাতস্য ভেদব্যপদেশো ভবতি উপাধ্যুপগমাৎ সম্বন্ধব্যপদেশো ভবতি আদি শব্দেন যথা সূচীপাশাদিষূপাধ্যপেক্ষয়ৈব তৌ ব্যপদেশৌ ভবত স্তদ্বৎ।

তাৎপর্য্য—সৌরালোক বা চন্দ্রালোক যেমন অঙ্গুলি প্রভৃতি উপাধি যোগে বিভিন্নাকার প্রাপ্ত হইয়া উপাধি অপগত হইলে এক ও নির্ব্বিশেষ হয় পরমাত্মার ভেদ ও সম্বন্ধও সেইরূপ উপাধি-পরিকল্পিত।

৩অধ্যা—২পা—৭অধি—৩৫সূ—৩৫৪ সা সং।

৭ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু অবস্তু।

৩৫সূ উপপত্তেশ্চ।

ব, অ,—শ্রুতিদ্বারা 'অভেদ' উপপন্ন হয়।

ব্যা, বি—শ্রুত্যাঽ ভেদ উপপত্তেঃ।

দীপিকা—স্বমপীতো ভবতীতি স্বরূপসম্বন্ধমেকমনন্তীতি চাস্য প্রলয় মন্তরেণ নচ নগর বদস্ত্যপপত্তিঃ অত উপপত্তে রয়মেব সম্বন্ধঃ ভেদোঽপি নান্যদৃশ্য ইতি।

তাৎপর্য্য—দুই বস্তু থাকিলেই ভেদ থাকিতে পারে ও তাহাদের সম্বন্ধ ঘটিতে পারে, কিন্তু অভেদ স্থলে ভেদ বা সম্বন্ধ হইতে পারে না ইহা শ্রুতিতে উপপন্ন হয়,যথা—যোঽয়ং বহির্ব্বা পুরুষাদাকাশো যোঽয় মন্তঃ পুরুষ আকাশঃ।

৩অধ্যা—২পা—৭অধি—৩৬সূ—৩৫৫সা সং।

৭অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু অবস্তু।

৩৬সূ—তথান্য প্রতিষেধাৎ।

ব, অ,—শ্রুতিতে ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তুর প্রতিষেধ করিয়াছে।

ব্যা, বি—অন্যস্য শ্রুতিভিন্নস্য। তথা অভেদোপপত্তিঃ।

দীপিকা—যথা সেত্বাদি ব্যপদেশোঽনবচ্ছিন্নে উপপন্ন স্তথা স এব বাধস্ত্যাদিত্যাদিনা ব্রহ্মণোঽন্যস্য প্রতিষেধাৎ।

তাৎপর্য্য—ব্রহ্মে 'সেতু' প্রভৃতি প্রয়োগ নিমিত্ত দোষ খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মে পরিমাণ বিশেষের আপত্তিরও খণ্ডন হইয়াছে। তদ্দ্বারা ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তুর প্রতিষেধ সূচিত হইলেও শ্রুতিতে 'অন্য প্রতিষেধেয়' সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, যথা সর্ব্বং, তং পরাদাদ্ যোহন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বংবেদ' যে সমস্ত বস্তুকে আত্মা হইতে ভিন্ন দেখে, ব্রহ্ম তাহা হইতে দূরে যান।

৩অধ্যা—২পা—৭অধি—৩৭সূ—৩৫৬সা সং

৭ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু অবস্তু।

৩৭সূ—অনেন সর্ব্বগতত্ব মায়াম শব্দাদিভ্যঃ।

ব, অ,—'আয়াম' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ থাকায় ব্রহ্মের 'সর্ব্বগত্ব' সূচিত হয়।

ব্যা, বি—অনেন=ব্রহ্মাতিরিক্ত প্রতিষেধেন।

দীপিকা—অনেন-সেত্বাদি নিরাকরণেনান্যপ্রতিষেধেন চ সর্ব্বগতত্বং ত্রেধা পরিচ্ছেদশূন্যত্বং কিং তর্কমাত্রেণ তত্রে-ত্যাহ আয়ামশব্দাদিভ্যঃ আয়ামশব্দো ব্যাপ্তি বচনঃ যাবান-কাশ ইত্যাদিঃ। আদি শব্দেন নিত্যত্বাদি শব্দোহর্থো বা

তাৎপর্য্য—সেতু প্রভৃতি ব্যপদেশের বিচার ও ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর প্রতিষেধ দ্বারা পরমাত্মার সর্ব্বব্যাপিত্ব সূচিত হইলেও 'আয়াম' বা ব্যাপ্তি বাচক শ্রুতিদ্বারা তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব আরও বিশদ করিয়াছেন যথা, 'আকাশবৎ সর্ব্ব গতশ্চ নিত্যঃ' 'নিত্যঃসর্ব্বগতঃস্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ।

৭ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

অস্ত্যন্যদ্ ব্রহ্মণো নোবা বিদ্যতে ব্রহ্মণোধিকং,
সেতুত্বোন্মানবত্ত্বাচ্চ সম্বন্ধাদ্ভেদবত্ত্বতঃ।

৭ অধিকরণের মীমাংসা।

ধারণাৎ সেতুন্মোন্মানমুপাস্তে ভেদসঙ্গতী
উপাত্ত্যুদ্ভব নাশাভ্যাং নান্যদন্য নিষেধতঃ।

৩অধ্যা—২পা—৮অধি—৩৮সূ—৩৫৭ সা সং।

৮ অধিকরণ—কর্ম্মফলোৎপত্তিং প্রতি ঈশ্বরস্যৈব কর্ত্তৃত্বং নাপূর্ব্বস্যেতি—ঈশ্বরই কর্ম্মের ফলদাতা 'অপূর্ব্ব' নহে।

৩৮ সু—ফলমত উপপত্তেঃ।

ব, অ,—ঈশ্বর যে কর্ম্মের ফলদাতা ইহা উপপন্ন হয়।

ব্যা, বি—ফলং=স্বর্গাদি। অতঃ=পরমেশ্বরাৎ।

দীপিকা—ফলং সুখদুঃখাদি অতঃ পরমেশ্বরাৎ কুতশ্চেতনোহি স্বতন্ত্রঃ কৃতং শুভাশুভং বিজ্ঞায় তদনুসারি প্রয়চ্ছতীত্যুপপত্তেঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—জীব মাত্রেই ইষ্টানিষ্ট কর্ম্মফল ভোগ করে। ঈশ্বর কি কর্ম্মই স্বয়ং, কে কর্ম্মফলের উৎপাদক? উত্তর—ঈশ্বর সর্ব্বাধ্যক্ষ। তিনি সকলের দেশকাল ও কর্ম্ম বিদিত আছেন। তাঁহা হইতেই কার্ম্মিগণের কর্ম্মফল উৎপন্ন হয়, 'কর্ম্ম' হইতে 'কর্ম্মফলোদয়' নহে। কর্ম্ম ক্ষণবিনাশী ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। কর্ম্ম নিজে অভাব পদার্থ, সুতরাং ভাব পদার্থের উৎপাদক হইতে পারে না। কেহ কেহ বলেন কর্ম্ম জন্য 'অপূর্ব্ব' কর্ম্ম-ফলদাতা, তাহাও অযুক্ত। 'অপূর্ব্ব' কাষ্ঠলোষ্ট্রের ন্যায় অচেতন। তাহার 'প্রবৃত্তি' হওয়া অসম্ভব। জীব কর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া তাহা দ্বারাই কর্ম্মফল লাভ করে।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যানন্দ পূজ্যপাদ শিষ্যস্য শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করানন্দ কৃতায়াং শারীরক-সূত্র-দীপিকায়াং তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ —

তাৎপর্য্য—বাদরায়ণ বলেন কর্ম্মের বা অপূর্ব্বের বা ধর্ম্মের ফল-

দাতৃত্ব নাই। ঈশ্বরই কর্ম্মিগণকে কর্ম্মানুসারে বা কর্ম্মজন্য অপূর্ব্ব অনুসারে কর্ম্মের 'ফল' দান করিয়া থাকেন। এবিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ আছে, যথা—

'এষ হ্যেবসাধু কর্ম্ম কারয়তি তংযন্তূন্নিনীয়তে, এষহ্যেবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধোনিনীয়তে'

কেবল শ্রুতি প্রমাণ নহে, এবিষয়ে স্মৃতি প্রমাণও আছে যথা—

"যো যো যাযাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতু মিচ্ছতি,
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং।
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্ত স্তস্যারাধন মীহতে,
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্"।

বেদান্ত ঈশ্বরকে 'সমুদয়ের' স্রষ্টা বলিয়া উল্লেখ করেন তাহা হইলে তিনি 'কর্ম্মফলেরও' স্রষ্টা, তিনি প্রাণিগণের প্রযত্নানুযায়ী কর্ম্মফল বিধান করিয়া থাকেন। প্রযত্ন বিচিত্র বলিয়া কর্ম্মফলও বিচিত্র বিবেচিত হইয়া থাকে।

৮ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

কর্ম্মৈব ফলদং যদ্বা কর্ম্মাবাধিত ঈশ্বরঃ,
অপূর্ব্বো বান্তরদ্বারা কর্ম্মণঃ ফলদাতৃতা।

৮ অধিকরণের মীমাংসা।

অচেতনাৎ ফলাসূতেঃ শাস্ত্রীয়াৎ পূজিতেশ্বরাৎ,
কালান্তরে ফলোৎপত্তে র্ণাপূর্ব্বপরিকল্পনা।

ইতি শ্রীমহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত শারীরক-ব্রহ্ম-বেদান্ত-সূত্রের সাধনাখ্য তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ।

দ্বিতীয়ে পাদে তৎত্বং পদার্থৌ নির্ণিতৌ তৃতীয়ে পাদে পুনরুক্তাকাঙ্ক্ষিত পদার্থোপসংহারেণ নির্গুণব্রহ্মবাক্যানাং অর্থোঽবধার্য্যতে। সগুণোবিদ্যাভেদোঽভেদশ্চ গুণোপসংহা-রোঽনুপসংহার শ্চোপাসনার্থঃ ততঃ শুদ্ধান্তঃকরণে জ্ঞানোৎ-পাদে ব্রহ্মাপ্নোতি ইতিফলং নির্গুণেতু বিদ্যায়া ঐক্যমেব বাচ্যানন্দাদি গুণানামুপ সংহারাল্লক্ষ্যাখণ্ডৈকরসবাক্যার্থ বোধঃ ফল মিত্যত আরভ্যতে।

দ্বিতীয় পাদে 'তৎ' ও 'ত্বং' এই দুই পদার্থের অর্থাৎ 'ব্রহ্ম' ও 'জীব' এই দুই পদার্থের নির্ণয় করিয়াছেন, তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে সগুণ ও নির্গুণ বিদ্যা ভেদ কথিত হইতেছে। সগুণ নির্গুণ ভেদাভেদ, গুণের উপসংহার ও অনুপসংহার এ সকলই উপসনার্থ। চিত্তশুদ্ধির পর ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ইহাই সগুণ উপাসনার ফল। নির্গুণ উপাসনায় কেবল জীব ও ব্রহ্মের একত্ব অনুভব ও 'অখণ্ডৈক রস' বাক্যের তাৎপর্য্যবোধ হইয়া থাকে। এক্ষণে তৃতীয় পাদে সগুণ বিদ্যা উপাসনার বিষয় বিস্তারিত বা বিবৃত হইতেছে।

শ্রুতিতে এইরূপ উক্তি থাকায় 'অপূর্ব্ব' কর্ম্মফলদাতা হইতে পারে না, ব্রহ্মার্থ কর্ম্মফলদাতা।

৩অধ্যা—২পা—৮অধি—৩৯সূ—৩৫৮ সা সং।

৮ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—ঈশ্বরই কর্ম্মফলদতা।

৩৮ সূ—শ্রুতত্বাচ্চ।

ব, অ,—(ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব) শ্রুতিতে উপদিষ্ট।

ব্যা, বি—শ্রুতত্বাৎ শ্রুতিপ্রতিপাদিতত্বাৎ।

দীপিকা—অন্নাদোবসুদান ইত্যাদিনা, ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেদিত্যাদিস্মৃতিমাহ।

তাৎপর্য্য—'স বা এষ মহানজ আত্মান্নাদো বসুদানঃ' সে অজ আত্মা সকলকে অন্নদান করেন, বসুদান করেন ও ফলদান করেন।

৩অধ্যা—২পা—৮অধি—৪০সূ—৩৫৯ সা সং

৮ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—ঈশ্বর কর্ম্মফলদাতা।

৪০সূ—ধর্ম্মংজৈমিনিরতএব।

ব, অ,—(কৃতাকৃত জন্য) ধর্ম্মকে জৈমিনি কর্ম্মফলদাতা স্বীকার করেন।

ব্যা, বি—ধর্ম্মং দাতারং বদতি। অতঃ শ্রুতি বচনাৎ।

দীপিকা—জৈমিনি স্ত্বাচার্য্যো ধর্ম্মং ফলস্য দাতারং মন্যতে অতএব শ্রুতোপপত্তিভ্যামেব শ্রুতং জ্যোতিষ্টোমেত্যাদিনা, ঈশ্বর শ্চেদ্দাতাঽকৃতেঽপি কর্ম্মণি সুখদুঃখাদি দদ্যাৎ কৃতেঽপি ন দদ্যাৎ স্বতন্ত্রত্বাদেবং সমাধত্তে।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—ঈশ্বর কর্ম্মফলদান করেন ইহা কিরূপে যুক্ত হইতে পারে? জৈমিনি বলেন—"ধর্ম্মই কর্ম্মফলদাতা। কর্ম্মেরই সহিত ফলের সম্বন্ধ অনুমিত হয়। কর্ম্ম হইতে 'অপূর্ব্ব' উৎপন্ন হয়। সেই অপূর্ব্ব' কর্ম্মফলের বীজাবস্থা।" অতএব 'ধর্ম্মই' কর্ম্মফলদাতা, ঈশ্বর ফলদাতা নহেন বলা যাউক?

৩অধ্যা—২পা—৮অধি—৪১সূ—৩৬০সা সং

৮অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—ঈশ্বরই কর্ম্মফলদাতা।

৪১সূ পূর্ব্বং বাদরায়ণো হেতু ব্যপদেশাৎ।

ব, অ,—(শ্রুতি, স্মৃতি) হেতু বা প্রমাণ থাকায় বাদরায়ণের মতে 'ঈশ্বরই ফলদাতা'।

ব্যা, বি—পূর্ব্বং—পূর্ব্বোক্তমীশ্বরং।

দীপিকা—তু শব্দঃ ঈশ্বরানধিষ্ঠিতস্য কর্ম্মণঃ ফলদাতৃত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি। কিন্তু যঃ পূর্ব্বমুক্তঃ সএব তং ঈশ্বরং ফলদাতারং বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে কুতঃ, হেতু ব্যপদেশাৎ হেতুরীশ্বরো ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ ফলস্যচ এষহ্যেবেত্যাদি শ্রুত্যা, যো যো যাং যামিত্যাদি স্মৃত্যাচ ব্যপদিশ্যন্তে হেতোঃ কারণস্য ব্যপদেশো হেতুব্যপদেশ তস্মাৎ।

বেদান্ত-সূত্র।



তৃতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় পাদ।

তৃতীয়পাদাধিকরণম্।

সগুণবিদ্যাসু গুণোপসংহারস্য, নির্গুণে ব্রহ্মণি অপুনরুক্ত পদোপসংহারস্য চ নিরূপণম্।

১—(১ সূ—৪সূ) ছান্দোগ্যবৃহদারণ্যকশ্রুত্যুক্তয়োঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যোপাসনয়োঃ বিধ্যনুষ্ঠানফলসাম্যত্বেন একত্বম্।

২—(৫সূ) গুণোপসংহারস্য কর্ত্তব্যত্বম্।

৩—(৬সূ—৮সূ) ছান্দোগ্যকাণ্বশাখয়োরুদ্গীথবিদ্যাভেদ কথনম্।

৪—(৯সূ) অক্ষরোদ্গীথয়োরেকত্বসম্পাদনম্।

৫—(১০সূ) বশিষ্ঠত্বাদি গুণানামুপসংহর্ত্তব্যত্বম্।

৬—(১১সূ—১৩সূ) আনন্দসত্যাদীনাং ব্রহ্মগুণানাং প্রতিপত্তিফলত্বেন সর্ব্বশাখাসু সমানত্বাৎ ব্যবস্থাপকবিধ্যভাবাচ্চ তেষামুপসংহর্ত্তব্যত্বম্।

৭—(১৪সূ—১৫সূ) পুরুষজ্ঞানস্য সংসারকারণাৎ, জ্ঞাননিবর্ত্তকত্বাৎ পুরুষস্যৈব বেদ্যত্বম্।

৮—(১৬সূ) ঈশ্বরস্যৈব আত্মশব্দবাচ্যত্বম্ ন বিরাজ ইতি।

৯—(১৭সূ) কাণ্বছান্দোগ্য শাখয়োর্দ্বয়োর্বস্ত্বেকত্বম্।

১০—(১৮সূ) প্রাণসংযমনংপ্রতি প্রাণবিদ্যা প্রাপ্তয়োরনগ্নতাবুদ্ধ্যাচ, অনগ্নতাবুদ্ধেরেব বিধেয়ত্বম্।

১১—(১৯সূ) কাণ্বানামগ্নিরহস্যব্রাহ্মণবৃহদারণ্যকয়োঃ পঠিতয়োঃ শাণ্ডিল্যবিদ্যায়া একবিধত্বম্।

১২—(২০সূ—২২সূ) অহরিত্যাদিত্যগতস্যাহমিত্যক্ষিগতস্যচ বেদ্যপুরুষস্যৈকত্বেঽপি স্থানবিষয়ে তন্নামবিশেষস্যযুক্তত্বম্।

১৩—(২৩সূ) বিদ্যৈকত্বাভাবাৎ সম্ভৃত্যাদীনাং গুণানাং শাণ্ডিল্যবিদ্যাদিষু অনুপসংহার্য্যত্বম্।

১৪—(২৪সূ) তৈত্তিরীয়কতাণ্ডিণোঃ পুরুষবিদ্যায়াঃ পৃথক্ত্বম্

১৫—(২৫সূ) বেদমন্ত্রপ্রবর্গ্যাদীনাং বিদ্যানঙ্গত্বম্।

১৬—(২৬সূ—২৮সূ) ১ বর্ণক-অর্থবাদত্বেন পাপপুণ্যয়োরুপায়নস্য হানাবুপসংহর্ত্তব্যত্বম্। ২ বর্ণক—পাপপুণ্যবিধূননস্য হানার্থকত্বমেব ন চালনার্থকত্বম্। ৩ বর্ণক—মরণাৎ প্রাক উপাস্যে সাক্ষাৎকৃতে সুকৃতদুষ্কৃতক্ষয়ঃ।

১৭—(২৯সূ—৩০সূ) উপাসকস্যৈবার্চ্চিরাদিমার্গো, ন জ্ঞানিন ইত্যস্য ব্যবস্থা।

১৮—(৩১সূ) সর্ব্বাসূপাসনাসু উত্তরমার্গবিধানম্।

১৯—(৩২ সূ) ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানিনাং মুক্তির্নিয়তা, নতু পাক্ষিকীত্বস্য প্রতিপাদনম্।

২০—(৩৩সূ) আত্মস্বরূপলক্ষকানাং নিষেধানাং পরস্পরোপসংহর্ত্তব্যম্।

২১—(৩৪সূ) ঋতং পিবন্তাবিতি দ্বাসুপর্ণাবিতিচ মন্ত্রয়োরর্থস্যৈকত্বম্।

২২—(৩৫সূ—৩৬সূ) একশাখয়োরুষস্তকহোলয়োর্ব্রাহ্মণয়োর্বিদ্যৈক্যং প্রতিপাদনম্।

২৩—(৩৭সূ) উপাসনানাং পৃথক্‌ত্বেঽপি তেষাগব্যতি-হারোনিরূপণম্।

২৪—(৩৮সূ) সত্যবিদ্যায়া একত্ব প্রতিপাদনম্।

২৫—(৩৯সূ) দহরাকাশহার্দকাশয়োরুপসংহর্ত্তব্যম্।

২৬—(৪০সূ—৪১সূ) উপাসকস্য ভোজনে প্রাণাহুতি-লোপাপত্তিঃ।

২৭—(৪২সূ) উদ্গীথকর্ম্মাঙ্গীভূত দেবতোপাসনায়া অনিয়তত্বম্।

২৮—(৪৩সূ) সম্বর্গবিদ্যোক্তাধিদৈববায়ধ্যাত্মপ্রাণয়োর্গণ চিন্তনস্য পৃথক্‌ত্বম্।

২৯—(৪৪সূ—৫২সূ) মনশ্চিদাদীনাং স্বতন্ত্রবিদ্যাত্ব-স্বীকারঃ।

৩০—(৫৩সূ—৫৪সূ) ভৌতিকস্য আত্মত্বনিরাকরণপূর্ব্বক তদন্যস্যাত্মত্ব প্রতিপাদনম্।

৩১—(৫৫সূ—৫৬সূ) ঐতরেয়গতোক্‌থোপাসনায়াং পৃথিব্যাদিদৃষ্টেঃ কৌশীতক্যামপি সমানত্বম্।

৩২ (৫৭সূ) বিরাড্রূপ বৈশ্বানরস্য কৃৎস্নস্যৈব ধ্যাতব্যত্বম্ ন তদংশস্যেতি।

৩৩—(৫৮সূ) অনুষ্ঠাতব্য শাণ্ডিল্যদহরাদিবিদ্যানাং বেদ্যব্রহ্মাভিন্নত্বেন ভিন্নত্বম্।

৩৪—(৫৯সূ) আত্মনোঃ সগুণোপাসনায়াং একস্যাদ্বয়োর্বহূনাঞ্চ উপাসনানাং বৈকল্পিকনিয়মকথনম্।

৩৫—(৬০সূ) বিকল্পেন সমুচ্চয়েন প্রতীকোপাসনায়া ঐচ্ছিকত্বম্।

৩৬—(৬১সূ—৬৬সূ) বিকল্পসমুচ্চয়োর্যথাকাম্যম্।

সগুণোপাসনা।

৩অধ্যা—৩পা—১অধি—১সূ—৩৬১ সা সং।

১ অধিকরণ—ছান্দোগ্যবৃহদারণ্যকশ্রুত্যুক্তয়োঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যোপাসনয়োঃ বিধ্যনুষ্ঠানফলসাম্যাত্বেন একত্বম্—ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক এতদুভয় শ্রুতিতে উক্ত 'পঞ্চাগ্নি বিদ্যা' একই বিদ্যা, কেননা তাহাদের উভয়ের ফল সমান।

১ সূ—সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ।

ব, অ,—বিধায়ক শব্দের বিশেষ না থাকায় সকল বেদান্তেরই প্রত্যয় এক।

ব্যা, বি,*—চোদনা—বিধায়কশব্দঃ।

দীপিকা—সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি বিজ্ঞানানি যস্মিন্ তৎ প্রাণবিজ্ঞানং তান্যেব তানি ভবিতু মর্হন্তি, কুতঃ, চোদনাদ্য-বিশেষাৎ। আদি শব্দেন সংযোগরূপসমাখ্যানাং গ্রহণম্, যো হবৈ জ্যেষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চবেদেতি। ছন্দোগানাং বাজসনেয়িনাঞ্চ চোদনায়া অবিশেষঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—বেদের পূর্ব্বকাণ্ডে যেরূপ কর্ম্মের ভেদাভেদ বিচার করিয়াছেন, উত্তরকাণ্ডে বা বেদান্তেও সেইরূপ উপাসনার ভেদাভেদ লক্ষিত হয়। কর্ম্মের যেমন দৃষ্টাদৃষ্ট ফল কথিত আছে, বেদান্তেও সেইরূপ দৃষ্টাদৃষ্ট ফলের ও উল্লেখ আছে। কোন উপাসনার ফল দৃষ্ট বা ঐহিক এবং কোন উপাসনার ফল অদৃষ্ট বা আমুষ্মিক। জ্যোতিষ্টোম, অশ্বমেধ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডের কর্ম্মগুলি যেমন নানাবিধ 'নাম-ভেদে' বিভিন্ন, বেদান্তেরও সেইরূপ নামভেদ লক্ষিত হয়, যথা তৈত্তিরীয়ক, বাজসনেয়ক ইত্যাদি। 'নাম ভেদের' ন্যায় 'রূপ ভেদও' কর্ম্ম প্রভেদের অপর কারণ। কর্ম্মকাণ্ডে কোন উদ্দেশে যেরূপ কোন ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়

* পরবর্ত্তী সূত্রসকল অপেক্ষাকৃত সরল, তজ্জন্য সকল সূত্রের 'ব্যা, বি, দেওয়া অনাবশ্যক।

বেদান্তেরও সেইরূপ 'রূপভেদ' দৃষ্ট হইয়া থাকে; যেমন পঞ্চাগ্নি উপাসনা কোন শাখায় একরূপ অপর শাখায় অন্যরূপ। তবে বেদান্তোক্ত উপাসনা সকল এক কি বিভিন্ন?

উত্তর—বেদান্ত বিহিত 'চোদনাদির' অবিশেষ বা অভিন্নতা প্রযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তোক্ত বিজ্ঞান বা উপাসনা একই উপাসনা। সংযোগ, রূপ ও সমাখ্যা বা নাম ইহাদের নাম 'চোদনা'। বাজসনেয় বেদান্তে বলেন 'যো হবৈ জ্যেষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ বেদ'। ছান্দোগ্যে বলেন 'জেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ স্বানাং ভবতি'। উভয় বেদান্তেই প্রাণকে 'জ্যেষ্ঠ' শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। অতএব উপাসনা সকলের সর্ব্ব-বেদান্ত-প্রত্যয়তাই নিশ্চিত হইয়া থাকে। 'নাম' ও 'রূপ' আপাততঃ উপাসনা সকলের ভেদহেতু বলিয়া প্রতীত হয় বটে, কিন্তু তাহারা প্রকৃত ভেদহেতু নহে।

৩অধ্যা—৩পা—১অধি—২সূ—৩৬২ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)।

উপ—পঞ্চাগ্নিবিদ্যা একই।

২সূ—ভেদান্নেতি চেন্নৈকস্যামপি।

ব, অ,—(বাজসনেয়ী ও ছান্দোগ্যে) অঙ্গভেদ জন্য পঞ্চাগ্নি বিদ্যা কিরূপে এক?

দীপিকা—বাজসনেয়িনাং ছন্দোগানাং পঞ্চাগ্নিভেদা-ন্নৈকাবিদ্যেতিচেন্ন একস্যা মপিবিদ্যায়াময়ং ভেদো ন দোষায়, সাম্যানাং পঞ্চানা মপ্যগ্নীনাং প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাদেবমন্যত্রাপি জ্যেষ্ঠত্বাদিগুণানামেকরূপত্বান্নভেদঃ।

ভেদঃ—গুণ ভেদঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—বাজসনেয় বেদান্তে কোন গুণের কল্পনা করেন, ছান্দোগ্যে অন্য কোন গুণের বা অঙ্গের কল্পনা করেন। ছান্দোগ্যে চারি প্রাণ বলেন, বৃহদারণ্যক পাঁচ প্রাণ বলেন। ভিন্ন ভিন্ন শাখায় যখন ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ দেখা যায়, তখন উপাসনা সকল এক তাহা কিরূপে স্বীকার করা যায়? (সংশয় সূত্র)।

৩অধ্যা—৩পা—১অধি—৩সূ—৩৬৩ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—উপাসনার একত্ব।

৩সূ—স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারে ঽধিকারাচ্চ সরবচ্চ তন্নিয়মঃ।

ব, অ,—সর=সৌর হোম। সৌর হোমের ন্যায় স্বাধ্যায়ের নিয়মের বিভিন্নতা থাকিলেও তাহাদের প্রত্যয় এক।

দীপিকা—স্বাধ্যায়স্যৈষ ধর্ম্মো ন, বিদ্যায়াঃ কথং, হি যস্মাৎ তথাত্বেন স্বাধায়ধর্ম্মত্বেন, সমাচারে বেদব্রতোপদেশপরে গ্রন্থে ঽধিকারাদধিকৃতবিষয়াৎ সরবৎ যথা সপ্ত সৌর্য্যাদয়ঃ শতৌদন পর্য্যন্তা স এবৈকাগ্নিসম্বন্ধা ত্তেষামিব, তদ্বৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—আথর্ব্বণিকদিগের 'শিরোব্রত' অনুষ্ঠানের নিয়ম আছে কিন্তু অন্যের নাই, তজ্জন্য শাখাভেদে উপাসনা সকল বিভিন্ন বলা যায়? উত্তর—'শিরোব্রত' আথর্ব্বণিকদিগের 'স্বাধ্যায়ের' নিয়মিত অঙ্গ। 'শিরোব্রত' না করিয়া মুণ্ডক উপনিষদ্ পাঠ নিষেধ। এ নিয়ম স্বাধ্যায়ের জন্য। উক্ত নিয়ম 'সর' বা সৌরহোমের নিয়মের ন্যায়। কোন বেদে ৭ হোমের নিয়ম, কোন বেদে ৩ হোমের নিয়ম। অতএব উপনিষদ্ সকলের এক প্রত্যয়তাই নিশ্চিত হইয়া থাকে।

৩ অধ্যা—৩পা—১অধি—৪সূ—৩৬৪ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)।

উপ—উপনিষদের এক প্রত্যয়তা।

৪সূ—দর্শয়তিচ।

ব, অ,—উপনিষদ্ সকলের এক প্রত্যয়তা প্রদর্শন করিতেছেন।

দীপিকা—সর্ব্বে বেদা 'যৎপদ' মিত্যাদিনা বিদ্যৈকত্বং, শংকায়া অনুত্থানঞ্চ দর্শয়তি।

তাৎপর্য্য—বেত্ত ও উপাস্থ এক, এজন্য উপাসনাও এক। আরণ্যকোক্ত এবং ছান্দোগ্যোক্ত বৈশ্বানরের উপাসনা একই উপাসনা। এক বেদান্তের অভিহিত উপাসনাই অন্য বেদান্তে কথিত হইয়াছে। "প্রায়োদর্শন ন্যায়ে" * সকল বেদান্তেরই এক প্রত্যয়তাই লক্ষিত হয়।

১ অধিকরণের পূর্ব্ব পক্ষ।

সর্ব্ব বেদেষ্বনেকত্ব মুপাস্তেরথবৈকতা?
অনেকত্বং, কৌথুমাদি নামধর্ম্ম বিভেদতঃ।

১ অধিকরণের মীমাংসা।

বিধিরূপ ফলৈকত্বাদেকত্বং নাম ন শ্রুতম্,
শিরোব্রতাখ্য ধর্ম্মস্তু স্বাধ্যায়ে স্যান্নবেদনে।

৩ অধ্যা—৩পা—২অধি—৫সূ—৩৬৫ সা সং।

২ অধিকরণ—গুণোপসংহারস্য কর্ত্তব্যত্বম্। বেদান্তোক্ত গুণ সকলের উপসংহার।

৫সূ—উপসংহারোঽর্থাভেদাদ্বিধিশেষবৎ সমানে চ।

ব, অ,—বিধিবাক্যের ন্যায় বেদান্ত বাক্যেরও অর্থভেদ না থাকায় উপসংহার করিতে হইবে।

দীপিকা—শাখান্তরোপদিষ্টানাং গুণানাং শাখান্তরবিজ্ঞানমুপসংহারঃ স্বীকারঃ কার্য্যঃ, কুতঃ, অর্থস্য প্রয়োজনস্য বিশিষ্টজ্ঞানোপকারস্য অভেদাৎ সমানে বা, উভয়ত্রাপি তস্মিন্নেকস্মিন্ জ্ঞানে স্থিতে অত্র নিদর্শনং বিধিশেষবৎ বিধিশেষাণা মগ্নিহোত্রাদিধর্ম্মাণাং শাখান্তরে শ্রুতানাং যথা শাখান্তর উপসংহার স্তদ্বৎ।

---

* জুরির বিচারে কোন বিষয়ে ৯ জনের যদি একমত হয় আর ৩ জনের না হয়, তাহা হইলে বিচারক ৯ জনের মতানুসারেই যেমন মীমাংসা করিয়া থাকেন, সেইরূপ শাস্ত্রের বিরুদ্ধ বিষয়েও শাস্ত্রের আধিক্য বিচারে যুক্তিস্থির হয়। ইহারই নাম "প্রায়োদর্শন ন্যায়"।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—বৃহদারণ্য-কথিত পঞ্চাগ্নি উপাসনা এবং ছান্দোগ্য-কথিত পঞ্চাগ্নি উপাসনা কি একই উপাসনা? উত্তর—পূর্ব্ব মীমাংসায় যেমন বিধি বিষয়ের উপসংহার বা একত্র সংগ্রহণ হইয়া থাকে, বেদান্তেও সেইরূপ উপসংহার কর্ত্তব্য। তাহাদের ফল এক, এজন্য এক উপাসনাই সিদ্ধান্ত।

২ অধিকরণের পূর্ব্ব পক্ষ।

একোপাস্তা বনাহার্য্যা আহার্য্যা বা গুণাঃ শ্রুতৌ,
অনুক্তত্বাবনাহার্য্যা উপকারঃ শ্রুতেগু´ণৈঃ।

২ অধিকরণের মীমাংসা।

পঞ্চাগ্নি বিদ্যা ভিন্নাহপি ছান্দোগ্যাদিষু ঈরিতা,
ফলং তস্যা সমানং যৎতদাহার্য্য গুণামতাঃ।

৩অধ্যা—৩পা—৩অধি—৬সূ—৩৬৬ সা সং।

অধিকরণ—ছান্দোগ্য কাণ্বশাখয়োরুদ্গীথবিদ্যা ভেদ কথনম্। ছান্দোগ্য ও কাণ্ব এতদুভয় শাখার কথিত 'উদ্গীথ' উপাসনা বিভিন্ন উপাসনা নহে।

৭সূ—অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ।

ব, অ,—পৃথক্ পৃথক্ শব্দ প্রয়োগ থাকিলেও উপাসনার পার্থক্য নাই।

বিশেষাৎ—আধিক্যাৎ। অন্যথাত্বং-পৃথকৃত্বং।

দীপিকা—উদ্গানস্য কর্ত্তৃত্ব মুদ্গীথরূপত্বং বাজসনেয়িকে ছান্দোগ্যে চ শব্দভেদাৎ ইতি চেৎ, ন, অবিশেষাৎ দেবাসুরসংগ্রামাদে ভূয়সউভয়ত্রাপি সিদ্ধান্ত মাহ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—ছান্দোগ্যে কথিত আছে "দেবতারা (ইন্দ্রিয়গণ) বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের আসুরদোষদুষ্টতা দেখিয়া 'মুখ্য প্রাণকে' অধিনায়ক করিল, কিন্তু যজু বলেন "প্রাণকে ঔদগাত্র কার্য্যে নিযুক্ত করা

হইয়াছিল। ছান্দোগ্যে 'প্রাণকে' উদ্গীথরূপে উপাসনা করিতে উপদেশ দেন, বস্তু তাহা বলেন না তজ্জন্য 'উপাসনা সকল এক' ইহা কিরূপে যুক্ত হইতে পারে? উত্তর—পূর্ব্বোক্ত উপনিষদ্ সকলে উভয় উক্তির বহুস্থলে পার্থক্য লক্ষিত হয় না। ছান্দোগ্য 'উদ্গীথকে' কর্ম্মরূপে অঙ্গীকার করেন। উভয় বেদান্তে 'প্রাণই' উদ্গীথরূপে উপাস্য। সকল উপনিষদেরই উপাসনা বিষয়ে বিভিন্নতা নাই।

৩অধ্যা—৩পা—৩অধি—৭সূ—৩৬৭ সা সং।

৩ অধিকরণ—(চলিতেছে)।

উপ—উপাসনার একত্ব।

৭সূ—ন বা প্রকরণভেদাৎপরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ।

ব, অ,—পরোবরীয়স্ত্বাদির ন্যায় প্রকরণভেদ হেতু উপাসনা কিরূপে এক বলা যায়?

ব্যা, বি—প্রকরণোপক্রমঃ। পরশ্চাসৌ অবরশ্চেতি তয়ো র্ভাবঃ পরোবরীয়স্ত্বস্তস্মাৎ।

দীপিকা—নবা নৈব বিদ্যায়া ঐক্যং, কুতঃ ছান্দোগ্যে "ওমিত্যেতদক্ষর মুদ্গীথ" মিত্যুপক্রম্য উদ্গীথাবয়বস্য প্রাণস্যাপি উদ্গীথত্ব মাহ। বাজসনেয়িকেতু সমগ্রায়া উদ্গীথভক্তেঃ কর্তৃত্বং নোদ্গায়তি। অতঃ প্রকরণভেদাৎ একস্যাং শাখায়াং নিদর্শনং 'স এব পরোবরীয়ানুদ্গীথ' ইত্যাকাশে পরোবরীয়স্ত্বাদি ধর্ম্মিণি উদ্গীথে হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদিধর্ম্মিণি চ পরস্পরং ন গুণোপসংহার স্তদ্বৎ।

তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যে যে প্রক্রমে প্রাণোপাসনা কথিত আছে আরণ্যকে সে প্রক্রমে কথিত নাই। ছান্দোগ্যে প্রাণকে ওঁকাররূপে উপাসনার উপদেশ দেন, কিন্তু বাজসনেয়িগণ বলেন ওঁকারকে উদ্গীথাবয়ব বলিবার কারণ নাই। পূর্ব্ব-মীমাংসার 'অভ্যুদয়' বাক্যাদির ন্যায় বেদান্তেরও নিদর্শন আছে। কোন শাখায় উদ্গীথের 'পরোবরীয়স্ত্ব' *

* পরের পর, অবরের অবর। ভাবার্থে ত্ব প্রত্যয়।

ও আনন্ত্য' স্বীকার করেন। যথা—"এভ্যো জ্যায়ান্ আকাশঃ পরায়ণং স এব পরোবরীয়ান্ উদ্গীথঃ স এষোনন্তঃ।" আবার হিরণ্য-শ্মশ্রুত্বাদি গুণেও উদ্গীথ উপাসনার বিধান দৃষ্ট হয়। এ দুই উপাসনা পৃথক্। এক শাখাতেই যখন বিভিন্ন গুণের উপসংহার নাই তখন অন্য শাখাতে কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? (সংশয় সূত্র)।

৩অধ্যা—৩পা—৩অধি—৮সূ—৩৬৮ সা সং।

অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—উপাসনার একত্ব।

৮সূ—সংজ্ঞাত শ্চেত্তদুক্ত মস্তিতদপি।

ব, অ,—সংজ্ঞার একত্বে উপাসনার একত্ব শঙ্কিত হয় না। (কঠোপনিষদে) তাহার প্রমাণ আছে।

দীপিকা—সংজ্ঞায়া প্রাণবিদ্যেত্যস্যা অভেদাৎ বিদ্যায়া অপ্যভেদইতিচেৎ, তদুক্তং নিরাকৃতং পরোবরীয়স্ত্বাদা বুদ্গীথ ইত্যগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণ মাসাদৌ কাঠক মিতি অস্তিতু অন্তে্‌ব।

তাৎপর্য্য—সংজ্ঞা বা নাম এক হইলেই সর্ব্বত্র যে উপাসনা এক হইবে, তাহার কোন নিয়ম নাই। যে যে স্থলে বিশেষ কারণ থাকে সেই সেই স্থলে নামভেদে বিদ্যাভেদ হইয়া থাকে।

৩ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

একাভিন্নাথবোদ্গীথ বিদ্যাছান্দোগ্যকাণ্বয়োঃ।
একা স্যান্নামসামান্যাৎ সংগ্রামাদিসমত্বতঃ।

৩ অধিকরণের মীমাংসা।

উদ্গীথাবয়বোঙ্কার উদ্গাতেত্র্যুভয়োর্ভিদা,
বেদ্য ভেদেহর্থবাদাদি সাম্যমাত্রা প্রয়োজকং।

৩অধ্যা—৩পা—৪অধি—৯সূ—৩৬৯ সা সং।

৪ অধিকরণ—অক্ষরোদ্গীথয়োরেকত্বসম্পাদনম্—'অক্ষর' ও 'উদ্গীথ' বিভিন্ন নহে।

৯সূত্র—ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্ ।

ব, অ,—উদ্গীথ সর্ব্বব্যাপী ইহাই সমঞ্জস।

দীপিকা—চ শব্দ স্ত্বর্থঃ। সহি অধ্যাসাপবাদৈক্যানি নিরাকরোতি। ব্যাপ্তেঃ সর্ব্ববেদ সাধারণ্যাৎ ওঁকারস্য তাদৃশেন মাভূদিত্যুদ্গীথ শব্দং বিশেষণমাহ। অন্যথা ব্যাপ্তেশ্চৈব গ্রহণং স্যাৎ।

তাৎপর্য্য—"ওঁ মিত্যেতদক্ষর মুদ্গীথঃ"—ওঁকার অক্ষর ও উদ্গীথ। এবাক্যে অধ্যাস অপবাদ, একত্ব ও বিশেষণ এই চারি প্রকার অর্থ হয় তন্মধ্যে কোন্ অর্থ সমঞ্জস? উত্তর—উদ্গীথ শব্দ ওঁকারের বিশেষণ। অধ্যাস ও অপবাদ ভাবে যদি ওঁকারে উদ্গীথের জ্ঞান করা যায় তাহা হইলে লক্ষণা ও পৃথক্ ফল কল্পনা করিতে হয়। একত্ব পক্ষ বিচারে উভয় প্রয়োগ (ওঁকার ও উদ্গীথ) নিষ্প্রয়োজন। ওঁকার সর্ব্ববেদব্যাপী এবং অক্ষর ও উদ্গীথ শব্দের বিশেষণ ইহাই সমঞ্জস।

৪ অধিকরণের পুর্ব্বপক্ষ।

কিমধ্যাসোঽপবাদঃ স্যাৎ ঐক্যং বাথ বিশেষ্যতাম্?
অক্ষরস্যাত্র নাস্ত্যৈক্যং নিয়তং হেত্বভাবতঃ;

৪ অধিকরণের মীমাংসা।

বেদেষু ব্যাপ্য ওঁকার উদ্গীথেন বিশেষ্যতে,
অধ্যাসাদি ফলং কল্প্যং সন্নিকৃষ্টাংশলক্ষণা।

৩অধ্যা—৩পা—৫অধি—১০সূ—৩৭০ সা সং।

৫ অধিকরণ—বশিষ্ঠত্বাদি গুণানা মুপসংহর্ত্তব্যম্—'বশিষ্ঠত্বাদি' গুণের উপসংহার কর্ত্তব্য।

১০ সূ—সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে।

ব, অ,—বশিষ্ঠত্বাদি গুণের অন্য বেদান্তেও উপসংহার কর্ত্তব্য।

দীপিকা—ইমেচ বশিষ্ঠত্বাদয়ো গুণা যত্র যত্র নোক্তা স্তত্রতত্রাসীরন্, কুতঃ, সর্ব্বাভেদাৎ সর্ব্বস্য প্রাণস্য বিজ্ঞানস্য একস্যাভেদাৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—বাজি ও ছান্দোগ্যে প্রাণের উপাস্তত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও বশিষ্ঠত্বাদি গুণের উল্লেখ করেন, কিন্তু কৌষিতকি তাহা বলেন না তবে কিরূপে সামঞ্জস্য থাকে? উত্তর—যে সকল গুণ এক শাখায় কথিত হইয়াছে সে সকল গুণ অন্য শাখাতেও শ্রুত হইয়াছে বুঝিতে হইবে, কেন না গুণ সকল পৃথক হইলেও গুণীর কোন প্রভেদ নাই।

৫ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

বশিষ্ঠত্বাদ্যনাহার্য্য মহার্য্যং বা তদিষ্যতে,
উক্তস্যৈব পরামর্শাদনাহার্য্য মনুক্তিতঃ।

৫ অধিকরণের মীমাংসা।

প্রাণদ্বারেণ বুদ্ধিস্থং বশিষ্ঠত্বাদি নেতরৎ,
'এবং' শব্দ পরামর্শযোগ্য মাহার্য্য মিষ্যতে।

৩অধ্যা—৩পা—৬অধি—১১সূ—৩৭১ সা সং।

৬ অধিকরণ—আনন্দসত্যাদীনাং ব্রহ্মগুণানাং প্রতিপত্তিফলত্বেন সর্ব্বশাখাসু সমানত্বাৎ ব্যবস্থাপকবিধ্যভাবাচ্চ তেষা মুপসংহর্ত্তব্যত্বম্—'আনন্দ, সত্যাদি' ব্রহ্মগুণসকলের প্রতিপত্তি-ফল সর্ব্ব শাখাতেই সমান, এজন্য তাহাদের উপসংহার কর্ত্তব্য, তাহাদের ব্যবস্থাপক কোন বিধি দৃষ্ট হয় না।

১১ সূ—আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য।

ব, অ,—প্রধান বা ব্রহ্মের আনন্দাদি গুণ সকল সর্ব্বত্র উপসংহার করিতে হইবে

দীপিকা—যত্র শাখান্তরে আনন্দাদয়ো ধর্ম্মাঃ নোক্তাঃ প্রধানস্য ব্রহ্মণস্তত্র তে উপসংহর্ত্তব্যাঃ কুতঃ, সর্ব্বাভেদাদেবং এবং।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—কোন শ্রুতিতে ব্রহ্মের 'আনন্দাদি' গুণ শ্রুত হয় কিন্তু 'সর্ব্বগতত্ব' গুণ শ্রুত হয় না। কোন শ্রুতিতে 'সর্ব্বগতত্ব' গুণ শ্রুত হয় কিন্তু আনন্দাদি গুণ শ্রুত হয় না, তাহাতে সংশয় 'আনন্দাদি' ও 'সর্ব্বগতত্বাদি' গুণ সকলই কি ব্রহ্মে উপসংহার করিতে হইবে? উত্তর—যে যে শব্দ ব্রহ্মের স্বরূপ বোধক বিশেষণ তাহাদিগের সর্ব্বত্রই উপসংহার কর্ত্তব্য অর্থাৎ শাখান্তরগত হইলেও তাহারা সকলই ব্রহ্মবাচক। প্রধান * ব্রহ্মের সর্ব্বত্রই কোন ভেদ নাই এজন্য কোন স্থলে কোন বিশেষণ কথিত না থাকিলেও তাহা 'কথিত' বলিয়া বুঝিতে হইবে।

৩অধ্যা—৩পা—৬অধি—১২সূ—৩৭২ সা সং।

৬ অধিকরণ—(চলিতেছে)।

উপ—'প্রিয়শিরস্ত্বাদি গুণ' সকলের উপসংহার কর্ত্তব্য নহে।

১২সূ—প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে।

ব, অ,—উপচয় ও অপচয়ের ভেদ থাকায় প্রিয়শিরস্ত্বাদি গুণ উপসংহর্ত্তব্য নহে।

ব্যা, বি,—অপ্রাপ্তিঃ-নোপসংহর্ত্তব্যঃ। ভেদেসত্যপি।

দীপিকা—প্রিয়শিরস্ত্বাদে রুপসংহারাপ্রাপ্তিঃ; কুতঃ হি যস্মাৎ ভেদে সত্যুপচয়াপচয়ৌ ভবতঃ নত্বভেদেঽপি প্রিয়-শিরস্ত্বদয়শ্চ স্বয়মপি তারতম্যেন বর্ত্তন্তে ভোক্তৃভেদাচ্চ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—ব্রহ্মের স্বরূপ বোধক বিশেষণ যদি সার্ব্ব-

---

* 'প্রধান' শব্দে এস্থলে সাংখ্যোক্ত 'অচেতন প্রধান' নহে।

ত্রিক হয় তবে 'প্রিয়শিরস্ত্বাদি' * গুণকেও কি 'সার্ব্বত্রিক' বলা যাইতে পারে? উত্তর—'প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্ম অন্য শাখায় নীত হইবে না। 'প্রিয়' শব্দ আনন্দময় ব্রহ্মের মস্তক, মোদ দক্ষিণ পক্ষ, আনন্দ আত্মা ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা মূলপুচ্ছ' এই শ্রুতিতে 'ব্রহ্মপুচ্ছ' একটী শব্দপ্রয়োগ আছে। 'ব্রহ্মপুচ্ছ' শব্দ আনন্দময় ব্রহ্মের পক্ষ পুচ্ছ ইত্যাদি দ্বারা একটী রূপ কল্পনা মাত্র। 'প্রিয় শিরস্ত্বাদি' ব্রহ্মের ধর্ম্ম নহে। পরব্রহ্মে চিত্ত সন্নিবেশ করিবার জন্য মস্তক, পক্ষ, পুচ্ছ প্রভৃতি কল্পিত হইয়াছে। 'মোদাদি' আপেক্ষিক। তাহাদের উপচয় ও অপচয় বা হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে এজন্য 'প্রিয় শিরস্ত্বাদি' গুণ ব্রহ্ম-জ্ঞানার্থ নহে।

৩অধ্যা—৩পা—৬অধি—১৩সূ—৩৭৩ সা সং।

৩ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—গুণোপসংহার।

১৩ সূত্র—ইতরেত্বর্থ সামান্যাৎ।

ব, অ,—ইতর বা অন্যান্য গুণ সকল উপসংহর্ত্তব্য, কেননা তাহাদের সাধারণ অর্থ ব্রহ্ম।

দীপিকা—তু শব্দোঽনুপসংহার্য্যত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি। ইতরে আনন্দদয়ঃ উপসংহর্ত্তব্যাঃ কুতঃ অর্থসামান্যাৎ অর্থস্য প্রতিপাদ্যস্য ব্রহ্মণঃ সামান্যাৎ একরূপত্বাপন্নত্বাৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—আনন্দ, মোদ, প্রিয়, পক্ষ, শির ইত্যাদি ব্রহ্মে উপসংহার যদি না হয় তবে তাহাদের প্রয়োগের প্রয়োজন কি?

উত্তর—'আনন্দ' 'মোদ' ইত্যাদি উপাসনার্থ উপদিষ্ট। সর্ব্বত্রই উপাস্য ব্রহ্ম এক হইলেও প্রক্রমের ভেদ আছে। কোন নৃপতির দুই ভার্য্যা। একজন তাঁহাকে চামরব্যজন দ্বারা উপাসনা করেন। দ্বিতীয় ভার্য্যা ছত্র দ্বারা রাজার উপাসনা করেন। উপাস্য (রাজা) এক, কিন্তু উপাসনার

---

* ব্রহ্ম আনন্দময়। আনন্দবোধক প্রিয়, মোদ, ইত্যাদি শব্দ ব্রহ্মে প্রয়োগ দ্বারা রূপ কল্পনা হয়।

প্রক্রম ভিন্ন মাত্র। সগুণ পক্ষে ভেদ ব্যবহার হয় তাহাতেই গুণের হ্রাস বৃদ্ধি গুণ উপপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মে তাহা হয় না।

৬ অধিকরণের পূর্ব্ব পক্ষ।

না হার্য্যা উত বা হার্য্যা 'আনন্দাদ্যা' অনাহৃতিঃ ?
বামনী সত্যকামাদেরিবৈতেষাং ব্যবস্থিতেঃ।

৬ অধিকরণের মীমাংসা।

বিধীয়মান ধর্ম্মাণাং ব্যবস্থা স্যাৎ যথাবিধিঃ।
প্রতিপত্তি ফলানান্তু সর্ব্বশাখাসু সংহৃতিঃ।

৩অধ্যা—৩পা—৭অধি—১৪সূ—৩৭৪ সা সং।

৭ অধিকরণ—পুরুষজ্ঞানস্য সংসারকারণাৎ জ্ঞান-নিবর্ত্তকত্বাৎ পুরুষস্যৈব বেদ্যত্বম্—(জীবভাবে) পুরুষজ্ঞান সংসারের কারণ এজন্য তাহার নিবর্ত্তক (ব্রহ্মভাবে) পুরুষ-জ্ঞান। তিনিই বেদ্য।

১৪সূ—আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ।

ব, অ,—আধ্যান বা সম্যক্ ধ্যানের জন্য ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

দীপিকা—ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থাঃ ইত্যাদিনা পরম্পরা পুরুষান্তোক্তা, ন সা প্রতিপাদ্যা, কুতঃ, প্রয়োজনাভাবাৎ তর্হি পুরুষোঽপি ন প্রতিপাদ্যঃ, ইত্যত আহ আধ্যানায় ধ্যানপূর্ব্ব-কায় সম্যক্ দর্শনায় পুরুষঃ প্রতিপাদ্যঃ।

তাৎপর্য্য—"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্বুদ্ধেরাত্মা মহান্‌পরঃ, মহতঃ পর মব্যক্ত মব্যক্তাৎ পুরুষঃপরঃ, পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সাকাষ্ঠা সা পরাগতিঃ"—ইন্দ্রিয়গণের পর রূপরসাদি ইন্দ্রিয়গণের বিষয় সকল, তাহাদের পর মন, মনের পর বুদ্ধি, * বুদ্ধির পর মহদাত্মা

* ইন্দ্রিয়গণ রূপরসাদি স্ব স্ব বিষয়ে লয়প্রাপ্ত হয়, বিষয় সকল মনে, ও মন বুদ্ধিতে লয় হয় এজন্য 'পর' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

(জীব) তাহার পরে অব্যক্ত (অবিদ্যা) তাহার পরে পুরুষ। তাঁহার পরে কেহ নাই। তিনিই পরাকাষ্ঠা ও পরাগতি। এ শ্রুতিতে আশঙ্কা—ইন্দ্রিয় সকল হইতে তাহাদের বিষয় সকল শ্রেষ্ঠ বলিয়াই কি 'পর' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে? কি পুরুষত্বকেই সর্ব্বপর প্রতিপাদন করিয়াছেন? 'ইহা তাহার পর' ইত্যাদি দ্বারা 'পুরুষের' বহু পরত্বই উপপন্ন হউক?

উত্তর—একমাত্র 'পুরুষ'ই সকলের পর। পুরুষেরই (আত্মা) সর্ব্ব প্রাধান্য প্রতিপাদিত হয়। 'ইহা অপেক্ষা উহা পর' এবাক্য তত্ত্বজ্ঞানার্থ উপদিষ্ট। 'আধ্যান' বা তত্ত্বজ্ঞানের ফল মোক্ষ। শ্রুতির্যথা 'নিচাপ্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে'।

৩অধ্যা—৩পা—৮অধি—১৫সূ—৩৭৫সা সং।

৭অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—ব্রহ্মের বেদ্যত্ব।

১৫সূ—আত্মশব্দাচ্চ।

ব, অ,—'আত্মা' শব্দের প্রয়োগেও ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য।

দীপিকা—'গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে' ইতি পুরুষ আত্ম-শব্দাৎ তস্যৈব গূঢ়ত্বাৎ প্রতিপাদ্যঃ। তৎপ্রতিপাদনে ধ্যানং সিদ্ধতীত্যত আহ।

তাৎপর্য্য—'আত্মা' শব্দ প্রযুক্ত থাকায় 'পুরুষই' মুখ্যাত্মা। তাঁহার সাক্ষাৎকার জন্য উপাসক বাগাদি ইন্দ্রিয়গণকে মনে বিলয় করিবেন ইত্যাদিরূপে পর পর বিলীন করিলে 'পরমপদ' লাভ করিবেন। সেই 'পরমপদ, বুঝাইবার জন্য শ্রুতি উক্তি করিয়াছেন—"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে, দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।" "সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ॥

৭ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

সর্ব্বপরম্পরাকাঙ্ক্ষাদে জ্ঞেয়ং পুরুষ এব বা?
জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বশ্রুতত্বেন বাক্যানি স্যু র্বহূনি হি।

৭ অধিকরণের মীমাংসা।

পুমর্থঃ পুরুষঃ জ্ঞানং তৎপ্রযত্নঃ শ্রুতৌমহান্,
তদ্বোধায় শ্রুতোহঙ্কাদি বেদ্য একঃ পুমাংস্ততঃ।

৩অধ্যা—৩পা—৮অধি—১৬সা—৩৭৬সা সং

৮ অধিকরণ—ঈশ্বরস্যৈব আত্মশব্দবাচ্যত্বম্, ন বিরাজ ইতি—'আত্ম শব্দ' দ্বারা ঈশ্বরকেই বুঝিতে হইবে বিরাজ (জীব) নহে।

১৬সূ আত্মগৃহিতীরিতরবদুত্তরাৎ।

ব, অ—উত্তর শ্রুতিতে সৃষ্টি বিষয়ে আত্মা অর্থে পরমাত্মা।
'ইতর সৃষ্টিবিষয়ে' গৃহীতি গ্রহণ।

দীপিকা—"আত্মা বা ইদমেক আসীদি" ত্যত্র আত্মনঃ পরমাত্মনো গৃহীতি গ্রহণং, কিং বৎ যথা "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ" সৃষ্টিপ্রসঙ্গেন তদ্বৎ।

তাৎপর্য্য—"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন মিষণ্ স ঐক্ষত লোকানসৃজত"—'অগ্রে এক আত্মাই ছিলেন, অন্য কিছু ছিল না। তিনি ইচ্ছা করিলেন ও লোক সৃষ্টি করিলেন' এই শ্রুতি বাক্যে শঙ্কা—'আত্মা' শব্দে 'পরমাত্মা' কি সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ সগুণ ব্রহ্ম? পরমাত্মার প্রকরণের আদিতে মহা-ভূত পঞ্চকের সৃষ্টির উল্লেখ আছে। হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা হইতে 'লোক সৃষ্টি' শ্রুত হইয়া থাকে যথা—"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ।" স্মৃতিতেও উক্ত আছে "স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে, আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত"—

প্রথম শরীরী পুরুষই (ব্রহ্মা) আদিকর্ত্তা, তিনি ব্রহ্মের অগ্রে আবির্ভূত হইয়াছেন। ঐতরেয় শ্রুতিতেও উক্ত আছে "প্রজাপতেঃ রেতো দেবাঃ।" উত্তর—'আত্মা' শব্দে পরমাত্মারই গ্রহণ বুঝিতে হইবে। উত্তরোত্তর ভাব সকল ব্রহ্মেরই অনুগুণ বিশেষণ। 'স ইমান্ লোকান্ অসৃজত' তিনি লোক সকলের সৃষ্টি করিলেন এ শ্রুতিবাক্যে পরমাত্মারই সৃষ্টি শ্রুত হইয়া থাকে। ব্রহ্মা বা অন্য সগুণ অর্থে গ্রহণ করা যাইবে না।

৮ অধিকরণের পূর্ব্ব পক্ষ।

আত্মা বা ইদমিত্যত্র বিরাট্ স্যাদথবেশ্বর ?
ভূতসৃষ্টে নেশ্বরঃ স্যাদ্গবাদ্যানয়নাদ্বিরাট্।

৮ অধিকরণের মীমাংসা।

ঈশ্বরঃ পরমাত্মাহি আত্মশব্দেন গৃহ্যতে,
'স্বেন জীবেনেতি' শ্রুতিঃ পরমাত্মা বিবোধিকা।

৩অধ্যা—৩পা—৩অধি—১৭সূ—৩৭৭সা সং

৮ অধিকরণ—কাণ্বছান্দোগ্যয়ো দ্বয়োর্বস্ত্বৈকত্বম্—কাণ ও ছান্দোগ্য শাখার উক্তি পৃথক্ হইলেও বস্তু পৃথক্ নহে।

১৭সূ—অন্বয়াদিতি চেৎ স্যাদবধারণাৎ।

ব, অ—(অন্ত প্রভৃতি) সৃষ্টি পরমাত্মারই ইহা শ্রুত্যবধারিত।

দীপিকা—অন্তঃ প্রভৃতীনাং সৃষ্টেরন্বয়া দবগতত্বাৎ ন পরমাত্ম শব্দাভিধেয়ে ইতি চেৎ তন্নস্যাৎ পরমাত্ম শব্দাভিধেয়ে ভবেৎ, কুতঃ, আত্মা বা ইদমেক এবেত্যবধারণাৎ অথবা বাজসনেয়কে কতক আত্মেতি যথা আত্মেতি যথা আত্মশব্দে আত্মা গৃহীতি স্তদ্বদিতি চেৎ, তন্ন, এক বিজ্ঞানেন সর্ব্ব বিজ্ঞানস্য 'সদেবেত্যনেনোপপত্তেঃ প্রাগন্যাসত্তস্য চাবধারণাৎ' তস্য চাত্মগ্রহণে উপপন্নত্বম্।

তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে স্বর্গ প্রভৃতি লোকের ও অগ্ন্যাদি লোকপালের ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির উপদেশ করেন। এবং তিনি স্বসৃষ্ট শরীর সকলে আলোচনা পূর্ব্বক অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন। আত্মাধিষ্ঠান ব্যতীত তাহারা বৃথা। ইহাও শ্রুতিতে উক্ত আছে, যথা "স এতদেব সীমানং বিদার্য্য এতয়াদ্বারা প্রপদ্যত।"

বৃহদারণ্যকও হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃপুরুষঃ ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা পরমাত্মারই নির্ণয় করেন।

৯ অধিকরণের পূর্ব্ব পক্ষ।

দ্বয়োর্বস্ত্বন্যদেকং বা কাণ্ব ছান্দোগ্যষষ্ঠয়োঃ।
উভয়ত্র পৃথক্ বস্তু সদাত্মভ্যামুপক্রমাৎ।

৯ অধিকরণের মীমাংসা।

সাধারণোঽয়ং সচ্ছব্দঃ স আত্মা তত্ত্বমিত্যুত,
বাক্যশেষাদাত্মবাচী তস্মাদ্বস্ত্বেক মেতয়োঃ।

৩অধ্যা—৩পা—১০অধি—১৮সূ—৩৭৮সা সং

১০ অধিকরণ— প্রাণসংযমনং প্রতি প্রাণবিদ্যা প্রাপ্তয়ো রনগ্নতাবুদ্ধ্যাচ, অনগ্নতাবুদ্ধেরেব বিধেয়ত্বম্—প্রাণবিদ্যাপ্রকরণে অনগ্নতা চিন্তনই বিধান।

১৮সূ—কার্য্যাখ্যানাদপূর্ব্বম্।

ব. অ—'অপূর্ব্ব' বা 'অনগ্নতাচিন্তন' আচমন কার্য্যের বিধান।

ব্যা, বি,—অপূর্ব্বম্, অনগ্নতাধ্যানম্।—কার্য্য—প্রায়শ্চিত্ত। আখ্যান অনুবাদ।

দীপিকা—পুরস্তাচ্চোপরিষ্টা চ্চাদ্ভিঃ পরিদধাতীতি ছান্দোগানামশিষ্যন্নাচামে দশিত্বাচামেদিতি বাজসনেয়িনাংযদাচমনং তদ্বিধেয়ং, কুতঃ, কার্য্যাখ্যানাৎ প্রায়শ্চিত্ত্যর্থং কার্য্যত্বেন প্রাপ্তস্য স্মার্ত্তস্যাদাবাখ্যানাদনুবাদাৎ, কিং তর্হিবিধেয় মিত্যত আহ অপূর্ব্বমেব তদেন মনগ্নং কুর্ব্বন্তো মন্যন্ত ইতি চিন্তনং প্রাপ্তং বিধেয়ম্।

তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে 'প্রাণ সংবাদ' নামে এক আখ্যায়িকা আছে—বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ প্রাণকে বলিল "কীটানু পর্য্যন্ত তোমার অন্ন এবং জল তোমার বস্ত্র"। এজন্য ভোজন কালে 'প্রাণায় স্বাহা, ইত্যাদি মন্ত্রে আচমন করা যায়। ভোজনের আদিতে 'অমৃতোঽপস্তরণমসি' বলিয়া গণ্ডূষ করিবার নিয়ম। ইহার নাম 'আস্তরণ' মন্ত্র এবং ভোজনের শেষে 'অমৃতাঽপিধান মসি' বলিয়া গণ্ডূষ করিতে হয়, ইহার অর্থ বস্ত্র যেমন আচ্ছাদন করে সেইরূপ গণ্ডূষ জল 'প্রাণকে' আচ্ছাদন করুক। এক্ষণে প্রশ্ন—এই 'অপূর্ব্ব' বা অনগ্নতা চিন্তন ও আচমন এই উভয় প্রয়োগই কি বিধেয়?

উত্তর—আচমনের বিধেয়তা কেবল শুদ্ধির জন্য। 'অনগ্নতা চিন্তনের' বিধান আচমনের' অনুবাদ মাত্র।

১০ অধিকরণের পূর্ব্ব পক্ষ।

অনগ্নবুদ্ধ্যাচমনে বিধেয়ে বুদ্ধি রেব বা ?
উভে অপি বিধেয়েতে দ্বয়োরত্রশ্রুতস্ততঃ।

১০ অধিকরণের মীমাংসা।

স্মৃতেরাচমনং প্রাপ্তং প্রায়ত্যর্থমনূদ্য তৎ,
অনগ্নতামতিঃ প্রাণবিদোঽপূর্ব্বো বিধীয়তে।

৩অধ্যা—৩পা—১১অধি—১৯সূ—৩৭৯সা সং

১১ অধিকরণ—কাণ্বানামগ্নিরহস্য ব্রাহ্মণে বৃহদারণ্যকয়োঃ পঠিতয়োঃ, শাণ্ডিল্যবিদ্যায়া একবিধত্বম্—কাণ্ব ও বৃহদারণ্যকের বিধান পৃথক নহে।

১৯ সূ—সমান এবং চাভেদাৎ।

ব, অ—বিদ্যা ভেদ না থাকায় উভয় শাখার একই উপদেশ।

(উপাস্যাভেদাৎ)

দীপিকা—সমানেঽপি শাখাভেদে বাজসনেয়কে এবং গুণোপসংহারো যথা ভিন্নশাখায়াং কৃতঃ, শাণ্ডিল্য বিদ্যায়াং মনোময়ত্বাদীনাং গুণানাং বৃহদারণ্যকে চ মনোময়ত্বাদীনাং প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাদ্বিদ্যায়াঃ অভেদস্তস্মাৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—বাজসনেয় শাখার শাণ্ডিল্য বিদ্যা প্রকরণে উক্ত আছে "আত্মা মনোময়, প্রাণ শরীর ও ভারূপ বা দীপ্তিরূপ" কিন্তু অন্য শাখায় আত্মার অধিক গুণের উক্তি আছে, উভয় শাখার কি উপাসনা এক ? উত্তর—উভয় শাখার একই উপাস্য, এজন্য উপাসনাও এক। গুণের ন্যূনাধিক্য থাকিলেও তাহাদের উপসংহার করা যাইতে পারে।

১১ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

শাণ্ডিল্য বিদ্যা কাণ্বানাং দ্বিবিধৈকবিধাঽথবা ?
দ্বিরুক্তে রেকশাখায়াং দ্বৈবিধ্য মিতি গম্যতে।

১১ অধিকরণের মীমাংসা।

একা, মনোময়ত্বাদি প্রত্যভিজ্ঞানতো ভবেৎ।
বিদ্যায়া বিধিরেকত্র স্যাদন্যত্র গুণে বিধিঃ।

৩অধ্যা—৩পা—১২অধি—২০সূ—৩৮০ সা সং।

১২ অধিকরণ—অহরিত্যাদিত্যগতস্যাহমিত্যক্ষিগতস্য চ বেদ্যপুরুষস্যৈকত্বেঽপি স্থানবিষয়ে তন্নামবিশেষস্য যুক্তত্বম্—'অহর্' বা আদিত্যগত 'উৎপুরুষ' এবং 'অহম্' বা 'অক্ষিপুরুষ' বাস্তবিক এক হইলেও স্থানভেদে বিশেষ বিশেষ নাম।

২০ সূ—সম্বন্ধাদেব অন্যত্রাপি।

ব, অ—অহর, অহম্ অন্যত্রও একোপাসনা সম্বন্ধ।

দীপিকা—তস্যোপনিষদহরিতি তস্যোপনিষদহমিতি যথা শাণ্ডিল্যবিদ্যায়াং বৃহদারণ্যে গুণোপসংহারঃ এবমন্যত্রাপি আদিত্যে চক্ষুষি চোপনিষদো রবিভাগেন চিন্তনম্, কুতঃ এক-বিদ্যা সম্বন্ধাৎ সিদ্ধান্ত মাহ।

তাৎপর্য্য—"তদ্ যত্তৎ সত্তমসৌ স আদিত্যো য এবৈ-তস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষঃ পুরুষো ব্যাহৃতি-শারীরং তস্যোপনিষদহরিত্যধিদৈবতং তস্যোপনিষদহমিত্যধ্যাত্মম্—সূর্য্যমণ্ডলে 'অহর্' নামক পুরুষ, ব্যাহৃতি শরীর' * অধিদৈবত এবং 'অহম্' নামে অক্ষি পুরুষ অধ্যাত্ম, শাণ্ডিল্য বিদ্যায় যেরূপ গুণোপসংহার হইয়াছে সেইরূপ গুণোপসংহার করা যাইতে পারে? 'অহর্' ও 'অহম্' কি একই, কারণ তাহাদের এক সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। (সংশয় সূত্র)।

৩অধ্যা—৩পা—১২অধি—২১সূ—৩৮১ সা সং

১২ অধিকরণ—(চলিতেছে)।

উপ—'উৎ' ও 'অক্ষিপুরুষ'।

* ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ ইহদের নাম 'ব্যাহৃতি'।

২১ সূ—ন বা বিশেষাৎ।

ব, অ—বিশেষ হেতু থাকায় এক উপাসনা নহে।

দীপিকা—ত্বদুক্তং নৈব, কুতঃ, আদিত্যেঽহরিতি চক্ষুষ্যহমিতি স্থলয়ো বিশেষাৎ উপনিষদো রপি বিভাগঃ।

তাৎপর্য্য—উপনিষদ্ দ্বয়ের উভয়ত্র প্রাপ্তি হইতে পারে না। উহারা (সত্ত) ব্রহ্ম উপাসনার জন্য উক্ত। "য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ" এ শ্রুতির লক্ষ্য আধিদৈবিক আদিত্য পুরুষ। যিনি 'অহর্' শব্দ বাচ্য। "যোঽয়ং দক্ষিণে অক্ষঃ পুরুষ" দক্ষিণ চক্ষুতে যিনি অক্ষি পুরুষ তিনি আধ্যাত্মিক 'অহম্' শব্দ বাচ্য। উপবেশন ও উত্থান উভয় অবস্থা এক নহে। উভয় উপনিষদের ব্যবস্থা ভাবই প্রতীত হয়। তুল্যরূপে উভয়ত্র গ্রহণ হইতে পারে না।

৩অধ্যা—৩পা—১২অধি—২২সূ—৩৮২ সা সং

১২ অধিকরণ—(চলিতেছে।

উপ—'উং' ও 'অক্ষিপুরুষ'।

২২ সূ—দর্শয়তিচ।

ব, অ—উপনিষদে এ বিষয়ের নিদর্শন আছে।

দীপিকা—তস্যৈতস্য যদেবরূপমিত্যাদিনাতিদেশস্থানভেদাৎ ধর্ম্মভেদো চকারো রাজ্যাদীনাং স্থানভেদাদ্ধর্ম্মভেদপ্রসিদ্ধিঃ।

তাৎপর্য্য—"তস্যৈতস্য যদেবরূপং তদেবরূপং যদমুষ্যরূপং যাবমুষ্য গেষ্ণৌ তৌ গেষ্ণৌ যন্নাম তন্নাম"—আদিত্য ও অক্ষিপুরুষ সেই পুরুষ তাহাই রূপ সেই গেষ্ণ সেই নাম ইহা 'অতিদেশ' বাক্য। উপনিষদ্ দ্বয়ের ব্যবস্থা পক্ষই সিদ্ধ হয়।

১২ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

সংহারঃ স্যাদ্ ব্যবস্থা বা নাম্নো রহরহস্ত্বিতি ?
বিদ্যৈকত্বে ন সংহারঃ স্যাদধ্যাত্মাধিদৈবয়োঃ।

১২ অধিকরণের মীমাংসা।

তস্যোপনিষদিত্যেবং ভিন্নস্থানত্ব কীর্ত্তনাৎ।
স্থিতাসীন গুরূপাস্ত্যো রিব নাম্নো র্ব্যবস্থিতিঃ।

৩অধ্যা—৩পা—১৩অধি—২৩সূ—৩৮৩সা সং।

১৩ অধিকরণ—বিদ্যৈকত্বাভাবাৎ সম্ভৃত্যাদীনাং গুণানাং শাণ্ডিল্যবিদ্যাদিষু অনুপসংহার্য্যত্বম্—বিদ্যার একত্ব না থাকায় 'সম্ভৃত্যাদি' গুণের উপসংহার করা যাইতে পারে না।

২৩ সূ—সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যপিচাতঃ +।

ব, অ—অতএব 'সম্ভৃতি' ও 'স্বর্গব্যাপ্তি' আদি গুণের উপসংহার হয় না।

ব্যা, বি—সম্ভৃতিঃ—উৎপত্তিসামর্থ্যং। দ্যুঃ—স্বর্গঃ।

দীপিকা—"ব্রহ্ম-জ্যেষ্ঠা বীর্য্যা সম্ভৃতানি ব্রহ্মাগ্রে জ্যেষ্ঠং দিব মাততান" ইতি রাণায়নীয়ানাং খিলেষু আধিদৈবং সম্ভৃতি দ্যুব্যাপ্ত্যাদয়োঽপি ধর্ম্মাস্তেনাধ্যাত্ম দহরোপকোশলাদি বিদ্যাস্বপি নোপসংহর্ত্তব্যাঃ কুতঃ অত এব স্থানভেদাদেব।

তাৎপর্য্য—"ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠা বীর্য্যা সম্ভৃতানি ব্রহ্মাগ্রে জ্যেষ্ঠং দিবমাততান" এই রাণায়নীয় শ্রুতিতে সম্ভৃতি বা উৎপত্তি ও দ্যুব্যাপ্তি এই গুণদ্বয় কি শাণ্ডিল্য বিদ্যায় উপসংহার করা যাইবে? না, উপসংহার করা যাইবে না। 'অতঃ' অর্থাৎ আয়তন হেতু। শাণ্ডিল্য বিদ্যায় 'আয়তনের' উক্তি আছে 'রাণায়নীয় শ্রুতিতে আয়তনের কোন উক্তি নাই।' শাণ্ডিল্য বিদ্যায় 'আয়তনের উক্তি যথা—"এষ আত্মা অন্তর্হৃদয়ঃ" "দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ" ইহারা আধ্যাত্মিক শ্রুতি। কিন্তু 'সম্ভৃতি শ্রুতি' আধিভৌতিক।

১৩ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

আহার্য্যা বা ন বা তত্র সংভৃত্যাদি বিভূতয়ঃ ?
আহার্য্যা, ব্রহ্মধর্ম্মত্বাৎ শাণ্ডিল্যাদবধারণাৎ।

১৩ অধিকরণের মীমাংসা।

অসাধারণধর্ম্মাণাং প্রত্যভিজ্ঞাঽত্র নাস্ত্যতঃ,
অনাহার্য্যা ব্রহ্মমাত্র সম্বন্ধোঽতিপ্রসঞ্জকঃ।

+ 'অপি' শব্দ দ্বারা পূর্ব্বাধিকরণের 'নকারার্থ' গৃহীত হয়।

৩অধ্যা—৩পা—১৪—অধি—২৪সূ—৩৮৪সা সং

১৪ অধিকরণ—তৈত্তিরীয়ক-তাণ্ডিণোঃ পুরুষবিদ্যায়াঃ পৃথকৃত্বম্।

২৪ সূ—পুরুষবিদ্যায়ামিব চেতরেষামামননাৎ।

ব, অ (তাণ্ডী ও পৈঙ্গি) শাখার 'পুরুষ বিদ্যা' পৃথক্।

দীপিকা—তাণ্ডিনাং পৈঙ্গিনাঞ্চ রহস্যে পুরুষস্যায়ুস্ত্রেধা বিভজ্য তৎসবনত্রয়ং পরিকল্প্যাশিষাদীনি দীক্ষাত্বেনোচ্যন্তে সেয়ং পুরুষবিদ্যা তস্যাং যে ধর্ম্মাস্তস্যৈবং বিদুষো যজ্ঞস্যে-ত্যাদিনা যঃ পুরুষো যজ্ঞঃ,ইতরৈস্তৈত্তিরীয়কৈঃ ধর্ম্মাঃ পরিকল্পিতা স্তস্মিং স্তেনোপসংহর্ত্তব্যাঃ কুতস্তেষাং তাণ্ডিপৈঙ্গি বদনামননানাৎ যতস্তৈতস্যেত্যাদিনা আত্মা যজমানঃ শ্রদ্ধা পত্নীত্যাদি পঠন্তি।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—তাণ্ডি ও পৈঙ্গি শাখায় 'পুরুষ বিদ্যার' উল্লেখ আছে এবং তৈত্তিরীয়ক শাখাতেও 'পুরুষ বিদ্যা' বা 'পুরুষ যজ্ঞের' উল্লেখ আছে। এতদুভয় 'পুরুষ বিদ্যা' কি এক? উত্তর—না, এক নহে। তৈত্তিরীয়ক শ্রুতির পুরুষ বিদ্যা 'আত্মপ্রতীকোপাসনা' উঁহাদের যজ্ঞ কল্পনা পৃথক্ যথা "তস্যৈব বিদুষো যজ্ঞস্যাত্মা যজমানঃ শ্রদ্ধা পত্নী"—আত্মা যজ্ঞের যজমান এবং শ্রদ্ধা তাহার পত্নী, তাণ্ডিমতে মরণই অবভৃত স্নান অতএব পুরুষ বিদ্যা এক হইতে পারে না।

১৪ অধিকরণের পূর্ব্ব পক্ষ।

পুং বিদ্যৈকা বিভিন্না বা তৈত্তিরীয়কতাণ্ডিণোঃ?
একা, নাম্নাং সামান্যাত্তু ন বিভিন্না শ্রুতিজ গৌ।

১৪ অধিকরণের মীমাংসা।

বহুনা রূপভেদেন কিঞ্চিৎ সাম্যস্য বাধনাৎ,
ন বিদৈক্যং তৈত্তিরীয়ে ব্রহ্মবিদ্যা প্রশংসনাৎ।

৩অধ্যা—৩পা—১৫অধি—২৫সূ—৩৮৫ সা সং

১৫ অধিকরণ—বেদমন্ত্রপ্রবর্গ্যাদীনাং বিদ্যানঙ্গত্বম্।

—বেদ মন্ত্র প্রবর্গ্যাদি উপাসনার অঙ্গ নহে।

২৫ সূ—বেদাদ্যর্থভেদাৎ।

ব, অ—প্রবর্গ্যাদি বেদমন্ত্রাদির অর্থ অন্য প্রকার।

দীপিকা—সর্ব্বে প্রবিদ্ধেত্যাদি মন্ত্রজাতং প্রবর্গ্যাদি র্বা কর্ম্ম বা তত্তচ্ছাখোপনিষদারম্ভে পঠ্যমানানি ন বিদ্যাসূপ-সংহর্ত্তব্যানি, কুতস্তেষাং যে হৃদয়ে ইতি বেদাদয়োঽর্থাস্তেষাং ভেদাৎ।

তাৎপর্য্য—অথর্ব্ব বেদে মন্ত্র আছে তাহার অর্থ 'শত্রুর হৃদয় বিদীর্ণ হউক'? কঠের প্রারম্ভে ও বাজসনীয়ের প্রারম্ভে যে সকল মন্ত্র আছে তাহা উপাসনায় নীত হইবে না। ঐ সকল মন্ত্রের অর্থের সহিত উপাসনার কোনও সম্পর্ক নাই। হৃদয়ের সহিত উপাসনার সম্পর্ক আছে, কিন্তু 'বেধের' সহিত কোনই সম্পর্ক নাই। হৃদয় উপাসনার আয়তন। এ মন্ত্র গুলিকে শ্রৌতপ্রমাণে উপাসনাঙ্গ বা কর্ম্মাঙ্গ বলা যায় না।

১৫ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

বেদমন্ত্রপ্রবর্গ্যাদি বিদ্যাঙ্গমথবা ন নতু ?
বিদ্যাসন্নিধিপাঠেন বিদ্যাঙ্গে মন্ত্রকর্ম্মণী।

১৫ অধিকরণের মীমাংসা।

লিঙ্গেনান্যত্রমন্ত্রাণাং বাক্যেনাপি চ কর্ম্মণাং .
বিনিয়োগাৎ সন্নিধিস্তু বাধ্যোঽতো নাঙ্গতা তয়োঃ।

৩অধ্যা—৩পা—১৬অধি—২৬সূ—৩৮৬সা সং।

১৬ অধিকরণ—অর্থবাদত্বেন পাপপুণ্যয়োরুপায়নস্য হানাবুপসংহর্ত্তব্যত্বম্ (১)। পাপপুণ্যবিধূননস্য হানাত্বর্থকমেব ন চালনার্থকত্বম্ (২)। মরণাৎ প্রাক্ উপাস্যে সাক্ষাৎকৃতে সুকৃতদুষ্কৃতক্ষয়ঃ (৩)—মৃত্যুর পূর্ব্বে উপাস্য সাক্ষাৎকার হইলে সুকৃত দুষ্কৃত থাকে না।

২৬সূ—হানৌতূপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দঃ স্তুত্যুপগানবত্তদুক্তম্।

ব, অ—'কুশ' ও 'ছন্দ' ও 'সামস্তুতিগান' বিষয়ক বিচারের ন্যায় 'হানি' ও 'উপায়নের' বিচার।

ব্যা, বি,—হানৌ—ত্যাগে, উপায়ন—অন্য কর্তৃক গ্রহণ।

দীপিকা—তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়েত্যাদৌ যদ্ধানং তস্মিন্ উপায়নং নাস্তি ন ব্যক্তব্যমিতি 'তু' শব্দ আহ, হানৌ কেবলায়াং শ্রূয়মাণায়ামথর্ব্বাণাদাবুপায়নং সন্নিপতেৎ, কুতঃ, উপায়নশব্দশেষত্বাৎ তস্যাঃ, তথাহি কৌষীতকিরহস্যে তৎসুকৃতদুষ্কৃতে বিধূনুতে তস্য প্রিয়াঃ জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপয়ন্তি অপ্রিয়া দুষ্কৃতমিতি। অথবা 'ধূঞ্' কম্পনে ধাতোশ্চালনার্থোঽয়ং বিধূতশব্দঃ উত হানাবিতি অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয়েত্যাদৌ ন সুকৃতদুষ্কৃতয়োশ্চলনং সম্ভবতি কিন্তু তয়োর্হানিঃ পরিত্যাগঃ, কুতঃ, উপায়নশেষত্বাৎ তচ্চ হানৌ সত্যাং কুশাচ্ছন্দঃ স্তুত্যুপগানবদিত্যুপমানং ভাল্লবিনাং কুশাবানস্পাত্যা ইত্যবিশেষেণ শ্রবণাৎ শাট্যায়নিনা মৌদুম্বরা ইতি বিশেষঃ কুশানাং যথা বা ক্বচিদেবাসুরচ্ছন্দসামবিশেষে দেবচ্ছন্দাংসি পূর্ব্বানীতি পৈঙ্গিনামাম্নাবিতে 'সূর্য্যঃ' ইতি বিশেষঃ। অথবা ক্বচিদৃত্বিগিতি অবিশেষাদুপজ্ঞানাৎ পূর্ব্ববত্তং বিশেষঃ। যথা চ ষোড়শিস্তোত্রে কালনিয়মে সময়াধ্যুষিতে প্রাপ্তে ভাল্লবিনামাধ্বর্য্যুরুপগায়দিতি বিশেষমাহুস্তদ্বৎ কৌষীতকিরহস্যাদৌ উপায়নস্য বিশেষঃ তদুক্তং দ্বাদশলক্ষণ্যাং 'অপি তু' বাক্যশেষঃ স্যাদন্যাব্যত্বাদ্বিকল্পনস্য বিধীনামেকদেশঃ স্যাদিতি এষ বৈ সপ্তদশ

প্রজাপতির্যজ্ঞমন্বায়ত ইতি নানুপাজেষু যজামহংকরোতীতি বিধিপ্রতিষেধয়োঃ সমাবেশে বিকল্পে প্রাপ্তে জৈমিনিরাহ অপিস্থিত্যাদি 'তু' শব্দো বিকল্পং বারয়তি, কুতঃ অন্যায্যত্বাদ্বিকল্পস্যাষ্টদোষগ্রস্তত্বেন ততো বিধীনামেকদেশঃ স্যাৎ অনুপাজবর্জ্জিতেষু যজামহংকর্ত্তব্য ইতি পর্য্যুদাসঃ স্যাৎ অস্মিন্নর্থে নানুপাজেষু যজামহংকরোতীতি বাক্যশেষোঽপ্যনুকূলঃ স্যাৎ যথাত্র ন বিকল্প স্তদ্বদুপায়নেঽপি ন বিকল্পঃ। যদ্যপ্যন্যসুকৃতদুষ্কৃতয়োরন্যেন নোপাদানং তথাপি বিদ্যাস্তুতিরিতি দ্রষ্টব্যম্।

তাৎপর্য্য—শাট্যায়নীয় শাখায় উক্ত আছে—"তস্য পুত্রাঃ দায় মুপয়ন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষতঃ পাপকৃত্যাং"—জ্ঞানী উপাসক ব্যক্তির মৃত্যুকালে পুত্রগণ ধনাদি, সুহৃদ্গণ পুণ্যকার্য্য এবং শত্রুগণ পাপকার্য্য প্রাপ্ত হন। কৌষীতকি উপনিষদেও ঐরূপ শ্রুত হয়। "তৎসুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনতে তস্য প্রিয়াঃ জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপযন্তি অপ্রিয়া দুষ্কৃতম্।" কোন কোন শ্রুতিতে 'হান' বা 'হানি' (দুষ্কৃতিত্যাগ) এবং 'উপায়ন' (ধনপুণ্যাদির অন্য কর্ত্তৃক গ্রহণ,) উভয়বিধই অবগত হওয়া যায়, কিন্তু কোন শ্রুতিতে 'হানি' শ্রুত হয় কিন্তু 'উপায়ন' শ্রুত হয় না, আবার কোন শ্রুতিতে 'উপায়ন' শ্রুত হয় কিন্তু 'হানি' শ্রুত হয় না। জিজ্ঞাস্য—'হানি' শ্রুতিদ্বারা 'উপায়নের' ও কি সন্নিপাত বুঝিতে হইবে? দুষ্কৃতের 'হানি' আত্মকৃত, কিন্তু 'উপায়ন' পরকৃত এজন্য উক্তরূপ সন্নিপাত কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? উত্তর—'হানি' বা উপায়ন' অনুষ্ঠেয় বিধিকর্ম্ম নহে, উহা কেবল তত্ত্বজ্ঞানের প্রশংসা-পর মাত্র। কোন শ্রুতিতে 'হানি' এবং কোন শ্রুতিতে 'উপায়ন' এরূপ হইলেও তাহার সন্নিপাত হইতে পারিবে। 'কুশ' ও 'আচ্ছন্দ' শ্রুতিরও এরূপ সন্নিপাত দৃষ্ট হয়। 'কুশ' শব্দে কেহ 'দর্ভ' অর্থ করেন কেহ 'সংখ্যা ও কেহ 'ডুম্বুরু কাষ্ঠ নির্ম্মিত বস্তু বিশেষ ইত্যাদিরূপ অর্থ করেন,'ছন্দ'—দেবচ্ছন্দ ও আসুরচ্ছন্দ এতদুভয়কেই কেহ কর্ত্তব্য বলেন, কেহ বলেন না। কোন শ্রুতিতে অধ্বর্য্যুর সামোপগান শ্রুত হয়, অন্যত্রে ঋক্ উপগান অবগত

হওয়া যায়। অতএব এক শ্রুতির বিশেষ উক্তি অন্য শ্রুতিতে নীত হইতে পারিবে।

৩অধ্যা—৩পা—১৬অধি—২৭সূ—৩৮৭ সা সং

১৬ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—'হানি' ও 'উপায়ন'।

২৭সূ—সাম্পরায়ে তত্তর্ব্যাভাবাতথাহ্যন্যে।

ব, অ—অন্য শ্রুতিতে বলেন মৃত্যুকালে উৎপন্ন জ্ঞানাভাব হয়।

ব্যা, বি—সম্পরায়ে মৃত্যুকালে। তত্তর্ব্য (জ্ঞান)।

দীপিকা—সম্পরায় এব সাম্পারায়ঃ তস্মিন্ দেহ-পরিত্যাগাবসরে এব সুকৃতদুষ্কৃতয়োর্হানিঃ নত্বর্ধর্ম্মমার্গে বিরজাং তীর্ত্বা, কুতঃ, তত্তর্ব্যাভাবাৎ উৎপন্নজ্ঞানস্য সুকৃত-দুষ্কৃতাভ্যাং প্রাপ্তব্যাভাবাৎ তথাহ্যন্যে হি যস্মাৎ যথাস্মাভি-র্ব্যাখ্যাতং তথা তাণ্ডিনঃ অশ্ব ইব রোমাণি বিধূতেত্যাদীনা শাট্যায়নিনশ্চ তস্য পুত্রাঃ দায়মুপয়ন্তি ইত্যাদিনা আদাবেব পরিত্যাগমামনন্তি।

তাৎপর্য্য—কৌষীতকিতে শ্রুত হয় "স এতং দেবযানমা-পন্থাগ্নিলোকমাগচ্ছতি বিরজাং নদীং মনসৈবেত্যা তৎ সুকৃত-দুষ্কৃতে বিধূনতে"—সাধক দেবযান আশ্রয়ে অগ্নিলোক গমন করিয়া বিরজা নদী মন দ্বারাই উত্তীর্ণ হইলে সুকৃত দুষ্কৃত বিধুনিত হয়। ইহাতে শঙ্কা—উক্তরূপে দেবযান গমনোদ্যত উপাসকের অর্দ্ধ পথেই কি দুষ্কৃতাদির ত্যাগ হয়? উত্তর—জ্ঞানী যখনই দেহ পরিত্যাগ করেন তাঁহার পাপ পুণ্য তখনই বিধূনিত হয়। সুকৃত বা দুষ্কৃত ইহারা জ্ঞানের বিরোধী। তাণ্ডী ও শাট্যায়ন শ্রুতিও ইহার পরিপোষক। "পাপানি বিধূয়ধূত্বাশরীর-মকৃতং কৃতাত্মাব্রহ্মলোকমভিসম্ভবতি"।

৩অধ্যা—৩পা—১৬অধি—২৮সূ—৩৮৮সা সং।

১৬ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—'হানি' ও 'উপায়ন'।

২৮সূ—ছন্দতস্তূভয়াবিরোধাৎ।

ব, অ—এ বিষয়ে সাধকের ইচ্ছা। ইহাতে নিমিত্ত-নৈমিত্তিকের বিরোধ নাই। (ছন্দতঃ—স্বচ্ছন্দতঃ)।

দীপিকা—ছন্দতঃ ইচ্ছাতঃ শরীরে সতি ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনপরিত্যাগাবসরে পরিত্যাগঃ এবং চোভয়স্য নিমিত্তস্য নৈমিত্তিকস্য চ তাণ্ডিশাট্যায়নিনোশ্চাবিরোধঃ।

তাৎপর্য্য—বিদ্যা ও বিদ্যাফল স্বীকার করিলে মৃত্যুকালেই পাপ-পুণ্যাদি 'হানি' অবশ্য স্বীকার্য্য। মরণের পূর্ব্বেই সাধক ইচ্ছামত বিদ্যানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হন, সুতরাং 'হানি' তাঁহার ইচ্ছাধীন ইহাই স্বীকার করিতে হইবে।

১৬ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

উপায়নমনাহার্য্যং হানাবাহ্রীয়তেঽথবা ?
বিধূননং চালনং স্যাদ্ধানং বা চালনং ভবেৎ ?
কর্ম্মত্যাগো মার্গমধ্যে যদি বা মরণাৎ পুরা ?
অশ্রুতত্বাৎ ফলাভাবাৎ চালনাচ্চ ন যুজ্যতে।

১৬ অধিকরণের মীমাংসা।

বিদ্যাভেদেঽপ্যর্থবাদঃ আহার্য্যঃ শ্রুতিসাম্যতঃ।
কর্ম্মপ্রাপ্যফলাভাবাৎ মধ্যে সাধনবর্জ্জনাৎ।

৩অধ্যা—৩পা—১৭অধি—২৯সূ—৩৮৯সা সং।

১৭ অধিকরণ—উপাসকস্যৈবার্চ্চিরাদি মার্গো, ন জ্ঞানিন ইত্যস্য ব্যবস্থা—সকল উপাসকেরই অর্চ্চিরাদিমার্গ।

২৯সূ—গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থান্যথাহি বিরোধঃ।

ব, অ—সকল উপাসকের অর্চ্চিরাদিমার্গ না স্বীকার করিলে শ্রুতিবিরোধ হয়। (অন্যথা—স্বীকার না করিলে)।

দীপিকা—গতে দেবযানস্য পথোঽর্থবত্ত্বং প্রয়োজনবত্ত্বং উভয়স্য সগুণে নির্গুণে চ ব্যবস্থয়া, কুতঃ, হি যস্মাৎ অন্যথা নির্গুণেঽপি চেদ্ গতিঃ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনং পরমং সাম্যমুপৈতি ইত্যাদিনা বিরোধঃ স্যাৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—জ্ঞানী উপাসকের 'দেবযান' বা 'অর্চ্চিরাদি' গতি সকল উপনিষদে শ্রুত হয় না। 'অর্চ্চিরাদি' গতি কি অবিশেষে সকল জ্ঞানী উপাসকেরই ব্যবস্থা? উত্তর—সকল জ্ঞানী উপাসকেরই অবিশেষে এই গতি নিশ্চিত হয়, নতুবা 'নিরঞ্জন শ্রুতির' বিরোধ ঘটে। 'নিরঞ্জন শ্রুতি—"পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনং পরমং সাম্যমুপৈতি।

৩অধ্যা—৩পা—১৭অধি—৩০সূ—৩৯০সা সং।

১৭ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—অর্চ্চিরাদিমার্গ।

৩০সূ—উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ।

ব, অ—ইহা উপলক্ষণার্থ। লৌকিকেও এরূপ দৃষ্ট হয়।

দীপিকা—উপপন্নোঽয়ং গতে রুভয়থাভাবঃ, কুতস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেস্তস্যা গতের্লক্ষণীভূতঃ কারণীভূতো যোঽর্থঃ প্রয়োজনং পর্য্যঙ্কারোহণাদিপর্য্যঙ্কবিদ্যাদৌ সগুণ উপলভ্যতে ন তু নির্গুণে, তত্র নিদর্শনং লোকবৎ যথা গ্রামাদিপ্রাপ্তৌ মার্গগত্যার্থবত্ত্বং তদ্বৎ।

তাৎপর্য্য—পর্য্যঙ্কবিদ্যা প্রভৃতি সগুণ উপাসনায় গতির কারণীভূত অর্থ উপলব্ধি হয়। সগুণ উপাসকের পক্ষেই গতিশ্রুতির সার্থক্য, নির্গুণ উপাসকের পক্ষে নহে। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' যাঁহার ইত্যাকার জ্ঞান হইয়াছে, তিনি কেবল 'প্রারব্ধ ক্ষয়ের' জন্যই অপেক্ষা করেন। লৌকিক-

ব্যবহারে কোন গ্রামে যাইতে হইলে সেই গ্রামের প্রাপক পথের প্রয়োজন, কিন্তু আরোগ্যলাভ করিতে হইলে সেরূপ পথের প্রয়োজন নাই।

১৭ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

উপাস্তিবোধয়োর্মার্গঃ সমো যদ্বা ব্যবস্থিতঃ,
সম এবোত্তরোমার্গ এতয়োঃ কর্ম্মহানবৎ।

১৭ অধিকরণের মীমাংসা।

দেশান্তরফলপ্রাপ্ত্যৌ যুক্তো মার্গ উপাস্তিষু,
আরোগ্যবদ্বোধফলঃ তেন মার্গো ব্যবস্থিতঃ।

৩অধ্যা—৩পা—১৮অধি—৩১সূ—৩৯১ সা সং।

১৮ অধিকরণ—সর্ব্বাসূপাসনাসু উত্তরমার্গ বিধানম্—সকল উপাসানাতেই উত্তরমার্গের বিধি।

৩১সূ—অনিয়মঃ সর্ব্বেষামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্।

ব, অ—শ্রুতিস্মৃতি বলেন সকল উপাসকেরই অর্চ্চিরাদিমার্গ এ বাক্যে কোন বিরোধ নাই।

দীপিকা—সর্ব্বেষাং সগুণানামুপাসনানামশ্রুতগতীনামপি গতেরনিয়মঃ অবিশেষঃ প্রকরণস্য নিয়ামকস্য বিরোধে কুতোঽনিয়ম ইত্যত আহ—অবিরোধঃ ন বিরোধঃ প্রকরণে কুতঃ শব্দানুমানাভ্যাং শব্দঃ শ্রুতিঃ 'যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে' ইত্যবিশেষেণ গতিমাহ অনুমানং স্মৃতিঃ শুক্লকৃষ্ণ গতীহ্যেতে জগত ইত্যাদিকা।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—পর্য্যঙ্কবিদ্যা, পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, ও দহরবিদ্যাতে সগুণ উপাসকের দেবযানগতি শ্রুত হয়, কিন্তু মধুবিদ্যাদিতে শ্রুত হয় না। সকল সগুণ উপাসকেরই কি দেবযানগতির ব্যবস্থা? উত্তর—শব্দ (শ্রুতি)

ও অনুমান (স্মৃতি) দ্বারা জানা যায় সকল সগুণ উপাসকেরই দেবযান গতি স্বীকারে কোন বিরোধ হয় না। শ্রুতির্যথা—"বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ, ন যত্র দক্ষিণা যন্তি" ইত্যাদি। স্মৃতি বা গীতা বাক্য—"শুক্লকৃষ্ণগতীহ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।"

১৮ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

মার্গং শ্রুতস্থলেম্বেব সর্ব্বোপাস্তিষু বা ভবেৎ ?
শ্রুতিষ্বেব প্রকরণাৎ দ্বিপাঠোঽস্য বৃথাঽন্যথা।

১৮ অধিকরণের মীমাংসা।

প্রোক্তো বিদ্যান্তরে মার্গো 'যে চেম' ইতি বাক্যতঃ,
তেন বোধ্যং প্রকরণং দ্বিপাঠশ্চিন্তনায় হি।

৩অধ্যা—৩পা—১৯অধি—৩২সূ—৩৯২ সা সং।

১৯ অধিকরণ—ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানিনাং মুক্তির্ণিয়তা ন তু পাক্ষিকীত্বস্য প্রতিপাদনম্। ব্রহ্মতত্ত্ব-জ্ঞানীদিগের মুক্তির অবিশেষ নিয়ম। ইহার পাক্ষিকীত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

৩২সূ—যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্।

ব, অ—আধিকারিকগণ স্বস্ব অধিকারে নিযুক্ত থাকেন।

দীপিকা—আধিকারিকাণাং পরমেশ্বরনিয়োগে বর্ত্তমানানাং ব্যাসাদীনামারব্ধফলেন কর্ম্মণাকল্পভাগেনাবস্থিতিরনস্থানং ন তু ব্রহ্মজ্ঞানস্য পাক্ষিকফলত্বেনাফলত্বেন বা তর্হি কিয়ন্তং কালমিত্যত আহ যাবদধিকার মধিকারকর্ম্ম যাবৎতাবদেব ন তূপরিষ্ঠাৎ।

তাৎপর্য্য—শ্রুতি ও স্মৃতিতে দৃষ্ট হয়, 'আপাতন্তরনামা মুনি ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন। ব্রহ্মার মানসপুত্র সনৎকুমার কার্ত্তিকেয় হইয়া

জন্মেন। এইরূপ দক্ষাদিরও দেহান্তরোৎপত্তি শুনিতে পাওয়া যায়, এই সকল আত্মতত্ত্ব জ্ঞানিগণ কি পূর্ব্ব দেহই প্রাপ্ত হন? কি যোগবলে বহু শরীরযোগ করেন? উত্তর—ব্যাস, সনৎকুমার প্রভৃতি আধিকারিকেরা অধিকার পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত ঐরূপ ভাবে অবস্থান করেন। তাঁহারা সকলেই ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া সেই সেই অধিকারে নিযুক্ত হন, কর্ম্মক্ষয় হইলে কৈবল্য লাভ করেন। সূর্য্যদেবও আধিকারিক। শ্রুতি প্রমাণ—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ, ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।" স্মৃতিপ্রমাণ—"যথৈধাংসি সমিদ্ধোগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন!" ইত্যাদি গীতা বাক্য। অপর প্রমাণ—"বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ" সেই জ্ঞানিগণ মহা প্রলয়কালে ব্রহ্মার সহিত পরমপদে প্রবেশ করেন। "ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে, পরস্যান্তে কৃতাত্মনঃ প্রবিশন্তি পরম্ পদম্।"

১৯ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

ব্রহ্মতত্ত্ববিদাং মুক্তিঃ পাক্ষিকী নিয়তাঽথবা?
পাক্ষিক্যাপাতন্তরাদেমুর্নীনাং জন্মকীর্ত্তনাৎ।

১৯ অধিকরণের মীমাংসা।

নানাদেহেঽপি ভোক্তব্যমীশোপাস্তি ফলং বুধাঃ।
মুক্তাধিকারপুরুষা মুচ্যন্তে নিয়তা ততঃ।

৩অধ্যা—৩পা—২০অধি—৩৩সূ—৩৯৩সা সং

২০ অধিকরণ—আত্মস্বরূপলক্ষণানাং নিষেধানাং পরস্পরোপসংহর্ত্তব্যম্—ব্রহ্মবিষয়ক নিষেধ পর বিশেষণগুলির উপসংহার কর্ত্তব্য।

৩৩সূ—অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্য-তদ্ভাবাভ্যামৌপসদবত্তদুক্তম্।

ব্যা, বি—সামান্যং চ তদ্ভাবশ্চ তাভ্যাম্ অবরোধঃ উপসংহারঃ।

দীপিকা—অক্ষরধিয়ামস্থূলত্বাদিবুদ্ধীনাং চান্যত্রাবরোধঃ স্বীকার স্যাৎ, কুতঃ, বিশেষধর্ম্মনিরাকরণস্য সামান্যং তস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যস্য একস্য ভাবঃ সত্ত্বং চ সর্ব্বত্র তাভ্যাং ঔপসদবদিতি নিদর্শনং যথা জামদগ্ন্যে ইত্যাদিনা অধ্বর্য্যুভিঃ সম্বন্ধো ভবতি অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃকত্বাৎ যত্র ক্বচিৎ উপপন্নানামক্ষরেণ সর্ব্বত্রে সম্বন্ধঃ ইত্যর্থস্তদুক্তম্।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—কোন উপনিষদে ব্রহ্মকে স্থূল বলেন, কোন উপনিষদে বলেন না। কোন উপনিষদে তাঁহাকে অদৃষ্ট, অগ্রাহ্য ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করেন, কিন্তু অন্য কোন উপনিষদে সেরূপ করেন না। ঐরূপ নিষেধ-পর বাক্যগুলি কি সর্ব্বত্রই নীত হইবে? উত্তর—নিষেধ-পর বিশেষণগুলিরও সর্ব্বত্র উপসংহার কর্ত্তব্য। পূর্ব্বমীমাংসার 'ঔপসদে' যেরূপ বিশেষণ সকল উপসংহার হইয়া থাকে বেদান্তেও সেইরূপ। প্রমাণ—"গুণমুখ্যব্যতিক্রমে মুখ্যেন বেদসংযোগঃ"।

২০ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

নিষেধানামসংহারঃ সংহারোঽথবা ন সংহৃতিঃ,
আনন্দাদিবদাত্মত্বং নৈষাং সম্ভাব্যতে যতঃ।

২০ অধিকরণের মীমাংসা।

শ্রুতানামশ্রুতানাঞ্চ নিষেধানাং সমা যতঃ,
আত্মলক্ষণতা তস্মাৎ দার্ঢ্যায়াস্তূপসংহৃতিঃ।

৩অধ্যা—৩পা—২১—অধি—৩৪সূ—৩৯৪সা সং

২১ অধিকরণ—ঋতং পিবন্তাবিতি দ্বাসুপর্ণাবিতি চ মন্ত্রয়োরর্থস্যৈকত্বম্—'ঋতং পিবন্ত' ও 'দ্বাসুপর্ণা' এই শ্রুতিদ্বয় একার্থপ্রতিপাদক।

৩৪সূ—ইয়দামননাৎ।

ব, অ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয় প্রয়োগই কথিত আছে।

(ইয়ৎ=দ্বিত্ব, আমনন=কথন)।

দীপিকা—দ্বাসুপর্ণেত্যত্র ঋতং পিবন্তাবিত্যত্র চ বিদ্যায়া ঐক্যং কুতঃ, ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্নস্য দ্বিত্বসংখ্যোপদেশস্য উভয়ত্রামননাৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—'দ্বাসুপর্ণা' ইত্যাদি শ্রুতি ও 'ঋতং পিবন্তৌ' ইত্যাদি শ্রুতির দ্বিত্ব লক্ষিত হয় উহারা এক কি বিভিন্ন? উত্তর—উক্ত শ্রুতিদ্বয়ে ব্রহ্ম ও জীবের তাদাত্ম্য বোধের জন্য 'জীব'কে গ্রহণ করিয়াছেন। জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন নহেন। জীবের ভোগাদি উপচার মাত্র।

২১ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

'পিবন্তৌদ্বাসুপর্ণে'তি দ্বেবিদ্যে অথবৈকধীঃ?
ভোক্তারৌ ভোক্তৃভোক্তারাবিতি বিদ্যে উভে ইমে।

২১ অধিকরণের মীমাংসা।

পিবন্তৌ ভোক্তৃভোক্তারাবিত্যুক্তং হি সমন্বয়ে,
ইয়তা প্রত্যভিজ্ঞানাৎ বিদ্যৈকামন্ত্রয়োর্দ্বয়োঃ।

৩অধ্যা—৩পা—২২অধি—৩৫সূ—৩৭৫ সা সং।

২২ অধিকরণ—একশাখয়োরুষস্তকহোলয়ো ব্রাহ্মণয়ো বিদ্যৈক্যং প্রতিপাদনম্—একশাখাগত উষস্ত ও কহোল ব্রাহ্মণে উপদেশগত ভিন্নতা নাই।

৩৫ সূ—অন্তরাভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ।

ব, অ—ক্ষিত্যাদি ভূতগণ ব্রহ্ম হইতে অন্তর এ বাক্যে ব্রহ্মের একত্ব নষ্ট হয় না। (অন্তরাঃ সর্ব্বান্তরত্বম্)।

দীপিকা—উষস্তকহোলব্রাহ্মণয়ো বিদ্যৈকত্বং কুতঃ, আত্মনোঽন্তরা সর্ব্বান্তরত্বেনোভয়ত্র পাঠাদিতি শেষঃ ভূতগ্রাম-

বদিতি নিদর্শনং ব্যতিরেকে যথা ভূতগ্রামস্য পৃথিব্যাদে র্ন সর্ব্বান্তরত্বং তদ্বদাত্মনঃ, আত্মনি সর্ব্বান্তরত্বং ন স্যাদেকস্যাবয়ে তু যথা একোদেব ইত্যাদৌ সর্ব্বান্তরত্বমেকস্য তদ্বৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—'যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ' শ্রুতিতে ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ বলেন এবং সর্ব্বান্তরও বলেন তজ্জন্য বিদ্যাভেদ বলা যাউক? উত্তর—বিদ্যার একত্ব পক্ষই স্বীকার্য্য। পাঞ্চভৌতিক দেহে পৃথিবী হইতে জলের অন্তরতা, জল অপেক্ষা তেজের ইত্যাদিরূপে ভূতগণ অপেক্ষাকৃত অন্তর, কিন্তু ব্রহ্মবস্তু সর্ব্বান্তর এতদ্দ্বারা ব্রহ্মের একত্বই প্রতিপন্ন করিয়া থাকে। "একোদেবঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সর্ব্বভূতাদিগূঢ়ঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" এ শ্রুতিবাক্য তাহার পরিপোষক। ব্রহ্ম এক তজ্জন্য জ্ঞানও এক।

৩অধ্যা—৩পা—২২অধি—৩৬সূ—৩৯৬সা সং।

৩৬সূ—অন্যথাভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশান্তরবৎ।

ব, অ—তত্ত্বমস্যাদির বিভিন্নতা থাকিলেও 'একত্ব' স্বীকার্য্য।

(উপদেশান্তরঃ—তত্ত্বমস্যাদি)।

দীপিকা—অন্যথাবিদ্যৈকত্বে আত্মনো ভেদানুপপত্তিরিতি চেৎ, ন, তাণ্ডিনা তত্ত্বমসীতি নবকৃত্বউপদেশভেদো বিদ্যৈক্যে তদ্বৎ অত্রাপি স্যাৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—তত্ত্বমস্যাদির বিভিন্ন উক্তি দ্বারা বিদ্যা বা জ্ঞান ভেদ স্বীকার করা যাউক? উত্তর—বিভিন্ন উক্তি দোষাবহ নহে। জ্ঞেয়ের একত্বই জ্ঞানের একত্ব সমর্থন করে "স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" এ উপদেশের পুনরুক্তি হইলেও কোন ভেদ নাই।

২২ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

বিদ্যাভেদোঽথ বিদ্যৈক্যং স্যাদুষস্ত কহোলয়োঃ?
সমানস্য দ্বিরাম্নানাদ্ বিদ্যাভেদো প্রতীয়তে।

৩অধ্যা—৩পা—২৩অধি—৩৭সূ—৩৯৭সা সং।

২২ অধিকরণের মীমাংসা।

সর্ব্বান্তরত্বমুভয়ো র্নাস্তি বিদ্যৈকতা ততঃ,
শঙ্কাবিশেষো নাস্ত্যত্র দ্বিপাঠস্তত্ত্বমসীতিবৎ।

২৩ অধিকরণ—উপাসনানাং পৃথক্ত্বেঽপি তেষামব্যতিহারো নিরূপণম্—উপাসনা সকল পৃথক্ হইলেও তাহাদের 'ব্যতিহার' নাই।

৩৭সূ—ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ।

ব, অ—বিশেষ্য বিশেষণ ভাবের উপদেশ পাওয়া যায়।

ব্যা, বি,—ব্যতিহারঃ—বিশেষণবিশেষ্যভাবঃ। বিশিংষন্তি উপদিশন্তি।

দীপিকা—তদ্যোঽহং সোঽসৌ যোঽসৌ সোঽহমিত্যাদাবীশ্বরবুদ্ধিবদীশ্বরে স্বাত্মবুদ্ধিরিতি ব্যতিহারেণ বুদ্ধিদ্বয়ং করণীয়ং অনেকবুদ্ধিকরণে নিদর্শনং ইতরবৎ যথা সর্ব্বত্মাদিবুদ্ধিঃ ক্রিয়তে তদ্বৎ, কুতঃ, হি যস্মাৎ ত্বং বাহমস্মি অহং বৈ ত্বমসীতি বিশেষস্ত্যাম্নাতারঃ।

তাৎপর্য্য—তদ্যোঽহং সোঽসৌ যোঽসৌ সোঽহং ত্বং বা অহমস্মি ভগবতি দেবতে অহং বা ত্বমসি' এই শ্রুতিতে (যঃ, সঃ, অহং) ইত্যাদি ব্যতিহার বা বিশেষ্যবিশেষণভাব অভিধ্যানার্থ শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। অপরাপর শ্রুতিতে যেমন 'সর্ব্বাত্মত্ব' ধ্যানের জন্য উপদিষ্ট, ইহাও সেইরূপ ঐকান্ত চিন্তার উপদেশ মাত্র।

২৩ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

ব্যতিহারে স্বাত্মরতে রেকধা ধী রুতদ্ দ্বিধা?,
বস্ত্বৈক্যাদেকধৈক্যস্য দার্ঢ্যায় ব্যতিহারধীঃ।

২৩ অধিকরণের মীমাংসা।

ঐক্যেঽপি ব্যতিহারোক্ত্যা ধী র্দ্বিধেশস্য জীবতা,
যুক্তোপাস্ত্যৈ বাচনিকী মূর্ত্তিবদ্দার্ঢ্যমাথিকম্‌।

৩অধ্যা—৩পা—২৪অধি—৩৮সূ—৩৭৮সা সং

২৪ অধিকরণ—সত্যাবিদ্যায়া একত্বপ্রতিপাদনম্‌।

সত্যবিদ্যার একত্ব প্রতিপাদন।

৩৮সূ—সৈব হি সত্যাদয়ঃ।

ব, অ—বিভিন্ন উপনিষদে একই সত্য পুরুষের উপদেশ।

দীপিকা—স যো হৈবমেতং মহদ্যক্ষমিত্যাদিনা যদ্যৎ তৎ সত্যমসী স আদিত্য ইত্যাদিনা যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষঃ পুরুষ ইত্যাদিনা চ যোক্তা সা একৈব হি যস্মাৎ তৎ সত্যমিতি প্রকৃতাকর্ষণাদয়ঃ সত্যাদয়ঃ সর্ব্বে গুণা উভয়ত্রোপসংহর্ত্তব্যাঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—বাজসনেয় ব্রাহ্মণের উভয় বিভিন্ন সন্দর্ভে 'সত্যবিদ্যা' কথিত আছে। উক্ত 'সত্যবিদ্যা, একা কি বিভিন্না? উত্তর—স যো হৈবমেতং মহদ্‌ যক্ষং প্রথমজং বেদোক্তং ব্রহ্ম—'যে উপাসক মহান্‌ পূজ্য ব্রহ্মের উপাসনা করেন' এইরূপ এক সন্দর্ভে উক্ত আছে। অপর সন্দর্ভের উক্তি—'তৎ সত্যমসৌ যো আদিত্যো এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়ং দক্ষিণে অক্ষঃ পুরুষঃ'—এই শ্রুতি 'আদিত্যপুরুষ' ও 'অক্ষিপুরুষ' পক্ষে। উক্ত উভয় সন্দর্ভের শ্রুতিদ্বয় একই 'সত্যবিদ্যা' উপদেশ করেন। একই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনা। পূর্ব্ব শ্রুতির ফল 'জয়ন্তীমান্‌ লোকান্‌' এই লোক সকল জয় করেন, এবং দ্বিতীয় শ্রুতির ফল—'পাপ্মান্‌ হন্তি'—পাপ সকল নষ্ট করে। উভয় ফলশ্রুতিই একরূপ, এজন্য ইহাদিগকে বিভিন্ন উপদেশ বলা যায় না। উপাসনার একত্ব প্রযুক্ত শ্রুতিদ্বয়ের উপসংহার করা যাইবে।

২৪ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

দ্বে সত্যবিদ্যে একা বা যক্ষরব্যাদিবাক্যয়োঃ ?
ফলভেদাদুভেলোকজয়াৎ পাপহতেঃ পৃথক্।

২৪ অধিকরণের মীমাংসা।

প্রকৃতাকর্ষণাদেকা পাপঘাতোঽঙ্গধী ফলং,
অর্থবাদোঽথবা মুখ্যো যুক্তোঽধিকৃতিকল্পকঃ।

৩অধ্যা—৩পা—২৫অধি—৩৯সূ—৩৯৯সা সং।

২৫ অধিকরণ—দহরাকাশ হার্দাকাশয়োরুপসংহর্ত্তব্যম্—দহরাকাশ ও হৃদয়াকাশ ইহাদের উপসংহার কর্ত্তব্য।

৩৯সূ—কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ।

ব, অ—'সত্যকামাদি' বিশেষণ শ্রুত্যন্তরে নীত হইবে, কেন না 'হৃদাদি' আয়তনের উক্তি একরূপ।

ব্যা, বি—কামাদি—সত্যকামাদি, ইতরত্র শ্রুত্যন্তরে, আয়তনাদি হৃদাদি।

দীপিকা—কামাদি সত্যকামাদি দহরবিদ্যায়াং শ্রূয়মাণমিতরত্র যোঽয়ং বিজ্ঞানময় ইত্যাদি বৃহদারণ্যকোক্তে উপসংহর্ত্তব্যম্ তত্র চ যদ্বশিত্বাদিকং তদপি ছান্দোগ্যোক্তদহর ইতি উপসংহর্ত্তব্যম্, কুতঃ, আয়তনাদিভ্য।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—ছন্দোগ্য বলেন "তদ্ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ"—ব্রহ্মপুরে 'দহর' নামে পুণ্ডরীক আলয়ে অন্তরাকাশ 'আত্মা'। বাজসনি বলেন "এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু"—যিনি প্রাণ বা ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে 'বিজ্ঞানময়' তিনিই আত্মা। পূর্ব্বশ্রুতিতে 'সত্যকামাদির' উল্লেখ আছে। এতদুভয় শ্রুতির কি উপসংহার করা যাইতে পারিবে ? উত্তর—উপসংহৃত হইতে পারিবে। উভয় উপনিষদের 'হৃদয়াদি আয়তনের'

উপদেশ সমান। বাজসনি নির্গুণ উপাসনার এবং ছান্দোগ্য সগুণ উপাসনার উপদেশ করেন, তাহা হইলেও গুণোপসংহার অযুক্ত নহে।

২৫ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

অসংহৃতিঃ সংহৃতির্বা ব্যোম্নোর্দহরহার্দয়োঃ ?
উপাস্যজ্ঞেয়ভেদেন তদ্‌গুণানামসংহৃতিঃ।

২৫ অধিকরণের মীমাংসা।

উপাস্ত্যে ক্বচিদন্যত্র স্তুতয়ে বাস্তু সংহৃতিঃ,
দহরাকাশ আত্মৈব হৃদাকাশোঽপি নেতরঃ।

৩অধ্যা—৩পা—২৬অধি—৪০সূ—৪০০ সা সং।

২৬ অধিকরণ—উপাসকস্য ভোজনে প্রাণাহুতি-লোপাপত্তিঃ—উপাসকের ভোজনকালে 'প্রাণাদির' আহুতি-লোপে আপত্তি।

৪০সূ—আদরালোপঃ।

ব, অ—শ্রুতিতে অগ্নিহোত্রের আদর করেন, এজন্য আহুতি লোপে আপত্তি হইতে পারে ? (আদর-স্তুতিনির্ব্বাহ)।

দীপিকা—ন লোপঃ পূর্ব্বাতিথিভ্যোঽশ্নীয়াদিত্যাদের্জাবালানামাদরাদিতিপূর্ব্বপক্ষঃ।

তাৎপর্য্য—'প্রাণায় স্বাহা' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা উদরে অন্ন প্রদান ও অগ্নিতে আহুতি প্রদান অগ্নিহোত্রের সমান ফলপ্রদ। ভোজন লোপ হইলেও প্রাণাগ্নিহোত্রের লোপ হয় না। শ্রুতিতে অগ্নিহোত্র প্রতি আদর দেখা যায়—"যথা হি ক্ষুধিতাবালা মাতরং পর্য্যুপাসতে, এবং সর্ব্বাণি ভূতান্যগ্নিহোত্র মুপাসতে।" (সংশয় সূত্র)।

৩অধ্যা—৩পা—২৬অধি—৪১সূ—৪০১সা সং

২৬ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—আহুতি বিচার।

৪১ সূ—উপস্থিতেঽতদ্বচনাৎ।

ব, অ—ভোজনে প্রাণাহুতিকে অগ্নিহোত্র বলে না। (উপস্থিতে-ভোজনে)।

দীপিকা—তদ্‌যদ্‌ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেদিত্যত্র ভোজনে সতি ভক্তেন প্রাণাহুতীনাং বিধানাৎ ভোজনালোপেঽপি প্রত্যগাগতমুপস্থিতং তদ্ভক্তং দ্রব্যং অতোঽস্মাদ্ভক্তদ্রব্যাৎ প্রাণাগ্নিহোত্রস্য নিষ্পত্তিঃ। নত্বন্যস্মাৎ কস্মাচ্চিৎ যদ্ভক্তমিত্যনেন অস্যাগ্নিহোত্রদ্রব্যত্ববচনাৎ অতো ভোজনলোপেঽপি লোপোঽগ্নিহোত্রস্য।

তাৎপর্য্য—ভোজনের প্রথমে, 'প্রাণায় স্বাহা' ইত্যাদি মন্ত্র অগ্নিহোত্র। যদি ভোজন উপস্থিত থাকে তবেই প্রাণাগ্নিহোত্র নির্ব্বাহ করিবে। অভোজন দিবসে ঐ অগ্নিহোত্রের লোপ দোষাবহ নহে। 'তৎ বচন' বা সেই প্রথমমন্ত্রকে (প্রাণায় স্বাহা) ভোজনমন্ত্র বলিয়া বিশেষ করিয়াছেন। উহা প্রকৃত অগ্নিহোত্র নহে। তবে অগ্নিহোত্রের সহায় এজন্য অগ্নিহোত্র শব্দ আরোপিত হয়। অগ্নিহোত্রের মুখ হোমকুণ্ড, বক্ষঃ অগ্নিহোত্রের বেদী, বর্হি বা কুশা তাঁহার লোমচয় এবং গার্হপত্য তাঁহার হৃদয়। "উর এব বেদির্লোমানি বর্হিঃ হৃদয়ং গার্হপত্যঃ।" (মীমাংসাসূত্র)।

২৬ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

ন লুপ্যতে লুপ্যতে বা প্রাণাহুতিরভোজনে?
ন লুপ্যতেঽহুতিথেঃ পূর্ব্বং ভুঞ্জীতেত্যাদরোক্তিতঃ।

২৬ অধিকরণের মীমাংসা।

ভুজ্যর্থাম্নোপজীবিত্বাৎ তল্লোপে লোপ ইষ্যতে,
ভুক্তিপক্ষে পূর্ব্বভুক্ত্যাবাদারোঽপ্যুপপদ্যতে।

৩অধ্যা—৩পা—২৭অধি—৪২সূ—৪০২সা সং।

২৭ অধিকরণ—উদ্গীথকর্ম্মাঙ্গীভূতদেবতোপাসনায়া

অনিয়তত্বম্—উদ্গীথকর্ম্মাঙ্গীভূত দেবতোপাসনায় নিয়ম নাই।

৪২সূ—তন্নির্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্ধ্যপ্রতিবন্ধফলম্ ।

ব, অ—উদ্গীথাদি ঐচ্ছিক এজন্য নিত্যনিয়মিত নহে।

ব্যা, বি—উদ্গীথাদি উপাসনানাং অনিয়মঃ ।

দীপিকা—তেষাং কর্ম্মগুণযাথাত্ম্যনির্দ্ধারণানামুদ্গীথরসতমত্বাদীনাং ন নিত্যবন্নিয়মঃ, ন সর্ব্বদা কর্ম্মণ্যনুষ্ঠীয়মানেঽনুষ্ঠানং, কুতঃ, তদ্দৃষ্টেঃ তস্যানিয়মস্য তেনোভৌ কুরুত ইত্যাদিদৃষ্টেরবগমাৎ। ননু উভয়োঃ কিময়মেব হেতুরিত্যত আহ হি যস্মাৎ পৃথক্ ফলং অপ্রতিবন্ধঃ অতিশয়ঃ 'যদেব বিদ্যয়া করোতীত্যাদিনা শ্রূয়ত অতঃ ফলভূয়ার্থিনি উপাসনানি গোদহনাদিবৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—'উদ্গীথমুপাসীত' প্রভৃতি কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা গুলি কি অবশ্য প্রয়োজ্য? উত্তর—'উদ্গীথাদি' উপাসনা যজ্ঞের অঙ্গ। উহারা বিধায়ক নহে। ফলজ্ঞাপক মাত্র। শ্রুতিতে আরও দেখা যায় 'কেবল বিজ্ঞান' ও 'কেবল কর্ম্ম' অপেক্ষা 'বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট কর্ম্মের' ফল অধিক। বিদ্যা ও অবিদ্যাকৃত কর্ম্ম নানা প্রকার, তন্মধ্যে যাহা 'বিদ্যাকৃত' তাহা বীর্য্যবত্তর। এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ "নানা তু বিদ্যা চাবিদ্যা চ যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি।" কর্ম্মেও ফল আছে। উদ্গীথাদি উপাসনা ঐচ্ছিক এজন্য 'কল্পসূত্রকার' উহাদিগকে 'ক্রতুর' মধ্যে পরিগণিত করেন নাই।

২৭ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

নিত্যা অঙ্গাববদ্ধাঃ স্যুঃ কর্ম্মস্য নিয়তা উত ?
পর্ণবৎ ক্রতুসম্বন্ধো বাক্যান্নিত্যাস্ততো মতাঃ।

২৭ অধিকরণের মীমাংসা।

পৃথক্‌ফলশ্রুতেনৈতা নিত্যা গোদোহনাদিবৎ,
'উভৌ' কুরুত ইত্যুক্তং কর্ম্মোপাস্ত্যনুপাসিনোঃ।

৩অধ্যা—৩পা—২৮অধি—৪৩সূ—৪০৩সা সং।

২৮ **অধিকরণ**—সম্বর্গবিদ্যোক্তাধিদেববায়ধ্যাত্ম-প্রাণয়োরণুচিন্তনস্য পৃথক্‌ত্বম্। সম্বর্গবিদ্যোক্ত বায়ুকে অধিদেব এবং প্রাণকে অধ্যাত্মচিন্তা একরূপ নহে।

৪৩ সূ—প্রদানবদেব তদুক্তম্।

ব, অ—পূর্ব্বমীমাংসায় ইন্দ্রকে পিষ্টক প্রদানের বিচারে বায়ু ও প্রাণ এক নহে। (প্রদান পুরোডাশাদিবাক্য)।

দীপিকা—বাজসনেয়কে 'বদিষ্যাম্যেবাহ' ইত্যাদিনা বাগাদিভ্যঃ প্রাণোধিকোঽবধারিতোঽধ্যাত্মমধিদৈবঞ্চ জ্বলিষ্যাম্যোবাহমিত্যগ্ন্যাদিভ্যো বায়ুঃ এবং ছান্দোগ্যেঽপি সম্বর্গবিদ্যায়াং বায়ুপ্রাণাবধারিতো বিদ্যায়া ঐক্যমপি তত্রৈতৌ বায়ুপ্রাণৌ ভিন্নস্বরূপৌ ন তু বিদ্যাভেদৌ যথৈকস্মিন্নগ্নিহোত্রে সায়ং প্রাতঃ প্রবৃত্তিভেদ ইত্যেতস্মিন্নর্থে নিদর্শনং প্রদানবৎ যথা ত্রিপুরোডাশিন্যামিষ্টৌ ইন্দ্রায় রাজ্ঞে ইন্দ্রায় স্বারাজ্ঞে ইত্যত্র রূপভেদাৎ পৃথক্‌প্রদানং তদ্বদ্বায়ুপ্রাণয়োরপি ভেদস্তদুক্তং পূর্ব্বমীমাংসায়াং সংকর্ষোঽনন্তা বা দেবতা পৃথক্‌জ্ঞানাৎ সংকর্ষঃ সর্ব্বেষামভিগময়ন্ অস্মাদেকঃ হেলয়া পরিত্যাগঃ প্রাপ্তঃ। তং পরিত্যাগং 'বা' শব্দো বারয়তি, কুতঃ, পৃথক্ জ্ঞানাৎ রাজাদিগুণানাং।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—বৃহদারণ্যক শ্রুতির অধ্যাত্ম গণনায় 'প্রাণকে' ইন্দ্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ বলেন, কিন্তু ছান্দোগ্যে আধিদৈবিক গণনায় শ্রেষ্ঠ বলেন; যথা 'বায়ুর্বাব সম্বর্গঃ' আবার 'য এব বায়ুঃ স এব প্রাণ,—যিনি প্রাণ তিনি বায়ু ইহাও শ্রুত হয়। 'প্রাণ' ও 'বায়ু' এক কি পৃথক্? উত্তর—বায়ু ও প্রাণ এক নহে এবং একত্ববোধে ধ্যেয়ও নহে। পূর্ব্ব মীমাংসায় ইন্দ্রের উদ্দেশে ও স্বর্গের রাজার উদ্দেশে ১১ পুরোডাশ পিষ্টক প্রদানের বিধান আছে। উক্তরূপ বায়ু ও প্রাণে পৃথক্। ইন্দ্র এক হইলেও স্বর্গরাজগণ এক নহে। বিস্তার ঐক্য থাকিলেও অধ্যাত্ম অধিদেবের ভেদ আছে এবং প্রবৃত্তিরও ভেদ আছে। অগ্নিহোত্রের কালিক ভেদও স্বীকৃত হয়—স্বায়ং, প্রাতঃ। অবস্থা, দেবতা ও প্রয়োগ ভেদে উক্ত দৃষ্টান্ত সার্ব্বাত্মিক নহে।

২৮ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

একীকৃত্যঃ পৃথগ্ বা স্যাদ্ বায়ুপ্রাণানুচিন্তনম্,
তত্ত্বাভেদাত্তয়োরেকীকরণেনানুচিন্তনম্।

২৮ অধিকরণের মীমাংসা।

অবস্থাভেদতোঽধ্যাত্মমধিদৈবং পৃথক্ শ্রুতেঃ,
প্রয়োগভেদো রাজাদিগুণকেন্দ্রে প্রদানবৎ।

৩অধ্যা—৩পা—২৯অধি—৪৪সূ—৪০৪ সা সং।

২৯ অধিকরণ—মনশ্চিদাদীনাং স্বতন্ত্রবিদ্যাত্ব-স্বীকারঃ—'মন' 'চিৎ' ইত্যাদি পৃথক্ উপাসনা।

৪৪সূ—লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ তদ্ধি বলীয়স্তদপি।

ব, অ—প্রকরণ অপেক্ষা লিঙ্গের প্রাধান্য জৈমিনিও বলেন।

ব্যা, বি—লিঙ্গন্তৎপ্রকরণাৎ বলীয়ঃ। তদপি জৈমিনিরাহ। ভূয়স্ত্বাৎ বাহুল্যাৎ। শ্রুতিলিঙ্গেত্যাদিবচনাৎ।

দীপিকা—বাজসনেয়কেঽগ্নিরহস্যে মনোঽধিকৃত্য ষট্‌ত্রিংশৎসহস্রাণি অপশ্যদাত্মনোঽগ্নিনর্কান্ মনোময়ান্ মনশ্চিৎ

ইত্যাদিনা আম্নাতা অগ্নয়ঃ স্বতন্ত্রা ন ক্রিয়ানুপ্রবেশিনঃ, কুতঃ, তদ্ যদ্ কিঞ্চ ইত্যাদের্লিঙ্গস্য ভূয়স্ত্বাদধিকত্বাৎ। সন্তি লিঙ্গানি অপ্যগ্নেঃ প্রকরণাৎ কর্ম্মানুপ্রবেশিনঃ ইত্যত আহ তদ্ধি বলীয়ঃ, হি যস্মাৎ লিঙ্গং প্রকরণাৎ বলীয়ঃ। তদপ্যুক্তং পূর্ব্বস্মিন্ কাণ্ডে 'শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাদিতি একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চক্ষণবিলম্বাৎ পরস্য পরস্য দৌর্ব্বল্যং পূর্ব্বস্য প্রাবল্য'মিত্যাক্ষিপতিপূর্ব্ববাদী পূর্ব্বাধিকরণে।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—বাজি ব্রাহ্মণে 'বাকৃচিৎ' 'প্রাণচিৎ' প্রভৃতি সার্দ্ধ ত্রিসহস্র অগ্নির নাম শ্রুত হয়। এসকল অগ্নি 'কর্ম্মাঙ্গ' কি 'উপাসনাঙ্গ'? উত্তর—উহারা ক্রিয়াঙ্গ নহে। ষট্‌ত্রিংশৎ সংখ্যা উপাসনার লিঙ্গ বা চিহ্ন সূচিত হয়। 'প্রকরণ' অপেক্ষা 'লিঙ্গ' বলবান্ তাহার প্রমাণ 'শ্রুতিলিঙ্গ বাক্যপ্রকরণ স্থানসমাখ্যায়ানাং সমবায়ে' ইত্যাদি দীপিকোক্ত।

৩অধ্যা—৩পা—২৯অধি—৪৫সূ—৪০৫ সা সং।

২৯ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—মনশ্চিদাদি কর্ম্মাঙ্গ।

৪৫সূ—পূর্ব্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ ক্রিয়ামানসবৎ।

ব, অ—পূর্ব্বে ইষ্টকাগ্নির প্রকরণ থাকায় "বাকৃচিদাদি" মানস ক্রিয়ার মত কর্ম্মাঙ্গ।

ব্যা, বি—পূর্ব্বস্য ইষ্টকাগ্নেঃ। বিকল্পঃ—বিশেষঃ।

দীপিকা—মনশ্চিদাদয়ঃ ক্রিয়ৈব স্যাৎ কথং পূর্ব্বস্মিন্ ক্রিয়াময়েঽগ্নৌ বিকল্পঃ সঙ্কল্পঃ বিশেষোঽভিধীয়তে যতস্তদপি, কুতঃ, ক্রিয়াময়স্যাগ্নেঃ প্রকরণাৎ। বিরূপস্য তৎ প্রকরণাৎ ক্রিয়ারূপত্বং মানসবৎ যথা দশরাত্রস্য দশমেঽহন্যপি বাক্যে

পৃথিব্যাঃ পাত্রে সমুদ্রস্য সোমস্য প্রজাপতিদেবতায়ৈ গৃহ্যমাণস্য গ্রহণাসাদনহরণোপহ্বানভক্ষণানি মানসান্যেবাম্নায়ন্তে, স চ মানসোঽপি গ্রহকল্পঃ ক্রিয়াপ্রকরণাৎ ক্রিয়াশেষ এবমপ্যগ্নিকল্প ইত্যর্থঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—'ইষ্টকাগ্নি' প্রস্তাবের পরেই 'মনশ্চিদাদি' অগ্নির উপদেশকে 'প্রকার ভেদ' মাত্র বলি? 'লিঙ্গ' 'প্রকরণ' অপেক্ষা বলবান্ নহে এজন্য উহা উপাসনার অঙ্গ কিরূপে হয়? 'মনশ্চিৎ' অগ্নিতুল্য চিন্তনীয়, এজন্য মানস ক্রিয়ার মত বলা যাইতে পারে? (সংশয়সূত্র)।

৩অধ্যা—৩পা—২৯অধি—৪৬সূ—৪০৬ সা সং।

২৯ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—মনশ্চিদাদি কর্ম্মাঙ্গ।

৪৬সূ—অতিদেশাচ্চ।

ব, অ—উহাদের অতিদেশও লক্ষিত হয়।

দীপিকা—তেষামেকৈকং এতাবানযাবানসৌ পূর্ব্ব ইত্যতিদেশস্তস্মাদপি পরিহরতি। অতঃ প্রকরণং লিঙ্গং বাধতে।

তাৎপর্য্য—ঐ সকল অগ্নির অতিদেশও লক্ষিত হয়। সেই অতিদেশ দ্বারা 'কর্ম্মাঙ্গ' নিশ্চিত হউক? কেননা 'সামান্যের' উপদেশ থাকিলেই 'বিশেষের' ও অতিদেশ (তুল্য) উপদেশ হইয়া থাকে। (সংশয়সূত্র)।

৩অধ্যা—৩পা—২৯অধি—৪৭সূ—৪০৭ সা সং।

২৯ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—মনশ্চিদাদি উপাসনা।

৪৭সূ—বিদ্যৈব তু নির্দ্ধারণাৎ।

ব, অ—উহাদিগকে উপাসনা বলিয়াই শ্রুতি নির্দ্ধারণ করেন।

(বিদ্যা—উপাসনা)।

দীপিকা—'তু' শব্দোঽগ্নীনাং ক্রিয়ারূপত্বং বারয়তি কিং তর্হি বিদ্যৈব, কুতঃ, বিদ্যোচিত এবেতি নির্দ্ধারণাৎ।

তাৎপর্য্য—'তেহৈতে বিদ্যোচিত এব' এইরূপ শ্রুতিতে অবধারিত হওয়ায় উক্ত 'মনশ্চিৎ' প্রভৃতি অগ্নি সকল 'উপাসনারই' অঙ্গ বলা যাইতে পারে 'কর্ম্মাঙ্গ' কিরূপে বলা যায়? (মীমাংসাসূত্র)।

৩অধ্যা—৩পা—২৯অধি—৪৮সূ—৪০৮ সা সং।

২৯ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—মনশ্চিদাদি উপাসনা।

৪৮সূ—দর্শনাচ্চ।

ব, অ—এ বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শিত করিয়াছেন।

দীপিকা—নির্দ্ধারণং ন বাধকং প্রকরণস্যেত্যত আহ লিঙ্গানামিতি শেষঃ।

তাৎপর্য্য— উহারা (মনশ্চিদাদি) যে ক্রিয়াঙ্গ নহে তদ্বিষয়ে লিঙ্গ বা চিহ্ন প্রদর্শন করিয়াছেন। 'লিঙ্গ ভূয়স্ত্বাৎ' সূত্রে বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে।

৩অধ্যা—৩পা—২৯অধি—৪৯সূ—৪০৯ সা সং।

২৯ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—মনশ্চিদাদি উপাসনাঙ্গ।

৪৯সূ—শ্রুত্যাদি বলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ।

ব, অ—শ্রুতিলিঙ্গাদি পর পর বলীয়ান্, এজন্য প্রকরণ দ্বারা শ্রুতির বাধা হয় না। (প্রকরণ বলেন)।

দীপিকা—ন বাধঃ প্রকরণেন লিঙ্গবাধাৎস্বাতন্ত্র্যং মনশ্চিদাদীনাং, কুতঃ, শ্রুত্যাদীনাং বলীয়স্ত্বাৎ, সন্তি চাত্র তানি, শ্রুতিস্তাবৎ বিদ্যোচিত এবেতি লিঙ্গং সর্ব্বদা সর্ব্বময়ানি ভূতানি বাক্যং তু বিদ্যয়া এবৈতে এবম্বিধাশ্চিতা ভবন্তি।

তাৎপর্য্য—৪৪ সূত্রে উক্ত হইয়াছে 'শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য ইহারা পর পর বলীয়ান্। ক্রিয়াঙ্গ বলিতে গেলে 'প্রকরণ' বল দ্বারা 'বিদ্যোচিত এবং' শ্রুতির বাধা হয়। পরন্তু শ্রুতির বাধা হইতে পারে না। (মীমাংসাসূত্র)।

৩অধ্যা—৩পা—২৯অধি—৫০সূ—৪১০ সা সং।

২৯ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—মনশ্চিদাদি পৃথক্ উপাসনা।

৫০সূ—অনুবন্ধাদিভ্যঃ প্রজ্ঞান্তর পৃথক্ত্ব-বদ্দৃষ্টশ্চ তদুক্তম্।

ব, অ—শাণ্ডিল্যবিদ্যাদির ন্যায় 'অনুবন্ধাদি' দ্বারা উহারা সত্য।

(প্রজ্ঞান্তর—শাণ্ডিল্যবিদ্যা)।

দীপিকা—অনুবন্ধেষু মনশ্চিদাদিষু ক্রিয়াবয়বা আধানাদয়ো মনসৈবাধীয়ন্তে ইত্যাদিনোক্তা যেন সোঽয়মনুবন্ধঃ আধানাদি সম্পাদনমিতি যাবৎ, আদিশব্দেন অতিদেশাদয়ঃ, নহি ক্রিয়ানুপ্রবেশিষ্বগ্নিষু ইদং সমাঞ্জসং তেভ্যঃ এতে স্বতন্ত্রাঃ। প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববদিতি নিদর্শনং যথা প্রজ্ঞান্তরাণাং শাণ্ডিল্যাদিবিদ্যানাং পরস্পরং কর্ম্মভ্যশ্চ পৃথক্ত্বং তদ্বৎ। কথমিব, দৃষ্টশ্চ আবেষ্টেঃ রাজসূয়প্রকরণাদুৎকর্ষঃ অনুবন্ধাৎ। তদুক্তং জৈমিনীয়ে প্রথমে কাণ্ডে।

তাৎপর্য্য—অনুবন্ধাদি পঞ্চকদ্বারা 'মনশ্চিৎ' প্রভৃতির স্বতন্ত্রতা অবধারিত হয়। যেরূপে শাণ্ডিল্য বিদ্যাদি অনুবন্ধাদিদ্বারা কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র নির্দ্ধারণ করা যায়, সেইরূপে মনশ্চিদাদি প্রকৃত যজ্ঞাদি নহে তাহাও অবধারিত হয়। জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসা গ্রন্থে রাজসূয়প্রকরণে 'আবেষ্টি' নামক যাগের উল্লেখ লক্ষিত আছে। তাই বলিয়া 'রাজসূয়' যাগ ও 'আবেষ্টি' যাগ এক বলা যায় না। 'আবেষ্টি' যাগ যেমন স্বতন্ত্র মনশ্চিদাদিও কর্ম্মাঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র। আবেষ্টি যাগে কেবল ক্ষত্রিয়ের অধিকার। কিন্তু রাজসূয় যাগে ব্রাহ্মণাদির অনুষ্ঠান ও বিধান পৃথক্। (মীমাংসা সূত্র)।

৩অধ্যা—৩পা—২৯অধি—৫১সূ—৪১১সা সং।

২৯ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—মনশ্চিদাদি উপাসনা।

৫১সূ—ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্মৃত্যুবন্ন হি লোপাপত্তিঃ।

ম, অ,—বিশেষণের সামান্য দ্বারা ক্রিয়াঙ্গ উপলব্ধি হয় না। লৌকিকেও 'আদিত্যে' ও 'অগ্নিতে' 'মৃত্যু' বিশেষণের সাম্য দ্বারা একত্ব উপলব্ধি হইতে পারে না।

দীপিকা—ন সামন্যাদপি ক্রিয়াঙ্গত্বং মনশ্চিদাদীনাং, কুতং, কেনাপ্যংশেন কস্যচিৎ সামান্যস্য উপলব্ধিবদিত্যত আহ, মৃত্যুবৎ 'স চ এষ মৃত্যু'রিত্যাদিত্যপুরুষস্য 'অগ্নের্বৈ মৃত্যু'রিত্যগ্নের্মৃত্যুত্বং চ তয়োরৈক্যং তদ্বৎ হি যস্মাদ্ অসৌ বৈ লোকোঽগ্নিরিতি লোকস্যাগ্নিভাবাপত্তিঃ। তদ্বৎ অত্যন্ত-বৈলক্ষণ্যে লোকদৃষ্টান্তঃ।

তাৎপর্য্য—'মনশ্চিৎ অগ্নিকে' কর্ম্মাঙ্গ বলা যায় না। "এষ এব মৃত্যু এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষ"—সূর্য্যমণ্ডলে (উং) পুরুষ মৃত্যু, এবং "অগ্নির্বৈ মৃত্যু"—অগ্নিই মৃত্যু, এই উভয় শ্রুতিতে 'মৃত্যু' শব্দের সাম্য থাকি-লেও 'আদিত্য পুরুষ' (উং), ও 'অগ্নির' আত্যন্তিক সাম্য উপলব্ধি হয় না। 'মানসসাম্যে' সেইরূপ মনশ্চিদাদি যজ্ঞাঙ্গ নহে। "অসৌ বাবলোকেঽগ্নি গৌতমাসাদিত্য এব সমিৎ।" এ প্রয়োগে লৌকিক অগ্নির সাম্য নাই। মৃত্যু বিশেষণ থাকিলেও আদিত্য পুরুষের আত্যন্তিক সাম্য হইতে পারে না। (মীমাংসা সূত্র)।

৩অধ্যা—৩পা—২৯অধি—৫২সূ—৪১২সা সং।

২৯ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—মনশ্চিদাদি উপাসনা।

৫২ সূ—পরেণ চ শব্দস্থ তাবদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধঃ।

ব, অ—পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণে 'বিদ্যাঙ্গ' বা 'উপাসনাঙ্গ' বলিয়া বহুল উক্তি আছে। (তদ্বিধ্য বিদ্যাবিধত্ব)।

দীপিকা—পরেণ চায়ং বাবলোকঃ এযোঽগ্নিশ্চিদিত্যস্মিন্নুত্তরে ব্রাহ্মণে তাবদ্বিধ্যং কেবলবিদ্যাবিধিত্বং শব্দস্থ প্রয়োজনং লক্ষতে ন শুদ্ধং কর্ম্মাঙ্গবিধিত্বং তদাহ 'বিদ্যয়া তদারোহন্তী'ত্যাদি তথা, 'পুরস্তাদপি যদেতন্মণ্ডলে ইত্যুপক্রম্যাহ—সোঽমৃতো ভবতি' ইত্যাদি তৎসামান্যাদিহাপি তত্ত্বং নন্বনুবন্ধঃ কথং তর্হি ইত্যত আহ ভূয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধঃ, তুকারঃ কর্ম্মাঙ্গতাং ব্যাবর্ত্তয়তি আধানাদীনামপি অগ্ন্যবয়বানাং সম্পাদ্যানাং ভূয়স্ত্বাৎ বহুত্বাদনুকরণে মনশ্চিদাদীনাং পুরুষার্থত্বমুক্তম্।

তাৎপর্য্য—যে ব্রাহ্মণে 'মনশ্চিদাদি' অগ্নির উক্তি আছে তাহার পূর্ব্বে ও পরে বিদ্যা-প্রাধান্য লক্ষিত হয়। পরবর্তী শ্রুতি যথা "বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাজিতাঃ, ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংসস্তপস্বিনঃ" এতদ্দ্বারা বিদ্যাফল বর্ণিত হইয়াছে। অতএব মনশ্চিদাদিকে ক্রিয়াঙ্গ বলা যায় না (মীমাংসা সূত্র)।

২৯ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

কর্ম্মশেষাঃ স্বতন্ত্রা বা মনশ্চিৎ প্রমুখাগ্নয়ঃ ?
কর্ম্মশেষাঃ প্রকরণাৎ লিঙ্গন্ত্বন্যার্থদর্শনম্।

২৯ অধিকরণের মীমাংসা।

উন্নেয়ং বিধিগাল্লিঙ্গাদেব শ্রুত্যা চ বাক্যতঃ,
বাধ্যং প্রকরণং তস্মাৎ স্বতন্ত্রং বহ্নিচিন্তনম্।

৩অধ্যা—৩পা—৩০অধি—৫৩সূ—৪১৩সা সং।

৩০ অধিকরণ—ভৌতিকস্য আত্মত্বনিরাকরণপূর্ব্বক-তদন্যস্যাত্মত্বপ্রতিপাদনম্—ভৌতিককে 'আত্মা' বলা যায় না, আত্মাশব্দ ভৌতিক হইতে স্বতন্ত্র।

৫৩ সূ—এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ।

ব, অ—চার্ব্বাক মতে দেহ হইতে 'আত্মার' উৎপত্তি। (একে+আত্মনঃ)

দীপিকা—একে লোকায়তিকা দেহব্যতিরিক্তস্য আত্মনঃ অসত্ত্বমাহুঃ জ্ঞানাদীনাম্ আত্মধর্ম্মত্বেনাভিমতানাং শরীরে সতি ভাবাৎ অসতি চাভাবাৎ শরীরস্যৈব জ্ঞানাদয়ো ধর্ম্মাঃ। ভাবঃ আবির্ভাবঃ।

তাৎপর্য্য—লোকায়তিকনামা চার্ব্বাকগণের মতে দেহই আত্মা। দেহাতিরিক্ত কোন আত্মা নাই। শরীরাকারে পরিণত ভূত পদার্থেই চৈতন্যের উদ্ভব। তাঁহাদের মতে বিজ্ঞানই চৈতন্য, তাহা শরীরাকারে সংহত ভূতনিচয় হইতে উৎপন্ন। মনের পরে স্বর্গ-মোক্ষ-ভাগী কোন আত্মা নাই। প্রাণ, চেষ্টা, চৈতন্য, স্মৃতি প্রভৃতি আত্মচিহ্ন দেহেই অবস্থিত ; তাহারা দেহ-ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে (সংশয় সূত্র)।

৩অধ্যা—৩পা—৩০অধি—৫৪সূ—৪১৪ সা সং।

৩০অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—দেহাত্মভাব অযুক্ত।

৫৪সূ—ব্যতিরেকস্তদ্ভাবাভাবিত্বান্নতূপলব্ধি-বৎ।

ব, অ—'উপলব্ধি'র বিচারে 'আত্মা' দেহ হইতে অতিরিক্ত।

দীপিকা—দেহাত্মনো ব্যতিরেকঃ কৃতঃ, তদ্ভাবা-ভাবিত্বাৎ তস্য দেহস্য ভাবেঽপি জ্ঞানচেষ্টাদীনামভাবিত্বাদস-

ত্বাদতস্তে ন দেহধর্ম্মাঃ তত্র নিদর্শনম্ উপলব্ধিবৎ যথা ভূত-ভৌতিকানামনুভবনমুপলব্ধিবিষয়ত্বেন ন বিষয়ধর্ম্মো বলাদাপততি তদ্বৎ প্রাণচেষ্টাদ্যয়োঽপি ন দেহধর্ম্মাঃ।

তাৎপর্য্য—দেহাত্মবাদ অযুক্ত। দেহ ধর্ম্ম (রূপাদি) অন্যের দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু আত্মধর্ম্ম (চৈতন্য, স্মৃতি প্রভৃতি) অন্যের দৃষ্টিগোচর হয় না। ভূত, ভৌতিক সমস্তই সেই চৈতন্য পদার্থের বিষয়। চৈতন্য কোনক্রমে ভূতধর্ম্ম হইবার যোগ্য নহে। "আত্মা" একরূপ ও উপলব্ধিস্বরূপ। আলোক না থাকিলে বস্তুর উপলব্ধি হইতে পারে না। স্বপ্নাবস্থায় দেহ নিশ্চেষ্ট হইলেও নানাপ্রকার উপলব্ধি হইয়া থাকে। অতএব দেহাত্মবাদ অযুক্ত (মীমাংসা সূত্র)।

৩০ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

আত্মা দেহস্তদন্যো বা ? চৈতন্যং মদশক্তিবৎ,
ভূতমেলনজং দেহে নান্যত্রাত্মা বপুস্ততঃ।

৩০ অধিকরণের মীমাংসা।

ভূতোপলব্ধির্ভূতেভ্যো বিভিন্না বিষয়িত্বতঃ,
সৈবাত্মা ভৌতিকাদ্দেহাদন্যোঽসৌ পরলোকভাক্।

৩অধ্যা—৩পা—৩১অধি—৫৫সূ—৩১৫ সা সং।

৩১ অধিকরণ—ঐতরেয়গতোকৃথোপাসনায়াং পৃথিব্যাদিদৃষ্টেঃ কৌশীতক্যামপি সমানত্বম্—ঐতরেয় উপনিষদোক্ত 'উকৃথ' উপাসনা ও কৌশীতকী উপনিষদোক্ত 'উকৃথ' উপাসনা পৃথিব্যাদির দৃষ্টান্তে একরূপ।

৫৫ সূ—অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্।

ব, অ—আশ্রিত উপাসনাগুলি, সকল বেদেই অনুবর্ত্তনীয়।

ব্যা, বি—অঙ্গাববদ্ধাঃ—যজ্ঞাঙ্গউদ্‌গীথাদয়ঃ।

দীপিকা—ওঁ মিত্যেদক্ষরং লোকেষু পঞ্চবিধমিত্যেব মাদ্যাঃ প্রতিবেদমুপাসনা ন স্বশাখাস্বেব উদ্‌গীথাদি শ্রুত্য-বিশেষাৎ তু শব্দো ব্যবস্থানিয়মভেদার্থঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—উদ্গীথ, হিংকারাদি পঞ্চভেদবিশিষ্ট সাম-গান, উকৃথ শাস্ত্র (বেদগীতি) এ সকল যজ্ঞাদির বিধান আছে। এই সকল অঙ্গাশ্রিত উপাসনাগুলি সেই সেই শাখার জন্য কি সমুদয় শাখার জন্য ? উত্তর—তত্তৎ উপাসনা বেদের সমুদয় শাখাতেই অনুবর্ত্তন করিতে হইবে।

৩অধ্যা—৩পা—৩১অধি—৫৬সূ—৪১৬ সা সং।

৩১ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—উপাসনানুবর্ত্তন।

৫৬সূ—মন্ত্রাদিবদ্বাঽবিরোধঃ।

ব, অ—মন্ত্রাদির ন্যায় উদ্গীথাদির শাখান্তর গ্রহণে বিরোধ নাই।

দীপিকা—বা শব্দঃ শঙ্কানিরাকরণার্থঃ, আদিশব্দেন প্রযাজাদীনাং গ্রহণং তদ্বৎ, শাখান্তরীয়াণামপ্যুদ্গীথাদিধর্ম্মানাং গ্রহণাবিরোধঃ।

তাৎপর্য্য—মন্ত্র, কর্ম্ম, গুণ এ সকল কর্ম্মাঙ্গের দৃষ্টান্তে উক্ত মীমাংসা অবিরুদ্ধ। এক শাখার মন্ত্রাদি যেমন অন্য শাখায় গৃহীত হইয়া থাকে, উদ্‌গীথাদি যজ্ঞাঙ্গ সকলও সেইরূপে গৃহীত হইবে। ইহাতে কোন বিরোধ নাই।

৩১ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

উকৃথাদিধীঃ স্বশাখাঙ্গেষ্বেবান্যত্রাপি বা ভবেৎ ?
সান্নিধ্যাৎ স্ব স্ব শাখাঙ্গেষ্বেবাসৌ ব্যবতিষ্ঠতে।

৩১ অধিকরণের মীমাংসা।

উকৃথোদ্গীথাদি সামান্যং তত্তচ্ছব্দাৎ প্রতীয়তে,
শ্রুত্যা চ সন্নিধের্বাধস্ততোঽন্যত্রাপি যাত্যসৌ।

৩ অধ্যা—৩পা—৩২অধি—৫৭সূ—৪১৭ সা সং।

৩২ অধিকরণ—বিরাড্রূপবৈশ্বানরস্য কৃৎস্নস্যৈব ধ্যাতব্যত্বম্, ন তদংশস্যেতি—বিরাট্ রূপ বৈশ্বানরই সর্ব্বতোভাবে ধ্যেয়, তাঁহার অংশ ধ্যেয় নহে।

৫৭সূ—ভূম্নঃ ক্রতুবজ্জ্যায়স্ত্বং তথা হি দর্শয়তি।

ব, অ—ক্রতুর দৃষ্টান্তে ভূমা পরমাত্মার উপাসনারই প্রাধান্য দৃষ্ট হয়।

ব্যা, বি—ভূম্নঃ—সমগ্রস্য। জ্যায়স্ত্বং—প্রাধান্যং।

দীপিকা—ভূম্নঃ প্রাচীনশালাভিহিতস্য সমস্তবৈশ্বানরস্য জ্যায়স্ত্বং বিবক্ষিতং ক্রতুবদিতি নিদর্শনং যথা ক্রতোর্দর্শপূর্ণমাসাদেঃ। সাঙ্গস্যানুষ্ঠেয়ত্বং তথা হি দর্শয়তি হি যস্মাৎ যথোক্তমস্মাভিস্তথাশ্রুতির্দর্শয়তিমূর্দ্ধাত্বেষ ইত্যাদি।

তাৎপর্য্য—বৈশ্বানর উপাসনায় পৃথক্ পৃথক্ প্রতীকে পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা অভিহিত হইলেও সে সকলের প্রাধান্য নাই, তাহারা প্রধান উপাসনার অঙ্গ। প্রধান উপাসনাই বলবতী। প্রতীকাদি উপাসনা প্রধান উপাসনার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, প্রাচীনসালকে ঔপমন্যব বলিয়াছেন দিবসূর্য্যাদি প্রতীকও উপাস্য। দর্শপৌর্ণমাসাদির খণ্ড যাগগুলি সকলে অনুষ্ঠিত হইয়া তাহাদিগকে যেমন সম্পূর্ণ করে, তেমনই খণ্ড খণ্ড অবয়ব উপাসনাগুলি একত্রিত হইয়া প্রধান উপাসনাকে সম্পূর্ণ করে। প্রতীকোপাসনা দ্বারাও প্রধানেরই উপাসনা হয়।

৩২ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

ধ্যেয়ো বৈশ্বানরাংশোঽপি ধ্যাতব্যঃ কৃৎস্নঃ এব বা ?

অঙ্গেষূপাস্তিফলয়োরুক্তেরস্ত্যংশধীরপি।

৩২ অধিকরণের মীমাংসা।

উপক্রমাবসানাভ্যাং সমস্তস্যৈব চিন্তনম্,

অঙ্গোপাস্তি ফলস্তৈস্ত্যে প্রত্যেকোপাস্তি নিন্দনাৎ।

৩অধ্যা—৩পা—৩৩অধি—৫৮সূ—৪১৮সা সং।

৩৩ অধিকরণ—অনুষ্ঠাতব্যশাণ্ডিল্যদহরাদিবিদ্যানাং বেদ্যব্রহ্মাভিন্নত্বেন ভিন্নত্বম্—শাণ্ডিল্য দহরাদির উপাসনাক্রম বিভিন্ন।

৫৮সূ—নানাশব্দাদিভেদাৎ।

ব, অ—শব্দভেদ থাকায় উপাসনা নানাবিধ, কিন্তু ঈশ্বর এক।

দীপিকা—শাণ্ডিল্যদহরোপকোশলাদিবিদ্যা নানাভিন্না এব, কুতঃ, শব্দাদিভেদাৎ বেদোপাসীতেত্যাদিশব্দঃ, আদিশব্দেন রূপাখ্যাদি ভেদস্তস্মাৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—ঈশ্বর এক অথচ নানা শ্রুতিতে নানা উপাসনা দৃষ্ট হয়। উপাসনা নানাবিধ, সুতরাং উপাস্যও নানাবিধ হউক ? উত্তর—উপাস্য এক ঈশ্বর। বিভিন্ন বোধক শব্দ দ্বারা উপাসনারই নানাবিধত্ব অবধারিত হয়। উপাসনা নানাবিধ হইলেও ঈশ্বর এক।

৩৩ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

ন ভিন্না উত ভিদ্যন্তে শাণ্ডিল্যদহরাদয়ঃ ?
সমস্তোপাসনশ্রৈষ্ঠাৎ ব্রহ্মৈক্যাদপ্যভিন্নতা।

৩৩ অধিকরণের মীমাংসা।

কৃৎস্নোপাস্তে রশক্যত্বাদ্ গুণৈর্ব্রহ্ম পৃথক্কৃতঃ,
দহরাদীনি ভিদ্যন্তে পৃথক্ পৃথগুপক্রমাৎ।

৩অধ্যা—৩পা—৩৪অধি—৫৯সূ—৪১৯ সা সং।

৩৪ অধিকরণ—আত্মনোঃ সগুণোপাসনায়াং একস্য দ্বয়োর্বহূনাঞ্চ উপাসনানাং বৈকল্পিকনিয়মকথনম্—উপাসনার বিকল্পতা।

৫৯ সূ—বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ।

ব, অ—(অহংগ্রহ উপাসনা) বৈকল্পিক। ইহার অন্য কোন বিশিষ্ট ফল নাই।

দীপিকা—সাক্ষাৎকারফলহেতুভূতানাং বিদ্যানাং বিকল্পঃ, কুতঃ, অবিশিষ্টফলত্বাৎ একস্য সাক্ষাৎকারফলস্য প্রত্যেকং তাসাং দর্শিতত্বাৎ একস্মিন্ কৃতেঽন্যস্য বৈয়র্থমিতি ভাবঃ। অহংগ্রহোপাসনায়ামুপাস্য-সাক্ষাৎকারপর্য্যন্তত্বাৎ বিকল্পনিয়মঃ।

তাৎপর্য্য—উপাসনা সকল তিন শ্রেণী ভুক্ত, 'অহংগ্রহ' 'তটস্থ' ও 'অঙ্গাশ্রিত'। এ সূত্রে 'অহংগ্রহ' উপসনার বিচার। প্রত্যেক 'অহংগ্রহ' উপাসনার ফল উপাস্য সাক্ষাৎকার মাত্র, এজন্য এ শ্রেণীর উপাসনা বৈকল্পিক। সমুচ্চয় পক্ষে এ উপাসনা সম্ভব নহে, কেননা ইহার কোন বিশিষ্ট ফল নাই, 'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ'।

৩৪ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

অহংগ্রহেষ্বনিয়মো বিকল্পো নিয়মোঽথবা ?
নিয়ামকাস্যাভাবেন যথাকাম্যং প্রতীয়তাং।

৩৪ অধিকরণের মীমাংসা।

ঈশসাক্ষাৎ কৃতেষ্বেব বিদ্যয়ৈব প্রসিদ্ধিতঃ।
অন্যানর্থক্যবিক্ষেপৌ বিকল্পস্য নিয়ামকৌ।

৩অধ্যা—৩পা—৩৫অধি—৬০সূ—৪২০ সা সং।

৩৫ অধিকরণ—বিকল্পেন সমুচ্চয়েন প্রতীকোপাসনায়া ঐচ্ছিকত্বম্—প্রতীকোপাসনা ঐচ্ছিক বা বৈকল্পিক। ইহার কোন বিশেষ নিয়ম নাই।

৬০সূ—কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্ ন বা পূর্ব্বং হেত্বভাবাৎ।

ব, অ—'তটস্থ' বা 'প্রতীক' উপাসনা সকল কাম্য, এজন্য ঐচ্ছিক। ইহাদের বিশিষ্ট ফল আছে।

দীপিকা—তু শব্দঃ কাম্যানাং বিকল্পং ব্যাবর্ত্তয়তি কাম্যা বিদ্যা যথা কামং কামমনতিক্রম্য সমুচ্চীয়েরণ্ ন বেতি তাসাং সমুচ্চয়ো বিকল্পো বা ইচ্ছা ন পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ পূর্ব্বহেতোঃ ফলৈক্যস্য কাম্যাস্বাভাবাৎ অতঃ ফলভূমার্থি-সমুচ্চয়ো নান্যস্য তাশ্চ স য এতমেব বায়ুমিত্যাদ্যাঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—'অহংগ্রহ' উপাসনার ন্যায় তটস্থ বা কাম্য উপাসনা বৈকল্পিক বলা যাউক? কারণ তাহার ফল ঈশ্বর সাক্ষাৎকার। উত্তর—তটস্থ উপাসনা সকলের ফল ঈশ্বর সাক্ষাৎকার নহে। তাহারা কাম্য অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ 'অদৃষ্ট' উৎপন্ন করে, এজন্য তটস্থের অবিশেষ ফলাফল 'বৈকল্পিক' বলা যাইতে পারে না। তটস্থ উপাসনার ফল প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন, এজন্য বিশিষ্ট ও সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠেয়। (মীমাংসাসূত্র)।

৩৫ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

প্রতীকেষু বিকল্পঃ স্যাদ্ যাথাকাম্যেন বা মিতিঃ ?
অহংগ্রহেম্বিবৈতেষু সাক্ষাৎকৃত্যৈ বিকল্পনম্।

৩৫ অধিকরণের মীমাংসা।

'দেবভূত্বে'তি বন্নাত্র কাচিৎ সাক্ষাৎকৃতৌ মিতিঃ,
যাথাকাম্যমতোঽমীযাং সমুচ্চয়বিকল্পয়োঃ।

৩অধ্যা ৩পা ৩৬অধি (৬১—৬৩সূ) ৪২৩ সা সং।

৩৬ অধিকরণ—বিকল্পসমুচ্চয়োর্যাথাকাম্যম্—বিকল্প বা সমুচ্চয় বিষয়ে অঙ্গাশ্রিত উপাসনার যাথাকাম্য দৃষ্ট হয়।

৬১সূ—অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ।

৬২সূ—শিষ্টেশ্চ।

৬৩সূ সমাহারাৎ।

(অঙ্গেষু আশ্রিতেষু। শিষ্টি বিধানং। সমাহারাৎ সমুচ্চয়ঃ)।

দীপিকা—কর্ম্মাঙ্গেষু উদ্‌গীথাদিষু যথাশ্রয়ভাবঃ যথৈষা-মাশ্রয়াঃ স্তোত্রাদয়ঃ সম্ভূয় ভবন্তি এবং প্রত্যয়াঃ অপি (৬১)। যথা চাশ্রয়াঃ স্তোত্রাদয়ঃ ত্রিষু বেদেষু শিষ্যন্তে এব-মাশ্রিতাঃ অপি প্রত্যয়াঃ (৬২)। 'হোতৃ সদনাদ্ বৈ বাপি-তুরুদ্‌গীথমনুসমাহরতি' ইতি হোত্রাৎ কর্ম্মণঃ উদ্গাতুঃ স্বকর্ম্মণস্তস্য সমাহারঃ সমাধানং তস্মাল্লিঙ্গাৎ সমুচ্চয়ঃ (৬৩)।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—তটস্থের বা অঙ্গাশ্রিত উপাসনার বা উদ্‌গীথাদি অঙ্গ আশ্রয়ে উপাসনার তবে বৈকল্পিকত্ব স্বীকার করা যায় না? তাহারাও তবে বিশিষ্ট বা সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠেয়? (৬১) যজ্ঞাঙ্গ ও তদাশ্রিত উপা-সনার বিভেদ উপদিষ্ট হয় না। এজন্য অঙ্গাশ্রিত উপাসনাগুলি সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠেয় বলি? (৬২) হোতা (ওঁকার গানকারী সামবেদী) উদ্গাতার (ঋক্-বেদীয় উদ্‌গীথ গানকারী) পুনরাহরণ বা দোষসংশোধন করেন। (দীপিকা)। এক বেদের উপদিষ্ট জ্ঞানের সহিত অন্য বেদীয় পদার্থের সামান্যতঃ সম্বন্ধ আছে এজন্য সর্ব্ববেদোক্ত উপাসনারও উপসংহার হইতে পারে? (৬৩) (সংশয়সূত্র)।

৩অধ্যা—৩পা—৩৬অধি—৬৪সূ—৩২৪ সা সং।

৩৬ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—অঙ্গাশ্রিত উপাসনা।

৬৪সূ—গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ।

ব, অ—প্রণববিষয়ণী শ্রুতি দ্বারা সমুচ্চয় শঙ্কা। (গুণ—প্রণব)

দীপিকা—বিদ্যাগুণঞ্চ বিদ্যাশ্রয়ং সন্তং ওঁকারং বেদ-ত্রয়সাধারণং শ্রাবয়তি "তেনেয়ং ত্রয়ীত্যাদিনা" অথবা কর্ম্ম-গুণানামুদ্‌গীথাদীনাং সর্ব্বপ্রয়োগসাধারণ্যশ্রুতেরপি তদা-শ্রিতানাং সমুচ্চয়ঃ সমাধত্তে।

তাৎপর্য্য—প্রণব (ওঁ) বেদত্রয় সাধারণ ও উপাসনার আশ্রয়। সেই জন্য প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক বেদত্রয়োক্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। প্রণব বেদত্রয়ের

সাধারণ, তাহার শ্রুতি—"তেনেয়ং ত্রেয়ী বিদ্যা বর্ত্ততে"। প্রত্যেক অনুষ্ঠানে প্রণবের সমুচ্চয় (সহভাব) লক্ষিত হয়। অতএব আশ্রয়ের সমুচ্চয় থাকায় আশ্রিতেরও সমুচ্চয় নিশ্চিত হউক ? (শঙ্কাসূত্র)।

৩ অধ্যা ৩পা ৩৬অধি (৬৫—৬৬সূ) ৪২৬সা সং।

৩৬ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—অঙ্গাশ্রিত উপাসনা

৬৫সূ—ন বা তৎসহভাবাশ্রুতেঃ।

৬৬সূ—দর্শনাচ্চ।

ব, অ—অঙ্গাশ্রিত উপাসনার সহভাব শ্রুত হয় না। ৬৫। অসহভাব বিষয়েই শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন। ৬৬।

দীপিকা—নবেতে সমুচ্চয়নিয়মব্যাবর্ত্তনং, কুতঃ, তৎসহভাবাশ্রুতেঃ তাসামুপাসনানাং সহভাবস্য সমুচ্চয়স্য অশ্রুতেরশ্রবণাৎ (৬৫) দর্শয়ত্যপি শ্রুতিরসহভাব'মেবং বিদ্ যো বৈ ব্রহ্মে'ত্যাদিনা। ৬৬।

তাৎপর্য্য—অঙ্গাশ্রিত উপাসনা সকলের সমুচ্চয় নিয়ম স্বীকার করা যায় না। উপাসনা সকলের সহভাবও কোন শ্রুতিতে পাওয়া যায় না। 'প্রস্তোতঃ! সামগায় হোতরেতদ্ যজ'—হে প্রস্তোতঃ ঋত্বিক্! তুমি সামগান কর, হে হোতঃ তুমি আহুতি দান কর, ইত্যাদি দ্বারা একসঙ্গে সকল অঙ্গের অনুষ্ঠান নির্ব্বাহ করিবার বিধান শ্রুত হয় কিন্তু উপাসনা সম্বন্ধে সেরূপ সহভাব শ্রুত হয় না। উপাসনা সকল যজ্ঞাঙ্গের আশ্রিত হইলেও যজ্ঞাঙ্গ নহে। প্রয়োগবচনও উপাসনার প্রাপক নহে। উদ্গীথ যজ্ঞাঙ্গ। তদবলম্বিত উপাসনা যজ্ঞানুষ্ঠাতার অঙ্গ (সহকারী)। উদ্গীথ যজ্ঞের উপকারক, কিন্তু তদাশ্রিত উপাসনা পুরুষের উপকারক। অঙ্গাশ্রিত উপাসনা অঙ্গের অধীন। অঙ্গের অভাবে সে উপাসনারও অভাব হইতে পারে কিন্তু 'সহভাব' হইতে পারে না এবং সহভাব হওয়া' বিষয়ে কোন শ্রুতিও লক্ষিত হয় না। ৬৫। শ্রুতি উপাসনা সকলে 'অসহভাবই' দেখাইয়াছেন, 'এবম্বিধ যো বৈ ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ)

যজ্ঞং যজমানং ঋত্বিজো রক্ষতি' ইতি—যে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ এইরূপ জ্ঞানলাভ করেন, তিনি যজ্ঞ, যজমান ও ঋত্বিক্‌কে রক্ষা করেন। এইরূপ শ্রুতি দ্বারা জানা যায় উপাসনা মঙ্গল সমুচ্চয়ে বা বিকল্পে অনুষ্ঠেয়। সমুচ্চয় বা বিকল্প উপাসকের ইচ্ছার অধীন, সহ ভাবনা থাকায় অবশ্য কর্ত্তব্য বলা যায় না। ৬৬।

(মীমাংসাসূত্র)।

৩৬ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

সমুচ্চয়োঽঙ্গবদ্ধেষু যাথাকাম্যে স্তু বা স্থিতিঃ ?
সমুচ্চিতত্বাদঙ্গানাং তদ্বদ্ধেষু সমুচ্চয়ঃ।

৩৬ অধিকরণের মীমাংসা।

গ্রহং গৃহীত্বা স্তোত্রস্যারম্ভ ইত্যাদিবন্নহি,
শ্রূয়তেঽসহভাবোঽত্র যাথাকাম্যং ততোভবেৎ।

ইতি শ্রীমহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত শারীরক-ব্রহ্ম-বেদান্ত-সূত্রের
তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ।

বেদান্ত-সূত্র

তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদ।

চতুর্থপাদাধিকরণম্।

১—(১সূ—১৭সূ) আত্মজ্ঞানস্য স্বতন্ত্রত্বম্, ন, ক্রত্বর্থত্বম্।

২—(১৮সূ—২০সূ) ১ বর্ণক—ঊর্দ্ধ্বরেতোরূপাশ্রমাণামস্তিত্ব ব্যবস্থাপনম্। ২ বর্ণক—লোককামিনামাশ্রমিণাং ব্রহ্মনিষ্ঠানর্হত্বম্।

৩—(২১সূ—২২সূ) উদ্গীথাবয়বস্য ওঁকারস্য ধ্যেয়ত্বম্।

৪—(২৩সূ—২৪সূ) উপনিষদাখ্যানানাং বিদ্যাস্তাবকত্বম্।

৫—(২৫সূ) আত্মবোধস্য কর্ম্মানপেক্ষত্বম্।

৬—(২৬সূ—২৭সূ) বিদ্যায়াঃ স্বোৎপত্তৌ কর্ম্মসাপেক্ষত্বম্।

৭—(২৮সূ—৩১সূ) আপদি সর্ব্বান্নাভ্যনুজ্ঞানম্।

৮—(৩২সূ—৩৫সূ) বিদ্যার্থানামাশ্রমধর্ম্মাণাঞ্চ যজ্ঞাদীনাং সকৃদনুষ্ঠানম্।

৯—(৩৬সূ—৩৯সূ) আশ্রমিণাং জ্ঞানসম্ভাবনম্।

১০—(৪০সূ—৪১সূ) আরোহমবরোহাভাবনিরূপণম্।

১১—(৪২সূ) ভ্রষ্টোর্দ্ধরেতসঃ প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা।

১২—(৪৩সূ) ভ্রষ্টোর্দ্ধরেতসঃ প্রায়শ্চিত্তস্য আমুষ্মিক শুদ্ধিজনকত্বম্, তাদৃশশুদ্ধিমতো ব্যবহারাণর্হত্বঞ্চ।

১৩—(৪৪সূ—৪৬সূ) উপাসনস্য ঋত্বিক্‌কর্ম্মত্বম্।

১৪—(৪৭—৪৯সূ) মৌনস্য বিধেয়ত্বম্।

১৫—(৫০সূ) বালস্য ভাবশুদ্ধিত্বম্, ন বয়ঃকামচারতোভয়ত্বম্।

১৬—(৫১সূ) ইহ বা জন্মান্তরে বা জ্ঞানোৎপত্তিরিতি জ্ঞানোৎপত্তেঃ পাক্ষিকত্বম্।

১৭—(৫২সূ) সালোক্যাদিমুক্তীনাং জন্যত্বেন সাতিশয়ত্বম্, নির্ব্বাণমুক্তেশ্চ নিরতিশয়ত্বম্।

নির্গুণবিদ্যা।

৩অধ্যা—৪পা—১অধি—(১—৩সূ) ৪২৯ সা সং।

১ অধিকরণ—আত্মজ্ঞানস্য স্বতন্ত্রত্বম্, ন ক্রত্বর্থত্বম্—

আত্মজ্ঞান স্বতন্ত্র, ইহা ক্রতু বা যজ্ঞের অঙ্গ নহে।

১সূ—পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতিবাদরায়ণঃ।

২সূ—শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথাঽন্যেষ্বিতি জৈমিনিঃ।

৩সূ—আচারদর্শনাৎ।

ব, অ—বাদরায়ণ মতে তত্ত্বজ্ঞানেই পুরুষার্থ। ১। জৈমিনি মতে তত্ত্বজ্ঞান কর্ম্মাঙ্গ, তত্ত্বজ্ঞানের পুরুষার্থসাধকত্ব অর্থবাদ মাত্র। ২। জনকাদির আচার দৃষ্টে তত্ত্বজ্ঞান কর্ম্মশেষরূপে অবধারিত হইতে পারে। ৩। (শেষত্ব—কর্ম্মাঙ্গত্ব)

দীপিকা—অতো বেদান্তবিহিতাৎ জ্ঞানাৎ পুরুষার্থো ভবতীতি বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে, কুতঃ, শব্দাৎ, 'তরতি শোকমাত্মবিৎ' ইত্যাদি শ্রুতেঃ। ১। কর্ত্তৃত্বেনাত্মনঃ শেষত্বাৎ তদ্বিজ্ঞানে কর্ম্মাণি বারয়তি, বিদ্যাস্তুতয়ে কর্ম্মাণুজ্ঞানমেতৎ ব্রীহিপ্রোক্ষণাদিবদ্বিষয়দ্বারেণ কর্ম্মসম্বন্ধ এবেতি এতস্মিন্নবগতপ্রয়োজন আত্মজ্ঞানে যা ফলশ্রুতিঃ সার্থবাদ ইতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে যথান্যেষু দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মসু 'যস্য পর্ণময়ী'ত্যাদিষু ফলশ্রুতিরর্থবাদস্তদ্বৎ আত্মবিজ্ঞানস্য কর্ম্মাঙ্গত্বেন লিঙ্গমিত্যত আহ। ২। জনকাদীনাং ব্রহ্মবিদাং 'জনকো হেত্যাদিনা' তস্য দর্শনাৎ। ৩। (অন্যেষু—দ্রব্যসংস্কারাদিষু)।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—'আত্মজ্ঞান' কি কর্ম্মাঙ্গ? কি কর্ম্মের সহচর? কি স্বয়ং পুরুষার্থসাধক? উত্তর—শ্রুতিতে জানা যায় 'আত্মজ্ঞান' স্বতন্ত্র পুরুষার্থ সাধন করে। ইহা কর্ম্মাঙ্গ নহে। শ্রুতিবচন যথা—'তরতি শোকমাত্মবিৎ' ইত্যাদি। ১। পূর্ব্বে প্রথমসূত্রে বলিলেন 'আত্মজ্ঞান স্বয়ং পুরুষার্থসাধক, ইহা কর্ম্মাঙ্গ নহে' এই বাক্যের প্রতিবাদে বলিতেছেন—জৈমিনি আচার্য্যের মতে তত্ত্বজ্ঞান পুরুষার্থসাধক নহে। তিনি বলেন ইহা কর্ম্মের অন্যতম অঙ্গ, 'দ্রব্য সংস্কার' বিষয়ে যেরূপ অর্থবাদ বা ফলশ্রুতি আছে যথা—

"যজমান (মন্ত্রপূত) যে অঞ্জন ধারণ করেন তদ্দ্বারা শত্রুর চক্ষু বিদ্ধ হয়" ইত্যাদির ন্যায় 'তরতি শোকমাত্মবিৎ' ইত্যাদি বাক্যও ফলশ্রুতিমাত্র বলা যাইতে পারে? বৈদিক কর্ম্মব্যতীত অন্য 'ব্যতিরেক জ্ঞানের' কি প্রয়োজন? 'ব্যতিরেক জ্ঞান' বা দেহাতিরিক্ত আত্মবিজ্ঞান থাকিলে বা না থাকিলেও 'দৃষ্টার্থ প্রবৃত্তি' উৎপন্ন হইবে। 'অতিরিক্ত জ্ঞান' (আত্মবিজ্ঞানাতিরিক্ত দেহাদি জ্ঞান) ব্যতীত বৈদিক কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। বৈদিক কর্ম্মের ফল পারলৌকিক, তজ্জন্য বৈদিক কর্ম্মে ও কর্ম্মাঙ্গে 'ব্যতিরেক' জ্ঞানের প্রয়োজন আছে বটে কিন্তু 'অপাপ' প্রভৃতি বিশেষণে 'অসংসারী আত্মবিজ্ঞান' 'প্রবৃত্তির' অঙ্গ হইতে পারে না। তাদৃশ আত্মবিজ্ঞানে বৈদিক কর্ম্মে প্রবৃত্তি না হইয়া বরং নিবৃত্তিই হইয়া থাকে। এজন্য 'অপাপ' প্রভৃতি বিশেষণ কেন না অর্থবাদ বলা যাইবে? (পূর্ব্বপক্ষ সূত্র)।২। জনকাদি রাজর্ষিগণ ও উদ্দালকাদি মহর্ষিগণ যজ্ঞাঙ্গ কর্ম্মানুষ্ঠান সকল করিতেন। সমীপে মধু পাইলে কে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে যায়? যদি কেবল তত্ত্বজ্ঞানে পুরুষার্থ লাভ হইত, তাহা হইলে তাঁহারা ক্লেশবহুল যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেন না। জ্ঞানের সহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই অবশ্য বিধেয়, কিন্তু "কেবল তত্ত্ব-জ্ঞানে' কিরূপে পুরুষার্থ সাধিত হইতে পারে? জনকাদির কর্ম্মানুষ্ঠান শ্রুত হয়—"জনকো হ বৈদেহো বহুদক্ষিণেজে" ইত্যাদি (সংশয়সূত্র)।৩।

৩অধ্যা—৪পা—১অধি (৪সূ—৭সূ) ৪৩৩সা সং।

৪সূ—তচ্ছ্রুতেঃ।

৫সূ—সমন্বারম্ভণাৎ।

৬সূ—তদ্বতোবিধানাৎ।

৭সূ—নিয়মাচ্চ।

সমন্বারম্ভণ=পরস্পর সহকারিভাবে কার্য্য করা।

দীপিকা—তস্যা বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বং 'যদেব বিদ্যয়ে'-ত্যাদি শ্রুতেঃ।৪। 'তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে' ইত্যা-

স্মাৎ।৫। তৎবতো জ্ঞানবত 'এককুটুম্ব' ইত্যাদিনা বিধানাৎ। ৬। 'কুর্ব্বন্নেত্যাদি'নিয়মাৎ। ৭।

তাৎপর্য্য—'যদেব বিদ্যয়া করোতি তদেব 'বীর্য্যবত্তরং'—যাহা বিদ্যা বা জ্ঞানের সহিত অনুষ্ঠিত হয় তাহার ফল বীর্য্যবত্তর' এ শ্রুতি দ্বারা 'তত্ত্বজ্ঞানকে' কর্ম্মাঙ্গ নিশ্চিত করা যাউক? (পূর্ব্বপক্ষ সূত্র)। ৪। অন্য শ্রুতিতেও জানা যায় 'জ্ঞান ও কর্ম্ম' সহভাবাপন্ন হইয়া ফল প্রদান করে, তবে 'জ্ঞান' কেবল কিরূপে পুরুষার্থসাধক হইতে পারে? শ্রুতিবচন যথা, "তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে", (পূর্ব্বপক্ষ সূত্র)। ৫। যাঁহাদের সম্যক্ বেদজ্ঞান আছে তাঁহাদের বেদ-প্রসূত তত্ত্বজ্ঞান অবশ্যই স্বীকার্য্য। পরন্তু বেদজ্ঞ ব্যক্তির জন্যই যজ্ঞাদির বিধান লক্ষিত হয়, যথা (আচার্য্য কুলাৎ বেদমধীত্য কুটুম্বশুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানঃ)—যিনি গুরুকুলে বাস করিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করত সমাবর্ত্তনান্তে কুটুম্বগণ মধ্যে বেদাধ্যয়নতৎপর। এরূপ বিধানে তত্ত্বজ্ঞানকে কর্ম্মাঙ্গ কেন না বলা যাইতে পারে? ৬ সূ। কর্ম্মতৎপর হইবার জন্য শ্রুতিতে 'নিয়ম' ও দেখা যায়—"যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ" "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ, এবং ত্বয়ি নান্যথেতোস্তি ন কর্ম্ম-লিপ্যতে নরে" ইত্যাদি। তবে তত্ত্বজ্ঞান কেবল কিরূপে পুরুষার্থসাধক? (পূর্ব্বপক্ষ সূত্র)। ৭।

৩অধ্যা—৪পা—১অধি (৮—১১) ৪৩৭ সা সং।

৮সূ—অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈব তদ্দর্শনাৎ।

৯সূ—তুল্যন্তুদর্শনম্।

১০সূ—ন সার্ব্বত্রিকী।

১১সূ—বিভাগঃ শতবৎ।

ব, অ—বাদরায়ণ শ্রুতিদ্বারা অধিক (জীবাধিক) ব্রহ্মজ্ঞানের পুরুষার্থ সাধকত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। ৮। শুকনারদাদিরও দৃষ্টান্তে সেইরূপ ইহা

কর্ম্মাঙ্গ অবধারিত হয় না। ৯ ('বিদ্যয়া করোতি') শ্রুতি সার্ব্বত্রিকী নহে ১০। ইহা "শতমুদ্রাভাগের" তুল্য। ১১।

দীপিকা—তু শব্দো জৈমিনীয়ং মতং ব্যাবর্ত্তয়তি। কুতঃ, অধিকোপদেশাৎ সংসারিণঃ, নিরুপাধিকস্য পরমাত্মনঃ সর্ব্বেষু বেদান্তেষু উপদেশাৎ যন্মতং বাদরায়ণস্যৈব তত্তথৈব স্থিতং তদ্দর্শনাৎ 'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ' ইত্যাদিভ্যঃ। ৮। তু শব্দঃ পূর্ব্বস্যাচারস্য বিদ্যান্তরবিষয়ত্বমাহ তুল্যং সমাচারস্য দর্শনং। ৯। ন সর্ব্ববিদ্যাবিষয়েয়ং শ্রুতিঃ কিন্তু প্রকৃতোদ্গীথ বিদ্যাবিষয়ৈব 'তং বিদ্যেত্যাদিনা' ফলে সমুচ্চয়ঃ উক্তঃ ইত্যত আহ। ১০। বিভাগোঽয়ং ন সমুচ্চয়ঃ বিদ্যয়ান্যস্যারম্ভণং কর্ম্মণান্যস্য, শতবৎ যথা শতমাভ্যাং দীয়তামিত্যত বিভাগস্তদ্বৎ। ১১।

তাৎপর্য্য—(মীমাংসা সূত্র) বেদান্তে কেবল জীবাত্মার উপদেশ নাই, তজ্জন্য 'অপাপ' প্রভৃতি বিশেষণ অর্থবাদ নহে। জীবাত্মার অতিরিক্ত পরমাত্মাই অভেদে বেদ্য বলিয়া উপবিষ্ট আছে এজন্য বাদরায়ণোক্ত 'তত্ত্বজ্ঞানের পুরুষার্থ সাধকত্ববাদ' অযুক্ত নহে।। শ্রুতি—'ভীষাস্মাৎ বাতঃ পবতে' ইত্যাদি। ৮। জনকাদির কর্ম্মানুষ্ঠান শ্রুত হয় বটে কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য, শুক, নারদ জ্ঞানী ছিলেন, কর্ম্মী ছিলেন না। "তদ্বিদ্বাংস আহুঋষয়ঃ কিমর্থাবয়মধ্যাস্যকে কিমর্থাবয়ং যক্ষ্যাবহে এতং বৈ আত্মানং ধ্যাত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ, বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াম ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি"—ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ বলিলেন কি জন্য আমরা অধ্যয়ন বা অগ্নিহোত্র করিব। আত্মাসাক্ষাৎকার দ্বারা আমরা পুত্রেচ্ছা, ধনেচ্ছা, লোকেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছি। আমরা ব্যুত্থিত হইয়াছি। এই বলিয়া ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এতদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানীদিগের কর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ক পূর্ব্বপক্ষ সূত্রের প্রতিবাদে আত্মজ্ঞানের পুরুষার্থসাধকতা প্রদর্শিত হয়, চতুর্থ সূত্রে 'যদেব বিদ্যয়া করোতি' বলিয়া যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহার প্রতিবাদে বলিতেছেন, উক্ত শ্রুতি প্রাণোপাসনা বিষয়িণী উদ্গীথ বিদ্যা। উহা সার্ব্বত্রিকী নহে। ১০। দুইজনকে 'একশত

মুদ্রা দাও' বলিলে যেমন একজনকে ৫০ মুদ্রা ও অপরজনকে ৫০ মুদ্রা বিভাগ করিয়া দেওয়া যায়, সেইরূপ কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়ে পরলোক গমনোদ্যত জীবের অনুগমন করে এই (৫ম সূত্র) বাক্যের প্রতিবাদে বলিতেছেন, কর্ম্ম অনুসারে সংকল্পিত লাভ হয় বটে কিন্তু মুমুক্ষুর পক্ষে নহে। মুমুক্ষুর সঙ্কল্পাদি রহিত। ১১।

৩অধ্যা—৪পা—১অধি (১২সূ—১৫সূ)৪৪১সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—আত্মজ্ঞান যজ্ঞের জন্য নহে।

১২ সূ—অধ্যয়নমাত্রবতঃ।

১৩ সূ—নাবিশেষাৎ।

১৪ সূ—স্তুতয়েঽনুমতির্বা।

১৫ সূ—কামকারেণ চৈকে।

দীপিকা—ননূক্তং তদ্বতোবিধানাৎ ইত্যত আহ ন জ্ঞানবতঃ। ১২। যদপ্যুক্তং নিয়মান্নেত্যত আহ ত্বত্যুক্তং ন, 'কুর্ব্বন্নেবেহ' ইত্যত্র বিদুষ ইতি বিশেষস্য অশ্রবণাৎ। ১৩। প্রকরণ সামর্থ্যাৎ বিদ্বানেব সম্বধ্যত ইত্যত আহ, বা শব্দোঽ-বিদুষস্তথা তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বমাহ॥ ১৪॥ ননু বিদ্যা-কর্ম্মশ্রুতেবিদ্যাস্তাবকত্বমিত্যত্রাপি কিং নিয়ামক ইত্যত আহ, অবগতপরমার্থাঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে কামকারেণেতি শ্রুত্যর্থনির্দ্দেশঃ। ১৫।

কামকারেণ—যথেষ্টং। একে—বিদ্বাংসঃ।

তাৎপর্য্য—আচার্য্যকুলে বেদাধ্যয়ন করিয়া' ইত্যাদি ষষ্ঠ সূত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে তদুত্তরে বলিতেছেন কর্ম্মাধিকার নিবারণ করা বেদান্তের অভিপ্রেত নহে, তবে উপনিষদ্ প্রভব আত্ম-জ্ঞানের ফল স্বতন্ত্র এবং তাহা কর্ম্মাধিকারের প্রয়োজক। কেবলমাত্র অধ্যয়ন সাপেক্ষ কর্ম্মাধিকারে জ্ঞানের

প্রতীক্ষা না থাকিলেও থাকিতে পারে। ১২। সপ্তম সূত্রের প্রতিবাদে বলিতেছেন 'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি' ইত্যাদি শ্রুতিতে কর্ম্ম করিবার নিয়মোপদেশ আছে বটে, কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে কোন বিশেষ নিয়ম শ্রুত হয় না। সে নিয়ম জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর সাধারণ। 'জ্ঞানীকেও কর্ম্ম করিতে হইবে' এরূপ কোন বিশেষ বিধান নাই। ১৩। 'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি' শ্রুতি জ্ঞানেরই স্তুতিপর। উক্ত কর্ম্মানুমতি জ্ঞানেরই স্তুতি নিমিত্ত, বাজসনেয়িগণের জ্ঞানবাদই প্রধান। ১৪। জ্ঞান কর্ম্মের সহচর বা অঙ্গ নহে এবং জ্ঞানফলকেও অর্থবাদ বলা যায় না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞানিগণ বলিয়াছেন আত্মাই আমাদের বেদ্য ও বিজ্ঞেয় এই বলিয়া তাঁহারা কামনা করেন নাই। শ্রুতিপ্রমাণ যথা—"এতদ্বস্ম বৈতৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে, কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোকঃ। ১৫।"

৩অধ্যা—৪পা—১অধি—১৬সূ—৪৪২ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)। ক্রতুর নিমিত্ত আত্মজ্ঞান নহে।

১৬ সূ—উপমর্দ্দনঞ্চ।

ব, অ,—জ্ঞান দ্বারা কর্ম্মের উপমর্দ্দন বা নাশ হয়।

দীপিকা—ক্রিয়াকারকাদেরামনন্তি যত্র ত্বস্যেত্যাদিনা। (উপমর্দ্দন = বিনাশ)।

তাৎপর্য্য—উপনিষদ্ প্রসূত আত্মজ্ঞান জন্মিলে যখন কর্ম্মের উপমর্দ্দন বা বিনাশ হইয়া থাকে তখন ইহাকে কর্ম্মাঙ্গ বলা যাইতে পারে না। শ্রুতির্যথা—'যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি। অতএব বিদ্যা বা জ্ঞান স্বতন্ত্রই পুরুষার্থ জন্মায়, কর্ম্মের সাহিত্য নহে।

৩অধ্যা—৪পা—১অধি—১৭সূ—৪৪৩ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—জ্ঞানই পুরুষার্থসাধক।

১৭ সূ—ঊর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি।

ব, অ,—শ্রুতিতে জানা যায় সন্ন্যাসাশ্রমে কর্ম্মনিয়ম নাই। (শব্দে শ্রুতৌ)।

দীপিকা—ঊর্দ্ধ্বরেতঃসু আশ্রমেষু বিদ্যাশ্রয়তে ন তত্র কর্ম্মাণি, হি যতঃ ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা ইত্যেতস্মিন্ শব্দেঽবগম্যতে।

তাৎপর্য্য—শব্দে বা উপনিষদ্ বাক্যে অবগত হওয়া যায় ঊর্দ্ধ্বরেতাঃ বা পরিব্রাজক আশ্রমে কর্ম্মের নিয়ম থাকে না। অতএব কর্ম্মসাহিত্য ব্যতিরেকে পুরুষার্থ সাধিত হয়। শ্রুতিবাক্য যথা—'এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি'।

১ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।*

ক্রত্বর্থমাত্মবিজ্ঞানং স্বতন্ত্রং বা? হ্যাত্মনো যতঃ,
দেহাতিরেকমজ্ঞাত্বা ন কুর্য্যাৎ ক্রতুগং ততঃ।

১ অধিকরণের মীমাংসা।

নাদ্বৈতধীঃ কর্ম্মহেতু র্হন্তি প্রত্যুত কর্ম্ম সা,
আচারো লোকসংগ্রাহী স্বতন্ত্রা ব্রহ্মধীস্ততঃ॥

৩অধ্যা—৪পা—২অধি—১৮সূ—৪৪৪ সা সং।

২ অধিকরণ—ঊর্দ্ধ্বরেতোরূপাশ্রমাণামস্তিত্ব ব্যবস্থাপনম্—সন্ন্যাস নির্ণয়।

১৮ সূ—পরামর্শং জৈমিনিরচোদনা চাপবদিতি হি।

*প্রথম অধিকরণটী ১৭ সূত্রে গঠিত তন্মধ্যে ১ম সূত্রটী তত্ত্বজ্ঞানের পুরুষার্থতাবাদের অবতরণ করে, ২য় সূত্রটী কর্ম্মবাদ বিষয়ে জৈমিনির মত প্রকাশক ও ১ম সূত্রের প্রতিবাদক। অনন্তর ৩য় সূত্র হইতে ৭ম সূত্র ৫টী সূত্র কর্ম্মবাদের পোষক এমতে ৬টী পূর্ব্বপক্ষ সূত্র। ৮ম সূত্র হইতে ১৭শ সূত্র পর্য্যন্ত ১০টী সূত্র তাহার মীমাংসা। বেদান্ত-সূত্রে এরূপ দীর্ঘ অধিকরণ নাই।

ব, অ,—জৈমিনি বলেন শ্রুতি সন্ন্যাশ্রমের নিন্দা করেন বর্ত্ততঃ সন্ন্যাসাশ্রম বিধান মাত্র। (পরামর্শ=উল্লেখ। চোদনা=বিধান)

দীপিকা—জৈমিনিরাচার্য্যস্ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ ইত্যাদি শব্দনির্দ্দিষ্টফলানামাশ্রমাণাং পরামর্শমাত্রং মন্যতে, কুতঃ অচোদনা যতঃ বিধায়ক শব্দাভাব ইত্যর্থঃ ননু বিধিঃ কল্পনীয়ঃ ইত্যত আহ নত্বেতৎ হি যস্মাৎ শ্রুতিরপবদতি।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—জৈমিনি স্বয়ং কর্ম্মবাদী। সন্ন্যাস আশ্রমে কর্ম্মনিয়ম থাকে না। এ বাক্যের প্রতিবাদে তিনি বলেন যে, ধর্ম্মেরতিন স্কন্ধ। ১ম স্কন্ধ—যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান, ২য় স্কন্ধ—তপশ্চরণ এবং ৩য়স্কন্ধ—গুরুকুলে বাসাদি। আশ্রমান্তর শ্রুতিবিরুদ্ধ। শ্রুতিতে অন্য আশ্রমের অপবাদ বা নিন্দা করিয়াছেন। 'তপ এব দ্বীতিয়ঃ।' এতদ্বারাওসন্ন্যাসাশ্রমের প্রতীতি হয় না। (পূর্ব্বপক্ষ সূত্র)।

৩অধ্যা—৪পা—২অধি—১৯সূ—৪৪৫ সা সং।

২ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—সন্ন্যাস নিরূপণ।—

১৯ সূ—অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ।

ব, অ,—ব্যাসের মতে পর্য্যায় সাম্য থাকায় সন্ন্যাসও অনুষ্ঠেয়।

দীপিকা—অনুষ্ঠেয়মাশ্রমান্তরং বাদরায়ণ আচার্য্যো-মন্যতে বেদে শ্রবণাৎ ন চান্ধপঙ্গ্বাদিবিষয়ত্বং কুতঃ সাম্য-শ্রুতেঃ গার্হস্থ্যেন ত্রয়োধর্ম্মস্কন্ধা ইত্যাদিনা।

তাৎপর্য্য—বাদরায়ণ বলেন গার্হস্থ্যের ন্যায় অন্যান্য আশ্রমও অনুষ্ঠেয়। অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে অশক্ত অন্ধ পঙ্গুদিগের নিমিত্তই আশ্রমান্তরের বিধান তাহা নহে। 'ধর্ম্মের তিন স্কন্ধ' এবাক্য দ্বারা সাহিত্য ও অন্যান্য আশ্রমের সমাস পরামর্শ। 'অরণ্য' 'তপঃ' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা

অতিরিক্ত অর্থাৎ উর্দ্ধরেতাঃ আশ্রমের গ্রহণ হয়। অতএব গার্হস্থ্যের মত সন্ন্যাসও অনুষ্ঠেয়।

৩ অধ্যা—৪পা—২অধি—২০সূ—৪৪৬সা সং।

২ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—সন্ন্যাস নির্ণয়।

২০ সূ—বিধির্বা ধারণবৎ।

ব, অ,—'ধারয়তি' পদ যেরূপ বিধিবাক্য প্রতীত হয় এই রূপ।

বিধি=বিধান। ধারণ—হোমীয় দ্রব্য ধারণ।

দীপিকা—বা শব্দো বিধ্যভাবং নিরাকরোতি পূর্ব্বার্থত্বাৎ ধারণবৎ উপরি হি দেবেভ্যো ধারয়তীত্যত্র সতি আশ্রমান্তরে ব্রহ্মসংস্থত্বং ন কর্ম্মিণামিত্যভিপ্রায়ঃ এবন্তাবৎ অনুষ্ঠেয়মান্তরং গার্হস্থ্যেন সাম্যশ্রুতেরিত্যুক্তং।

তাৎপর্য্য—পূর্ব্ব মীমাংসায় উক্ত আছে অধস্তাৎ 'সমিধং ধারয়েন্নন্নু বেত্যুপরি হি দেবেভ্যো ধারয়তি'—পিতৃকার্য্যে হোমীয় দ্রব্য, বেদীর অধোভাগে রাখিতে হইবে এবং দেবকার্য্যে বেদীর উপরিভাগে রাখিতে হইবে। পিতৃকার্য্যে অধোধারণের বিধিবাক্য আছে। 'ধারয়েৎ' পদ বিধিলিঙ্ 'যাৎ' বিভক্তি নিষ্পন্ন। দেবকার্য্যে উপরি ধারণের সুস্পষ্ট বিধিবাক্য নাই। 'ধারয়তি' পদ লট্—তিপ্ বিভক্তি নিষ্পন্ন। তথাপি ধারয়তি শব্দ দ্বারা 'ধারয়েৎ' এরূপ অর্থ প্রতীত হয়। উর্দ্ধ্বরেতাঃ আশ্রমের বিষয়ে সেইরূপ সুস্পষ্ট বিধিবাক্য প্রযুক্ত না থাকিলেও ইহা গার্হস্থ্যের ন্যায় অনুষ্ঠেয় বলিয়া প্রতীত হয়। "ধর্ম্মের দ্বিতীয় স্কন্ধ তপঃ" এ বাক্যে 'তপঃ' শব্দে কেহ কেহ বলেন বানপ্রস্থ আশ্রম, কিন্তু এ আশ্রমে কায়ক্লেশবহুল কৃচ্ছ্রাদি তপস্যা আছে। পরন্তু ভিক্ষুকাশ্রমে 'তপঃ' শব্দে ইন্দ্রিয়সংযমাদি। শ্রুতিতেও উর্দ্ধরেতাঃ আশ্রমের বিশেষ রূপে উল্লেখ আছে, যথা'—'ত্রয় এতে পুণ্যলোকভাক্, একোহমৃতত্বভাক্"—তিন আশ্রমের ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থে পুণ্যলোক প্রাপ্তি হয় এবং এক উর্দ্ধরেতাঃ আশ্রমে অমৃতত্ব বা মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এ বিষয়ে আরও

শ্রুতি আছে, যথা—"অথ পরিব্রাট্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ শুচিরদ্রোহী ভৈক্ষাণো ব্রহ্মভূয়ায় ভবতি"—বিবর্ণ বসন, পরিগ্রহ-হীন, শুচি এবং অদ্রোহী মুণ্ডী ভিক্ষু ব্রহ্মপদবী লাভ করেন। অতএব ঊর্দ্ধ-রেতাঃ আশ্রম শাস্ত্রসিদ্ধ এবং বিদ্যা বা জ্ঞান তদাশ্রম বিহিত বলিয়া স্বতন্ত্র পুরুষার্থ সাধন।

২ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

নাস্ত্যূর্দ্ধরেতাঃ কিংবাস্তি ? নাস্ত্যসারবিধানতঃ।
বীরঘাতে বিধিঃ কৢপ্তা বন্ধপঙ্গ্বাদিগাস্মৃতিঃ॥

২ অধিকরণের মীমাংসা।

অস্ত্যপূর্ব্ববিধেঃ কৢপ্তির্বীরহানগ্নিকো গৃহী।
অন্ধাদেঃ পৃথগুক্তত্বাৎ স্বাস্থানাং শ্রূয়তে বিধিঃ॥

৩অধ্যা—৪পা—৩অধি—২১সূ—৪৪৭সা সং।

৩ অধিকরণ—উদ্গীথাবয়বস্য ওঁকারস্য ধ্যেয়ত্বম্।

উদ্গীথাবয়ব প্রণব ধ্যান করিবার বিধান।

২১সূ—স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেন্না-পূর্ব্বত্বাৎ।

ব, অ— উদ্গীথকে 'রসতম' বলা স্তুতিপর বলিয়া শঙ্কিত হইতে পারে।

দীপিকা—স এষ রসানাং রসতম ইত্যাদি স্তুতিমাত্রং ন বিধিঃ, উদ্গীথাদি কর্ম্মাঙ্গানাং স্তাবকত্বনোপাদানাদিতি চেৎ, ন কুতঃ অপূর্ব্বত্বাৎ রসতমাদ্যর্থস্য।

তাৎপর্য্য—'স এষ রসানাং রসতম পরমঃ পরার্দ্ধোঽষ্টমো যদুদ্গীথ'—উদ্গীথ পরম বস্তু, অন্যান্য রসের ইনি রসতম ও ইনি অষ্টম রস। রস শব্দে—১ পৃথ্বী ২ জল ৩ ওষধি ৪ মনুষ্য ৫ বাক্য ৬ ঋক্ ৭ সাম ও ৮ উদ্গীথ। আশঙ্কা—উদ্গীথাদিকে স্তুতিপর বলা যাউক ? কেননা ইহারাও পূর্ব্ব প্রাপ্ত কি

পূর্ব্বাপ্রাপ্ত ? পূর্ব্ব মীমাংসায় উক্ত আছে "বিধিনাত্বেক বাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ"—বিধির সহিত ঐক্য থাকে বলিয়া তাহাদের বিধি-স্তুতি-পরতা সিদ্ধ হইতে পারে ? (সংশ্রয় সূত্র)।

৩অধ্যা—৪পা—৩অধি—২২সূ—৪৪৮সা সং।

৩অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—প্রণব ধ্যেয় বস্তু।

২২সূ—ভাব শব্দাচ্চ।

ব, অ—সমান ভাবাপন্ন শব্দ দ্বারা প্রণবধ্যেয় বলিয়া বিধান।

(ভাব—সামান্য বিধিভাব)।

দীপিকা—ভাবশব্দো বিধিশব্দ উপাসীতেত্যাদিঃ। এবং তাবৎ উদ্গীথাদেঃ কল্পনং ন দোষ ইতি।

তাৎপর্য্য—'রসতম' শব্দ প্রয়োগ স্তুতিপর নহে। উদ্গীথ ধ্যেয় বস্তু। ন্যায় ব্যাকরণে উক্ত আছে যে, বিধিলিঙ্ বিভক্তি থাকিলেই যে বিধি বোধ হয়, অন্যথা হয় না, তাহা নহে। এ বিষয়ে বচন আছে যে "কুর্য্যাৎ ক্রিয়েত কর্ত্তব্যং ভবেৎ স্যাদিতি পঞ্চমম্, এতৎস্যাৎ সর্ব্ববেদেষু নিয়তং বিধি লক্ষণম্"। 'উদ্গীথ মুপাসিত' ইত্যাদি প্রয়োগ দ্বারা বিধানই সূচিত হয়। ইহা স্তুতিপর নহে। (মীমাংসা সূত্র)।

৩ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

স্তোত্রং রসতমত্বাদি ধ্যেয়ং বা গুণবর্ণনাৎ ?
'জহুরাদিত্য' ইত্যাদাবিবকর্ম্মাঙ্গসংস্কৃতি॥

৩ অধিকরণের মীমাংসা।

ভিন্ন প্রকরণস্থত্বান্নাঙ্গবিধ্যেকবাক্যতা।
উপাসীতেতি বিধ্যুক্তের্ধ্যেয়ং রসতমাদিকম্॥

৩অধ্যা—৪পা—৪অধি—২৩সূ—৪৪৯সা সং।

৪ অধিকরণ—ঔপনিষদাখ্যানানাং বিদ্যানাং স্তাবকত্বম্। উপনিষদে কথিত বিদ্যা বা জ্ঞান প্রকৃত।

২৩সূ—পারিপ্লবার্থ ইতি চেন্ন বিশেষিতত্বাৎ।

ব, অ, বেদান্তে বিশেষ বিধান থাকায় ইহা পারিপ্লবার্থ নহে। (বিশেষিতঃ বেদান্তেষু)।

দীপিকা—'অথ তু যাজ্ঞবল্কস্য' ইত্যাদ্যাখ্যানশ্রুতয়ঃ পারিপ্লবার্থা ইতি চেৎ, তন্ন,কুতঃ পারিপ্লবমাচক্ষতে।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে দুই পত্নী ছিলেন ইত্যাদি নানাবিধ আখ্যায়িকা বেদান্তে শ্রুত হয় তাহারা 'পারিপ্লব' কি অশ্বমেধাদি যজ্ঞ সকলের অঙ্গ? উত্তর—পারিপ্লবও পাঠ্য। আখ্যান পৃথক্। 'পৃথক' শব্দ বিশেষণ থাকায় তাহাদের সামান্যার্থ গ্রহণ করা যায় না। অতএব বেদান্ত কথিত আখ্যানগুলি পারিপ্লবের অঙ্গ নহে।

৩অধ্যা—৪পা—৩অধি—২৪সূ—৪৫০ সা সং।

৪ অধিকরণ—(চলিতেছে)। আখ্যান যজ্ঞাঙ্গ নহে।

২৪সূ—তথা চৈকবাক্যতোপবন্ধাৎ।

ব, অ—আত্মবাদ বিষয়ে শ্রুতি সকলে একবাক্য।

দীপিকা—উপলক্ষণার্থত্বং বারয়তি, কুতঃ, এক বাক্যোপবন্ধাৎ তত্র তত্রাখ্যানানাং বিদ্যাভিঃ সম্বন্ধস্য উপলম্ভাৎ।

তাৎপর্য্য—উপনিষদ্ কথিত বাক্যগুলির একবাক্যতা দৃষ্ট হয়। সর্ব্বত্র 'আত্মাই' দ্রষ্টব্য এইরূপ একই উপদেশ পাওয়া যায়। 'যাজ্ঞবল্ক্যমৈত্রেয়ী' কি 'ইন্দ্রপ্রতর্দ্দন' সকল আখ্যানই আত্মবাদ।

৪ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

পারিপ্লবার্থমাখ্যানং, কিংবা বিদ্যাস্তুতিঃ স্তুতে,
জ্যায়োঽনুষ্ঠানশেষত্বং তেন পারিপ্লবার্থতা।

৪ অধিকরণের মীমাংসা।

'মনুর্বৈবস্বতো রাজে' ত্যেবং তত্র বিশেষণাৎ।
তত্র বিদ্যৈকতা ভাবাৎ ননু বিদ্যাস্তুতির্ভবেৎ।

৩অধ্যা—৪পা—৫অধি—২৫সূ—৪৫১ সা সং।

৫অধিকরণ—আত্ম-বোধস্ত কর্ম্মানপেক্ষত্বম্।

আত্মজ্ঞানে কোন কর্ম্মাপেক্ষা নাই।

২৫সূ—অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা।

ব, অ—(পূর্ব্বকারণে) আত্মজ্ঞানে যজ্ঞাদির অপেক্ষা নাই।

দীপিকা—যতো জ্ঞানাৎ পুরুষার্থঃ অতএব বিদ্যায়াঃ অগ্নীন্ধনাদিকর্ম্মণামনপেক্ষা।

তাৎপর্য্য—গার্হস্থ্যাদি আশ্রমবিহিত কর্ম্ম সকলে কাষ্ঠ ইন্ধন ইত্যাদির অপেক্ষা থাকে। পরন্তু, বিদ্যা বা আত্মজ্ঞানে কোন দ্রব্যাদির অপেক্ষা নাই। অতএব বিদ্যাই পুরুষার্থ সাধনের হেতু।

৫ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

আত্মবোধঃ ফলে কর্ম্মাপেক্ষা নো বা হ্যপেক্ষতে ?
অঙ্গিনোঽঙ্গেষপেক্ষায়াঃ প্রযাগাদিষু দর্শনাৎ।

৫ অধিকরণের মীমাংসা।

অবিদ্যা তমসোদ্ধ্বংস্তৌ দৃষ্টং হি জ্ঞানদীপয়োঃ।
নিরপেক্ষং ততোঽত্রাপি বিদ্যা কর্ম্মানপেক্ষিণী॥

৩অধ্যা—৪পা—৬অধি—২৬সূ—৪৫২ সা সং।

৬ অধিকরণ—বিদ্যায়াং স্বোৎপত্তৌ কর্ম্মানপেক্ষতম্।

এজন্ত কর্ম্মনিরপেক্ষ আত্মজ্ঞান স্বতঃই উৎপন্ন হয়।

২৬সূ—সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতে রশ্ববৎ।

ব, অ,—অশ্ব যেমন রথ চালনেই উপযোগী যজ্ঞাদিও সেইরূপ স্বস্ব আশ্রমেরই উপযোগী।

দীপিকা—সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বস্য আশ্রমাদিকর্ম্মজাতস্য বিদ্যায়া উৎপত্তাবপেক্ষা, কুতঃ, যজ্ঞাদি শ্রুতেঃ বিবিদিযন্তীত্যাদিনা ইচ্ছায়াঃ অশ্ববদিতি যোগ্যতায়াং নিদর্শনং অশ্বো রথস্য বহনেঽপেক্ষিতো, ন লাঙ্গস্যৈবং বিদ্যায়া উৎপত্তৌ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—মোক্ষে কর্ম্মাপেক্ষা না থাকিতে পারে কিন্তু বিদ্যাতে কর্ম্ম সাপেক্ষতা দৃষ্ট হয়। বিদ্যোৎপত্তিতে কর্ম্ম অপেক্ষা করে, তজ্জন্য ইহা কিরূপ সঙ্গত?

উত্তর—জ্ঞান জন্মিলে ফলের জন্য কাহারও প্রতীক্ষা করে না "তমেতমাত্মানং বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা যজ্ঞাদি কর্ম্মকে জ্ঞানের সাধন বলিয়া অবধারণ করা যায়। স্মৃতিতেও উক্ত আছে—

"কষায়পক্তিঃ কর্ম্মাণি জ্ঞানন্তু পরমাগতিঃ, কষায়ে কর্ম্মভিঃ পকে ততো জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে।" কর্ম্মদ্বারা পাপের পাক (নাশ) হইলেই জ্ঞানই ফলদান করে।

৩অধ্যা—৪পা—৬অধিঃ—২৭সূ—৪৫৩ সা সং

৬ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—কর্ম্ম পাপনাশক।

২৭ সূ—শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ।

ব, অ,—শমদমাদি অন্তরঙ্গ সাধন বলিয়া অবশ্য অনুষ্ঠেয়।

দীপিকা—তু শব্দঃ শঙ্কাং বারয়তি। তদ্বিধেঃ তেষাং শমাদীনাং ইত্যাদ্যুপক্রম্য পশ্যেদিতি বিধেঃ স্বতন্ত্র ইত্যেব আহ তদঙ্গতয়া তস্যা বিদ্যায়াঃ অঙ্গত্বেন বিধির্যতস্ততো বিদ্যার্থীনাং তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ তদন্তরঙ্গসাধনত্বং।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—"তমেতমাত্মানং ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" এ শ্রুতি বিধি বাক্য কিনা ? উত্তর—জ্ঞানার্থী শমদমাদি যুক্ত হইবেন' এবাক্যে যেরূপ 'বিধান' ও 'অনুষ্ঠেয়তা' লক্ষিত হয় জ্ঞানের উদ্দেশে সেইরূপ যজ্ঞেরও 'বিধান' স্বীকার করা যায়। জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি শমদমাদির মত যজ্ঞাদিরও 'নিমিত্ত ভাব' আছে। তবে শমদমাদি 'অন্তরঙ্গ সাধন' আর যজ্ঞাদি 'বহিরঙ্গ সাধন' এই মাত্র বিশেষ।

৬ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

উৎপত্তা বনপেক্ষেয় মুতকর্ম্মাণ্যপেক্ষতে ?
ফলে যথাঽনপেক্ষেয় মুৎপত্তাবনপেক্ষতা।

৬ অধিকরণের মীমাংসা।

যজ্ঞশান্ত্যাদিসাপেক্ষং বিদ্যাজন্মশ্রুতিদ্বয়াৎ।
হলেঽনপেক্ষিতোঽপ্যশ্বো রথে যদ্বদপেক্ষতে॥

৩অধ্যা—৪পা—৭অধি—(২৮-৩০সূ)৪৫৬ সা সং

৭অধিকরণ—আপদি সর্ব্বান্নাভ্যনুজ্ঞানম্। বিপৎ কালে সকলেরই অন্ন গ্রহণীয়।

২৮সূ—সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ।

২৯সূ—অবাধাচ্চ।

৩০ সূ—অপিচ স্মর্য্যতে।

ব, অ,—শ্রুতিতে দৃষ্ট হয় প্রাণ যায় যায় সময়ে সকলের অন্ন চলিতে পারে। (২৮) কোন বাধা নাই। (২৯) পুরাণাদিতেও প্রমাণ আছে। (৩০)

দীপিকা—ন হ বা এবমিত্যাদিনা সর্ব্বান্নানুমতির-শ্রুতা, সাঽপি প্রাণাত্যয়ে পরস্থামাপদি, কুতঃ, তদ্দর্শনাৎ তস্য প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বান্নভক্ষণস্য শ্রুতের্দর্শনাৎ।২৮। ন তু

শ্রুতস্য কস্মাৎ সঙ্কোচঃ ক্রিয়তে ইত্যত আহ আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিরিত্যাদেঃ শাস্ত্রস্য চ শব্দাচ্ছিষ্টাচারস্য চ। ২৯। নন্থ শাস্ত্রদ্বয়ং বিদ্বদবিদ্বদ্বিষয়ং ভবতীত্যত আহ "জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্ন মত্তি যতস্তত" ইত্যাদিনা সাধারণ্যমপি শব্দো দৃশ্যতেঽপীত্যাহ। ৩০।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—ছান্দোগ্যে এক শ্রুতি আছে 'ন হ বা অস্যানন্নং জগ্ধং ভবতি'—ইহার (প্রাণোপাসনার) কোন কিছু অনন্ন নহে। তবে প্রাণোপাসকের কি ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয়ে কিছুই বিচার নাই? উত্তর—জ্ঞানী কি অজ্ঞানী আপৎকালে ও প্রাণশঙ্কটস্থলে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার না করিয়া সকলের অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন। এ নিয়ম সার্ব্বকালিক নহে, পরন্তু 'করিতেই হইবে' এরূপ বিধি (লিঙ্ বিভক্তি) নাই, চাক্রায়ণ নামা একজন ঋষি মিথিলা দেশে বিপন্ন হইয়া হস্তিপকের উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন কিন্তু জলপান করেন নাই। তাঁহাকে জলপান না করার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন 'আর কিছুক্ষণ অন্ন না পাইলেই তাঁহার প্রাণ নষ্ট হইত একারণে অন্ন গ্রহণ করা হইয়াছে কিন্তু পানীয় স্বেচ্ছা লভ্য'। এ আখ্যায়িকায় জানা যায় যে প্রাণাত্যয়ে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার না করিলে তত দোষাবহ হয় না। ২৮।

ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয়ক শাস্ত্রে প্রাণাত্যয়ে অভক্ষ্য গ্রহণে বাধা দেন না। প্রাণাত্যয় ব্যতীত অন্তকালে ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিচার কর্ত্তব্য। আহার শুদ্ধি দ্বারা সত্ত্ব বা অন্তঃকরণ শুদ্ধি হয় এবং অন্তঃকরণ শুদ্ধি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। ২৯। এবিষয় স্মৃতিপ্রমাণ আছে—"জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ, লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা" "সুরাপাঃ ব্রাহ্মণাঃ কৃময়ো ভবন্ত্যাভক্ষভক্ষণাৎ। ৩০।

৩অধ্যা—৪পা—৭অধি—৩১সূ—৪৫৭সা সং।

৭ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার।

৩১সূ—শব্দশ্চাতোঽকামকারে।

ব, অ,—(ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয়ে) শ্রুতি স্বেচ্ছাচার নিবারণ করেন।

দীপিকা—অকামকারঃ কামকারনিবৃত্তি-প্রয়োজনঃ কঠানাং তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেদিতি সর্ব্বান্ননিষেধকঃ শব্দঃ অতোঽস্মাদ্বিধেরভাবাৎ সোঽপি উপপন্নং ইত্যনেন লৌকিক প্রতিষেধমাহ।

তাৎপর্য্য—কঠোপনিষদে ভক্ষাভক্ষ বিচারের বিধান দৃষ্ট হয়। "তস্মাদ্ ব্রাহ্মণো ন সুরাং পিবেৎ" স্বেচ্ছাচার নিবারণ করাই শ্রুতির উদ্দেশ্য।

৭ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

সর্ব্বাশনবিধিঃ প্রাণবিদোঽনুজ্ঞাঽথবাঽপদি ?
অপূর্ব্বত্বেন সর্ব্বান্নভুক্তির্ভোক্তু র্বিধীয়তে।

৭ অধিকরণের মীমাংসা।

স্বাদ্বন্নভোজনাশক্তেঃ শাস্ত্রাচ্চ ভোজ্যবারণম্।
আপদি প্রাণরক্ষার্থ সেবানুজ্ঞায়তেঽখিলম্॥

৩ অধ্যা—৪পা—৮অধি—(৩২-৩৩সূ)৪৫৯সা সং

৮ অধিকরণ—বিদ্যার্থাণামাশ্রমধর্ম্মাণাঞ্চ যজ্ঞাঙ্গ বিধ্যনুষ্ঠানম্—বিদ্যা, অর্থ ও আশ্রম ধর্ম্ম যজ্ঞাঙ্গ বিধানে অনুষ্ঠেয়।

৩২ সূ—বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি।

৩৩সূ—সহকারিত্বেন চ।

ব, অ,—আশ্রম কর্ম্মও বিহিত। (৩২) ইহারা জ্ঞানের সহকারী।

দীপিকা—স হি মুমুক্ষোরেবানুষ্ঠেয়ত্বং কর্ম্মণাং বারয়তি তদনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুণা মপ্যাশ্রমকর্ম্মাগ্নিহোত্রাহ্নিকং, কুতঃ, বিহিতত্বাৎ যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রমিত্যাদিনা। ৩২। সহকারিত্বং সাধনত্বং যজ্ঞেনেত্যেদিনা বিদ্যাসাধনত্বেনাপি বিহিতত্বাদিত্যর্থঃ। ৩৩।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—পূর্ব্বে আশ্রম বিহিত যজ্ঞাদিকে জ্ঞানের সাধন বলা হইয়াছে। জ্ঞানীরও তবে কি যজ্ঞাদি বিদ্যা-সহায়। যিনি জ্ঞান চাহেন না তাঁহার অবশ্য যজ্ঞাদি অনুষ্ঠেয়, কিন্তু জ্ঞান সাধকের আশ্রম কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য কি না? উত্তর—অমুমুক্ষু আশ্রমী ও মুমুক্ষু সকলেই আশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন প্রমাণ—যাবজ্জীব মগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ” ৩২। আশঙ্কা—ফলান্তর কামনায় জ্ঞানসাধকত্বরূপে বিহিত নিত্যকর্ম্ম কর্ত্তব্য এরূপ বলিলে এ সকলের কিরূপে বিদ্যাসাধকত্ব থাকিতে পারে? উত্তর—আশ্রম বিহিত কর্ম্ম-কলাপ জ্ঞানের সহকারী কিন্তু জ্ঞান-ফল বা মোক্ষের সহকারী নহে। কর্ম্মফল জ্ঞানের সহায়তা করে ও চিত্তশুদ্ধি জন্মায়। ৩৩।

৩অধ্যা—৪পা ৮অধি (৩৪সূ—৩৫) ৪৬১সা সং

৮অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ —ব্রহ্মচার্য্য।

৩৪সূ—সর্ব্বথাপি তত্রৈবোভয়লিঙ্গাৎ।

৩৫সূ—অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি।

ব, অ,—জ্ঞানী ও কর্ম্মী উভয়েরই অগ্নিহোত্রাদির বিধান। ৩৪। ব্রহ্মচর্য্যের অভিভব বা বিনাশ নাই। ৩৫।

দীপিকা—ত এবাগ্নিহোত্রাদয়ো ধর্ম্মাঃ অনুষ্ঠেয়াঃ কুতঃ, উভয়লিঙ্গাৎ ‘বিবিদিষন্তীত্যাদি’ শ্রুতিঃ অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলমিত্যাদিকা স্মৃতি স্তত্র এব হি প্রসিদ্ধবদুৎপান্নানাং কর্ম্মণাং নিয়োগং কুর্ব্বন্ত্যাবেকত্বলিঙ্গং তস্মাৎ। ৩৪। এষ হ্যাত্মা ন নশ্যতি যং ব্রহ্মচর্য্যেণেত্যাদিনাত্র প্রত্যক্ষমপ্যাহ। ৩৫।

তাৎপর্য্য—অগ্নিহোত্রাদি আশ্রম ধর্ম্মও জ্ঞানের সহকারী, এজন্য জ্ঞানী কর্ম্মী সকলেরই অনুষ্ঠেয়। “তমেতমাত্মানং যজ্ঞেন বিধিদিষন্তি”—যজ্ঞ দ্বারা ব্রহ্মকে অবগত হওয়া যায়। স্মৃতিতে ও উক্ত আছে “অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ, স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নি র্ন চাক্রিয়ঃ।” গীতা। শ্রুতি ও স্মৃতিতে ৪৮ প্রকার সংস্কারের উল্লেখ আছে।

এই ৪৮ প্রকার সংস্কারের মধ্যে বিবাহ গর্ভাধান প্রভৃতি ১০ প্রকার সংস্কার অধুনা অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায় এই সকল সংস্কার দ্বারা দেহ ও মন বিশুদ্ধ হয়, শ্রুতি বলেন যাঁহার ৪৮ প্রকার সংস্কার হইয়াছে তাঁহারই জ্ঞানোৎপত্তি সুলভ। তজ্জন্য কর্ম্মভেদ শঙ্কিত হয় না। যজ্ঞাদি সকলেরই অনুষ্ঠেয়। ৩৪। শ্রুতি—"এষ হ্যাত্মা ন নশ্যতি য ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতে"—ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ব্রহ্ম অনুভূত হইলে পুনরায় অন্তর্হিত হন না।" ফলতঃ যজ্ঞাদি আশ্রমীর যেমন কর্ত্তব্য, জ্ঞানীরও সেইরূপ জ্ঞানোৎপত্তির সহায়। ৩৫।

৮ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ ।

বিদ্যার্থ মাশ্রমার্থঞ্চ দ্বিঃপ্রয়োগোঽথবা সকৃৎ ?
প্রয়োজনবিভেদেন প্রয়োগোঽপি বিভিদ্যতে ।

৮ অধিকরণের মীমাংসা ।

শ্রদ্ধান্নভুক্ত্যা তৃপ্তিঃ স্যাদ্‌বিদ্যার্থেনাশ্রমস্তথা,
অনিত্য-নিত্যসংযোগ উক্তিভ্যাং শ্রাদিরে মতঃ ।

৩অধ্যা ৪পা ৯ অধি (৩৬সূ—৩৭সূ) ৪৬৩সা সং

৯ অধিকরণ—আশ্রমিণাং জ্ঞানসম্ভাবনম্। আশ্রমী দিগের জ্ঞান পথ বিচার।

৩৬সূ—অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ ।

৩৭সূ—অপিচ স্মর্য্যতে ।

ব, অ—(দারিদ্র্য, প্রভৃতি) অন্তরায় জন্য সকলে কর্ম্মী হন না। স্মৃতিতেও নিদর্শন আছে।

দীপিকা—অন্তরাঃ বিধুরাদীনাং অন্তরালবর্ত্তিনাং বিদ্যায়া মধিকারঃ, কুতঃ, তস্য অধিকারস্য রৈকাদিষু দৃষ্টেঃ। তুকারস্ত্বন্তরালবর্ত্তিনা মনধিকারং ব্যাবর্ত্তয়তি অন্যেষামপি অধিকারং সমুচ্চিনোতি। ৩৬। সম্বর্ত্তপ্রভৃতীনামন্তরাল বর্ত্তিনাং মহাযোগিত্বং পুরাণাদৌ স্মৃতঞ্চ। ৩৭।

তাৎপর্য্য—যাহারা বিধুর বা দরিদ্র তাহারা আশ্রম বিহিত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে অশক্ত, যাঁহারা অনাশ্রমী তাঁহারা দেবারাধনা জপাদি দ্বারা বিদ্যাধিকারী হইতে পারেন। রৈক্ক প্রভৃতি দরিদ্র ছিলেন অথচ তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ। ৩৬। মহাভারতাদিতে স্মৃত হয় সম্বর্ত্ত প্রভৃতি ঋষিগণ নগ্ন সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহারা মহাযোগী ছিলেন অথচ আশ্রমবিহিত কর্ম্মও করিতেন। ৩৭।

৩অধ্যা ৪পা ৯ অধি (৩৮সূ—৩৯সূ) ৪৬৫ সা সং

৯ অধিকরণ—(চলিতেছে)—উপ—জ্ঞানী বিচার।

৩৮সূ—বিশেষানুগ্রহশ্চ।

৩৯ সূ—অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাৎ।

ব, অ, (দরিদ্রদিগের উপর) ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ। (৩৮)। অনাশ্রমী হইতে আশ্রমী শ্রেষ্ঠ, তাহার প্রমাণ আছে। (৩৯)।

দীপিকা—তেষা মপি জপোবাসাদিকর্ম্মবিশেষৈ-রনুগ্রহঃ। ৩৮। তু শব্দঃ আশ্রমকর্ম্মণা মনুষ্ঠানস্যাবৈয়র্থ্যমাহ অতোঽন্তরালবার্ত্তিত্বাদিতরদাশ্রমবর্ত্তিত্বং জ্যায়ঃ অতি শ্রেষ্ঠং বিদ্যাসাধনং কুতঃ শ্রুতিস্মৃতিলিঙ্গাচ্চ শ্রুতিলিঙ্গ মনাশ্রমী ন তিষ্ঠেদিত্যাদি তাভ্যাং বিহিতমপ্যাহ। ৩৯।

অতঃ—অনাশ্রমিত্বাৎ। ইতরৎ আশ্রমিত্বং।

তাৎপর্য্য—বিধুর বা অনাশ্রমী থাকা অপেক্ষা আশ্রমাবস্থান শ্রেষ্ঠ। আশ্রমোচিত কার্য্যাদি না করিলেও বিধুর দরিদ্র ভক্তদিগের প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ শ্রুত হয়। প্রমাণ—'জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ, কুর্য্যাদন্যন্নবা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে"। বহু জন্মান্তরেও জ্ঞান লাভ হয় 'অনেক জন্মসংসিদ্ধি স্ততো যাতি পরাং গতিং'। ৩৮। অনাশ্রম অপেক্ষা আশ্রমাবস্থানে সহজে জ্ঞান সাধন হয়। এ বিষয়ে শ্রুতিস্মৃতি প্রমাণ আছে. শ্রুতি—'তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ তৈজসশ্চ'। স্মৃতি—অনাশ্রমী তু ন তিষ্ঠেদ্দিন মেক মপি দ্বিজঃ'। ৩৯।

৯ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

নাস্ত্যনাশ্রমিণোজ্ঞান মস্তি বা? নৈব বিদ্যতে,
ধীশুদ্ধ্যর্থাশ্রমিত্বস্য জ্ঞানহেতোরভাবতঃ।

৯ অধিকরণের মীমাংসা।

অস্ত্যেব, সর্ব্বসম্বন্ধি জপাদেশ্চিত্তশুদ্ধিতঃ,
শ্রুতাহি বিদ্যা রৈক্কাদে রাশ্রমে স্মৃতিশুদ্ধতা।

৩অধ্যা—৪পা—১০অধি—৪০সূ—৪৬৬সা সং।

১০ অধিকরণ—আরোহণবরোহাভাবনিরূপণম্—আরোহাবরোহ-অভাব নিরূপণ।

৪০সূ তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবো জৈমিনে-রপি নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ।

ব, অ—সন্ন্যাসী হইলে পুনরায় গৃহী হইতে পারে না। জৈমিনিরও এই মত।

ব্যা, বি—তদ্ভূতস্য সন্ন্যাসস্য। ন তদ্ভাবঃ—ন অন্যাশ্রম প্রাপ্তিঃ। নিয়মেভ্যঃ—বিধান শাস্ত্রেভ্যঃ।

দীপিকা—তু শব্দো উত্তমাশ্রমাধিরূঢ়স্যামরণং তস্মিন্নেবাবস্থান মাহ, তদ্ভূতস্য সন্ন্যাসাশ্রমাশ্রমিণো হতদ্ভাবঃ অন্যাশ্রমাবস্থিতি স্তৎ পরিত্যাগমাত্রং জৈমিনেরাচার্য্যস্য মতং, কিমু বাদরায়ণস্য, কুতঃ, নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ নিয়মস্ততো ন পুনরিয়াদিতি, অতদ্রূপং যথা ব্রহ্মচর্য্যাদাশ্রমত্রয় গমনং তদ্রূপ্যতে শব্দেনৈবং সন্ন্যাসাদিভ্যঃ আশ্রমান্তরং অভাবশ্চ শিষ্টাচারস্য সন্ন্যাসাদীনাং গার্হস্থ্যস্বীকারস্তেভ্যঃ।

তাৎপর্য্য—উর্দ্ধরেতাঃ আশ্রম শেষ আশ্রম। এ আশ্রম গ্রহণ করিলে গার্হস্থ্য প্রভৃতি আশ্রমে ফিরিয়া আসিতে পারে না। জৈমিনিরও এই মত। শাস্ত্রে সন্ন্যাসের নিয়ম, অতদ্রূপতা ও অভাব এই তিন হেতুদ্বারা এ মীমাংসা অবগত হওয়া যায়। নিয়ম—"আচার্য্যেণাভ্যনুজ্ঞাতশ্চতুর্ণা মেক মাশ্রমম্, বিমোগান্তং শরীরস্য সোঽনুতিষ্ঠেৎ যথাবিধিঃ, অতদ্রূপতা—তদ্রূপ (সন্ন্যাসাতিরিক্ত আশ্রমগ্রহণ) তাহার নিবারক। অভাব—শিষ্টগণমধ্যে (অতিরিক্ত আশ্রমতা) অভাব। যাহা যাহার বিহিত তাহাই তাহার ধর্ম্ম।

৩অধ্যা—৪পা—১০ অধি—৪১সূ—৪৬৭ সা সং।

১০অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা।

৪১সূ—ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাৎ তদযোগাৎ।

ব, অ, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাতকাদি হইতে শুদ্ধ হন না।

দীপিকা—অধিকরণ লক্ষণে ষষ্ঠ্যাধ্যায়ে (আধিকারিকং প্রায়শ্চিত্তং) যো ব্রহ্মচারী স্ত্রীয় মুপেয়াৎ স গর্দ্দভং পশু মালভতে ইতি ব্রহ্মচারিণঃ স্ত্রীগমনে গর্দ্দভঃ পশুঃ যোঽপি তদ্বদুপনয়নহোমবৎ যথোপনয়নহোমো লৌকিকাগ্নৌ তদ্বৎ অয়মপি পশুর্লৌকিক এব, কুতঃ, আধানস্য দারগ্রহণ পুরঃসরস্য ব্রহ্মচারিণোঃ অপ্রাপ্তত্বাদিতি যদুক্তং তদপি ন নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারিণঃ এবং প্রায়শ্চিত্তং কুতঃ আরুঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্ম-মিত্যাদিনা অপ্রতিসন্দেহস্য পতনস্যানুমানাৎ প্রতিক্রিয়াভাবাৎ নৈষ্ঠিকস্য প্রায়শ্চিত্তাযোগাদিতি পূর্ব্বপক্ষঃ।

তাৎপর্য্য—ব্রহ্মচারী দুই প্রকার। নৈষ্ঠিক ও উপকুর্ব্বাণ। কোন কারণে ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ হইলে উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী যাগ ও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা মুক্ত হন। নৈষ্ঠিকের প্রায়শ্চিত্ত নাই। যাগে পশ্বাদির প্রয়োজন এজন্য নৈষ্ঠিকের পূর্ব্বমীমাংসা কথিত প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা হইতে পারে না।

বচন—"আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্মং যস্তু প্রব্যজতে পুনঃ, প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুদ্ধেৎ স আত্মহা।"

১০ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

অবরোহোঽস্ত্যাশ্রমিণাং ন বাঽরাগাৎ স বিদ্যতে ?
পূর্ব্বধর্ম্ম শ্রদ্ধয়া বা যথারোহ স্তথৈচ্ছিকঃ।

১০ অধিকরণের মীমাংসা।

রাগস্যাতি নিষিদ্ধত্বাদ্বিহিতস্যৈব ধর্ম্মতঃ,
আরোহনিয়মোক্তাদেন াবরোহোঽস্ত্যশাস্ত্রতঃ।

৩অধ্যা—৪পা—১১অধি—৪২—সূ৪৬৮ সা সং

১১অধিকরণ—ভ্রষ্টোর্দ্ধরেতসঃ প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা—নৈষ্ঠিক ভ্রষ্ট রেতারও প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা।

৪২সূ—উপপূর্ব্বমপিত্বেকে ভাবমশনবত্তদুক্তম্।

ব, অ, জৈমিনি ও অন্য কোন কোন মতে অশনের (মাংসাদি ভোজন) ন্যায় রেতোভ্রষ্ট হইলেও নৈষ্ঠিকের উপপাতক হয়। উপপূর্ব্ব=উপপাতক ভাব=প্রায়শ্চিত্ত বিধির অস্তিত্ব।

দীপিকা—তু শব্দঃ প্রায়শ্চিত্তাভাবং ব্যাবর্ত্তয়তি একে আচার্য্যা গুরুদারাদিভ্যঃ অন্যত্র ব্রহ্মচর্য্যে চ্যবন মুপপূর্ব্বমপি উপপাতক মপাহুঃ কিমুতঃ প্রায়শ্চিত্তস্য সত্ত্বং অতঃ প্রায়শ্চিত্তস্য ভাবং মন্যামহে অশনবৎ যথা মধুমাংসাদিভক্ষণং উপকুর্ব্বাণস্য পুনঃ সংস্কারঃ প্রায়শ্চিত্তং তদ্বৎ তদুক্তং প্রমাণলক্ষণে সমাবিপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ যববরাহাদি-কারণপূর্ব্বপক্ষে আর্য্যম্লেচ্ছয়ো র্যববরাহাদিষু সমাবিপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ ইতি সূত্রং সিদ্ধান্তং তেন ব্যবহারাদিশব্দানা মার্য্যপ্রসিদ্ধানা

মেব স্বীকারঃ ইত্যেতদর্থং সূত্রেশাস্ত্রস্য বা নিমিত্তত্বাদিতি, বা শব্দো ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধং ব্যাবর্ত্তয়তি শাস্ত্রস্যৈবার্থ্যপ্রসিদ্ধিঃ স্বীকরণীয়া, কুতঃ, তস্য শাস্ত্রস্য যত্রান্যা ওষধয়ো আন্নায়ন্তে ইত্যাদে নিমিত্তত্বাৎ নিয়মকত্বাৎ অথবা তস্যার্থস্য প্রসিদ্ধেঃ শব্দার্থসঙ্গতিগ্রহণে নিমিত্তত্বাৎ।

তাৎপর্য্য—কেহ কেহ বলেন নৈষ্ঠিক ধর্ম্মে ঊর্দ্ধরেতাঃ আশ্রমে স্ত্রীসংসর্গ জন্য উপপাতক হয়। মদ্য মাংসাদি ভক্ষণে তাঁহারা যেরূপ প্রায়শ্চিত্তী হন অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তজ্জন্য পাতক হইতে অব্যাহতি পান, সেইরূপ রেতঃসেক করিলেও প্রায়শ্চিত্তী হইবেন। জৈমিনি মুনিও প্রায়শ্চিত্তী হইবেন বলিয়া মত দেন।

১১ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

ভ্রষ্টোর্দ্ধ রেতসো নাস্তি প্রায়শ্চিত্ত মথাস্তি বা?
অদর্শনোক্তেঃ নাস্ত্যেব ব্রতিনো গর্দ্দভঃ পশুঃ।

১১ অধিকরণের মীমাংসা।

উপপাতক মেবৈতৎ ব্রতিনো মধুমাংসবৎ,
প্রায়শ্চিত্তস্য সংস্কারাৎ শুদ্ধির্যত্নপরং বচঃ।

৩ অধ্যা—৪পা—১২অধি—৪৩সূ—৪৬৯সা সং।

১২ অধিকরণ—ভ্রষ্টোর্দ্ধরেতসঃ প্রায়শ্চিত্তস্য আমুষ্মিকশুদ্ধিজনকত্বম্ তাদৃশশুদ্ধিমতো ব্যবহারানর্হত্বঞ্চ—ভ্রষ্টোর্দ্ধরেতার আমুষ্মিকশুদ্ধি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা হইলেও তদ্বিষয়ে বিধান নাই।

৪৩—বহিস্তূভয় যথাঽপি স্মৃতেরাচার্য্যাচ্চ।

ব, অ,—শাস্ত্র ও শিষ্টাচার উভয় মতেই ভ্রষ্টোর্দ্ধরেতাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিতে বিধান করেন।

দীপিকা—তু শব্দঃ কৃতপ্রায়শ্চিত্তে ব্যবহারাভাব মাহ যন্ত্ববকীর্ণিত্বং উপপাতকং যদি বা মহাপাতকং উভয়থাপি শিষ্টৈ স্তে কৃতপ্রায়শ্চিত্তাঃ অপি বহিষ্কার্য্যা, কুতঃ, স্মৃতে রাচার্য্যাচ্চ স্মৃতি রারূঢ়পতিত মিত্যাদ্যা, আচারঃ শিষ্টানাং প্রায়শ্চিত্তাভিধানাদপি।

তাৎপর্য্য—উর্দ্ধরেতাঃ ভ্রষ্ট হইলে সাধুসমাজ হইতে চ্যুত হইবে, এবিষয়ে শাস্ত্র ও শিষ্টাচার উভয়েই প্রমাণ আছে। শাস্ত্র প্রমাণং—"আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্মং" ইত্যাদি। আচার—"আরূঢ়পতিতং বিপ্রং মণ্ডালাচ্চ বিনিঃসৃতম্, উদ্বদ্ধং কৃমিদষ্টঞ্চ স্পৃষ্টা চান্দ্রায়ণং চরেৎ"।

১২ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

শুদ্ধঃ শিষ্টৈরুপাদেয় স্ত্যাজ্যো বা দোষহানিতঃ ?
উপাদেয়োঽন্যথা শুদ্ধিঃ প্রায়শ্চিত্তকৃতা বৃথা।

১২ অধিকরণের মীমাংসা।

আমুষ্মিকে চ শুদ্ধিঃ স্যাত্ততঃ শিষ্টাস্ত্যজন্তিকং
প্রায়শ্চিত্তা দৃষ্টিবাক্যাদশুদ্ধি স্ত্বৈহিকীষ্যতে।

৩অধ্যা—৪পা—১৩অধি—৪৪সূ—৪৭০ সা সং।

১৩ অধিকরণ—উপাসনস্য ঋত্বিক্‌কর্ম্মত্বম্—যজ্ঞাঙ্গ-উপাসনাদি ঋত্বিগের কর্ত্তব্য।

৪৪সূ—স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ।

ব, অ,—(যজ্ঞাদি) স্বামীকে (যজমানকে) ফলদান করে এরূপ আত্রেয় মুনির মত।

দীপিকা—'অঙ্গাববদ্ধাস্ত্যুপাসনানি' ইতি স্বামিনো যজমানস্য কর্ম্মানীত্যাত্রেয় আচার্য্যো মন্যতে হেতুমাহ ফলশ্রুতে রিতি পূর্ব্বপক্ষঃ।

তাৎপর্য্য—যজ্ঞাঙ্গ উপাসনা সকল স্বামী বা যজমানকে কর্ম্ম-ফল প্রদান করে, পুরোহিতের যজ্ঞাঙ্গ উপাসনায় কোন ফল শ্রুত হয় না; এজন্য যজ্ঞাঙ্গ উপাসনা সকল যজমানের স্বয়ং অনুষ্ঠেয়, ইহাই আত্রেয় মুনির মত (সংশয়সূত্র)।

৩অধ্যা—৪পা—১৩অধি—৪৫, ৪৬সূ ৪৭২ সা সং

১৩ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—উপাসনা ঋত্বিগের করণীয়।

৪৫সূ—আর্ত্বিজ্যমিত্যৌড়ুলোমিস্তস্মৈহি পরিক্রীয়তে। ৪৬সূ—শ্রুতেশ্চ।

ব, অ—ঔড়ুলোমি বলেন, উপাসনাদি ঋত্বিগ্‌গণের কর্ত্তব্য, কারণ যজমান কর্ত্তৃক তাঁহারা ক্রীত. এবিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণও আছে। (৪৫।৪৬) (ঋত্বিজ্ +য)।

দীপিকা—আর্ত্বিজ্যমিতি ঔড়ুলোমি রাচার্য্যো মন্যতে হি যস্মাৎ তস্মৈ সাঙ্গকর্ম্মসিদ্ধ্যর্থং যজমানেন পরিক্রীয়তে। বকোদাল্‌ভ্য ইতিবাক্যশেষাদঙ্গোপাসনমৃত্বিক্‌কর্ম্মেত্যুক্তং।

তাৎপর্য্য—ঔড়ুলোমি মুনি বলেন কর্ম্মফল যজমানের হয় হউক সে বিষয়ে বিরোধ নাই। যজ্ঞাদি উপাসনা সকল যে যজমানের নিজেরই করণীয়, ইহা বলা যায় না। সেই সকল কর্ম্ম করিবার জন্য যজমান কর্ত্তৃক ঋত্বিক্ ক্রীত, কেননা যজমান ঋত্বিক্‌গণকে যজ্ঞ করিবার অধিকার প্রদান করেন।৪৫। এবিষয়ের শ্রুতিপ্রমাণও পাওয়া যায়। যজ্ঞাঙ্গ উপাসনা সকল ঋত্বিক্‌গণের কর্ত্তব্য বটে, পরন্তু তাহার ফল যজমানের। শ্রুতিপ্রমাণ—যাং বৈ কাঞ্চন ঋত্বিজ আশিসমাসাসত ইতি যজমানায়ৈব তামাসাসত"—ঋত্বিক্‌গন যজ্ঞে যে সকল আশিস্ বা প্রার্থনা করেন তাহা যজমানেরই জন্য। ৪৬।

১৩ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

অঙ্গধ্যানং যাজমান মার্ত্বিজ্যং বা? যতঃ ফলং
ধাতুরেব শ্রুতং তস্মাদ্ যাজমান মুপাসনম্।

১৩ অধিকরণের মীমাংসা।

ক্রয়াদেবং বিযুগ্‌দাতে ত্যাত্বিজ্যং চ স্ফুটং শ্রুতং
ক্রীতত্বাদৃত্বিজস্তেন কৃতং স্বামিকৃতংভবেৎ।

৩অধ্যায়—৪পা—১৪অধি—৪৭সূ—৪৭৩ সা সং।

১৪ অধিকরণ—মৌনস্য বিধেয়ত্বম্—মৌনভাব বিধেয়।

৪৭সূ—সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ।

ব, অ—(বাল্য পাণ্ডিত্যের) সহকারী 'মৌন' ও বিধি।

দীপিকা—সহকার্য্যন্তরস্য মৌনস্য বাল্যপাণ্ডিত্যবদ্বিধি রেবাশ্রণীয়ং যদত্রোক্তং তন্মৌনমিত্যত আহ তৃতীয়ং বাল্য-পাণ্ডিত্যং চোক্তং কস্যেতদিত্যত আহ তদ্বত আত্মানং বিদিত্বে-ত্যাদিনোক্তো যঃ সন্ন্যাসীতদ্বান্ তস্য, চেদ্ব্যর্থং বিধান মিত্যত আহ, পক্ষেণেতি ভেদদর্শনস্য প্রাবল্যস্তস্মিন্ পক্ষে ইত্যর্থঃ, সহাকারিবিধানে নিদর্শনং বিধ্যাদিক যথা পৌর্ণমাসাদাবাধানা-দিকং তদ্বৎ।

তাৎপর্য্য—"তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ বাল্যঞ্চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনির্মৌনিঞ্চ মৌনঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ" এ শ্রুতিতে মৌনাবলম্বন বিধি কি অনুবাদ? উত্তর—বিধি মৌনাবলম্বন জ্ঞানের সহকারী কারণ। মৌনাবলম্বন বাল্য ও পাণ্ডিত্যের পরবর্ত্তী, এইজন্য মৌনকে তৃতীয়াবস্থা বলা যায়। বাল্য শব্দে বালভাব ব্রহ্ম বুদ্ধির নাম পণ্ডা এজন্য 'পাণ্ডিত্য' শব্দে ব্রহ্মজ্ঞান। 'মৌন' শব্দে মননশীল মুনির ভাব। ইহাও বাল্য-পাণ্ডিত্যের ন্যায় বিধেয়। মৌন শব্দে আশ্রমান্তরও বুঝায়—যথা গার্হস্থ্য, আচার্য্যকুল, মৌন ও বানপ্রস্থ। 'মুনিপুঙ্গব' শব্দের অর্থ মননশীল 'মননাৎ মুনিরুচ্যতে' জ্ঞানী উপাসকের জন্যই 'মৌন' বিধান। 'তদ্বতঃ' শব্দে ব্রহ্মজ্ঞান বিশিষ্ট। পূর্ব্ব মীমাংসাতেও মৌনকে বিধির অন্তর্ভূত স্বীকার করেন।

৩অধ্যা—৪পা—১৪অধি—৪৮সূ—৪৭৪ সা সং।

১৪অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—মৌন বিচার।

৪৮সূ—কৃৎস্ন ভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ।

ব, অ—গৃহীর পক্ষে মৌনাদির বিধান নহে।

ব্যা, বি—কৃৎস্ন ভাবাৎ বহুলায়াসসাধ্যত্বাৎ।

দীপিকা—তু শব্দো বিশেষণার্থঃ কৃৎস্নভাবোঽস্য বিশিষ্যতে। বহুলায়াসানি হি বহূন্যাশ্রমকর্ম্মাণি যজ্ঞাদীনি তং প্রতিকর্ত্তব্যতয়োপদিষ্টানি আশ্রমান্তরকর্ম্মাণি চ যথাসম্ভবমহিংসেন্দ্রিয়সংযমাদীনি তস্যাপি বিদ্যন্তে, অস্মাৎ গৃহমেধিনোপসংহারো ন বিরুধ্যতে।

তাৎপর্য্য—উপরোক্ত বিধান গৃহীর পক্ষে নহে। গৃহী বহুলায়াসসাধ্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবেন। অহিংসা ও সংযমাদিরও সাধ্যানুসারে অনুষ্ঠান করিবেন। তাঁহাদের গার্হস্থ্য বিহিত যজ্ঞাদিও আছে। ছান্দোগ্য শ্রুতির উপসংহারে গৃহিগণের ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রুত হয়।

৩অধ্যা—৪পা—১৪অধি—৪৯সূ—৪৭৫ সা সং।

১৪অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—মৌন বিচার।

৪৯—মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ।

ব, অ—মৌন (সন্ন্যাস) আশ্রমের ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থ আশ্রমেরও শ্রুতিতে উপদেশ আছে।

দীপিকা—ইতরেষাং ব্রহ্মচারিবানপ্রস্থাশ্রমবর্ত্তীনামপ্যুপদেশাৎ ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা ইত্যাদিনা, কিম্বৎ, মৌনবৎ

সন্ন্যাস উপলক্ষণ মেতৎগৃহস্থস্যাপি সন্ন্যাসবৎ, গৃহস্থবৎ ব্রহ্ম-চারিবানপ্রস্থয়ো রপি শ্রোতব্য মেব স্যাদিত্যর্থঃ।

তাৎপর্য্য—সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য ব্যতীত ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থ আশ্রমও বৃত্তিভেদে শ্রুত হয়। তপঃ (তাপস) এব দ্বিতীয়ো ব্রহ্ম-চার্য্যাচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়ঃ।

১৪ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

অবিধেয়ং বিধেয়ং বা মৌনং ? তন্ন বিধীয়তে,
প্রাপ্তং পাণ্ডিত্যতো মৌনং জ্ঞানবাচ্যুভয়ং যতঃ।

১৪ অধিকরণের মীমাংসা।

নিরন্তরজ্ঞাননিষ্ঠা মৌনং পাণ্ডিত্যতঃ পৃথক্,
বিধেয়ং তদ্ভেদদৃষ্টিপ্রাবল্যে তন্নিবৃত্তয়ে।

৩অধ্যা—৪পা—১৫অধি—৫০সূ—৪৭৬ সা সং।

১৫ অধিকরণ—বালস্য ভাবশুদ্ধিত্বম্, ন বয়ঃ কাম-চারতোভয়ত্বম্—'বালভাব' শব্দে শুদ্ধ-চিত্ত ভাব, স্বেচ্ছাচার নহে।

৫০সূ—অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ।

ব, অ,—বাল্যে ইন্দ্রিয়-চেষ্টা অপ্রকটিত থাকে, এজন্য বাল্যভাব অর্থে ইন্দ্রিয়-বিকার বিরহিত বিশুদ্ধভাব, অন্যরূপ (স্বেচ্ছাচারাদি) নহে।

দীপিকা—'বাল্যেন তিষ্ঠাসেত্তত্র বাল্যেনাবস্থানং' নাম এতৎ যত্ত্রাগদ্বেষাদি অনাবিষ্কর্ব্বন্ অস্পৃষ্টয়ন্ নতু কামচারাদিবতঃ, রাগাদিরাহিত্যে বিদ্যোপকারস্য অন্বয়াৎ।

তাৎপর্য্য—'বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ' এবাক্যে বালভাব বলিতে যথেচ্ছাচার বা বালকের ন্যায় মলমূত্রাদি জ্ঞানশূন্য এরূপ নহে। বালভাব শব্দে ভাব-শুদ্ধি। ইন্দ্রিয়গণ উদ্ভিন্ন না হওয়ায় বালকগণ যেরূপ শুদ্ধ ভাবে থাকে জ্ঞানীও সেইরূপ হইবেন, বাল্য ভাব উক্তি অঙ্গবিধি। স্মৃতিতেও আছে—

'যন্নসন্তং ন চাসন্তং নাশ্রুতং ন বহুশ্রুতং, ন সুবৃত্তং ন দুর্ব্বৃত্তং বেদ কশ্চিৎ স ব্রাহ্মণঃ। গূঢ়ধর্ম্মাশ্রিতো বিদ্বান্ অজ্ঞাতচরিতং চরেৎ, অন্ধবৎ জড়বৎ চাপি মূকবচ্চ মহীং চরেৎ।

১৫ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

বাল্যং বয়ঃ কামচারো ধীশুদ্ধির্বা ? প্রসিদ্ধিতঃ,
বয় স্তস্যাবিধেয়ত্বে কামচারোস্তু নেতরৎ।

১৫ অধিকরণের মীমাংসা।

মননস্যোপযুক্তত্বাদ্ভাবশুদ্ধি র্বিবক্ষিতা,
অত্যন্তানুপযোগিত্বা দ্বিরুদ্ধত্বাচ্চ ন দ্বয়ং।

৩অধ্যা—৪পা—১৬অধি—৫১সূ—৪৭৭ সা সং।

১৬ অধিকরণ—ইহ বা জন্মান্তরে বা জ্ঞানোৎপত্তিরিতি জ্ঞানোৎপত্তেঃ পাক্ষিকত্বম্—জ্ঞানোৎপত্তি ইহজন্মেও হইতে পারে, পরজন্মেও হইতে পারে।

৫১সূ—ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ।

ব, অ—প্রতিবন্ধ না থাকিলে ইহজন্মেই জ্ঞানোৎপত্তি হয়।

দীপিকা—কর্ম্মান্তরেণাসতি প্রতিবন্ধে ঐহিকমস্মিন্নেব জন্মনি বিদ্যাফলং কর্ম্মান্তরেণ সতিপ্রতিবন্ধে জন্মান্তরেঽপি

বিদ্যা জায়তে, কুতঃ, গর্ভস্থএব বামদেবঃ প্রতিবুবুধে ব্রহ্মাহমভবমিতি বদন্তো জন্মান্তরে সঞ্চিতাত্ত্ব সাধনাজ্জন্মান্তরে বিদ্যোৎপত্তিং দর্শয়তি।

তাৎপর্য্য—যদি কোন প্রতিবন্ধ না থাকে তবে এই জন্মেই ব্রহ্ম-জ্ঞান জন্মিতে পারে। শ্রবণ, মননাদি দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি হয়। যজ্ঞাদি, শ্রবণাদির পরে জ্ঞানের উৎপাদক হয়। দেশকাল ও নিমিত্ত দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধ করিয়া থাকে। প্রতিবন্ধ ক্ষয় হইলে যদি এজন্মে জ্ঞানোৎপত্তি না হয়, তবে পরজন্মেও হইবে।

শ্রুতি—"শ্রবণায়োঽপি বহুভি র্যো ন লভ্যঃ, শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যন্ন বিদুঃ। আশ্চর্য্যোবক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুবিষ্টঃ।"

১৬ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

ইহৈব নিয়তং জ্ঞানং পাক্ষিকং বা ? নিয়ম্যতে,
তথাভিসন্ধের্যজ্ঞাদিক্ষীণো বিবিদিষা জনৌ।

১৬ অধিকরণের মীমাংসা।

অসতি প্রতিবন্ধেঽত্র জ্ঞানং জন্মান্তরেঽন্যথা,
শ্রবণায়েত্যাদি শাস্ত্রাদ্বামদেবোদ্ভবাদপি।

৩অধ্যা ৪পা—১৭অধি—৫২সূ—৪৭৮ সা সং।

১৭ অধিকরণ—সালোক্যাদিমুক্তীনাং জন্যত্বেন সাতিশয়ত্বম্, নির্ব্বাণ মুক্তেশ্চ নিরতিশয়ত্বম্—সালোক্যাদি মুক্তি জন্যবস্তু, এজন্য সাতিশয় ; কিন্তু নির্ব্বাণ মুক্তি নিরতিশয়।

৫২ সূ—এবং মুক্তিফলানিয়ম স্তদবস্থাঽবধৃতেঽবধৃতেঃ।*

* উপনিষদ্ ও দর্শন-শাস্ত্র সকলের প্রতি অধ্যায়ের প্রতিপাদের শেষ সূত্রের শেষার্দ্ধ দ্বিরাবৃত্তি করিবার নিয়ম।

ব, অ—মুক্তিফলে জ্ঞানোৎপত্তির ন্যায় অনিয়ম নাই।

ব্যা, বি—তদবস্থাবধৃতেঃ একভাবাবধারণাৎ।

দীপিকা—যথাবিদ্যা সাধনানাং বিদ্যাফলে বিশেষঃ ইহ পরত্র চেতি নৈবং মুক্তি লক্ষণে ফলে, কুতঃ, তদবস্থাঽবধৃতেঃ মোক্ষাবস্থায়া ব্রহ্মরূপায়া একরূপত্বেনাস্থূল মনণ্বিত্যাদিনাঽবধৃতেরবধারণাৎ পদাভ্যাসোঽধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থঃ।

ইতি শ্রীসূত্রদীপিকায়াং তৃতীয়োঽধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ।

তাৎপর্য্য—সাধনের উৎকর্ষ ও অপকর্ষের তারতম্যে সাধন জন্য জ্ঞানেরও তারতম্য, কিন্তু জ্ঞানফল বা মোক্ষের তারতম্য নাই। মুক্তি অনেকাকার নহে। সগুণ বিদ্যাতেই ভেদ সম্ভব হয়। শ্রুতিঃ—"যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ"। স্মৃতিও বলেন গুণের তারতম্যে ভেদেরও তারতম্য হয়। নতুবা ভেদ থাকে না। "নহি গতিরধিকাস্তি কস্যচিৎ, সতি হি গুণে প্রবদন্ত্যতুল্যতাম্"।

১৭ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

মুক্তিঃ সাতিশয়ো নো বা? ফলত্বাদ্‌ব্রহ্মলোকবৎ,
স্বর্গবৎ ফলভেদেন মুক্তিঃ সাতিশয়ৈব হি।

১৭ অধিকরণের মীমাংসা।

ব্রহ্মৈব মুক্তি র্ন ব্রহ্ম ক্বচিৎ সাতিশয়ং শ্রুতং,
অত একবিধা মুক্তি র্বেধসো মনুজস্য বা।

ইতি শ্রীশারীরক-ব্রহ্ম-বেদান্ত-সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদ।

তৃতীয় অধ্যায়ের মন্তব্য।

তৃতীয় অধ্যায়ের চারি পাদকে 'সাধন' বলে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে তত্ত্বমসিবোধ জন্মে। জীব ও ব্রহ্মের একত্ব

অনুভূত হয়। 'মুখ্য প্রাণ, কাহাকে বলে। কি জন্য 'মুখ্য প্রাণের' সৃষ্টি। তাহা এই অধ্যায়ে সম্যক্ নিরূপিত হইয়াছে। জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তি এই অবস্থা চতুষ্টয়ের সবিশেষ বিবরণ করিয়া জীবের স্বরূপ স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে। মন ও প্রাণের বৃত্তিভেদে নামভেদ এ অধ্যায়ে জানা যায়। 'মুখ্য প্রাণ' এক পৃথক্ তত্ত্ব, জীবকে দেহান্তরগত করাই মুখ্য প্রাণের কার্য্য। 'মুখ্য প্রাণ' অপরাপর ইন্দ্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কিন্তু 'মুখ্য প্রাণ' সেরূপ হয় না। মুখ্য প্রাণের অধীন পঞ্চ প্রাণবায়ু কার্য্যানুসারে প্রাণ, অপান, সমান উদান ও ব্যান এই পঞ্চ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে চতুষ্টয়—মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার। মন সংশয়াত্মক; বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা, চিত্ত স্মৃতিরূপাত্মক এবং অহঙ্কার অভিমানাত্মক। মৃত্যুকালে 'প্রদ্যোতন' অবস্থায় সুষুম্নাবত্মে যাবতীয় ইন্দ্রিয়গণ প্রদ্যোতিত হয় এবং ভাবি-দেহ ভাব উদিত হইয়া থাকে। মৃত্যুর পরে জীব চন্দ্রলোকে গমন করে ও যামী যাতনা অনুভব করিয়া পুনরাগমন করে ইহাই সাধারণী গতি। যাঁহারা স্বর্গগামী হন তাঁহাদিগকে 'অগ্নিপুরুষ' চন্দ্রলোক হইতে উদ্ধতন লোকে লইয়া যান। তথায় তাঁহারা দেবগণের প্রিয় হইয়া কিয়ৎকাল অবস্থান করত পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন। স্বর্গচ্যুত হইয়া তাঁহারা প্রথমতঃ দিব্ (আকাশ) হইতে অবতরণ করিয়া মেঘমণ্ডলকে আশ্রয় করেন, অনন্তর বারিধারা অবলম্বনে ওষধিরূপে পরিণত হন; অনন্তর ভুক্তান্ন সহকারে পিতৃ-শরীরে প্রবেশ করিয়া রেতঃসেক্ সহকারে মাতৃ-শরীরে প্রবিষ্ট হন ও নিয়মিত সময়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রাক্তনানুসারী ফলাফল উপভোগ করিতে থাকেন। যে সকল জ্ঞানী উপাসক তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে মোক্ষ ভাব হন, 'উৎ' পুরুষ তাঁহাদের নেতা। তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন ও ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হন। স্বর্গগামী পুনরবতরণ করেন, কিন্তু মোক্ষ হইলে আর সেরূপ করিতে হয় না। অষ্টপুরিতে পরিবেষ্টিত হইয়া জীব দেহান্তরগত হন। তখন তিনি ভূতসূক্ষ্ম পরিবেষ্টিত হইয়া থাকেন। অদৃষ্ট সহকৃত কর্ম্মফল পরিভুক্ত না হইলে মোক্ষ হয় না। অদৃষ্টই জনন-মরণ ধারায় প্রবর্ত্তক ও সংসার ভাবের কারণ। অদৃষ্ট শব্দে জীবকৃত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম।

তৃতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ।

বেদান্ত-সূত্র।

চতুর্থ অধ্যায়—প্রথমপাদ।

প্রথম পাদাধিকরণম্।

১—(১সূ—২সূ) শ্রবণাদীনামাবর্ত্তয়নীয়ত্বম্।

২—(৩সূ) জ্ঞাত্রা জীবেন সাত্মতয়া ব্রহ্মণোগ্রাহ্যত্বম্।

৩—(৪সূ) প্রতীকে হহংদৃষ্ট্যভাবঃ।

৪—(৫সূ) অব্রহ্মণি প্রতীকে ব্রহ্মধিয়ঃ কর্ত্তব্যত্বম্।

৫—(৬সূ) কর্ম্মাঙ্গেম্বাদিত্যাদিদৃষ্টীনাং কর্ত্তব্যত্বম্।

৬—(৭সূ—১০সূ) উপাসনায়া মাসনস্থ নিয়তত্বম্।

৭—(১১সূ) ধ্যানসাধনস্যৈকাগ্রস্য প্রধানত্বেন দিগ্দেশকালানা মনিয়মঃ।

৮—(১২সূ) উপাস্তানা মামরণমাবৃত্তিঃ।

৯—(১৩সূ) জ্ঞানিনঃ পাপলেপাভাবঃ।

১০—(১৪সূ) জ্ঞানিনঃ পুণ্যালেপাভাবঃ।

১১—(১৫সূ) সঞ্চিতয়োরিবাববদ্ধয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ জ্ঞানোদয়সময়েবিনাশাভাবঃ।

১২—(১৬সূ—১৭সূ) অগ্নিহোত্রাদিনিত্যকর্ম্মণো বিদ্যোপযোগ্যাংশস্যাবিনাশঃ।

১৩—(১৮সূ) সোপাসনস্য নিরুপাসনস্য চ নিত্যকর্ম্মণো তারতম্যেন বিদ্যাসাধনত্বম্।

১৪—(১৯সূ) অধিকারিণাং মুক্তিসম্ভাবঃ।

ফলাধ্যায়।

৪অধ্যা—১পা—১অধি—১সূ—৪৭৯ সা সং।

১অধিকরণ—শ্রবণাদীনামাবর্ত্তনীয়ত্বম্——শ্রবণাদির আবৃত্তি করণীয়।

১সূ—আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ।

ব, অ, (শ্রবণাদি) পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে শ্রুতির উপদেশ আবৃত্তি-অভ্যাস।

দীপিকা—প্রত্যয়ানামাবৃত্তিঃ করণীয়া কুতঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ইত্যাদিনাঽসকৃদুপদেশাৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—"আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ" "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ইত্যাদি শ্রুতিতে সংশয় শ্রবণাদি একবার করণীয় কি পুনঃ পুনঃ? অতিরিক্ত আবর্ত্তন অশাস্ত্রীয় বলা যাউক? উত্তর—শ্রুতিতে উক্ত আছে, আত্মদর্শন শ্রবণ-মননাদির পর্য্যবসান। যাবৎ আত্মদর্শন না জন্মে, তাবৎ শ্রবণ মননাদি করিবে। ধান্যে পুনঃ পুনঃ মুষলাঘাত না করিলে তণ্ডুল পাওয়া যায় না। পুনঃ পুনঃ চিত্তবৃত্তিতে উপাস্য বস্তুকে অনুসন্ধান করিতে হইবে। আবৃত্তি মানসী ক্রিয়া। সেই মানসী ক্রিয়ার নাম লৌকিকে ধ্যান বা উপাসনা বা চিন্তা। ধ্যান ও উপাসনা একার্থবাচী, 'ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসা য এবং বেদ'—যিনি এরূপে ব্রহ্মকে জানেন তিনি কীর্ত্তি, যশ ও ব্রহ্মতেজোদ্বারা দেদীপ্যমান ও প্রতাপান্বিত হন। ইত্যাদি যাবতীয় শ্রুতি দ্বারা পুনঃ পুনঃ ধ্যানাদিই উপপন্ন হয়।

৪অধ্যা—১পা—১অধি—২সূ—৪৮০ সা সং।

১অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—শ্রবণাদির আবৃত্তি

২সূ—লিঙ্গাচ্চ।

ব, অ,—এ বিষয়ে অনুমাপক হেতুও দৃষ্ট হয়।

দীপিকা—শ্রবণাদীনাং প্রত্যেকং সকৃৎশ্রবণে প্রত্যয়াবৃত্তিঃ কথং সিদ্ধতীত্যত আহ রশ্মীং স্ত্বং পর্য্যাবর্ত্তয়তা-দিত্যাদেঃ দর্শনসামর্থ্যাদপি। (লিঙ্গ—অনুমাপক হেতু)।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত ঈশ্বরের বিষয়ে জ্ঞান একই। তবে তাহার আবার আবৃত্তি কেন? তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য শুনিয়া যদি একবারে জ্ঞানোদয় না হয় তবে বহুবার শুনিয়া যে জ্ঞানোদয় হইবে তাহার নিশ্চয়তা কি? উত্তর—যুক্তি ও বাক্যে সামান্যাকার জ্ঞান জন্মাইতে পারে বটে, কিন্তু বিশেষ জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। শূলী যেমন নিজে বেদনা অনুভব করে অন্যে সেইরূপ করে না। এক প্রণিধানে বস্তুর একাংশ অনুভব গম্য হয়, দ্বিতীয় প্রণিধানে অবশিষ্টাংশ অনুভূত হইয়া থাকে। তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যে সকৃৎ প্রবুদ্ধ না হইলে আবৃত্তি অবশ্যই প্রয়োজনীয়। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে জানা যায় শ্বেতকেতুকে তাঁহার পিতা এ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন। 'আবৃত্তি' যুক্তি ও তর্কাদিরও অভিপ্রেত। যাঁহাদের চিত্তে অজ্ঞান, সংশয় ও বিপর্য্যাস নাই তাঁহাদেরই 'ঝাস্য প্রতিপত্তি' জন্মে, তাঁহারাই সকৃৎ তত্ত্বমস্যাদির অর্থ একোপদেশে বুঝিতে সক্ষম। যাঁহাদের দুঃখিত্বাদি জ্ঞান তিরোহিত হয় নাই তাঁহাদের পক্ষে পদ পদার্থ বাক্যার্থ জ্ঞান জন্য পুনঃ পুনঃ শাস্ত্র ও যুক্তি প্রয়োজনীয় ইহার নাম 'ক্রমবতী প্রতিপত্তি'। সকৃৎ শাস্ত্র শ্রবণে বলবৎ দুঃখিত্বাদি জ্ঞান তিরোহিত হইতে পারে না—'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের অর্থ 'একাত্মবোধ'। এই বাক্যার্থজ্ঞান স্থিরভাবে রাখিবার জন্য 'আবৃত্তি' অবশ্যই করণীয়।

১ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

শ্রবণাদ্যাঃ সকৃৎ কার্য্যা আবৃত্ত্যা বা? সকৃৎ যতঃ,
শাস্ত্রার্থ স্তাবতা সিদ্ধেৎ প্রজযাদৌ সকৃৎ কৃতে।

১ অধিকরণের মীমাংসা।

আবৃত্ত্যা দর্শনান্তান্তে তণ্ড লান্তাবঘাতবৎ।

দৃষ্টেঽত্র সম্ভবত্যর্থে নাদৃষ্টং কল্প্যতেবুধৈঃ।

৪অধ্যা—১পা—২অধি—৩সূ—৪৮১ সা সং।

২ অধিকরণ—জ্ঞাত্রাজীবেন স্বাত্মতয়া ব্রহ্মণোগ্রাহ্যত্বম্—জ্ঞাতা (জীব) আপনাকে ব্রহ্মরূপ গ্রহণ করিবেন।

৩সূ——আত্মেতিতূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ।

ব, অ,—আত্মাই উপনিষদের প্রতিপাদ্য ও প্রামাণ্য। (উপগচ্ছন্তি—স্বীকুর্ব্বন্তি)।

দীপিকা—তু শব্দোঽন্যত্র ত্বং অহংব্যাবর্ত্তয়তি, যোঽয়ংপরমাত্মেতি ত্বং বা অহমস্মীত্যাদিনা চ উপগচ্ছন্তি গৃহ্নন্তি চ গ্রাহয়ন্ত্যপি চ 'এষ ত আত্মেত্যাদিনা জীব পরমাত্মনো অভেদ গ্রহঃ উক্তঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের অর্থে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক ও অভিন্ন কিন্তু জীব সংসারী সপাপ, পরমাত্মা অসংসারী ও নিষ্পাপ। পরন্তু, 'ঈশ্বরই সংসারী' এ বাক্য প্রত্যক্ষাদি প্রসঙ্গ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে না। আবার, জীব যদি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন হন তবে 'অভেদ দর্শন করিবে'—'অয়মস্মীতি পুরুষঃ' এ শ্রুতির কিরূপে সামঞ্জস্য হইতে পারে?—জাবাল শ্রুতিতে উক্ত আছে "ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে অহং বৈ ত্বমসি দেবতে"—হে দেবতে আমিই তুমি, তুমিই আমি? "অহং ব্রহ্মাস্মি" "এষ ত আত্মা" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা 'আত্মা' শব্দে পরমেশ্বর। "মৃত্যোঃ স মৃত্যু মাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি"—যিনি নানা ভাবে দেখেন তিনি মৃত্যুপ্রাপ্ত হন, এ শ্রুতি নানাভাবের নিন্দা করেন। 'সংসারিত্ব' বা 'অসংসারিত্ব ইত্যাদি ঔপচারিক। অভেদার্থই শাস্ত্রের প্রামাণ্য। আত্মবোধ না হওয়া পর্য্যন্তই সংসারিত্ব থাকে। 'তৎ কেন কং পশ্যেৎ' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা এ বোধ জন্মিলে ভেদভাব তিরোহিত হয়। ভেদভাব অবিদ্যার ফল। আত্মাকে ঈশ্বর বোধে উপাসনা করিবে।

২ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

জ্ঞাত্রা স্বাত্মতয়া ব্রহ্ম গ্রাহ্যমাত্মতয়াঽথবা?

অন্যত্বেন বিজানীয়াদ্ দুঃখদুঃখিবিরোধতঃ।

২ অধিকরণের মীমাংসা।

ঔপাধিকো বিরোধোঽত আত্মত্বেনৈব গৃহ্যতাম্,

গৃহ্নন্ত্যেব মহাবাক্যৈঃ স্বশিষ্যান্ গ্রাহয়ন্তি চ।

৪অধ্যা—১পা—৩অধি—৪সূ—৪৮২সা সং।

৩ অধিকরণ—প্রতীকেঽহং দৃষ্ট্যভাবঃ—প্রতীকোপাসনায় 'অহংদৃষ্টির' অভাব।

৪সূ—ন প্রতীকে ন হি সঃ।

ব, অ,—প্রতীকে আত্মদৃষ্টি হয় না। প্রতীকোপাসকের সংসার ভাব যায় না। (সঃ—উপাসকঃ)

দীপিকা—প্রতীকোপাসনে 'মনো ব্রহ্মেত্যাদৌ' নাত্মেতি গ্রহীতব্যম্, হি যস্মাৎ স উপাসকো নাত্মত্বেন প্রতীকানি গ্রহীতুং শক্তঃ, মনো ব্রহ্মেত্যাদৌ নৈকাদৃষ্টিরিত্যুক্তং এবং চেৎ নিয়ামকাভাবাৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—সমস্তই ব্রহ্ম, এ বাক্যে 'মন' প্রভৃতি যাহাদিগকে প্রতীকোপাসনা করা যায় তাহারাও ব্রহ্ম। যাহা ব্রহ্ম, তাহা আত্মা। তবে প্রতীকোপাসনা দ্বারা 'অহং জ্ঞান' হয় কি না? উত্তর—প্রতীকে আত্মমতি হইতে পারে না। প্রতীকোপাসক কোন প্রতীককেই আত্মভাবে দেখেন না। প্রতীকে 'কর্ত্তৃত্বাদি' সংসার ধর্ম্ম নিরাকৃত হয় না সুতরাং 'অহংজ্ঞান' জন্মে না। রুচক ও স্বস্তিক উভয়ই সুবর্ণ কিন্তু পৃথক্। অতএব প্রতীকে আত্মদৃষ্টি হইতে পারে না।

৩ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

প্রতীকেঽহন্দৃষ্টিরস্তি ন বা ? ব্রহ্মাধিভেদতঃ,
জীব প্রতীকয়োর্ব্রহ্মদ্বারাহন্দৃষ্টিরিষ্যতে ।

৩ অধিকরণের মীমাংসা।

প্রতীকত্বেঽপাসকত্বহানির্ব্রহ্মৈকবীক্ষণে,
অবীক্ষেণ তু ভিন্নত্বান্নাস্ত্যহন্দৃষ্টিযোগ্যতা।

৪অধ্যায়—১পা—৪অধি—৫সূ—৪৮৩ সা সং।

৪ অধিকরণ—অব্রহ্মণি প্রতীকে ব্রহ্মধিরঃ কর্ত্তব্যত্বম্

প্রতিকোপাসনা সাক্ষাৎ ব্রহ্মোপাসনা না হইলেও প্রতীকে ব্রহ্মবোধ রাখিতে হয়।

৫সূ—ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ।

ব, অ,—প্রতীকেও ব্রহ্মদৃষ্টি হইতে পারে তাহাতে ব্রহ্মেরই উৎকর্ষ।

দীপিকা—মন আদৌ ব্রহ্মদৃষ্টিঃ কার্য্যা, ব্রহ্মণ উৎ-কর্ষাৎ, উৎকৃষ্টদৃষ্টির্নিকৃষ্টে কৃতায়াং নিকৃষ্টস্য উৎকৃষ্টতা ভবতি।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—ব্রহ্মে আদিত্য বুদ্ধি করিতে হইবে কি আদিত্যে ব্রহ্ম বুদ্ধি ? যদি আদিত্যে ও ব্রহ্মে সামানাধিকরণ্য থাকে তাহা হইলে 'আদিত্যেই ব্রহ্মদৃষ্টি' এইরূপ বলাই সঙ্গত হউক ? উত্তর—ব্রহ্মই উপাস্য। ব্রহ্মকে আদিত্য জ্ঞানে ধ্যান করিলে ব্রহ্মেরই উপাসনা হয়। লৌকিকেও দেখা যায়, নিকৃষ্টে উৎকৃষ্ট দৃষ্টি করিলে সে সম্মানিত হয় ; যেমন সূতকে রাজা বলিলে তাহার সম্মান করা হয় বটে, কিন্তু রাজাকে সূত করিলে সম্মান করা হয় না। 'ব্রহ্ম ইতি' অর্থাৎ ইহা (আদিত্য) ব্রহ্ম এইরূপ ভাবে আদিত্যের উপাসনা করিবে ইহাই শাস্ত্র। আদিত্যাদি অঙ্গ উপাসনারও ফল আছে তাহারও দাতা ব্রহ্ম। প্রতিমাদিতে যেমন বিষ্ণুকে দর্শন ও উপাসনা, আদিত্যেও সেইরূপ ব্রহ্মেরই দর্শন ও উপাসনা।

৪ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

কিমন্যধী ব্রহ্মণি স্যাদন্যস্মিন্ ব্রহ্মধী রুত?
অন্যদৃষ্ট্যোপাসনীয়ং ব্রহ্মাত্র ফলদত্বতঃ।

৪ অধিকরণের মীমাংসা।

উৎকর্ষেতি পরত্বাভ্যাং ব্রহ্মদৃষ্ট্যান্যচিন্তনং,
অন্যোপাস্ত্যা ফলং দত্তে ব্রহ্ম তিথ্যাদ্যুপাস্তিবৎ।

৪অধ্যা—১পা—৫ অধি—৬সূ—৪৮৪ সা সং।

৫ অধিকরণ—কর্ম্মাঙ্গেষ্বাদিত্যাদিদৃষ্টিনাং কর্ত্তব্যত্বম্—কর্ম্মাঙ্গে আদিত্যাদি প্রতীকদৃষ্টি বিধেয়।

৬সূ—আদিত্যাদি মতয়শ্চাঙ্গে উপপত্তেঃ।

ব, অ,—অঙ্গে (কর্ম্মাঙ্গে) আদিত্যাদি প্রতীকমতি কর্ত্তব্য।

ব্যা, বি—অঙ্গে—যজ্ঞাঙ্গপ্রণবে। মতয়ঃ—ধিয়ঃ।

দীপিকা—উদ্গীথাদ্যঙ্গেষু আদিত্যাদিমতয়ঃ কর্ত্তব্যাঃ, কুতঃ উপপত্তেঃ এবং হ্যুদ্গীথাদিনা মাদিত্যাদিমতিসংস্কারে কর্ম্মণ্যতিশয়ঃ স্যাৎ। আদিত্যাদিমতয়ঃ উদ্গীথাদিসংস্কারত্বেন করণীয়া ইত্যুক্তং।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—"য এবাসৌ তপতি তমুদ্গীথমুপাসীত"—যিনি (সূর্য্য) তাপ দেন, তাঁহাকে উদ্গীথ জানিয়া উপাসনা করিবে। আদিত্যও ব্রহ্ম বিকার, উদ্গীথও ব্রহ্মাধিকার। তাহাদের উৎকর্ষাপকর্ষ কিরূপে হইতে পারে? শ্রুতিতে আদিত্যাদিতে উদ্গীথ দৃষ্টির বিধান করিতেছেন কি উদ্গীথে আদিত্যাদি দৃষ্টি করিবার বিধান করিতেছেন? উত্তর—উদ্গীথাদি অঙ্গে যজ্ঞাঙ্গে আদিত্যাদি বুদ্ধি অধ্যস্ত করিবে। উদ্গীথাদি অঙ্গেরই আদিত্য জ্ঞানে উপাসনা করিবে। এ সকল উপাসনার ফল কর্ম্ম-সমৃদ্ধি। কর্ম্মাঙ্গ

উদ্গীথাদিই উপাস্য, আদিত্যাদি লোক প্রাপ্তি তাহার ফল। 'উদ্গীথ মুপাসীত এ শ্রুতি দ্বারা উদ্গীথেরই উপাস্যতা নিশ্চিত হয়। যজ্ঞাঙ্গ উদ্গীথাদি আদিত্যাদি জ্ঞানে উপাস্য।

৫ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

আদিত্যাদা বঙ্গদৃষ্টি রঙ্গেঽদিত্যধীরুত ?
নোৎকর্ষোব্রহ্মজত্বেন দ্বয়োস্তেনৈচ্ছিকী মতিঃ।

৫ অধিকরণের মীমাংসা।

আদিত্যাদিধিয়'ঙ্গানাং সংস্কারে কর্ম্মণঃ ফলে,
যুজ্যতেঽতিশয় স্তস্মাদঙ্গেষর্কাদিদৃষ্টয়ঃ।

৪অধ্যা—১পা—৬অধি—৭সূ—৪৮৫ সা সং।

৬অধিকরণ— উপসনায়া মাসনস্য নিয়তত্বম্—উপাসনা কালে পদ্মস্বস্তিকাদি বিবিধ আসন করা বিধেয়।

৭সূ—অসীনঃ সম্ভবাৎ।

ব, অ,—পদ্মাদি আসনাভ্যাসীরই উপাসনা সম্ভব।

দীপিকা—প্রতীকাদ্যুপাসনেষ্বাসীন এব উপাসনাং কুর্য্যাৎ কুতঃ সম্ভবাৎ প্রত্যয়াবৃত্তে রুপবিষ্টস্য।

তাৎপর্য্য—তত্ত্বজ্ঞানে আসনাদি নিয়মের কোন আবশ্যকতা না থাকিলেও কর্ম্মাঙ্গ উপাসনায় আসনাদির বিধান আছে। 'আসীন' পুরুষেরই উপাসনা সম্ভব হয়। অবিচ্ছেদে ধ্যেয়াকারা চিত্তবৃত্তি না হইলে উপাসনা হয় না। গমন ধাবনাদি কালে মনের একাগ্রতা থাকে না, এজন্য শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে আসন করিয়া উপাসনা করিবে।

৪অধ্যা—১পা—৭ অধি—৮সূ—৪৮৬ সা সং।

৭ অধিকরণ (চলিতেছে)। উপ—আসন বিচার।

৮সূ—ধ্যানাচ্চ।

ব, অ—আসীন না হইলে ধ্যান (দেবচিন্তা) হয় না।

দীপিকা—ধ্যায়ত্যর্থ এষ যৎ সমান প্রত্যয় প্রবাহ-করণং প্রশিথিলাঙ্গচেষ্টেষু প্রতিষ্ঠিতদৃষ্টিষ্বেকবিষয়াক্ষিপ্তচিত্তেষু বকাদিষু দৃষ্ট্যা, চকার আসীনস্য নিয়মমাহ।

তাৎপর্য্য—আসনে বা বিধনোক্ত পদ্মাদি আসনে উপবিষ্ট না হইলে অঙ্গ চেষ্টা রহিত হয় না ও তন্মনস্কতা হইতে পারে না। ধ্যানই উপাসনা। আসীন ব্যক্তি অনায়াসে ধ্যান (চিন্তা) করিতে পারেন।

৪৩অধ্যা—১পা—৬অধি—৯সূ—৪৮৭ সা সং।

৮ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ—আসন বিচার।

৯ সূ—অচঞ্চলাঞ্চাপেক্ষ্য।

১০ সূ—স্মরন্তি চ।

দীপিকা—ধ্যায়তীব পৃথিবীত্যাদ্যুক্তং গমনধ্যানয়োরিতরেতরব্যাহৃতিরিত্যাহ।৯। শুচৌ দেশে ইত্যাদিনা ত্রিরুন্নতমিত্যাদিনা চ স্মরন্তি।১০।

তাৎপর্য্য—"ধ্যায়তীব পৃথিবী" পৃথিবী যেন ধ্যান করিতে-ছেন অর্থাৎ পৃথিবীর ন্যায় নিশ্চলভাবে ধ্যান করিবে।৯। গীতাতেও আসনের নিয়ম করিয়াছেন।

"শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ,
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরং
তত্রৈকাগ্র্যং মনঃকৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ,
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাৎ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে।"

৮ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

নাস্ত্যাসনস্য নিয়ম উপস্তা বত বিদ্যতে,
ন দেহস্থিতিমাপেক্ষং মনোঽতোনিয়মো ন হি।

৮ অধিকরণের মীমাংসা।

শয়নোত্থানগমনৈ বিক্ষেপস্যনিবারণাৎ,
ধীসমাধানহেতুত্বাৎ পরিশিষ্যতে আসনম্।

৪অধ্যা—১পা—৯অধি—১১সূ—৪৮৯ সা সং।

৯ অধিকরণ—ধ্যানসাধনস্যৈকাগ্র্যস্যত্বেব প্রধানত্বেন দিগ্দেশ-কালানামনিয়মঃ—একাগ্রতাই ধ্যান সাধনের প্রধান, একাগ্রতা জন্মিলে দিক্ দেশাদির নিয়ম অনাবশ্যক।

১১সূ—যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ।

ব, অ,—একাগ্রতা জন্মিলে (দেশাকালাদির) বিশেষ নিয়ম নাই।

দীপিকা—দিগ্দেশকালেষু ন নিয়ম যত্র যস্যাং দিশি যস্মিন্ কালে বা মনঃ স্বাস্থ্যং তত্রৈবোপাসনং; কুতঃ, অবিশেষাৎ বিশেষানুপলম্ভাৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—উপাসনায় দিগ্দেশাদির কোন নিয়ম আছে কি না? উত্তর—পূর্ব্বাদি দিক্, প্রদোষাদি কাল, তীর্থাদি বা নিয়মের উদ্দেশ্যই একাগ্রতা। যেখানে যাহার মন একাগ্র হয়, সে সেই স্থানেই যোগাভ্যাস করিবে। একাগ্রতা সর্ব্বত্র অবিশেষ। শাস্ত্রে যোগানুষ্ঠানের নিয়ম আছে বটে, তাহা একাগ্রতার জন্যই। সুতরাং একাগ্রতা হইলে দিক্, দেশ কালাদির নিয়ম নাই। প্রমাণ—সমে শুচৌ শর্করা বহ্নিবালুকা, বিবর্জ্জিতেশব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ। মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে গুহা নিবাতাশ্রয়ণে প্রয়োজয়েৎ॥”

৯ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

দিগ্দেশ কাল নিয়মো বিদ্যতেঽথ ন বিদ্যতে,
বিদ্যতে বৈদিকত্বেন কর্ম্মত্বেতস্য দর্শনাৎ।

৯ অধিকরণের মীমাংসা।

একাগ্রাস্থ বিশেষেণ দিগাদি ন নিয়ম্যতে,
'মনোঽনুকূল' ইত্যুক্তে দৃষ্টার্থং দেশভাষণম্।

৪অধ্যা—১পা—১০অধি—১২সূ—৪৯০ সা সং।

১০ অধিকরণ—উপাস্তীনা মামরণ মাবৃত্তিঃ—মৃত্যু পর্য্যপ্ত উপাসনার আবৃত্তি।

১২সূ—আপ্রয়াণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্।

ব, অ—মৃত্যুপর্য্যন্ত উপাসনার অভ্যাস শ্রুতিতে উপদেশ দেখা যায়।
(আপ্রয়াণ—মরণ পর্য্যন্ত)।

দীপিকা—অভ্যুদয়ফলানাং প্রত্যয়ানা মাপ্রয়াণাৎ আমরণমাবৃত্তিঃ হি যস্মাৎ তত্রাপি মরণেঽপি যচ্চিত ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ, যং যং বাপীত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চ প্রত্যয়াবর্ত্তনং দৃষ্টং। অপিশব্দাৎ পূর্ব্বমপি সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ ইত্যাদি স্মৃতিভ্যঃ আপ্রয়াণা দভ্যুদয় প্রত্যয়ানা মাবৃত্তিরুক্তা।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—পূর্ব্বসূত্রে উপাসনার আবৃত্তির উপদেশ-করিয়াছেন। ধান্যে অবঘাত করিয়া তণ্ডুল হইলে আর অবঘাত করিতে হয় না, তত্ত্বজ্ঞানজন্যই উপাসনা, তত্ত্বজ্ঞানজন্মিলেও কি আবৃত্তি আবশ্যক? উত্তর—সাধক মরণ পর্য্যন্ত উপাসনার আবর্ত্তন করিবেন। জ্ঞান ও কর্ম্মের ফল পর জন্মে পাওয়া যায় এবং তজ্জন্য সংস্কার মরণকালে আক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। শ্রুতিঃ—'সবিজ্ঞানো ভবতি সবিজ্ঞান মেবান্ববক্রামতি, যচ্চিত্ত স্তেনৈষ প্রাণ মায়াতি প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ সহাত্মনা যথা সঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি'—ধ্যাতা মৃত্যুকালে সবিজ্ঞান হন। মরণকালে চিত্তের যেরূপ অবস্থা হয়, তাহার মন তখন সে আকারে প্রাণে আগমন করে। প্রাণ উদানে আসিয়া উৎ-ক্রান্ত হয় ও জীবকে সংকল্পিতানুরূপ লোকে লইয়া যায়। উপাসনার আবৃত্তি

দ্বারা 'অন্ত্যবিজ্ঞান' লাভ হয় এবং সঞ্চিত অদৃষ্টদ্বারা 'ভাবী বিজ্ঞান' জন্মিয়া থাকে। ধ্যান হইতেই ধ্যানানুরূপ 'আতিবাহিক' দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রুতিতে মরণ পর্য্যন্ত ধ্যানাবৃত্তি করিতে উপদেশ করেন—'সোঽন্ত বেলায়াং এতত্রয়ং প্রপদ্যতে'। মৃত্যুকালে এই তিন মন্ত্র স্মরণ করিবে—'অক্ষিতমসি' 'অচ্যুতমসি' ও 'প্রাণ সংশিতমসি'।

১০ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

উপাস্তীনাং যাবদিচ্ছ মাবৃত্তিঃ স্যাদুতা ? মৃতিঃ;
উপাস্ত্যর্থাভিনিষ্পত্তে র্যাবদিচ্ছং নতূপরি।

১০ অধিকরণের মীমাংসা।

অন্ত্যপ্রত্যয়তো জন্ম ভাব্যস্তত্তৎ প্রসিদ্ধয়ে,
আমৃত্যাবর্ত্তনং ন্যায্যং সদা তদ্ভাব বাক্যতঃ।

১০ অধিকরণ—জ্ঞানিনঃ পাপলেপাভাবঃ—জ্ঞানী ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হন না।

১৩সূ—অধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়ো রশ্লেষ বিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ।

ব—অ,—ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারে উত্তর পূর্ব্ব দুরিতের অশ্লেষ ও বিনাশ হয়।

ব্যা, বি—অধিগমে—সাক্ষাৎকারে।

দীপিকা—তস্য ব্রহ্মণো ঽধিগমে উত্তরাঘস্য অশ্লেষঃ পূর্ব্বাঘস্য বিনাশঃ, কুত স্তদ্ব্যপদেশাৎ তয়ো অশ্লেষবিনাশয়োঃ ব্যপদেশঃ অশ্লেষস্য তদ্‌যথা পুষ্কর পলাশঃ ইত্যাদিনা বিনাশস্য তদযথৈষীকাতূল ইত্যাদি তস্মাৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—'নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি শতৈরপি'—ভোগব্যতীত কোটি কল্পেও কর্ম্মের ক্ষয় নাই। কর্ম্ম যখন অবশ্য ভোক্তব্য, তখন ব্রহ্মজ্ঞানে তাহার বিনাশ হইতে পারে না; তাহা

হইলে 'মোক্ষ' কিরূপে সিদ্ধ হয়? ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই কি দুরিত নিবৃত্তি হইতে পারে? উত্তর—ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই পূর্ব্ব ও ভবিষ্যৎ উভয় প্রকার দুরিত বিনষ্ট হইয়া যায়। ভবিষ্যতের 'অশ্লেষ' ও পূর্ব্ব সঞ্চিতের 'বিনাশ' স্বতই হইয়া থাকে। 'যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্ত এব মেবম্বিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে।' 'তদ্‌যথৈষীকাতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানং প্রদূয়ন্তে।' 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ' ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত হয় যে, ভোগ ব্যতিরেকেও ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা কর্ম্মের ক্ষয় হয়। প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারাও পাপক্ষয় হয়। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা, ত্রিকালই সাধক আপনাকে অকর্ত্তা ও অভোক্তা বলিয়া জানেন এবং ব্রহ্মাস্মি-ভাব অনুভব করিয়া মোক্ষলাভ করেন। মোক্ষ শ্রুতিপ্রমাণ সিদ্ধ-নিত্য ও অপরোক্ষ বস্তু।

১০ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

জ্ঞানিনঃ ফললেপোঽস্তি, নাস্তি, বানুপভোগতঃ?
অনাশ ইতি শাস্ত্রেষু ঘোষাল্লেপোঽস্য বিদ্যতে।

১০ অধিকরণের মীমাংসা।

অকর্ত্তাত্মধিয়া বস্তু মহিম্নৈব ন লিপ্যতে,
অশ্লেষনাশাবপ্যুক্তা বঙ্গে ঘোষস্তু সার্থকঃ।

৪অধ্যা—১পা—১১অধি—১৪সূ—৪৯২ সা সং।

১১অধিকরণ—জ্ঞানিনঃ পুণ্যলেপাভাবঃ—জ্ঞানীর পুণ্যলেপও নাই।

১৪সূ—ইতরস্যাপ্যেব মসংশ্লেষঃ পাতে তু।

ব, অ—দেহপাত কালে (ইতর) পুণ্যেরও অশ্লেষ।

ইতরস্য—পুণ্যস্য। এবং—পাপবৎ। পাতে—দেহ-পাতে।

দীপিকা—ইতরস্য সুকৃতস্যাপি যথা দুষ্কৃতস্যৈব মাহ সংশ্লেষঃ এতদুপলক্ষণং বিনাশস্যাপি 'উভে ইহৈব এষ তর-

তী'ত্যাদি শ্রুতেঃ তু শব্দোঽবধারণার্থঃ। পাতে শরীরস্যপতনে যত ইদং সিদ্ধং, শরীরস্য গতে বিদুষো মুক্তি র্ভবত্যেব।

তাৎপর্য্য—ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা যেরূপ ভবিষ্যৎ পাপের অশ্লেষ ও পূর্ব্ব-সঞ্চিত পাপের বিনাশ হয়, সেইরূপ ভূত-ভবিষ্যৎ পুণ্যেরও বিনাশ ও অশ্লেষ হইয়া থাকে। পুণ্য ভোগের উৎপাদক, এজন্য মোক্ষের প্রতিবন্ধক। ফলতঃ, পাপপুণ্য উভয়ের বিনাশ না হইলে মোক্ষ হয় না 'নৈনং সেতু মহোরাত্রে তরতঃ'। পাপপুণ্য, কর্ম্মকে অতিক্রম করিতে পাবে না। ইহারাই সংসার বন্ধনের কারণ।

১১ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

পুণ্যেন লিপ্যতে নো বা? লিপ্যতেঽস্যশ্রুতত্বতঃ,
নহি শ্রৌতেন পুণ্যেন শ্রৌতং জ্ঞানং বিরুধ্যতে।

১১ অধিকরণের মীমাংসা।

অলেপো বস্তুসামর্থ্যাৎ সমানঃ পুণ্যপাপয়োঃ,
শ্রুতং পুণ্যং পাপতয়া তরণঞ্চ সমং শ্রুতং।

৪অধ্যা—১পা—১২অধি—১৫সূ—৪৯৩ সা সং।

১২ অধিকরণ—সঞ্চিতয়ো রিবারব্ধয়োঃ পুণ্যপাপয়োঃ জ্ঞানোদয়সময়ে বিনাশাভাবঃ—জ্ঞানোদয় হইবা মাত্রেই, সঞ্চিতের বিনাশ হয় না।

১৫সূ—অনারব্ধকার্য্যে এবতু পূর্ব্বে তদবধেঃ।

ব, অ—পূর্ব্বোক্ত পুণ্যপাপ শরীরপাত পর্য্যন্ত অনারব্ধ কার্য্য পক্ষে।
পূর্ব্বে—পুণ্যপাপে (দ্বিবচন)।

দীপিকা—তুশব্দঃ আরব্ধকার্য্যয়োঃ ক্ষয়ং ব্যাবর্ত্তয়তি দ্বে পূর্ব্বে সুকৃতদুষ্কৃতে তেনারব্ধকার্য্যে তযো রপি ইতরয়ো রিবাক্ষয়ং ব্যাবর্ত্তয়তি এবকারঃ কুতোঽয়ং নিয়ম ইত্যাহ তদবধে স্তস্য শরীরপাতস্যাবধেঃ কারণাৎ তস্য তাবদেব

চিরমিত্যাদিবাক্যেন। পূর্ব্বাধিকরণত্রয়েণ সগুণবিদ্যায়াং নির্গুণবিদ্যায়াঞ্চানারব্ধকার্য্যয়োঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ ক্ষয় উক্ত স্তত্র যথা নির্গুণবিদ্যা মুৎপন্নায়া মগ্নিহোত্রাদ্যনুপযোগঃ এবং সগুণায়া মপীতি দৃষ্টান্তেনাক্ষিপ্য সমাধত্তে।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—আরব্ধ কর্ম্মফল ও অনারব্ধ কর্ম্মফল উভয়বিধ পাপপুণ্যই কি বিনাশ প্রাপ্ত হয়? অপর আশঙ্কা—'তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষে'—যাবৎ শরীরপাত না হয় তাবৎ মোক্ষ হয় না—এ শ্রুতিদ্বারা 'ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মোক্ষ হয়, এরূপ বাক্য কিরূপে সঙ্গত? উত্তর—কুলালচক্র ঘূর্ণিত হইয়া যদি বাধা না পায় তবে শেষপর্য্যন্ত যেরূপ ঘূর্ণিত হইতে থাকে, মিথ্যাজ্ঞানের সংস্কারও সেইরূপ শীঘ্র অপগত হয় না। যাহা হউক অপ্রবৃত্তফল পুণ্যপাপের ক্ষয় হয়, কিন্তু প্রবৃত্তফল পুণ্য পাপের ক্ষয় হয় না।

১২ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

আরব্ধে নশ্যতে নো বা? সঞ্চিতে ইব নশ্যতঃ,
উভয়ত্রাপ্যকর্ত্তৃত্বে তদ্বোধৌ সদৃশৌ খলু।

১২ অধিকরণের মীমাংসা।

আদেহপাতং সংসারঃ শ্রুতেরনুভবাদপি,
ইষুচক্রাদি দৃষ্টান্তাৎ নৈবারব্ধে বিনশ্যতঃ।

৪অধ্যা—১পা—১২অধি—১৬ সূ—৪৯৪ সা সং।

১৩ অধিকরণ—অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্মণো বিদ্যোপযোগ্যাংশস্যাবিনাশঃ—অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্মে বিদ্যাফলের নাশ হয় না।

১৬সূ--অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ

ব, অ—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মও মোক্ষের জন্য।

তৎতস্য জ্ঞানস্য কার্য্যং ফলং মোক্ষঃ। দর্শনাৎ—শ্রুতেঃ।

দীপিকা—তুশব্দো নিত্যস্যাগ্নিহোত্রাদেঃ কর্ম্মণঃ ক্ষয়ং ব্যবর্ত্তয়তি নিত্য মগ্নিহোত্রাদি তৎতস্য বিদ্যায়া কার্য্যায়ৈব পরম্পরায়াহু স্তস্য দর্শনাৎ তস্যাগ্নিহোত্রাদে র্বিদ্যাকার্য্যত্বস্য তমেত মিত্যাদে দর্শনাৎ ।

তাৎপর্য্য—জ্ঞান ও কর্ম্ম (অগ্নিহোত্রাদি) ইহাদের ফল মোক্ষ। কর্ম্ম জ্ঞানের প্রাপক এবং জ্ঞান মোক্ষের প্রাপক, এজন্য কর্ম্মও মোক্ষের কারণ।

১৩ অধিকরণ—(চলিতেছে)। উপ - কর্ম্ম মোক্ষের কারণ।

১৭সূ—অতোঽন্যোপি হ্যেকেষামুভয়োঃ।

ব, অ - জৈমিনি ও ব্যাস উভয়েরই মতে 'মুক্তগণ ফল ভোগ করেন'।

ব্যা, বি - একেষাং শাখিনাং। উভয়োঃ জৈমিনিব্যাসয়োঃ।

দীপিকা—অতোঽগ্নিহোত্রাদে র্নিত্যাৎ কর্ম্মণোঽন্যোপি হ্যস্তি সাধুকৃত্যায়া ফল মভিসন্ধায় ক্রিয়তে তস্যা বিনিয়োগ এব মুক্তা একেষাং শাখিনাং সুহৃদঃ সাধুকৃত্যামিতি তস্যা এবেদং সংশ্লেষবিনাশনিরূপণ মিতরস্যাপ্যেব মিত্যাদিনা তথৈকজাতীয়স্য কাম্যস্য কর্ম্মণো বিদ্যাং প্রত্যনুপকারকত্বে সম্প্রতি রুভয়োরপি জৈমিনিবাদরায়ণয়ো রাচার্য্যয়োঃ।

তাৎপর্য্য—'তস্য পুত্রাঃ দায় মুপযন্তি সুহৃদঃ সাধুকৃত্যান্ দ্বিষতঃ পাপকৃত্যান্" এ শ্রুতির 'সুহৃদঃ সাধুকৃত্যান্'—সুহৃদ্গণ সাধুকৃত্য হরণ করেন এ বাক্যের অর্থ—অগ্নিহোত্রাদি সকামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে তাঁহারা কিছু-কাল তাহার ফল প্রাপ্ত হন। ইহা কর্ম্মকাণ্ড-দর্শনকার জৈমিনি ও জ্ঞান-কাণ্ড-দর্শনকার বেদব্যাস উভয়েই স্বীকার করেন।

১৩ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

ন্যশেন্নোবা হ্যগ্নিহোত্রাদি ? নিত্যং কর্ম্ম বিনশ্যতি
যতোঽয়ং বস্তু মহিমা ন ক্বচিৎ প্রতিদৃশ্যতে।

১৩ অধিকরণের মীমাংসা।

অনুষক্তফলাংশস্য নাশোঽপ্যন্যো ন নশ্যতি,
বিদ্যায়া মুপযুক্তত্বা ত্তাব্যশ্লেষস্ত কাম্যবৎ।

৪অধ্যা—১পা—১৪অধি—১৮সূ—৪৯৬ সা সং।

১৪ অধিকরণ—সোপাসনস্য নিরুপাসনস্যচ নিত্য কর্ম্মণো তারতম্যেন বিদ্যাসাধনত্বম্—নিত্য কর্ম্মের উপাসনা-ভেদে তারতম্য।

১৮সূ—যদেবং বিদ্যয়েতি হি।

ব, অ—'যদেবং বিদ্যয়া' শ্রুতিদ্বারা বিদ্যাফল কর্ম্মফলাপেক্ষা বলবত্তর।

দীপিকা—বিদ্যয়া সহিতং (বিদ্যা-শ্রদ্ধা) তদ্রহিতং চ কর্ম্ম বিদ্যাঙ্গং হি যস্মাৎ যদেব বিদ্যয়েতি বাক্যান্তরাৎ কর্ম্মণো বিদ্যাযোগে ঽতিশয় মাহান্নু কর্ম্মণোঽফলত্বে বচন মিদং সার্থকং।

তাৎপর্য্য—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সাধারণতঃ দুই প্রকার 'উপাসনা সহিত' এবং 'উপাসনা রহিত'। 'য এবং বিদ্বান্ যজেত' ইত্যাদি দ্বারা জ্ঞানপূর্ব্বক যে অনুষ্ঠান তাহারই ফল অধিক। গীতাও ইহা সমর্থন করেন —'দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়'—কর্ম্ম বুদ্ধিযোগ হইতে অনেক অবর বা নিকৃষ্ট। অবিদ্বান্ অপেক্ষা বিদ্যাবান্ শ্রেষ্ঠ। অগ্নিহোত্রাদি জ্ঞানের সাধন। 'যদেব বিদ্যয়া করোতি তদেব বীর্য্যবত্তরং—যাহা জ্ঞানের সহিত কৃত বা অনুষ্ঠিত হয় তাহার ফল অধিকতর বীর্য্যশালী।

১৪ অধিকরণের পূর্ব্ব পক্ষ।

কিমঙ্গোপাস্তি সংযুক্ত মেব বিদ্যোপযোগ্যত ?
কেবলঞ্চ প্রশস্তত্বাৎ সোপাস্ত্যে বোপযুজ্যতে।

১৪ অধিকরণের মীমাংসা।

'কেবলং বীর্য্যবদ্ বিদ্যা সংযুক্তং বীর্য্যবত্তরং'
ইতি শ্রুতে স্তারতম্যা দুভয়ং জ্ঞানসাধনং।

৪অধ্যা—১পা—১৫অধি—১৯সূ—৪৯৭ সা সং।

১৫ অধিকরণ—অধিকারিণাং মুক্তি সদ্ভাবঃ—অধিকারিগণের মুক্তির সদ্ভাব।

১৯ সূ—ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে।

ব, অ—ভোগ দ্বারা পুণ্যপাপের ক্ষয় হইলে সম্পন্ন বা ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়।
(ইতরে-পুণ্যপাপে)

দীপিকা—ভোগেনৈব তুশব্দোঽবধারণে:ইতরে সুকৃতদুষ্কৃতে আরব্ধকার্য্যে ক্ষপয়িত্বানন্তরং সম্পদ্যতে তস্য তাবদেব চিরমিত্যাদি শ্রুতেঃ।

ইতি সূত্র-দীপিকায়াং চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমঃপাদঃ।

তাৎপর্য্য—আরব্ধ-ফল পুণ্যপাপ ভোগদ্বারা নিঃশেষিত হইলে সাধক ব্রহ্ম-সম্পন্ন হন। 'তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরও সংসার অতিক্রম হয় না'। অজ্ঞান-মূলক কর্ম্ম যে পর্য্যন্ত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ জন্ম ও দেহপাত ও ভোগ। কর্ম্মই জন্মাদির কারণ। প্রারব্ধ নাশের পর জ্ঞানী ব্যক্তি কৈবল্য লাভ করেন।

১৫ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

বহুজন্মপ্রদারব্ধযুক্তানাং নাস্ত্যতোঽস্তি মুক্ ?
বিদ্যালোপে কৃতং কর্ম্ম ফলদং তেন নাস্তি মুক্।

১৪ অধিকরণের মীমাংসা।

আরব্ধং ভোজয়েদেব নত্বু বিদ্যাং বিলোপয়েৎ,
সুপ্তবুদ্ধ বদশ্লেব তাদবস্থ্যাৎ কুতো ন মুক্।

ইতি শ্রীমহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত শারীরক-ব্রহ্ম-বেদান্ত-সূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদ।

বেদান্ত-সূত্র।

চতুর্থ অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ।

দ্বিতীয় পাদাধিকরণম্।

১—(১সূ—২ সূ) বাগাদীনাং মনসি বৃত্তিপ্রবিলয়ো ন স্বরূপেণ।

২—(৩ সূ) মনসঃ প্রাণে বৃত্ত্যা প্রবিলয়ঃ।

৩—(৪ সূ—৬ সূ) প্রাণস্য জীবে লয়ান্তরং পুনর্ভূতেষু লয়ঃ।

৪—(৭ সূ) জ্ঞান্যজ্ঞানিনো রুৎক্রান্তে রপি সাম্যম্।

৫—(৮ সূ—১১ সূ) তেজঃ প্রভৃতীনাং ভূতানাং পরমাত্মনি বৃত্ত্যা লয়ঃ।

৬—(১২ সূ—১৪ সূ) দেহাদেঃ প্রাণোৎক্রান্তের্নিষেধঃ।

৭—(১৫ সূ) তত্ত্বজ্ঞানিনো বাগাদীনাং পরমাত্মনি লয়ঃ।

৮—(১৬ সূ) তত্ত্ববিদো বাগাদীনাং নিঃশেষণ পরমাত্মনি লয়ঃ।

৯—(১৭ সূ) উপাসকস্যোৎক্রান্তের্বিশেষত্বম্।

১০—(১৮ সূ—১৯ সূ) নিশায়ামপি মৃতানাং রশ্মিপ্রাপ্তিঃ।

১১—(২০ সূ—২১ সূ) দক্ষিণায়ণমৃতস্যোপাসকস্য জ্ঞানফল প্রাপ্তিঃ।

৪অধ্যা—২পা—১অধি—১সূ—৪৭৮সা সং।

১ অধিকরণ—বাগাদীনাং মনসি বৃত্তিপ্রবিলয়ো ন স্বরূপেণ—মনে বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি লয় হয়, তাহাদের স্বরূপ লয় হয় না।

১সূ—বাঙ্মনসি দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ।

ব, অ—বাক্যের মনে লয় দৃষ্ট হয় এবং শ্রুতিতেও পাওয়া যায়।

দীপিকা—"অস্য সৌম্য পুরুষস্য প্রয়তো বাঙ্মনসী সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণ স্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং" ইত্যত্রাপি বৃত্তি র্মনসি সম্পদ্যতে, কস্মাৎ, দর্শনাৎ মরণাদেব বাচঃ প্রথমোপসংহারস্য বৃত্তি র্বৃত্তিমতো রভেদেন বাঙ্মনসি।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—"অস্য সৌম্য! পুরুষস্য" ইত্যাদি দীপিকোক্ত শ্রুতিতে জানা যায়, মুমূর্ষুর বাগিন্দ্রিয়বৃত্তি মনে লয় পায় ও মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ পরমাত্মায় বিলীন হয়। দেখাও যায় মনের বৃত্তি সকল অবস্থিত থাকিতে থাকিতে বাক্য অন্তর্হিত হয়। উপাদানেই উপাদেয়ের লয় হইবার নিয়ম। ঘটসরবাদি, তাহাদের উপাদান মৃত্তিকাতেই লয় হইয়া থাকে। মন ও বাগিন্দ্রিয় উপাদান উপাদেয় নহে। বাগিন্দ্রিয়কে মনপ্রভব বলা যায় না! শ্রুতিতেও তাহার কোন উক্তি নাই। তবে 'বাগিন্দ্রিয় মনে লয় পায়' ইহা কিরূপে সম্ভব? উত্তর—বৃত্তির লয়োদ্ভব যে উপাদানেই হইবে তাহার কোন নিয়ম নাই। পার্থিব পদার্থ কাচ হইতে বহ্নির উদ্ভব হয় কিন্তু বহ্নি কাচে (মৃত্তিকায়) উপশমিত হয় না। জলে (অন্য পদার্থ) উপশমিত হয়।

৪ অধ্যা—২পা—১অধি—২সূ—৪৯৯ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—মনে বাক্যের লয়।

২সূ—অতএব চ সর্ব্বাণ্যনু।

ব, অ—অতএব উহারা মনের অনুবর্ত্তন করে।

দীপিকা—ইন্দ্রিয়ৈর্মনসি সম্পদ্যমানৈরিত্যত্র সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি বৃত্তিভি র্মনো হনুবর্ত্তন্তে শ্রুত এব দর্শনাৎ চেতি অত্রাপিপূর্ব্ববৎ মনসো বাচঃ করণত্বাভাবাৎ তত্র তস্য সর্ব্বাত্মনা ন লয় ইত্যুক্তং।

তাৎপর্য্য—"তস্মা দুপশান্ততেজাঃ পুনর্ভব মিন্দ্রিয়ৈ র্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি বৃত্তিভির্মনো হনুবর্ত্তন্তে"—মুমূর্ষু ব্যক্তির বাগিন্দ্রিয় লয় পাইলে অন্যান্য ইন্দ্রিয় বৃত্তিও মনে লয় প্রাপ্ত হয় এবং মনের বৃত্তি থাকিতে থাকিতেই ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি লোপ হয়।

১ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

বাগাদীনাং স্বরূপেণ বৃত্ত্যা বা মানসে লয়ঃ ?
শ্রুতি 'বাঙ্মনসী' ত্যাহ স্বরূপো বিলয় স্ততঃ।

১ অধিকরণের মীমাংসা।

ন লীয়তে হনুপাদানে কার্য্যং বৃত্তিস্তু লীয়তে,
বহ্নিবৃত্তে র্জলে শান্তে র্বাকৃশব্দো বৃত্তিলক্ষকঃ।

৪অধ্যা—২পা— ২অধ—৩সূ—৫০০ সা সং।

২ অধিকরণ—মনসঃ প্রাণে বৃত্ত্যা প্রবিলয়ঃ—মন প্রাণে বৃত্তির সহিত লয় প্রাপ্ত হয়।

৩সূ—তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ।

ব, অ—সবৃত্তি মনের প্রাণে লয় উত্তর শ্রুতিতে জানা যায়।

ব্যা, বি—তদ্বিধং মনঃ প্রাণে প্রলীয়তে। উত্তরাৎ অবগম্যতে। (প্রাণে+উত্তরাৎ)

দীপিকা—উক্তং মনঃ প্রাণে বিলীয়তে কুতঃ, প্রাণ উত্তরাৎ বাক্যাৎ।

তাৎপর্য্য—ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তির সহিত মন, সবৃত্তিক প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয়। শব্দ বা শ্রুতি তাৎপর্য্যে অবগত হওয়া যায়, মনের বৃত্তি প্রাণে বিলয় হয়। সুষুপ্ত ও মুমূর্ষু ব্যক্তির 'প্রাণন্' (শ্বাস-প্রশ্বাস) থাকে কিন্তু 'মন' থাকে না। প্রাণে মনোবৃত্তি বিলীন হয় বটে, কিন্তু স্বরূপ বিলয় হয় না।

২ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

মনঃ প্রাণে স্বয়ং বৃত্ত্যা বা লীয়তে স্বয়ং ততঃ ?
কারণাৎ কার্য্যহেতুত্বাৎ প্রাণো হেতুঃ মনঃ প্রতি।

২ অধিকরণের মীমাংসা।

স্বাক্ষাৎ স্বহেতৌ লীয়েত কার্য্যং প্রাণাদিকে নতু,
গৌণঃ প্রাণাদিকো হেতু স্ততো বৃত্তিলয়ো ধিয়ঃ।

৪অধ্যায়—২পা—৩অধি—৪সূ—৫০১ সা সং।

৩ অধিকরণ—প্রাণস্য জীবে লয়ান্তরং পুনর্ভূতেষু লয়ঃ—জীবে প্রাণের লয় হওয়ার পরে পুনরায় ভূতে লয় হয়।

৪সূ—সোঽধ্যক্ষে তদুপগম মাদিভ্যঃ।

ব, অ—উপগমনাদি শ্রুতি দ্বারা প্রাণাদির জীবে লয় নিশ্চিত হয়।

ব্যা, বি—অধ্যক্ষে=জীবে। আদিভ্যঃ—উপগমনং অনুগমনং অবস্থানং এতেভ্যঃ।

দীপিকা—স প্রাণ স্তদধ্যক্ষে জীবে বৃত্ত্যা লীয়তে তস্মিন্নধ্যক্ষে প্রবিলয়স্যাত্মনমন্তকালে সর্ব্বে প্রাণা অভিসমায়ন্তী-ত্যাদিনা ঽভ্যুপগমাৎ অবিশেষেণ। আদি শব্দেন তমুৎক্রামন্তং সর্ব্বেপ্রাণা ইত্যাদি বিশেষাদপি।

তাৎপর্য্য—অনন্তর সবৃত্তিক প্রাণ, দেহাধ্যক্ষ জীবে উপসংহৃত হন। অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম ও সংস্কার বিশিষ্ট চিদাত্মাই জীব। তিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় শরীরেই অধ্যক্ষ। জীবে যে প্রাণের লয় হয় তদ্বিষয়ে উপগমনাদি শ্রুতি লক্ষিত হয়। উপগমন শ্রুতি—"এব মাত্মান মন্তকালে সর্ব্বেপ্রাণা অভিসমায়ন্তি যত্রৈতদূর্দ্ধচ্ছাসী ভবতি"—মুমূর্ষু ব্যক্তির অন্তকালে প্রাণ সকল জীবাভিমুখী হয় ও তৎকালে ঊর্দ্ধশ্বাস হইয়া থাকে। অনুগমন শ্রুতি—'তমুৎক্রান্তং প্রাণো ঽনুক্রামতি'—উৎক্রামণ কালে প্রাণ জীবের (তং) অনুগমন করেন। অবস্থান শ্রুতি—'সবিজ্ঞানো ভবতি'—মৃত্যুকালে জীব সবিজ্ঞান হন অর্থাৎ 'প্রদ্যোতন অবস্থায়' 'ভাবি-দেহ ভাবের উপলব্ধি করেন।

৪অধ্যা—২পা—৩অধি—৫ সূ—৫০২ সা সং।

৩ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—প্রাণের লয় বিচার।

৫সূ—ভূতেষু তচ্ছ্রুতেঃ।

ব, অ—ভূতে প্রাণের লয় শ্রুত হয়।

দীপিকা—স প্রাণসংবৃত্তোঽধ্যক্ষ তেজঃ সহচরিতেষু ভূতেষু দেহবীজভূতেষু সূক্ষ্মেষু ব্যবতিষ্ঠত ইত্যবগন্তব্যং। "প্রাণ স্তেজসী"তি শ্রুতেঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—'প্রাণস্তেজসি'—প্রাণ তেজে লয় পায়,এশ্রুতি দ্বারা তেজে প্রাণের উপলব্ধ হয়। অধ্যক্ষ জীবে লয় উক্ত শ্রুতিতে কিরূপে সঙ্গত?

উত্তর—তেজে প্রাণের লয় বলিবার তাৎপর্য্য, জীব তেজঃ-সহচরিত সূক্ষ্ম-ভূতে অবস্থান করেন। সেই সূক্ষ্মাবস্থিত তেজোযুক্ত জীবেই প্রাণের বিলয় হয়। তেজঃ শব্দ, ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূতের মধ্যবর্ত্তী (৩য়) ভূত বিশেষ সে অর্থে প্রযুক্ত নহে। ইহা ক্ষিত্যপ্ তেজের তেজ নহে।

৪অধ্যা—২পা—৩অধি—৬সূ—৫০৩ সা সং।

৩ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—প্রাণের লয় বিচার।

৬ সূ—নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি।

ব, অ—একে (তেজো ভূতে) লয় নহে, তাহা শ্রুতিও স্মৃতিতে জানা যায়।

দীপিকা—নৈকস্মিন্ তেজসি। শরীরান্তরপ্রাপ্তি-বেলায়াং জীবো হ্যবতিষ্ঠতে, কুতঃ, হি যস্মাৎ দর্শয়তঃ শ্রুতিস্মৃতী 'পৃথ্বীময়' ইত্যাদ্যা শ্রুতি। স্মৃতিরয়ং ব্যোমমাত্রা ইত্যাদ্যা প্রশ্নপ্রতিবচনে চ আপঃ পুরুষবচস ইতি।

তাৎপর্য্য—তৃতীয় অধ্যায়ে 'আপঃ পুরুষবচসো' বিচারিত হইয়াছে 'আপ্' শব্দে পঞ্চ ভূত। জীবের ভূত-পঞ্চাত্মক সূক্ষ্ম দেহ লক্ষ্য করিয়াই এই উপদেশ। এ বিষয়ে শ্রুতিস্মৃতি প্রমাণ আছে। শ্রুতি—'পৃথ্বীময়ো জলময়ঃ' ইত্যাদি স্মৃতি—

'অন্বো মাত্রাবিনাশিন্যো দশার্দ্ধানান্তু যাঃ স্মৃতাঃ,
তাভিঃ সার্দ্ধ মিদং সর্ব্বং সম্ভবত্যনুপূর্ব্বশঃ।

৩ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

অসৌ ভূতেষু জীবে বা লয়ো ? ভূতেষু তচ্ছ তেঃ,
'স প্রাণ তেজসীত্যাদৌ নতু জীব ইতি কচিৎ।

৩ অধিকরণের মীমাংসা।

'এব মেবেম মাত্মানং প্রাণী যন্তীতি' চ শ্রুতে,
জীবে লীত্বা সহৈতেন পুনর্ভূতেষু লীয়তে।

৪অধ্যা—২পা—৪অধি—৭সূ—৫০৪ সা সং।

৪ অধিকরণ—জ্ঞান্যজ্ঞানিনো রুৎক্রান্তে রপি সাম্যম্।

জ্ঞানী ও অজ্ঞানী সকলের উৎক্রান্তি সমান।

৭ সু—সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বং চানুপোষ্য।

ব্যা, বি—সমানা উৎক্রান্তিঃ। আ+সৃতি (গতি), অর্চ্চিরাদি প্রাপ্তিঃ। অনুপোষ্য—অবিদ্যাং সংদহ্য। অমৃতত্ব—মোক্ষ।

দীপিকা—সমানা চৈবোৎক্রান্তি র্বাঙ্মনসীত্যাদ্যা বিদ্বদবিদুষো রাসৃত্যুপক্রমাৎআ উত্তরামার্গোপক্রমাৎ। ননু বিদুষোঽমৃতত্বং প্রাপ্তস্য কুতো গমন মিত্যত আহ 'অমৃতত্বং চানুপোষ্য' দগ্ধাবিদ্যাদি ক্লেশবীজানি ইদমমৃতত্ব মপি।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—উৎক্রান্তি বিষয়ে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর কি কোন বিশেষ আছে? উত্তর—ক্ষুৎপিপাসাদির ন্যায় বাগাদির মনে লয়, প্রাণে মনের লয় এবং জীবে প্রাণের লয় ও উৎক্রান্তি জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর সাধারণ। পরন্তু তাহাদের সৃতি বা গতি ভিন্ন। জ্ঞানীদিগের অর্চ্চিরাদি গতি হয় কিন্তু যাবৎ অবিদ্যা দগ্ধ না হয় তাবৎ 'অমৃতত্ব' বা মোক্ষ হয় না। দগ্ধ বীজের উৎপাদিকা শক্তি থাকে না। 'অনুপোষ্য' শব্দ দ্বারা সেইরূপ অবিদ্যা দগ্ধ হইলে পুনর্জন্ম হয় না সেই অবস্থাই অমৃতত্ব, ইহাই সূচিত হইতেছে। জ্ঞানী জ্ঞান প্রকাশিত নাড়ী (সুষুম্না বর্ত্ম) আশ্রয়ে উর্দ্ধগামী হন। ইহাই 'সৃতির উপক্রম' শব্দদ্বারা বিবক্ষিত হয়।

৪ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

জ্ঞান্যজ্ঞোৎক্রান্তি রসমা সমা বা? নহি সা সমা,
মোক্ষসংসার-রূপস্য ফলস্য বিষমত্বতঃ।

৪ অধিকরণের মীমাংসা।

আসৃত্যুপক্রমং জন্ম বর্ত্তমান মতঃ সমা,
পশ্চাত্তু ফল বৈষম্যা দসমোৎক্রান্তি রেতয়োঃ।

৪অধ্যা—২পা—৫অধি—৮সু—৫০৫ সা সং।

৫ অধিকরণ—তেজঃ প্রভৃতীনাং ভূতানাং পরমাত্মনি বৃত্ত্যা লয়ঃ—তেজ প্রভৃতি ভূতের সবৃত্তি পরমাত্মায় লয়।

৮ সু—তদাপাতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ।

ব, অ—মোক্ষ পর্য্যন্তই 'সংসার' বলা যায়।

ব্যা, বি—তৎ তেজঃ। আ+অপীতেঃ—মুক্তেঃ।

দীপিকা—তত্তেজ আদিভূতসূক্ষ্মং শ্রোত্রাদিকরণাশ্রয়ভূতং আ অপীতে রাসংসারাদামোক্ষা দবতিষ্ঠতে, 'যোনি মন্যে প্রপদন্তে' ইত্যাদিনা সংসার ব্যপদেশাৎ, কুত ইতি পরসূত্রে।

তাৎপর্য্য—পূর্ব্ব-বর্ণিত প্রাণাদি সম্বলিত জীব পরমাত্মায় লয় প্রাপ্ত হন, কিন্তু আত্যন্তিক বিলয় হয় না। তাহা হইলে বিধি নিষেধাদি শাস্ত্র বিফল হয়। সুষুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ যেরূপ আত্মায় বীজ ভাবে থাকে, মৃত্যুতেও সেইরূপ জীব পরমাত্মায় বীজভাবে থাকিয়া পুনরায় স্থাবর জঙ্গমাত্মক নানাভাব প্রাপ্ত হন ও যাবৎ তত্ত্বজ্ঞান না জন্মে তাবৎ নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে থাকেন। প্রমাণ—

"যোনি মন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বয়া দেহিনঃ,
স্থানু মন্যেঽনুসংযন্তি যথা কর্ম্ম যথা শ্রুতম্"

৪ অধ্যা—২পা—৫অধি—৯ সূ—৫০৬ সা সং

৫ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—তেজ প্রভৃতি সূক্ষ্ম।

৯ সূ—সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ।

ব, অ—(তেজ প্রভৃতি) সূক্ষ্ম, তাহা প্রমাণিত ও শ্রুত হয়।

দিপীকা—তত্তেজঃ সূক্ষ্মস্বরূপতঃ পরিমাণতশ্চ তদাহ প্রমাণতশ্চ, কুতঃ, নাড়ী নিস্ক্রমণাদিভ্য স্তথা সূক্ষ্মস্যোপলব্ধেঃ।

তাৎপর্য্য—মৃতান্তে জীব স্থূল শরীর পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীর আশ্রয় করেন। 'সূক্ষ্ম' বলিবার কারণ এই যে মুমূর্ষুর পার্শ্বের লোক দেখিতে পায় না। পরিমাণও সূক্ষ্ম কেননা নাড়ী নিস্ক্রান্ত হন।

৪ অধ্যা—২পা—৫অধি—১০সূ—৫০৭ সা সং

১০ সূ—নোপমর্দ্দেনাতঃ।

ব, অ—সূক্ষ্ম বলিয়া উপমর্দ্দিত হয় না। (অতঃ সূক্ষ্মত্ব হেতু।)

দিপীকা—অতএব সূক্ষ্মত্বাৎ স্থূলশরীরস্যোপমর্দ্দেন সূক্ষ্মশরীরং নোপমর্দ্দতে।

তাৎপর্য্য—পূর্ব্বসূত্রে জীবের সূক্ষ্মশরীরাশ্রয় কথিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম না হইলে স্থূল শরীরের ন্যায় উপমর্দ্দিত হইত। দাহাদিতে দগ্ধ হইত।

৪ অধ্যা—২পা—৫অধি—১১সূ—৫০৮ সা সং

৫ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—মরণান্তবর্ণন।

১১ সূ—অস্যৈব চোপপত্তে রেষ উষ্মা।

ব, অ—উষ্মা দ্বারা ইহা উপপন্ন হয়।

দিপীকা—অস্যৈব সূক্ষ্ম-শরীরস্যৈবোষ্মা, সূক্ষ্ম শরীরে সত্যুপলব্ধে রসত্যুপলব্ধেরিত্যুপপত্তেঃ। শ্রুতি মপ্যাহ উষ্ম এ বৈষ ইত্যাদিকাং।

তাৎপর্য্য—নির্জীব শরীরে উষ্মা থাকে না। স্থূল শরীরের উষ্মা নহে, উষ্মা সূক্ষ্ম শরীরেই। স্থূল শরীর পরিত্যক্ত হইলেও সূক্ষ্ম শরীরে উষ্মা থাকে। সূক্ষ্ম শরীর না থাকাতেই মৃত শরীরে উষ্মা থাকে না। শ্রুতি প্রমাণ—"উষ্ণ এব জীবিষ্যঞ্ছীতো মরিষ্যন্"।

৫ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

স্বরূপেণাথ বৃত্ত্যা বা ভূতানাং বিলয়ঃ পরে ?
স্বরূপেণ লয়ো যুক্তঃ স্বোপাদানে পরাত্মনি।

৫ অধিকরণের মীমাংসা।

আত্মজ্ঞস্য তথাত্বেঽপি বৃত্ত্যৈ বা নাস্য তল্লয়ঃ,
ন চেৎ কস্যাপি জীবস্য ন স্যাৎ জন্মান্তরং কচিৎ।

৪অধ্যা—২পা—৬অধি—১২সূ—৫০৯ সা সং

৬ অধিকরণ—দেহাদেঃ প্রাণোৎক্রান্তে নিষেধঃ।—দেহাদি হইতে প্রাণোৎক্রান্তি শ্রুতি নিষিদ্ধ।

১২সূ—প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ।

ব, অ—(জ্ঞানীর দেহ হইতে প্রাণোৎক্রান্তির) প্রতিষেধ শঙ্কিত হয় না। জীব হইতে প্রণোৎক্রান্তির প্রতিষেধ।

দিপীকা—সূত্রাবয়বেন সিদ্ধান্তমাহ 'ন তস্য প্রণোউৎ-ক্রামন্তীত্যস্মাৎ প্রতিষেধাৎ বিদ্যাবতো ন গমন মিতি চেন্ন, কুতঃ শারীরাৎ জীবাদয়ং গমনপ্রতিষেধো ন শরীরাৎ।

তাৎপর্য্য—নির্গুণ ব্রহ্ম-জ্ঞানীর প্রাণ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়

৪অধ্যা—২পা—৬অধি—১৩-১৪সূ—৫১১ সা সং।

৬ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—মরণান্ত বর্ণন।

১৩সূ—স্পষ্টোহ্যেকেষাম্।

১৪সূ—স্মর্য্যতে চ।

ব, অ—কোন শাখাতে ইহা বিস্পষ্ট আছে। ১৩। মহাভারতেও লক্ষিত হয়। ১৪।

দীপিকা—শরীরাদাত্মনঃ প্রাণানাং গমনং, কুতঃ হি যস্মাৎ একেশাং শাখিনাং শরীরস্যৈব, স্পষ্টঃ আপাদান ভাবঃ শ্রূয়তে স উচ্ছ্বয়তীত্যাদিনা দেহস্যৈবাপাদানতয়োপলম্ভাৎ। ১৩। স্মর্য্যতেঽপি মহাভারতে গত্যুৎক্রান্ত্যো ব্বভাবঃ সর্ব্ব-ভূতাত্মেত্যাদিনা। ১৪।

তাৎপর্য্য—মাধ্যন্দিন শাখায় 'জ্ঞানীর প্রাণ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় না' ইহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন'—"যত্রায়ং পুরুষোম্রিয়তে তদাস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্ত্যাহোস্বিন্নেতি", যোগীর প্রাণ সেই দেহেই সম্যক্ লয়প্রাপ্ত হয়। যোগীর দেহ মরণকালে 'উচ্ছূন' ও 'আধ্মাত' হয় ও পরিশেষে প্রাণশূন্য হয়। উচ্ছূনাদি দেহের ধর্ম্ম। দেহীর নহে। 'ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি'—জ্ঞানীর (দেহ হইতে) প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না। শ্রুত্যন্তরে জানা যায় অজ্ঞানীর শরীরের প্রদেশ বিশেষ হইতে যেরূপ প্রাণোৎক্রান্তি শ্রুত হয়, জ্ঞানীর সেরূপ নহে। চক্ষু প্রভৃতি স্থান বিশেষ উৎক্রান্তির জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা, "চক্ষুষা বা মূর্দ্ধ্ন্যা বাঽন্যেভ্যো বা শরীর-দেশেভ্য স্তমুৎক্রান্তং প্রাণাঽনুৎক্রামন্তি।" পরন্তু অত্র ব্রহ্ম-সমশ্নুতে' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা জ্ঞানী এই দেহেই ব্রহ্ম লাভ করেন। ১৩।

'জ্ঞানীর প্রাণ দেহোৎক্রান্ত হয় না,' ইহা পুরাণেও আছে—'শুকঃ কিল-মুমুক্ষু রাদিত্যমণ্ডল মভিপ্রতস্থে। শুকদেব মুক্তিইচ্ছায় আদিত্যমণ্ডল মধ্যে গমন করিলে ব্যাসদেব তাঁহাকে আহ্বান করেন। তাহাতে তিনি তথা হইতে 'ভো'

এই প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। শুকদেব বায়ু অপেক্ষায় শীঘ্র গমনে অন্তরীক্ষে গমন করিলেন।" ১৪

শুকস্তু মারুতাচ্ছীঘ্রাং গতিং কৃত্বাঽন্তরিক্ষগঃ, দর্শয়িত্বা প্রভাবং স্বং সর্ব্বভূতগতোঽভবৎ।

৬ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

কিং জীবাদথবা দেহাৎ প্রাণোৎক্রান্তির্নিবার্য্যতে,
জীবান্নিবারণং যুক্তং জীবেদ্দেহোঽন্যথা সদা।

৬ অধিকরণের মীমাংসা।

তপ্তাশ্মজলবদ্দেহে প্রাণানাং বিলয়ঃ স্মৃতঃ,
উচ্ছ্বয়ত্যত্রদেহেঽতো দেহাৎ সা বিনিবার্য্যতে।

৪অধ্যা—২পা—৭অধি—১৫সূ—৫১২ সা সং।

৭ অধিকরণ—তত্ত্বজ্ঞানিনো বাগাদীনাং পরমাত্মনি লয়ঃ—তত্ত্বজ্ঞানীর বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ পরমাত্মায় লয়প্রাপ্ত হয়।

১৫সূ—তানি পরে তথাহ্যাহ।

ব, অ—বাগাদি পরমাত্মার লয় পাওয়া শ্রুত হয়।

দীপিকা—তানীন্দ্রিয়াণি ভূতানি চ নির্গুণবিদ্যাবতঃ পরে পরমাত্মনি প্রলীয়তে, কুতঃ, হি যস্মাৎ তথাহশ্রুতিঃ 'পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তীতি'।

তাৎপর্য্য—জ্ঞানীর দেহের উপাদানীভূত ভূতসূক্ষ্ম পঞ্চক ও ইন্দ্রিয়াদি পরমাত্মায় বিলয়প্রাপ্ত হয় তাহার শ্রুতি যথা—"এবমেবাস্য-পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি।"

৭ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

জ্ঞস্য বাগাদয়ঃ স্ব স্ব হেতৌ লীনা পরেঽথবা ?
'গতাঃ কলাঃ' ইতি শ্রুত্যা স্ব স্ব হেতুষু তল্লয়ঃ।

৭ অধিকরণের মীমাংসা।

নহ্যবিলয়সাগ্যোক্তে র্বিদ্বদ্দৃষ্ট্যা লয়ঃ পরে,
অন্যদ্দৃষ্টিপরং শাস্ত্রং 'গতা' ইত্যাদ্যুদাহৃতিঃ।

৪ অধ্যা—২পা—৮অধি—১৬সূ—৫১৩ সা সং।

৮অধিকরণে—তত্ত্ববিদো বাগাদীনাং নিঃশেষেণ পরাত্মনি লয়ঃ—নিঃশেষে তত্ত্বজ্ঞানীর পরমাত্মায় বাগাদির লয়।

১৬সূ—অবিভাগো বচনাৎ।

ব ক—অবিভাগে বাগাদি লয় পায় এ বিষয়ে শ্রুতি বচন আছে।

দিপীকা—ইন্দ্রিয়াণাং ভূতানাঞ্চ ব্রহ্মণি প্রবিলয়ে ব্রহ্মণা অবিভাগ ঐক্যং বিদ্যাবতো বিদ্যাবতামেষাং প্রবিলয়ঃ ইত্যর্থঃ বচনাৎ ভিদ্যতে চাসাং নামরূপে ইত্যাদেঃ ব্যবহিতাধিকরণ আসৃত্যুপক্রমাদ্‌বিদুষোঽবিদুষশ্চ সমানা গতিরুক্তা সানুপপন্না বিদুষোঽস্য নিয়তনাড়ীগমনাদীত্যাক্ষিপ্য সমাধত্তে।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—জ্ঞানীর ষোড়শ কলার ব্রহ্মে লয় সাবশেষ কি নিরবশেষ ? উত্তর—অবিভাগ বা নিরবশেষ। শ্রুতি—"ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি।" জ্ঞানীর কলা-প্রলয়ে কোন অবশেষ থাকে না। তাহারা নিরবশেষে প্রলীন হয়।

৮ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

তল্লয়ঃ শক্তিশেষেণ নিঃশেষেণাথবাত্মনি ?
শক্তিশেষেণ যুক্তোঽসাবজ্ঞানিম্বেতদীক্ষণাৎ।

৮ অধিকরণের মীমাংসা।

নানরূপবিভেদোক্তে নিঃশেষেনৈব সংক্ষয়ঃ,
অজ্ঞেজন্মান্তরার্থন্তু শক্তিশেষত্ব মিষ্যতে।

৪অধ্যা—২পা—৯অধি—১৭সূ—৫১৪ সা সং।

৯ অধিকরণ—উপাসকস্যোৎক্রান্তে বিশেষত্বম্—উপাসকের উৎক্রান্তির বিশেষত্ব আছে।

১৭সূ—তদেকোঽগ্রজ্জ্বলনতৎপ্রকাশিতদ্বারো বিদ্যাসামর্থ্যা তচ্ছেষগত্যানুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দ্দানুগৃহীতশতাধিকয়া।

ব, অ—ব্রহ্মের অনুগ্রহে হৃদিস্থ শতাধিক নাড়ি দ্বারা মূর্দ্ধণ্য নাড়ীপথে জ্ঞানী উপাসকের উৎক্রান্তি হয়।

দীপিকা—তস্য বিজ্ঞানাত্মন ওক আয়তনং হৃদয়ং, তস্য হৃদয়স্য অগ্রজ্বলনেন প্রকাশিতানি দ্বারাণি যস্য সোঽয়ং তৎপ্রকাশিতদ্বারঃ সর্ব্বোপি জন্তু শ্চক্ষুরাদিভ্যঃ স্থানেভ্যঃ উৎক্রামতি বিদ্বাংস্ত ব্রহ্মণানুগৃহীতঃ হার্দ্দেণ শতাধিকয়া মূর্দ্ধণ্যয়া নাড্যা, কুতঃ, বিদ্যাসামর্থ্যাৎ উপাসনসামর্থ্যাৎ তচ্ছেষগতেরণুস্মৃতিযোগাচ্চ। তস্য বিদ্যায়াঃ শেষভূতা মূর্দ্ধণ্যনাড়ী গতিরুত্তরমার্গ ইতি যাবৎ তস্যাঃ, অনুস্মৃতিরণুস্মরণং তস্য যোগস্তস্মাদপি।

তাৎপর্য্য—উৎক্রান্তিকালে হৃদয় জ্বলিত বা প্রদ্যোতিত হয়, ইন্দ্রিয়গণ সহ জীব হৃদিস্থ নাড়ী মধ্যে আগমন করেন, তাহা দ্যোতিত বা জ্বলিত হয় তদ্দ্বারা ভবিষ্যৎ ফলের স্ফুরণ হয়। ভাবি অনুরূপ ভাবনা-বিজ্ঞান অনুভব করেন। অগ্রে 'প্রদ্যোতন' পরে 'উৎক্রামণ'। কাহারও মস্তক, কাহারও বা চক্ষু বা অন্যান্য কোন প্রদেশ হইতে জীব উৎক্রান্ত হন—"তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোততে তেন প্রদ্যোতনেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি চক্ষুষো বা মূর্দ্ধ্নো বা হন্যেভ্যো বা শরীর দেশেভ্যঃ।" এইরূপ উৎক্রান্তির সাধারণ প্রণালী কিন্তু জ্ঞানী উপাসকের সম্বন্ধে অন্য প্রণালী। 'প্রদ্যোতন' জ্ঞানী ও অজ্ঞানী সকলেরই হয় সত্য কিন্তু জ্ঞানীর মোক্ষ দ্বার সুষুম্না বর্ত্ম বা মূর্দ্ধণ্য নাড়ী প্রকাশমান হয়, তদ্দ্বারা উৎক্রান্তি হইয়া থাকে। বিদ্যা সামর্থ্যে তিনি মরণকালে মোক্ষদ্বার দেদীপ্যমান দেখিতে পান। হার্দ্দোপাসনা বা হৃদয়বিদ্যাপ্রকরণে উক্ত আছে—"শতঞ্চৈকস্য হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা" হৃদয়ের শত নাড়ী একীভূত হইয়া মূর্দ্ধণ্য নাড়ী বা সুষুম্না বা ব্রহ্মরন্ধ্র পথ।

৯ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

অবিশেষো বিশেষো বা স্যাদুৎক্রান্তে রুপাসিতুঃ,
হৃৎপ্রদ্যোতন-সাম্যোক্তে রবিশেষোঽন্যনির্গমঃ।

৯ অধিকরণের মীমাংসা।

মূর্দ্ধণ্যয়ৈব নাড্যাসৌ ব্রজেন্নাড়ী বিচিন্তনাৎ,
বিদ্যাসামর্থ্যতশ্চাপি বিশেষ স্তস্য দর্শনাৎ।

৪অধ্যা—২পা—১০অধি—১৮সূ—৫১৫ সা সং।

১০ অধিকরণ—নিশায়ামপিমৃতানাং রশ্মিপ্রাপ্তিঃ—রাত্রিতে মৃত হইলেও রশ্মিপ্রাপ্তি হয়।

১৮সূ—রশ্ম্যনুসারী।

ব, অ—(জীব) রশ্মিপ্রাপ্ত হইয়া তদনুসারে গমন করে।

দীপিকা—অথৈতৈরেব রশ্মিভি রূর্দ্ধ্বণাক্রমতে। এবং দিবসে রাত্রৌ চ রশ্ম্যনুসারী যাতি।

তাৎপর্য্য—উপাসক যখন এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হন তখন তিনি হৃদিস্থ নাড়ীর রশ্মি দ্বারা উর্দ্ধগত হন এবং মূর্দ্ধণ্য নাড়ী দ্বারা উর্দ্ধগামী হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন এবং কল্পাবসানে মুক্ত হন। শ্রুতি—"তৈরেব রশ্মিভি রূর্দ্ধরাক্রমতে।"

৪অধ্যা—২পা—১০অধি—১৯সূ—৫১৬ সা সং।

১০ অধিকরণ—(চলিতেছে)—জ্ঞানী উপাসকের রশ্মিপ্রাপ্তি।

১৯সূ—নিশি নেতিচেন্ন সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহ-ভাবিত্বাদ্দর্শয়তি।

ব, অ—রাত্রিতেও জ্ঞানী রশ্মিপ্রাপ্ত হইয়া ভাবী দেহভাব লাভ করেন।

দীপকা—নিশি রাত্রৌ রশ্ম্যনুসারীন যাতীতি, চেন্ন, রশ্মিসম্বন্ধস্য যাবদ্দেহ ভাবিত্বাৎ অমুষ্মাদিত্যাদিনা দর্শয়তি।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—দিবা মরণে রশ্মি সংযোগ থাকিতে পারে কিন্তু রাত্রি মরণে রশ্মি সংযোগ থাকে কি না? উত্তর—জ্ঞানীর উর্দ্ধগতি দিবাগম প্রতীক্ষা করে না। তাঁহার দিবারাত্রি উভয়েই সমান। সূর্য্যদেব রাত্রিতেও রশ্মি দেন "অহরেবৈতদ্রাত্রৌ বিদধতি"। শ্রুতিতে উক্ত আছে—তাঁহার স্থূল শরীর পরিত্যক্ত হইলেও সূক্ষ্ম শরীর আদিত্য লোক গমন করে।

১০ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

অহন্যেব মৃতেরশ্মি র্যাতি নিশ্যপি বা? নিশি,
সূর্য্যরশ্মেরভাবেন মৃতোঽহন্যেব যাতি তৎ।

১০ অধিকরণের মীমাংসা।

যাবদ্দেহং রশ্মিনাড্যো র্যুক্তোগ্রাষ্মেক্ষপাস্বপি,
দেহদাহাৎ শ্রুতত্বাচ্চ রশ্মিনিশ্যপি যাত্যসৌ।

৪অধ্যা—২পা—১১অধি—২০সূ—৫১৭ সা সং।

১১ অধিকরণ—দক্ষিণায়ণমৃতস্যোপাসকস্য জ্ঞানফলপ্রাপ্তিঃ—দক্ষিণায়ণে মৃত হইলেও উপাসক জ্ঞানফল প্রাপ্ত হন।

২০সূ—অতশ্চায়নেঽপিদক্ষিণে।

ব, অ—অতএব জ্ঞানী দক্ষিণায়ণেও উর্দ্ধলোক গমন করেন।

দীপিকা—অতশ্চাতএব তস্যানিয়তকালত্বাৎ অয়নে দক্ষিণেঽপি বিদ্বান্ বিদ্যাফল মাপ্নোত্যেব।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—জ্ঞানীর উৎক্রান্তি উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ উভয়েই কি সমান? উত্তর—ভীষ্ম উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিয়া দক্ষিণায়ণে শরশয্যায় ছিলেন ইত্যাদি জন্য উত্তরায়ণ প্রশস্ত বটে কিন্তু জ্ঞানী দক্ষিণায়ণে মরণেও জ্ঞানফল প্রাপ্ত হন।

৪অধ্যা—২পা—১১অধি—২১সূ—২১৮সা সং।

১১ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—মরণবিচার।

২১সূ—যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্য্যতে স্মর্য্যতে*।

ব, অ—যোগী অয়ন ভেদ হইলেও জ্ঞানফল লাভ করেন।

যোগিনঃ স্মার্তযোগবিদস্তান্ প্রতিস্মর্য্যতে আতিবাহিকাঙ্গীকারেণ কৃত্বা চিন্তয়েয়ম্।

ইতি শ্রীসূত্রদীপিকায়াং চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—গীতাতে উক্ত আছে, 'প্রয়াতা যান্তি তং কালং' ইত্যাদি শ্লোকে দিবা, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণ এই সকলকে অনাবৃত্তি ফলের কারণ বলেন, তবে জ্ঞানী যদি রাত্রিতে, কৃষ্ণপক্ষে বা দক্ষিণায়ণে মৃত হন, তবে কিরূপে অনাবৃত্তি ফল লাভ করিতে পারেন? উত্তর—দিবা, শুক্লপক্ষাদিতে স্মার্ত্ত যোগী অনাবৃত্তি ফল লাভ করেন কিন্তু শ্রুত্যুক্ত দহরাদি

---

* পাদশেষ জন্য দ্বিরাবৃত্তি।

উপাসকেরা কালের প্রতীক্ষা করেন না। কাল, নিয়ম, বিষয় ও অধিকারী ভেদে দেবযান ও পিতৃযান নামক দ্বিবিধ গতি অভিহিত আছে। ঐ সকল স্থলে দিবা, ষণ্মাসাদির শব্দার্থ গ্রহণ না করিয়া তত্তৎ অভিমানিনী দেবতা অর্থ করিলে কোন বিরোধ হয় না।

১১ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

অয়নে দক্ষিণে মৃত্বা ধীফলং নৈত্যথৈতি বা ?
নৈত্যুত্তরায়নাত্যুক্তে ভীষ্মস্যাপি প্রতীক্ষণাৎ।

১১ অধিকরণের মীমাংসা।

আতিবাহিক দেহোক্তে-র্বরথ্যাতৈতোঃ প্রতীক্ষণাৎ,
ফলৈকান্ত্যাচ্চ বিদ্যায়াঃ ফলং প্রাপ্নোত্যুপাদকম্।

ইতি শ্রীবেদব্যাস-প্রণীত-শারীরিকব্রহ্মবেদান্ত-সূত্রের
চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত।

বেদান্ত-সূত্র

চতুর্থ অধ্যায়—তৃতীয়পাদ।

তৃতীয় পাদাধিকরণম্।

১—(১সূ) অর্চ্চিরাদিকস্য ব্রহ্মলোক মার্গস্যৈকত্বম্।

২—(২সূ) সম্বৎসরাদিত্যয়োর্মধ্যে দেবলোকবায়ুলোকৌ সন্নিবেশিতৌ।

৩—(৩সূ) বরুণাদীনাং সন্নিবেশা দর্চ্চিরাদিমার্গস্য ব্যবস্থাপিতব্যত্বম্।

৪—(৪সূ—৬সূ) অর্চ্চিরাদীনামাতিবাহিকত্বম্।

৫—(৭সূ—১৪সূ) উত্তরমার্গেণ কার্য্যব্রহ্মাবগমনম্।

৬—(১৫সূ—১৬সূ) প্রতীকোপাসকানাং ব্রহ্মলোকোঽপ্রাপণম্।

৪ অধ্যা—৩পা—১অধি—১সূ—৫১৯ সা সং।

১ অধিকরণ—অর্চ্চিরাদিকস্থ ব্রহ্মলোক মার্গস্যৈকত্বম্।—যাঁহারা অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করেন তাঁহাদের ও ব্রহ্মলোকের একই মার্গ।

১সূ—অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ।

ব, অ—জ্ঞানীর অর্চ্চিরাদি বা দেবযান পন্থা প্রসিদ্ধ।

দীপিকা—সর্ব্বো ব্রহ্মপ্রেক্ষু রর্চ্চিরাদিনৈব মার্গেণ রংহতি, তৎ তস্য মার্গস্য প্রথিতেঃ প্রসিদ্ধেঃ যে চেমে রণে ইত্যাদিনা।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—জ্ঞানী ও কর্ম্মী ইঁহাদের উৎক্রান্তি সমান বটে, কিন্তু গতি ও গন্তব্য পথ একরূপ নহে। কোন পথ নাড়ী রশ্মিসম্বন্ধ ঘটিত, কোন পথ অর্চ্চিঃ ঘটিত, কোন পথের পরে দিনদেবতা। কোন শ্রুতি বলেন অগ্নিলোকে আগমন করেন, কোন শ্রুতি বলেন বায়ুলোকে, কোন শ্রুতি বলেন সূর্য্যলোকে। এ সকল বাস্তবিক কি বিভিন্ন? উত্তর—ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন পথবোধক শব্দ উচ্চারিত হইলেও সে সকলের অভিধেয় উপাসনা এক নহে সত্য, কিন্তু গন্তব্য পথ এক। যেমন লৌকিক পথে গতিবিলম্ব হয় এ পথে সেরূপ নহে।

১অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

নানাবিধো ব্রহ্মলোকমার্গো যদ্বার্চ্চিরাদিকম্?
নানাবিধঃ স্যাদ্ বিদ্যাসু বর্ণনাদন্যথান্যথা।

১অধিকরণের মীমাংসা।

এক এবার্চ্চিরাদিঃ স্যান্নানা শ্রুত্যুক্ত পূর্ব্বকঃ;
যথা পঞ্চাগ্নি বিদ্যায়াং বিদ্যান্তরবতাংশ্রুতা।

৪অধ্যা—৩পা—২অধি—২সূ—৫২০সা.সং।

২অধিকরণ—সম্বৎসরাদিত্যয়োর্মধ্যে দেবলোক বায়ুলোকৌ সন্নিবেশিতৌ—সম্বৎসর ও আদিত্য এই দুয়ের মধ্যে বায়ু ও দেবলোক সন্নিবিষ্ট।

২সূ—বায়ুমব্দাদবিশেষবিশেষাভ্যাম্।

ব, অ,—বিশেষ ও অবিশেষ কারণে 'সম্বৎসরের' পরে 'বায়ুলোক'।

দীপিকা—বায়ুমব্দাৎ সম্বৎসরাদ্দেবলোকং প্রাপ্যেতি শেষঃ, কুতঃ, অবিশেষবিশেষাভ্যাং স বায়ু লক্ষকমিত্যবিশেষঃ স বায়ুমাগচ্ছতীতি বিশেষমাহ তাভ্যাং।

তাৎপর্য্য—কৌষিতকি শ্রুতিতে উক্ত আছে—'স এতং দেবযানং পন্থান মাপদ্যাগ্নিলোক মাগচ্ছতি স বায়ুলোকং স বরুণলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকং গচ্ছতি—দেবযান পন্থায় যাঁহারা গমন করেন তাঁহারা প্রথমতঃ অগ্নিলোক, অনন্তর বায়ুলোক, অনন্তর বরুণলোক, অনন্তর ইন্দ্রলোক, অনন্তর প্রজাপতিলোক ও তদনন্তরে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে দেবযান বর্ণনকালে সংবৎসর ও আদিত্যলোকের উল্লেখ আছে। যাহা হউক বায়ুলোক ও সম্বৎসর এতদুভয়ের মধ্যে দেবলোকে গমন বিষয়ে বিশেষ ও অবিশেষ প্রমাণ আছে। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে দেবযান এইরূপ ১ম মাস, ২য় সম্বৎসর, ৩য় দেবলোক, ৪র্থ বয়ুলোক ও ৫ম আদিত্য।

২ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

সন্নিবেশয়িতুং বায়ু রত্রাশক্যোঽথ শক্যতে,
ন শক্যো বায়ুলোকস্য শ্রুতক্রমবিবর্জ্জনাৎ।

২ অধিকরণের মীমাংসা।

বায়ুশ্ছিদ্রাদ্বিনিষ্ক্রম্য স আদিত্য ব্রজেদিতি,
বরুণাদিন্দ্রলোকঞ্চ ব্রহ্মলোকং ততো বিশেৎ।

৪অধ্যা—১পা—৩অধি—৩সূ—৫২১ সা সং।

৩ অধিকরণ—বরুণাদীনাং সন্নিবেশ দর্চ্চিরাদিমার্গস্থ ব্যবস্থাপিতব্যম্—দেবযান পন্থায় বরুণাদি লোকের সন্নিবেশ ব্যবস্থা।

৩সূ—তড়িতোঽধিবরুণঃ সম্ভবাৎ।

ব, অ—(অধি—উপরি) তড়িৎলোকের উপর বরুণলোক।

দীপিকা—তড়িতো বিদ্যুল্লোকাৎ অনন্তরং বরুণ লোকং বরুণস্য বিদ্যুতা সম্বন্ধাদিন্দ্র প্রজাপতিলোকয়ো র্বরুণাদধি আগন্তুকানা মন্তেনিবেশ ইতিন্যায়েণ সন্নিবেশঃ।

তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যে বায়ু লোকের পরে বরুণ লোকের উল্লেখ আছে। বিদ্যুৎ ও বরুণ ইঁহাদের নিকট সম্বন্ধ থাকা অনুজ্ঞাত হয়, এজন্য বিদ্যুৎ লোকের অনন্তর বরুণ লোকে ইহাই নিশ্চিত হয়। 'বিদ্যুতঃ আপঃ'—অগ্রে বিদ্যুৎ হয়, পরে জলবর্ষণ দেখা যায়, এজন্য বিদ্যুৎ ও বরুণের নিকট সম্বন্ধ অনুমান-নির্ণীত হয়।

৪ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

বরুণাদেঃ সন্নিবেশো নাস্তি তত্রাথ বিদ্যতে,
নাস্তি, বায়ুরিবৈতস্য ব্যবস্থা শ্রুত্যভাবতঃ।

৪ অধিকরণের মীমাংসা।

বিদ্যুৎসম্বন্ধিবৃষ্টিস্থ নীরস্যাধিপতিঃ স্মৃতঃ,
বরুণো বিদ্যুত স্তূর্দ্ধং তত ইন্দ্রপ্রজাপতী।

৪ অধ্যা—৩পা—৪অধি—৪সূ—৫২২সা সং।

৪অধিকরণ—অর্চ্চিরাদিনা মাতিবাহিকত্বম্—অর্চ্চিরাদির আতিবাহিকত্ব বা চেতনত্ব।

৪সূ—আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ।

ব, অ—লিঙ্গ বা হেতু থাকায় আগন্তুকগণের আতিবাহিকত্ব।

দীপিকা—অতিবহন্তীতি আতিবাহিকাশ্চেতনা দেবা অর্চ্চিরাদয়ঃ, কুত স্তল্লিঙ্গাৎ তেষাং চেতনানাং তৎ পুরুষোঽমানব ইতি এককরণেন লিঙ্গাৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—অহন্, শুক্ল পক্ষ, উত্তরায়ণ ইত্যাদির স্বরূপ কি? চিহ্ন বা ভোগস্থান না প্রস্থিত জীবের বাহক? উত্তর—তাঁহারা চিহ্ন কি ভোগস্থান নহেন। তাঁহারা আতিবাহিকী দেবতা? তাঁহারা চেতন ব্রহ্মলোক প্রাপক। চেতনত্ব পক্ষে লিঙ্গ বা হেতু প্রদর্শিত আছে। শ্রুতি—"চন্দ্রমসং বিদ্যুতং তৎপুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি।"

৪অধ্যা—৩পা—৪অধি—৫সূ—৫২৩ সা সং।

৪ অধিকরণ—(চলিতেছে)—অর্চ্চিরাদি চেতন।

২সূ—উভয়ব্যামোহাত্তৎসিদ্ধেঃ।

ব, অ—উভয় 'ব্যামোহ' দ্বারা আতিবাহিকত্ব সিদ্ধ হয়।

দীপিকা—উভয়স্য নেতৃণাং স পিণ্ডিতকরণত্বেণ স্থানানাং স্বয়মেব ব্যামোহোঽচেতনত্বম্ তস্মান্নেতৃণাং চেতনানাং সিদ্ধিঃ তস্মাদ্মাত্রৈব নেতা ইতি শেষঃ।

তাৎপর্য্য—অহঃ প্রভৃতি অভিমানিনা দেবতা চেতন তাহার কারণ এই চেতন না হইলে ১মতঃ অচেতনের বুদ্ধিপূর্ব্বক বহনের ক্ষমতা নাই, ২য়তঃ, চালক চেতন ব্যতীত অজ্ঞ বা অচেতন হইতে পারে না এবং চালক না থাকিলে দেবযান প্রেক্ষুগণকে পথ নিজে চালাইতে পারে না। এই দুই ব্যামোহ দ্বারা (১ মার্গ ও ২ অজ্ঞত্ব) অভিমানিনী দেবতাগণ চেতন ইহা নিশ্চিত হইয়া থাকে।

৪ অধ্যা—৩পা—৪অধি—৬সূ—৫২৪ সা সং।

৪ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—অর্চ্চিরাদি চেতন।

৬সূ—বৈদ্যুতেনৈব তচ্ছ্রুতেঃ।

ব, অ—'বিদ্যুৎ লোকদ্বারা' গতি শ্রুত হয়।

দীপিকা—বৈদ্যুতেনৈব অমানবেনৈব ততস্তস্মাৎ বিদ্যুল্লোকাদূর্দ্ধং নীয়তে, কুতঃ, তচ্ছ্রুতেঃ তস্যামানবস্য পুরুষস্য নেতৃত্বস্য বৈদ্যুতাদিত্যাদিশ্রুতেঃ।

তাৎপর্য্য—বিদ্যুন্মধ্যবর্ত্তী অমানব বৈদ্যুৎ পুরুষ দ্বারা বরুণাদি লোকে

চালিত হয়। তার পরে ব্রহ্মলোকে যায়। যাহা হউক নানা শ্রুতি দ্বারা জানা যায় অর্চ্চিরাদি চেতন দেবতা, তাঁহারা চিহ্ন কিম্বা ভোগস্থান নহেন।

৪ অধিকরণের মীমাংসা।

মার্গ চিহ্নং ভোগভূ র্নেতরো বার্চ্চিরাদয়ঃ ?
আদ্যৌ স্যাতাং মার্গচিহ্ন স্বারূপ্যাল্লোকশব্দতঃ।

৪ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

'অন্তে গময়তী' ত্যুক্তে র্নেতার স্তেষু চেদৃশঃ,
নির্দ্দেশোঽস্ত্যত্র লোকস্য তন্নিবাসিজনান্ প্রতি।

৪অধ্যা—৩পা—৫অধি—৭সূ—৫২৫ সা সং।

৫ অধিকরণ—উত্তরমার্গেণ কার্য্যব্রহ্মাবগমনম্—

উত্তর মার্গে 'কার্য্যব্রহ্ম' বা 'অপরব্রহ্ম' প্রাপ্তি।

৭সূ—কার্য্যং বাদরি রস্য গত্যুপপত্তেঃ।

দীপিকা—যদর্চ্চিরাদীনাং গচ্ছন্তীতি ব্রহ্ম তৎ কার্য্যং বাদরি রাচার্য্যো মন্যতে। কুতঃ, অস্য কার্য্যস্য গতে রর্চ্চিরাদিগমনস্য তত্রোপপত্তিসম্ভবো গত্যুপপত্তিঃ তস্যাঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা শ্রুতিতে—পরব্রহ্ম ও কার্য্যব্রহ্ম বা অপরব্রহ্ম এই দুই শব্দ আছে। উপাসক ইহাঁদের কোন্ ব্রহ্মে গমন করেন ? উত্তর—'ব্রহ্মে গমন' এ বাক্যে 'কার্য্য ব্রহ্মে গমন,' ইহাই উপলব্ধ হয়। 'পরব্রহ্ম' নিরপেক্ষ ও ব্যাপক। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্ব জীবের প্রাপ্তব্য। বাদরি বলেন 'অমানব পুরুষেরা 'অপর ব্রহ্মকেই' প্রাপ্তি করান। পরব্রহ্মে গত্যাদি উপপন্ন হয় না।

৪অধ্যা—৩পা—৫অধি—৮সূ—৫২৬ সা সং।

৫ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—কার্য্যব্রহ্মে গতি।

৮সূ—বিশেষিতত্বাচ্চ।

ব, অ,—শ্রুতি ইহা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন।

দীপিকা—ব্রহ্মলোকানিত্যাদিনা, চকার স্তর্কস্য শ্রুতিমূলস্য কর্ত্তব্যতা মাহ।

তাৎপর্য্য—"ব্রহ্মলোকান্ গময়তি তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতোঃ বসতি"—এই শ্রুতিপ্রযুক্ত 'লোকান্' শব্দ বহুবচনান্ত। পর ব্রহ্মে বহুবচন সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ 'লোক' শব্দ প্রয়োগে 'পরব্রহ্মলোক' এরূপ অর্থ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ 'লোকেষু' সপ্তমীপ্রয়োগও যখন আধার অধিকরণে তখন তাহাও পরব্রহ্মে সঙ্গত নহে। অতএব ১ 'বহুবচন' ২ 'লোকশব্দ প্রয়োগ' এবং ৩ সপ্তমীবিভক্তি এই তিন কারণে অপরব্রহ্মে বা কার্য্যব্রহ্মে গমন হয় এই কথাই নিশ্চিত হয়।

৪অধ্যা—৩পা—৫অধি—৯সূ—৫২৭ সা সং।

৫ অধিকরণ—(চলিতেছে) উক্ত—কার্য্য ব্রহ্মে গতি।

৯সূ—সামীপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ।

ব, অ,—'সামীপ্য' হেতুতেই 'ব্রহ্ম' ব্যপদেশ।

দীপিকা—তু শব্দঃ তত্র ব্রহ্ম শব্দানুপপত্তিং বারয়তি কা তর্হি অত্রোপপত্তি রিত্যাহ সামীপ্যাৎ কার্য্যব্রহ্মস্য পরেণ ব্রহ্মণা, অতস্তস্য ব্রহ্মশব্দস্য ব্যপদেশাৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—যদি কার্য্যব্রহ্মই লাভ হয় তাহা হইলে দেবযান প্রেক্ষুগণের কিরূপে অনাবৃত্তিফল লাভ হইতে পারে? উত্তর—হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মাকেই 'কার্য্যব্রহ্ম' বলা যায়। যেমন গঙ্গাতীরবাসীকে সামীপ্য হেতু গঙ্গাবাসী বলা যায়, সেইরূপ হিরণ্যগর্ভের বা অপরব্রহ্মের বা কার্য্যব্রহ্মের ব্রহ্মসামীপ্যহেতু 'ব্রহ্মেতি' অভিধান। তিনি ব্রহ্মের সমীপ, তিনি মনোময়, এজন্য তিনি উপাস্য। দেবযান প্রস্থিতাদিগের পুনর্জ্জন্ম হয় না তাহার শ্রুতিপ্রমাণ আছে—"এতেন প্রপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে"।

৪অধ্যা—৩পা—৫অধি(১০সূ—১৩সূ)৫৩১ সা সং

১০সূ—কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ।

১১সূ—স্মৃতেশ্চ।

১২সূ—পরং জৈমিনির্মুখত্বাৎ।

১৩সূ—দর্শনাচ্চ।

ব, অ,—অধ্যক্ষ শব্দে কার্য্যব্রহ্ম।১০। ইহা পুরাণপ্রসিদ্ধ।১১। জৈমিনির মতে পরব্রহ্মে গতি।১২। ইহা শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়।১৩।

দীপিকা—কার্য্যস্য ব্রহ্মলোকস্যাত্যয়ে বিনাশে তস্য ব্রহ্মলোকস্যাধ্যক্ষেণ পরমেষ্ঠিনা সহাতঃ পরমেষ্ঠিনঃ পরং ব্রহ্ম ভবতি, কুতঃ, অনাবৃত্ত্যাদ্যভিধানাৎ ১০। 'ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে' ইত্যাদ্যায়াঃ চ শব্দাৎ শ্রুতেঃ 'তে ব্রহ্মলোক' ইত্যাদ্যায়াঃ।১১। ব্রহ্মশব্দস্য পরব্রহ্মণি মুখ্যত্বাৎ যদগাম্য মার্চ্চিরাদিনা তৎপরমেবেতি জৈমিনিরাচার্য্য আহ।১২। তয়োর্দ্ধমায়ন্ অমৃতত্ব মেতীত্যমৃতত্ব প্রাপ্তেঃ। চকারোমুখ্যার্থানুপপত্তেরভাব মাহ।১৩।

তাৎপর্য্য—কার্য্য ব্রহ্মের অত্যয় বা বিনাশ হইলে মহাপ্রলয়ে কল্পাবসানে ব্রহ্মার (কার্য্য ব্রহ্মের) সহিত তল্লোক-বাসিগণ পরব্রহ্মে লীন হন। ইহারই নাম 'ক্রমমুক্তি'।১০। কার্য্য ব্রহ্মে গতি সম্বন্ধে পুরাণেও আছে। "ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতি সঞ্চরে, পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্।" ১১। জৈমিনির মতে যে অমানব পুরুষ লইয়া যান তিনি পরব্রহ্ম। ব্রহ্মশব্দে 'পরব্রহ্ম' মুখ্য, 'কার্য্যব্রহ্ম' গৌণ। মুখ্যই গ্রহণীয় (সংশয় সূত্র)।১২। জৈমিনির মতে 'পরব্রহ্ম' ব্যতীত 'কার্য্যব্রহ্মে' অমরত্ব উপপন্ন হয় না। 'ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ' এরূপ প্রয়োগ কার্য্যব্রহ্মে সঙ্গত নহে। এজন্য কার্য্যব্রহ্মগতি অসঙ্গত হউক। ১৩। (সংশয় সূত্র)।

৪অধ্যায়—৩পা—৫অধি—১৪সূ—৫৩২ সা সং।

৫ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—কার্য্যব্রহ্ম গতি।

১৪সূ—ন চ কার্য্যে প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ।

ব, অ,—কার্য্যব্রহ্ম-প্রাপ্তি সাধকের অভিসন্ধি নহে।

দীপিকা—প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্মেত্যাদিনা স্পষ্টং কার্য্যং ব্রহ্মাবগম্যতে ইত্যত আহ। বেশ্ম প্রপদ্য ইতি প্রতিপত্তে রভিসন্ধিঃ কার্য্যে বৈ ব্রহ্মণি ন চ নৈব নামরূপ নির্ব্বাহকস্য ব্রহ্মণঃ প্রকৃতত্বাৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—'প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম' ইত্যাদি শ্রুতিও জৈমিনির মতে পরব্রহ্ম বোধক। বিনা ব্রহ্মজ্ঞানে কি বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে মোক্ষ হয় না? উত্তর—সভা বেশ্ম প্রভৃতি উপাস্য 'কার্য্যব্রহ্ম' বোধক। তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত কেহ কখন কার্য্যনিবৃত্তি করিতে পারে না। পাপও পুণ্য উভয়ই দেহোৎ-পত্তির কারণ। নিত্য নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানে পাপের উপশম হয়, কিন্তু পুণ্য নিবৃত্ত হয় না। তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ সংসারবদ্ধ হইতে হয়। 'ব্রহ্মৈব সন ব্রহ্মৈব ভবতি'। বিদ্যা প্রকরণে যেমন দুই শব্দ 'পরা বিদ্যা' 'অপরা বিদ্যা', ব্রহ্ম প্রকরণেও সেই-রূপ দুই শব্দ 'পরব্রহ্ম' ও 'অপর ব্রহ্ম'। শ্রুতি—এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চা-পরঞ্চব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ"। যিনি শুদ্ধ বুদ্ধ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত তিনি পরব্রহ্ম, আর যিনি উপাসনার্থ নামরূপাদি-বিশেষিত—তিনি মনোময়, প্রাণ-শরীর ও ভারূপ কার্য্য বা অপরব্রহ্ম। যাহা হউক 'কার্য্যব্রহ্মে' গতি আবিশ্বক।

৫ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

পরং ব্রহ্মাথবা কার্য্য মুদঙ্ মার্গেণ গম্যতে,
মুখ্যত্বাদমৃতত্বোক্তে র্গম্যতে পর মেব তৎ।

৫ অধিকরণের মীমাংসা।

কার্য্যংস্যাৎ গতিযোগ্যত্বাৎ পরস্মিংস্তদসম্ভবাৎ,
সামীপ্যাদ্ ব্রহ্মশব্দোক্তি রমৃতত্বং ক্রমাদ্ভবেৎ।

৪অধ্যা—৩পা—৬অধি—১৫সূ—৫৩৩ সা সং।

৬ অধিকরণ—প্রতীকোপাসকানাং হি ব্রহ্মলোকো-হপ্রাপণম্—প্রতীকোপাসক ব্রহ্মলোক পান না।

১৫সূ—অপ্রতীকাবলম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণঃ উভয়থাহ.দোষাৎ তৎক্রতুশ্চ।

দীপিকা—প্রতীকাবলম্বনায় ন ভবন্তি তে অপ্রতীকাবলম্বনাঃ তান্ প্রতীকব্যতিরিক্তা নমানবপুরুষো নয়তীতি বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে ন চ নয়নে ন্যায়বিরোধঃ ইত্যত আহ, উভয়থা অদোষাৎ উভয়থা প্রতীকাবলম্বনব্যতিরিক্ত বিষয়ত্বে নাদোষাৎ অত্র কো হেতুরিত্যত আহ তৎক্রতুশ্চ তস্য ব্রহ্মণঃ ক্রতুঃ সঙ্কল্পঃ, তৎক্রতুর্ব্রহ্মপ্রাপ্তৌ হেতুঃ। 'চ' শব্দ স্তদাভাবাপ্রাপ্তৌ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে 'অমানব পুরুষ উপাসক দিগকে লইয়া যান'; ইহাতে কোন ইতর বিশেষ আছে কি? 'অনিয়মঃ সর্ব্বাসাম্' এরূপ প্রয়োগ থাকায় অবিশেষই বলা যাউক? উত্তর—বাদরায়ণ আচার্য্য বলেন প্রতিকোপাসক ব্যতীত অন্যান্য উপাসকগণকে অমানব পুরুষ ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। শ্রুতি একবার বলেন 'অনিয়মঃ সর্ব্বাসাম্' অপরাপর স্থলে বলেন 'প্রতীকোপাসক নহে'। এরূপ দোষাবহ নহে। ইহা 'তৎক্রতু' বাক্যের ন্যায়। তৎ=সেই। ক্রতু=যজ্ঞ অর্থাৎ 'সেই তাঁহার যজ্ঞ'। নামরূপাদি উপাসকের নামরূপই ক্রতু। ব্রহ্মোপাসকের ব্রহ্মই ক্রতু। 'তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি'—যিনি যে ভাবে তাঁহাকে উপাসনা করেন, তিনি তাঁহার নিকট সেইরূপই হন। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং' ইত্যাদি গীতাতেও অভিহিত আছে 'যিনি যেরূপ ভজনা করেন তাঁহাকে সেইরূপ ভাবে ভজনা করি।' প্রতীকোপাসকের (নামরূপ, প্রতিমাদি) প্রতীক ভাবই প্রধান। ব্রহ্ম ভাব প্রধান নহে। এজন্য বাদরায়ণ বলেন যাঁহারা 'ব্রহ্মক্রতু' তাঁহারা ব্যতীত অন্যে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন না।

৪অধ্যা—৩পা—৬অধি—১৬সূ—৫৩৪ সা সং।

৬ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—প্রতীকে ব্রহ্মাপ্রাপ্তি।

১৬সূ—বিশেষঞ্চ দর্শয়তি।

ব, অ—বিশেষত্ব দেখান হইতেছে।

দীপিকা—যাবন্নাম্নো গতমিত্যাদিনা প্রতীকোপাসনেষু ফলেষু অশ্রুতফলেষু ব্রহ্মলোকঃ ফলং কল্প্য মিতি কল্পনাভাব মাহ। ইতি শ্রীসূত্র দীপিকায়াং চতুর্থাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ।

তাৎপর্য্য—প্রতীকোপাসকেরা প্রতীক বা নামরূপ আশ্রয়ে উপাসনা করেন। তাঁহাদের উপাসনার ফল বিভিন্ন। তাঁহাদের 'নাম-ধ্যাতা' অপেক্ষা 'বাক্যধ্যাতা' অধিকতর ফললাভ করেন, 'বাক্যধ্যাতা' অপেক্ষা 'মনোধ্যাতা' অধিকতর ফল প্রাপ্ত হন, এইরূপ। এ সকল উপা-সকেরা সাক্ষাৎ 'ব্রহ্মক্রতু' নহেন। 'ব্রহ্ম ক্রতু' উপাসকেরাই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, শ্রুতি—"যাবন্নাম্নো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি বাগ্ বাব নাম্নোভূয়সী, যাবদ্ বাচোগতং তত্রাস্য কামচারো ভবতি মনো বাব বচো ভূয়ঃ।"

৬ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

প্রতীকোপাসকান্ ব্রহ্ম লোকান্ নয়তি বা নবা ?
অবিশেষশ্রুতে রেতান্ ব্রহ্মোপাসকবন্নয়েৎ।

৬ অধিকরণের মীমাংসা।

ব্রহ্মক্রতো রভাবেন প্রতীকাহ´ ফলং শ্রবাৎ,
ন তন্নয়তি পঞ্চাগ্নিবিদো নয়তি তচ্ছ্রুতেঃ।

ইতি শ্রীমহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত শারীরক-ব্রহ্ম-বেদান্ত-সূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ।

বেদান্ত-সূত্র।

চতুর্থ অধ্যায়—চতুর্থ পাদ।

চতুর্থ পাদাধিকরণম্।

১—(১সূ—৩সূ) মুক্তিরূপস্য বস্তুনঃ পুরাতনত্বম্

২—(৪সূ) মুক্তস্য ব্রহ্মণ অভিন্নত্বম্।

৩—(৫সূ—৭ সূ) মুক্তস্বরূপভূতস্য ব্রহ্মণো যুগপৎ সবিশেষ নির্ব্বিশেষত্বম্।

৪—(৮সূ—৯ সূ) অর্চ্চিরাদি মার্গেন ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তস্যোপাসকস্য ভোগ্যবস্তূনাং সৃষ্টৌ মানসসঙ্কল্পস্যৈব হেতুত্বম্।

৫—(১০সূ—১৪ সূ) একস্যাপি পুরুষস্য দেহভাবাভাবয়ো বৈচ্ছিকত্বম্।

৬—(১৫ সূ—১৬ সূ) সর্ব্বেষাং দেহানাং সাত্মকত্বম্।

৭—(১৭ সূ—২২ সূ) ব্রহ্মলোকগতানা মুপাসকানাং জগৎ সৃষ্টৌ স্বাতন্ত্র্যাভাবেঽপি ভোগমোক্ষয়ো স্তেষাং স্বাতন্ত্র্যসিদ্ধিঃ।

৪ অধ্যা—৪পা—১অধি—১সূ—৫৩৫ সা সং।

১ অধিকরণ—মুক্তিরূপস্য বস্তুনঃ পুরাতনত্বম্—মুক্তিরূপ বস্তু পুরাতন।

১সূ—সম্পাদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ।

ব, অ—'স্বেনরূপ' শব্দে ব্রহ্মপ্রাপ্তি। জ্ঞানী ব্রহ্মময় হন।

দীপিকা—পরজ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন কেবলেনাত্মনাবির্ভবতি, কুতঃ স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি। পূর্ব্বপাদে সগুণবিদ্যাবিদো ঽর্চ্চিরাদিগতিঃ কার্য্যব্রহ্মপ্রাপ্তিশ্চ ফল মুক্ত মিদানীং নিগুর্ণ বিদ্যাবিদঃ তৎ সম্পত্তি রুচ্যতে।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—"এব মেবৈষ সম্প্রসাদো ঽস্মাচ্ছরীরাৎ পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে"—পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে উৎক্রান্তিকালে জীব এই শরীর হইতেই পরম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া 'স্বকীয় রূপে' অভিনিষ্পন্ন হন। এই শ্রুতিতে সংশয় 'স্বকীয়রূপে' অভিনিষ্পন্ন হন—শব্দের অর্থ কি? দেবজন্ম লাভ করিয়া কি নরদেবরূপ অর্থাৎ তাঁহার শরীর নররূপ ধারণ করে? অপ্রকৃতস্থব্যক্তি প্রকৃতস্থ হইলে স্বকীয়রূপ প্রাপ্ত বলা যায়। অন্য সংশয়—দেবজন্মের ন্যায় কি অন্য কোন নূতন জন্ম লাভ করেন? উত্তর—মোক্ষে কোন ধর্ম্মান্তরের আবির্ভাব হয় না।

শেন' শব্দ প্রয়োগ দ্বারা ব্রহ্ম ভাবার্থ প্রতীত হয়। স্ব=আপন, আত্মা, ব্রহ্ম। আত্মার স্বীয় ভাব বলিলে জীবাত্মার সাংসারিত্ব অবগত হইয়া পরমাত্মলাভই আত্মভাব বা 'স্বকীয়রূপ' প্রাপ্তি বা মোক্ষ ইহাই নিশ্চিত হয়।

৪ অধ্যা—৪পা—১অধি—২সূ—৫৩৬ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—মুক্তিবিচার।

২সূ—মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ।

ব, অ—'অভিনিষ্পন্ন' শব্দে মুক্ত, ইহা শ্রুতি-প্রতিজ্ঞাত।

দীপিকা—যত্রাভিনিষ্পাদ্যত ইত্যুক্তঃ, স সর্ব্বসম্বন্ধ-বিনির্ম্মুক্তঃ কুতঃ, য আত্মেত্যাদিনা তাদৃশেনৈব প্রতিজ্ঞানাৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—মোক্ষে যদি নূতন কিছু না হয় তবে পূর্ব্বাবস্থার সহিত মোক্ষাবস্থার প্রভেদ কি? শ্রুতিতে 'অভিনিষ্পন্ন' শব্দের অর্থ কি? উত্তর—যাঁহার সংসার বন্ধন শিথিল হইয়াছে, যিনি পূর্ব্বে বদ্ধ ছিলেন, যিনি পূর্ব্বে অজ্ঞানান্ধ ছিলেন—তিনি মোক্ষে জ্ঞান সম্পন্ন হন। তাঁহার অজ্ঞান তিরোহিত হয়। 'অভিনিষ্পত্তির' পূর্ব্বে তিনি দেহ-ধর্ম্ম-ধর্ম্মী ও অজ্ঞানান্ধ ছিলেন। মোক্ষ হইলে তাহার কিছুই থাকে না। পূর্ব্বের মত তাঁহার জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তিন অবস্থার বিভিন্ন ভাব থাকে না, সর্ব্বদাই তাঁহার এক ভাব। নির্ম্মুক্ত, দুঃখসন্তাপ-বিবর্জ্জিত-নির্ম্মল পূর্ণানন্দ ভাবে তিনি অনুক্ষণ অবস্থান করিতে থাকেন। 'অভিনিষ্পত্তি' শব্দের উৎপত্তি অর্থ করিলেও মোক্ষ দোষাবহ হয় না।

৪অধ্যা—৪পা—১অধি—৩সূ—৫৩৭ সা সং।

১ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—মোক্ষ বিচার।

৩ সূ—আত্মা প্রকরণাৎ।

ব, অ—'জ্যোতিঃ' শব্দের অর্থ 'আত্মা', ইহা প্রকরণে জানা যায়।

দীপিকা—জ্যোতিঃ শব্দেন আত্মাভিধীয়তে, কুতঃ, প্রকরণাৎ য আত্মেত্যাদেঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—"এব মেবৈষ" শ্রুতিতে প্রযুক্ত 'জ্যোতিঃ সম্প্যাদ্য—'জ্যোতিঃ' প্রাপ্তির অর্থ কি? জ্যোতিঃ শব্দে কি সামান্য জ্যোতিঃ' পদার্থ? উত্তর—জ্যোতিঃ শব্দে ভৌতিক 'জ্যোতিঃ' বা দীপ্তি অর্থ নহে। জ্যোতিঃ বিকার পদার্থ, মুক্তিতে বিকারে অভিনিস্পত্তি হইতে পারে না। 'জ্যোতিঃ' শব্দে 'ব্রহ্ম'। জ্যোতিঃ শব্দের ব্রহ্মার্থ প্রশ্নোপনিষদে লক্ষিত হয় যথা—"তদ্দেবাঃ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ"

১ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

নাকবন্নূতনং মুক্তিরূপং যদ্বা পুরাতনম্?
অভিনিষ্পত্তিবচনাৎ ফলত্বাদপি নূতনম্।

১ অধিকরণের মীমাংসা।

'স্বেন রূপনে' তি বাক্যে স্বশব্দাৎ তৎপুরাতনং,
আবির্ভাবোঽভিনিষ্পত্তিঃ ফলংচাজ্ঞানহানিতঃ।

৪অধ্যা—৪পা—২অধি—৪সূ—৫৩৮ সা সং।

২ অধিকরণ—মুক্তস্য ব্রহ্মণঃ অভিন্নত্বম্—

মুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন।

৪সূ—অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ।

ব, অ—মুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মে অবিভক্তরূপে একীভূত হন।

দীপিকা—'পরং জ্যেতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে' যঃসত্বাবিভেদেন, কুতঃ, তত্ত্বমসীত্যাদে দৃষ্টত্বাৎ।

তাৎপর্য্য—মুক্ত পুরুষ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ অবস্থান করেন না। তিনি ব্রহ্মে এক হইয়া যান। যেমন নির্ম্মল জল নির্ম্মল জলে মিশাইয়া একীভূত হয়, জ্ঞানীও সেইরূপ ব্রহ্মে একীভূত হন।

২ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

মুক্তরূপাদ্ব্রহ্ম ভিন্ন মভিন্নং বাঽথ ভিদ্যতে?
সম্পাদ্য জ্যোতি রিত্যেব কর্ম্মকর্ত্তৃভিদোক্তিতঃ।

২ অধিকরণের মীমাংসা ।

অভিনিষ্পন্নরূপস্য 'স উত্তমপুমানিতি'
ব্রহ্মত্বোক্তে রভিন্নং তদ্ ভেদোক্তি নৈ'ব যুজ্যতে।

৪ অধ্যা—৪পা—৩অধি—৫সূ—৫৩৯ সা সং

৩ অধিকরণ—মুক্ত স্বরূপভূতস্য ব্রহ্মণো যুগপৎ সবিশেষনির্ব্বিশেষত্বম্—মুক্তগণ ব্রহ্মতন্ময় হইলেও ইচ্ছামত সশরীর ও অশরীর হইতে পারেন।

৫সূ—ব্রহ্মেণ জৈমিনিরূপন্যাসাদিভ্যঃ।

ব, অ—উপন্যাসাদি দ্বারা জৈমিনির মতে মুক্তগণ ব্রহ্মে লীন হন।

দীপিকা—ব্রহ্মেণ স্বেনরূপেণাপহতপাপ্মত্বাদিনা সর্ব্বজ্ঞত্বাদিনা চ নিষ্পদ্যতে ইতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে কুতঃ, উপন্যাসাদিভ্যঃ উপন্যাসো যমাত্মেত্যাদি শব্দেন স তত্র পর্য্যেতীত্যৈশ্চর্য্যাদিভ্যঃ।

তাৎপর্য্য—জৈমিনি আচার্য্যও বলেন শ্রুতির উপন্যাস ও বিধি ব্যপদেশাদিতে জানা যায় মুক্তেরা ব্রহ্মের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প হন। "তত্র পর্য্যেতি জক্ষণ্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা মুক্তগণের অণিমাদি ঐশ্বর্য্যও অবধারিত হয়। ইচ্ছামত ভোগ্য ভোগ করিবার তাঁহাদের ক্ষমতা জন্মে।

৪অধ্যা—৪পা—৩অধি—৬সূ—৫৪০ সা সং।

৩ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—মুক্ত বিচার।

৬সূ—চিতি তন্মাত্রেণ তাদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ।

ব, অ—ঔড়ুলোমির মতে মুক্তব্যক্তি চৈতন্য মাত্র হন।

দীপিকা—চিন্মাত্রেণ চৈতন্য মেবাত্মনোরূপ মত শ্চৈতন্য মাত্রেণাভিনিষ্পদ্যতে, তদেব কুতঃ, ইত্যত আহ এবং আ অব

ইত্যাদিনা তাদাত্মকত্বাৎ চৈতন্যমাত্রাত্মকত্বাৎ আত্মানো বস্তুতঃ সত্যসঙ্কল্পাদীনা মুপাধিধর্ম্মাত্বা দিত্যৌড়ুলোমি রাচার্য্যো মন্যতে।

তাৎপর্য্য—ঔড়ুলোমি বলেন মুক্ত ব্যক্তি 'রমমাণ' এ শব্দ দ্বারা ব্রহ্মের সহিত ক্রীড়া করেন এরূপ নহে। ভিন্ন ভিন্ন ভাব বিদ্যমান থাকিলেই ক্রীড়াদির অবধারণ করা যাইত। আত্মার কোন ক্রীড়াদি পদার্থান্তর নাই। নিরস্ত-প্রপঞ্চ অব্যপদেশ্য চৈতন্য মাত্রে মুক্ত ব্যক্তি অবস্থান করেন ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। ঔড়ুলোমি মুক্তগণের 'ঐশ্বর্য্য' স্বীকার করেন না।

৪অধ্যা—৪পা—৩অধি—৭সূ—৫৪১ সা সং।

৩ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—মুক্তগণের ঐশ্বর্য্য।

৭ সূ—এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবা দবিরোধং বাদরায়ণঃ।

ব, অ—বাদরায়ণের মতেও মুক্তগণের ঐশ্বর্য্য সম্ভাবনা।

(পূর্ব্বভাব—ঐশ্বর্য্য।)

দীপিকা—এব মপি পারমার্থিক চৈতন্যরূপেণ স্বরূপাভ্যুপগমেঽপি পূর্ব্বস্যাপ্যুপন্যাসাদিভ্যো ঽবনতস্য ব্রহ্মস্যৈশ্বর্য্যরূপস্য ভাবাদ্ব্যাখ্যানদপ্যবিরোধং বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে, মতং সিদ্ধান্তং।

তাৎপর্য্য—বাদরায়ণ বলেন পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম অখণ্ড ও নির্দ্ধর্ম্ম, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন। এজন্য জৈমিনি কথিত 'পূর্ব্বভাব' অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্র কথিত 'ঐশ্বর্য্য' পক্ষে বিরোধ নাই। অর্থাৎ 'মুক্তগণ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন' এ বাক্যে বিরোধ নাই।

৩ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

ক্রমেণ যুগপদ্বাস্য সবিশেষ বিশেষকৌ ?
বিরুদ্ধত্বাৎ কালভেদা দ্ব্যবস্থা শ্রুতয়ো স্তয়োঃ।

৩ অধিকরণের মীমাংসা।

মুক্তামুক্তদৃশো র্ভেদাদ্ব্যবস্থা সম্ভবে সতি,
অবিরুদ্ধং যৌগপদ্য মশ্রুতং ক্রমকল্পনম্।

৪ অধ্যা—৪পা—৪অধি—৮সূ—৫৪২ সা সং।

৪ অধিকরণ—অর্চ্চিরাদি মার্গেণ প্রস্থিতস্যোপাসকস্য ভোগ্যবস্তূনাং সৃষ্টৌ মানসসংকল্পস্যৈব হেতুত্বম্—দেবযান গত উপাসক সংকল্প মাত্রেই ভোগ্য বস্তু সৃষ্টি করিতে পারেন।

৮সূ—সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ।

ব, অ—শ্রুতিতে জানা যায় সংকল্প মাত্রেই মুক্তগণ পিতৃগণকে দেখেন।

দীপিকা—পিত্রাদয়ঃ সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠন্তি নতু নিমিত্তান্তরাৎ, কুতঃ, তস্য সংকল্পাদেব অস্য পিতরঃ সমুপতিষ্ঠন্তীতি তাদৃশস্য সমুত্থানস্য শ্রুতেঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—দহর শ্রুতিতে জানা যায় "সঙ্কল্পাদেবাস্য-পিতরঃ সমুপতিষ্ঠন্তি" এ শ্রুতিতে সংশয় সংকল্প মাত্রেই কি পিতৃগণ আসেন, না অন্য কোন নিমিত্তান্তর যোগ আবশ্যক? উত্তর—মুক্তেরা প্রাকৃত পুরুষ নহেন। তাঁহারা সত্য-সংকল্প, সংকল্পমাত্রেই তাঁহাদের অভিপ্রেত সিদ্ধ হয়। কোন নিমিত্তান্তর আবশ্যক নাই।

"পিত্রাদীনাং সমুত্থানং সংকল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ, ন চানুমান বাধোঽত্র শ্রুত্যা তস্যৈব বাধনাৎ।"

৪ অধ্যা—৪পা—৪ অধি—৯ সূ—৫৪৩ সা সং।

৪ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—মুক্ত বিচার।

৯ সূ—অতএব চানন্যাধিপতিঃ।

ব, অ—অতএব মুক্তগণ স্বাধীন, তাঁহাদের অন্য অধিপতি নাই।

দীপিকা—এতএব সত্যসঙ্কল্পত্বাদেব অনন্যাধিপতিশ্চ অস্য নান্যোঽধিপতিরপি। পূর্ব্বাধিকরণে সংকল্পাতিরিক্তসাধকানাং সগুণ বিদ্যাবিদো যোগিনঃ সাধনত্ব মুক্তং তচ্ছ্রুতেঃ।

তাৎপর্য্য—মুক্ত পুরুষেরা সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প এজন্য তাঁহাদের অন্য অধিপতি নাই। তাঁহারা স্বাধীন ও কামচারী এ বিষয়ে শ্রুতি আছে, যথা—

"অথ য ইহ আত্মান মনুবিদ্য ব্রজন্তে তাংশ্চ সত্যান্ কামান্ তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।

৪ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

ভোগ্য স্রষ্টা বস্তি বাহ্যো হেতুঃ সংকল্প এব বা ?
আশামোদক জন্যত্বাদ্ধেতু স্তর্হ্যস্তি লোকবৎ।

৪ অধিকরণের মীমাংসা।

'সংকল্পাদেব পিতর' ইতি শ্রুত্যাহবধারণাৎ,
সংকল্প এব হেতুঃ স্যাদ্ভোগ্যস্রষ্ট্যনুশাসনাৎ।

৪ অধ্যা—৪পা—৫অধি—১০ সূ—৫৪৪ সা সং।

৫ অধিকরণ—একস্যাপি পুরুষস্য দেহভাবাভাবয়ো রৈচ্ছিকত্বম্—শরীর ধারণ করা বা না করা মুক্ত পুরুষের ইচ্ছাধীন।

১০ সূ—তত ভাবং বাদরি রাহহ্যেবং।

ব, অ—বাদরি মন থাকা স্বীকার করেন।

(ততঃ+ভাবং)। ভাব—মনথাকা। এবং—অতএব।

দীপিকা—মনোতিরিক্তানাং শরীরাদীনামভাবো বাদরি রাচার্য্যো মন্যন্তে, কুতঃ, হি যস্মাৎ এব মাহ শ্রুতিঃ স বৈতানী-ত্যাদিনা।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—সংকল্পমাত্রে পিতৃগণ উপস্থিত হন এবাক্যে তাঁহাদের 'মন' থাকা স্বীকার করা যাউক ? উত্তর—মুক্তদিগের শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের অভাব হয়, কিন্তু সংকল্পের সাধন 'মন' বিদ্যমান থাকে। তদ্বিষয়ক শ্রুতি—'মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে'।

৪অধ্যা—৪পা—৫অধি—১১সূ—৫৪৫ সা সং।

৫ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—মুক্তের মন থাকে।

১১সূ—ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ।

ব, অ—জৈমিনি শরীরও থাকার বিষয়ে সংশয় করেন।

দীপিকা—জৈমিনিরাচার্য্যো মনোবচ্ছরীরস্যাপি সেন্দ্রিয়স্য ভাবং মুক্তং প্রতিমন্যতে, কুতঃ, স একধা ভবতীত্যাদিনা বিকল্পস্য আমননাৎ।

তাৎপর্য্য—জৈমিনি বলেন 'স একধা ভবতি, দ্বিধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি, ইত্যাদি দ্বারা মুক্তদিগের ভাব-বিকল্পতা লক্ষিত হয় অর্থাৎ তাঁহারা নানাভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু ভাব-বিকল্পতা শরীর সাপেক্ষ। তজ্জন্য মুক্তদিগের যখন মন থাকা স্বীকার করা যায়, তখন শরীর থাকাও স্বীকার করা যাউক? (সংশয় সূত্র)।

৪অধ্যা—৪পা—৫অধি—১২সূ—৫৪৬ সা সং।

৫ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—মুক্তগণের মন থাকা।

১২সূ—দ্বাদশাহবদুভয়বিধম্ বাদরায়ণোঽতঃ।

ব, অ,—তজ্জন্য বাদরায়ণ বলেন 'দ্বাদশাহ' ন্যায় উভয় প্রকারই সঙ্গত।

দীপিকা—বাদরায়ণো মুনিরাচার্য্যোঽতএব লিঙ্গদর্শনাদুভয়বিধং মন্যতে ভাবমভাবং, দ্বাদশাহবৎ যথা দ্বাদশাহঃ সত্র মহীনশ্চ তদ্বৎ অতঃ সিদ্ধান্তঃ।

তাৎপর্য্য—'দ্বাদশাহ' নামক যাগের যেমন উভয় বিধ—'সত্র' ও 'অহীন' নামও প্রয়োগ, এবং উভয়ই যেমন সত্য, সেইরূপ শরীরের ভাব ও অভাব উভয়বিধই সত্য স্বীকার করা যাইতে পারে। থাকে, থাকেও না। সে কিরূপ পরসূত্রে বিবৃত হইবে। (মীমাংসা সূত্র)।

৪ অধ্যা—৪পা—৫অধি—১৩সূ—৫৪৭ সা সং

৫ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—মুক্তদিগের সংকল্প।

১৩ সূ—তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ।

ব, অ—সন্ধ্যা (স্বপ্ন ও প্রদ্যোতন) অবস্থায় যেরূপ উপলব্ধি হইয়া থাকে. তদ্রূপ। (তনু+অভাবে)।

দীপিকা—শরীরাভাবে সন্ধ্যে যথোপলব্ধিমাত্রাঃ পিত্রাদি-কামা ভবন্তি এবং মোক্ষেঽপি স্যুঃ তথা সত্যুপপত্তেঃ।

তাৎপর্য্য—মুক্তদিগের শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন এ তিনের কিছুই থাকে না। ভাবনা মাত্র থাকে। অশরীর হইলেও উপলব্ধি দ্বারা পিত্রাদি কামী হন, সন্ধ্য বা স্বপ্ন ও প্রদ্যোতনে যেমন উপলব্ধি হয় ইঁহাদেরও সেইরূপ হইয়া থাকে।

৪অধ্যা—৪পা—৫অধি—১৪সূ—৫৫৮ সা সং।

৫ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—মুক্তগণ ইচ্ছাধীন।

১৪ সূ—ভাবে জাগ্রদ্বৎ।

ব, অ—জাগ্রতের মত পিতৃগণ শরীরবান্ দৃষ্ট হন।

(ভাবে—শরীরস্য ভাবে)

দীপিকা—পূর্ব্বাধিকরণে 'স একধা' ভবতি 'ত্রিধা ভবতী'তি বাক্যোদাহরণেনানেকশরীরগ্রহণং মুক্তং তৎক্রমেণ ন যুগপদিত্যাক্ষিপ্য সমাধত্তে।

তাৎপর্য্য—মুক্তগণ সংকল্পমাত্রে জাগ্রৎ অবস্থার মত সশরীর পিত্রাদিকে বিদ্যমান স্বরূপ দর্শন করিয়া থাকেন।

৫ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

ব্যবস্থিতা বৈচ্ছিকৌ বা ভাবাভাবৌ তনোর্যতঃ,
বিরুদ্ধৌ তেন পুং ভেদমুভৌ স্যাতাং ব্যবস্থিতৌ।

৫ অধিকরণের মীমাংসা।

একস্মিন্নপি পুংসীতি যথাকামা ভবন্তি হি,
অবিরোধং স্বপ্নজাগ্রদ্ভাববদ্‌যুজ্যতে দ্বিধা।

৪অধ্যা—৪পা—৬অধি—১৫সূ—৫৫৭ সা সং।

৬ অধিকরণ—সর্ব্বেষাং দেহানাং সাত্মকত্বম্—সকল দেহই সাত্মক বা আত্মা সমন্বিত।

১৫ সূ—প্রদীপবদবিশেষ স্তথাহি দর্শয়তি।

ব, অ—প্রদীপের দৃষ্টান্তে কোন বিশেষ নাই তাহাই দর্শাইতেছেন।

দীপিকা—শরীরান্তরাণাং স্বীকারে শরীরান্তরাৎ শরীরান্তরেষ্বাবেশঃ প্রদীপবৎ যথৈকস্য প্রদীপস্য প্রদীপসহস্রেষু আবেশঃ, কুত এব, হি যস্মাৎ তথা দর্শয়তি শ্রুতিঃ স একধা ভবতীত্যাদিনা।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে মুক্তগণ ভোগের নিমিত্ত দুই, তিন বা ততোধিক শরীর ধারণ করিতে পারেন। সে সকল শরীর কি সাত্মক? না ছায়ামাত্র? না নিরাত্মক? এক শরীর সাত্মক হইতে পারে কিন্তু অন্যান্য শরীর কিরূপে সাত্মক? উত্তর—মুক্তগণ সত্য-সংকল্পতার বলে বহু সমনস্ক সেন্দ্রিয় শরীর সৃষ্টি করিতে পারেন। তাঁহাদের মন একাধিক নয় বটে, সেই এক-মন-প্রসূত বহু শরীরই সাত্মক হয়। সকল শরীরেই আত্মার প্রবেশ হয়। যেমন এক প্রদীপ হইতে সহস্র সহস্র প্রদীপ প্রজ্বলিত করা যায় সেইরূপ।

৪অধ্যা—৪পা—৬অধি—১৬সূ—৫৫০ সা সং।

৬ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—মুক্তগণের বহুশরীর যোগ।

১৬ সূ—স্বাপ্যয় সম্পত্ত্যনন্তরাপেক্ষ মাবিষ্কৃতম্ হি।

ব, অ—স্বাপ্যয় (সুষুপ্তি) ও সম্পত্তি (মোক্ষ) বিচারে এ বিষয় উক্ত হইয়াছে।

দীপিকা—স্বাপ্যয়ঃ সুষুপ্তিঃ সম্পত্তির্মোক্ষ স্তয়োরন্যতরাপেক্ষে যত্র, ত্বস্যেত্যাদি প্রতিষেধ-বচনে কুতঃ, হি যস্মাৎ সুষুপ্তৌ মুক্তৌ বা ইদমাবিষ্কৃতম্ উদাহৃতম্।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—মুক্ত পুরুষদিগের ভেদজ্ঞান থাকে না তবে 'তৎ কেন কং পশ্যেৎ' এ শ্রুতি বহুশরীর যোগে কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? উত্তর—মুক্ত ব্যক্তিগণের বহুশরীর যোগ বিষয়ে বিরোধ নাই। 'তৎ কেন' শ্রুতি অন্য প্রকরণের জন্য। সুষুপ্তি ও সম্পত্তি বা মোক্ষ প্রকরণে তাহার সবিস্তার বিচার আছে। 'ইহা উহা' ইতিজ্ঞান না থাকিলেও তাঁহারা সিদ্ধকাম। তাঁহারা ইচ্ছামাত্রে শরীর যোগ করিতে পারেন।

৬ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

নিরাত্মনোঽস্য শরীরাঃ সাত্মকাঃ বা নিরাত্মকাঃ ?
অযোগা দাত্মমনসো রেকস্মিন্নেব বর্ত্তনাৎ।

৬ অধিকরণের মীমাংসা।

যস্মা ন্মনসো হন্যানি মনাংসি স্যু প্রদীপবৎ।
আত্মভিস্তদবচ্ছিন্নৈঃ সাত্মকাঃ স্যু স্ত্রিধোক্তিতঃ।

৪ অধ্যা—৪পা—৭অধি—১৭সূ—৫৫১ সা সং।

৭ অধিকরণ—ব্রহ্মলোকগতানা মুপাসকানাং জগৎ স্রষ্টৌ স্বাতন্ত্র্যাভাবেঽপি ভোগমোক্ষায়ো স্তেষাং স্বাতন্ত্র্যসিদ্ধিঃ—ব্রহ্ম-লোক-গত উপাসকদিগের জগৎ-সৃষ্টি বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য (ক্ষমতা) না থাকিলেও ভোগমোক্ষ বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য আছে।

১৭সূ—জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ।

ব, অ—প্রকরণে জানা যায়, যদিও জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন না তথাপি মুক্তগণ আপ্তকাম।

দীপিকা—যোগিনাং ভৌতিকেষ্বেব স্বাতন্ত্র্যং ন ভুতেম্বিত্যাহ জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং, কুতঃ, প্রকরণাৎ সর্ব্বভূতস্থষ্টিবাক্যেষু পরমাত্মনঃ, প্রকৃতত্বাৎ ন চ তেঽপি পরমাত্মবৎ প্রকৃতা ইত্যাহ অসন্নিহিতত্বাৎ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—মুক্ত পুরুষগণের ঐশ্বর্য্যভোগ শ্রুত হয়, দেবগণ তাঁহাদিগকে উপহার প্রদান করেন, তাঁহাদিগকে এরূপ ঐশ্বর্য্য সাঙ্কুশ কি নিরঙ্কুশ ? উত্তর—মুক্তগণের ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ নহে। জগতের মহাভূতের সৃষ্টি ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় কার্য্যে তাঁহাদের ক্ষমতা লাভ হয় বটে, কিন্তু জগৎ-সৃষ্টি-ব্যাপার নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্ত ঈশ্বরেরই। অন্যের হইতে পারে না। 'ভীষাস্মাৎ বাতঃ পবতে'—ভয়ে বায়ু বহিতেছেন, সূর্য্য তাপ দিতেছেন ইত্যাদি নিত্য বুদ্ধ ঈশ্বরেরই ইচ্ছা। মুক্তেরা সমনস্ক এজন্য সাঙ্কুশই স্বীকার করিতে হয়। তাঁহারা ইচ্ছামাত্রে জগৎ একটা সৃষ্টি করিতে ও চালাইতে পারেন না, তবে উপাসনা-বল লাভ করেন ও ঈশ্বরের কৃপায় ইচ্ছামত ভোগৈশ্বর্য্য লাভ করেন, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়।

৪অধ্যা—৪পা—৭অধি—১৯সূ—৫৫৩ সা সং।

৭ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—মুক্তগণের ঐশ্বর্য্য।

১৮ সূ—প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেন্নাধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ।

ব, অ—আধিকারিক মণ্ডলস্থ উক্তি পরমাত্মবাচক।

দীপিকা—প্রত্যক্ষোপদেশা দাপ্নোতি স্বারাজ্য মিত্যাদে যোগিনাং জগৎ ব্যাপারস্বাতন্ত্র্য মিতি চেন্ন, কুতঃ, আধিকারিকোঽয়ং আদিত্য মণ্ডলস্থ স্তস্যোক্তেঃ।

তাৎপর্য্য—আশঙ্কা—"আপ্নোতি স্বারাজ্যং"—মুক্তগণ স্বারাজ্য প্রাপ্ত হন' এ শ্রুতি দ্বারা মুক্তদিগের ঐশ্বর্য্যে প্রত্যক্ষ উপদেশ থাকায় তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ বলি? উত্তর—পরমাত্মব্যতীত অন্যে নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য অসম্ভব। পরমেশ্বরের অনুকম্পায় মুক্তগণ ক্রমশঃ বাক্‌পতি, চক্ষুঃপতি, শ্রোত্রপতি ও বিজ্ঞানপতি হন। সূত্রে 'আধিকারিক মণ্ডলস্থ' শব্দের প্রয়োগ আছে। তাহার অর্থ 'পরমেশ্বর'। কেননা 'আধিকারিক' শব্দে ঈশ্বরের অধিকারে নিয়োজিত' এই অর্থে সূর্য্য। 'সূর্য্যমণ্ডলে 'স্থ' অর্থাৎ অবস্থিত। এজন্য 'আধিকারিক মণ্ডলস্থ' পদে পরমাত্মা। প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদের ২০ সূত্রে অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ' সূত্রে আদিত্যমণ্ডস্থ 'উৎ' পুরুষের পরমাত্মত্ব উক্ত আছে।

৪অধ্যায়—৪পা—৭অধি—১৯সূ—৫৫৩ সা সং।

৭ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ মুক্তগণের ঐশ্বর্য্য।

১৯সূ—বিকারবর্ত্তিচ তথাহি স্থিতি মাহ।

ব, অ—আদিত্যাদি বিকার মধ্যবর্ত্তী এজন্য ঈশ্বরের সগুণ স্বরূপ।

দীপিকা—বিকারবর্ত্ত্যপি নিত্যমুক্তং পরমেশ্বরং ন কেবলবিকারমাত্রগোচরং সাবিত্রমণ্ডলাদ্যধিষ্ঠানং তথাহি যস্মাৎ স্থিতি মাহ আম্নায়ঃ'এতাবানস্য মহিমে'ত্যাদিনা।

তাৎপর্য্য—পরমেশ্বরের স্বরূপ উভয়বিধ—সগুণ ও নির্গুণ। আদিত্য মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী স্বরূপ সগুণ ও বিকার মধ্যবর্ত্তী। আদিত্যাদি বিকার বস্তু এ জন্য উৎপুরুষাদি' সগুণ স্বরূপ। সগুণ উপাসক নির্গুণ স্বরূপ পাইতে পারেন না। এজন্য তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ নহে।

৪অধ্যা—৪পা—৭অধি—২০সূ—৫৫৪সা সং।

৭ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—মুক্তগণের ঐশ্বর্য্য।

২০সূ—দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে।

ব, অ—প্রত্যক্ষ (শ্রুতি) ও অনুমান (স্মৃতি) প্রমাণে ইহা লক্ষিত হয়।

দীপিকা—এবং বিকারবর্ত্তি রূপং শ্রুতিস্মৃতী দর্শয়তঃ শ্রুতির্ন তত্র সূর্য্য ইত্যাদ্যা। স্মৃতির্ন জায়তে ইত্যাদ্যা।

তাৎপর্য্য—পরমেশ্বরের এবম্বিধ নির্গুণ স্বরূপ বিষয়ক শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ আছে। শ্রুতি—"ন তত্র সূর্য্যো নচ তারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। স্মৃতি—"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কঃ" ইত্যাদি।

৪অধ্যা—৪পা—৭অধি—২১সূ—৫৫৫ সা সং।

৭ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—ব্রহ্মের নির্গুণত্ব।

২১সূ—ভোগমাত্র সাম্যং লিঙ্গাচ্চ।

ব, অ—অপর ব্রহ্মের সহিত মুক্তগণের ভোগসাম্য আছে।

দীপিকা—অনাদিসিদ্ধেন পরমেশ্বরেণ ভোগমাত্রং সমানং যোগিনাং যথৈতাং দৈবলিঙ্গং যোগিনাং জগদ্ব্যাপারাভাবেঽপ্যাদনে।

তাৎপর্য্য—মুক্তগণের জগৎ ব্যাপারে ঐশ্বর্য্য বা ক্ষমতা যদিও নাই তথাপি তাঁহাদের পরমাত্মার সহিত 'ভোগ সাম্য' শ্রুত হয়। "ব্রহ্মা ব্রহ্মলোক-গত উপাসকদিগকে বলিলেন 'আমি এই অমৃতময় জল পান করি, তোমরাও পান কর' ইত্যাদি। "তমাহাপো বৈ খলু পীয়ন্তে লোকোঽসৌ" ইত্যাদি।

৪ অধ্যা—৪পা—৭অধি—২২সূ—৫৫৬ সা সং।

৭ অধিকরণ—(চলিতেছে) উপ—মুক্তের গতির অনাবৃত্তি।

২২সূ—অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।

ব, অ—শব্দ (শ্রুতি) দ্বারা মুক্তগণের অনাবৃত্তি জানা যায়:

পাদ শেষে সূত্রার্দ্ধের (অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ) দ্বিরাবৃত্তিঃ।

দীপিকা—ব্রহ্মলোক প্রাপ্তানাং তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ, কুতঃ, 'ন স পুনরাবর্ত্ততে' ইত্যাদেঃ শব্দাৎ শ্রুতেঃ। সূত্রাভ্যাসঃ শাস্ত্রসমাপ্তিং দ্যোতয়তি।

ইতি শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করানন্দ ভগবতঃ কৃতায়াং শারীরক-সূত্র-দীপিকায়াং চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ।

তাৎপর্য্য—যাঁহারা দেবযান পথে ব্রহ্মলোক গমন করেন তাঁহারা চন্দ্রলোক-গত উপাসকের ন্যায় পুনরাবর্ত্তন করেন না। তাঁহাদিগকে সংসার-যাতনা ভোগ করিতে হয় না। যাঁহারা চন্দ্রলোক গত হইয়া স্বর্গগামী হন, তাঁহাদিগকে স্বর্গভোগাবসানে পুনরায় জন্ম মৃত্যুর অধীন হইতে হয়। মুক্তগণের তাহা হয় না। প্রমাণ বচন—(১) ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ, (২) ব্রহ্মলোক মভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে, (৩) তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি (স্বর্গকামিগণ) (৪) এক্য়া যাত্যনাবৃত্তি মন্যয়া বর্ত্ততে পুনঃ। (দেবযান, পিতৃযান)।

৭ অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ।

জগৎ স্রষ্টৃত্ব মস্ত্যেষাং যোগিনা মথ নাস্তি বা ?
অস্তি 'স্বারাজ্যমাপ্নোতী' ত্যুক্তৈশ্বর্য্যানবগ্রহাৎ।

৭ অধিকরণের মীমাংসা।

সৃষ্টাবপ্রকৃতত্বেন স্রষ্টৃত্বং নাস্তি যোগিনাং,
স্বারাজ্যং লভতে তে তু পুনরাবর্ত্তনং বিনা।

ইতি শ্রীমহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত শারীরক-ব্রহ্ম-বেদান্ত-সূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের চতুর্থ পাদ।

চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্য্যং করবাবহৈ"। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ। Aug. 1916.